# নির্ঘণ্ট।

## বিরাট পর্ব্ব।

পৃষ্ঠা।

অথ পঞ্চ পাণ্ডবের অজ্ঞাত বাসের মন্ত্রণা। ... ... ... ১
পঞ্চ পাণ্ডবের বিরাট সভায় প্রবেশ। ... ... ... ... ৪
বিরাট পুরে দ্রৌপদীর প্রবেশ বিরাটের রাণীর সহিত কথোপকথন। ৬
শঙ্কর যাত্রা ও ভীমের মল্লযুদ্ধ। ... ... ... ... ... ৭
অথ দ্রৌপদীর সহিত কীচকের সাক্ষাৎ ও মিলন বাঞ্ছা। ... ... ৮
ভীমের সহিত দ্রৌপদীর কীচক বধের মন্ত্রণা। ... ... ... ১২
অথ কীচক বধ। ... ... ... ... ... ... ... ১৩
অথ কীচকের শবদাহে তাহার উনশত ভ্রাতার মৃত্যু ও দাহ। ... ১৫
অথ পাণ্ডবান্বেষণার্থ দুর্য্যোধনের চর প্রেরণ। ... ... ... ১৭
অথ গোগ্রহার্থে সুশর্ম্মা রাজার যাত্রা। ... ... ... ১৯
অথ ভীমকর্ত্তৃক সুশর্ম্মার পরাজয় ও বিরাটের বন্ধনমুক্তি। ... ২১
অথ উত্তর গোগ্রহে কুরুসৈন্যের গমন ও গোহরণ। ... ... ২৩
অথ কুরুসৈন্যের সহিত যুদ্ধে উত্তরের গমন। ... ... ... ২৫
অথ অর্জ্জুনের প্রতি কুরুসৈন্যের অনুমান। ... ... ... ২৬
অথ উত্তরের সহিত অর্জ্জুনের শমী বৃক্ষ নিকটে গমন। ... ... ২৮
অথ অর্জ্জুনের দশনামের বিশেষ ও গান্ধারীর সহিত কুন্তীর শিব পূজায় বিরোধ। ... ... ... ... ... ... ... ৩০
অথ অর্জ্জুনের রণ সজ্জা ও কুরুসৈন্যের পরস্পর বাদানুবাদ। ৩৫
অথ অর্জ্জুনের যুদ্ধে আগমন ও গোধনমোচন। ... ... ... ৩৯
অথ কুরুসৈন্যের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধারম্ভ। ... ... ... ৪২
অথ কৃপাচার্য্যের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ। ... ... ... ৪৪
অথ ভীষ্মের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ। ... ... ... ... ৪৮
অথ দুর্য্যোধনের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ ও কুরুসৈন্য মোহ। ... ৫০
অথ দুর্য্যোধনের মুকুটচ্ছেদন ও কুরুসৈন্যের নানা দুরবস্থা। ... ৫২
অথ শমীবৃক্ষতলে অর্জ্জুনের পূর্ব্ব বেশ ধারণ। ... ... ... ৫৩
অথ বিরাট রাজার স্বগৃহে আগমন ও যুধিষ্ঠিরের সহিত পাশ ক্রীড়া। ৫৪
অথ বিরাটের সিংহাসনে যুধিষ্ঠির রাজা হন ও অজ্ঞাত বাসমোচন। ৫৬
অথ অভিমন্যুর সহিত উত্তরার বিবাহ। ... ... ... ৫৯

## অথ উদ্যোগ পর্ব্ব।

| | পৃষ্ঠা। |
|---|---|
| দুর্য্যোধনের প্রতি ভীষ্মাদির হিতোপদেশ। ... ... ... | ৬১ |
| অথ ইন্দ্রের জন্ম ও তৎকর্ত্তৃক গুরুপত্নীহরণ ও গৌতমের শাপ। | ৬৩ |
| অথ রাজ্য লাভার্থ পাণ্ডবেরদের পরামর্শ ও ধৌম্য দ্বিজের হস্তিনা প্রেরণ। ... ... ... ... ... ... ... | ৬৫ |
| অথ কুরু সভাতে ধৌম্যের প্রবেশ ও কুরুরদের প্রতি কথন। ... | ৬৭ |
| অথ বৃকরাজার উপাখ্যান। ... ... ... ... ... | ৬৯ |
| অথ ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের হিতোপদেশ। ... ... | ৭২ |
| অথ বলি বামনোপাখ্যান। ... ... ... ... ... | ৭৪ |
| অথ অদিতির তপস্যা ও বিষ্ণুর প্রতি স্তব। ... ... ... | ৭[illegible] |
| অথ ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক পাণ্ডবেরদের নিকটে সঞ্জয় প্রেরণ। ... ... | ৭[illegible] |
| অথ বাতাপি পক্ষির ইতিহাস। ... ... ... ... | ৮[illegible] |
| অথ দুর্য্যোধনের নিমন্ত্রণে রাজগণের আগমন ও যুদ্ধসজ্জা। ... | ৮৪ |
| অথ কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধসজ্জা করিতে যুধিষ্ঠিরের অনুমতি ও কুরুক্ষেত্রের উৎপত্তির কথা। ... ... ... ... ... ... | ৮৫ |
| অথ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে দুর্য্যোধনের দূত উলূকের প্রেরণ। ... | ৮৯ |
| অথ দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উলূকের গমন। ... ... ... | ৯১ |
| অথ উলূকের পুনরাগমন ও দুর্য্যোধনের দ্বারকা গমন। ... | ৯[illegible] |
| অথ নারায়ণী সেনা লইয়া দুর্য্যোধনের প্রত্যাগমন। ... ... | [illegible] |
| অথার্জ্জুনের মনোদুঃখে শ্রীকৃষ্ণের প্রবোধ বাক্য। ... ... | ৯[illegible] |
| অথ শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের যুক্তি ও নমুচি দানবের উপাখ্যান। ... | ৯৭ |
| অথ শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনায় গমন সম্বাদে কুরুরদের পরামর্শ। ... | ১০০ |
| অথ হস্তিনা যাইতে পথে প্রজাকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব। ... ... | ২০২ |
| অথ হস্তিনাতে শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি। ... ... ... ... | ১০৩ |
| অথ বিদুরের গৃহে কুন্তীর সহ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন। ... ... ... | ১[illegible] |
| অথ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে কুন্তীর রোদন ও বিদুরের স্তব। ... | ১[illegible] |
| অথ কৌরব সভায় শ্রীকৃষ্ণের পুনরাগমন। ... ... ... | ১০[illegible] |
| অথ ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে সনৎসুজাত মুনির আগমন। ... | ১১১ |
| অথ পাণ্ডব সভায় শ্রীকৃষ্ণের আগমন ও সসৈন্য পাণ্ডবেদের কুরুক্ষেত্রে গমন। ... ... ... ... ... ... ... | ১১৩ |
| অথ কুরুসৈন্যের কুরুক্ষেত্রে যাত্রা। ... ... ... ... | ১১৪ |
| অথ বিড়াল তপস্বির উপাখ্যান। ... ... ... ... | ১১৫ |
| অথ দুর্য্যোধন দূত উলূকের প্রতি পাণ্ডবের কথা। ... ... | ১১৭ |
| অথ কর্ণের জন্ম বিবরণ। ... ... ... ... ... | ১১৮ |

## অথ ভীষ্ম পর্ব্ব।

উভয় দলের যুদ্ধসজ্জা। ... ... ... ... ... ১২১

## নির্ঘন্ট।

পৃষ্ঠা।


অথ ভীষ্মদেবের দশ দিন যুদ্ধ করার প্রতিজ্ঞা এবং অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যোগ কথন। ... ১২৪
অথ প্রথম দিনের যুদ্ধারম্ভ। ... ১২৬
অথ দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধারম্ভ। ... ১২৮
অথ তৃতীয় দিনের যুদ্ধারম্ভ। ... ১৩১
অথ চতুর্থ দিনের যুদ্ধ। ... ১৩৪
অথ যুধিষ্ঠিরের প্রতি দ্রুপদ রাজার প্রবোধ। ... ১৩৬
অথ পঞ্চম দিনের যুদ্ধারম্ভ। ... ১৩৭
অথ কর্ণ ও দুর্য্যোধন ও ভীষ্মের মন্ত্রণা। ... ১৪১
অথ ষষ্ঠ দিনের যুদ্ধারম্ভ। ... ১৪২
অথ সপ্তম দিনের যুদ্ধারম্ভ। ... ১৪৭
অথ কৃষ্ণার্জ্জুন ছলে দুর্য্যোধনের মুকুট আনেন। ... ১৪৯
অথাষ্টম দিনের যুদ্ধারম্ভ। ... ১৫০
অথ নবম দিনের যুদ্ধারম্ভ। ... ১৫৩
অথ ভীষ্মের নিকটে যুধিষ্ঠিরের খেদোক্তি। ... ১৫৫
অথ দশম দিনের যুদ্ধে ভীষ্মের শরশয্যা। ... ১৫৭


### অথ দ্রোণ পর্ব্ব।


অথ দ্রোণকে সেনাপতি করণের মন্ত্রণা। ... ১৬৫
অথ শ্রীকৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবেরদের মন্ত্রণা। ... ১৬৬
অথ দ্রোণের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ। ... ১৬৮
অথ অর্জ্জুনের সহিত দুর্য্যোধনাদির ক্রমে যুদ্ধ। ... ১৬৯
অথ দ্রোণের প্রতি দুর্য্যোধনের খেদোক্তি ও নারায়ণী সেনার যুদ্ধারম্ভ। ... ১৭১
অথ জয়দ্রথের নিকটে পাণ্ডবেরদের পরাভবের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত। ১৭৪
অথ অভিমন্যুর যুদ্ধারম্ভ। ... ১৭৫
অথ অভিমন্যু বধ। ... ১৭৮
অথ অভিমন্যুর জন্ম কথা। ... ১৮২
অথ অভিমন্যু শোকে অর্জ্জুনের বিলাপ। ... ১৮৪
অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ ও ব্যাসের সান্ত্বনা ও জয়দ্রথ বধে অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা। ... ঐ
অথ জয়দ্রথ বধের বৃত্তান্ত। ... ১৮৬
অথ ব্যূহ প্রবেশপূর্ব্বক কৌরবেরদের সহিত সাত্যকির নানা যুদ্ধ। ১৯০
অথ ভূরিশ্রবা কর্ত্তৃক সাত্যকির পরাজয় কথা। ... ১৯২
অথ ভূরিশ্রবা বধ। ... ১৯৩
অথ ব্যূহপ্রবেশপূর্ব্বক ভীমের যুদ্ধে দুর্য্যোধনের দশভ্রাতৃ মৃত্যু। ১৯৪
অথ ভীমের হাতে দুর্য্যোধনের ত্রিশ ভ্রাতৃ বধ। ... ১৯৭
অথ ভীমকর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের পঞ্চাশৎ সহোদর মৃত্যু। ... ১৯৮

## নির্ঘন্ট।


পৃষ্ঠা।

অথ দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন বিনা অষ্ট ভ্রাতার মৃত্যু ও জয়দ্রথ বধ। ২০০
অথ যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণার্জ্জুনের পরস্পর নানা কথা। ... ... ২০৩
অথ কুরুসৈন্যের সহিত ঘটোৎকচের মহাযুদ্ধ ও অলম্বুষ বধ। ২০৫
অথ কর্ণকর্ত্তৃক ঘটোৎকচ বধ। ... ... ... ... ... ২০৭
অথ কর্ণের নিকটে কপটে ইন্দ্রের কবচ গ্রহণোপাখ্যান। ... ২০৯
অথ যুদ্ধে দ্রুপদ রাজার মৃত্যু। ... ... ... ... ... ২১১
অথ বৈষ্ণবাস্ত্রের উপাখ্যান ও ভগদত্তের বধ। ... ... ২১৫
অথ দ্রোণাচার্য্য মৃত্যু। ... ... ... ... ... ... ২১৭


### অথ কর্ণ পর্ব্ব।


অথ কর্ণকে সেনাপতি করিয়া কৌরবেরদের যুদ্ধ যাত্রা। ... ২২১
অথ কর্ণের সহিত যুদ্ধে নকুলের পরাভব। ... ... ... ২২৩
অথ কর্ণের সহিত যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরের পরাভব। ... ... ... ২২৬
অথ যুধিষ্ঠিরের নিকটে অর্জ্জুনের কর্ণবধে প্রতিজ্ঞা। ... ... ২২৯
অথ নানা যুদ্ধের পর ভীমকর্ত্তৃক দুঃশাসনের রক্ত পান। ... ২৩১
অথ অর্জ্জুনের হাতে কর্ণপুত্র বৃষসেনের মৃত্যু। ... ... ... ২৩৩
অথ কর্ণের বধ। ... ... ... ... ... ... ২৩৫


### অথ শল্য পর্ব্ব।


অথ শল্যের সেনাপতিত্ব। ... ... ... ... ... ২৩৯
অথ যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক শল্য বধ। ... ... ... ... ২৪২
অথ শকুনি বধের উপক্রমে নানা যুদ্ধ। ... ... ... ... ২৪৪
অথ সহদেব হস্তে শকুনি বধ। ... ... ... ... ২৪৬
অথ দুর্য্যোধনের দ্বৈপায়ন হ্রদে প্রবেশ। ... ... ... ... ২৪৮


### অথ গদা পর্ব্ব।


অথ সসৈন্য যুধিষ্ঠিরের হ্রদ নিকটে গমন। ... ... ... ২৫৩
অথ দুর্য্যোধনের প্রতি যুধিষ্ঠিরের ভর্ৎসন। ... ... ... ২৫৫
অথ বলদেবের তীর্থ যাত্রা বিবরণ। ... ... ... ... ২৫৭
অথ সোমতীর্থ প্রস্তাবে কার্ত্তিকের জন্ম কথা। ... ... ... ২৬১
অথ বদর পাচন তীর্থের কথা। ... ... ... ... ২৬৩
অথ দেবল তীর্থের কথা। ... ... ... ... ... ২৬৪
অথ নমুচি তীর্থ বিবরণ। ... ... ... ... ... ২৬৬
অথ বৃদ্ধ কন্যা তীর্থ বিবরণ। ... ... ... ... ... ২৬৭
অথ দধিচি তীর্থের বিবরণ। ... ... ... ... ... ২৬৯
অথ শাণ্ডিল্য আশ্রমে নারদ বলরামের সংবাদ। ... ... ... ২৭৪

পৃষ্ঠা।
অথ কুরুক্ষেত্রের বিবরণ। ... ... ... ... ... ২৭৬
অথ দুর্য্যোধনের মস্তকে ভীমের পদাঘাত। ... ... ... ২৭৯

## অথ সৌপ্তিক পর্ব্ব।

অথ অশ্বত্থামার পাণ্ডব নাশার্থ প্রতিজ্ঞা। ... ... ... ২৮৩
অথ অশ্বত্থামার সৈনাপত্যে অভিষেক। ... ... ... ২৮৪
অথ শিবির দ্বারে অশ্বত্থামার শিব দর্শন। ... ... ... ঐ
অথ অশ্বত্থামার শিবিরে প্রবেশ ও ধৃতদ্যুম্নাদির বধ। ... ... ২৮৬
অথ হর্ষ বিষাদে দুর্য্যোধনের মৃত্যু। ... ... ... ... ২৮৭

## অথ ঐষিক পর্ব্ব।

অথ পঞ্চ পুত্র মৃত্যু শ্রবণে যুধিষ্ঠিরের খেদ। ... ... ... ২৯১
অথ অশ্বত্থামার মুণ্ডচ্ছেদনার্থ ভীমের যাত্রা। ... ... ... ২৯৩
অথ অশ্বত্থামার শিরোমণি পাইয়া দ্রৌপদীর সন্তোষ। ... ... ২৯৬

## অথ স্ত্রী পর্ব্ব।

অথ শত পুত্র নাশে ধৃতরাষ্ট্রের খেদ ও তাহার সান্ত্বনা। ... ২৯৯
অথ ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি ব্যাসের হিতোপদেশ। ... ... ৩০২
অথ ধৃতরাষ্ট্রকর্তৃক লৌহ ভীম চূর্ণকরণ। ... ... ... ৩০৫
অথ গান্ধারীর নিকটে পাণ্ডবেরদের গমন ও উক্তিপ্রত্যুক্তি। ... ৩০৬
অথ গান্ধারীপ্রভৃতি স্ত্রীগণের যুদ্ধস্থলে গমন ও স্ব২ পতিপুত্র মৃতদর্শনে খেদ। ... ... ... ... ... ... ... ৩১০
অথ মৃতপতি পুত্রাদি দর্শনে গান্ধারীপ্রভৃতি স্ত্রীগণের বিলাপ ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গান্ধারীর অনুযোগ। ... ... ... ৩১১
অথ প্রসঙ্গতো জয়দ্রথ বধোপাখ্যান ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গান্ধারীর শাপ। ... ... ... ... ... ... ... ... ৩১৪
অথ যুধিষ্ঠিরাদিকর্তৃক মৃত স্বজন শরীর সৎকার। ... ... ৩১৭
অথ হস্তিনাতে গিয়া রাজত্ব গ্রহণার্থ যুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের আগ্রহ। ... ... ... ... ... ... ... ৩১৯
অথ শ্রীকৃষ্ণ ব্যাস নারদের নানা উপদেশে যুধিষ্ঠিরাদির হস্তিনায় গমন। ... ... ... ... ... ... ... ৩২২

## অথ শান্তি পর্ব্ব।

অথ যুধিষ্ঠিরের প্রতি ব্যাসের উপদেশ। ... ... ... ... ৩২৭

## নির্ঘণ্ট।


পৃষ্ঠা।

অথ যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের যোগ কথন। ... ... ... ৩২৯
অথ ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রস্তাবে হরিনামের মাহাত্ম্য কথন। ... ... ৩৩১
অথ ভদ্রশীল ও ধনুর্দ্ধ্বজের উপাখ্যান। ... ... ... ৩৩৪
অথ পাপ বিশেষে নরক বিশেষ। ... ... ... ... ৩৩৯
অথ ধর্ম্মফল কথন। ... ... ... ... ... ৩৪০
অথ একাদশী মাহাত্ম্য। ... .. ... ... ... ... ৩৪২
অথ হরিমন্দির মার্জনের ফল। ... ... ... ... ৩৪৪
অথ দান ধর্ম্ম। ... ... ... ... ... ... ... ৩৪৬
অথ প্রয়াগ মাহাত্ম্যে ব্যাধ সুমতির উপাখ্যান। ... ... ৩৪৭
অথ পরশুরামের তীর্থ পর্য্যটন। ... ... ... ... ... ৩৫০
অথ গয়াক্ষেত্রের উপাখ্যান। ... ... ... ... ... ৩৫২
অথ পঞ্চ প্রেতোপাখ্যান। ... ... ... ... ... ৩৫৫
অথ শিব চতুর্দ্দশী মাহাত্ম্য। ... ... ... ... ... ৩৫৭
অথ অনন্তব্রতের উপাখ্যান। ... ... ... ... ... ৩৬০
অথ চান্দ্রায়ণ ব্রতোপলক্ষে চন্দ্রকেতু রাজার উপাখ্যান। ... ৩৬২
অথ চন্দ্রকেতু রাজার মৃত্যু। ... ... ... ... ... ৩৬৪
অথাষ্টমী ব্রত মাহাত্ম্যে সুবাহু রাজার উপাখ্যান। ... ... ৩৬৫
অথ একাদশী ব্রতোপলক্ষে যজ্ঞমালির উপাখ্যান। ... ... ৩৬৭
অথ বিষ্ণু প্রদক্ষিণ প্রস্তাবে বৃহস্পতি ও ইন্দ্রের সংবাদ। ... ৩৭০
অথ সাধু প্রসঙ্গ প্রশংসোপলক্ষে উতঙ্কোপাখ্যান। ... ... ৩৭২
অথ ব্যাধের প্রতি উতঙ্ক মুনির উপদেশ ও কৃষ্ণের স্তব। ... ৩৭৪
অথ ভীষ্মকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব। ... ... ... ... ... ৩৭৫
অথ ভীষ্মদেবের স্বর্গারোহণ। ... ... ... ... ৩৭৬


## অথাশ্বমেধ পর্ব্ব।


অথ যুধিষ্ঠিরের উদ্বেগ ও ব্যাসের উপদেশ। ... ... ... ৩৭৯
অথ যুধিষ্ঠিরের নিকটে শ্রীকৃষ্ণাগমন। ... ... ... ৩৮৪
অথ অশ্ব আনিতে ভীম ও বৃষকেতু ও মেঘবর্ণের যাত্রা। ... ... ৩৮৫
অথ যুবনাশ্ব রাজার অশ্ব হরণ। ... ... ... ... ৩৮৭
অথ বৃষকেতু ও যুবনাশ্বে যুদ্ধ। ... ... ... ... ... ঐ
অথ যুবনাশ্ব গৃহে ভীমের গমন। ... ... ... ... ৩৯০
অথ যুবনাশ্ব রাজার হস্তিনা গমন ও শ্রীকৃষ্ণ দর্শন। ... ... ৩৯১
অথ শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে যুধিষ্ঠিরের উদ্বেগ ও শ্রীকৃষ্ণের আগমন। ৩৯৪
অথ অনুশাল্বের যুদ্ধ। ... ... ... ... ... ... ৩৯৭
অথ যজ্ঞের উদ্যোগ। ... ... ... ... ... ... ৪০১
অথ নীলধ্বজ রাজার সহিত যুদ্ধ। ... ... ... ... ৪০২
অথ জনার পুত্রশোকে ভ্রাতৃ গৃহে গমন। ... ... ... ৪০৪

পৃষ্ঠা।
অথ জনার দেহত্যাগ ও অর্জ্জুনের প্রতি গঙ্গার শাপ। ... ... ৪০৫
অথ জামাতা অগ্নির বিবরণ। ... ... ... ... ৪০৬
অথ পৃথিবীর প্রতি লক্ষ্মীর শাপ ও পাষাণহইতে অশ্বোদ্ধার। ... ঐ
অথ ব্রাহ্মণীর পাষাণ হওনের বৃত্তান্ত। ... ... ... ৪০৮
অথ হংসধ্বজ রাজার নগরে অশ্ব গমন ও তদুপলক্ষে নানা সংবাদ। ৪০৯
অথ তপ্ততৈলে সুধন্বার নিক্ষেপ। ... ... ... ... ... ৪১২
অথ তপ্ততৈলহইতে সুধন্বার উত্থান ও পাণ্ডব সৈন্যের সহিত যুদ্ধ। ৪১৩
অথ সুধন্বার মুণ্ডচ্ছেদ ও ঐ মুণ্ড প্রয়াগে নিক্ষেপ। ... ... ৪১৭
অথ সুরথের যুদ্ধ ও হংসধ্বজ রাজার শ্রীকৃষ্ণ দর্শন। ... ... ৪১৯
অথ যজ্ঞাশ্বের ব্যাঘ্ররূপ হওনের কথা। ... ... ... ৪২০
অথ প্রমীলার দেশে অর্জ্জুনের গমন ও প্রমীলার কথা। ... ... ৪২২
অথ মণিপুরে বভ্রুবাহনের সহিত অর্জ্জুনের পরিচয়। ... ৪২৬
অথ বভ্রুবাহনের যুদ্ধে অর্জ্জুনের মৃত্যু। ... ... ... ... ৪২৯
অথ অর্জ্জুনের জীবনার্থ মণি আনিবার কথা। ... ... ৪৩২
অথ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বভ্রুবাহনের বিনয়। ... ... ... ... ৪৩৫
অথ মণিস্পর্শে অর্জ্জুনাদির জীবন ও তাম্রধ্বজের সঙ্গে যুদ্ধ। ... ৪৩৬
অথ ব্রাহ্মণ বেশে ময়ূরধ্বজ রাজার সভায় কৃষ্ণার্জ্জুনের গমন। ... ৪৩৯
অথ সরস্বতীপুরে পাণ্ডবের প্রবেশ ও যমের সহিত যুদ্ধ। ... ৪৪৩
অথ কৌণ্ডিন্যপুরে পাণ্ডবেরদের প্রবেশ ও চন্দ্রহংস রাজার কথা। ৪৪৫
অথ মণিভদ্র রাজার দেশে পাণ্ডবেরদের গমন। ... ... ৪৫১
অথ পাণ্ডবেরদের হস্তিনায় পুনঃ প্রবেশ ও যজ্ঞ সাঙ্গ। ... ... ৪৫২

## অথ আশ্রমিক পর্ব্ব।

অথ ধৃতরাষ্ট্রের বৈরাগ্য ও বিদুরের সহিত কথোপকথন। ... ৪৫৫
অথ ধৃতরাষ্ট্রের বনগমনেচ্ছা শুনিয়া যুধিষ্ঠিরের খেদ। ... ৪৫৮
অথ ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী ও বিদুরের বনযাত্রা শুনিয়া কুন্তীর আগমন। ৪৬০
অথ ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী ও কুন্তী ও বিদুর ও সঞ্জয়ের বনবাস। ৪৬১
অথ ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে বনে পাণ্ডবেরদের গমন। ... ... ৪৬৪
অথ বিদুরের দেহত্যাগে সকলের বিলাপ ও ব্যাসের সান্ত্বনা। ৪৬৬
অথ ব্যাসের আজ্ঞায় স্বর্গহইতে দুর্য্যোধনাদির আগমন ও ধৃতরাষ্ট্রাদির সহিত সাক্ষাৎ। ... ... ... ... ... ... ৪৬৮
অথ যুধিষ্ঠিরাদির হস্তিনায় আগমন ও তপোবনে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী ও কুন্তী ও সঞ্জয়ের যজ্ঞাগ্নিতে দাহ। ... ... ... ৪৭১

## অথ মুষল পর্ব্ব।

অথ যদুবালকেরদের প্রতি ব্রহ্মশাপে মুষল প্রসব। ... ... ৪৭৩
অথ যদুকুল ক্ষয়ার্থ কৃষ্ণ বলরামের যুক্তি। ... ... ... ৪৭৫

নির্ঘণ্ট।


পৃষ্ঠা।

অথ সপরিবারে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাস তীর্থে গমন। ... ... ... ৪৭৭
অথ সাত্যকির সহিত শ্রীকৃষ্ণের বাদানুবাদ। ... ... ... ৪৭৯
অথ যদুকুলধ্বংস ও বলদেবের দেহত্যাগ। ... ... ... ... ৪৮১
অথ শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ। ... ... ... ... ... ৪৮৩
অথ অর্জ্জুনকর্তৃক প্রভাসে রাম কৃষ্ণের মৃত শরীর দর্শন। ... ... ৪৮৪
অথ অর্জ্জুনের বিলাপ ও যদু স্ত্রীরদের হরণ ও পাষাণ হওনের কথা। ৪৮৬
অথ অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের কাছে যদুকুল নাশের কথা কহেন। ... ৪৮৯
অথ যুধিষ্ঠিরের বিলাপ। ... ... ... ... ... ... ৪৯১
অথ দ্রৌপদী সহিত পঞ্চ পাণ্ডবের মহা প্রস্থান। ... ... ৪৯২
অথ প্রজালোকের খেদোক্তি। ... .. ... ... ... ৪৯৩
অথ প্রজালোকের প্রতি যুধিষ্ঠিরের প্রবোধ বাক্য। ... ... ৪৯৪


অথ স্বর্গারোহণ পর্ব্ব।


পাণ্ডবেরদের মেঘনাদ পর্ব্বতারোহণ। ... ... ... ... ৪৯৭
অথ দানবেশ্বর শিব দর্শনাদি। ... ... ... ... ৪৯৮
অথ মেঘবর্ণ পর্ব্বতে পাণ্ডব গমন ও ভীমের হাতে ভীষণ রাক্ষসীর মৃত্যু। ... ... ... ... ... ... ... ... ৫০০
অথ ভদ্রকালী পর্ব্বতে পাণ্ডবেরদের গমন ও হরি পর্ব্বতে দ্রৌপদীর মৃত্যু। ... ... ... ... ... ... ... ৫০৩
অথ দ্রৌপদীর শোকে পাণ্ডবের বিলাপ। ... ... .. ... ৫০৪
অথ বদরিকাশ্রমে গমন ও সহদেবের মৃত্যু ও রাজার শোক। ৫০৬
অথ চন্দ্রকালী পর্ব্বতে নকুলের ও নন্দিঘোষ পর্ব্বতে অর্জ্জুনের দেহ ত্যাগ। ... ... ... ... ... ... ... ... ৫০৮
অথ যুধিষ্ঠিরের বিলাপ। ... ... ... ... ... ৫০৯
অথ সোমেশ্বর পর্ব্বতে ভীমের তনু ত্যাগ ও যুধিষ্ঠিরের বিলাপ। ৫১০
অথ যুধিষ্ঠিরের সহিত বিপ্ররূপীইন্দ্রের ও কুক্কুররূপী ধর্ম্মের সম্বাদ। ৫১৩
অথ যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপুরী গমন। ... ... ... ... ... ৫১৬
অথ যুধিষ্ঠিরের বৈকুণ্ঠে গমন ও শ্রীকৃষ্ণের সহিত আলাপ। ... ৫১৭
অথ যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শনের হেতু ও শ্বেতদ্বীপে গিয়া স্বজন দর্শনাদি। ... ... ... ... ... ... ... ৫১৮

# মহাভারত।

---

## অথ বিরাটপর্ব্ব।

### অথ পঞ্চ পাণ্ডবের অজ্ঞাত বাসের মন্ত্রণা।

জনমেজয় বলে কহ শুনি তপোধন।
দুর্য্যোধনভয়ে পূর্ব্বে পিতামহগণ॥
বিরাটনগরমধ্যে রহিল অজ্ঞাতে।
বৎসরেক নির্ব্বাহ হইল কোন মতে॥
কহেন বৈশম্পায়ন শুন মহারাজ।
দ্বাদশ বৎসর ছিল অরণ্যের মাঝ॥
পঞ্চ ভাই পাণ্ডব পাঞ্চালীর সহিত।
বহু দ্বিজগণ সঙ্গে ধৌম্য পুরোহিত॥
বলেন সভার প্রতি ধর্ম্মের তনয়।
সভে জান পূর্ব্বে যাহা হইল নির্ণয়॥
দ্বাদশ বৎসরান্তরে অজ্ঞাত বৎসর।
অজ্ঞাত রহিব কোথা পঞ্চ সহোদর॥
বৎসরের মধ্যেতে বিদিত যদি হব।
পুনরপি দ্বাদশ বৎসর বনে যাব॥
বিচারিয়া কহ ভাই ইহার বিধান।
বৎসরেক অজ্ঞাত থাকিব কোন স্থান॥
সেই দিন হবে কালি অজ্ঞাত প্রভাত।
বিচারিয়া যুক্তি কহ আমার সাক্ষাত॥
এত শুনি কহে ভীম রাজারে চাহিয়া।
তোমা আর গাণ্ডীবধর্ত্তাকে উপেক্ষিয়া॥
মম আগে যুঝিবেক পৃথিবীর মাঝ।
হেন জন নয়নে না দেখি মহারাজ॥
মৃত্যুসম বনে দুঃখ দ্বাদশ বৎসর।
তোমার নিয়মে বঞ্চিলাম নৃপবর॥
পাণ্ডবের পতি তুমি পাণ্ডবের গতি।
তুমি যেই পথে যাবা সভে সেই পথি॥
কহিলেন ধর্ম্মরাজ দ্বিজগণ প্রতি।
সভে জান আমাকে যা কৈল কুরুপতি॥
বৎসরেক অজ্ঞাত থাকিব লুকাইয়া।
ততদিন যথাস্থানে সভে রহ গিয়া॥
দ্বিজগণে মেলানি করিয়া নৃপমণি।
পড়িলেন মুর্চ্ছাপন্ন হইয়া ধরণী॥
ভ্রাতৃগণ ধৌম্যআদি যত দ্বিজ আর।
রাজারে বুঝান সভে বিবিধ প্রকার॥
বিপদ কালেতে রাজা অধৈর্য্য না হবে।
ধীর হইলে শত্রুগণে বিজয় করিবে॥
বড়২ রাজগণ বিপদে পড়িয়া।
পুনরপি রাজ্য সাধে মন্ত্রণা করিয়া॥
অসুরের ভয়ে ইন্দ্র রহে লুকাইয়া।
বলিরে ছলিল হরি বামন হইয়া॥
ক্ষণমাত্র থাকি ইন্দ্র অসুরে মারিল।
কাষ্ঠমধ্যে থাকি অগ্নি খাণ্ডব দহিল॥
তুমিহ এখন রাজা বুঝ কালগতি।
ধৈর্য্যরূপে পুনরপি শাস বসুমতী॥
এত বলি শান্ত করি তুষিল রাজায়।
আশীর্ব্বাদ করি তবে দ্বিজগণ যায়॥
তবে ধর্ম্মরাজ সব ভ্রাতৃগণ লয়ে।
ক্রোশ এক বন যান সে বন ছাড়িয়া॥
জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণ প্রতি।
কোথায় অজ্ঞাতরূপে করিবা বসতি॥
রম্যদেশ পাইয়া রহিব গুপ্ত বেশে।
এক স্থানে ছয় জনে থাকিব বিশেষে॥
এত শুনি বিনয়ে কহেন ধনঞ্জয়।
ধর্ম্মের বরেতে রাজা নাহি কোনো ভয়॥
অজ্ঞাত রহিব সবে কে পাবে নির্ণয়।
দেশ নাম করি রাজা যথা মনে লয়॥

পঞ্চাল বিদর্ভ মৎস্য বাহ্লীক যে শাল্ব।
মগধ কলিঙ্গ শূরসেন কাশী মল্ল ॥
এই সব দেশ তব যথা লয় মনে।
সেই দেশে অজ্ঞাত বঞ্চিব পঞ্চ জনে ॥
রাজা বলেন মৎস্য দেশে বিরাট নৃপতি।
সত্যশীল শান্ত ধর্ম্মশীল মহামতি ॥
তথায় বঞ্চিতে মন হইল আমার।
তোমা সভাকার চিত্তে কি হয় বিচার ॥
সভারে দেখিব সভে থাকিব গুপ্তেতে।
অন্য জন কেহ যেন না পারে লক্ষিতে ॥
বৃকোদর কহে তবে চাহিয়া রাজায়।
কহ কোন বেশে রাজা বঞ্চিবা তথায় ॥
নিন্দিত নহিবে কর্ম্ম নহে কোন ক্লেশ।
বিচারিয়া নরপতি কহ উপদেশ ॥
ইহা সম দুঃখ আর নাহিক রাজন।
রাজা হইয়া পরবশ পরের সেবন ॥
মহাপাপে দুঃখ যেন পায় পাপিগণ।
কোন কর্ম্মে নির্ব্বাহিবা বলহ রাজন ॥
রাজা বলেন কহি আমি বঞ্চিব যেমতে।
ন্যায়কর্ত্তা হব আমি বিরাটসভাতে ॥
কঙ্ক নাম বলাইব পাশায় পণ্ডিত।
ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্র জানি সর্ব্ব নীতি ॥
মণি রত্নগণের জানি যে আমি মুল্য।
সখা যুধিষ্ঠিরের ছিলাম প্রাণ তুল্য ॥
শাস্ত্র কথা কহিয়া তুষিব নৃপবরে।
এ রূপে বঞ্চিব ভাই বিরাটনগরে ॥
ভীমে চাহি বলিলেন ধর্ম্ম নরনাথ।
কহ ভাই কোন বেশে বঞ্চিবা অজ্ঞাত ॥
পদ্মপুষ্পহেতু গন্ধমাদন পর্ব্বতে।
নীরাক্ষসা হইল ক্ষিতি তোমার ক্রোধেতে ॥
হিড়িম্বক বক জটাসুর কির্ম্মীরাদি।
নিষ্কণ্টক কৈলা মারি সাগর অবধি ॥
কিরূপে বঞ্চিবা ভাই বিরাটনগরে।
এত শুনি কহিতে লাগিল বৃকোদরে ॥
হব আমি বল্লবনামেতে সূপকার।
রন্ধন করিতে নাহি সমান আমার ॥
বিশেষে আমার তেজ দেখাব রাজনে।
মল্লযুদ্ধে জিনিব যতেক মল্লগণে ॥
বৃষ ব্যাঘ্র সিংহ মেষ মহিষ কুঞ্জর।
ধরিয়া আনিয়া দিব রাজার গোচর ॥
পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের ছিলাম সূপকার।
রাজা আমা পুষিল কৌতুক দেখিবার ॥
এত বলি পরিচয় দিব বিরাটেরে।
শুনিয়া সন্তুষ্ট চিত্ত রাজা যুধিষ্ঠিরে ॥
অর্জ্জুনে চাহিয়া বলিলেন নৃপবর।
কহ ভাই কিমতে বঞ্চিবা সম্বৎসর ॥
অগ্নিরে নীরোগী কৈলা জিনি পুরন্দর।
বাহুবলে পৃথিবী জিনিলা একেশ্বর ॥
দেবমধ্যে ইন্দ্র যেন দানবেতে বলি।
ত্রিভুবন পুজে যেন রুদ্রেতে কপালি ॥
আদিত্যেতে বিষ্ণু যেন স্থির মেরুবত।
গ্রহমধ্যে চন্দ্র যেন গজে ঐরাবত ॥
ঋষিমধ্যে শুদ্ধ যেন শুকদেব মুনি।
আযুধেতে বজ্র যেন শব্দ কাদম্বিনী ॥
তাদৃশ পাণ্ডবমধ্যে অর্জ্জুন প্রধান।
পরাক্রমে তুল্য বাসুদেবের সমান ॥
ত্রিভুবনে বিস্তারিত যার রূপ গুণ।
কিমতে লুকাইবা ভাই এমত অর্জ্জুন ॥
দুই হস্তে ধনুর্গুণ ঘরিষণ চিহ্ন।
কিমতে লুকাইবা ভাই সব্যসাচি ভিন্ন ॥
অর্জ্জুন বলিল দেব আছয়ে উপায়।
নপুংসক বেশে আমি আচ্ছাদিব কায় ॥
দুই হস্ত আচ্ছাদিব শঙ্খআচ্ছাদনে।
মস্তকে ধরিব বেণী কুণ্ডল শ্রবণে ॥
রাজা জিজ্ঞাসিলে দিব এই পরিচয়।
পূর্ব্বেতে ছিলাম আমি পাণ্ডবআলয় ॥
রাজপত্নী দ্রৌপদীর ছিলাম নর্ত্তক।
নৃত্যগীতে বিজ্ঞ আমি জাতি নপুংসক ॥
শিক্ষা করাইতে পারি অন্তঃপুরবালা।
এই বৃত্তি জানি আমি নাম বৃহন্নলা ॥
নকুলে ডাকিয়া জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মরায়।
কহ ভাই লুকাইবা কিমত উপায় ॥
দুঃখ ক্লেশ নাহি জান অতিসুকুমার।
বালকের প্রায় ভাই পালিত আমার ॥
নকুল বলিল দেব কর অবধান।
ইহা পরিচয় দিব বিরাটের স্থান ॥
অশ্ববৈদ্য হই যে গ্রন্থিক মম নাম।
অশ্বের চিকিৎসা আমি জানি অনুপম ॥
কড়িয়ালি দিব আমি যে ঘোড়ার মুখে।
কোনকালে তার দুষ্টভাব নাহি থাকে ॥
এইরূপে গুপ্ত করি আপনার কায়।
বৎসরেক মৎস্য দেশে বঞ্চিব তথায় ॥
তবে জিজ্ঞাসেন রাজা সহদেব প্রতি।
বিবিধ বিচারে বিজ্ঞ বুদ্ধে বৃহস্পতি ॥

জননী কুন্তীর সদা অতিপ্রিয়তর।
কিমতে বঞ্চিবা ভাই অজ্ঞাত বৎসর ॥
সহদেব কহে তবে শুন নৃপবর।
বিবাট রাজার গবী আছে বহুতর ॥
গোধনরক্ষক হব জাতি যে গোয়াল।
মৎস্য দেশে বলাইব নাম তন্ত্রিপাল ॥
দ্রৌপদীর মুখ চাহি নৃপতি কাতর।
কিমতে বঞ্চিবা কৃষ্ণা-অজ্ঞাত বৎসর ॥
রাজকন্যা রাজপত্নী দুঃখিনী আজন্ম।
কিছু নাহি জানে কৃষ্ণা স্ত্রীলোকের কর্ম্ম ॥
পুষ্পমাল্য আভরণ ভার নাহি সয়।
পরাধীনা কিমতে বঞ্চিবা পরালয় ॥
প্রাণহইতে প্রিয়তর দেখি অনুক্ষণে।
পরআজ্ঞাবর্ত্তী হইয়া বঞ্চিবা কেমনে ॥
কৃষ্ণা বলে তাপ রাজা না করিহ মনে।
যেমতে বঞ্চিব আমি বিরাটভবনে ॥
তোমা সভাকার মনে নহিবেক দুঃখ।
সদাই দেখিব সভে সভাকার মুখ ॥
বিরাট রাজার রাণী সুদেষ্ণা নামেতে।
তার স্থানে বৎসরেক বঞ্চিব অজ্ঞাতে ॥
তারে কব সৈরিন্ধ্রীর কর্ম্ম আমি জানি।
শুনিয়া অবশ্য মোরে রাখিবেন রাণী ॥
এত শুনি হৃষ্টচিত্ত ধর্ম্মের নন্দন।
অগ্নিহোত্র ধৌম্যেরে করেন সমর্পণ ॥
দাস দাসী আছিল যতেক দ্রৌপদীর।
পঞ্চালে যাইতে আজ্ঞা দেন যুধিষ্ঠির ॥
ইন্দ্রসেনআদি করি যতেক সারথি।
রথ লৈয়া সভে চলি যাও দ্বারবতী ॥
পথে জিজ্ঞাসিলে লোক কহিবা তাহারে
না জানি কোথায় গেল পঞ্চ সহোদরে ॥
কালি সভে এক স্থানে ছিলাম কাননে।
আম্মা সভা ছাড়ি কোথা পশিল নির্জ্জনে ॥
তবে ধৌম্য কহিলেন বহু উপদেশ।
কাল ক্রমে অজ্ঞাত সময়ে নানা ক্লেশ ॥
যদি অপমান করে তাহা সম্বরিবা।
যখন যেমন হয় বুঝিয়া করিবা ॥
ক্ষত্রমধ্যে অগ্নিসম তোমা পঞ্চ জনে।
সকলে তোমার শত্রু জানহ আপনে ॥
গুপ্তভাবে গুপ্তবেশে থাক ভালমতে।
রাজসেবা করিয়া থাকিবা রাজনীতে ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা ত্যয়াগিবা আলস্য শয়ন।
রাজাকে বিশ্বাস না করিবা কদাচন ॥
রাজার সম্মুখে কি পশ্চাতে না রহিবা।
তাঁর বাম পার্শ্বে কিম্বা দক্ষিণে থাকিবা ॥
কোন কার্য্যহেতু যদি রাজা আজ্ঞা করে।
আপনার প্রাণপণে করিবা সত্বরে ॥
অন্তঃপুরে স্ত্রীসহিত না কহিবা কথা।
মিথ্যা বাক্য রাজারে না কহিবা সর্ব্বথা ॥
হরিষেতে মত্ত না হইবা কদাচন।
রাজাসনে না কহিবা রহস্য বচন ॥
সন্নিকটে না থাকিবা অন্তরে থাকিবা।
লাভালাভ না বিচারি আজ্ঞায় করিবা ॥
ভ্রাতৃবন্ধু পুত্রেতে রাজার নাহি প্রীত।
সেই সে আপন কর্ম্ম করে মনোনীত ॥
আমি কি কহিব তুমি জানহ সকলে।
কাল কাটি পুনরপি আইস কুশলে ॥
এত শুনি উঠিয়া পাণ্ডব পঞ্চ জন।
প্রদক্ষিণ করি ধৌম্যে চলেন তখন ॥
কাম্য বন ছাড়িয়া যমুনা হৈল পার।
বামেতে শাল্বের দেশ দক্ষিণে পঞ্চাল ॥
শূরসেন রাজ্যমধ্যে করিয়া প্রবেশ।
পদব্রজে চলি যান বিরাটের দেশ ॥
মৎস্য দেশে ছাড়ি গেল ধৌম্য তপোধন।
শ্রমযুক্তা হইয়া কৃষ্ণা বলয়ে বচন ॥
চলিবার শক্তি আর নাহিক নৃপতি।
আজি নিশি এই ঠাঁই করহ বসতি ॥
নিকটে না দেখি দূরে বিরাটনগর।
কালি প্রাতে যাইব অজ্ঞাতে নৃপবর ॥
নৃপতি বলেন কালি হইব অজ্ঞাত।
বিদিত হইলে লোক হইবে প্রমাদ ॥
পার্থে ডাকি আজ্ঞা দেন ধর্ম্মের তনয়।
দ্রৌপদীরে কান্দে করি লহ ধনঞ্জয় ॥
আজ্ঞামাত্র ধনঞ্জয় করিলেন স্কন্ধে।
ঐরাবত স্কন্ধে যেন ইন্দ্রাণী আনন্দে ॥
নগর নিকট যে হইল কত দূর।
ভ্রাতৃগণে বলিলেন ধর্ম্মের ঠাকুর ॥
সঅস্ত্র নগরে যদি করিবা প্রবেশ।
দৃষ্টিমাত্র সর্ব্বলোক চিনিবে বিশেষ ॥
বাল বৃদ্ধ যুবাতে গাণ্ডীব ধনু খ্যাত।
হেন স্থানে রাখ যেন লোকে নহে জ্ঞাত ॥
অর্জ্জুন বলেন হের দেখ শমীদ্রুম।
ভয়ঙ্কর শাখা সব পরশয়ে ব্যোম ॥
আরোহিতে না পারিবে অন্য কোন জন।
ইহাতে রাখি যে অস্ত্র যদি লয় মন ॥

অর্জ্জুনের বাক্য রাজা করেন স্বীকার।
হেনমতে রাখ যেন না হয় প্রচার ॥
তবেত গাণ্ডীব ধনু খশাইয়া গুণ।
গদা শঙ্খআদি যত অস্ত্রপূর্ণ তূণ ॥
বসন আচ্ছাদি সব একত্র করিয়া।
রাখিলেন উচ্চতর শাখাতে বান্ধিয়া ॥
নিকটে তাহার যত ছিল গোপগণ।
সভাকারে পুনঃ২ বলেন বচন ॥
পথেতে আসিতে বৃদ্ধ জননী মরিল।
অগ্নি অসৎযোগে বৃক্ষে বান্ধি রাখা গেল ॥
কুলক্রম আমার আছয়ে এই পথ।
কি বা অগ্নি দহি কি বা করি এই মত ॥
তবে জয় বিজয় জয়ন্ত জয়ৎসেন।
জয়দ্বল পঞ্চ নাম গুপ্তে রাখিলেন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

## পঞ্চ পাণ্ডবের বিরাট সভায় প্রবেশ।

কাঁখেতে দেবন মণি মাণিকের সাজ।
সভামাঝে প্রথমে গেলেন ধর্ম্মরাজ ॥
যুধিষ্ঠিররূপ দেখি মুগ্ধ মৎস্যপতি।
সভালোক চাহিয়া জিজ্ঞাসে শীঘ্রগতি ॥
এই যে পুরুষ আইসে কন্দর্প আকার।
কেহ কভু ইহারে দেখেছ না কি আর ॥
ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য সম প্রভা কলেবর।
ঐরাবত সমগতি পরম সুন্দর ॥
কাঞ্চন পর্ব্বত যেন ভূমে শোভা পায়।
আমার সভায় আইসে বুঝি অভিপ্রায় ॥
ক্ষত্রিয় লক্ষণ সর্ব্ব ব্রাহ্মণের নয়।
রাজচক্রবর্ত্তি প্রায় সর্ব্ব তেজোময় ॥
যে কাম্য করিয়া এই আসিতেছে এথা।
ক্ষত্র হউক দ্বিজ হউক করিব সর্ব্বথা ॥
এত বিচারিতে উপনীত ধর্ম্মরাজ।
কল্যাণ করিয়া দাণ্ডাইল সভামাঝ ॥
নমস্কার করিয়া বিরাট মৃদুভাষে।
বিনয়পূর্ব্বক ধর্ম্ম রাজারে জিজ্ঞাসে ॥
কে তুমি কোথায় বাস আইলে কোথা হৈতে
কোন কুল গোত্র জন্ম কেমন বংশেতে ॥
যে কর্ম্ম তোমার মাগি লহ মম স্থান।
রাষ্ট্র পুর গৃহ দণ্ড ছত্র আর যান ॥
তোমারে দেখিয়া মম হেন মনে লয়।
যাহা মাগ তাহা দিব করেছি নিশ্চয় ॥
এত শুনি কহিছেন ধর্ম্মঅধিকারী।
বৈয়াঘ্য আমার গোত্র কঙ্ক নাম ধরি ॥
যুধিষ্ঠির রাজার ছিলাম আমি সখা।
কিছু ভেদ নাহিক জানহ আত্মা একা ॥
শত্রু নিল রাজ্য বনে গেল পঞ্চ ভাই।
তার সম লোক আমি চাহিয়া বেড়াই ॥
পাশা খেলাইতে আমি হই যে নিপুণ।
এথা আইলাম রাজা শুনি তব গুণ ॥
এত শুনি মৎস্যরাজ বলয়ে হরিষে।
সদাই আমার বাঞ্ছা এমত পুরুষে ॥
দৈব যোগে মম ভাগ্যে তোমারে পাইনু।
রাজ্য মম তোমারে সকল সমর্পিনু ॥
আমার সদৃশ হইয়া থাকহ সভায়।
যত মন্ত্রী সবাই সেবিবে তব পায় ॥
এত শুনি বলিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
কিছু দ্রব্য আমার নাহিক প্রয়োজন ॥
হবিষ্যআহারী আমি শয়ন ভূমিতে।
কেহ যদি মাগে তবে লব তোমা হৈতে ॥
হেনমতে তথায় রহেন যুধিষ্ঠির।
কতক্ষণে উপনীত বৃকোদর বীর ॥
হাতেতে করিয়া চাটু মৃগপতিগতি।
হেমন্ত পর্ব্বত প্রায় কি বা যূথপতি ॥
সভাতে প্রবেশে যেন বাল সূর্য্যোদয়।
দেখি বিরাটের মনে হইল বিস্ময় ॥
রাজার সভাতে উপনীত বৃকোদর।
জয় হকু বলিয়া তুলিল দুই কর ॥
চতুর্বর্ণ শ্রেষ্ঠ আমি হই যে ব্রাহ্মণ।
গুরু উপদেশে আমি করি যে রন্ধন ॥
মম সম রন্ধনে নাহিক সূপকার।
মল্ল যুদ্ধাভ্যাস কিছু আছয়ে আমার ॥
এত শুনি মৎস্যপতি বলয়ে বচন।
সূপকার তোমারে না লাগে মম মন ॥
কুবের ভাস্কর যেন শোভিয়াছে ভূমি।
সর্ব্ব ক্ষিতি পালনের যোগ্য হও তুমি ॥
সূপকার যোগ্য তুমি নহ কদাচন।
এত শুনি বৃকোদর বলেন বচন ॥
যুধিষ্ঠির রাজার ছিলাম সূপকার।
আমাতে বড়ই প্রীতি আছিল রাজার ॥
সিংহ ব্যাঘ্র বৃষ আর মহিষ বারণ।
যাহা সহ যুঝাইবা দিব আমি রণ ॥

মল্লযুদ্ধে আমা সম নাহিক মানুষে।
আমারে পুষিলে রাজা কৌতুক বিশেষে॥
বল্লব আমার নাম থুইল ধর্ম্মরাজ।
তাঁহার অভাবে ভ্রমি পৃথিবীর মাঝ॥
বিরাট কহিল ইতে নাহিক সংশয়।
তোমার এ সব কথা কিছু চিত্র নয়॥
সসাগরা পৃথিবী শাসিতে যোগ্য তুমি।
যে কামনা তোমার অবশ্য দিব আমি॥
আমার রন্ধনে যত আছে সূপকার।
সভাকার উপরে তোমার অধিকার॥
এত বলি রন্ধনগৃহেতে পাঠাইল।
এমতে রহিল ভীম কেহ না জানিল॥
তবে কত ক্ষণে আইলেন ধনঞ্জয়।
স্ত্রীবেশ কুণ্ডল শঙ্খ করেতে শোভয়॥
দীর্ঘ কেশ বেণী নামিয়াছে পৃষ্ঠোপরে।
ভূমিকম্প যেন মত্ত গজ পদ ভরে॥
দূরে দেখি সভারে জিজ্ঞাসে মৎস্যপতি।
এই যে আইসে যুবা ছদ্ম নারী জাতি॥
পূর্ব্বে কি ইহারে দেখিয়াছ কভু আর।
মনুষ্য না হয় এই দেবের কুমার॥
ইহা দেখি অসম্ভব হৈয়াছে সভাকে।
কেবা এ বুঝহ শীঘ্র আসিছে হেথাকে॥
অর্জ্জুন বলেন আমি হই যে নর্ত্তক।
যেইহেতু বহু কাল আমি নপুংসক॥
নৃত্যগীতে মম সম নাহিক ভুবনে।
শিক্ষাইতে পারি আমি দেবকন্যাগণে॥
বিরাট বলিল ইহা নাহি লয় মন।
এ কর্ম্মের যোগ্য তুমি নহ কদাচন॥
এই স্ত্রী বেশ তুমি ভূষিয়াছ গায়।
তোমার অঙ্গেতে ইহা শোভা নাহি পায়॥
ভূতনাথ অঙ্গে যেন ভস্ম আচ্ছাদিল।
দিনকর তেজ যেন মেঘেতে ঢাকিল॥
তোমার এ ভুজ তেজ যে ধনু সহিল।
সে ধনুর তেজে সব পৃথিবী কাঁপিল॥
পার্থ বলিলেন রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
তার ভার্য্যা দ্রৌপদীর ছিলাম গায়ন॥
শত্রু রাজ্য নিল তারা প্রবেশিল বন।
এইহেতু তব রাজ্য আইলাম রাজন॥
আমি নপুংসক রাজা নাম বৃহন্নলা।
নৃত্য গীত বাদ্য শিক্ষা দেই রাজবালা॥
রাজা বলে বৃহন্নলা রহ মম পুরে।
সর্ব্ব সমর্পণ আমি করিলাম তোমারে॥
ধন জন পুত্র দারা রাখ এই পুর।
পুত্রতুল্য তুমি এই রাজ্যের ঠাকুর॥
উত্তরাদি কন্যা যত আছে মম পুরে।
নৃত্যগীতে বিশারদ করহ সভারে॥
এত বলি অন্তঃপুরমধ্যে পাঠাইল।
এমতে রহেন পার্থ কেহ না জানিল॥
কতক্ষণে নকুল করিল আগমন।
দূরে থাকি মুহুর্মুহু দেখিল রাজন॥
মেঘহইতে মুক্ত যেন হৈল শশধর।
সূত বেশ তুরঙ্গপ্রবোধ বাড়ি কর॥
দুই ভিতে অশ্বগণ করে নিরীক্ষণ।
মদমত্ত গতি যেন প্রমত্ত বারণ॥
প্রণমিয়া দণ্ডাইল রাজসভাস্থলে।
কোমল মধুর ভাষে নৃপতিরে বলে॥
অশ্ববৈদ্য আমি চিকিৎসক অনুপম।
জীবিকার্থে আইনু গ্রন্থিক মোর নাম॥
রাজা বলে আইলা তুমি কোন দেশহৈতে।
দেবপুত্র প্রায় তোমা লয় মোর চিতে॥
নকুল বলিল কুরুধর্ম্মের নন্দন।
লক্ষ গোটা অশ্ব তার না যায় গণন॥
সব অশ্ব পালিতে আমারে নিযোজিল।
আমার পালনে অশ্বগণ বৃদ্ধি হৈল॥
কড়িয়ালি দিই আমি যে ঘোড়ার মুখে।
সদাকাল তার দুষ্ট ভাব নাহি থাকে॥
রাজা বলে মম যত আছে অশ্বগণ।
সকলি রক্ষার্থ তোমা করিনু অর্পণ॥
নকুল করিল অশ্বগৃহেতে গমন।
কত ক্ষণে সহদেব দিল দরশন॥
বাল সূর্য্য যেমন উদয় পূর্ব্বভিতে।
অগ্নিশিখা যেন যজ্ঞে দেখে আচম্বিতে॥
গোপ জাতি যেন ধরিয়াছে নটবেশ।
গোপুচ্ছ পুচ্ছের দড়ি আছয়ে বিশেষ॥
রাজা সহ বিস্মিত যতেক সভাজন।
প্রণাম করিয়া বলে মাদ্রীর নন্দন॥
জীবিকার্থে আইলাম তোমার নগর।
গবী রক্ষাহেতু মোরে রাখ নরবর॥
আমার রক্ষণে গবী ব্যাধি নাহি জানে।
ব্যাঘ্র ভয় চোর ভয় নাহি কদাচনে॥
বিরাট বলিল ইথে তুমি যোগ্য নহ।
কে তুমি কি নাম ধর সত্য করি কহ॥
ইন্দ্র চন্দ্র কামদেব জিনি তব মূর্ত্তি।
তব বুদ্ধি পরাক্রম রাজচক্রবর্ত্তী॥

বৃহস্পতি শুক্রসম নীতি তব ভাষ।
খড়্গধারী হস্ত তব ছদ্মধারী পাশ॥
সহদেব বলে জান পাণ্ডুর নন্দন।
তাহার যতেক গবী লোকে অগণন॥
করিতাম সেই সব গোধন পালন।
মম গুণে প্রীত ছিল কুরুর নন্দন॥
আর আমি মহৎকর্ম্ম জানি নরনাথ।
ভবিষ্যত ভূত বর্ত্তমান মম জ্ঞাত॥
পৃথিবীর মধ্যেতে যতেক কর্ম্ম হয়।
গৃহেতে বসিয়া তাহা জানি মহাশয়॥
ধর্ম্মরাজ সভাতে ছিলাম চিরকাল।
যুধিষ্ঠির মোরে নাম দিল তন্ত্রিপাল॥
রাজা বলে যত বল সম্ভবে তোমারে।
যে কাম্য তোমার থাকে লহ মোর পুরে॥
যত মম আছে গবী সর্ব্ব পালগণ।
তোমারে দিলাম সব করহ পালন॥
এমত কহিয়া সহদেবে মহামতি।
পঞ্চ জন বাঞ্ছা মত দিল নরপতি॥
মৎস্য দেশে পাণ্ডুপুত্র রহেন গোপনে।
অস্তগিরিমধ্যে যেন সহস্র কিরণে॥
অগ্নি যেন রহিল ভস্মের মধ্যে লুকি।
কেহ না জানিল সভে অনুক্ষণ দেখি॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরামদাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

## বিরাটপুরে দ্রৌপদীর প্রবেশ বিরাটের রাণীর সহিত কথোপকথন।

তবে কত ক্ষণে কৃষ্ণা প্রবেশে নগরে।
চতুর্দ্দিগে স্ত্রীপুরুষ ধায় দেখিবারে॥
ক্লেশেতে কৃশিত মুখ দীর্ঘমুক্ত কেশা।
পিন্ধন মলিন জীর্ণ সৈরিন্ধ্রীর বেশা॥
পুনঃ২ জিজ্ঞাসে যতেক নারীগণ।
কে তুমি একাকী ভ্রম কিসের কারণ॥
তোমার রূপের সীমা বর্ণনে না যায়।
দেবকন্যা কিন্নরী অপ্সরী অভিপ্রায়॥
সভারে প্রবোধি কৃষ্ণা বলে এই বাণী।
সৈরিন্ধ্রীর কর্ম্ম করি নর জাতি আমি॥
এমতে বেষ্টিত লোকে ভ্রমে দেবী কৃষ্ণা।
প্রাসাদে থাকিয়া তাহা দেখিল সুদেষ্ণা॥
কৈকেয় রাজার কন্যা বিরাটমহিষী।
কৃষ্ণারে আনিতে শীঘ্র পাঠাইল দাসী॥
আদর করিয়া তারে যতেক কামিনী।
অন্তঃপুরে লৈয়া গেল যথা রাজরাণী॥
শত২ রাজকন্যা সুদেষ্ণা বেষ্টিতা।
দ্রৌপদী দেখিয়া সভে হইল লজ্জিতা॥
নাকে হস্ত দিয়া সভে করে নিরীক্ষণ।
স্তব্ধ হয়ে অনুমান করে মনে মন॥
কত ক্ষণে জিজ্ঞাসিল বিরাটের রাণী।
দেবকন্যা হয়ে কেন ভ্রমহ অবনি॥

## দীর্ঘ ত্রিপদী।

কিবা লক্ষ্মী সরস্বতী হরপ্রিয়া হৈমবতী
সাবিত্রী কি ব্রহ্মার গৃহিণী।
রোহিণী চন্দ্রের রামা রতি সতী তিলোত্তমা
কি বা হবা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী॥
তোমার অঙ্গের আভা ম্লান করিলেক সভা
তারা যেন চন্দ্রের উদয়ে।
তোমার শরীর দেখি নিমিষ না ধরে আঁখি
ঘন২ কম্পিত হৃদয়ে॥
শশি নিন্দি মুখ পদ্ম কেন করিয়াছ ছদ্ম
এ বেশ তোমার নাহি শোভে।
পেয়ে তব অঙ্গ ঘ্রাণ ত্যজিয়া কুসুমোদ্যান
অলিবৃন্দ ধায় মধুলোভে॥
মৃগনেত্র জিনি চক্ষু কামশর হৈতে তীক্ষ্ণ
বাজিলে মরিবে কামরিপু।
কণ্ঠ তব জিনি কম্বু ওষ্ঠ রঙ্গিতর বিম্ব
পঞ্চশরলিপ্ত তব বপু॥
রক্ত কর কোকনদ রক্ত কোকনদ পদ
রক্তযুক্ত অরুণ অধর।
শুকচঞ্চু জিনি নাসা সুধার সদৃশ ভাষা
ভুজযুগ জিনি বিষধর॥
তোমার নিতম্ব কুচে গগণনিবাসী ইচ্ছে
মৃগপতি জিনি মধ্য দেশ।
কিবা পূর্ণ কাদম্বিনী কিম্বা চারু চমরিণী
মুক্ত দেখি কেন হেন কেশ॥
হের দেখ বরাননে তোমা দেখি তরুগণে
লম্বিত হইল শাখা সহ।
কি দেবী নামিলা তুমি কিহেতু ভ্রমহ ভূমি
না ভাণ্ডিহ সত্য মোরে কহ॥
তব অঙ্গ যোগ্যপতি মানুষে না দেখি সতি
বিনা দেব দিকপাল গণ।

তব অঙ্গ দরশনে মোহ গেল নারীগণে
পুরুষ না জীয়ে কদাচন ॥
সুদেষ্ণার বাক্য শুনি মধুর কোমল বাণী
সবিনয় বলয়ে পার্ষতী ।
না দেবী গন্ধর্ব্বী আমি মানুষী নিবসি ভূমি
ফলাহারি সৈরিন্ধ্রীর জাতি ॥
রাণি দয়া করি মোরে রাখহ আপন ঘরে
সেবা করি রহিব তোমার ।
না ছোঁব উচ্ছিষ্টভাত না দিব চরণে হাত
এইমাত্র নিয়ম আমার ॥
প্রবালি মুকুতা পাঁতি ভাল জানি নিত্য গাঁথি
পুষ্পমালা জানি যে বিশেষ ।
সিন্দূর কজ্জলআদি রত্ন আভরণ বিধি
বিচিত্র জানি যে কেশ বেশ ॥
গোবিন্দের প্রিয়তমা মহাদেবী সত্যভামা
বহুকাল সেবিলাম তাঁকে ।
আমার নৈপুণ্য দেখি পাণ্ডবের প্রিয়সখী
কৃষ্ণা মাগি নিলেন আমাকে ॥
কৃষ্ণা আমি এক প্রাণ ইথে না জানিহ আন
চিরকাল বঞ্চিলাম তথা
রাজ্য নিল শত্রুগণ পাণ্ডুপুত্র গেল বন
তেঁই আমি আইলাম হেতা ॥
বিরাটপর্ব্বের কথা বিচিত্র ভারত গাঁথা
সর্ব্ব দুঃখ শ্রবণে বিনাশ ।
কমলাকান্তের সুত হেতু সুজনের প্রীত
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

## পয়ার ।

রাণী বলে সৈরিন্ধ্রি তোমার রূপ দেখি ।
স্ত্রী জাতি হইয়া পালটিতে নারি আঁখি ॥
নৃপতি দেখিয়া লোভ করিবে তোমারে ।
মম শক্তি নহিবে বারণ করিবারে ॥
তোমা দেখি আদর না করিবে আমারে ।
আমি উদাসীনা হব তোমা রাখি ঘরে ॥
আপনার দ্বারে কাঁটা রোপিব আপনে ।
কর্কটীর গর্ভ যেন মৃত্যুর লক্ষণে ॥
এত শুনি কৃষ্ণা তবে বলে সুদেষ্ণারে ।
অন্য দুষ্ট স্ত্রীর প্রায় না জানু আমারে ॥
বিরাট হউন কিম্বা আর অন্য জন ।
দুষ্ট চিত্তে দেখিলে না জীবে কদাচন ॥
পঞ্চ গন্ধর্ব্বের আমি করি যে সেবন ।
অনুক্ষণ রাখে মোরে সেই পঞ্চ জন ॥
ছোঁবার আছুক যে দেখিবে পাপ চক্ষে ।
মনুষ্য কি গণি দেব হৈলে মৃত্যু ভক্ষে ॥
দুঃখানলে দগ্ধ সদা মম স্বামিগণ ।
না জীবেক যে আমারে করিবে চালন ॥
দয়া করি আমারে রাখহ যদি সতী ।
পশ্চাতে জানিবা তুমি আমার প্রকৃতি ॥
না লব উচ্ছিষ্ট আর না ছোঁব চরণ ।
পুরুষের ঠাঁই না পাঠাবা কদাচন ॥
সুদেষ্ণা বলিল যদি তোমার এ রীতি ।
যথাসুখে মম পাশে রহ গুণবতি ॥
সুদেষ্ণার বাক্য শুনি কৃষ্ণা হৃষ্ট মনে ।
এমতে রহিল সুখে বিরাটভবনে ॥
সেবায় হইল বশ বিরাটের রাণী ।
সুশীলে করিল বশ যতেক রমণী ॥
বিরাটের সভাপতি ধর্ম্মের নন্দন ।
ধর্ম্ম ন্যায়ে বশ করিলেন সভাজন ॥
সপুত্রেতে আনন্দিত মৎস্যঅধিকারী ।
অনুক্ষণ ধর্ম্ম সহে খেলে পাশা সারি ॥
পাশায় জিনিয়া ধর্ম্মে অনেক রতন ।
নিভৃতে বাঁটিয়া লন যত ভ্রাতৃগণ ॥
ভীমের রন্ধনে তুষ্ট হইল রাজন ।
বশ হইল যত জন করিল ভোজন ॥
মল্লযুদ্ধে বড় তুষ্ট হইয়া রাজন ।
প্রসাদ করিল ভীমে কনক রতন ॥
অর্জ্জুনে দেখিয়া নৃত্য গীত বাদ্য রস ।
অন্তঃপুর নারীগণ সভে হৈল বশ ॥
বহুকাল অশ্বগণ দুষ্ট মন ছিল ।
নকুলের কর লাগি সভে শান্ত হৈল ॥
গবীগণ বাড়িল হইল ক্ষীরবতী ।
সহদেব গুণে বশ হৈল মৎস্যপতি ॥
পাণ্ডবের গুণে বশ মৎস্যদেশ হৈল ।
এইরূপে তথায় চতুর্থ মাস গেল ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীরামদাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

## শঙ্করযাত্রা ও ভীমের মল্লযুদ্ধ ।

পূর্ব্বাপর কৌলিক আছয়ে মৎস্যদেশে ।
শঙ্করনামেতে যাত্রা আরাধে মহেশে ॥

করিল শঙ্করযাত্রা বিরাট রাজন।
দেশ২হইতে আইল বহু জন॥
দ্বিজ আদি চারি জাতি স্ত্রী পুরুষগণ।
নৃত্যগীত মহোৎসব করে জনে জন॥
পণ্ডিতে২ কথা শাস্ত্রের বিবাদ।
হস্তী হস্তী যুদ্ধ হয় ছাড়ে ঘোর নাদ॥
কৌতুক দেখয়ে তথা বিরাট রাজন।
পর্ব্বত আকার লক্ষ২ মল্লগণ॥
মল্লগণমধ্যে এক মল্ল বলবান।
সর্ব্ব মল্লগণ করে যাহার বাখান॥
সর্ব্ব মল্লগণমধ্যে ছাড়ে সিংহনাদ।
কে আছে আমার সঙ্গে করহ বিবাদ॥
লাখে২ বড়২ যত মল্ল ছিল।
অধোমুখ হয়ে কেহ উত্তর না দিল॥
ডাকিয়া বলয়ে মল্ল নৃপতির প্রতি।
মোর সঙ্গে যুঝে হেন দেহ নরপতি॥
চিন্তিয়া বিরাট তবে করিয়া স্মরণ।
সূপকার বল্লবেরে ডাকিল তখন॥
বিরাট বলিল তুমি কহিয়াছ পূর্ব্বে।
এ মল্ল সহিত রণ কর তুমি এবে॥
এ মল্ল সহিত পার যুদ্ধ করিবারে।
তোমারে তুষিব আমি রাজব্যবহারে॥
ভীম বলে নরপতি জানহ আপনে।
যতেক কহিনু পূর্ব্বে উদর ভরণে॥
সে সব স্মরিয়া যদি চাহ বধিবারে।
এ মল্ল সহিত তবে যুঝাহ আমারে॥
মহাবলবান মল্ল পর্ব্বত আকার।
পেটার্থি ব্রাহ্মণ আমি জাতি সূপকার॥
এমল্ল সহিতে যদি করাও সংগ্রাম।
দ্বিজ বধ ভয় না করহ পরিণাম॥
শুনিয়া নিঃশব্দ হইল মৎস্যের ঈশ্বর।
হেনক্ষণে কঙ্ক তবে করেন উত্তর॥
যার যে আশ্রয়ে থাকে পণ্ডিত সুজন।
যথাশক্তি তার আজ্ঞা না করে হেলন॥
পুনঃ২ মল্লগণ বলিছে রাজারে।
রাজার হয়েছে ইচ্ছা যুদ্ধ দেখিবারে॥
কর প্রীতি রাজার দেখুক সর্ব্ব জন।
এক বার মল্লের সহিত কর রণ॥
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি বীর বৃকোদর।
পুনরপি নৃপতিরে করিল উত্তর॥
তোমার প্রসাদে আর কঙ্কের প্রসাদে।
না জীবেক মল্ল আজি পড়িল প্রমাদে॥

এত বলি রঙ্গ সভামধ্যে দাণ্ডাইল।
ডাক দিয়া বৃকোদর মল্লেরে ডাকিল॥
যদি মৃত্যু ইচ্ছা থাকে যুদ্ধ কর সিয়া।
প্রাণে ইচ্ছা থাকে যদি যাহ পলাইয়া॥
ভীমের বচন শুনি মল্ল সে কুপিল।
মহাপরাক্রম করি ভীমেরে ধরিল॥
পর্ব্বত লাড়িতে কোথা বায়ুর শকতি।
না পারিল চালিবারে ভীম মহামতি॥
ঈষদ হাসিয়া ভীম ধরে দুই পায়।
অন্তরীক্ষে তুলিলেক ভ্রমাইয়া তায়॥
ক্ষুদ্র মীনে ধরি যেন গ্রাস করে নক্র।
আকাশে ঘুরায় যেন কুম্ভকার চক্র॥
ঘুরাইতে তথায় ত্যজিল মল্ল প্রাণ।
ফেলাইয়া দিল ভূমে যেন লতাখান॥
দেখিয়া অদ্ভুত সভে মানে চমৎকার।
বিরাট নৃপতি হয় সানন্দ অপার॥
অনেক প্রসাদ তাঁরে দিল নরপতি।
যাত্রা নিবর্ত্তিয়া গেল যে যার বসতি॥
বার্ত্তা পেয়ে রাজ্যে যত ছিল মল্লগণ।
বৃকোদর সহিত করিল আসি রণ॥
অনেক মরিল শুনি কেহ না আইল।
বল্লবের বিক্রমে বিরাট বশ হইল॥
বড়২ সিংহ ব্যাঘ্র মত্ত হস্তিগণ।
কৌতুকে ভীমের সঙ্গে করাইল রণ॥
নিমিষেকে অনায়াসে মারে বৃকোদর।
কৌতুকে দেখয়ে রাজা স্ত্রীবৃন্দ ভিতর॥
এইরূপে তথা একাদশ মাস গেল।
সানন্দ পাণ্ডব অল্প অজ্ঞাত রহিল॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাহার শকতি তাহা বর্ণিবারে পারি॥
শ্রুতমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে তাহা সকল সংসার॥
ভারত শ্রবণে সর্ব্ব পাপের বিনাশ।
কাশীরামদাস কহে কহিলেন ব্যাস॥

### অথ দ্রৌপদীর সহিত কীচকের সাক্ষাৎ ও মিলনবাঞ্ছা।

জিজ্ঞাসে জনমেজয় কহ মুনিবর।
অতঃপর কি করেন পঞ্চ সহোদর॥
মুনি বলে অবধান কর কুরুনাথ।
একাদশ মাস গত হইল অজ্ঞাত॥

সুদেষ্ণার সেবা কৃষ্ণা করে অনুক্ষণ।
হেনমতে দেখ তথা দৈবের ঘটন॥
কীচক নামেতে বিরাটের সেনাপতি।
এক দিন দ্রৌপদীরে দেখিল দুর্ম্মতি॥
দৃষ্টিমাত্রে কামবাণে হইল পীড়িত।
দ্রৌপদীর নিকটে হইল উপনীত॥
বলিতে লাগিল কিছু মধুর বচনে।
হের অবধান কর পূর্ণ চন্দ্রাননে॥
অনিন্দিত অঙ্গ তব অনঙ্গমোহিনী।
নিরুপম রূপ তব প্রথম যৌবনী॥
এথায় আছহ কভু আমি নাহি জানি।
এ রূপ যৌবন কেন নষ্ট কর ধনি॥
তোমার অঙ্গের শোভা সুর মন লোভে।
এসব ভূষণ কি তোমার অঙ্গে শোভে॥
দেখিয়া তোমারে মন মজিল আমার।
কামবাণে দহে প্রাণ করহ উদ্ধার॥
গৃহ দার পুত্র মম যত ধন জন।
সব ত্যজি লইলাম তোমার শরণ॥
সহস্র২ মোর আছে নারীগণ।
দাসী হয়ে সেবিবেক তোমার চরণ॥
রত্ন অলঙ্কার যত লোক মনোহর।
যথা ইচ্ছা ভূষণ করহ কলেবর॥
রতন মন্দিরে শয্যা রত্ন সিংহাসন।
রত্ন আভরণ পর শুনহ বচন॥
সকলের উপরে হইবা ঠাকুরাণী।
যদি না করিবা না রাখিবা মোর বাণী॥
এখনি ত্যজিব প্রাণ তোমা বিদ্যমান।
এই দেখ হইয়াছে কণ্ঠাগত প্রাণ॥
কীচকের বাক্য শুনি কম্পে কলেবর।
ধর্ম্মেরে স্মরিয়া দেবী করিল উত্তর॥
সৈরিন্ধ্রী আমার জাতি বীভৎসরূপিণী।
আমারে এমত কভু না শোভে কাহিনী॥
এ সকল কহ নিজ কুল ভার্য্যাগণে।
বংশবৃদ্ধি হবে যাতে থাকিবা কল্যাণে॥
পরদারে মন কৈলে নাহিক মঙ্গল।
জীয়ন্তে অখ্যাতি ঘোষে পৃথিবীমণ্ডল॥
যতেক সুকৃত তার সব নষ্ট হয়।
পরশ করিতে মাত্র হয় আয়ুক্ষয়॥
পুত্রদারা শোকে কষ্ট দরিদ্র লক্ষণ।
অল্পকালে দণ্ড তারে করয়ে শমন॥
সকল বিনাশ হয় পরদারা প্রীতে।
কভু ত্রাণ নাহি তার নরকহইতে॥

পরদারা আমি তাহা জানহ আপনে।
পাপদৃষ্টি আমারে করিলা কি কারণে॥
গন্ধর্ব্ব আমার পতি যদ্যপি দেখিবে।
কুটুম্ব সহিত তোরে নিমিষে মারিবে॥
পঞ্চ গন্ধর্ব্বের আমি করি যে সেবন।
অনুক্ষণ রাখে মোরে সেই পঞ্চ জন॥
কাল রাত্রি প্রভাত হইল আজি তোরে।
তেঁই হেন দুষ্টভাষা কহিলি আমারে॥
তুমি যে এমত ভাষা আমারে কহিলে।
রবিসুত কিঙ্কর ধরিল তোর চুলে॥
সুবুদ্ধি পণ্ডিত যেই জ্ঞানবন্ত জন।
পর স্ত্রী দেখিলে হেট করয়ে বদন॥
দ্রৌপদীর বাক্য শুনি কীচক দুঃখিত।
কামবাণাঘাতে হয়ে অত্যন্ত পীড়িত॥
কীচকভগিনী বিরাটের রাজরাণী।
তার স্থানে কহে গিয়া সবিনয় বাণী॥
অচেতন অঙ্গ কম্প সঘনে নিশ্বাস।
কহিতে না পারে কহে অর্দ্ধ২ ভাষ॥
ভগিনীরে যে বাক্য কহিতে না যুয়ায়।
কামে হতচিত্ত হয়ে লজ্জা নাহি পায়॥
ভগিনি দেখহ মোর বাহিরায় প্রাণ।
যদি মোরে চাহ শীঘ্র কর পরিত্রাণ॥
সৈরিন্ধ্রী আছয়ে যেই তোমার সদনে।
তাহারে আমারে আনি দেহ এই ক্ষণে॥
না দিলে সোদরহত্যা হইবে তোমারে।
এখনি ত্যজিব প্রাণ তোমার গোচরে॥
মধুর বলিয়া তোষে বিরাটের রাণী।
কেন হেন কহ ভাই অনুচিত বাণী॥
দাসী ছার লাগি কেন ত্যজিবা জীবন।
দিবার হইলে আমি দিতাম এখন॥
অভয় দিয়াছি আমি লয়েছে শরণ।
দুষ্টমতি নহে সেই বুঝিয়াছি মন॥
চক্ষু মেলি নাহি চাহে পুরুষের পানে।
তব ভার্য্যা হৈতে তারে কহিব কেমনে॥
আছয়ে গন্ধর্ব্ব পঞ্চ তাহার রক্ষণ।
শান্ত হও ত্যজ ভাই সৈরিন্ধ্রীতে মন॥
কীচক বলিল শুন গন্ধর্ব্ব কি ছার।
কাহার শকতি হয় অগ্রেতে আমার॥
পঞ্চ গন্ধর্ব্বেতে রক্ষা করে বলি কয়।
সহস্র গন্ধর্ব্ব হৈলে নাহি করি ভয়॥
নষ্ট স্ত্রী প্রকৃতি যাহা নাহি জান তুমি।
দুষ্ট স্ত্রীলোকের ঠাঁই শুনিয়াছি আমি॥

ভ্রাতৃ কিম্বা পুত্র হউক একান্তে পাইলে।
বিহার করিতে ইচ্ছে আমি জানি ভালে॥
মুখেতে সতীত্ব কহে অন্তরেতে আন।
সেই মত সৈরিন্ধ্রী করহ অনুমান॥
যদি মোরে চাহ তবে বল শীঘ্রগতি।
দাসী ছারে কর ভয় সোদরে অপ্রীতি॥
রাণী বলে যত কহ কামের বশেতে।
মোর বশ নহে সেই কহিব কি মতে॥
সৈরিন্ধ্রী ইচ্ছিলে নিজ মরণ ইচ্ছিলা।
তেঁই হেন দুষ্কর্ম্মে ভগিনী নিযোজিলা॥
নিশ্চয় নিকট মৃত্যু দেখি যে তোমার।
যাহ শীঘ্র পাঠাইব করিয়া প্রকার॥
ভক্ষ ভোজ্য সামগ্রী করহ গিয়া ঘরে।
সৈরিন্ধ্রী পাঠাব সুধা আনিবার তরে॥
শান্তি কথা সব তারে কহিবা প্রথম।
শান্তিতে ভজিলে হয় সকল উত্তম॥
এত শুনি শীঘ্র গৃহে করিল গমন।
যে বলিল ভগিনী সে করিল তখন॥
তবে কত ক্ষণে বিরাটের পাটরাণী।
সৈরিন্ধ্রী ডাকিয়া কহে মধুরস বাণী॥
ক্রীড়ায় ছিলাম আমি তৃষ্ণায় পীড়িত।
ভ্রাতৃগৃহহৈতে সুধা আনহ ত্বরিত॥
সুদেষ্ণার বাক্য শুনি যেন বজ্রাঘাত।
ভয়েতে কম্পয়ে কৃষ্ণা যেন রম্ভাপাত॥
কৃষ্ণাবলে সূতপুত্র নির্লজ্জ দুর্ম্মতি।
তার ঠাঁই যাইতে মোরে না বলহ সতি॥
প্রথমে তোমার স্থানে করেছি সময়।
রাখিলা আপন গৃহে করিয়া অভয়॥
আপন বচন দেবি করহ পালন।
সুধা আনিবারে তথা যাকু অন্য জন॥
আর কোন কর্ম্মে আজ্ঞা কর রাজসুতা।
অকর্ত্তব্য হৈলে তাহা করিব সর্ব্বথা॥
শুনিয়া সুদেষ্ণা কহে ক্রোধে আরবার।
প্রেষণী লোকের কেন এত অহঙ্কার॥
যথায় পাঠাব তথা করিবে গমন।
বিশেষে বিশ্বস্ত তুমি বলি সে কারণ॥
যাহ শীঘ্রগতি সুধা আনহ ত্বরিতে।
এত বলি সুধাপাত্র তুলি দিল হাতে॥
এত শুনি দ্রৌপদীর চক্ষে বহে নীর।
করযোড়ে প্রণময়ে দেবতা মিহির॥
সূর্য্যপানে চাহি দেবী করেন স্তবন।
দুঃসহ সঙ্কটে দেব করহ তারণ॥

পাণ্ডুপুত্র বিনা মম অন্যে নহে মতি।
কীচকের ঠাঁই তবে কর অব্যাহতি॥
মুহূর্ত্তেক সূর্য্য স্তব দ্রৌপদী করিল।
কৃষ্ণা রাখিবারে দেব রক্ষিগণ দিল॥
কৃষ্ণাতে সমর্থ যেন না হয় কীচক।
অলক্ষিতে যাহ সঙ্গে রাক্ষস রক্ষক॥
দুঃখেতে আবৃত যায় দ্রুপদনন্দিনী।
ব্যাঘ্রস্থানে যাইতে যেন ডরায় হরিণী॥
দূরেহৈতে কীচক দেখিল দ্রৌপদীরে।
প্রাসাদহইতে ভূমে নামিল সত্বরে॥
সমুদ্র তরিতে যেন পাইল তরণী।
কৃষ্ণারে চাহিয়া বলে মধুরস বাণী॥
আজি সুপ্রভাত মোর হইল রজনী।
তেঁই মোরে কৃপা করি আইলে আপনি॥
এই গৃহ ধন জন সকলি তোমার।
দিব্য বস্ত্র পর তুমি দিব্য অলঙ্কার॥
কৃষ্ণা বলে তোমার ভগিনী পিপাসিত।
সুধা দেহ লয়ে আমি যাইব ত্বরিত॥
কীচক বলিল কেন বলহ এমন।
তোমার আজ্ঞায় সুধা লবে অন্য জন॥
কষ্ট গেল শুভ তব হইল এখন।
সহস্র২ দাসী সেবিবে চরণ॥
আসি বৈস তুমি এই রত্ন সিংহাসনে।
এত বলি ধরিতে চলিল সেই ক্ষণে॥
কীচকের দুষ্টাচার দেখিয়া পার্শতী।
ভূমিতে ফেলিয়া পাত্র ধায় শীঘ্রগতি॥
অন্তঃপুরে গেলে দুষ্ট করিবেক বল।
ভাবিয়া চলিল দেবী রাজসভাতল॥
পিছে গোড়াইয়া যায় কীচক দুর্ম্মতি।
ক্রোধে সভামধ্যে চুলে ধরি মারে নাথি॥
সূর্য্য অনুচর যেই অলক্ষিতে ছিল।
কীচকে ধরিয়া বলে ভূমিতে পাড়িল॥
মূল কাটা গেলে যেন বৃক্ষ পড়ে তলে।
অচেতন হইয়া পড়িল ভূমিতলে॥
রাজা সহ পাত্র মিত্র বসিছে সভায়।
সভে দেখে দ্রৌপদীরে প্রহারিল পায়॥
সভায় বসিয়াছিল বীর বৃকোদর।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ কম্পিত অধর॥
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত দিল ঢালি।
দেখিল যে অপমান পাইল পাঞ্চালী॥
নয়ন যুগলে অগ্নি কণা বাহিরায়।
দুপাটি দশন চাপি উঠিল সভায়॥

সম্মুখে আছিল বৃক্ষ লইবারে যায়।
অনুমতি লইতে ধর্ম্মের পানে চায়॥
অঙ্গুলী লাড়িয়া ধর্ম্ম চক্ষুতে চাপিল।
অধোমুখ হয়ে ভীম সভাতে বসিল॥
স্বামী সব বসিয়া দেখেন চারি পাশে।
ঊর্দ্ধশ্বাসে কান্দে কৃষ্ণা কহে অর্দ্ধ ভাষে॥
ধর্ম্মাসনে বসি আছ মৎস্যের ঈশ্বর।
বিনা অপরাধে মোরে মারিল বর্ব্বর॥
দাসীরে মারিতে নারে রাজার সভায়।
তোমাবিদ্যমানে মোরে প্রহারিল পায়॥
দুষ্ট লোকে রাজা দণ্ড নাহি করে যদি।
তবে অল্পকালে তারে দণ্ড দেয় বিধি॥
অনাথা দেখিয়া মোরে দুষ্ট দুরাশয়।
চুলে ধরি মারিলেক নাহি ধর্ম্ম ভয়॥
ন্যায় মত রাজা যদি পালে প্রজাগণ।
বহুকাল বৈসে সেই ইন্দ্রের ভুবন॥
সুন্যায় না করি যদি উপরোধ করে।
অধোমুখ হয়ে পড়ে নরক দুস্তরে॥
দান যজ্ঞআদি কর্ম্ম সব ব্যর্থ যায়।
হেন নীতিশাস্ত্র আছে শাস্ত্রে হেন কয়॥
কীচক পড়িয়াছিল হয়ে অচেতন।
সচেতন কর আজ্ঞা করিল রাজন॥
তাত প্রতি কহে তবে বিরাটনন্দন।
রাজধর্ম্ম নৃপতি না করিলা পালন॥
বিনা অপরাধে আসি মারিল সভায়।
রাজদণ্ড নাহি দিলা চোর সভাপ্রায়॥
সভাই অধর্ম্মে বসিয়াছ যত জন।
ধর্ম্মভয় নাহি তেঁই না কহ বচন॥
এত শুনি উত্তর করিল মৎস্যভূপ।
পরোক্ষে দোঁহার দ্বন্দ না জানি কি রূপ॥
না জানিয়া না শুনিয়া কহিব কেমনে।
কি হেতু তোমরা দ্বন্দ কর দুই জনে॥
বিরাটের হেন বাক্য শুনি যাজ্ঞসেনী।
রোদন করিয়া কহে শিরে কর হানি॥
পদাঘাতে মৃতবৎ করে শত্রুগণে।
দেব দ্বিজগণ প্রিয় বড় প্রিয় রণে॥
সে সব গণের আমি মানসী মহিষী।
সূতপুত্র মোরে পদে প্রহারিল আসি॥
যার ধনুর্ঘোষে তিন লোক কম্প হয়।
এক রথে যে করিল তিন লোক জয়॥
তার ভার্য্যা হই আমি দেখিয়া অনাথ।
সূতপুত্র দুষ্ট মোরে করে পদাঘাত॥

বল বুদ্ধি তাসভার কোথাকারে গেল।
মোর এত অপমান চক্ষুতে দেখিল॥
বলিতে লাগিল তবে যত সভাজন।
ভাল কর্ম্ম না করিল সূতের নন্দন॥
সাক্ষাতে সৈরিন্ধ্রী দেবকন্যাস্বরূপিণী।
হেন অঙ্গে পদাঘাত অনুচিত বাণী॥
তবে ধর্ম্ম কহিছেন কঙ্ক নামধারী।
সৈরিন্ধ্রী না কর খেদ যাও অন্তঃপুরী॥
ধর্ম্মশীল মৎস্যরাজ ডরে পরলোকে।
উপরোধ করি ক্ষমা করিল কীচকে॥
দেখিতেছে তোমার গন্ধর্ব্বপতিগণ।
সময় বুঝিয়া ক্ষমা করিল এখন॥
কাল পাইলে কীচকে দণ্ডিবে যথোচিত।
কীচকহইতে কিছু না হইও ভীত॥
দুঃখি লোক হেন কেন কান্দহ সভায়।
আত্মপাপে দুঃখ পাও কি দোষ রাজায়॥
কৃষ্ণা কহে সভাসদ কহিলা প্রমাণ।
আত্মপাপে দুঃখ মম কে করিবে আন॥
এত বলি দুই চক্ষু নেতেতে পুছিল।
কেশ ঘরিষণে যত শোণিত স্রবিল॥
ভর্ত্তাআজ্ঞা পাইয়া চলিল অন্তঃপুরী।
যথায় আছয়ে নারী কৈকয়কুমারী॥
সুদেষ্ণার আগে দেবি কান্দিতে লাগিল।
শাঠ্যেতে সুদেষ্ণা তারে সম্ভ্রমে পুছিল॥
কে তোমার করিলেক এতেক দুর্গতি।
সমূলে বিনাশ হবে সেই দুষ্টমতি॥
নিশ্বাস ছাড়িয়া কহে সৈরিন্ধ্রী রূপিণী।
জানিয়া কপট কেন কর রাজরাণী॥
সুধা আনিবারে ভ্রাতৃগৃহে পাঠাইলা।
কত বা কহিব তাহা যত দুঃখ দিলা॥
রাজাসহ পাত্র মিত্র দেখেছে সভায়।
কেশে ধরি কীচক মারিল মোরে পায়॥
যথোচিত তার শাস্তি পাবে দুষ্টমতি।
আজি কিম্বা কালি যাবে যমের বসতি॥
আজিহইতে ত্যজ আশা ভ্রাতৃর জীবন।
করহ সামগ্রী তার শ্রাদ্ধের কারণ॥
এত বলি নিজ স্থানে গেলেন পাঞ্চালী।
জলে প্রবেশিয়া সব ধুইল রক্ত ধূলি॥
পরপুরুষের স্পর্শে যেই আচরণ।
বিধিমত দ্রৌপদী করিল সেইক্ষণ॥
পুনঃ২ দ্রৌপদী কান্দয়ে দুঃখ স্মরি।
হেনমতে গেল তবে অর্দ্ধেক শর্ব্বরী॥

ক্ষুধা নিদ্রা নাহি দেবী করে অনুমান।
এ দুঃখ সাগর হৈতে কে করিবে ত্রাণ॥
বিনা বৃকোদর না পারিবে অন্য জন।
চিন্তিয়া ভীমের ঠাঁই করিল গমন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরামদাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

ভীমের সহিত দ্রৌপদীর কীচকবধের মন্ত্রণা।

বিরাটরন্ধন গৃহে ভীমের শয়ন।
নিদ্রা যায় বৃকোদর হয়ে অচেতন॥
সঙ্কেতে বলয়ে দেবী চাপি দুই পায়।
উঠ২ কত নিদ্রা যাহ মৃতপ্রায়॥
হীন জন পুরুষ আপন যত শক্যে।
প্রাণ পণ করিযা সঙ্কটে ভার্য্যা রক্ষে॥
সভামধ্যে যত মম অপমান কৈল।
সিংহের রমণী লৈতে শৃগাল ইচ্ছিল॥
চরণ চাপিতে ভীমের নিদ্রাভঙ্গ হইল।
দ্রৌপদী আতুরা দেখি সম্ভ্রমে উঠিল॥
কহ ভদ্রে এত রাত্রি কেন আগমন।
দুঃখিতের প্রায় দেখি মলিন বদন॥
যে কথা কহিতে আছে শীঘ্র কহ মোরে।
কেহ পাছে দেখে শুনে যাহ নিজ ঘরে॥
ভীমবাক্য শুনিয়া অধিক হইল দুঃখ।
নয়নে সলিল পড়ে হইল অধোমুখ॥
ভীম বলে কহ প্রিয়ে কিহেতু শোচন।
কি দুঃখ তোমার কহ করিব মোচন॥
এত শুনি সকরুণে বলেন পার্শতী।
কি দুঃখ শোচন যার যুধিষ্ঠির পতি॥
জানিয়া শুনিয়া মোরে পাঠাইছ ঘরে।
আপনার কর্ম্ম কি বা বলিব তোমারে॥
হস্তিনায় যতেক দুঃশাসন করিল।
কুরুসভামধ্যে সভে বসিয়া দেখিল॥
এক বস্ত্র পরিধান আমি রজস্বলা।
কেশ ধরি আনিলেক করিয়া বিহ্বলা॥
অনন্তরে অরণ্যেতে দুষ্ট জয়দ্রথ।
বলে ধরি লয়ে গেল পাপিষ্ঠ উন্মত্ত॥
দ্বাদশ বৎসর বনে ফল মূল খেয়ে।
মৎস্যদেশে সুদেষ্ণার দাসী হৈনু গিয়া॥
গোরোচনা চন্দন ঘষিয়া নিরন্তর।
হেন দেখ কলঙ্কী হইল দুই কর॥
সে সব দুঃখের কথা নাহি করি মনে।
তোমা সভা দুঃখ দেখি ভুলি ক্ষণে ক্ষণে॥
বিনা অপরাধে মোরে কীচক দুর্ম্মতি।
সভে বসি দেখিল মারিল মোরে নাথি॥
এমত জীবনে মোর নাহি প্রয়োজন।
এত লঘু হৈয়া জীব কিসের কারণ॥
রাজকন্যা হয়ে মোর সমান দুঃখিনী।
স্বামির জীয়ন্তে কেহ না দেখি না শুনি॥
আজি যদি কীচকেরে তুমি না মারিবে।
নিশ্চয় আমার বধ তোমারে লাগিবে॥
কিম্বা বিষ খাই কিম্বা প্রবেশিব জলে।
প্রভাতে মরিব আমি কীচকে দেখিলে॥
নিত্য আইসে দুরাচার আমার নিলয়।
মোর ভার্য্যা হও বলি অনুক্ষণ কয়॥
সৈরিন্ধ্রী বলিয়া মোরে করে উপহাস।
ধিক মোর জীবন কি ছার আর আশ॥
হস্ত সুখে নরপতি দেবন খেলিল।
যাহার কর্ম্মেতে এত দুঃখ উপজিল॥
কোন রাজা এমন করেছে কোন দেশে।
সবান্ধবে রাজ্য ত্যজি অরণ্যে প্রবেশে॥
কোটি২ গজ বাজি গবী অশ্ব বাস।
সব ত্যজি এবে হৈলা বিরাটের দাস॥
মূঢ় লোক থাকে যেন সূর্য্য ধ্যান করি।
সেই মত বসিলা সকল নিল অরি॥
নিরবধি বেশ করে সহস্র সুন্দরী।
অতিথি সেবনে যার সহস্রেক নারী॥
যত অন্ধ অথর্ব্ব আশ্রমে সদা থাকে।
লক্ষ রাজা দাণ্ডাইয়া থাকয়ে সম্মুখে॥
ঘোর দ্যূতে হারিলেন এতেক সম্পদ।
এবে বিরাটের দাস পেয়ে কঙ্ক পদ॥
অতুল গাণ্ডীবধারী বীর ধনঞ্জয়।
এক রথে করিলেক ত্রৈলোক্য বিজয়॥
ইন্দ্র জিনি করিলেক অগ্নির তর্পণ।
দৈত্য মারি নিষ্কণ্টক করি দেবগণ॥
বজ্রাঘাত ডাকে যার ধনুর নির্ঘোষে।
কন্যাগণমধ্যে থাকে নপুংসক বেশে॥
মাথায় মুকুট তার জিনি দিনমণি।
এখন সে মস্তকে লম্বিত কৈল বেণী॥
দ্রুপদের কন্যা ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী।
পঞ্চ স্বামী ভজিয়া হইনু অনাথিনী॥
বজ্রের অধিক মোর কঠিন শরীর।
তেঁই এত কষ্টে প্রাণ না হয় বাহির॥

এত বলি কান্দে দেবী মুখে দিয়া কর।
অশ্রুজলে ভরিল ভীমের কলেবর॥
কৃষ্ণার ক্রন্দন দেখি কান্দে বৃকোদর।
করপদ কম্পয়ে কম্পয়ে ওষ্ঠাধর॥
ধিক মোর বাহু বল ধিক ধনঞ্জয়।
তোমার এতেক কষ্ট শুনি প্রাণ রয়॥
আমারে কি বল কৃষ্ণা আমি কি করিব।
মোর বশ হৈলে কেন এত দুঃখ পাব॥
যেখানে তোমারে দুষ্ট মারিলেক নাথি।
সেইখানে পাঠাইতাম যমের বসতি॥
সব সভা মারিতাম নৃপতি সহিতে।
এক জন না রাখিতাম অন্যেরে কহিতে॥
বিদিত হইলে পুনঃ যাইতাম বন।
এত অপমান অঙ্গে হয় কি সহন॥
কটাক্ষে চাহিয়া মোরে রাজা মানা কৈল।
সে কারণে দুরাচার কীচক রহিল॥
যুধিষ্ঠিরবাক্য আমি লঙ্ঘিতে না পারি।
নহিলে এ গতি কেন হইবে সুন্দরি॥
ইন্দ্রের অধিক সুখ শত্রুগণে দিয়ে।
এত দুঃখ হইল তাঁহার বাক্যে রয়ে॥
সভামধ্যে যতেক করিল দুঃশাসন।
মৃত্যু ইচ্ছা হয় তাহা হইলে স্মরণ॥
সে সকল অপমান বসি দেখিলাম।
যুধিষ্ঠিরআজ্ঞা লাগি সব সহিলাম॥
ক্রন্দন সম্বল দেবি দুঃখ হৈল শেষ।
অল্পদিন হেতু আর কেন ভাব ক্লেশ॥
কহিলা যে মোর সম নাহিক দুঃখিনী।
রাজপত্নী হয়ে হেন না দেখি ধরণী॥
তোমাহইতে দুঃখ পাইয়াছে বহুতর।
কহিব সে সব কথা অবধান কর॥
ছিলেন বৈদেহী সীতা জনকদুহিতা।
লক্ষ্মী অবতার হন রামের বনিতা॥
চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যে গোঁয়াইল।
ফলমুলাহার করি কষ্টেতে বঞ্চিল॥
অরণ্যেতে হরিয়া লইল দশানন।
বহু কষ্ট দিল তথা রাক্ষস দুর্জ্জন॥
অনাহারে হইল তনু অস্থি চর্ম্ম সার।
নিত্য নিশাচরীগণ করিত প্রহার॥
তত কষ্ট সহিলেক জনককুমারী।
সীতা উদ্ধারিল রাম রাবণেরে মারি॥
অগস্ত্যের ভার্য্যা রূপ গুণ অনুপম।
রাজার কুমারী হয় লোপামুদ্রানাম॥
তাহার যতেক কষ্ট কহনে না যায়।
বল্মীকি মৃত্তিকা সব বেড়িলেক গায়॥
বহুকাল সেই রূপে কষ্টেতে রহিল।
পুনঃ অঙ্গে সহি দুঃখ অগস্ত্যে পাইল॥
ভীমপুত্রী দময়ন্তী নলের গৃহিণী।
তাহার যতেক কষ্ট অদ্ভুত কাহিনি॥
মহাঘোর অরণ্যে ছাড়িয়া গেল পতি।
ক্রমে২ গেল পুনঃ বাপের বসতি॥
অনেক প্রকারে পুন স্বামিরে পাইল।
কতেক কহিব দুঃখ যতেক সহিল॥
তুমি তত তুল্য দুঃখ পাইলা অপার।
ক্ষমা কর অল্পদিন দুঃখ আছে আর॥
তের বর্ষ পূর্ণ হইল ত্রিংশৎ রজনি।
পুনরপি নিজ দেশে হবা ঠাকুরাণী॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশীরাম দাসকহে শুন কর্ণ ভরি॥

## অথ কীচক বধ।

কৃষ্ণা বলে যে বলিলা সব আমি জানি।
আজি রক্ষা পাইলে পিছে হব ঠাকুরাণী॥
যদি তুমি কীচকে না দিবা আজি দণ্ড।
লোকে কবে সৈরিন্ধ্রি যতেক কহে ভণ্ড॥
আমি কহিয়াছি সর্ব্ব লোকের ভিতর।
আমার আছয়ে পঞ্চ গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর॥
গন্ধর্ব্বের নাম শুনি করে উপহাস।
বলে লক্ষ গন্ধর্ব্ব করিব আমি নাশ॥
সকল শোভিল তারে যতেক কহিল।
এত অপরাধ করি দণ্ড না পাইল॥
প্রভাত হইলে পুন দ্বারেতে আসিবে।
পরিহাস করি মোরে বচন কহিবে॥
সে বচন শুনিতে যাইতে বল ঘরে।
এখনি ত্যজিব প্রাণ তোমার গোচরে॥
জয়দ্রথ ভয়হইতে করিলা উদ্ধার।
জটাসুর মারিয়া করিলা প্রতিকার॥
এখন কীচকভয়ে কর পরিত্রাণ।
তোমা বিনা রাখে ইথে নাহি দেখি আন॥
যুধিষ্ঠির আজ্ঞাহেতু বিচারহ চিতে।
আজ্ঞা করিয়াছেন কীচকে দণ্ড দিতে॥
তখনে বিদিত হৈত পূর্ণ সভামাঝ।
ধর্ম্মভয় করিয়া ক্ষমিল মহারাজ॥

এত শুনি চিন্তি ভীম বলিল বচন।
না কর ক্রন্দন দেবি স্থির কর মন॥
এত বলি ক্রোধে ভীম অরুণ নয়ন।
মারিব কীচকে আমি বলিল বচন॥
কিন্তু এক সময় করহ তার সনে।
উপায় করহ যেন কেহ নাহি জানে॥
আজিকার মত তুমি যাহ নিজালয়।
কালি প্রাতে তার সঙ্গে করিহ নির্ণয়॥
নৃত্যশালা যথা কন্যাগণ নৃত্য শিখে।
রজনিতে শূন্য তথা কেহ নাহি থাকে॥
তথায় নির্ব্বন্ধ কর শয্যা করিবারে।
সেই ঘরে পাপিষ্ঠে পাঠাব যমপুরে॥
ভীমের প্রতিজ্ঞা শুনি সম্বলি ক্রন্দন।
নয়ন পুঁছিয়া কৃষ্ণা করিল গমন॥
রজনি প্রভাত হইল কীচক উঠিল।
যথা রাজগৃহে কৃষ্ণা শীঘ্রগতি গেল॥
দ্রৌপদীর প্রতি তবে দম্ভ করি বলে।
ধাইয়া যে গেলে তুমি রাজসভাতলে॥
রাজবিদ্যমানে তোরে প্রহারিনু নাথি।
কি করিল আমারে বিরাট নরপতি॥
মোর বাহুবলে রাজ্য ভুঞ্জে নরপতি।
কি করিতে পারে মোর কাহার শকতি॥
ভজহ সৈরিন্ধ্রি মোরে ক্ষম দোষ মোর।
এই দেখ দন্তে তৃণ দাস হৈনু তোর॥
কৃষ্ণা বলে তব বশ হইলাম আমি।
কিন্তু মোর আছয়ে গন্ধর্ব্ব পঞ্চ স্বামী॥
তাহা সভাকার বড় ভয় হয় মনে।
এমন করহ যেন কেহ নাহি জানে॥
নৃত্যশালা রজনিতে থাকে শূন্যাকার।
তথা নিশা তব সঙ্গে করিব বিহার॥
এত শুনি কীচক হইল হৃষ্ট মন।
শীঘ্রগতি নিজগৃহে করিল গমন॥
নানা গন্ধ চন্দনাদি অঙ্গেতে লেপিত।
দিব্য রত্ন অলঙ্কার অঙ্গেতে ভূষিত॥
সৈরিন্ধ্রীর চিন্তা করি বিরহ হুতাশে।
ক্ষণে২ দিনকর নিরীক্ষে আকাশে॥
কত ক্ষণে হবে অস্ত দেব দিবাকর।
পুন বাহিরায় পুন প্রবেশয়ে ঘর॥
হেথা কৃষ্ণা ভীমেরে করিল সমাচার।
নৃত্যাগারে রাত্রিতে আসিবে দুরাচার॥
যথোচিত ফল আজি দিবে তার প্রতি।
প্রভাত না হয় যেন আজিকার রাতি॥

এমতে আসিয়া হইল সন্ধ্যার সময়।
বৃকোদর আগে চলি গেল নৃত্যালয়॥
অন্ধকার করি বৈসে পালঙ্গের মাঝ।
মৃগ মারিবারে যেন জাগে মৃগরাজ॥
আনন্দিতচিত্ত হয়ে কীচক চলিল।
একক হইয়া সঙ্গে কারে না লইল॥
যথায় পুরুষসিংহ আছে বৃকোদর।
কীচক বসিল গিয়া পালঙ্গ উপর॥
কামবাণাঘাতে দুষ্ট মোহিত হইয়া।
অঙ্গে হাত বুলাইয়া বলিছে হাসিয়া॥
লোহাহইতে অধিক কঠিন ভীম কায়।
কামানলে দগ্ধ বুঝে সৈরিন্ধ্রীর প্রায়॥
আমার মহিমা তুমি না জান সুন্দরি।
মোর রূপগুণে বশ যত নর নারী॥
পূর্ব্বভাগ্যে সৈরিন্ধ্রি পাইলা তুমি মোরে।
সভারে ত্যজিয়া আমি ভজিনু তোমারে॥
ভীম বলে বড় ভাগ্য আমার আছিল।
সে কারণে তোমা স্বামী বিধি মিলাইল॥
তোমার মহিমা আমি নাহি জানি পূর্ব্বে।
সেকারণে হেলা কৈনু গন্ধর্ব্বের গর্ব্বে॥
কিন্তু এক তাপ মোর জাগিতেছে মনে।
রাজসভামধ্যে মোরে মারিলা চরণে॥
বজ্রের সমান তব চরণ প্রহার।
বড় ভাগ্যে প্রাণ রক্ষা হইল আমার॥
কমল অধিক মোর কোমল শরীর।
বেদনায় প্রাণ মোর হইছে বাহির॥
মনোদুঃখে কিসের পাইবা রতি সুখ।
এত শুনি কহে তবে কীচক দুর্ম্মুখ॥
ক্ষমহ সে সব দোষ ত্যজ দুঃখ মন।
প্রসন্ন হইয়া মোরে করহ বরণ॥
পদাঘাতে দুঃখ যদি আছয়ে অন্তরে।
সেই মত পদাঘাত করহ আমারে॥
এত বলি কীচক মস্তক দিল পাতি।
অন্তরে হাসিয়া উঠে ভীম মহামতি॥
বজ্রাঘাত প্রায় ঘাড়ে প্রহারিল নাথি।
তথাপিহ নাহি জানে কীচক দুর্ম্মতি॥
যে চরণ ঘাতে ভীম গিরি চূর্ণ কৈল।
হিড়িম্ব কির্ম্মীর বকপ্রভৃতি মরিল॥
একে২ তিন ঘাত করিল প্রহার।
তথাপিহ নাহি জানে কীচক গোঁয়ার॥
ভীম বলে আরে দুষ্ট গন্ধর্ব্বে বিবাদ।
ঘুচাইব সৈরিন্ধ্রীর রমণের সাদ॥

ভীমবাক্য শুনিয়া কীচকে হইল জ্ঞান।
লাফ দিয়া উঠে ধরে ব্যাঘ্রের সমান॥
মহাপরাক্রম হয় কীচক দুর্জ্জয়।
দশ ভীম হৈলে তার সম যুদ্ধে নয়॥
কৃষ্ণার ধরিয়া কেশে আয়ু হৈল ক্ষীণ।
বিশেষে চরণ ঘাতে বল হৈল হীন॥
তথাপিহ বিক্রমে ভীমের নহে ঊন।
পদাঘাত দৃঢ় মুষ্টি হানে পুনঃপুন॥
আঁচড় কামড় মুণ্ডে২ তাড়াতাড়ি।
ধরাধরি করি ভূমে যায় গড়াগড়ি॥
কখন উপরে ভীম কখন কীচকে।
শোণিতে জর্জ্জর অঙ্গ পদাঘাত নখে॥
নিঃশব্দেতে দোঁহে যুদ্ধ ঘরের ভিতরে।
এইমতে যুদ্ধ হইল তৃতীয় প্রহরে॥
ঊনপঞ্চাশ বায়ুতেজ বায়ুর তনয়।
বহুমত করিল কীচক নহে জয়॥
পুনঃ২ উঠে দোঁহে করয়ে প্রহার।
চরণের ঘাতে ক্ষিতি হইল বিদার॥
বসন্ত সময় যেন হস্তিনী কারণ।
পর্ব্বত উপরে দুই হস্তী করে রণ॥
ক্রোধে অগ্নিবত জ্বলে বায়ুর নন্দন।
কীচকে ফেলিয়া বুকে করিল আসন॥
দ্রৌপদীর অপমান হৃদয়েতে জাগে।
সিংহ যেন চাপিয়া ধরিল মত্তমৃগে॥
আরে দুরাচার দুষ্ট কীচক দুর্ম্মতি।
এই মুখে ইচ্ছিলা সৈরিন্ধ্রী সহ রতি॥
এত বলি বদনে প্রহারে বজ্র মুটি।
ভাঙ্গিয়া ফেলিল তার দন্ত দুই পাটি॥
এই চক্ষে সৈরিন্ধ্রী করিলা নিরীক্ষণ।
বজ্রনখে উপাড়িয়া ফেলিল নয়ন॥
অণ্ডকোষ ধরিয়া মারিল তারে নাথি।
সেই ঘাতে প্রাণ ছাড়ে কীচক দুর্ম্মতি॥
হস্ত পদ শির তার সব চূর্ণ কৈল।
কচ্ছপের প্রায় করি অঙ্গে পূরাইল॥
মাংস পিণ্ডবৎ করি কুষ্মাণ্ড আকার।
হাসিয়া কৃষ্ণারে ডাকে পবনকুমার॥
অগ্নি জ্বালি দেখ হের যাজ্ঞসেনি সতি।
তোমাহিংসি কীচকের এতেক দুর্গতি॥
অপরাধ মত দণ্ড পাইল দুর্ম্মতি।
যে তোমার অপরাধী তার এই গতি॥
এত বলি বৃকোদর করিল গমন।
রন্ধনশালায় যথা শয়ন আসন॥
স্নান করি অঙ্গে দিল সুগন্ধি চন্দন।
যুদ্ধ শ্রান্ত হয়ে বীর করিল শয়ন॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশীদাস কহে সাধু শুনে কর্ণভরি॥

## অথ কীচকের শবদাহে তাহার ঊনশত ভ্রাতার মৃত্যু ও দাহ।

কীচকমরণে কৃষ্ণা আনন্দিত হইয়া।
সভাপাল প্রতি তবে বলিল ডাকিয়া॥
মোরে যেন দুঃখ দিল কীচক দুর্ম্মতি।
ফল দিল উচিত গন্ধর্ব্ব মোর পতি॥
অহঙ্কার করি দুষ্ট গন্ধর্ব্ব না মানে।
গন্ধর্ব্বে মারিবে কোথা মানুষ পরাণে॥
এত শুনি ধেয়ে আইল যতেক রক্ষক।
মাংসপিণ্ড প্রায় তথা দেখিল কীচক॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া লোক মানিল বিস্ময়।
কেহ বলে কীচক এ কেহ বলে নয়॥
কোথা গেল হস্ত পদ কোথা গেল শির।
কুষ্মাণ্ডের প্রায় দেখি কাহার শরীর॥
কেহ বলে গন্ধর্ব্ব মারয়ে এই মত।
বার্ত্তা পেয়ে ধাইল সোদর ঊন শত॥
কীচকে বেড়িয়া সভে করয়ে ক্রন্দন।
ভ্রাতৃ মিত্র বন্ধু যত স্ত্রী পুরুষগণ॥
এই মতে বন্ধুগণ কান্দিয়া অপার।
অগ্নি সংস্কার হেতু করিল বিচার॥
হেনকালে কৃষ্ণারে দেখয়ে সেইখানে।
দর্প করি দাণ্ডাইয়া সভাবিদ্যমানে॥
ক্রোধে সূতপুত্রগণ বলিল বচন।
এই দুষ্টাহইতে হৈল কীচক নিধন॥
কেহ বলে না চাহিও এ দুষ্টার পানে।
কেহ বলে অসতীরে মারহ পরাণে॥
অগ্নিতে পোড়াহ এরে কীচক সংহতি।
পরলোকে কীচকের হইবেক প্রীতি॥
বান্ধিয়া ইহারে শীঘ্র মৃতসহ লহ।
একবার গিয়া নৃপতিরে জিজ্ঞাসহ॥
বিরাট নৃপতি শুনি কীচক নিধন।
ক্রোধে নরপতি আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ॥
হাহা বীর কীচক সৈন্যের সেনাপতি।
তোমার বিহনে মোর হবে কোন গতি॥
সৈরিন্ধ্রী দুষ্টার হেতু কীচক নিধন।
ক্রোধে নরপতি আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ॥

তার মুখ আর না দেখিব কদাচন।
শীঘ্র করি লহ তারে করিয়া বন্ধন॥
পোড়াহ কীচক সহ জ্বালিয়া অনল।
তবে সে আমার অঙ্গ হইবে শীতল॥
আজ্ঞা পেয়ে কৃষ্ণাকে বান্ধিল সেইক্ষণ।
শব সহ লইলেক করিয়া বন্ধন॥
তবেত দ্রৌপদী দেবী না দেখি উপায়।
আকুল হইয়া অতি কান্দে উভরায়॥
ওহে জয় বিজয় জয়ন্ত জয়সেন।
জয়দ্বল নাম লৈয়া উচ্চেতে ডাকেন॥
দুন্দুভির শব্দ যার ধনুক টঙ্কার।
তিন লোকে অসাধ্য নাহিক শত্রু যার॥
তার প্রিয়া বড় আমি করিল বন্ধন।
শীঘ্রগতি আসি মোরে করহ মোচন॥
এইমত পুনঃ২ ডাকে যাজ্ঞসেনী।
রন্ধনগৃহেতে থাকি ভীমসেন শুনি॥
ক্রন্দনের শব্দ শুনি উঠিয়া বসিল।
দ্রৌপদীর রায় বুঝি হৃদয় কম্পিল॥
কেশবেশ মুক্ত বীর বায়ুবেগে ধায়।
পথাপথ নাহি জ্ঞান্ শব্দ শুনি যায়॥
এক লাফে ডিঙ্গাইল গড়ের প্রাচীর।
আশ্বাসিয়া দ্রৌপদীরে ডাকে মহাবীর॥
না কান্দ সৈরিন্ধ্রি দেবি আইল গন্ধর্ব্ব।
এখনি মরিবে দুষ্ট সূতপুত্র সর্ব্ব॥
এত বলি উপাড়িল দীর্ঘতরুবর।
দণ্ডহস্তে যম যেন ইন্দ্র বজ্রকর॥
সভে বলে হের ভাই গন্ধর্ব্ব আইল।
পলাহ২ বলি শভে রড় দিল॥
নগরের মুখ করি ধায় বায়ুবেগে।
পাছে ধায় বৃকোদর সিংহ যেন মৃগে॥
আরে২ দুরাচার সূতপুত্রগণ।
মনুষ্য হইয়া কর গন্ধর্ব্ব চালন॥
এত বলি প্রহার করিল তরুবর।
এক ঘায় মারে উনশত সহোদর॥
অশ্রুপূর্ণমুখী কৃষ্ণা আছিল বন্ধনে।
মুক্ত করি বৃকোদর দিল সেই ক্ষণে॥
ভীম বলে দুঃখ না ভাবহ গুণবতি।
তোমার হিংসিয়া দুষ্ট হৈল হেন গতি॥
আজ্ঞা কর যাব আমি কেহ পাছে জানে।
করহ গমন তুমি আপনার স্থানে॥
এত বলি চলি গেল বীর বৃকোদর।
অন্তঃপুর গেল কৃষ্ণা সুদেষ্ণার ঘর॥

রজনি প্রভাত হৈল আইল সর্ব্ব জন।
রাজারে করিল জ্ঞাত রাজমন্ত্রিগণ॥
কীচকে দহিতে গেল যত ভ্রাতৃগণ।
গন্ধর্ব্বের হাতে সব হইল নিধন॥
সভা মারি সৈরিন্ধ্রীরে মুক্ত করি দিল।
পুনঃ আসি সৈরিন্ধ্রীপুরেতে প্রবেশিল॥
আর মৎস্যদেশের নাহিক প্রতিকার।
গন্ধর্ব্বের হাতে সভে হইবে সংহার॥
মনোরমা নারী হয় পরম সুন্দরী।
তার পানে চাহিলে গন্ধর্ব্বে যাবে মারি॥
শীঘ্র কর নৃপতি ইহার প্রতিকার।
এথাহৈতে দুষ্টা গেলে সভার নিস্তার॥
শুনিয়া বিরাট রাজা ভয়ে ত্রস্ত হৈল।
কীচকেরে দহিবারে লোকে আজ্ঞা দিল॥
অন্তঃপুরে গিয়া রাজা রাণীরে বলিল।
সৈরিন্ধ্রী রাখিয়া গৃহে বিপত্তি হইল॥
এখন এথায়হৈতে যায় যেই মতে।
মোর নাম না লইবা কহিবা সম্প্রীতে॥
এত দিন ছিলা তুমি আমার সদন।
এখন যথায় ইচ্ছা করহ গমন॥
তোমাহৈতে বড় ভয় হইল সভার।
বিলম্ব না কর শীঘ্র কর আগুসার॥
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
যাহার শ্রবণেতে নিস্তার পায় নর॥
বন্ধনহইতে মুক্ত কৈল বৃকোদর।
স্নান করি দ্রৌপদী চলিল নিজ ঘর॥
চতুর্দ্দিগে আছিল যতেক লোক জন।
কৃষ্ণারে দেখিয়া ভয়ে পলায় তখন॥
সিংহ দেখি যেন অজা ধায় দড়বড়ি।
মহাভয়ে একের উপরে আর পড়ি॥
প্রাচীন অথর্ব্ব লোক ধাইতে লাগিল।
অধোমুখে ভূমি ধরি বস্ত্র আচ্ছাদিল॥
সভে বলে কেহ না চাহিও উহা পানে।
এখনি গন্ধর্ব্ব হাতে মরিবা পরাণে॥
এত বলি সব লোক করে কাণাকাণি।
যথায় রন্ধন গৃহে গেল যাজ্ঞসেনী॥
দাণ্ডাইয়াছিল তথা বীর বৃকোদর।
নমস্কার করে দেবী যুড়ি দুই কর॥
গন্ধর্ব্ব রাজার পায়ে মোর নমস্কার।
যে মোরে সঙ্কটহৈতে করিল নিস্তার॥
ভীম বলে যে জন আশ্রিত হয় যার।
অবশ্য করয়ে লোক তার প্রতিকার॥

তথাহইতে নৃত্যশালা করিল গমন।
সৈরিন্ধ্রীরে দেখিয়া বলিছে কন্যাগণ॥
ভাল হইল সবান্ধবে মরিল দুর্ম্মতি।
যে তোমার করিলেক এতেক দুর্গতি॥
পার্থ বলিলেন কহ অদ্ভুত কথন।
কিমতে কীচকে কৈল গন্ধর্ব্বে নিধন॥
কৃষ্ণা বলে কিমতে জানিবা বৃহন্নলা।
অহর্নিশি কন্যাগণ লয়ে কর খেলা॥
কিমতে জানিবা দুঃখ যতেক আমার।
হাসি২ জিজ্ঞাসহ কি কহিব আর॥
তথাহৈতে গেল সুদেষ্ণার অন্তঃপুরী।
কৃষ্ণারে দেখিয়া সব পলাইল নারী॥
দ্বারেতে কপাট কেহ দিল মহাভয়।
দেখিয়া দ্রৌপদী দেবী মানিল বিস্ময়॥
হেনকালে সুদেষ্ণা রাজার পাটরাণী।
বিনয়পূর্ব্বক সৈরিন্ধ্রীরে বলে বাণী॥
এথাহৈতে বাছা তুমি করহ গমন।
যথা আছে তোমার গন্ধর্ব্ব পতিগণ॥
নৃপতির বড় ভয় হইল তোমারে।
কালরূপী জানি তোমা সর্ব্ব লোকে ডরে॥
সর্ব্বনাশ হৈল মোর তোমার কারণ।
তোমা রাখি হত্যা কৈনু সহোদরগণ॥
এখনহ ক্ষমা মোরে করি পরিহার।
যথা ইচ্ছা তথাকারে কর আগুসার॥
দ্রৌপদী বলিল দেবি কর অবধান।
তের দিন বহির্ভূতে যাব নিজ স্থান॥
তোমারে গন্ধর্ব্বগণ বহু প্রীত হবে।
তের দিন উপরান্তে মোরে লৈয়া যাবে॥
আমাহৈতে যত কষ্ট হইল তোমার।
ততেক সন্তোষ আমি করিব অপার॥
মরিল আপন দোষে কীচক দুর্ম্মতি।
বিনা দোষে কাহারে নাহিংসে মোরপতি॥
দেবদ্বিজ প্রিয় তারা ভকত বৎসল।
নাহি করে তারা ধার্ম্মিকের অমঙ্গল॥
এখানে দেখিবা সেই মোর স্বামিগণে।
দেব দ্বিজগণ প্রিয় বড় প্রিয় রণে॥
সুদেষ্ণা বলিল দেখ দেখিয়া তোমারে।
পুরুষের কা কথা যে স্ত্রী পলায় ডরে॥
তের দিন তুমি যদি থাকিবা এথায়।
সত্য করি এক কথা কহ গো আমায়॥
স্বামী পুত্র ডরে মোর রহিল বাহিরে।
অভয় করিলে তুমি আসিবেক ঘরে॥
সবান্ধবে লইলাম তোমার শরণ।
গন্ধর্ব্বের ভয়ে তুমি করহ রক্ষণ॥
অভয় করিল কৃষ্ণা সুদেষ্ণার বোলে।
এই মতে তথায় বঞ্চিল কুতূহলে॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরি।
কাহার শকতি তাহা বর্ণিবারে পারি॥
রহস্য বিরাটপর্ব্ব কীচকের বধে।
কাশীদাস কহে দ্বিজ চরণ প্রসাদে॥

অথ পাণ্ডবান্বেষণার্থ দুর্য্যোধনের চর প্রেরণ।

অজ্ঞাত বঞ্চেন হেতা পাণ্ডুর নন্দন।
হস্তিনাপুরেতে তথা রাজা দুর্য্যোধন॥
লক্ষ২ চরগণ আনিয়া ত্বরিত।
পাণ্ডবেরে খুঁজিতে পাঠায় চতুর্ভিত॥
দূতগণে বলে যেই পাণ্ডবে দেখিবে।
পাণ্ডবে দেখেছি বলি যে আসি কহিবে॥
ধন জন দেশ দিব বহুত ভাণ্ডার।
রাজ্য ভোগ ভুঞ্জিবেক সহিত আমার॥
এত বলি দূতগণে দিল বহু ধন।
অষ্টদিগে পাঠাইল লক্ষ২ জন॥
বৎসরেক পর্য্যন্ত খুঁজিল সর্ব্ব জন।
ভ্রমিয়া সকল দেশ আইল দূতগণ॥
নমস্কার করিয়া রাজার আগে কয়।
বহু খুঁজিলাম রাজা পাণ্ডুর তনয়॥
গ্রাম দেশ নগর যতেক জনপদ।
নদ নদী তড়াগ নির্ঝর আর হ্রদ॥
পর্ব্বত কানন বৃক্ষ লতার ভিতর।
গহ্বর কন্দর গুহা অরণ্য সাগর॥
মুনিমধ্যে মুনি হই ব্যাধমধ্যে ব্যাধ।
হস্তী সিংহ ব্যাঘ্রমধ্যে না গণি প্রমাদ॥
রাজগৃহে হইলাম সারথির বেশ।
উদাসীন হৈয়া ভ্রমিলাম সর্ব্ব দেশ॥
অযোধ্যা পঞ্চাল কাশী দ্বারকানগর।
এই চারি ভ্রমিলাম গিয়া ঘর২॥
কোথাহ না দেখিলাম পাণ্ডুর নন্দন।
জীয়ন্ত থাকিলে হৈত অবশ্য দর্শন॥
থাকে যদি জীয়ন্ত হৈয়াছে সিন্ধু পার।
কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে তারা নাহি আর॥
নিশ্চয় নৃপতি এই কহিনু তোমারে।
যদি আজ্ঞা হয় তবে যাই পুনর্ব্বারে॥

এত বলি চরগণ নিবৃত্ত হইল।
দক্ষিণের দূত তবে কহিতে লাগিল॥
অদ্ভুত কথন এক শুন মহারাজ।
এক দিন ছিনু মোরা মৎস্যদেশমাঝ॥
বিরাট শ্যালক জান কৈকেয়কুমার।
কীচক নামেতে সহোদর শত তার॥
স্ত্রীর হেতু শত ভাই গন্ধর্ব্বে মারিল।
ত্রিগর্ত্তের রাজ্যে যেই বলে লয়েছিল॥
যে দেখিনু শুনিনু কহিনু মহারাজ।
আজ্ঞা কর এখন করিব কোন কায॥
চরগণ বচনান্তে কহে দুর্য্যোধন।
আমার যে বাঞ্ছা তাহা শুন সর্ব্ব জন॥
ত্রয়োদশ বৎসর হইল আসি শেষ।
আসিবে পাণ্ডবগণ পেয়ে বহু ক্লেশ॥
ক্রোধে মহাভয় দেখাইবে কুরুগণে।
ইহার উপায় এই লইতেছে মনে॥
পুনর্ব্বার চরগণ যাকু খুঁজিবারে।
নিশাপতি হৈয়া যদি দেখে পাণ্ডবেরে॥
শুনিয়া বলিছে কর্ণ সূর্য্যের নন্দন।
এ সকল থাকু যাকু অন্য চরগণ॥
ছদ্মরূপে যাকু যেই হয় বিচক্ষণ।
পণ্ডিত সুবুদ্ধি যেই অনুগত জন॥
দুঃশাসন বলে ভাল কহ মহামতি।
পুনরপি দূতগণ যাকু শীঘ্রগতি॥
পশুগণ ঘ্রাণে জানে বেদে দ্বিজবরে।
অন্য জন দৃষ্টে জানে রাজা জানে চরে॥
ইহা বিনা কর্ম্ম অন্য নাহিক রাজন।
আপন হিতের চর যাউক এখন॥
মরিলে তত্রাপি বার্ত্তা চাহি জানিবারে।
ব্যাঘ্র সিংহে মারিল কি অরণ্য ভিতরে॥
অনাহার কষ্টে ভীমসেন কি মরিল।
তাহার মরণ শোকে সভে প্রাণ দিল॥
নিরন্তর বৃকোদর রাক্ষসেতে বাদী।
যার তার সহ দ্বন্দ করে নিরবধি॥
বেড়িয়া রাক্ষস কিবা মারিল পাণ্ডবে।
নিশ্চয় মরিল তারা চরে কোথা পাবে॥
এত শুনি বলেন আচার্য্য মহামতি।
কৌরব পাণ্ডবগুরু বুদ্ধি বৃহস্পতি॥
এ রূপ পাণ্ডব যদি হইবে নিধন।
তবে লোক ধর্ম্ম করে কিসের কারণ॥
অশক্ত অরণ্যমধ্যে ধর্ম্ম বলবান।
ধর্ম্ম যার আছে তার সর্ব্বত্র কল্যাণ॥

পাণ্ডুপুত্রে পরাভব করিবেক রণে।
তিনলোক মধ্যে হেন না দেখি নয়নে॥
শুচি সত্যবাদী কৃতকর্ম্মা জিতেন্দ্রিয়।
ধর্ম্মজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ গুরু দেব দ্বিজপ্রিয়॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অবতার।
আর চারি সহোদর অনুগত তার॥
তাহার কুনীতি হয় নাহি দেখি আমি।
ছদ্মবেশে আছয়ে সময় অনুক্রমি॥
যে বিচার কহিতেছ করহ ত্বরিত।
পুনর্ব্বার চরগণ যাউক চতুর্ভিত॥
বচনান্তে দ্রোণের কহেন ভীষ্ম বীর।
সজল জলদ তুল্য বচন গভীর॥
অকারণে চরেরে পাঠাও আরবার।
ইহারা চিনিবে কোথা পাণ্ডুর কুমার
বেদবিজ্ঞ দ্বিজ হবে সর্ব্ব শাস্ত্র জানে।
সত্য বৃত্তি তপস্বী হইবে যেই জনে॥
সেই সে জানিতে পারে পাণ্ডুপুত্রগণে।
মরিল বলিয়া কেন বল অকারণে॥
ত্রয়োদশ বৎসর কঠিন তপ কৈল।
তার ফল পাইবে নিকট আসি হৈল॥
যেই দেশে থাকিবেক পাণ্ডুর নন্দন।
তার চিহ্ন কহি যে শুনহ চরগণ॥
ন ব্যাধি ন দুঃখ শোক সে দেশের জনে।
দুষ্টের নিগ্রহ শিষ্ট পালন যতনে॥
দানশীল দয়াশীল ক্ষমাশীল ধীর।
যেই রাজ্যে থাকিবেন রাজা যুধিষ্ঠির॥
প্রিয়বাক্য শীল ধর্ম্ম শাস্ত্র অনুগত।
ব্রহ্মচর্য্য পুণ্যকর্ম্ম যজ্ঞ হোম ব্রত॥
উত্তম হইবে শস্য মেঘের পালন।
বহু ক্ষীরবতী হইবেক গবীগণ॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির যথায় থাকিবে।
সুগন্ধি শীতল বায়ু সদাই বহিবে॥
শরীরে জন্ময়ে ব্যাধি সে করে বিপদ।
বন্ধু হৈয়া হিত করে বনের ঔষধ॥
পর হৈয়া বন্ধু হয় যদি হিত করে।
জ্ঞাতি হৈয়া শত্রু হয় অধর্ম্ম আচরে॥
সেই মত দেখি দুর্য্যোধনের আচার।
পাণ্ডবের হাতে হবে সবংশে সংহার॥
আমরা এতেক কহি নাহি প্রয়োজন।
সমান আমার কুরু পাণ্ডুর নন্দন॥
কিন্তু আর চর পাঠাইবে কি কারণ।
হেতাই নিকটে আসিবেক পঞ্চ জন॥

ত্রয়োদশ বৎসর হইল আসি শেষ।
নিজরাজ্যে না আসিয়া যাবে কোন দেশ॥
আসি মহাভয় দেখাইবে সর্ব্বজনে।
যেরূপে বাহির কৈলা যথা জান মনে॥
বিস্তর কহিয়া আর নাহি প্রয়োজন।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় বেদের বচন॥
ভীষ্ম দেব বচনান্তে বলে কৃপাচার্য্য।
ধর্ম্ম নীতি বুঝিয়া রাজার হিত কার্য্য॥
দ্রোণ ভীষ্ম যে বলিল না হবে অন্যথা।
গুপ্তস্থবেশে আছয়ে পাণ্ডব মহারথা॥
শেষ হইল সময় উদয় কাল হইল।
উপায় করহ শীঘ্র কর্ণকে কহিল॥
চরগণ খুঁজিতে পাঠাও দেশ দেশ।
এথায় করহ শীঘ্র সৈন্য সমাবেশ॥
ভাণ্ডারের ধন দেখ দেখ নিজ বল।
পরাপর আপ্ত কর নৃপতি সকল॥
ইতর তোমার শত্রু পাণ্ডুপুত্র নয়।
এক২ পাণ্ডব করয়ে ইন্দ্র জয়॥
শরদ্বান মুনিপুত্রে কহি নিবর্ত্তিল।
সভামধ্যে সুশর্ম্মা নৃপতি বসেছিল॥
কহিব বলিয়া পূর্ব্বে বিচারিয়াছিল।
কর্ণ বীর কহিল কহিতে না পারিল॥
বলেতে আমার রাজ্য নিলেক সকল।
কীচক মরিল এবে বড়ই মঙ্গল॥
সবান্ধবে আমারে জিনিল করি গর্ব্ব।
এখন শুনি যে তারে মারিল গন্ধর্ব্ব॥
কীচক মরিল যবে হৈল বড় কার্য্য।
বিরাটেরে বান্ধিয়া লইব নিজরাজ্য॥
ধন রত্ন পূর্ণ তার গবী অপ্রমিত।
এ সময় তোমার বড়ই হইবে হিত॥
হীনবীর্য্য বিরাটে জিনিব মুহূর্ত্তেকে।
বিচারে আইসে রাজা আজ্ঞা দেহ মোকে॥
কর্ণ বলে ভাল বলে সুশর্ম্মা নৃপতি।
মৎস্যদেশ যাব সৈন্য সাজ শীঘ্রগতি॥
পাণ্ডবের হেতু চিন্তা কর অকারণ।
কোথায় মরিয়া গেল বৃথা অন্বেষণ॥
জীয়ন্ত থাকিলে কি না আসিবে হেথায়।
ধনহীন বন্ধুহীন ক্লেশে ক্লিষ্ট কায়॥
মম বল বীর্য্য তারা ভালমতে জানে।
পুনঃ এথা পাণ্ডব না আইসে কদাচনে॥
এক্ষণে চলহ সভে যাব মৎস্য রাজ্য।
ধন রত্ন পাইব হইবে বড় কার্য্য॥
কর্ণের বচন শুনি বলেন বিদুর।
নিশ্চয় সভার চিত্ত যাবে মৎস্যপুর॥
সভাকার মন হৈল নিষেধিতে দোষে।
রত্ন গবী উপার্জন হয় বড় ক্লেশে॥
কহিলেক চর মৎস্যদেশ সমাচার।
স্ত্রীর হেতু দুর্জ্জয় কীচক গেল মার॥
অদ্যাপিহ নাই দেখি নাহি শুনি কাণে।
গন্ধর্ব্ব নিবাস করে মনুষ্য ভুবনে॥
গন্ধর্ব্বের স্ত্রীর সহ কীচকের কথা।
অনুমানে বুঝি যে গন্ধর্ব্ব আছে তথা॥
বুজিয়া করিবা কার্য্য যাইবা নিশ্চয়।
গন্ধর্ব্ব সহিত যেন বিবাদ না হয়॥
বিদুর বচন শুনি হাসে দুর্য্যোধন।
শক্তি মত কহে যুক্তি যাহার যেমন॥
যত শক্তি আপনার ততেক মন্ত্রণা।
না বুঝ আমার শত্রু আছে কোন জনা॥
গন্ধর্ব্ব কি গণি যদি আইসে দেবগণ।
ইন্দ্র সহ সাজি আইসে এ তিন ভুবন॥
কার শক্তি আমার সম্মুখে আসি হয়।
তোমারে না ডাকি সঙ্গে কেন কর ভয়॥
এত বলি সৈন্যে আজ্ঞা দিল কুরুপতি।
চতুরঙ্গ দল সজ্জা কর শীঘ্রগতি॥
পুনঃ বলে সুশর্ম্মা নৃপতি যাকু আগে।
আপনার রাজ্য গিয়া লউক যাম্যদিগে॥
স্বসৈন্য সহিত যাব করিবারে রণ।
শূন্য রাজ্য গিয়া আমি হরিব গোধন॥
এক দিন আগে যাও সুশর্ম্মা রাজন।
পশ্চাৎ সসৈন্য আমি করি আগমন॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরি।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভব বারি॥

### অথ গোগ্রহার্থে সুশর্ম্মা রাজার যাত্রা।

দুর্য্যোধন আজ্ঞা পেয়ে সুশর্ম্মা নৃপতি।
আপন বাহিনী সাজাইল শীঘ্রগতি॥
আষাঢ়ের সিতপক্ষে পঞ্চমী দিবসে।
সুশর্ম্মা নৃপতি চলি গেল মৎস্য দেশে॥
শঙ্খ ভেরী দুন্দুভি বিবিধ বাদ্য বাজে।
বাদ্যের শবদে কম্প হৈল মৎস্যরাজে॥
প্রবেশিয়া মৎস্য দেশে সুশর্ম্মা নৃপতি।
ধরহ গোধনে আজ্ঞা দিল সৈন্য প্রতি॥

হয় হস্তী গবী আর নানা রত্ন ধন।
চতুর্দ্দিগে লুঠিতে লাগিল সর্ব্ব জন॥
গোধন রক্ষণে যত ছিল গোপগণ।
ধাইয়া রাজারে বার্ত্তা কহিল তখন॥
সভাতে বসিয়াছিল বিরাট নৃপতি।
ঊর্দ্ধশ্বাসে কহে গোপ প্রণমিয়া ক্ষিতি॥
মৎস্য দেশ সকল মজিল নৃপবর।
সকল হরিয়া নিল ত্রিগর্ত্তঈশ্বর॥
রক্ষা করিবারে রাজা যদি আছে মন।
বাহিরাও বিলম্ব না সহে এককক্ষণ॥
দূতমুখে হেন বার্ত্তা পাইয়া নৃপতি।
চতুরঙ্গ বাহিনী সাজিল শীঘ্রগতি॥
শতানীক মুদিরাক্ষ দুই সহোদর।
শ্বেত শঙ্খ দুই ভাই রাজার কোঙর॥
পাত্র মিত্রগণ যোদ্ধা সাজিল সকল।
বিবিধ বাজনা বাজে সৈন্য কোলাহল॥
শতানীকে আজ্ঞা দিল বিরাট নৃপতি।
দিব্য অস্ত্র ধনু দেহ চারি জন প্রতি॥
শ্রীকঙ্ক বল্লব অশ্ববৈদ্য যে গোপাল।
মহাবীর্য্যবন্ত যুদ্ধ করিবে বিশাল॥
দিব্য ধনুর্গুণ দিল রথ তুরঙ্গম।
মুকুট কুণ্ডল দিল কবচ উত্তম॥
সাজিয়া পাণ্ডব রথে করে আরোহণ।
স্বর্গহৈতে আইল যেন দিকপালগণ॥
চলিল বিরাট রাজা মৎস্যধ্বজ রথে।
চারি ভাই চলিলেন রাজার পশ্চাতে॥
রথ চালাইয়া দিল রথের সারথি।
পশ্চাতে মাহুতগণ চালাইল হাতি॥
পদধূলি ঢাকিলেক দেব দিবাকর।
ঘোর অন্ধকার হৈল দিবস দুপর॥
শূন্যহইতে পক্ষিগণ ভূমেতে পড়িল।
হেনমতে উভয় সৈন্যেতে দেখা হৈল॥
রথিকে ধাইল রথি গজ ধায় গজে।
অশ্বারোহে২ পত্তি২ যুঝে॥
মল্লে২ গজে২ ধানুকী২।
খড়্গে২ শূলে২ তবকি২॥
হইল দারুণ যুদ্ধ মহাভয়ঙ্কর।
পূর্ব্বে যেন দেবাসুরে হইল সমর॥
সিংহনাদ মুহুঃ২ গর্জ্জে সৈন্যগণ।
ধনুর নির্ঘোষ ঘন শঙ্খের নিস্বন॥
বিবিধ বাদ্যের শব্দে কর্ণে লাগে তালি।
অন্ধকার হৈল সব আচ্ছাদিল ধূলি॥

বাণের আগুনমাত্র ক্ষণে২ জ্বলে।
অন্ধকার রাত্রি যেন মুকুতা উজ্জ্বলে॥
মুষল মুদগর শূল ইষু চক্র শেল।
পরশু পট্টিশ জাঠি ভল্ল কুন্ত ছেল॥
পড়িল অনেক সৈন্য পৃথিবী আচ্ছাদি।
ধূলি অন্ধকার কৈল রক্তে বহে নদী॥
মুকুট কুণ্ডল মুণ্ড যায় গড়াগড়ি।
বুকে শেল বাজি কেহ ভূমিতলে পড়ি॥
সব্য হস্ত খড়্গ সহ পড়িল ভূতলে।
পদ কাটা গেল কার গড়াগড়ি বুলে॥
পর্ব্বত আকার গজ ভূমে দন্ত দিয়া।
পড়িল দুভিতে সৈন্য অনেক দলিয়া॥
হেন মতে যুদ্ধ হৈল দ্বিতীয় প্রহর।
কেহ পরাজিত নহে হইল সোসর॥
ক্রোধে শতানীক বীর সমরে প্রবেশে।
এক শত রথি মারে চক্ষুর নিমিষে॥
মুদিরাক্ষ মারিলেক শত সেনাপতি।
শত২ মারিল বিরাট নরপতি॥
বিরাট নৃপতি দেখি সুশর্ম্মা ধাইল।
দুই মত্ত ব্যাঘ্র যেন একত্র মিলিল॥
ক্রোধেতে বিরাট রাজা মারে শত শর।
চারি অশ্বে মারে চারি সারথিউপর॥
রথ ধ্বজে দুই দুই সুশর্ম্মা উপরে।
অস্ত্র কাটি সুশর্ম্মা ফেলিল কত দূরে॥
পঞ্চ শত বাণ মারে বিরাট উপর।
কাটিয়া ফেলিল তাহা মৎস্যের ঈশ্বর॥
দেখিয়া ত্রিগর্ত্তপতি অতি শীঘ্রগতি।
লাফ দিয়া ভূমিতে নামিল মহামতি॥
হাতে গদা করিয়া ধাইল বায়ুবেগে।
সিংহ যেন ধরিবারে যায় মত্ত মৃগে॥
চারি অশ্ব মারিল মারিয়া গদা বাড়ি।
সারথির কেশে ধরি ভূমিতলে পাড়ি॥
জীবগ্রহে ধরিল বিরাট নরপতি।
আপনার রথে লৈয়া তোলে শীঘ্রগতি॥
রাজা বন্দি হৈল সৈন্য হৈল ভঙ্গিয়ান।
চতুর্দ্দিগে পলায় লইয়া নিজ প্রাণ॥
বড়২ যোদ্ধাগণ ত্যজি ধনুঃশর।
আপনি চালায় রথ পলায় সত্বর॥
উভলেজ মত্তগজ গর্জ্জিয়া পলায়।
অশ্বারোহ পদাতিক পাছু নাহি চায়॥
পলাইল সর্ব্ব সৈন্য কেহ নাহি আর।
রাখিতে না পারে সৈন্য বিরাটকুমার॥

রণ জয় করিয়া ত্রিগর্ত্ত নরপতি।
বিরাটে লইয়া সে চলিল হৃষ্টমতি॥
জয়ধ্বনি করিয়া বাজায় বাদ্যগণ।
মৎস্যরাজসৈন্য মধ্যে হইল রোদন॥
ভ্রাতৃ পুত্র মন্ত্রিগণ হাহাকারে কান্দে।
ভয়ে পলাইয়া সৈন্য কেশ নাহি বান্ধে॥
সন্ধ্যাকাল হইল ভাস্কর অস্ত গেল।
কাহারে না দেখি কেবা কোথারে চলিল॥
দেখিয়া ধর্ম্মের পুত্র কহেন অনুজ।
দাণ্ডাইয়া কি দেখহ ভীম মহাভুজ॥
বহু উপকারী এই বিরাট নৃপতি।
বৎসরেক অজ্ঞাত গৃহেতে দিল স্থিতি॥
যার যে কামনা মত পাইলা যে স্থানে।
তাহারে লইয়া যায় আমা বিদ্যমানে॥
দাণ্ডাইয়া দেখ তুমি নহে ক্ষত্র ধর্ম্ম।
অনুগত বিশেষে আমার এই কর্ম্ম॥
শীঘ্র কর বিরাট নৃপতি বিমোচন।
যাবত শত্রুর হাতে না হয় নিধন॥
এত শুনি বলে ভীম যোড় করি পাণি।
তব আজ্ঞা চাহিয়া আছি যে নৃপমণি॥
এখন আমার কর্ম্ম দেখ দাণ্ডাইয়া।
বিরাটে আনিয়া দিব সুশর্ম্মা মারিয়া॥
এই যে দেখহ শাল শরল বিস্তার।
আমার হাতের যোগ্য গদার আকার॥
এই বৃক্ষাঘাতে আনি বধিব সকল।
নিঃশেষ করিব আজি ত্রিগর্ত্তের বল॥
এত বলি বৃক্ষ উপাড়িতে ধায় বীর।
দেখিয়া কহেন পুনঃ রাজা যুধিষ্ঠির॥
হেন কর্ম্ম না করিহ ভাই বৃকোদর।
লোকে জ্ঞাত হবে উপাড়িলে বৃক্ষবর॥
অজ্ঞাত হইতে বক্র যত দিন নয়।
তত দিন খ্যাত কর্ম্ম উচিত না হয়॥
মানুষি ধনুক অস্ত্র লয়ে কর রণ।
মনুষ্যের মত কর রথ আরোহণ॥
দুই পাশে থাকু তব দুই সহোদর।
শীঘ্র আন ছাড়াইয়া মৎস্যের ঈশ্বর॥
আমিহ তোমার পাছে সর্ব্ব সৈন্য লৈয়া।
বিরাট রক্ষার হেতু যাইব চলিয়া॥
ভীম বলে নরপতি ইহা কেন কহ।
মুহূর্ত্তেকে বিরাটে আনিয়া দিব লহ॥
কোন হেতু আপনি করিবা পরিশ্রম।
ত্রিগর্ত্ত সহিত করি সমর বিষম॥
কোন হেতু যাবে দুই মাদ্রীর নন্দন।
কি কারণে লইব অনেক সৈন্যগণ॥
বৃক্ষ লইতে নিষেধিলা বৃক্ষ না লইব।
শুক্ল হস্তে গিয়া আমি বিরাটে আনিব॥
কত বড় কর্ম্ম যে ত্রিগর্ত্ত সহ রণ।
আমার সহিত পাঠাইবা সৈন্যগণ॥
এত বলি বৃকোদর ধায় শীঘ্রগতি।
চলিতে চরণভরে কম্পে বসুমতী॥
রজনী সম্মুখ হৈল ঘোর অন্ধকার।
বায়ুবেগে ধায় ভীম বলে মার২॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

## অথ ভীমকর্তৃক সুশর্ম্মার পরাজয় ও বিরাটের বন্ধন মুক্তি।

ওথায় ত্রিগর্ত্ত রাজা সংগ্রাম জিনিয়া।
কৃষ্ণানামে নদীতীরে উত্তরিল গিয়া॥
যুদ্ধশ্রমে সর্ব্ব সৈন্য ক্ষুধায় আকুল।
রন্ধন ভোজন করে নদীর দুকূল॥
রন্ধনগৃহেতে কেহ করিল শয়ন।
কেহ স্নানে কেহ পানে আসন ভোজন॥
বিরাটে করিয়া বন্দি সুশর্ম্মা হরিষে।
বসিয়া সভার মধ্যে কহে পরিহাসে॥
কোথায় শ্যালক তোর বিরাট নৃপতি।
যার ভুজ বলে ভোগ করিলা এ ক্ষিতি॥
বড় ভাগ্যে শ্যালক পাইয়াছিলা তুমি।
যার তেজে ছাড়াইয়া নিলা মম ভূমি॥
এক্ষণে তোমার কিবা আছে হে উপায়।
নাহি দেখি কেহ আছে তোমার সহায়॥
নিশ্চয় তোমার মৃত্যু হৈল মম হাতে।
শৃগাল হইয়া বাদ সিংহের সহিতে॥
কেহ বলে ইহারে না রাখ এক দণ্ড।
কেহ বলে খড়্গে কাটি কর খণ্ড২॥
কেহ বলে নিগড় করহ যে বন্ধন।
দুর্য্যোধন আগে লৈয়া করিব নিধন॥
এমত বিচারে আছে তথা সর্ব্ব জন।
হেনকালে উপনীত পবননন্দন॥
দুই ভিতে বৃক্ষ ভাঙ্গে শুনি মড়২।
নাসায় নিশ্বাস বহে প্রলয়ের ঝড়॥
মার২ শব্দেতে সৈন্যেতে উপনীত।
দেখিয়া ত্রিগর্ত্ত সৈন্য হৈল মহাভীত॥

কেহ বলে রাক্ষস কি যক্ষ বিদ্যাধর।
হেমন্ত পর্ব্বত শৃঙ্গ সমকলেবর॥
পলায় সকল সৈন্য গণিয়া প্রমাদ।
হস্তিগণ পলায় করিয়া ঘোর নাদ॥
শীঘ্রগতি হস্তিপৃষ্ঠে চড়িয়া মাহুত।
বৃকোদরে বেড়িল কুঞ্জর যুথ২॥
রথিগণ রথ সাজি আরোহণ হৈয়া।
লক্ষ২ চতুর্দ্দিগে বেড়িল আসিয়া॥
শেল শূল শক্তি জাঠি ভুষণ্ডী তোমর।
চতুর্দ্দিগে মারে সভে ভীমের উপর॥
মহাবল ভীমসেন ভীম পরাক্রম।
রণস্থল মধ্যে যেন যুগান্তের যম॥
ধরিয়া কুঞ্জর শুণ্ডে শুণ্ডে বুলাইয়া।
মারিল কুঞ্জরবৃন্দ প্রহার করিয়া॥
রথধ্বজে ধরিয়া প্রহারে রথোপরে।
সহস্র২ রথ ভাঙ্গে একবারে॥
অশ্বগণ ধরিয়া প্রহারে অশ্বগণে।
পদাতি২ মারে ধরিয়া চরণে॥
তাহারে ধরিয়া মারে যে পড়ে সম্মুখে।
রথ অশ্ব কুঞ্জর পড়িল লাখে২॥
পলায় সকল সৈন্য পাছু নাহি চায়।
সিংহের গর্জ্জনে যেন শৃগাল পলায়॥
পলাহ২ বলি হৈল মহাধ্বনি।
আইল২ সৈন্য এইমাত্র শুনি॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে দূত গিয়া কহে সুশর্ম্মারে।
বসিয়া কি কর রাজা পলাহ সত্বরে॥
আচম্বিতে সৈন্যমধ্যে আইল এক জন।
রাক্ষস গন্ধর্ব্ব কিবা না জানি কারণ॥
মহাভয়ঙ্কর মুর্ত্তি না জানি কি রঙ্গ।
প্রকাণ্ড শরীর যেন হিমাদ্রির শৃঙ্গ॥
মারিল অনেক সৈন্য যে পড়ে সম্মুখে।
সুশর্ম্মা২ বলি ঘন২ ডাকে॥
বুঝিয়া করহ কর্ম্ম যে হয় বিচার।
তার আগে পড়িলে না দেখি প্রতিকার॥
যত সৈন্য পড়িল নাহিক তার অন্ত।
নাহি জানি এথা আছে এমত দুরন্ত॥
পলাহ নৃপতি শীঘ্র প্রাণ বড় ধন।
হের দেখ আইল ভীষণ দরশন॥
এত বলি ধায় দূত পাছু নাহি চায়।
হেনকালে উপনীত ভীম মহাশয়॥
ভীমের শরীর দেখি অতি ভয়ঙ্কর।
ভয়েতে কম্পিত সুশর্ম্মার কলেবর॥
পলাইল সর্ব্ব সৈন্য রাজামাত্র আছে।
ভয়েতে আবৃত হৈল ভীম দেখি কাছে॥
শীঘ্রগতি উঠিয়া সুশর্ম্মা রড় দিল।
কেশে ধরি বৃকোদর ভূমিতে পাড়িল॥
কর্কশ করিয়া কেশ ধরি বাম হাতে।
দক্ষিণ করেতে ধরি নিল মৎস্যনাথে॥
দুই করে ধরি দুই নৃপতির কেশে।
বায়ুবেগে ধায় ভীম ভয়ঙ্কর বেশে॥
মুহূর্ত্তেকে উপনীত যথা ধর্ম্মরায়।
চরণে ফেলিয়া ভীম অন্তরে দাণ্ডায়॥
কেশের কর্ষণে দুই হয়ে অচেতন।
কত ক্ষণে চেতন পাইল দুই জন॥
মাথা তুলি মৎস্যরাজ দেখি সভাসদে।
কতক আশ্বস্তচিত্ত কহে সে বিপদে॥
কহ ভট্টকঙ্ক ভাগ্যে দেখিনু তোমায়।
আমা দোঁহা ফেলিল গন্ধর্ব্ব সে কোথায়॥
ভাগ্যেতে রহিল প্রাণ গন্ধর্ব্বের হাতে।
চল যাব শীঘ্রগতি পশিব সৈন্যেতে॥
পুনর্ব্বার আসিয়া গন্ধর্ব্ব পাছে ধরে।
এ বার না জীব আমি দেখিলে তাহারে॥
ধর্ম্ম বলিলেন ভয় না কর নৃপতি।
গন্ধর্ব্ব রাজার বড় স্নেহ তোমা প্রতি॥
সেকারণে শত্রু তব আনিলেক ধরি।
শত্রুহৈতে তোমারে দিলেক মুক্ত করি॥
গন্ধর্ব্বের ভয় না করিহ কদাচন।
কার্য্য করি নিজ স্থানে করিল গমন॥
সুশর্ম্মারে চাহিয়া বলেন ধর্ম্মরায়।
এথায় আসিতে বুদ্ধি কে দিল তোমায়॥
কীচক মরিল বলি পাইলা ভরসা।
না জান গন্ধর্ব্ব হেতা করিয়াছে বাসা॥
ভাগ্যেতে গন্ধর্ব্ব তোমা না মারিল প্রাণে।
পূর্ব্ব পুণ্যফলে জীলা গন্ধর্ব্বের স্থানে॥
আজ্ঞা কর মৎস্যরাজ সুশর্ম্মার প্রতি।
ক্ষমহ সকল দোষ ছাড় শীঘ্রগতি॥
সৈন্যগণ পলাইল একামাত্র আছে।
করহ প্রসাদ রাজা যদি মনে ইচ্ছে॥
বিরাট কহিল যে তোমার অনুমতি।
যাহ নিজরাজ্যেতে সুশর্ম্মা নরপতি॥
দিব্য রথ দিল এক করিয়া সাজন।
রথে চড়ি সুশর্ম্মা সে করিল গমন॥
ধর্ম্মরাজ বলিলেন বিরাটের প্রতি।
নগরেতে দূত রাজা থাকু শীঘ্রগতি॥

তোমারে শুনিয়া বন্দি রাজ্যে হবে ভয়।
রাণীগণ দুঃখি হবে ভাল কর্ম্ম নয়॥
শীঘ্রগতি বার্ত্তা দূত দেকু অন্তঃপুরে।
বিজয় ঘোষণা করুক রাজ্যের ভিতরে॥
ধর্ম্মের বচনে আজ্ঞা দিল মৎস্যরাজ।
শীঘ্রগতি দূত পাঠাইল পুরীমাঝ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

দক্ষিণ গোগ্রহঃ সমাপ্তঃ।

## অথ উত্তর গোগ্রহে কুরুসৈন্যের গমন ও গোহরণ।

### পয়ার।

সংগ্রামেতে হারিয়া ত্রিগর্ত্ত নরপতি।
ভগ্ন সৈন্য নিরুৎসাহ অতি দীন মতি॥
হোথায় উত্তর ভাগে রাজা দুর্য্যোধন।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ গুরুর নন্দন॥
দুর্ম্মুখ দুঃসহ দুঃশাসন মহাবল।
রথ রথী গজ বাজি চতুরঙ্গ দল॥
বেড়িল আসিয়া যত মৎস্যের গোধন।
যুদ্ধ করি মারি লইলেক গোপগণ॥
পলাইল গোপগণ গোধন ছাড়িয়া।
ষষ্টি লক্ষ গোধন লইল চালাইয়া॥
শীঘ্রগতি গোপগণ রথ আরোহণে।
জানাইতে গেল মৎস্যরাজার ভবনে॥
ভূমিঞ্জয় নামে পুত্র বিরাট রাজার।
প্রণাম করিয়া দূত কহে সমাচার॥
অবধান মহাশয় বিরাটনন্দন।
গোধন তোমার সব নিল কুরুগণ॥
যতেক রক্ষক গোপগণেরে মারিয়া।
গোধন তোমার সব যাইছে লইয়া॥
শীঘ্রগতি উঠ রথে কর আরোহণ।
কুরুগণ জিনি নিজ রাখহ গোধন॥
নানা অস্ত্র দিব্য শিক্ষা লোকে তুমি খ্যাত।
জানি দেশ রক্ষা হেতু রাখিলেন তাত॥
তোমার সংগ্রামে স্থির হবে কোন জনা।
তৃণবত মুহূর্ত্তে দলিবা কুরু সেনা॥

উঠ শীঘ্র বসিলে নহিবে কোন কার্য্য।
গোধন লইয়া তারা যাবে নিজ রাজ্য॥
দৈত্য জিনি ইন্দ্র যেন রাখে সুরপুর।
সেই মত রক্ষা কর মৎস্যের ঠাকুর॥
স্ত্রীবৃন্দের মধ্যে গোপ এতেক কহিল।
শুনিয়া বিরাটপুত্র উত্তর করিল॥
কি কহিব গোপগণ কহনে না যায়।
রাজ্য রক্ষা হেতু তাত রাখিল আমায়॥
এক গুটি সঙ্গে নাহি আমার সারথি।
সারথি থাকুক দূরে নাহিক পদাতি॥
মম পরাক্রম মত পাইলে সারথি।
মুহূর্ত্তেকে জিনিবারে পারি কুরুপতি॥
মত্ত গজগণে যেন মারয়ে কেশরী।
দৈত্যগণ দলে যেন একা বজ্রধারী॥
সেই মত দলিয়া কৌরব সৈন্যগণ।
এই ক্ষণে ফিরাইব আপন গোধন॥
পুর মম শূন্যাকার জানিলেক মনে।
দ্বিতীয় শমন আছে বলিয়া না জানে॥
এক জন সারথি আমার যোগ্য হয়।
এক রথে করিব কৌরব পরাজয়॥
ধনঞ্জয় বীর যেন দলিল দেবগণ।
একেশ্বর করিলেক খাণ্ডব দহন॥
পার্থ যত মহত কর্ম্ম আজি সে করিব।
একেশ্বর সর্ব্ব সৈন্য নিমিষে মারিব॥
স্ত্রীগণের মধ্যে যদি এতেক কহিল।
পার্থ প্রিয়া যাজ্ঞসেনী তথায় আছিল॥
রাখিব বিরাট লক্ষ্মী বিচারিল মনে।
শীঘ্রগতি উঠি গেল অর্জ্জুনের স্থানে॥
নৃত্যশালায় পার্থ সহ সব কন্যাগণ।
সঙ্কেতে দ্রৌপদী তাঁরে বলয়ে বচন॥
বিরাটের রাজ্য ভাঙ্গি যতেক গোধন।
বলেতে লইয়া যায় কুরুসৈন্যগণ॥
ইহার উপায় তুমি চিন্তহ আপনি।
রাখহ বিরাট গবী কুরুগণ জিনি॥
অর্জ্জুন বলেন দেবি কি মতে এ হয়।
যত দিন অনুমত ধর্ম্মরাজ নয়॥
কুরুসৈন্য মধ্যে গেলে হইবেক খ্যাত।
না জানি কি কহিবেন পাণ্ডুকুল নাথ॥
দ্রৌপদী কহিল গবী কুরুগণ নিলে।
অধর্ম্মী হইবা তুমি বসিয়া দেখিলে॥
বিরাট নৃপতি হয় বহু উপকারী।
উপকারি জনের হৈলাম আমি বৈরী॥

সহায় বলিষ্ঠ তার কীচক মরিল।
তোমাসভে দিয়া স্থল বিপাকে মজিল ॥
এত শুনি অর্জ্জুন করেন অঙ্গীকার।
রাখিব বিরাট ধেনু বাক্যেতে তোমার ॥
প্রকার করিয়া গিয়া জানহ উত্তরে।
সারথি করিয়া আমা যুদ্ধে যেন বরে ॥
এত শুনি হৃষ্ট হয়ে গেল যাজ্ঞসেনী।
সব কহি পাঠাইল উত্তরা ভগিনী ॥
ভ্রাতৃস্থানে কহে গিয়া বিরাটনন্দিনী।
শুন ভাই কহিল সৈরিন্ধ্রী সুবদনী ॥
সারথির হেতু তুমি হয়েছ চিন্তিত।
সেকারণে আমা তেঁহ পাঠায় ত্বরিত ॥
নর্ত্তকী যে বৃহন্নলা আছয়ে আমার।
সৈরিন্ধ্রী কহিল সব পরাক্রম তার ॥
খাণ্ডব দহিয়া পার্থ তুষিল অনলে।
বৃহন্নলা আছিল সারথি সেই কালে ॥
পাণ্ডবআলয় আমি ছিলাম যখন।
বৃহন্নলা পরাক্রম দেখেছি তখন ॥
বৃহন্নলা সহায় অর্জ্জুন মহাবীর।
এক রথে শাসিল নৃপতি পৃথিবীর ॥
আজ্ঞা যদি হয় ভাই লয় তব মন।
বৃহন্নলা সারথি করিয়া কর রণ ॥
উত্তর বলিল তুমি আনহ তাহারে।
সারথি হইলে যোগ্য যাইব সমরে ॥
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ বচনে চলিল নৃপসুতা।
কাঞ্চনের মালা গলে বিচিত্র মুকুতা ॥
রূপেতে কমলা সম কমলনয়নী।
অনিন্দিতা সিংহমধ্যা মরালগমনী ॥
জিজ্ঞাসিল পার্থ কেন গতি শীঘ্রতর।
শুনিয়া বিরাটপুত্রী করিল উত্তর ॥
মোর পিতৃ গোধন হরিল কুরুগণে।
শুনিয়া রক্ষার্থ মোর ভাই যাবে রণে ॥
সারথির হেতু চিন্তা হয়েছে তাঁহার।
সৈরিন্ধ্রী কহিল গুণ সকল তোমার ॥
অবশ্য তথাতে তুমি করিবা গমন।
আনহ গোধন মোর জিনি কুরুগণ ॥
না গেলে তোমার আগে ত্যজিব জীবন।
শুনিয়া উঠিল পার্থ করিল গমন ॥
উত্তরা সহিতে গেল যথায় উত্তর।
দূরে দেখি বৃহন্নলা কহিল সত্বর ॥
পূর্ব্বে তুমি অর্জ্জুনের আছিলা সারথি।
তোমার সাহায্যেতে জিনিল সুরপতি ॥
সারথি যতেক খ্যাত আছে ত্রিভুবনে।
ইন্দ্রের সারথি শ্রেষ্ঠ সর্ব্বলোকে জানে ॥
বিষ্ণুর দারুক আর সূর্য্যের অরুণ।
দশরথ নৃপতির সুমন্ত্র নিপুণ ॥
সকল সারথি হৈতে তোমা বাখানিল।
তোমাসম কেহ নহে সৈরিন্ধ্রী কহিল ॥
এই হেতু তোমারে আনিনু ডাকাইয়া।
চল শীঘ্র গরু আনি কৌরব জিনিয়া ॥
অর্জ্জুন বলেন আমি এ সব না জানি।
নৃত্যগীত জানি আর তাল বাদ্য ধ্বনি ॥
কভু আমি নাহি দেখি সমর কেমন।
শুনিয়া বলিল তবে বিরাট নন্দন ॥
নর্ত্তক গায়নে তুমি সকলেতে খ্যাত।
সৈরিন্ধ্রীর মুখে তব গুণ অবগত ॥
সৈরিন্ধ্রীর বাক্য মিথ্যা নহে কদাচন।
উঠ শীঘ্র মোর রথে কর আরোহণ ॥
অর্জ্জুন বলেন মানি তোমার বচন।
সারথি নহি যে তবু করিব গমন ॥
কেবল আমার এক আছয়ে নিয়ম।
যথা যাই শত্রু যদি হয় যম সম ॥
না জিনিয়া বাহুড়ি না আইসে মম রথ।
সর্ব্বকালে প্রতিজ্ঞা আমার এই মত ॥
স্ত্রীগণের আগে তুমি যে কিছু কহিলে।
রথ না বাহুড়ে মম তাহা না করিলে ॥
যথায় কহিবা রথ তথাকারে লব।
রথ সজ্জা দেহ রথ সাজন করিব ॥
এত শুনি উত্তরের আনন্দিত মন।
মোর মনোমত যোগ্য তুমি বিচক্ষণ ॥
এত বলি গলা হইতে দিল রত্নমালা।
বড় ভাগ্য তোমারে পাইনু বৃহন্নলা ॥
রাজপুত্র প্রসাদ না নিলে অনুচিত।
প্রসাদ লইতে পার্থ হৈলেন লজ্জিত ॥
রথের সাজন করিলেন ধনঞ্জয়।
দেখিয়া উত্তর মনে মানিল বিস্ময় ॥
বীর বেশ করিয়া উত্তর রাজ সুত।
রথে আরোহণ করে অস্ত্রগণযুত ॥
চতুর্দ্দিগে নারিগণ করয়ে মঙ্গল।
হেনকালে উত্তরাদি বালিকাসকল ॥
বৃহন্নলা ছাড়িয়া বলয়ে ততক্ষণ।
পুথলি খেলাব মোরা যত কন্যাগণ ॥
এই বাক্য তুমি মোর করিহ স্মরণ।
যোদ্ধাগণ অঙ্গের যে বিচিত্র বসন ॥

ভীষ্ম দ্রোণপ্রভৃতি জিনিয়া বীরগণ।
সভাকার অঙ্গেহৈতে আনিবা বসন ॥
কহেন ঈষদ্ হাসি পার্থ ধনুর্দ্ধর।
সংগ্রাম জিনিবে যবে তব সহোদর ॥
আনিব বসন রত্ন তোমার বাঞ্ছিত।
এত বলি রথমধ্যে বৈসেন ত্বরিত ॥
হেনকালে অন্তঃপুরে যত নারীগণ।
অর্জ্জুনে চাহিয়া বলে করুণ বচন ॥
খাণ্ডব দাহনে যেন জিনি পুরন্দরে।
সহায় হইয়া জয় দিল পার্থ বীরে ॥
সেইমত এখন জিনিয়া কুরুগণে।
উত্তর কুমারে লয়ে আইস কল্যাণে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

## অথ কুরুসৈন্যের সহিত যুদ্ধে উত্তরের গমন।

### পয়ার।

ভূমিঞ্জয় কহে তবে ধনঞ্জয় প্রতি।
রথ চালাইয়া তুমি দেহ শীঘ্র গতি ॥
যথায় কৌরবসৈন্য করহ গমন।
সাক্ষাতে দেখহ আজি তাহার মরণ ॥
এত গর্ব্ব হইল হরিল মম গরু।
তার সমুচিত ফল পাবে আজি কুরু ॥
পুনঃ২ প্রতিজ্ঞা করিয়া বীর কয়।
হাসি রথ চালায়েন বীর ধনঞ্জয় ॥
আকাশে উঠিল রথ চক্ষুর নিমিষে।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল কুরু সৈন্যপাশে ॥
দূরে থাকি উত্তর অর্জ্জুন প্রতি বলে।
কেমন চালাহ রথ কোথায় আনিলে ॥
তথায় লইবা রথ যথায় গোধন।
সমুদ্রের মধ্যেতে আনিলা কি কারণ ॥
পর্ব্বত প্রমাণ উঠে লহরী হিল্লোল।
কর্ণেতে না শুনি কিছু পূরিল কল্লোল ॥
নৌকাবৃন্দ দেখিয়া ব্যাকুল হৈল চিত।
কলরব জলজন্তু করে অপ্রমিত ॥
হাসিয়া অর্জ্জুন তবে বলিলেন তায়।
সমুদ্র প্রমাণ বটে জলনিধি নয় ॥
ধবল আকার যত দেখহ কুমার।
জল নহে এই সব গোধন তোমার ॥

নৌকাবৃন্দ নহে সব মাতঙ্গমণ্ডল।
না হয় লহরী রথ পতাকা সকল ॥
সৈন্য কোলাহল শব্দ সিন্ধু গর্জ্জ প্রায়।
কৌরবের সৈন্য এই জানাই তোমায় ॥
উত্তর বলিল মোর মনে নাই লয়।
না জানহ বৃহন্নলা সমুদ্র নিশ্চয় ॥
সমুদ্র না হয় যদি হবে সৈন্যগণ।
এ সৈন্য সহিত তবে কে করিবে রণ ॥
দেবের দুস্তর এই সৈন্য সিন্ধুবত।
মানুষে কি শক্তি ধরে তাহার অগ্রত ॥
এত সৈন্য বলি মোর নাহি ছিল জ্ঞান।
জন্ কত লোক বলি ছিল অনুমান ॥
মহা২ রথিগণ দেখি হৈল ভয়।
পৃথিবীর ক্ষত্র যার নামে ধ্বংস হয় ॥
দেবতা তেত্রিশ কোটি লয়ে পুরন্দর।
না পারিল যার সহ করিতে সমর ॥
যথা ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ অশ্বত্থামা কৃপ।
বিবিংশতি দুঃশাসন দুর্য্যোধন নৃপ ॥
কুবুদ্ধি লাগিল মোরে হইনু অজ্ঞান।
তেঁই কুরুসৈন্যমধ্যে করিনু প্রয়াণ ॥
যুদ্ধের আছুক কায দেখি ছন্ন হইনু।
ছাড়িল শরীর প্রাণ তোমারে কহিনু ॥
ত্রিগর্ত্তের সহ রণে পিতা মোর গেল।
এক গোটা পদাতিক পুরে না রাখিল ॥
একা মোরে রাখি গেল রাজ্যের রক্ষণে।
মোর কোন শক্তি কুরুরাজ সহ রণে ॥
কহ বৃহন্নলা কি তোমার মনে আইসে।
তবু রথ রাখিয়াছ কেমন সাহসে ॥
শীঘ্র রথ বাহড়াহ পাছে কুরু দেখে।
ধেনু হেতু মিথ্যা কেন মরিব বিপাকে ॥
উত্তর বচনে হাসি কন ধনঞ্জয়।
শত্রু দেখি কি হেতু এতেক তোর ভয় ॥
কৃষ্ণ বর্ণ হইল মুখ শীর্ণ হৈল অঙ্গ।
জিহ্বাতে উড়িল ধূলি কম্পে কর জঙ্ঘ ॥
না করিয়া যুদ্ধ তোর দেখি হৈল ডর।
কোন মুখে বাহড়িয়া পুন যাব ঘর ॥
কহিলা যে রথ বাহড়াও শীঘ্রগতি।
চিত্তে না করিহ আমি এমন সারথি ॥
না করিয়া কার্য্যসিদ্ধি বাহড়াব কেনে।
পূর্ব্বে কহিয়াছি বুঝি তাহা নাহি মনে ॥
কিসের কারণে আমি রথ বাহড়িব।
সর্ব্ব সৈন্যমধ্যেতে এখনি রথ লব ॥

স্ত্রী সকল মধ্যে তুমি যতেক কহিলে।
রথ না বাহুড়ে মম তাহা না করিলে ॥
যুদ্ধ ভয় ত্যজহ ধরহ বীরপন।
ধনু ধরি নিজ বলে জিন কুরুগণ ॥
বিনা কুরু না জিনি গোধন ছাড়ি গেলে।
মহালজ্জা হবে তোর পৃথিবীমণ্ডলে ॥
হাসিবেক যত লোক সর্ব্ব ক্ষত্রগণ।
হাসিবেক স্ত্রীলোক অপরাপর জন ॥
আমার সারথিগুণ সৈরিন্ধ্রী কহিল।
তোর সঙ্গে আসি মম সব নষ্ট হৈল ॥
তোমার এ কর্ম্ম যদি পূর্ব্বেতে জানিব।
তবে কেন তোর সঙ্গে সংগ্রামে আসিব ॥
হাসিবেক অন্তঃপুরে নারী পুনঃ২।
কহিল সৈরিন্ধ্রী মিথ্যা বৃহন্নলাগুণ ॥
যে জনার কর্ম্মে লোক করে উপহাস।
ধিক তার নিন্দিত জীবনে কিবা আশ ॥
উপহাসহইতে মরণ শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম।
বিশেষে ক্ষত্রিয় শ্রেয় যুদ্ধে মৃত্যু ধর্ম্ম ॥
ইহা না করিয়া আমি বাহড়িব কেনে।
ধৈর্য্য ধর যুদ্ধ কর ভয় ত্যজ মনে ॥
উত্তর বলিল কি বলহ বৃহন্নলা।
মহাসিন্ধু পার হৈতে বান্ধ তৃণভেলা ॥
অগ্নির কি করিবেক পতঙ্গ শকতি।
মত্তগজ আগে কোথা শশকের গতি ॥
মৃত্যুসহ বিবাদে বাঁচিবে কোন জন।
দেখি ফণিমুখে হস্ত দিব কি কারণ ॥
জীবন থাকিলে সর্ব্ব পাব পুনর্ব্বার।
গবী রত্ন লউক মোর হাঁসুক সংসার ॥
নারীগণ হাঁসুক হাঁসুক বীরগণ।
ঘরে যাব যুদ্ধে মোর নাহি প্রয়োজন ॥
দৈবে নপুংসক তুমি হীন সর্ব্ব সুখে।
তেঁই মৃত্যু শ্রেয় বলি কহ নিজ মুখে ॥
জীবন মরণ তোর একই সমান।
তোর বোলে কি কারণে ত্যজিব পরাণ ॥
সমানের সহিত করিবে ক্ষত্র রণ।
লজ্জা নাহি বলবানে দেখি পলায়ন ॥
মোর বোলে যদি তুমি না ফিরাও রথ।
পদব্রজে চলিয়া যাইব আমি পথ ॥
এত বলি ফেলাইয়া দিল শর চাপ।
রথহইতে ভূমিতে পড়িল দিয়া লাফ ॥
শীঘ্রগতি চলি যায় নিজ রাজ্য মুখে।
রহ২ বলিয়া ডাকেন পার্থ তাকে ॥
হেন অপকীর্ত্তি করি জীয়ে কোন ফল।
এত বলি আপনি নামেন ভূমিতল ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

### অথ অর্জ্জুনের প্রতি কুরুসৈন্যের অনুমান।

### লঘু ত্রিপদী।

পাছে ধায় রড়ে দীর্ঘ বেণি লড়ে
পৃষ্ঠোপরে শোভে চারু।
লোহিত বসন অঙ্গে বিভূষণ
গজ করিকর ঊরু ॥
আজানু লম্বিত অঙ্গদ মণ্ডিত
দ্বিভুজ ভুজঙ্গসম।
দেখিয়া কৌরব নেহালয়ে সব
মনেতে পাইয়া ভ্রম ॥
এক জন আগে পলাইছে বেগে
আর জন পাছে ধায়।
এ কি বিপরীত না বুঝি চরিত
কেবা যে আগে পলায় ॥
পাছুর যে জন নহে সাধারণ
বেশধারি প্রায় লাগে।
যেন ভস্মমাঝে অগ্নি হীনতেজে
সিংহ ধায় যেন মৃগে ॥
পুরুষ কি নারী বুঝহ বিচারি
ছন্ন করিয়াছে তনু।
শুনি সেইক্ষণ কহে বিচক্ষণ
ভরদ্বাজঅঙ্গজনু ॥
আগে যেই যায় ভয়েতে পলায়
কেবা সে তারে না চিনি।
পাছু গোড়াইয়া যায় যে ধাইয়া
তারে এক অনুমানি ॥
নরসিংহ প্রায় দেখি তার কায়
চিত্তে করি অনুভব।
বিনা ধনঞ্জয় আর কেহ নয়
সব তার অবয়ব ॥
স্বর্গে সুরমণি মর্ত্তোতে ফাল্গুনি
বিনা এ যুগল জনে।
অন্য কার প্রাণে আসিবে এখানে
একক কৌরব রণে ॥

এত শুনি কর্ণ চক্ষু রক্ত বর্ণ
কহিতে লাগিল ক্রোধে।
কি শক্তি অর্জ্জুন হৈয়া এক জন
কৌরব সহ বিরোধে॥
আগেতে সত্বর পলায় উত্তর
বিরাটরাজার সুত।
গোধন কারণে আসেছিল রণে
দেখিল সৈন্য বহুত॥
পাছু যেই যায় নপুংসক প্রায়
আছিল সারথি রথে।
পলাইল রথী কি করে সারথি
সেহ পলায় ভয়েতে॥
শুনি মহামতি বুদ্ধে বৃহস্পতি
গৌতম বংশজ কয়।
পাছু যেই যায় ভয়েতে পলায়
এমত চিত্তে না লয়॥
যদি পলাইত রথেতে রহিত
যাইত রথি লইয়া।
হেন লয় মন করিবেক রণ
আপনি রথী হইয়া॥
কহিছু যে আগে পলাইল বেগে
উত্তর সেহ প্রমাণ।
পাছুর যে লোক ছদ্ম নপুংসক
পার্থ বিনা নহে আন॥
কৃপের বচন শুনি দুর্য্যোধন
কহিতে লাগিল তবে।
এ তিন ভুবনে কাহার পরাণে
আমাসহ বিরোধিবে॥
হউক অর্জ্জুন কিবা নারায়ণ
কামপাল কাম আদি।
কি শক্তি কাহার সহিতে আমার
একা রণে হবে বাদী॥
ভারত চন্দ্রমা রসের অসীমা
শ্রবণে পাপ বিনাশে।
কৃষ্ণদাস দ্বিজ কৃষ্ণপদাম্বুজ
বন্দি কহে কাশীদাসে॥

পয়ার।

এতেক বিচার করে কুরু সৈন্যগণ।
নির্ণয় করিতে না পারিল কোন জন॥
পলায় উত্তর ধনঞ্জয় যায় পাছে।
শত পদ অন্তরে ধরিল গিয়া কাছে॥
আর্ত্ত হৈয়া উত্তর বলিছে গদ২।
না মারহ বৃহন্নলা পড়ি তোর পদ॥
এবার লইয়া যদি যাহ মোর ঘর।
নানা রত্ন তোরে আমি দিব বহুতর॥
দিব্য হেম মণি মুক্তা গজ হয় রথ।
এক লক্ষ গবী দিব স্বর্ণ অলঙ্কৃত॥
বহু দেশ গ্রাম দিব দিব্য কন্যাগণ।
আর যাহা চাহ তাহা দিব সেইক্ষণ॥
না মারহ বৃহন্নলা দেহ মোরে ছাড়ি।
এত বলি কান্দয়ে ধরণীতলে পড়ি॥
অচেতন হইল যেন হীন হৈল প্রাণ।
হরিল মুখের বাক্য যেন হতজ্ঞান॥
আশ্বাসিয়া অর্জ্জুন করেন সচেতন।
না করিহ ভয় শুন আমার বচন॥
যুদ্ধ করিবারে যদি ভয় হয় মনে।
সারথি হইয়া রথে বৈস মম সনে॥
রথী হইয়া দেখ আজি করিব সমর।
যত যোদ্ধাগণেরে পাঠাব যমঘর॥
যত তোর গোধন লইব ছাড়াইয়া।
কেবল থাকহ তুমি রথযন্তা হৈয়া॥
ক্ষত্র হয়ে কেন তোর রণে মৃত্যুভয়।
না করিহ রণভয় ত্যজহ সংশয়॥
এত বলি ধরিয়া তুলেন রথোপরে।
বোধ নাহি উত্তরের কান্দে উচ্চ স্বরে॥
রথ চালাইলেন যে তখন অর্জ্জুন।
শমীবৃক্ষ যথা আছে অস্ত্রধনুর্গুণ॥
উত্তরেরে রথে লয়ে করেন গমন।
দেখিয়া হাসিয়া বলে কর্ণ দুর্য্যোধন॥
হে গুরু হে কৃপাচার্য্য কোথা ধনঞ্জয়।
স্বপ্নেতে তোমরা দেখ পাণ্ডুর তনয়॥
গুরু বলি সঙ্কোচে না কহি কোন কথা।
আমার শত্রুর গুণ গাও যথা তথা॥
দুর্য্যোধনবাক্য গুরু না শুনিল কাণে।
ভীষ্মে চাহি বলিতে লাগিল সেই ক্ষণে।
বিপরীত অকুশল দেখ হের আজি।
নিরুৎসাহ সর্ব্ব সৈন্য কান্দে গজ বাজি॥
ভস্ম বৃষ্টি হইতেছে বহে তপ্ত বাত।
অন্ধকার দশ দিগ সঘনে নির্ঘাত॥
বিনা মেঘে রক্তবৃষ্টি মহাকলরব।
বহু প্রাণি বধের লক্ষণ এই সব॥

যত সৈন্য সকলে থাকুক যুদ্ধ সাজে।
সভে মেলি রক্ষা কর দুর্য্যোধন রাজে॥
গবী হেতু সঙ্কটেতে পড়িলাম সবে।
বহুকাল জীব আজি রক্ষা পাই যবে॥
এত বলি ভীষ্মে চাহি বলেন বচন।
চিনিলা কি অঙ্গনায় নদীর নন্দন॥
অঙ্কার ঈশ্বর বন রিপু যার ধ্বজ।
নগনামে নাম যার নগারিঅঙ্গজ॥
অঙ্গনার বেশধারী দুষ্ট নাশকারী।
গোধন লইবে আজি কুরু সৈন্য মারি॥
সঙ্কেতে এতেক গুরু বলিল বচন।
উত্তর করেন শুনি শান্তনুনন্দন॥
কি কারণে সঙ্কেতে বলহ আর গুরু।
প্রকাশ করিয়া বল শুনুক সর্ব্ব কুরু॥
পূর্ব্বে ধর্ম্ম সভায় করিল যে নির্ণয়।
গেল দিন সংপূর্ণ হইল সে সময়॥
সে ভয় ত্যজিয়া কহ শুনুক সর্ব্বজন।
শুনি দুর্য্যোধনে চাহি বলেন বচন॥
বলিলে কর্ণেতে রাজা বচন না শুন।
তথাপি নির্লজ্জ হয়ে কহি পুনঃ২॥
এই যে দেখিলা ক্লীব ছদ্মবেশধর।
নিশ্চয় অর্জ্জুন বটে হইল গোচর॥
যথা যায় জয় না করিয়া না বাহুড়ে।
সুরাসুর যাহার নামেতে স্থান ছাড়ে॥
মম শিষ্য বলি তুমি না করিহ মনে।
ইন্দ্র শিব আদি দেব দিল অস্ত্রগণে॥
বহুবিদ্যা পাইয়াছে অমরভুবনে।
বহুক্রোধে আসিতেছে লয় মম মনে॥
এত শুনি বলিতে লাগিল কর্ণ বীর।
সদা তুমি প্রশংসা করহ গাণ্ডীবির॥
দুর্য্যোধন তার ষোল অংশে যোগ্য নয়।
অনুক্ষণ গুণ কহ প্রাণে কত সয়॥
যদি এই পার্থ হবে পাণ্ডুর কুমার।
তবেত মানস পূর্ণ হইল আমার॥
দুর্য্যোধন বলে যদি ধনঞ্জয় এই।
কামনা হইল পূর্ণ আমি যাহা চাই॥
যার হেতু চর মোর খুঁজিল সংসার।
হেন জনে পাইলে কি চাহি তবে আর॥
ত্রয়োদশ বৎসর অজ্ঞাত বাস আদি।
পূর্ণ না হইতে পার্থ দেখা দিল যদি॥
কহ গুরু কেমনে না যাবে তবে বন।
সভে ছিলা যুধিষ্ঠির করিল যে পণ॥
অর্জ্জুন না হয় যদি অন্য জন হবে।
এখনি মারিব তারে যেন ক্ষুদ্র জীবে॥
কর্ণের বচন শুনি দ্রোণ বলে বাণী।
যত বড় যে জন সভারে আমি জানি॥
অর্জ্জুন যেমত তাহা ত্রিলোকবিখ্যাত।
খাণ্ডব দাহনেতে জিনিল সুরনাথ॥
অপ্রমেয় পরাক্রম যদুবল জিনি।
হরিয়া আনিল বলরামের ভগিনী॥
বাহুযুদ্ধে পরাজয় কৈল পশুপতি।
এক রথে বিজয় করিল বসুমতী॥
নিবাত কবচগণ করে নিপাতন।
দশ রাবণের তেজ এক২ জন॥
বহুকাল কালকেয় ইন্দ্রের বিবাদী।
তাহা মারি নিষ্কণ্টক করে জম্ভভেদী॥
চিত্রসেন জিনি দুর্য্যোধনের রক্ষা কৈল।
সহজে কহিতে তোর অঙ্গে না সহিল॥
এখনি সাক্ষাতে আজি দেখিবা নয়নে।
কোন জন যুঝিবে অর্জ্জুনের সনে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

## অথ উত্তরের সহিত অর্জ্জুনের শমীবৃক্ষ নিকটে গমন।

এতেক বিচার করে কুরু সৈন্যগণ।
শমীবৃক্ষতলে যান ইন্দ্রের নন্দন॥
উত্তরে বলেন তুমি যুদ্ধযোগ্য নহ।
এই দীর্ঘ শমীবৃক্ষ উপরে আরোহ॥
ধনু শ্রেষ্ঠ গাণ্ডীব আছয়ে বৃক্ষোপরে।
দিব্য যোগ্য তূণ আছে পরিপূর্ণ শরে॥
বিচিত্র কবচ ছত্র শঙ্খ মনোহর।
বৃক্ষহইতে নামাইয়া আনহ সত্বর॥
পঞ্চধনু মধ্যে যেই ধনু মনোরম।
বল যার এক লক্ষ তাল বৃক্ষসম॥
শুনিয়া বিরাটপুত্র করিল উত্তর।
কি মতে চড়িব এই বৃক্ষের উপর॥
শুনিয়াছি এই গাছে শব বান্ধা আছে।
রাজপুত্র কেমনে চড়িব গিয়া গাছে॥
পার্থ বলেন শব নহে বৃক্ষউপরেতে।
পাপকর্ম্ম কেন তোরে কহিব করিতে॥
শব বলি যে থুইল কপট বচন।
শব নহে আছে ইথে ধনু অস্ত্রগণ॥

এত শুনি উত্তর চলিল সেই ক্ষণ।
ছাড়াইল যত ছিল বস্ত্র আচ্ছাদন ॥
অর্কচন্দ্র প্রভা যেন ধনু অস্ত্র যত।
সর্পের মণির প্রায় জ্বলে শত২ ॥
ব্যস্ত হইয়া উত্তর জিজ্ঞাসে ধনঞ্জয়।
ধনু অস্ত্র কোথা এথা দেখি সর্পময় ॥
দেখিয়া অদ্ভুত মোর কম্পয়ে হৃদয়।
ছোঁবার আছুক কায দেখি লাগে ভয় ॥
পার্থ বলেন সর্প নহে ধনু অস্ত্রগণ।
শুনিয়া উত্তর পুন বলিছে বচন ॥
অদ্ভুত বিচিত্র দীর্ঘবর তাল সম।
মণি রত্নে বিভূষিত ধনু মনোরম ॥
মৃগচিহ্ন স্থলে যার দুরাকর্ষ দেখি।
কোন মহাবীর হেন ধনু গেল রাখি ॥
বিচিত্র দ্বিতীয় ধনু রিপু কুলধ্বংস।
কাহার এ ধনু পৃষ্ঠে শোভে রাজহংস ॥
তৃতীয় সুবর্ণ গোধা শোভে ধনু স্থলে।
কাহার বিচিত্র ধনু অগ্নি হেন জ্বলে ॥
চতুর্থ অদ্ভুত ধনু দেখি যে কাহার।
চতুর্দ্দশ ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে শোভিত যাহার ॥
কাহার এ ধনু পৃষ্ঠে হেমশিখী শোভা।
মণি রত্ন বিভূষিত শত চন্দ্রআভা ॥
বিচিত্র শকুনি পত্র বিভূষিত শর।
পূর্ণ দেখি ছয় গোটা তূণ মনোহর ॥
চর্ম্মমধ্যে পঞ্চ শঙ্খ কাহার সুন্দর।
এই শঙ্খ বাদ্য করে কোন ধনুর্দ্ধর ॥
অর্কপ্রভা তীক্ষ্ণ পঞ্চ শঙ্খ মনোহর।
বৃক্ষমধ্যে পঞ্চ শঙ্খ এমত কাহার ॥
নাহি দেখি নাহি শুনি লোকের বদনে।
হেন অস্ত্র ধনুক থুইল কোন জনে ॥
পার্থ বলেন যে ধনু নীলোৎপলনিভ।
ত্রৈলোক্যবিজয় নাম ধরয়ে গাণ্ডীব ॥
সুরাসুর পূজিত অন্তক রিপুগণ।
শতেক সহস্র রণে যাহার গণন ॥
ব্রহ্মবংশে ব্রহ্মা ধরে শতেক বৎসর।
পঞ্চাশী বৎসর ধরিলেক পুরন্দর ॥
পঞ্চশত বৎসর ধরিল নিশাকরে।
চৌষট্টি বৎসর ছিল প্রজাপতিকরে ॥
শতেক বৎসর ধরিলেক জলপতি।
বরুণে মাগিয়া নিল অগ্নি মহামতি ॥
খাণ্ডবদহন হেতু দিল অর্জ্জুনেরে।
পঞ্চষষ্টি বৎসর ধরেন পার্থ করে ॥

দেবের নির্ম্মাণ ধনু দেবমূর্ত্তি ধরে।
দেবকার্য্যে পাইলাম অগ্নি দিল মোরে ॥
পূর্ব্বে ব্রহ্মা দেবগণ লৈয়া যজ্ঞ কৈল।
পঞ্চ বিংশ পর্ব্বেতে এরণ্ড বৃক্ষ হৈল ॥
নবপর্ব্বে বিষ্ণুর ধনুক নিরমিত।
শারঙ্গ যাহার নাম বল অপ্রমিত ॥
সপ্ত পর্ব্বে জয়ন্ত্রী ধনুক নিরমাণ।
সংহার কারণে থাকে মহেশের স্থান ॥
পঞ্চ পর্ব্বে কোদণ্ড ধনুক নিরমিল।
দানব দলন হেতু দেবরাজে দিল ॥
পঞ্চ লক্ষ বল তার থাকে ইন্দ্র হাতে।
রাবণ বিনাশ হেতু দিল রঘুনাথে ॥
তিন পর্ব্বে গাণ্ডীব ধনুক নিরমাণ।
খাণ্ডব দহিতে অগ্নি মোরে দিল দান ॥
এক পর্ব্বে মোহন মুরলী ধাতা কৈল।
গোপীর মোহন হেতু গোবিন্দেরে দিল ॥
শুনহ গাণ্ডীব ধনুর জন্ম যেইমতে।
ত্রিগুণে নির্ম্মিত গুণ সর্ব্ব ধনুকেতে ॥
দ্বিতীয় ধনুক হেম বিদ্যুতে শোভয়।
ছয় হংস চিত্র ধর্ম্ম নৃপতি ধরয় ॥
সত্তরি সহস্র বল ধনুক নির্ম্মাণ।
দ্রোণাচার্য্য গুরু পূর্ব্বে দিল মোরে দান ॥
সহস্রেক গোধা যেই ধনু অনুপম।
বৃকোদরধনু তার সুপার্শক নাম ॥
পঞ্চ শত সত্তরি সহস্র বল ধরে।
কাড়ি নিল ধনু বলে জয়দ্রথ বীরে ॥
ব্যাঘ্র বিভূষিত ধনু নকুল বীরের।
পঞ্চষষ্টি সহস্র বল শৈলের করের ॥
শিখী চিহ্ন ধনু সহদেব বীর ধরে।
চতুঃষষ্টি বল পূর্ব্বে দিল চক্রধরে ॥
অতিদীর্ঘ তরুবর পিপ্পলি ভূষিত।
ভীমসেন ঠাকুরের জগত বিদিত ॥
এতেক বলেন যদি বীর ধনঞ্জয়।
তথ্য না জানিল মূঢ় বিরাটতনয় ॥
পুন জিজ্ঞাসিল সত্য কহ বৃহন্নলা।
ধনু অস্ত্র রাখি তারা কোথাকারে গেলা ॥
শুনিয়াছি পাশাতে হারিল রাজ্য ধন।
কৃষ্ণাসহ বনে প্রবেশিল ছয় জন ॥
এথায় কি মতে অস্ত্র রাখিল পাণ্ডব।
তুমি জ্ঞাত হইলা কিহেতু এত সব ॥
হাসিয়া বলেন পার্থ আমি ধনঞ্জয়।
উত্তর বলিল মোর মনে নাহি লয় ॥

কহ সত্য তুমি যদি পাণ্ডুর তনয়।
দশ নাম ধরেন অর্জ্জুন মহাশয়॥
সে সকল নাম যদি পার কহিবারে।
তবে সে প্রত্যয় মোর হইবে তোমারে॥
অর্জ্জুন বলেন নাম শুনহ আমার।
যেই দশ নাম মম বিখ্যাত সংসার॥
অর্জ্জুন ফাল্গুনি সব্যসাচী ধনঞ্জয়।
কিরীটী বীভৎসু শ্বেতবাহন বিজয়॥
কৃষ্ণ জিষ্ণু বলিয়া আমার নাম জান।
স্থাপিত করিল যাহা অমরপ্রধান॥
উত্তর বলিল কহ করিয়া নির্ণয়।
কিহেতু কি নাম পাইলেন ধনঞ্জয়॥
দৈবে তুমি জান নাম তার সঙ্গে ছিলা।
শুনি জ্ঞান হউক শীঘ্র কহ বৃহন্নলা॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

## অথ অর্জ্জুনের দশনামের বিশেষ ও গান্ধারীর সহিত কুন্তীর শিব পূজায় বিরোধ।

অর্জ্জুন বলেন শুন বিরাটনন্দন।
দশনাম হেতু কহি শুনহ কারণ॥
হস্তিনানগরে পূর্ব্বে ছিলাম যখন।
আমার জননী পূজা করে পঞ্চানন॥
স্বয়ম্ভু পাষাণ লিঙ্গ নাম যোগেশ্বরে।
রাজপত্নী বিনা অন্যে পূজিতে না পারে॥
প্রভাতে উঠিয়া মাতা করি স্নান দান।
নানা উপহারে হরে পূজিবারে যান॥
যেইরূপে শিবলিঙ্গ পূজেন জননী।
সেইরূপে সদা পূজে সুবলনন্দিনী॥
দোঁহে শিব পূজে কেহ কাহারে না জানে।
দৈব যোগে দোঁহার মিলন কত দিনে॥
গান্ধারী বলেন কুন্তি কেন তুমি এথা।
ফল পুষ্প দেখি বুঝি পূজিতে দেবতা॥
মাতা বলে সদা আমি করি যে পূজন।
তুমি বল এথায় আইলা কি কারণ॥
গান্ধারী বলেন রাঁড়ি এত গর্ব্ব তোর।
কিমতে পূজিস লিঙ্গ সংপূজিত মোর॥
রাজার গৃহিণী আমি রাজার জননী।
তুমি কোন ভরসায় পূজ শূলপাণি॥
মাতা বলে গান্ধারি বলহ কেন এত।
তুমি জ্যেষ্ঠ ভগিনী যে তেঁই বল কত॥
যেই দিন আমি আসিয়াছি কুরুকুলে।
সর্ব্ব লোক জানে আমি পূজি ফল ফুলে॥
যত দিন আছিলাম বনের ভিতর।
সেই হেতু পূজিতে পাইলা যোগেশ্বর॥
এখন আপন দেশে আইলাম আমি।
আমার পূজিত লিঙ্গ পূজ কেন তুমি॥
জিজ্ঞাসহ ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র বিদুরেরে।
মম এই ইষ্ট লিঙ্গ কে পূজিতে পারে॥
গান্ধারী বলিল ছাড় পূর্ব্ব অহঙ্কার।
এখন তোমার শিবে কোন অধিকার॥
সভাকার অনুমতি পূজি আমি হরে।
আপনি জিজ্ঞাস গিয়া সভাকার তরে॥
দূর কর ফল পুষ্প যাহ এথাহৈতে।
ভাল নহিবেক পুন আইলে পূজিতে॥
মাতা বলেন যত দিন নাহি ছিনু দেশে।
তেঁই সভে বুঝি বৈল পূজিতে মহেশে॥
পুনশ্চ ভগিনি আর না আইস এথা।
শিব পূজা কৈলে দ্বন্দ্ব হইবে সর্ব্বথা॥
এই মত দ্বন্দ্ব হৈল দুই ভগিনীর।
লিঙ্গহৈতে সদাশিব হইয়া বাহির॥
কহিলেন কেন দ্বন্দ্ব কর দুই জন।
দ্বন্দ্ব ত্যজি শুন দোঁহে আমার বচন॥
ইষ্ট আমি সভার সভাই পূজা করে।
কার শক্তি আমারে যে অংশু করিবারে॥
অর্দ্ধ অঙ্গ মম হয় পর্ব্বতকুমারী।
কোন জন অংশ মোরে করিতে না পারি॥
তোমা দোঁহে কুরুবধূ সমান সুমতি।
দোঁহার পূজায় হয় মম বড় প্রীতি॥
আপনার বলি বল আমি কার নই।
কিন্তু রাজপত্নীর পূজিত আমি হই॥
দোঁহে রাজপত্নী তোমা দোঁহে রাজমাতা।
উভয়ে আমারে পূজা করহ সর্ব্বথা॥
এক জন হয়ে যদি চাহ পূজিবারে।
তবে মম দৃঢ় বাক্য কহি যে তোমারে॥
কনকের দল হবে মাণিক কেসর।
সহস্র চম্পক যে সুগন্ধি মনোহর॥
তাহাতে প্রভাতে যেই প্রথমে পূজিবে।
নিশ্চয় জানিহ শিব তাহার হইবে॥
এমত বিধানে যে করিবে আগে পূজা।
তার পুত্র জানিহ এ রাজ্যে হবে রাজা॥

শুনিয়া শিবের বাক্য গান্ধারীউল্লাস।
মাতারে চাহিয়া বলে করি উপহাস॥
নিশ্চয় তোমার এবে হইল মহেশ্বর।
পুত্রগণে চাম্পা মাগি আনহ সত্বর॥
এত বলি নিজগৃহে করিল গমন।
ডাকাইয়া আনাইল শত পুত্রগণ॥
কহিল কুন্তীর সহ দ্বন্দ্ব যেনমতে।
হেন চাঁপা দেহ শিব পূজিব প্রভাতে॥
সাক্ষাৎ হইয়া কহিলেন ত্রিপুরারি।
যে পূজিবে তার পুত্র রাজ্যঅধিকারী॥
শুনি দুর্য্যোধন আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ।
সহস্র২ আনাইল কর্ম্মিগণ॥
মণি মুক্তা দিল চন্দ্র জিনিয়া কিরণ।
ভাণ্ডারহইতে দিল স্বর্ণ শত মন॥
আমার জননী শুনি হরের বচন।
অতিদুঃখ চিত্তে চলে না চলে চরণ॥
স্বামিহীন পুত্র শিশু সহজে দুঃখিত।
পরগৃহে বঞ্চি পরঅন্নেতে পালিত॥
কি করিব কি কহিব চিত্তে ভাবি দুঃখ।
কারে কিছু না কহি বসিল অধোমুখ॥
ভোজন সময় হইল আইল ভ্রাতৃগণ।
ক্ষুধায় আকুল ভীম মাগিল ভোজন॥
অন্ন দেহ জননি ডাকিল বৃকোদর।
দুঃখেতে আবৃত মাতা না দিল উত্তর॥
উত্তর না পায়ে ভীম অধিক কুপিল।
রন্ধন সামগ্রী ছিল সাক্ষাতে দেখিল॥
সকল লইল ভীম দুই হাতে করি।
থরে২ রাখিল ধর্ম্মের বরাবরি॥
যুধিষ্ঠির কন কহ কুশল বারতা।
ভীম বলে মাতা কেন নাহি কহে কথা॥
দ্বিতীয় প্রহর বেলা অন্ন নাহি হয়।
জিজ্ঞাসিলে মাতা কিছু কথা নাহি কয়॥
অস্ত্র শিক্ষা পরিশ্রম দহে ক্ষুধানল।
সেকারণে আনিলাম আমান্ন সকল॥
রন্ধন হইলে অন্ন খাব রাজা পাছু।
আজ্ঞা হইলে এই মত খাই কিছু২॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন খাইবা কি সুখে।
কি কারণ জননী আছেন অধোমুখে॥
কি দুঃখে তাপিতা মাতা না জানি কারণ।
আমান্ন করিবা ভাই কিমতে ভক্ষণ॥
পুনঃ গিয়া, শীঘ্র ভাই জিজ্ঞাসহ মায়।
কিহেতু বসিলা হেট করিয়া মাথায়॥
ভীম বলে আমাহৈতে নহে নরবর।
অনেক ডাকিনু মাতা না দিল উত্তর॥
ক্ষুধানলে দহে অঙ্গ কম্পিত সঘন।
এত বলি বৈসে হেট করিয়া বদন॥
সহদেব নকুলে পাঠান নৃপবর।
কাহারে কিছুই মাতা না দিল উত্তর॥
আমারে করিল আজ্ঞা ধর্ম্ম নরপতি।
জননীর পায়ে ধরি করিনু মিনতি॥
তুমি দুঃখ চিত্তে রাজা দুঃখিত হইল।
ক্ষুধায় আকুল ভীম কোপিয়া রহিল॥
সহদেব নকুল যে ক্ষুধিত অপার।
আজ্ঞা কর জননি গো কি দুঃখ তোমার॥
শুনিয়া কহেন মাতা করিয়া ক্রন্দন।
কহিলেন দোঁহারে শঙ্কর যে বচন॥
হেমচাঁপা সহস্র চাহেন ত্রিলোচন।
গান্ধারীর আজ্ঞায় গড়িছে কর্ম্মিগণ॥
কি করিবা তোমা সব কি হবে কহিলে।
এই হেতু দহে তনু দুঃখের অনলে॥
আমি কহিলাম মাতা এই কোন কথা।
যত পুষ্প চাহ আমি তত দিব মাতা॥
মাতা বলেন কেন তুমি করহ ভণ্ডন।
তুমি কোথাহৈতে দিবা কোথা পাবা ধন॥
আমি কহিলাম মাতা ত্যজ চিন্তা মন।
কোন বড় কথা হেতু করিব ভণ্ডন॥
রন্ধন করহ মাতা অন্ন জল খাহ।
আমি দিব পুষ্প আমি তুমি যত চাহ॥
শুনিয়া হইল হৃষ্টা করিল রন্ধন।
সভাকারে অন্ন দিয়া করিল ভোজন॥
কত ক্ষণে বলিলেন পুষ্প দেহ আনি।
সমস্ত দিবস গেল হইল রজনী॥
কখন কনক পুষ্প দিবা মোরে আর।
এই মত জননী বলেন বারেবার॥
আমি যত বলি মাতা প্রবোধ না হয়।
সমস্ত রজনী গত প্রভাত সময়॥
ধনুক লইয়া আমি গুণ চড়াইয়া।
সন্ধানি যুগল অস্ত্র উত্তর চাহিয়া॥
দ্রোণাচার্য্য গুরুপদে নমস্কার করি।
মনোভেদি বায়ব্য যুগল অস্ত্র মারি॥
কাটিয়া কুবেরপুরী পুষ্পের কারণ।
বায়ু অস্ত্রে উড়াইয়া করি বরিষণ॥
সুগন্ধি কনকপদ্ম চম্পক মিশ্রিত।
শিবের উপরে বৃষ্টি হৈল অপ্রমিত॥

দেউল উদ্যান আর বাহির ভিতর।
পুষ্পেতে পূর্ণিত হৈল স্থল নাহি আর॥
জননীকে বলিলাম যাহ স্নান করি।
আনিলাম পুষ্প গিয়া পূজ ত্রিপুরারি॥
কৌতুকে জননী গিয়া মহেশে পূজিল।
তুষ্ট হয়ে সদানন্দ মায়ে বর দিল॥
তব পুত্রগণ হবে কুরুকুলে রাজা।
আজিহৈতে একা তুমি কর মম পূজা॥
আমারে সন্তুষ্ট হয়ে বলেন বচন।
ধনপতি জিনি তুমি করিলা পূজন॥
আজিহৈতে নাম তব হৈল ধনঞ্জয়।
ধনঞ্জয় নামের জানহ এ আশয়॥
উত্তর কহিল কহ বীর চূড়ামণি।
কি করিল শুনি তবে সুবলনন্দিনী॥
অর্জ্জুন বলেন প্রাতে উঠিয়া গান্ধারী।
সহস্র কনক পুষ্প হেম পাত্রে করি॥
নানা পুষ্প চন্দন অনেক উপহারে।
বহু নারীগণ সহ পুজিতে শঙ্করে॥
শিবের আলয় দেখি পুষ্পেতে পূর্ণিত।
যাইতে নাহিক পথ কে করে প্রমিত॥
দেখিয়া গান্ধারী দেবী বিষণ্ণ বদন।
কুন্তীরে দেখিয়া বলে কহ বিবরণ॥
মাতা বলেন এই পুষ্পে পূজিলাম আমি।
বর দিয়া স্বস্থানে গেলেন উমাস্বামী॥
শুনিয়া গান্ধারী ক্রোধে পুষ্প জল ফেলে।
গৃহে গিয়া নিজ পুত্রগণে মন্দ বলে॥
সাধু কুন্তী সাধু পুত্র গর্ব্ভেতে ধরিল।
অকারণে শত পুত্র আমার হইল॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥
পার্থ বলিলেন শুন বিরাটনন্দন।
আর নাম কহি যে হইল যে কারণ॥
বিজয় বলিয়া নাম হইল আমার।
বিজয় করিয়া আসি যাই যথাকার॥
শ্বেত চারি তুরঙ্গ আমার রথ বহে।
তেঁই শ্বেতবাহন বলিয়া লোকে কহে॥
সূর্য্য অগ্নি সঙ্কাশ কিরীট মম মাথে।
তেঁই নাম কিরীটী দিলেন সুরনাথে॥
বীভৎসু বলিয়া ডাকিলেন নারায়ণ।
কহিব বিরাটপুত্র তাহার কারণ॥
এক দিন কৃষ্ণ সহ নৈমিষকাননে।
জিজ্ঞাসা করেন কৃষ্ণ সহাস্য বদনে॥
ধন্য ধনঞ্জয় তুমি বলে মহাবল।
তোমা সম বীর নাহি ধরণীর তল॥
লক্ষ রাজা জিনিলা দ্রৌপদী স্বয়ম্বরে।
জিনিলা অঙ্গারপর্ণ গন্ধর্ব্ব ঈশ্বরে॥
খাণ্ডব দহিয়া অগ্নি নির্ব্যাধি করিলা।
ইন্দ্রসহ সুরাসুর সমরে জিনিলা॥
কুবেরে জিনিয়া ধন আনিলা সকল।
তিন লোক আসিয়া খাটিল ছত্র তল॥
ধরণী ধরিলা মহাভার বাহুবলে।
বাহুযুদ্ধে সদানন্দে সন্তোষ করিলে॥
তপেতে তাপিলা তুমি হিমালয় গিরি।
চক্ষুর কোণেতে নাহি চাহ পরনারী॥
যে উর্ব্বশী দেখি ব্রহ্মা হইলেন মোহিত।
সে জন তোমার ঠাঁই হইল লজ্জিত॥
বীরমধ্যে শ্রেষ্ঠ তুমি তপেতে প্রধান।
জিতেন্দ্রিয়রূপে কাম না হয় সমান॥
এ তিন ভুবনে নাহি দেখি এক জনা।
তোমার সদৃশ রূপ গুণের তুলনা॥
আমাহৈতে শত গুণে তোমারে বাখানি।
তোমার সদৃশ কেহ নাহি বীরমণি॥
আমি হেন নাহি দেখি সংসারভিতরে।
তুমি যদি জান আছে দেখাহ আমারে॥
আমি কহিলাম বহু করিয়া প্রকার।
ধাতার সৃজিত এই সকল সংসার॥
আমাসমাধিক আছে বহু আছে গুণে।
নাহি বলি গোবিন্দ বলহ কি কারণে॥
গোবিন্দ বলেন সখা দেখাহ আমারে।
আপন সদৃশ জন কে আছে সংসারে॥
পুনঃ২ গোবিন্দ বলেন এ আমারে।
গোবিন্দের আজ্ঞা পেয়ে গেলাম সত্বরে॥
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ভ্রমিয়া ত্রিভুবন।
আপন সদৃশ নাহি দেখি কোন জন॥
তোমার মুখেতে পূর্ব্বে শুনিয়াছি আমি।
যত্র জীব তত্র শিব রূপে আছ তুমি॥
ব্রহ্ম কীট তৃণাদিতে তুমি আত্মা রূপে।
আমার সদৃশ না পাইনু তিন লোকে॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া এই বুঝিলাম সার।
তোমাতে পূরিত এই সকল সংসার॥
আপন সদৃশ জন কারে না দেখিয়া।
পুরীষ নিলাম আমি বসনে বান্ধিয়া॥
গোবিন্দের আগে করিলাম নিবেদন।
আমাহেন ত্রিভুবনে নাহি কোন জন॥

আপন সদৃশ না পাইয়া এক জন।
আমি যার তুল্য আনিয়াছি নারায়ণ ॥
হয় নয় সম তুল্য করিতে না পারি।
আনিয়াছি জগন্নাথ দেখাইতে ডরি ॥
অন্তর্যামী বাসুদেব সকল জানিয়া।
ফেলাহ২ বলি বলেন ডাকিয়া ॥
কি কারণে ধনঞ্জয় এতেক অল্পতা।
যেই আমি সেই তুমি নহেত অন্যথা ॥
তোমায় আমায় কিছু নাহি ভেদাভেদ।
অজ শিব জানে ইহা জানে চারি বেদ ॥
এত বলি গোবিন্দ করিয়া আলিঙ্গন।
দিলেন বীভৎসু নাম করি নিরূপণ ॥
নীলোৎপল কৃষ্ণ কান্তি দেখি মম কায়।
কৃষ্ণ নাম রাখিলেন জনক আমায় ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

## ত্রিপদী।

প্রণমহ দ্বিজ পদসরসিজ
সৃজন পালন নাশা।
সর্ব্বত্র সুখদ মহিমা যে পদ
বক্ষে অধোক্ষজ ভূষা ॥
যে পদ সলিল যেই সাধু পীল
তরিল দুঃখ পিপাসা।
অবনী অবধি যতেক তীর্থাদি
যে পদে সভার বাসা ॥
ভবার্ণব প্লব যে পদ পল্লব
লক্ষ্মীবশকারি ধূলি।
আয়ু যশঃ প্রদ অজয় সম্পদ
পাইতে যাহারে বুলি ॥
বর্ণিতে কি শক্য দুর্নিবার বাক্য
পুণ্ডরীকাক্ষাদি জনে।
বজ্রে করে চূর ভস্মের অঙ্কুর
তিন পুর ভয় মানে ॥
ভগাঙ্গ যে বাক্যে হৈল সহস্রাক্ষে
সকল ভক্ষ হুতাশ।
যে বাক্যে ভার্গবী ত্যজি স্বর্গ দেবী
সিন্ধুজলে কৈল বাস ॥
অপ্রমিত তেজ অজিত বংশজ
ঈষিতে করিল ধ্বংস।
বিন্ধ্য হৈল ক্ষুদ্র শুষিল সমুদ্র
দহিল সগর বংশ ॥
ভগীরথ ভগে ঋষ্যশৃঙ্গ মৃগে
দ্রোণীতে হইল দ্রোণ।
অঙ্কী কলানিধি যে বাক্যে জলধি
পাইল কটুত্বলোণ ॥
ভজ সাধু চেতা ত্যজ সর্ব্ব কথা
খণ্ডিবে দণ্ডির পাশী।
জীবন মরণে ব্রাহ্মণ চরণে
শরণ লইল কাশী ॥

## পয়ার

পার্থ বলিলেন শুন বিরাটকুমার।
যেই হেতু যেই নাম শুনহ আমার ॥
দুই হাতে ধনু আমি ধরি যে সমান।
সমান প্রয়োগ অস্ত্র সমান সন্ধান ॥
তেঁই সব্যসাচী নাম লোকে হইল খ্যাত।
গুণ ঘরিষণে দেখ কঠিন দুহাত ॥
সসাগরা ক্ষিতিতে নিবাস যত জন।
রূপেতে আমার সম নাহি অন্য জন ॥
সমান দেখিয়া সভে মম রূপ গুণ।
সেকারণে নাম মম থুইল অর্জ্জুন ॥
ফল্গুণী নক্ষত্র মধ্যে জনম আমার।
ফাল্গুণ বলিয়া তেঁই ঘোষয়ে সংসার ॥
চতুর্দ্দশ ভুবনেতে ইন্দ্র অধিপতি।
ইন্দ্র ভুজাশ্রিত যত ইতিমধ্যে স্থিতি ॥
সভারে জিনিয়া ইন্দ্র জিষ্ণু নাম ধরে।
এবে ইন্দ্র সহ জয় করিলাম সভারে ॥
সেকারণে মেলিয়া যতেক দেবগণ।
জিষ্ণু নাম আমার করিল নিরূপণ ॥
নীলোৎপল কৃষ্ণবর্ণ দেখি মম কায়।
কৃষ্ণ নাম বলি তাত থুইল আমায় ॥
প্রতিজ্ঞা আমার শুন বিরাটনন্দন।
যুধিষ্ঠিররক্তপাত করিবে যে জন ॥
সবংশে মারিয়া তারে করিব নিপাত।
পূর্ব্বাপর সত্য মম সব লোকে জ্ঞাত ॥
উত্তর বলিল মোর মনে নাহি লয়।
তুমি যদি সত্য হও বীর ধনঞ্জয় ॥
কোথা যুধিষ্ঠির রাজা ধর্ম্মঅধিষ্ঠান।
কোথা বৃকোদর বীর মহাবলবান ॥

সহদেব নকুল দ্রুপদরাজসুতা।
সত্য যদি অর্জ্জুন কহিবা তারা কোথা॥
হাসিয়া বলেন পার্থ শুনহ উত্তর।
কঙ্ক নামে সভাসদ ধর্ম্মনৃপবর॥
বল্লব নামেতে যেই তব সূপকার।
সেই বৃকোদর বীর অগ্রজ আমার॥
সৈরিন্ধ্রী রূপিণী কৃষ্ণা শুন নৃপবাল।
গ্রন্থিক নকুল সহদেব তন্ত্রিপাল॥
এত শুনি উত্তর ক্ষণেক স্তব্ধ হৈয়া।
কহিতে লাগিল পুনঃ প্রণাম করিয়া॥
হে বীর কমল চক্ষে কর পরিহার।
অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমিবা আমার॥
বহু দোষে দোষী আমি তব সন্নিধানে।
সে সকল কিছু আর না করিবা মনে॥
যে২ কর্ম্ম তুমি করিয়াছ মহামতি।
তোমা বিনা করে হেন কাহার শকতি॥
বড় ভাগ্য আমার পিতার কর্ম্ম ফলে।
শরণ লইলাম আমি তব পদতলে॥
কৃষ্ণের আশ্রিত যেন তোমা পঞ্চ জন।
তেঁই আমি তব পদে নিলাম শরণ॥
যদি অনুগ্রহ তুমি করিলা আমায়।
দাস হৈয়া সদা আমি সেবিব তোমায়॥
অর্জ্জুন বলেন প্রীত হৈলাম তোমারে।
ধনু অস্ত্র লয়ে তুমি আইস সত্বরে॥
কুরুগণ জিনিয়া গোধন তব দিব।
মহা আর্ত্ত আজি কুরু সৈন্যেরে করিব॥
কুরুসৈন্য সিন্ধু রাখে শত্রুগণ ভুজে।
সকল দহিব আমি অস্ত্র অগ্নিতেজে॥
পাছে তুমি ভয় কর সংগ্রামের স্থলে।
আমার রক্ষণে তব ভয় নাহি তিলে॥
উত্তর বলিল মোর আর ভয় কারে।
ধনঞ্জয় মহাবীর রাখিবে যাহারে॥
তব পরাক্রম আমি ভালমতে জানি।
নাহি মোর ভয় যদি আইসে শূলপাণি॥
এ বড় অদ্ভুত কথা আছে মোর মনে।
এ রূপেতে কাল কাট কিসের কারণে॥
কি কারণে ক্লীবত্ব পাইলা মহাবল।
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহিবা সকল॥
নিরন্তর এই কথা মনে মোর ছিল।
এ হেন শরীরে কেন ক্লীবত্ব পাইল॥
অর্জ্জুন বলেন শুন বিরাটনন্দন।
অরণ্যেতে যখন ছিলাম পঞ্চ জন॥

যুধিষ্ঠির আজ্ঞায় গেলাম হিমগিরি।
শিবের সন্তোষ করিলাম তপ করি॥
তুষ্ট হয়ে মম বরদায়ী ত্রিলোচন।
তাঁর অনুগ্রহে তুষ্ট হৈল দেবগণ॥
অসুরেতে স্বর্গে বহু উপদ্রব করে।
তার ভয়ে ইন্দ্র স্বর্গে নিলেন আমারে॥
মারিলাম দৈত্যগণ কালকেয় আদি।
নিবাত কবচ যত দেবগণবাদী॥
মম প্রীতি হেতু পিতা দেব পুরন্দর।
নৃত্য গীত করাইল অপ্সরী অপ্সর॥
উর্ব্বশী নামেতে তাহে ছিল বিদ্যাধরী।
সে সভার শ্রেষ্ঠা হয় পরম সুন্দরী॥
যত২ বিদ্যাধরী কৈল নৃত্য গীত।
চক্ষু মেলি নাহি চাহিলাম কদাচিত॥
দেখিলাম উর্ব্বশীর নর্ত্তন নিমিষে।
সেকারণে রাত্রিতে আইল মম পাশে॥
অনেক কহিয়া শেষে মাগিল রমণ।
প্রত্যাখ্যান করিলে সে কহিল তখন॥
সকল অপ্সরা ত্যজি মোরে নিরক্ষিলে।
সেকারণে আইলাম এত নিশাকালে॥
না করিলা মনস্তোষ পুরুষের কায।
ক্লীবত্ব পাইয়া থাক স্ত্রীগণের মাঝ॥
শুনিয়া বিনয় ভাষে কহিলাম তায়।
কামভাবে আমি না দেখিলাম তোমায়॥
পূর্ব্ব পিতামহ যে পুরুষ পুরাতন।
তোমার গর্ব্ভেতে জন্মাইল পুত্রগণ॥
পূর্ব্বহৈতে অনেক পুরুষ হয়ে গেল।
তোমার যুবত্ব দশা ম্লান না পাইল॥
এইহেতু পুনঃ২ দেখেছি তোমারে।
কুলের জননী কৃপা করিবা আমারে॥
কুন্তী মাদ্রী আমার যেমন শচীন্দ্রাণী।
ততোধিক তোমা আমি গরিষ্ঠেতে গণি॥
আপনার বংশ বলি জানহ আমারে।
লজ্জা পেয়ে উর্ব্বশী কহিল আরবারে॥
যজ্ঞ ব্রত ফলে তোর যত পিতৃগণে।
ইন্দ্রের ভুবনে আইসে থাকে হৃষ্ট মনে॥
সভে মোর সহ করে রতি ব্যবহার।
কেহ নাহি করে যেন তোমার বিচার॥
কহিল আমার শাপ নহিবে লঙ্ঘনে।
বৎসরেক ক্লীব হবা বিরাটভবনে॥
শাপহৈতে তোমার বরের হবে কায।
অন্য বেশে লুকাইতে নার ক্ষিতিমাঝ॥

বৎসরেক রহিব করিল নিরূপণ।
শুনহ ক্লীবের হেতু বিরাটনন্দন॥
বৎসরেক ক্লীব হইলাম সেই দায়।
সদাকাল ক্লীব আমি পরের দারায়॥
উত্তর বলিল মোরে হৈলা কৃপাবান।
তেঁই মোরে নিজ কর্ম্ম করিলা বাখান॥
আজ্ঞা কর কোন কর্ম্ম করিব এখন।
শুনিয়া অর্জ্জুন বীর বলেন বচন॥
সারথি হইয়া তুমি থাক মম রথে।
কৌতুক দেখহ কুরু সৈন্যের মধ্যেতে॥
উত্তর বলিল আমি তোমার প্রসাদে।
সকল ভুবন আজি দেখি তৃণ পদে॥
বিষ্ণুর দারুক আর ইন্দ্রের সারথি।
তাদৃশ সারথি কর্ম্মে আমার শকতি॥
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
কাশীরাম দাস কহে শুনে সাধু নর॥

### অথ অর্জ্জুনের রণসজ্জা ও কুরুসৈন্যের পরস্পর বাদানুবাদ।

তবে পার্থ মায়া রথ করেন স্মরণ।
অগ্নিদত্ত কপিধ্বজ শ্বেত অশ্বগণ॥
পার্থ চিন্তা করিতে আইল সেই ক্ষণ।
কনকরচিত বিশ্বকর্ম্মার গঠন॥
উত্তরের রথহৈতে নামি ধনঞ্জয়।
প্রদক্ষিণ করি তাহে করেন আশ্রয়॥
পূর্ব্বের কুণ্ডল বীর ত্যজিয়া শ্রবণে।
ইন্দ্রদত্ত কুণ্ডল দিলেন দুই কাণে॥
বেণী ঘুচাইয়া শিরে উষ্ণীশ বন্ধন।
ইন্দ্রদত্ত কিরীট করেন বিভূষণ॥
খড়্গ ছুরি তূণ আদি বান্ধিয়া কাঁকালি।
গাণ্ডীব ধরিয়া গুণ দেন মহাবলী॥
গুণ দিয়া ধনুকেতে দিলেন টঙ্কার।
বজ্রাঘাতে গিরি যেন হয়ত বিদার॥
দশ দিক পূর্ণ হৈল কম্পিত ধরণী।
বধির হইল কর্ণ কিছু নাহি শুনি॥
শমী প্রদক্ষিণ করি রথ আরোহিয়া।
চলিল উত্তরে রথে সারথি করিয়া॥
সুগ্রীব পুষ্পক মেঘ বলাহকসম।
চালাইল বৈরাটি তুরঙ্গ মনোরম॥
চলিবার কালে তবে পাণ্ডব ফাল্গুনি।
ধনুর্গুণ টঙ্কারি করেন শঙ্খ ধ্বনি॥

রথ চক্র গর্জ্জিল গর্জ্জিল কপিধ্বজ।
মূর্চ্ছা হইয়া রথে পড়ে বিরাটঅঙ্গজ॥
প্রলয়ের মেঘ যেন গর্জ্জিল গগণ।
শত বজ্র এক কালে যেমত নিস্বন॥
স্থাবর জঙ্গম কাঁপে সপ্ত সিন্ধুজল।
শব্দ শুনি ভয়ার্ত্ত হইল কুরুবল॥
মুর্চ্ছিত দেখিয়া পার্থ বিরাটকুমারে।
আশ্বাসিয়া জ্ঞান জন্মাইলেন তাহারে॥
ক্ষত্রপুত্র হয়ে তুমি কেন হীনবত।
শব্দমাত্র শুনিয়া হইলা জ্ঞান হত॥
লক্ষ২ হবে যবে ধনুক টঙ্কার।
এককালে শঙ্খ শব্দ হইবে সভার॥
তখন সংগ্রামস্থলে কি করিবা তুমি।
রথহৈতে খসিয়া পড়হ পাছে ভূমি॥
উত্তর বলিল মোরে নিন্দ অকারণ।
এ শব্দে পৃথিবীমধ্যে কে আছে চেতন॥
বহু শুনিয়াছি শব্দ জলদগর্জ্জন।
ধনুর্ঘোষ শঙ্খনাদ অনেক বাজন॥
এতাদৃশ শব্দ কভু কর্ণে নাহি শুনি।
রথধ্বজ গর্জ্জে এত অপূর্ব্ব কাহিনী॥
রথের গর্জ্জনেতে বধির হৈল কাণ।
ধনুর্ঘোষ শঙ্খনাদে হইল অজ্ঞান॥
শুনিয়া কিরীটী হাসি বলেন বচন।
যুদ্ধে স্থির হইবা না লয় মম মন॥
বাম পদে আমি তোমা রাখিব ধরিয়া।
কেবল থাকিবা রথে অবলম্ব হৈয়া॥
এত বলি পুনর্ব্বার করিলেক শব্দ।
সেই শব্দে কুরুকুল হইলেক স্তব্ধ॥
পুনঃ২ মহাশব্দ শুনিয়া অদ্ভুত।
কহিতে লাগিল তবে ভরদ্বাজসুত॥
গাণ্ডীব ধনুর মত শুনি যে টঙ্কার।
দেবদত্ত বিনা হেন শব্দ আছে কার॥
যে শব্দে আমার সেনা কেহ নহে স্থির।
নিরখিয়া দেখ সভে আপন শরীর॥
বিষণ্ণ হইল লোমাঞ্চিত সব তনু।
কর শির কম্পিত কম্পিত বক্ষ জানু॥
তোমাসভাকার চিত্তে কি হয় না জানি।
কর্ণ মম বধির হইল শব্দ শুনি॥
অস্ত্রগণ জ্যোতিহীন অগ্নিহোত্র মন্দ।
সংজ্ঞাহীন দেখি সৈন্য সভে নিরানন্দ॥
রক্তমাংসাহারি পক্ষি সৈন্যশিরে উড়ে।
ঘোর নাদ করিয়া সভার শিরে পড়ে॥

হয় হস্তিগণ দেখ করিছে ক্রন্দন।
পুনঃ২ মল মুত্র করে ক্ষণে ক্ষণ॥
সৈন্যমধ্যে প্রবেশিয়া শিবাগণ ডাকে।
রথধ্বজ দেখহ বেষ্টিত সব কাকে॥
সত্য হৈল অকুশল সাক্ষাতে আমার।
মহাবীর পার্থ বিনা কেহ নহে আর॥
এখন এমন কর্ম্ম কর বীরগণে।
মধ্যেতে রাখহ যত্নে রাজা দুর্য্যোধনে॥
প্রহরিয়া সর্ব্বত্র জাগিয়া বেড়ি রহ।
বাঁটিয়া দুভিতে সৈন্য দুই ভাগে লহ॥
অর্দ্ধ সৈন্যে সকল গবীরে রহ বেড়ি।
যদি হয় অসাধ্য পশ্চাতে দিব ছাড়ি॥
গবীগণে কিছু ভয় নাহিক তোমার।
রাজারে রাখহ সবে যত শক্তি যার॥
মহাভারতের কথা সুধা সিন্ধুবত।
এক মনে সাধু জন পীয়ে অনুব্রত॥
জয়তি নীলাদ্রিনাথ নীলচক্রধারী।
নীল পদ্মসম মুখ দুষ্ট অন্তকারী॥
নীলাম্বরসহিত লীলায় নীলাচলে।
নীলকণ্ঠ আদি দেব সেবে পদতলে॥
অরুণ বরণ চক্ষু অরুণ বসন।
অরুণ অধর শোভা সে কর চরণ॥
মস্তকে অরুণ হেম মুকুটরচিত।
গলে মণি রত্নহার অরুণ উদিত॥
অরুণ বরণ চঞ্চু লক্ষ্মী বাম পাশে।
অরুণ চরণ সদা ধ্যায় কাশীদাসে॥
দ্রোণের এতেক বাক্য শুনি দুর্য্যোধন।
ক্রুদ্ধ হয়ে ভীষ্মে চাহি বলিছে বচন॥
পুনঃ২ আমারে কহেন এই কথা।
পাণ্ডবের পক্ষ গুরু জানিহ সর্ব্বথা॥
অনুক্ষণ কহেন পাণ্ডব গুণাগুণ।
অনুক্ষণ নিকটেতে দেখেন অর্জ্জুন॥
ত্রয়োদশ বৎসর করিয়া গেল পণ।
ইতিমধ্যে দেখা তারা দিবে কি কারণ॥
বিশেষে একক কেন আসিবা এথায়।
অকস্মাৎ আসিবেক কোন অভিপ্রায়॥
অর্জ্জুন হইল যদি কি চাহি যে আর।
ভ্রাতৃসহ অরণ্যে যাইবে আরবার॥
বিরাটের পক্ষ হয়ে সে কেন আসিবে।
অন্য কেহ সেনাপতি বিরাটের হবে॥
কিবা সেই আসিতেছে বিরাটনৃপতি।
কিম্বা আগে পাঠাইল মুখ্য সেনাপতি॥
দক্ষিণ গোগ্রহেতে সুশর্ম্মা রাজা গেল।
মৎস্যদেশ জয় করি সেই বা আইল॥
না দেখিয়া না শুনিয়া শব্দমাত্র শুনি।
পুনঃ২ কহিছেন আইল ফাল্গুনি॥
জানি আমি আচার্য্যেরে পাণ্ডুপুত্রে প্রীত।
অতএব কহিছেন হৈয়া হৃষ্টচিত॥
মোরে ভয় দেখাইয়া শত্রুর প্রশংসা।
পুনঃ২ কহিছেন অকুশল ভাষা॥
পশু জাতি অশ্বগণ নিরবধি ত্রাসে।
পক্ষির স্বভাব সদা উড়য়ে আকাশে॥
মেঘের সহজ কর্ম্ম উঠিলে গরজে।
কভু ধীর কভু তীক্ষ্ণ পবনের তেজে॥
ইহা দেখি কহেন নাহিক আর জয়।
না করিয়া যুদ্ধ গুরু পান এত ভয়॥
নামেতে হইল ত্রাস কি করিবে রণ।
যুদ্ধস্থলে পণ্ডিতের নাহি প্রয়োজন॥
প্রাসাদ মন্দির যথা নৃপতির সভা।
সেই সব স্থলে হয় পণ্ডিতের শোভা॥
পুরাণের বাক্য যথা বেদ অধ্যয়ন।
সেই সব স্থলে হয় পণ্ডিত শোভন॥
যথায় বালক শিক্ষা বিচার কথন।
সেই স্থলে পণ্ডিতের হয় সুশোভন॥
যদি বা আইসে পার্থ লঙ্ঘিয়া সময়।
কোন শক্তি তাহার এতেক কেন ভয়॥
আসুক অর্জ্জুন আমি করিব সংগ্রাম।
ভয়ার্ত্ত হৈলেন গুরু যানু নিজ ধাম॥
ভোজ্য অন্ন দানের পাইলাম এ ফল।
সে মিত্রে কি কার্য্য যেই শত্রুর বৎসল॥
ভক্তি ভয় দুই গুরু করেন পাণ্ডবে।
সদাকাল এই মত জানি অনুভবে॥
এথায় রহিয়া কিছু নাহি প্রয়োজন।
যথা ইচ্ছা তথাকারে করুন গমন॥
এখন এমত কর্ম্ম কর পিতামহ।
সৈন্যগণ ডাকি সব আশ্বাসিয়া কহ॥
স্থানে২ গুল্ম পাতি দৃঢ় কর সেনা।
মোর স্থানে গবী লইবেক কোন জনা॥
গুরুকে করিয়া পাছু পাঁচ গুল্মগণ।
ভয়ার্ত্ত লোকেরে রাখি নাহি প্রয়োজন॥
ভয়েতে কাতর কেন দেখি সেনাগণ।
আচার্য্যের বাক্যে বুঝি হইল ভয় মন॥
দুর্য্যোধন দুর্ম্মতির শুনিয়া বচন।
কহিতে লাগিল তবে বীর বৈকর্ত্তন॥

মলিনবদন কেন দেখি সব রথি।
আচার্য্যের বাক্যে বুঝি হৈল ছন্ন মতি॥
না জানহ ইতিমধ্যে আছে কর্ণ বীর।
কার শক্তি মোর আগে যুদ্ধে হবে স্থির॥
কিম্বা জামদগ্ন্য রাম কিম্বা বজ্রপাণি।
কিম্বা বাসুদেব সহ আসুক ফাল্গুনি॥
বধিব সকল আমি একা ভুজবলে।
সমুদ্র লহরী যেন রক্ষা করে কূলে॥
ভাগ্যে যদি থাকে তবে হইবে কিরীটী।
প্রথমে বানরধ্বজ ফেলাইব কাটি॥
খণ্ড২ করিব ধবল চারি হয়।
দশ দিগে ঘুড়িয়া করিব অস্ত্রময়॥
বিজয় ধনুক মম বিখ্যাত জগতে।
দিব্য অস্ত্র দিল মোরে রাম ভৃগুনাথে॥
পাণ্ডব অনলে সদা দুঃখী দুর্য্যোধন।
সে দুঃখ মিত্রের আজি করিব খণ্ডন॥
কাটিয়া পার্থের মুণ্ড অগ্রে দিব ডালি।
নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভুঞ্জ নাহি শত্রু বলী॥
একেশ্বর আজি আমি করিব সমর।
সভে যাহ গবী লয়ে হস্তিনানগর॥
কিম্বা যুদ্ধ দেখ সভে অন্তরে থাকিয়া।
সূর্য্য আচ্ছাদিব আজি বাণ বরষিয়া॥
কর্ণবাক্য শুনি কৃপাচার্য্য বলে বাণী।
যতেক বলহ তেজ সব আমি জানি॥
মুখেমাত্র বলহ ক্ষমতা নহে কাযে।
শরদের মেঘ যেন নিষ্ফল গরজে॥
যে কহিলা পণ্ডিত কহিতে করে লাজ।
কি কর্ম্ম করিয়া এত কহ সভামাঝ॥
অজ্ঞান বাতুল যেন কর্ম্মে ক্ষম নহে।
ভাল মন্দ নাহি মুখে যে আইসে কহে॥
একেশ্বর যুদ্ধ ইচ্ছ অর্জ্জুনের সনে।
অসম্ভব কথা কত শুনিব শ্রবণে॥
যে অর্জ্জুন একক জিনিল ত্রিভুবন।
খাণ্ডব দহিয়া কৈল অগ্নির তর্পণ॥
চতুর্দ্দশ ভুবনে দুর্জ্জয় যদুগণ।
বলে ভদ্রা হরি নিল একক অর্জ্জুন॥
একেশ্বর চিত্রসেনে জিনিয়া সমরে।
দুর্য্যোধনে মুক্ত কৈল অরণ্য ভিতরে॥
নিবাত কবচ কালকেয় মহাতেজা।
মারি নিষ্কণ্টক করি দিল দেবরাজা॥
পঞ্চাল দেশেতে পাঞ্চালীর স্বয়ম্বরে।
জিনিলেক লক্ষ২ রাজা একেশ্বরে॥

একেশ্বর হেন জন জিনিবারে চাহ।
যেই মুর্খ নাহি জানে তার আগে কহ॥
গলে শিলা বান্ধিয়া সমুদ্র চাহ তরি।
গারুড়ী না জানি সর্পমুখে হাত ভরি॥
ত্রয়োদশ বৎসর নিয়ম পূর্ণ কৈল।
পাইয়া শত্রুর ঘ্রাণ এথাকে আইল॥
মেঘহইতে মুক্ত যেন হইল মিহির।
তাদৃশ আইল দেখ পার্থ মহাবীর॥
একেশ্বর কেবা আছে এ তিন ভুবনে।
যুদ্ধে জয় করিবেক পাণ্ডব অর্জ্জুনে॥
ভীষ্ম দ্রোণ তুমি আমি দ্রোণি দুর্য্যোধন।
ছয় জন যুঝিলে পারি যে কদাচন॥
মাতুলের বচনান্তে অশ্বত্থামা বলে।
শরীর জ্বলিছে সূর্য্যপুত্রবাক্য জ্বালে॥
গবী নাহি লই নাহি করি কোন কার্য্য।
সীমান্তর না হই না যাই নিজ রাজ্য॥
এতেক যে গর্ব্ব করে রাধার নন্দন।
কোন কর্ম্ম করি বলে না জানি কারণ॥
বহু শাস্ত্র শুনিয়াছি কথা পুরাতন।
ক্ষত্রমধ্যে হইয়াছে বহু রাজগণ॥
মায়াদ্যূত বলে কেহ নাহি ভুঞ্জে ক্ষিতি।
তুমি যেন পর রাজ্যে হইলা নৃপতি॥
ইন্দ্রপ্রস্থে রাজা হৈলা কোন যুদ্ধে জিনি।
কোন তেজে ধরিয়া আনিলা যাজ্ঞসেনী॥
যুধিষ্ঠিরে জিনিলা কি ভীম ধনঞ্জয়ে।
কিবা যুদ্ধে জিনিয়াছ মাদ্রীর তনয়ে॥
চারি জাতি বিধাতা করিল নিরূপণ।
যে যাহার জাতিধর্ম্ম করিবে পালন॥
পড়িবে পড়াবে যজ্ঞ করিবে ব্রাহ্মণ।
বাহুবলে ক্ষত্রিয় শাসিবে প্রজাগণ॥
বৈশ্য কৃষি করিবেক বাণিজ্য ব্যাপার।
ব্রাহ্মণে সেবিবে শূদ্র নীতি বিধাতার॥
নিজ বৃত্তে নহ শক্ত অধর্ম্মআচারী।
ইতর জনের প্রায় করিয়া চাতুরী॥
ইহাতে পৌরুষ এত শুননে না যায়।
ধর্ম্মবন্ত পাণ্ডুপুত্র ক্ষমিল তোমায়॥
তোমাকে আচার্য্যবাক্য সহিবে কেমনে।
চন্দনেতে প্রীত কোথা শীতভীত জনে॥
স্ত্রীধর্ম্মে আছিল কৃষ্ণা এক বস্ত্র পরি।
সভামধ্যে বিবস্ত্রা করিলা কেশে ধরি॥
কোন পরাক্রমেতে করিলা হেন কর্ম্ম।
পৃথিবীতে খ্যাত আছে ক্ষত্র তব ধর্ম্ম॥

ধর্ম্মশাস্ত্র সত্য যদি সত্য আছে ক্ষিতি।
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির হবে ক্ষিতিপতি॥
যে সভায় সভাসদ রাধার নন্দন।
তথায় কিরূপে হবে আচার্য্য শোভন॥
তিন লোক মধ্যেতে নিবসে যত জন।
অর্জ্জুন অজেয় হেন কহে মুনিগণ॥
বাসুদেব সদৃশ বিক্রমে মহাতেজা।
কোন জন আছয়ে না করে তার পূজা॥
ধর্ম্মবিজ্ঞ জন হেন কহে শাস্ত্র মত।
পুত্রে স্নেহ যেমত শিষ্যেতে সেইমত॥
সেকারণে আচার্য্যের পাণ্ডুপুত্রে প্রীত।
গুপ্ত কথা নহে ইহা জগতে বিদিত॥
পার্থসহ আচার্য্যের দ্বন্দ্বে কোন কার্য্য।
পাশা খেলিবারে পূর্ব্বে বৈল কি আচার্য্য॥
ইন্দ্রপ্রস্থ নিলা পূর্ব্বে যেই যুদ্ধে জিনে।
সেই যুদ্ধ বিধান না কর আজি কেনে॥
এইত আছয়ে তব মাতুল শকুনি।
যাহার সহায় নিলা জিনিতে অবনি॥
সে পাশার প্রতিকার মরণ বিহিত।
অর্জ্জুন দিবেক আজি ফল সমুচিত॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥
কৃপ অশ্বত্থামার শুনিয়া কটূত্তর।
ক্রোধমুখে কহে তবে কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
জানিয়াছি আমি তোমা সভাকার মতি।
ভয়েতে পাণ্ডবগণে করহ ভকতি॥
ভোজ্য অন্ন খাইবার কারণ সময়।
যুদ্ধকাল দেখি ভয় জন্মিল হৃদয়॥
যাহ বা থাকহ তুমি যেই লয় মন।
সহজে ভিক্ষুক তুমি জাতি যে ব্রাহ্মণ॥
ভিক্ষাজীবী জনে দ্বন্দ্বে কোন প্রয়োজন।
যথা যাও তথা হবে উদর ভরণ॥
যজ্ঞ নিমন্ত্রণে পিণ্ডজীবী যেই জন।
তাহার নিগ্রহ দ্বন্দ্বে কোন প্রয়োজন॥
যাহ তুমি যথা ইচ্ছা কেহ নাহি রাখে।
মম পরাক্রম আজি দেখুক সর্ব্ব লোকে॥
কর্ণের এতেক বাক্য শুনি দ্রোণ গুরু।
কর শির কম্পিত কম্পিত বক্ষ উরু॥
বুঝিয়া বিষম কার্য্য গঙ্গার নন্দন।
কৃতাঞ্জলি করি বলে দ্রোণেরে বচন॥
মোরে দেখি ক্ষমহ আচার্য্য মহাশয়।
মূর্খ জন জানি তাপ খণ্ডাহ হৃদয়॥
সাধু সুপণ্ডিত হইবেক যেই জনে।
অজ্ঞানের অপরাধ নাহি শুনে কাণে॥
চন্দ্র সূর্য্য তেজ যেন সর্ব্বত্র সমান।
সেই রূপ ব্রাহ্মণের সর্ব্ব সম জ্ঞান॥
ক্ষমহ আচার্য্যপুত্র ক্রোধকাল নয়।
শত্রু উপস্থিত হইল যুদ্ধের সময়॥
ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ বলি সর্ব্ব লোক জানে।
দুর্য্যোধন অন্ধ বলি জানিল এক্ষণে॥
সাক্ষাতে গাণ্ডীব ধনু দেখিছে নয়নে।
তথাপিহ বলে হবে অন্য কোন জনে॥
পশুমাত্রে ঘ্রাণে জানে নিজ বৈরিগণে।
পশুর সদৃশ জ্ঞান নাহি দুর্য্যোধনে॥
আরেরে দুর্ম্মতিগণ আচার্য্যে নিন্দহ।
অহঙ্কারে ছন্ন হয়ে কিছু না দেখহ॥
এক সূর্য্য তেজ অঙ্গে সহন না যায়।
তোমার আছয়ে শত্রু পঞ্চ সূর্য্য প্রায়॥
উদয় হইল আসি পঞ্চ বিকর্ত্তন।
কি মতে না কর ইহা জ্ঞানবন্ত জন॥
এত বলি গঙ্গাপুত্র দ্রোণে নমস্করি।
শান্তাইল পিতা পুত্রে বহু স্তব করি॥
তবে দুর্য্যোধন বহু বিনয় বচনে।
কর যোড়ে দাণ্ডাইল গুরু বিদ্যমানে॥
ক্ষমহ আচার্য্য অপরাধ করিলাম।
অজ্ঞান হইয়া যে তোমারে নিন্দিলাম॥
দ্রোণ বলে তোমাকে না করি আমি ক্রোধ।
পূর্ব্বেই ভীষ্মের বাক্যে হয়েছে প্রবোধ॥
তবে দ্রোণ চাহিয়া বলিল বীরগণে।
উপায় করহ শীঘ্র উপস্থিত রণে॥
অন্য কাযে আইলাম হৈল অন্য কায।
দৃঢ়মতে থাক যেন নহে পাছু লাজ॥
শুনি দুর্য্যোধন জিজ্ঞাসিল পিতামহে।
এই যদি ধনঞ্জয় সর্ব্ব লোকে কহে॥
ত্রয়োদশ বৎসর যে নিয়ম করিল।
না হইতে পূর্ণ যদি দেখা আসি দিল॥
ইহার বিধান কেন না কর আপনে।
ত্রয়োদশ বৎসর পুনশ্চ যাবে বনে॥
ভীষ্ম বলেন পূর্ণ হৈল বর্ষ ত্রয়োদশ।
অধিক হইল আর দিন সপ্তদশ॥
দ্বিপক্ষেতে মাস পক্ষ পঞ্চদশ দিনে।
দ্বাদশ মাসেতে হয় বৎসর প্রমাণে॥
এমত নিয়মে তের বৎসর ব্যতিল।
তবু দশ দিন আর অধিক হইল॥

পঞ্চবর্ষে দুই মাস অধিক যে হয়।
তাহা সহ পূর্ব্বে নাহি করিলে নির্ণয়॥
নিয়ম করিয়াছিল তাহা গোঁয়াইল।
সময় পাইয়া আসি উদয় হইল॥
একেত পাণ্ডুর পুত্র সভে ধর্ম্মবন্ত।
যার জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির গুণে নাই অন্ত॥
অনন্ত দুষ্করকর্ম্মা দয়াশীল লোকে।
মৃত্যু ইচ্ছে তবু মিথ্যা নাহি কহে মুখে॥
নিশ্চয় অর্জ্জুন এই জান নরপতি।
ইহার উপায় রাজা কর শীঘ্রগতি॥
পৃথিবী দলিতে পার্থ পারে একেশ্বরে।
কি ছার কৌরব তার সহিত সমরে॥
সে কারণে কহি তাত শুন দুর্য্যোধন।
এখন করহ প্রীতি যদি লয় মন॥
দুর্য্যোধন বলে হেন না কহিও আর।
জীয়ন্তে পাণ্ডব সহ কি প্রীতি আমার॥
নাহি ভাগ দিব আমি যুদ্ধ মোর পণ।
ইহা জানি সমুচিত করহ আপন॥
শুনি ভীষ্ম দিব্য ব্যূহ করিল নির্ম্মাণ।
যোদ্ধাগণ বুঝিয়া রাখিল স্থানে স্থান॥
মধ্যেতে রহিল দ্রৌণি দ্রোণ সব্য ভিতে।
কৃপাচার্য্য আচার্য্যের রহিল বামেতে॥
দ্রোণ রথরক্ষক অনেক মহারথী।
বিকর্ণ সৌবল আর বীর বিবিৎশতি॥
সর্ব্ব সৈন্য অগ্রে সূতপুত্র মহাবল।
পাছু রহিলেন ভীষ্ম রক্ষা হেতু দল॥
মধ্যেতে করিয়া গবী রাজা দুর্য্যোধন।
চতুর্দ্দিগে সাবধানে রহে সৈন্যগণ॥
দৃঢ় অস্ত্র প্রহরি রহিল ব্যূহমুখে।
হেন ব্যূহ কৈল ভীষ্ম কেহ নাহি দেখে॥
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
কাশীরাম দাস কহে শুনে সাধু নর॥

### অথ অর্জ্জুনের যুদ্ধে আগমন ও গোধন মোচন।

### পয়ার।

হেন কালে উপনীত ইন্দ্রের নন্দন।
গর্জ্জয়ে বানরধ্বজ শ্বেত অশ্বগণ॥
ক্রোশ এক অন্তরে করিয়া নিরীক্ষণ।
বৈরাটির প্রতি তবে বলেন বচন॥
চারি ভিতে দেখি যে অনেক রথিগণ।
দুর্য্যোধনে নাহি দেখি কিসের কারণ॥
পশ্চাৎ করিব যুদ্ধ রাজারে খুঁজিব।
আগে চল তোমার গোধন ছাড়াইব॥
বাম ভিতে লহ রথ যথা গবীগণ।
শুনি রথ চালাইল বিরাটনন্দন॥
দূরে থাকি ভীষ্ম কৃপে করেন প্রণতি।
চারি বাণ মারিলেন আচার্য্যের প্রতি॥
দুই শর পড়িল গুরুর পদতলে।
দুই অস্ত্র পরশিল দুই কর্ণমূলে॥
দেখিয়া হইল গুরু আনন্দে বিভোর।
বড় ভাগ্যে দেখিলাম মুখ আজি তোর॥
সারথি কহিল দেব কর অবধান।
প্রহারি জনেরে কেন এতেক সম্মান॥
হাসিয়া কহিল গুরু প্রহারী এ নয়।
অশ্বত্থামাধিক মম পুত্র ধনঞ্জয়॥
এই যে যুগল অস্ত্র চরণে পড়িল।
চরণে ধরিয়া মোরে প্রণাম করিল॥
দুই বাণ পরশিল দুই কর্ণ আর।
এক কর্ণে কহিল কুশল সমাচার॥
আর কর্ণে কহিলেক আইলাম আমি।
ত্রয়োদশ বৎসর সময় অনুক্রমি॥
যথোচিত ভাগ দিতে কহ দুর্য্যোধনে।
যুদ্ধ নহে ভালে২ যাহ এইক্ষণে॥
ইহার উত্তর আমি করিব বিধান।
এত বলি প্রহারিল দ্রোণ দুই বাণ॥
এক বাণ শিরে চুম্বি ধরণি পড়িল।
আর বাণ কর্ণমূলে প্রত্যুত্তর দিল॥
উত্তর কহিল কহ কৌরব প্রধান।
কে তোমারে প্রহারিল এই দুই বাণ॥
ভাগ্যে কর্ণমূলে বাণ না কৈল ঘাতন।
মোর চিত্তে মারিলেক বলহীন জন॥
পার্থ বলেন দ্রোণ গুরু জগতে বিদিত।
সদাকাল তাঁহার আমাতে বড় প্রীত॥
শিরেতে চুম্বন করি পড়িল যে বাণ।
বহু দিন সমাগমে করিল কল্যাণ॥
আর বাণ কর্ণেতে কহিল প্রত্যুত্তর।
শঙ্কা নাই যত সাধ্য করহ সমর॥
এত শুনি পার্থের হইল মহাতাপ।
কোথায় আছয়ে দুষ্ট কুরুকুল পাপ॥
আজি তারে দিব আমি সমুচিত দণ্ড।
কেবল রাখিব প্রাণ করি লণ্ডভণ্ড॥

কাটিয়া মুকুট স্বর্ণ ছত্র নবদণ্ড।
রথ গজ কাটিয়া করিব খণ্ড২ ॥
আজি যদি পাপিষ্ঠ পড়য়ে মম আগে।
মুহূর্ত্তেকে প্রহারিব সিংহ যেন মৃগে ॥
এই যে সমূহ সেনা দেখহ উত্তর।
শীঘ্র রথ লহ মম তাহার ভিতর ॥
দুর্য্যোধন লুকাইয়া আছে রথিমাঝ।
সেই সে আমার শত্রু অন্যে নাহি কায ॥
অস্ত্র মারি আকুল করিব সেনাগণ।
তবে দুর্য্যোধনের পাইব দরশন ॥
অহঙ্কারী মানী মূঢ় অতি দুরাচার।
আজি আমি গর্ব্ব চূর্ণ করিব তাহার ॥
এতেক বলিয়া বীর তায় প্রবেশিয়া।
দুর্য্যোধনে নাহি পান অনেক খুজিয়া ॥
সেই সৈন্যে না পাইয়া রাজা দুর্য্যোধনে।
সিংহ যেন দুঃখ চিত্ত নিরামিষ্য বনে ॥
উত্তরে বলেন এই দেখ বাম ভাগে।
লুকাইয়া কুরুপতি আছে এই দিগে ॥
চালাহ সত্বরে রথ যথা দুর্য্যোধন।
আজ্ঞামাত্রে চালাইল বিরাটনন্দন ॥
সৈন্যের নিকটে পার্থ হন উপনীত।
দ্বিতীয় প্রহরে যেন আদিত্য উদিত ॥
ইন্দ্রদত্ত কিরীট মস্তকে অতি শোভা।
ইন্দ্রদত্ত কুণ্ডল কর্ণেতে সূর্য্য আভা ॥
অগ্নিদত্ত গাণ্ডীব ধনুক বাম হাতে।
অক্ষয় যুগল তূণ শোভে দুই ভিতে ॥
শঙ্খ সিংহনাদ করে কণ্ঠে মণি হার।
কাঁকালে বন্ধন খড়্গ ছুরি তীক্ষ্ণ ধার ॥
রথের নির্ঘোষ গর্জ্জে বীর হনূমান।
আইল ইন্দ্রের পুত্র ইন্দ্রের সমান ॥
দৃষ্টিমাত্রে সভে মূর্চ্ছা হইয়া পড়িল।
আছুক যুদ্ধের কার্য্য দেখি পলাইল ॥
অর্জ্জুনে দেখিয়া কন গঙ্গার তনয়।
ভাগ্যে আজি দেখিলাম বীর ধনঞ্জয় ॥
ধর্ম্মজ্ঞ বান্ধব প্রিয় বলে মহাবল।
পাশাকাল দুঃখ স্মরি দিতে আইল ফল ॥
অন্য হেতু নহে এই দুর্য্যোধনে খুজে।
সিংহ যেন মৃগ খুজি বুলে বনমাঝে ॥
আমাহইতে অন্তরে মিলিলে দুর্য্যোধন।
এখনি লইয়া যাবে করিয়া বন্ধন ॥
এত চিন্তি দুর্য্যোধনে রক্ষার কারণ।
শীঘ্রগতি ধাইয়া আইল রথিগণ ॥
দুর্য্যোধনে বেড়িয়া রহিল চারি পাশে।
দেখিয়া অর্জ্জুন মুখ প্রকাশিল হাসে ॥
হাসি বলিলেন শুন বিরাটনন্দন।
প্রাণভয়ে লুকাইয়া আছে দুর্য্যোধন ॥
চল আগে তোমার গোধন ছাড়াইব।
পাছে কুরুকুল ক্লীব খুজিয়া মারিব ॥
রথ চালাইয়া দিল বিরাটনন্দন।
যথায় বেড়িয়া সৈন্য আছয়ে গোধন ॥
এইখানে উত্তর ক্ষণেক রাখ রথ।
সৈন্য ভাঙ্গি গোধনে করিয়া দেহ পথ ॥
এত বলি পার্থ করিলেন শরজাল।
বিচিত্র বরণ অস্ত্র যেন কাল ব্যাল ॥
মুষলের ধারে যেন বর্ষে জলধর।
চক্ষুর নিমিষে আচ্ছাদিল দিনকর ॥
নাহি দেখি অষ্ট দিক পৃথিবী আকাশ।
সূর্য্যপথ রুদ্ধ হৈল না বহে বাতাস ॥
মেঘে অন্ধকার যেন অমাবস্যা রাতি।
সারথিরে দেখিতে না পায় রথে রথী ॥
অস্ত্র অগ্নি জ্বলে যেন খদ্যোত আকার।
সৈন্যেতে অক্ষত জন না রহিল আর ॥
নাহি দেখি কোন দিক পলাইতে পথ।
অপ্রমিত কুরুসৈন্য ভয়েতে আহত ॥
চমৎকার হৈয়া ডাকি বলে সর্ব্ব সৈন্য।
ধন্য মহাবীর তোর গর্ব্ভধারী ধন্য ॥
এতাদৃশ কর্ম্ম নাহি করে ত্রিভুবনে।
তোমাবিনা এ কর্ম্ম করিবে কোন জনে ॥
শুনি পাকশাসনি পূরিল দেবদত্ত।
যাহার শ্রবণে হয় রিপু হীনসত্ত্ব ॥
গাণ্ডীব টঙ্কার দেন আকর্ণ পূরিয়া।
রথের শ্বেতাশ্ব চারি উঠিল গর্জ্জিয়া ॥
ধ্বজে হনূমান করে ভয়ঙ্কর নাদ।
চারি শব্দে তিন লোক গণিল প্রমাদ ॥
শূন্যেতে বিমানস্থায়ী যত জন ছিল।
ঘোর শব্দে সভে মূর্চ্ছা হইয়া পড়িল ॥
অজ্ঞান হইয়া পড়ে যত কুরুবল।
সৈন্যেতে বেড়িয়া ছিল গোধন সকল ॥
মহাশব্দে ধেনুগণ হইল অস্থির।
ভাঙ্গি সৈন্যদল বেগে হইল বাহির ॥
প্রলয় সমুদ্র কি রাখিতে পারে কূলে।
বালি বান্ধে কি করিবে নদী স্রোত জলে ॥
উভ পুচ্ছ করিয়া ধাইল গবী সব।
দক্ষিণে বাহির হৈল করি হাম্বা রব ॥

চরণ শৃঙ্গেতে মর্দ্দি বহু সৈন্যগণ।
বাহির হইল সব মৎস্যের গোধন॥
গোপগণ প্রতি বলিলেন ধনঞ্জয়।
লয়ে যাহ গরু পূর্ব্বে আছিল যথায়॥
উত্তরে হাসিয়া তবে বলেন কিরীটী।
গবী মুক্ত করি তোর দিলাম বৈরাটি॥
চিন্তে পাছে কর জিনিলাম সব কুরু।
গৃহেতে লইয়া যাবা আপনার গরু॥
ভুবনবিজয়ী এই কৌরবের সেনা।
ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম এক২ জনা॥
শরানলে দহিতে পারয়ে ভূমণ্ডল।
নাই জিনি গোধন জীয়ন্তে এ সকল॥
দূরেতে আছয়ে তেঁই অস্ত্র নাই মারে।
শীঘ্র রথ লহ মম সৈন্যের ভিতরে॥
আজ্ঞা পেয়ে বেগে রথ চলায় উত্তর।
বহু সৈন্য জিনি গেল সৈন্যের ভিতর॥
যথায় নৃপতি কুরুরাজ দুর্য্যোধন।
তথায় লইল রথ বিরাটনন্দন॥
দেখিয়া ধাইল সর্ব্ব কুরু সেনাপতি।
নৃপতির রক্ষাহেতু অতিশীঘ্রগতি॥
সহস্রেক শ্রেষ্ঠ রথী যুদ্ধে দিল মন।
ধাইয়া আইল বেগে সূর্য্যের নন্দন॥
সহস্রেক রথি লয়ে কুরু বংশপতি।
দুর্য্যোধন রক্ষাহেতু ভীষ্ম মহামতি॥
এক ভিতে নৃপতির ভাই উনশত।
আগুলিল পার্থে আসি সহস্রেক রথ॥
দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামাআদি মহারথী।
এক ভিতে রক্ষার্থে রহিল কুরুপতি॥
ভীষণদশন হস্তী পর্ব্বত আকার।
মুষল মুদ্গার শুণ্ডে ধরে সভাকার॥
সহস্র২ মত্ত গজ আগে করি।
আপনি রহিল পাছু নানা অস্ত্র ধরি॥
সিংহনাদ শঙ্খনাদ ধনুক টঙ্কার।
চতুর্দ্দিগে পূরিল করিয়া মার২॥
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
কাশীরাম দাস কহে শুনে সাধু নর॥
উত্তর বলিল দেব কহিবা আমারে।
কোন২ যোদ্ধা এই আইল সমরে॥
পার্থ বলিলেন দেখ বিরাটকুমার।
সুবর্ণের বেদি শোভে রথধ্বজে যার॥
রক্তবর্ণ চারি অশ্বে বহে রথখান।
দ্রোণ গুরু কুরুকুলে আচার্য্যপ্রধান॥
যমসম শত্রু হৈলে দৃষ্টে করে ভেদ।
অনুপম সমরে দ্বিতীয় ধনুর্ব্বেদ॥
নহিল নহিবে হেন বীর অন্য জনে।
সশস্ত্র থাকিলে যে অজেয় ত্রিভুবনে॥
ভরদ্বাজ মহামুনি ঘৃতাচী দেখিয়া।
গঙ্গাজলে বীর্য্য তাঁর পড়িল খসিয়া॥
দ্রোণীমধ্যে যতনে রাখিল তপোধন।
দ্রোণীতে জন্মিল তেঁই নাম হৈল দ্রোণ॥
পরশুরামের যত দিব্য বিদ্যা ছিল।
অস্ত্র ধনু সহ বিদ্যা ইহারে সে দিল॥
তাঁহার দক্ষিণে দেখ তাঁহার অঙ্গজ।
সিংহের লাঙ্গূল শোভে যার রথধ্বজ॥
কৃপীগর্ব্ভে জন্ম হৈল কৃপের ভাগিনা।
মৃত্যুপতি ভয় করে অন্য কোন জনা॥
কাঞ্চনের দণ্ড ধরে কৃপ মহামতি।
শরদ্বান ঋষির পুত্র গৌতমের নাতি॥
শরবনে ভ্রাতৃ ভগিনী জন্মেছিল।
আমার প্রপিতামহ শান্তনু পুষিল॥
কৃপ কৃপী নাম দিল শরদ্বান তাত।
আমার বংশেতে গুরু আচার্য্য বিখ্যাত॥
ঐ যে দেখহ উচ্চতর রথধ্বজ।
বিচিত্র কলসধ্বজ শোভে রত্ন গজ॥
সেই রথে বৈকর্ত্তন কর্ণ যার নাম।
সুরাসুরে বিদিত বিক্রমে অনুপম॥
জামদগ্ন্য রামের এ শিষ্য প্রিয়তর।
আমার সহিত সদা বাঞ্ছয়ে সমর॥
আজি তার মানস করিব আমি পূর্ণ।
মম সহ যুদ্ধে আজি গর্ব্ব হবে চূর্ণ॥
চতুর্দ্দিগে বেষ্টিত ধবল ছত্রগণ।
হোর দেখ মহামানী রাজা দুর্য্যোধন॥
বৈদূর্য্য মুকুতা মণিধ্বজ মনোহর।
যেই রথধ্বজে চিত্র ধবল কুঞ্জর॥
তাহার রক্ষার্থে তার নিকটে দেখহ।
ভারতবংশের শ্রেষ্ঠ মম পিতামহ॥
পঞ্চ গোটা কনকের তাল যার ধ্বজে।
মহাযোদ্ধা শীঘ্রহস্ত সর্ব্ব লোকে পূজে॥
শান্তনুর পুত্র জন্মে গঙ্গার উদরে।
সত্যবতী কন্যা আনি দিলেন বাপেরে॥
রাজ্য দারা ত্যাগ কৈল বাপের কারণ।
তুষ্ট হয়ে তাত বর দিল সেইক্ষণ॥
ইচ্ছা মৃত্যু হউক তব সংসার ভিতরে।
নাহিক মরণ নিজ ইচ্ছা হইলে মরে॥

ভীষ্ম বলি নাম তাঁর ঘোষে ভূমণ্ডলে।
ক্ষত্র কুলান্তক রামে জিনিলেক বলে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

### অথ কুরু সৈন্যের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধারম্ভ।

হেন মতে যত রথ রথী মহাবীরে।
একে২ দেখায়েন অর্জ্জুন উত্তরে ॥
পুনরপি উত্তরে কহেন মহামতি।
কর্ণের সম্মুখে রথ লহ শীঘ্রগতি ॥
আকাশহইতে শীঘ্র তারা যেন ছুটে।
চালাইয়া দিল রথ কর্ণের নিকটে ॥
কর্ণের সম্মুখে ছিল যত রথিগণ।
অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
শেল শূল শক্তি জাঠি মুষল মুদ্গর।
পরশু ভূষণ্ডী ভিন্দিপাল যে তোমর ॥
বরিষা কালেতে যেন বর্ষে জলধর।
ঝাঁকে২ চতুর্দ্দিগে বরিষে তোমর ॥
পর্ব্বত আকার হস্তী ভীষণ দশন।
চরণে কম্পিত ক্ষিতি জলদ গর্জ্জন ॥
দেখিয়া হাসিয়া বীর কুন্তীর নন্দন।
দিব্য অস্ত্র গাণ্ডীবে যোড়েন সেইক্ষণ ॥
না হৈতে নিমেষ পূর্ণ ছাড়িতে নিশ্বাস।
শর জাল করিয়া পূরিল দিগ পাশ ॥
বরিষা কালেতে যেন বরিষয়ে মেঘে।
দিনকর তেজ যেন সর্ব্ব ঠাঁই লাগে ॥
যত রথী পদাতি কুঞ্জর হয় গণ।
করেন জর্জ্জর বিন্ধি ইন্দ্রের নন্দন ॥
বেগে রথ চালায় সারথি বিচক্ষণ।
বাতাধিক মনোজব জিনিয়া খঞ্জন ॥
ক্ষণে বামে ক্ষণে দক্ষে আগে পিছে ছুটে।
ভূমিতে ক্ষণেক পড়ে ক্ষণে শূন্যে উঠে ॥
ক্ষণেকে ভিতরে যায় ক্ষণেক বাহির।
রথবেগে পড়িল অনেক মহাবীর ॥
মৃগেন্দ্র বিহরে যেন গজেন্দ্রমণ্ডলে।
নাগে নাগান্তক যেন মারে কুতূহলে ॥
কাটিল রথেরধ্বজ সারথি সহিত।
খণ্ড২ হইয়া পড়িল চতুর্ভিত ॥
ধনুক সহিত বাম হাত ফেলে কাটি।
বুকে বাজি পড়ে কেহ কামড়ায় মাটি ॥
অস্ত্রানলে দগ্ধ কেহ করে ছটফটী।
কাটিয়া ফেলিল কারু দন্ত দুই পাটী ॥
শ্রবণ নাসিকা গেল দেখি বিপরীত।
কাটিয়া ফেলেন মুণ্ড কুণ্ডলসহিত ॥
মধ্য দেশ কাটিয়া ফেলিল কত বীর।
অস্ত্রাঘাতে কোন রথী উভে হৈল চীর ॥
কাটিল রথের ধ্বজ করি খণ্ড২।
মধ্যে চক্রে কাটিলেন সারথির মুণ্ড ॥
তীক্ষ্ণ বাণাঘাতে মত্ত কুঞ্জর সকল।
আর্ত্তনাদ করি পড়ে মন্থি বহু দল ॥
চক্রাকার ভ্রমি পড়ে ভূমে দিয়া দন্ত।
পেটেতে বাজিল কার বাহিরায় অন্ত্র ॥
এই মত মহামার করিল ফাল্গুনি।
সকল সৈন্যেরে বিন্ধি করিল চালনি ॥
দুই২ অঙ্গুলী অন্তরে অঙ্গ ছেদি।
পড়িল সকল সৈন্য রক্তে বহে নদী ॥
বিচিত্র হইল শোভা ধরণীর তলে।
অশোক কিংশুক যেন বসন্তের কালে ॥
একেশ্বর ধনঞ্জয় কুরু সৈন্য দলি।
মহাবাতাঘাতে যেন পড়িল কদলী ॥
কালাগ্নি সমান শিক্ষা দেখি পার্থ বীরে।
চক্ষু মেলি কারশক্তি চাহিবারে পারে ॥
মারিয়া সকল সৈন্য পার্থ ধনুর্দ্ধর।
চালাইয়া দেন রথ কর্ণের উপর ॥
কর্ণের অনুজ ছিল বিকর্ণ নামেতে।
আগলিল পার্থে আসি ধনুঃশর হাতে ॥
হাসেন অর্জ্জুন বীর দেখিয়া বিকর্ণ।
ভুজঙ্গে পাইল যেন বুভুক্ষু সুপর্ণ ॥
দুই বাণে ধ্বজ ধনু কাটিয়া তাহার।
অর্দ্ধ চন্দ্র বাণে কাটিলেন মুণ্ড তার ॥
বিকর্ণ পড়িল দেখি কর্ণে হইল ক্রোধ।
টঙ্কারিয়া ধনুর্গুণ যায় মহাযোধ ॥
সিংহ দেখি সিংহ যেন করয়ে গর্জন।
দুই মত্ত হস্তী যেন হস্তিনী কারণ ॥
চিরকাল স্ববাঞ্ছিত মিলাইল বিধি।
দরিদ্র পাইল যেন মহারত্ন নিধি ॥
দোঁহা দেখি দোঁহাকার হইল হরষ।
কর্ণে চাহি ধনঞ্জয় বলেন কর্কশ ॥
রাধাসুত ত্যজ গর্ব্ব ত্যজ সিংহনাদ।
আজি তোর ঘুচাইব সংগ্রামের সাধ ॥
সব কুরুগণ আজি দেখুক নয়নে।
তোরে মারি নিস্তেজ করিব দুর্য্যোধনে ॥

যখন কপটে দুষ্ট খেলাইলা পাশা।
মনে জাগে যতেক কহিলা কটু ভাষা॥
সেই সব আজি তোরে করাব স্মরণ।
বহুদিনে তোমার সহিত দরশন॥
হাসিয়া বলিল কর্ণ দৈব বলবান।
যারে খুজি সে জন আইল বিদ্যমান॥
তোরে মারি পাণ্ডবের দর্প করি চূর্ণ।
দুর্য্যোধনের মানস করিব আজি পূর্ণ॥
এত বলি কর্ণ বীর পূরিল সন্ধান।
অর্জ্জুন উপরে প্রহারিল দশ বাণ॥
গাণ্ডীব ধনুকে চারি চারি অশ্বে চারি।
দুই ভুজে উত্তরের দুই অস্ত্র মারি॥
ছাড়েন বিংশতি বাণ ইন্দ্রের নন্দন।
দশ অস্ত্রে কর্ণ বীর কাটে সেই ক্ষণ॥
পুনঃ ষড় বিংশতি বাণ ছাড়েন কিরীটী।
সেই অস্ত্র কর্ণ বীর ফেলাইল কাটি॥
আকর্ণ পূরিয়া কর্ণ এড়ে পঞ্চ বাণ।
অর্দ্ধ পথে পার্থ করিলেন দশখান॥
দোঁহে দোঁহা অস্ত্র মারে যেবা যত জানে।
বরিষা কালেতে যেন বর্ষে মেঘগণে॥
বজ্রের প্রহারে যেন পড়ে ঝনঝনা।
ঝাঁকে২ বৃষ্টি করে আগুনের কণা॥
বাঁশ বনে অগ্নি দিলে যেন শব্দ উঠে।
চটপট শব্দেতে অঙ্গেতে অস্ত্র ফুটে॥
ঘন শঙ্খ পূরে ঘন ঘন হুহুঙ্কার।
শব্দেতে পূরিল ক্ষিতি ধনুক টঙ্কার॥
সহস্র২ বাণ একবারে এড়ে।
অন্ধকার করিয়া দোঁহার গায় পড়ে॥
দোঁহে অস্ত্র নিবারে সংগ্রামে বিচক্ষণ।
বায়ুতে উড়ায় যেন মেঘ বরিষণ॥
সাধু কর্ণ বলি ডাকে যত কুরুবল।
সাধু পার্থ বলি ডাকে অমরসকল॥
ক্রোধে পার্থ দিব্য অস্ত্র করেন সন্ধান।
কাটিয়া কর্ণের ধ্বজ করেন খান২॥
চারি অশ্ব কাটেন কাটেন ধনুর্গুণ।
সারথির মাথা তবে কাটেন অর্জ্জুন॥
কর্ণেরে বিরথী করি পার্থ মহাবল।
ভীষ্ম দ্রোণে চাহিয়া হাসেন খল২॥
শীঘ্রতর আর রথ যোগায় সারথি।
আর ধনুকেতে গুণ দিল শীঘ্রগতি॥
লজ্জিত হইয়া কর্ণ সর্প বাণ এড়ে।
সহস্র২ সর্প পার্থে গিয়া বেড়ে॥

এড়েন গরুড় বাণ ইন্দ্রের নন্দন।
ধরিয়া সকল ফণী করিল ভক্ষণ॥
অগ্নিবাণ এড়িলেন বীর ধনঞ্জয়।
দশ দিগ সকলি হইল অগ্নিময়॥
যেমত প্রলয় কালে সংহারিতে সৃষ্টি।
ঝাঁকে২ সৈন্যে হইল হুতাশন বৃষ্টি॥
পলায় সকল সৈন্য কেহ নাই রয়।
মেঘবাণে নিবারিল সূর্য্যের তনয়॥
ঘোর মেঘে বর্ষে যেন মুষলের ধার।
বায়ুঅস্ত্রে উড়ায়েন ইন্দ্রের কুমার॥
হাসিয়া গন্ধর্ব্ব বাণ এড়েন বিজয়।
সকল সৈন্যের মধ্যে হৈল পার্থময়॥
রথে২ গজে২ হৈল মারামারী।
পড়িল অনেক সৈন্য হানাহানি করি॥
এই মত দুই বীরে করিল সংগ্রাম।
চক্ষু পালটিতে দোঁহে না করে বিশ্রাম॥
দোঁহে মহাবীর্য্যবন্ত কেহ নহে ঊন।
দৈব বলে বলাধিক হইল অর্জ্জুন॥
ইন্দ্রদত্ত দিব্য অস্ত্র পূরিয়া সন্ধান।
একবারে ছাড়িলেন অষ্টগোটা বাণ॥
দুই দুই ভুজে বক্ষে যুগল ললাটে।
ব্রহ্মভেদি চর্ম্ম ছেদি অঙ্গে অস্ত্র ফুটে॥
ফুটিয়া কর্ণের অঙ্গে বহিল শোণিত।
রথেতে পড়িল কর্ণ হইয়া মুর্চ্ছিত॥
মুর্চ্ছিত দেখিয়া পার্থ সম্বরেন বাণ।
রথ লয়ে সারথি হইল পাছু আন॥
কর্ণ ভঙ্গ দেখিয়া যতেক কুরুশূর।
বেড়িল অর্জ্জুনে আসি হয়ে শতপুর॥
রথ রথি পদাতি মাতঙ্গ অতি বেগে।
নানা অস্ত্র শস্ত্র তারা ফেলে চতুর্দ্দিগে॥
পর্ব্বত আকার হস্তিগণ যূথে যূথ।
পার্থোপরে টোয়াইয়া দিলেক মাহুত॥
হাসিয়া গন্ধর্ব্ব বাণ ছাড়েন কিরীটী।
পার্থরূপী মহাবীর সর্ব্ব সৈন্য ঘুটি॥
আত্ম২ সৈন্যেতে হইল মারামারি।
পড়িল সকল সৈন্য আর্ত্তনাদ করি॥
রথ ধ্বজ পতাকায় ঢাকিল মেদিনী।
মুকুট কুণ্ডল হার নানা রতন মণি॥
সারি২ পড়িল কুঞ্জর রথ ধ্বজ।
লক্ষ২ পড়িল দীঘল দন্ত গজ॥
মেঘ চাপ দেখি যেন পর্ব্বতউপরে।
পড়িল মাতঙ্গযূথ দারুণ প্রহারে॥

যেন মহাবাতে নিবারিল মেঘমালা।
সমুদ্র লহরী যেন নিবারিল ভেলা॥
অনন্ত ফণীন্দ্র যেন মন্থে সিন্ধু জল।
একাকী অর্জ্জুন মথিলেন কুরুবল॥
যে ছিল পলায় সভে লইয়া পরাণ।
অর্জ্জুন দেখয়ে যেন শমনসমান॥
দেখিয়া বিরাটপুত্র মানিল বিস্ময়।
কৃতাঞ্জলি হইয়া অর্জ্জুন প্রতি কয়॥
এ তিন ভুবনে এত অদ্ভুত কাহিনী।
চক্ষে কি দেখিব কভু কর্ণে নাহি শুনি॥
পূর্ব্বে যে তোমার কর্ম্ম শুনিনু শ্রবণে।
সাক্ষাতে দেখিনু তাহা আপন নয়নে॥
ক্ষত্র হয়ে হেন জন নহিবে নহিল।
তোমার সারথি হৈনু পূর্ব্ব ভাগ্য ছিল॥
এখন আমারে আজ্ঞা কর মহাশয়।
কোন ভিতে চালাইয়া দিব রথ হয়॥
হাসিয়া কহেন পার্থ কি কহ উত্তর।
কি দেখিলা এখনি কি হইল সমর॥
দুস্তর সাগরবত এ কৌরব সেনা।
পার নাহি হইয়াছ তার এক জনা॥
হোর দেখ নীলবর্ণ যে ধ্বজ পতাকা।
কৃপাচার্য্য হয়েন আমার পিতৃসখা॥
শীঘ্র রথ লহ মম তাঁহার সম্মুখে।
আমার হস্তের বেগ দেখাব তাঁহাকে॥
সপ্তকুম্ভ কমণ্ডলু ধ্বজ যার রথে।
শীঘ্র রথ লহ মম তাঁহার অগ্রেতে॥
কুরুবংশ গুরু তিঁহো দ্রোণাচার্য্য নাম।
চির দিনে ভেটিলাম করিব প্রণাম॥
যদি গুরু আমারে করিবেন প্রহার।
আমিহ মারিব তবে নাহিক বিচার॥
তার পাছে অশ্বত্থামা রাজা দুর্য্যোধন।
তথা রথ লহ মম বিরাটনন্দন॥
যে রথে বেষ্টিত শ্বেত ছত্র সারি২।
যত রাজাগণ আগে যোড় হাত করি॥
অমর কুলের যেন কর্ত্তা পিতামহ।
আমার কুলের তেন ইহাঁরে জানহ॥
যত রাজা পৃথিবীর পায় করে পূজা।
মম পিতৃ জ্যেষ্ঠ তাত ভীষ্ম মহাতেজা॥
তথাপিহ বশ তিঁহো কুরু নৃপতির।
এই হেতু বড় ভয়ে কাঁপিছে শরীর॥
দুর্য্যোধন রক্ষার্থে করিবেন তিনি রণ।
কেমতে তাঁহার অঙ্গে করিব যাতন॥

অতিবড় দয়া তাঁর আমা পঞ্চ জনে।
পিতৃশোক না জানিনু তাঁহার পালনে॥
নির্দ্দয় ক্ষত্রিয় জাতি নাই উপরোধ।
পরাপর নাই জ্ঞান যুদ্ধে হইলে ক্রোধ॥
মতি করি মন্থন করিয়া বেদসিন্ধু।
জগতের হিতে জন্মাইল ভারতেন্দু॥
অজ্ঞান জড়তা অন্ধজনের কারণে।
সর্ব্ব শাস্ত্র জ্ঞাত হয় যাহার শ্রবণে॥
অতিশয় ক্লেশে বিরচিল মুনি ব্যাস।
মনোগত অন্ধকার হয়ত বিনাশ॥
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালির ছান্দে।
পীয় সাধু জন নিঙ্গড়িয়া সেই ছান্দে॥
একা পার্থ মহাযুদ্ধ করিল কৌরবে।
দেখিবারে সুরাসুর আইলেন সভে॥
হংসপৃষ্ঠে অষ্ট দৃষ্টে চাহে প্রজাপতি।
বৃষারূঢ় শশিচূড় ভূষণবিভূতি॥
গজস্কন্ধে সুরবৃন্দে আইল সুরেন্দ্র।
রবি করি সঙ্গে শৌরি সহ গ্রহবৃন্দ॥
বায়ু মৃগে অগ্নি ছাগে নরে বৈশ্রবণ।
মৎস্যোপর জলেশ্বর মহিষে শমন॥
সিংহে শিখী মুষে থাকি সপুত্র পার্ব্বতী।
অষ্টবসু কোলে শিশু ষষ্ঠী অরুন্ধতী॥
কাদ্রুবেয় বৈনতেয় অশ্বিনীকুমার।
শুনি রস চতুর্দ্দশ মর্ত্ত্যে আগুসার॥
স্বয়ম্ভব আদি সব আইল প্রজাপতি।
হৃষ্টমন সর্ব্বজন আইলেন ক্ষিতি॥
যক্ষেশ্বর বিদ্যাধর কিন্নর অপ্সরী।
নানা বাদ্যে সভামধ্যে নৃত্য গীত করি॥
দিব্য গন্ধ মন্দ মন্দ বায়ুতে পূরিল।
যত দেব মিলি সব পুষ্প বৃষ্টি কৈল॥
পুষ্পগন্ধে ক্ষত্রবৃন্দে বাড়িল মত্ততা।
কাশীদাস মৃদুভাষ শ্রুতি সুখদাতা॥

অথ কৃপাচার্য্যের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ।

অর্জ্জুনের বাক্য শুনি বিরাটনন্দন।
বায়ুবেগে নিল রথ কৃপের সদন॥
প্রদক্ষিণ করিয়া সকল সৈন্যগণ।
মৎস্য যেন জালমধ্যে করিয়া বন্ধন॥
কৃপের সম্মুখে রথ লইল বৈরাটি।
দেবদত্ত শঙ্খনাদ করেন কিরীটী॥

গজ যেন রোষে শুনি গজের গর্জ্জন।
কুপিল গৌতম শুনি শঙ্খের নিস্বন॥
আগু হয়ে আপনার শঙ্খ বাজাইল।
দুই শঙ্খ নিনাদেতে ত্রিলোক কাঁপিল॥
ক্রোধে কৃপাচার্য্য যেন জ্বলিয়া উঠিল।
আকর্ণ পূরিয়া ধনুর্গুণ টঙ্কারিল॥
দশ বাণ প্রহারিল অর্জ্জুনউপর।
কাটিয়া ফেলিল তাহা পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
দশ বাণ কাটিয়া করেন কুড়িখান।
তবে দিব্য অস্ত্র পার্থ করেন সন্ধান॥
জ্বলদগ্নিসম অস্ত্র দেখি লাগে ভয়।
বাণাঘাতে আচার্য্যের কম্পিত হৃদয়॥
বিচলিত আসন দেখিয়া কৃপে ব্যস্ত।
গৌরব করিয়া পার্থ না মারেন অস্ত্র॥
ক্ষণেকে পাইয়া ধৈর্য্য নিল ধনুর্ব্বাণ।
অর্জ্জুন উপরে অস্ত্র করিল সন্ধান॥
না মারিতে অস্ত্র পার্থ এড়িলেন বাণ।
কৃপের ধনুক করিলেন খান২॥
আর অস্ত্রে কাটিলেন অঙ্গের কবচ।
অঙ্গহইতে খসে যেন সর্প জীর্ণ ত্বচ॥
পুনঃ আর ধনু কৃপ লইলেন হাতে।
সেইক্ষণে দিল গুণ চক্ষু পালটিতে॥
গুণ দিয়া বাণ বীর করিল সন্ধান।
সেহো ধনু কাটি করিলেন দুইখান॥
পুন কৃপ দিব্য ধনু লইলেন হাতে।
সে ধনু কাটেন পার্থ গুণ নাই দিতে॥
দেখিয়া গৌতম যেন অগ্নি হেন জ্বলে।
কাটা ধনু ফেলাইয়া দিল ভূমিতলে॥
শক্তি এক তুলি নিল ভীষণ দর্শন।
নানা রত্ন ভূষা যেন দীপ্ত হুতাশন॥
ছাড়িলেক শক্তি আইসে হয়ে শব্দবান।
অর্দ্ধ পথে অর্জ্জুন করেন দুইখান॥
দিব্য অস্ত্র সন্ধান করিয়া ধনঞ্জয়।
কাটিলেন কৃপের রথের চারি হয়॥
ছয় বাণে কাটিয়া ফেলেন শরতূণ।
সারথির মাথা কাটি ফেলেন অর্জ্জুন॥
হয় রথ সারথি মুকুট হইল ছিন্ন।
চতুর্দ্দিকে কৌরব হইল ছিন্ন ভিন্ন॥
চাহিয়া দেখিল কৃপ কিছু নাই পাশে।
হাতে গদা লইয়া আইল ক্রোধ বশে॥
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর করেন সন্ধান।
হাতের গদাতে মারিলেন দশ বাণ॥
খণ্ড২ করিয়া ফেলেন গদা কাটি।
সব গদা কাটিলে রহিল বজ্রমুটি॥
বিবস্ত্র নিঅস্ত্র কৃপ সর্ব্বাঙ্গ বিকল।
পরিধান ধুতী আর উত্তরী কেবল॥
কর যোড়ে বলিলেন কুন্তীর নন্দন।
এ বেশে আচার্য্য কোথা করিছ গমন॥
অম্বরে অমরবৃন্দ দেখিছে কৌতুক।
লাজে শরদ্বানপুত্র হইল অধোমুখ॥
চতুর্দ্দিগহইতে আইল যোদ্ধাগণ।
রথে চড়াইয়া কৃপে করিল গমন॥
কৃপাচার্য্যভঙ্গ যদি হইল সমরে।
অর্জ্জুন বলেন তবে বিরাটকুমারে॥
রক্ত বর্ণ চারি ঘোড়া যোড়া যেই রথে।
শীঘ্র রথ লহ মোর তাঁহার অগ্রেতে॥
শুনিয়া বিরাটপুত্র বায়ুবত বেগে।
চালাইয়া দিল রথ দ্রোণাচার্য্য আগে॥
নিকটে দেখিয়া দ্রোণ অর্জ্জুনের রথ।
আগু বাঢ়ি আপনি আইল কত পথ॥
গুরু দেখি পার্থ অস্ত্র যুড়েন যুগল।
দুই অস্ত্র পড়িল যুগল পদতল॥
আচার্য্য যুগল অস্ত্র এড়িল তখন।
দুই ভুজে ধরি পার্থে কৈল আলিঙ্গন॥
কর যুড়ি আচার্য্যে বলেন ধনঞ্জয়।
যুদ্ধসজ্জা কিহেতু দেখি যে মহাশয়॥
কাহার সহিত যুদ্ধ করিবা আপনে।
আমারে মারিবা অস্ত্র হেন লয় মনে॥
অশ্বত্থামাধিক আমি তোমার পালিত।
কোন দোষে তব পায় নহি যে দোষিত॥
পাশা কালে কথা তুমি জানত আপনে।
কপটে যতেক দুঃখ দিল দুষ্টগণে॥
দ্বাদশ বৎসর বনে বঞ্চিলাম ক্লেশে।
বৎসরেক অজ্ঞাত বঞ্চিনু ক্লীববেশে॥
এ কষ্টের হেতু যেই বৈরি দুষ্টগণ।
এত দিনে পাইলাম তার দরশন॥
যথোচিত ফল আজি দিব আমি তারে।
দুঃখ নিবেদন এ করিলাম তোমারে॥
ইহাতে আপনি প্রভু না করিবা ক্রোধ।
তুমি কোপ করিলে না করি উপরোধ॥
আজ্ঞা কর একভিতে লহ নিজ রথ।
দুর্য্যোধন ভেটিব ছাড়িয়া দেহ পথ॥
হাসিয়া বলিল দ্রোণ এ কোন উচিত।
কৌরবের সেনাগণ আমার রক্ষিত॥

মম অগ্রে কৌরবেরে করিবা ঘাতন।
দাণ্ডাইয়া কিমতে করিব দরশন॥
পার্থ বলেন পাছে দোষ না দিও আমায়।
তোমার শিক্ষিত বিদ্যা দেখাব তোমায়॥
এত শুনি গুরু ক্রোধে হয়ে হুতাশন।
আকর্ণ পূরিয়া এড়ে দিব্য অস্ত্রগণ॥
তিনশত অস্ত্র মারে অর্জ্জুনউপর।
কাটিয়া অর্জ্জুন বীর ফেলিলেন শর॥
বাণ ব্যর্থ দেখি গুরু ক্রোধে গুরুতর।
অর্জ্জুনে মারিল পুন সহস্র তোমর॥
অন্ধকার করি যায় গগণ মণ্ডলে।
শরদের কালে যেন হংসপঁক্তি চলে॥
দিব্য অস্ত্র ধনঞ্জয় পূরিয়া সন্ধান।
কাটিয়া ফেলেন যত আচার্য্যের বাণ॥
পুন দিব্য অস্ত্র গুরু মন্ত্রে অভিষেকি।
সম্বর সম্বর বলে অর্জ্জুনেরে ডাকি॥
আকাশে উঠিল অস্ত্র যেন দিবাকর।
মুখহইতে বৃষ্টি হয় মুষল মুদ্গার॥
পরশু তোমর জাঠি নাহি লেখা জোখা।
চতুর্দ্দিগে পড়ে যেন জ্বলন্ত উলুকা॥
অস্ত্র এড়ি দ্রোণাচার্য্য ব্যথিত হৃদয়।
ডাকিয়া বলিল সম্বরহ ধনঞ্জয়॥
দেখিয়া অর্জ্জুন বাণ এড়েন গান্ধর্ব্ব।
নিমিষেকে নিবারেন গুরু অস্ত্র সর্ব্ব॥
দোঁহে দিব্য শিক্ষা বাণ না করে বিশ্রাম।
গুরু শিষ্যে এই মত হইল সংগ্রাম॥
ক্রোধে গুরু পঞ্চ বাণ মারে কপিধ্বজে।
বাণাঘাতে কপিধ্বজ অধিক গরজে॥
পুনঃ দিব্য সন্ধান পূরিল গুরু দ্রোণ।
গগণ ছাইয়া কৈল অস্ত্র বরিষণ॥
না দেখি বানর ধ্বজ সারথি অর্জ্জুন।
মেঘে যেন আচ্ছাদিল না দেখি অরুণ॥
দ্রোণের বিক্রমে উল্লসিত দুর্য্যোধন।
নিমিষেকে অস্ত্র তাঁর কাটেন অর্জ্জুন॥
তবে পার্থ দিব্য অস্ত্র করিয়া সন্ধান।
আচার্য্যেরে মারিলেন সহস্রেক বাণ॥
সহস্র২ বাণ আচার্য্য মারিল।
দুই অস্ত্রে গগণেতে মহাশব্দ হৈল॥
ঢাকিল সূর্য্যের তেজ ছাইল আকাশ।
অন্ধকার হইল সূর্য্য রুধিল বাতাস॥
অস্ত্র২ ঘরিষণে হইল উল্কা বৃষ্টি।
অমর ভুজঙ্গ নর চাহে এক দৃষ্টি॥

আকাশে প্রশংসা করে যত দেবগণ।
সাধু দ্রোণাচার্য্য ভরদ্বাজের নন্দন॥
যাহার শিক্ষিত বিদ্যা অদ্ভুত দরশন।
যার শিষ্য ধনঞ্জয় জয়ী ত্রিভুবন॥
তবে পার্থ ইন্দ্র অস্ত্র যোড়েন গাণ্ডীবে।
সহস্র২ বাণ যাহাতে প্রসবে॥
মন্ত্রে অভিষেকিয়া মারেন সেই ক্ষণ।
চক্ষুর নিমেষে সব ছাইল গগণ॥
যেন মহাদাবাগ্নিতে বেড়িল পর্ব্বত।
অস্ত্র অগ্নি আচ্ছাদিল নাই দেখি পথ॥
অগ্নিতে বেড়িল দ্রোণে নাই দেখি আর।
যতেক কৌরব বল করে হাহাকার॥
সাধু ধনঞ্জয় বলি ডাকে দেবগণ।
সুগন্ধি কুসুম পুষ্প করে বরিষণ॥
বাপের সঙ্কট দেখি অশ্বত্থামা বেগে।
জনকে করিয়া পাছে হইল পার্থ আগে॥
যেইবেগে হৈল আগে দ্রোণের তনয়।
ধ্বজ কাটি ফেলিলেন বীর ধনঞ্জয়॥
অশ্বত্থামা আগেতে পড়িল কাটা চূড়া।
না করিতে সংগ্রাম হইল রথ মুড়া॥
লজ্জিত হইয়া ক্রোধে দ্রোণের নন্দন।
অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ॥
প্রলয়ের মেঘ যেন মুষলের ধারে।
সেই মত অস্ত্র বৃষ্টি করে পার্থোপরে॥
দিবানিশি নাই জ্ঞান অস্ত্রে আচ্ছাদিল।
আছুক অন্যের কায পবন রুধিল॥
অশ্বত্থামা অর্জ্জুনের যুদ্ধ অনুপম।
যেন ইন্দ্র বৃত্রাসুর রাবণ শ্রীরাম॥
পূর্ব্বে যেন সংগ্রাম হইল সুরাসুর।
দোঁহার ধনুর ঘোষে কম্পে তিন পুর॥
ঝাঁকে২ অস্ত্র বৃষ্টি নাই লেখা জোখা।
অস্ত্র বিনা রণমধ্যে অন্য নাই দেখা॥
চট২ শব্দেতে কর্ণেতে লাগে তালি।
দোঁহার অস্ত্র দোঁহে কাটে দোঁহে মহাবলী॥
বিচিত্র চালায় রথ উত্তর সারথি।
চক্রবত ভ্রমে যেন বায়ুসম গতি॥
অর্জ্জুনের ছিদ্র দ্রৌণি চিন্তিয়া অন্তরে।
গাণ্ডীব ধনুক চাহে কাটিবার তরে॥
অচ্ছেদ্য অভেদ্য ধনু দেবের নির্ম্মাণ।
কি করিতে পারে তাহা মানুষ পরাণ॥
মহাক্রোধে অশ্বত্থামা হইয়া ক্রোধিত।
সপ্ত চত্বারিংশ শর মারিল ত্বরিত॥

ধনুকে বিংশতি ধনুর্গুণে সপ্ত শর।
কপিধ্বজে দশ দশ উত্তর উপর॥
ক্রোধে ধনঞ্জয় করিলেন শর বৃষ্টি।
প্রলয়ের কালে যেন সংহারিতে সৃষ্টি॥
কভু দক্ষ হস্তে বিন্ধে কভু বিন্ধে বামে।
এই মত শর বৃষ্টি করিলেন ক্রমে॥
অক্ষয় পার্থের তূণ পূর্ণ অস্ত্রময়।
যত বিন্ধে তত হয় নাহি তার ক্ষয়॥
সেই মত দ্রোণপুত্র অস্ত্র বৃষ্টি কৈল।
দোঁহাকার শরজালে পৃথিবী ঢাকিল॥
সহস্র২ অস্ত্র মারে পুনঃ২।
কতক্ষণে দ্রৌণির হইল শূন্য তূণ॥
রণমধ্যে অশ্বত্থামা নিঅস্ত্র হইল।
দেখিয়া সূর্য্যের পুত্র ক্রোধেতে ধাইল॥
বিজয় নামেতে ধনু ভৃগুপতিদত্ত।
আকর্ণ পূরিয়া যায় যেন গজ মত্ত॥
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর ছাড়িয়া দ্রোণিরে।
সম্মুখে দেখিয়া কর্ণে কহিছেন তারে॥
ক্রোধে কন ধনঞ্জয় চক্ষু রক্তবর্ণ।
হে রাধেয় মূঢ়মতি সূতপুত্র কর্ণ॥
অনুক্ষণ কহিস করিয়া অহঙ্কার।
পৃথিবীতে বীর নাই সমান আমার॥
সে কথার পরীক্ষা করিব এই ক্ষণে।
সাক্ষাতে দেখুক আজি কুরুবীরগণে॥
সভামধ্যে বসি যত কৈলা অহঙ্কার।
ক্ষত্র হয়ে প্রাণে তাহা সহিবে কাহার॥
দ্রৌপদীর অপমান যতেক করিলি।
না জানিস সেই সব পাসরিল বলি॥
ধর্ম্ম পাশে বন্দি আছিলাম সেইকালে।
সকল সহিল কষ্ট যতেক করিলে॥
অগ্নিবত অঙ্গেতে দহিছে সেই ক্লেশ।
অরণ্যের মহাকষ্ট অজ্ঞাত বিশেষ॥
আজি তোরে দিব আমি সমুচিত ফল।
সাক্ষাতে দেখুক আজি কৌরবসকল॥
এত শুনি কহিতে লাগিল কর্ণ বীর।
নাহিক সম্ভ্রম কিছু নির্ভয় শরীর॥
যে কহিলা ধনঞ্জয় কর শীঘ্রগতি।
যত পরাক্রম তোর যতেক শকতি॥
পাশাকালে কৃষ্ণার যতেক অপমান।
আজি কৈলা বলিয়া সকলি তুই জান॥
দ্রোণস্থানে ইন্দ্রস্থানে যে অস্ত্র পাইলি।
যে পার করহ শীঘ্র এই তোরে বলি॥
ইন্দ্র আদি সহায় করহ যদি রণে।
বাহুড়িয়া যাবা হেন না করিহ মনে॥
এত শুনি হাসিয়া বলেন ধনঞ্জয়।
লজ্জা যার থাকে সে কি হেন কথা কয়॥
এই ক্ষণে পূর্ণ নাই হইতে প্রহর।
বিদ্যমানে কাটিলাম তোর সহোদর॥
ভঙ্গ দিয়া পলাইলি লইয়া জীবন।
কোন মুখে কহ পুন এ দর্প বচন॥
যাহা কহ নহ শক্ত করিতে সে কায।
সভামধ্যে কহিতে না বাস তুমি লাজ॥
এত বলি অর্জ্জুন ধনুকে যুড়ি বাণ।
কর্ণোপরি মারিলেন বজ্রের সমান॥
অস্ত্রে অস্ত্র নিবারিল কর্ণ মহাবল।
কূলেতে নিবৃত্ত যেন হয় সিন্ধুজল॥
তবে দিব্য পঞ্চ বাণ মারিল অর্জ্জুন।
ফেলিলেন কর্ণের ধনুর কাটি গুণ॥
আর গুণ চড়াইল সংগ্রামে নিপুণ।
সেহো গুণ কাটি তবে ফেলেন অর্জ্জুন॥
গুণ চড়াইতে কাটিলেন ধনঞ্জয়।
ধনু ছাড়ি শক্তি নিল সূর্য্যের তনয়॥
এড়িলেক শক্তিগোটা সূর্য্য সম জ্বলে।
মহাশব্দ করি আইসে গগণ মণ্ডলে॥
অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া পার্থ করি খণ্ড২।
দুই বাণে কাটিলেন সারথির মুণ্ড॥
কাটিলেন মত্ত হস্তী ধ্বজ শোভাকার।
দেখিয়া কৌরবসৈন্য করে হাহাকার॥
কর্ণের সহায় ছিল বহু রথিগণ।
অর্জ্জুনে বেড়িয়া করে বাণ বরিষণ॥
কাটিয়া সকল বাণ পার্থ মহাবল।
মুহূর্ত্তেকে মারিলেন সহায়সকল॥
দিব্য বাণ এড়িলেন পার্থমহাচণ্ড।
কর্ণের কবচ করিলেন খণ্ড২॥
বাণাঘাতে ব্যথিত হইয়া অঙ্গনাথ।
চিন্তিয়া দেখিল আর অস্ত্র নাই সাত॥
বিশেষে অর্জ্জুনবাণে শরীর পীড়িল।
রণ ত্যজি কর্ণবীর পৃষ্ঠে ভঙ্গ দিল॥
কর্ণ যদি ভঙ্গ দিল সংগ্রামভিতর।
ভঙ্গ দিয়া পলাইল যত কুরুবর॥
পলায় বিকর্ণ বিবিংশতি মহাবল।
চিত্রসেন বেগে ধায় শকুনি সৌবল॥
শকুনি পলায়া যায় অর্জ্জুনের আগে।
দেখিয়া অর্জ্জুন রথ চালাইলেন বেগে॥

শকুনিরে আগুলিয়া রহাইল রথ।
ফাঁফর সৌবল পলাইতে নাহি পথ ॥
মুখেতে উড়িল ধূলা নাই সরে কথা।
অর্জ্জুনেরে দেখিয়া করিল হেট মাথা ॥
অর্জ্জুন বলেন কোথা পলাহ মাতুল।
তুমি সে আমার কষ্ট করিবার মূল ॥
তোমারে মারিলে সব দুঃখ বিমোচন।
কপট পাশায় যত তুমি সে কারণ ॥
তোমায় আমায় আজি খেলাইব পাশা।
নিঃশব্দ হইলা কেন নাহি কহ ভাষা ॥
ধনুক করিব পাশা অস্ত্রগণ অক্ষ।
মস্তক করিব সারি যত তোর পক্ষ ॥
তুমি সে কৌরবকুলে দুষ্ট বুদ্ধিদাতা।
সব দ্বন্দ্ব ঘুচিবে কাটিলে তোর মাথা ॥
চিন্তিয়া শকুনি কহে করিয়া উপায়।
যতেক কহিলা তাত তোরে না যুয়ায় ॥
তোমার শকতি আমা না পার মারিতে।
আমার প্রতিজ্ঞা সহদেবের সহিতে ॥
অবধ্য তোমার শত্রু জানহ আপনে।
অঙ্গে ঘাত করিতে নারিবা কদাচনে ॥
আমার প্রতিজ্ঞা তুমি জান ভালমতে।
অস্ত্রাঘাতে পারি ক্ষিতি দাহন করিতে ॥
আমার সাক্ষাতে যুদ্ধে হবে কোন জন।
প্রাণ লয়ে শীঘ্রগতি পলাহ অর্জ্জুন ॥
এত বলি আকর্ণ পূরিয়া অস্ত্র মারে।
নানা অস্ত্র বৃষ্টি করে অর্জ্জুন উপরে ॥
শুনিয়াত অর্জ্জুনের হইল স্মরণ।
প্রতিজ্ঞা করিল পূর্ব্বে মাদ্রীর নন্দন ॥
চিন্তিয়া অর্জ্জুন অস্ত্র মারে বেড়াপাক।
রথ ফিরে শকুনির কুমারের চাক ॥
ভ্রমাইয়া লয়ে গেল রজকের গৃহে।
খর পৃষ্ঠে চাপাইয়া বান্ধিলেক তাহে ॥
অদ্ভুত দেখে যে দূরে কুরুবীরগণ।
চক্রাকার ভ্রমি বুলে সুবলনন্দন ॥
শকুনির বিপাক দেখিয়া লোকে হাসে।
আর যত কুরুসৈন্য পলায় তরাসে ॥
ঊর্দ্ধ শ্বাস হীনবাস ধায় সব বীর।
ভীষ্মের চরণে গিয়া রাখয়ে শরীর ॥
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
কাশীরাম দাসে কহে শুনে সাধুনর ॥

## অথ ভীষ্মের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ।
### পয়ার।

উত্তরে চাহিয়া বলিলেন ধনঞ্জয়।
এথাহইতে লহ রথ বিরাটতনয় ॥
ভয়েতে আবৃত হইয়া সকলে পলায়।
ভয়ার্ত্ত জনেরে মারিবারে না যুয়ায় ॥
ক্ষুদ্রজীবী নির্ব্বলে মারিয়া কোন কর্ম্ম।
বিশেষে ভয়ার্ত্ত জনে মারিলে অধর্ম্ম ॥
যথায় শান্তনুপুত্র ভীষ্ম পিতামহ।
শীঘ্র তাঁর অগ্রেতে আমার রথ লহ ॥
তাঁহার রক্ষিত সব কৌরবের সেনা।
তাঁহারে জিনিলে সে জিনিব সর্ব্বজনা ॥
উত্তর বলিল মোর শক্তি নাই আর।
কেমতে রথের অশ্ব চালাব তোমার ॥
হের দেখ অঙ্গ মোর হইল বিবর্ণ।
অনুক্ষণ শব্দেতে বধির হৈল কর্ণ ॥
কুম্ভকার চক্রপ্রায় ভ্রমে মোর মনে।
দিবানিশী নাই জ্ঞান না দেখি নয়নে ॥
পুনঃ২ তোমার গর্জন হুহুঙ্কার।
বিপরীত শব্দ তব ধনুক টঙ্কার ॥
শরীরের রক্ত মোর হইল জলবত।
দিগগণ ভ্রমি যেন না দেখি যে পথ ॥
বিশেষে তোমার কর্ম্ম অদ্ভুত কাহিনী।
দেখিবার থাকু কভু কর্ণে নাহি শুনি ॥
কখন আদান কর কখন সন্ধান।
লক্ষিতে না পারি তুমি কারে ছাড় বাণ ॥
অনুক্ষণ দেখি ধনু মণ্ডল আকার।
শত হস্ত হয় চিত্তে লাগয়ে আমার ॥
পূর্ব্বের সে রূপ তব নাহিক এখন।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি ভয় পায় মন ॥
শীঘ্র কর মহাবীর ইহার উপায়।
কহিনু নিশ্চয় মোর প্রাণ বাহিরায় ॥
পার্থ বলেন কি কহিছ বিরাটকুমার।
ক্ষত্রিয় লক্ষণ কিছু না দেখি তোমার ॥
সমুহ শত্রুর মাঝে কহিস এমত।
কি উপায় আছে ইথে কে চালাবে রথ ॥
স্থির হও ত্যজ ভয় ধর অশ্বদড়ি।
চাপিয়া বৈশহ লহ প্রবোধের বাড়ি ॥
এখনি কেমনে চাহ ত্যজিবারে রণ।
ক্ষণেক থাকিয়া দেখ বিরাটনন্দন ॥

আজি সব বিনাশিব কৌরবের সেনা।
মম ভুজ তেজ আজি দেখুক সর্ব্বজনা॥
ক্ষিতিমধ্যে দেখাইব রক্তের কর্দ্দম।
বহাইব নদী সভে দেখাইব যম॥
রুধির করিব নীর কুম্ভীর কুঞ্জর।
কচ্ছপ হইবে অশ্ব মীন হবে নর॥
হস্ত পদ হবে সব তৃণ কাষ্ঠ বত।
হংসবত ভাসিয়া বুলিবে সব রথ॥
কি যুদ্ধ দেখিয়া তোর শুষ্ক হইল কায়।
রাজপুত্র তোর হেন কর্ম্ম কি যুয়ায়॥
কালানল প্রায় এই দেখ ভীষ্ম বীর।
কুরু সৈন্যে মীন যেন সাগর গম্ভীর॥
শীঘ্র রথ লহ মম তাঁহার সম্মুখে।
আমার হস্তের বেগ দেখাব তাঁহাকে॥
পূর্ব্বে আমি সুরপুরে এই ধনু ধরি।
নিষ্কন্টক স্বর্গ করিলাম দৈত্য মারি॥
পুলোমাদি নিবাত কবচ কালকেয়।
সিন্ধুপুর হেমপুরবাসি অপ্রমেয়॥
ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম সভে মহাবলা।
বাণে উড়াইলাম যেন শিমুলের তুলা॥
সেই মত আজি আমি করিব সমর।
ক্ষত্র পরাক্রমে বৈস রথের উপর॥
এত বলি তার অঙ্গে হাত বুলাইয়া।
উত্তরে করেন শক্ত আশ্বাস করিয়া॥
পুনরপি উত্তর বসিল সিংহবত।
ধরিয়া ঘোড়ার দড়ি চালাইল রথ॥
বায়ুবেগে নিল রথ ভীষ্মের গোচর।
পার্থ দেখি আগু হৈল ভীষ্ম বীরবর॥
পিতামহপদ ধৌত বিচারিয়া মনে।
বারুণ যুগল অস্ত্র মারেন চরণে॥
দেখি দুই অস্ত্র ভীষ্ম মারিল তখন।
অর্জ্জুনের শিরে গিয়া করিল চুম্বন॥
ভীষ্ম রথরক্ষক আছিল চারি জন।
দুঃসহ দুর্ম্মুখ বিবিংশতি দুঃশাসন॥
আগু হইয়া পথে আসি আগুলিল রথ।
জ্বলন্ত আগুনে যেন পতঙ্গের বত॥
আকর্ণ পূরিয়া বাণ মারে দুঃশাসন।
অর্জ্জুনউপরে করে বাণ বরিষণ॥
হাসিয়া মারেন পার্থ তারে পঞ্চ শর।
বাণাঘাতে দুঃশাসন হইল ফাঁফর॥
বেগে পলাইয়া যায় নাহি চায় পাছে।
আর তিন বীর গিয়া বেড়িলেক পিছে॥
দুই বাণে বিকর্ণে করেন অচেতন।
দেখি ভঙ্গ দিয়া যায় আর দুই জন॥
ভঙ্গ দিল চারি বীর দেখিয়া সংগ্রাম।
আগু হয়ে পার্থ ভীষ্মে করেন প্রণাম॥
পার্থ বলিলেন দেব ভদ্র আপনার।
কিহেতু এ মৎস্যদেশ গমন তোমার॥
বিরাটের গবী নিতে আসিয়াছ প্রায়।
এমত কুকর্ম্ম কি তোমারে শোভা পায়॥
পরগবী লইতে যতেক হয় পাপ।
আপনি জানহ তুমি অঙ্গে ভুঞ্জে তাঁপ॥
তথাপিহ লোভ নাই পার সম্বরিতে।
সসৈন্যেতে আসিয়াছ পরগবী নিতে॥
ভীষ্ম বলেন নাহি আসি গবীর কারণ।
তুমি আছ এথায় কহিল দূতগণ॥
বহু দিন নাই দেখি ব্যাকুলিত চিত্ত।
দুর্য্যোধন সহ আইলাম এ নিমিত্ত॥
ক্ষত্রিয় নিয়ম আছে বেদের বচন।
বাহুবলে শাসিবেক পর রাজ্য ধন॥
আমার এ ধন রাজ্যে কোন প্রয়োজন।
যতেক করি যে তোমাসভার কারণ॥
পার্থ বলেন পিতামহ তোমার প্রসাদে।
বঞ্চিলাম ত্রয়োদশ বর্ষ অপ্রমাদে॥
তোমার প্রসাদে আমা ভাই পঞ্চ জনে।
বহু২ কষ্টে রক্ষা পাইলাম বনে॥
তুমি সে গুরুর গুরু হও মহাগুরু।
কুরুবংশকর্ত্তা তুমি যেন কল্পতরু॥
এমত সময়ে তুমি হইলা সদয়।
তোমার প্রসাদে করি কুরুসৈন্য জয়॥
পাশাকালে দুঃখ তুমি জানহ আপনে।
তাহার উচিত ফল দিব দুষ্টগণে॥
আজ্ঞা কর একভিতে লৈতে নিজ রথ।
দুর্য্যোধনে ভেটিব ছাড়িয়া দেহ পথ॥
ভীষ্ম বলেন আমার রক্ষিত দুর্য্যোধন।
আমা না জিনিলে কোথা পাবা দরশন॥
অর্জ্জুন বলেন তবে বিলম্বে কি কায।
শীঘ্র কর উপায় রাখিতে কুরুরাজ॥
এত শুনি কুপিত হইল কুরুবর।
অষ্ট বাণ প্রহারিল অর্জ্জুনউপর॥
অষ্টগোটা ভুজঙ্গ সদৃশ অষ্ট শর।
মহাশব্দে চলি যায় অর্জ্জুনউপর॥
দিব্য ভল্ল দিয়া কাটিলেন ধনঞ্জয়।
পুন দিব্য অস্ত্র মারে গঙ্গার তনয়॥

মহাশব্দে আইসে বাণ ভাস্করসমান।
অর্দ্ধ পথে অর্জ্জুন করেন খান২ ॥
দুই জনে যুদ্ধ হইল অতিভয়ঙ্কর।
নানা বর্ণে এড়িলেন চোখ২ শর ॥
দোঁহে দোঁহাকার বাণ করেন বারণ।
অনিমিষ দোঁহাকার নয়নে নয়ন ॥
অনলে বারুণ মারে বায়ব্যে বারুণি।
আকাশে বায়ব্য মারে শীতেতে আগুনি ॥
পন্নগে পন্নগাশন বায়ুতে পর্ব্বত।
পুনঃ২ দোঁহে অস্ত্র করে এই মত ॥
দোঁহাকার শরজালে ত্রৈলোক্য কম্পিত।
চট২ শব্দ যে হইল অপ্রমিত ॥
দোঁহাকার বাণে দোঁহে ব্যথিত হৃদয়।
দোঁহাকার অঙ্গে ঘন রক্ত জল বয় ॥
সাধু পার্থ সাধু ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।
সাধু২ প্রশংসা করিছে দেবগণ ॥
ইন্দ্র অস্ত্র দিয়া তবে ইন্দ্রের নন্দন।
কাটিলেন ভীষ্মের হাতের শরাসন ॥
আর ধনু ধরি ভীষ্ম বরিষয়ে বাণ।
সেহ ধনু কাটিলেন করিয়া সন্ধান ॥
দিব্য অস্ত্রে কাটিলেন কবচ তাঁহার।
তীক্ষ্ণ অস্ত্র দশদিয়া করেন প্রহার ॥
বাণাঘাতে অচেতন গঙ্গার তনয়।
দেখিয়া বিস্ময় মানি চাহে কুরুচয় ॥
মহাভারতের কথা অমৃতসমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

### অথ দুর্য্যোধনের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ ও কুরুসৈন্য মোহ।

অচেতন দেখি রথ ফিরায় সারথি।
ভীষ্ম ভঙ্গ দেখি ক্রোধে ধায় কুরুপতি ॥
গজেন্দ্র চড়িয়া যেন ইন্দ্র দেবরাজ।
চতুর্দ্দিগে বেড়ি ধায় ক্ষত্রিয় সমাজ ॥
উনশত সহোদর বেষ্টিত চৌপাশে।
সভে অস্ত্র শস্ত্র পার্থ উপরে বরিষে ॥
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর করিয়া সন্ধান।
দুর্য্যোধনে প্রহার করেন দশ বাণ ॥
মহাক্রোধে কাটিয়া পাড়েন তার ধনু।
কবচ কাটেন দুই ছয় বাণে তনু ॥
প্রহার করেন ভল্ল গজেন্দ্র মস্তকে।
বজ্রাঘাতে যেন গিরিশৃঙ্গ শতমখে ॥
পৃথিবীতে দন্ত দিয়া পড়িল বারণ।
লাফ দিয়া ভূমিতে পড়িল দুর্য্যোধন ॥
দুর্য্যোধনভঙ্গ দেখি যত সহোদর।
পাছু নাই চাহে সভে পলায় সত্বর ॥
পাছু থাকি ডাকেন অর্জ্জুন ইন্দ্রসুত।
কি কর্ম্ম করিস লোকে শুনিতে অদ্ভুত ॥
স্ব সৈন্য সহিত সঙ্গে শত সহোদর।
পৃথিবীর উপরে বলাহ দণ্ডধর ॥
যুধিষ্ঠির রাজার দাসত্বকারী আমি।
মোরে দেখি পলাসি হইয়া ক্ষিতিস্বামী ॥
সসৈন্যে পলায়ে যাসি শৃগালের প্রায়।
এই মুখে রাজ্য ভোগ ইচ্ছ হস্তিনায় ॥
এতেক সহায় তোর গেল কোথাকারে।
মারিলে এখন আমি কে রাখিতে পারে ॥
শত্রু নিজ বশ হইলে কে ছাড়ে মারিতে।
যদি মারি কোথা পথ পাবা পলাইতে ॥
ছাড়িলাম যাহ লয়ে নির্লজ্জ জীবন।
ব্যর্থ নাম ধর তুমি মানী দুর্য্যোধন ॥
পলাইলা মম ভয়ে শৃগালের প্রায়।
এইমুখে গবী লৈতে ধাইলা হেতায় ॥
পলায়িত জনে আমি না মারি কখন।
ভীমসেন হৈলে তোর লইত জীবন ॥
অর্জ্জুনের এতেক কর্কশ বাক্য শুনি।
ক্রোধে নেউটিল দুর্য্যোধন মহামানী ॥
লাঙ্গুলে মারিলে যেন নেউটে ভুজঙ্গ।
অঙ্কুশ কষণে যেন নেউটে মাতঙ্গ ॥
নেউটিল দুর্য্যোধন দেখি বীরগণ।
চতুর্দ্দিগে ধাইয়া আইল সর্ব্বজন ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা শাল্ব কর্ণ।
দুঃশাসন মহাবল দুঃসহ বিকর্ণ ॥
সহস্র২ রথী বেড়িল অর্জ্জুনে।
চতুর্দ্দিগে নানা অস্ত্র বর্ষে ক্ষণে ক্ষণে ॥
জাঠী শূল মুষল মুদ্গার ভিন্দিপাল।
আকাশ ছাইয়া সভে করে শরজাল ॥
হাসিয়া অর্জ্জুন এড়িলেন দিব্য বাণ।
সভাকার রথধ্বজ হইল খানখান ॥
গজেন্দ্রমণ্ডলে যেন বিহরে কেশরী।
দানবগণের মধ্যে যেন বজ্রধারী ॥
সিন্ধু জলমধ্যে যেন পর্ব্বত মন্দর।
কুরুবল মথেন অর্জ্জুন একেশ্বর ॥
কখন দক্ষিণ হস্তে কভু বাম করে।
ভৈরব মুরতি দেখি সংগ্রাম ভিতরে ॥

গাণ্ডীবের মূর্ত্তি অস্ত্র বিনা নাই দেখি।
লক্ষ২ অস্ত্র মারে দিনকর ঢাকি ॥
পড়িল অনেক সৈন্য হয় রথ গজ।
পৃথিবী আচ্ছাদি পড়ে ছত্র রথধ্বজ ॥
তথাপিহ কুরুগণ যুদ্ধ না ছাড়িল।
লক্ষপুর করি একা অর্জ্জুনে বেড়িল ॥
অর্জ্জুনের মনে এই চিন্তা উপজিল।
জীয়ন্তে কৌরবগণ যুদ্ধ না ছাড়িল ॥
পরকার্য্যে জ্ঞাতিবধ করিলে বহুত।
না জানি কি কহিবেন শুনি ধর্ম্মসুত ॥
ছাড়ি গেলে কৌরব কহিবে পলাইল।
কি উপায় করি ইহা বিষম হইল ॥
তবে ইন্দ্রদত্ত অস্ত্র হইল স্মরণ।
সম্মোহন নাম অস্ত্র মোহে রিপুগণ ॥
মন্ত্রে অভিষেকিয়া মারেন সেই বাণ।
মোহ গেল কুরুগণ নাই কার জ্ঞান ॥
রথে রথী পড়িল অশ্বেতে আশোআর।
গজেতে মাহুত পড়ে নিদ্রিত আকার ॥
সর্ব্ব সৈন্য মোহপ্রাপ্ত দেখিয়া অর্জ্জুন।
উত্তরার বাক্য মনে হইল স্মরণ ॥
উত্তরে বলেন আসিবার কালে রণে।
তব ভগিনী মাগিয়াছে পুতলী বসনে ॥
আনহ সভার বস্ত্র মস্তকহইতে।
যার২ চিত্র বস্ত্র লয় তব চিতে ॥
ভীষ্ম দ্রোণ দোঁহার না দিবে অঙ্গে কর।
আর সভাকার বস্ত্র আনহ উত্তর ॥
সভে মুগ্ধ হইয়াছে নাহি তোর ভয়।
যথাসুখে আন গিয়া যাহা মনে লয় ॥
পার্থের বচন শুনি উত্তর নামিল।
ভাল২ পাগ বীর বাছিয়া লইল ॥
দুর্য্যোধন কর্ণ দুঃশাসন আদি করি।
মুকুট করিয়া দূর কেশ মুক্ত করি ॥
রথীগণে বসাইল গজের উপরে।
রথের উপরে বসাইল আসোআরে ॥
এই মত উত্তর করিয়া বহু জন।
পুনরপি উঠে রথে লইয়া বসন ॥
পার্থের অদ্ভুত কর্ম্ম দেখি দেবগণ।
সুগন্ধি কুসুম বৃষ্টি করে সেইক্ষণ ॥
অপূর্ব্ব হইল শোভা ধরণীমণ্ডলে।
কানন বিচিত্র যেন বসন্তের কালে ॥
পড়িল অনেক সৈন্য লিখন না যায়।
জীয়ন্তে আছিল যেহ সেহ মৃতপ্রায় ॥
ভয়ঙ্কর হইল ভূমি দেখি লাগে ভয়।
রক্ত মাংসাহারী ধায় সানন্দ হৃদয় ॥
শৃগাল কুকুরগণ করে কোলাহল।
গৃধিনী শকুনি কাক ছাইল সকল ॥
শোণিতে বহিল নদী অতিবেগবতী।
হয় রথ পদাতিক ভাসে মত্ত হাতী ॥
নাচয়ে কবন্ধগণ ধনুঃশর হাতে।
ভূত প্রেত যোগিনী পিশাচগণ সাথে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

### লঘু ত্রিপদী।

আইল চামুণ্ডা করে খর খাণ্ডা
গলে দোলে মুণ্ডমালা।
লহ লহ জিহ্বা বিদ্যুতের প্রভা
ঘন বদন করালা ॥
বিকট দশনা শোণিত রসনা
ভৈরবী ভৈরব ডাকে।
সঙ্গে শত শিবা অতিশয় শোভা
ভূত প্রেতগণ থাকে ॥
সভার কুণ্ডল মিহির মণ্ডল
দোলয়ে যুগল গণ্ডে।
দনুজদলনী সক্রোধ চাহনী
গলে নরমালা মুণ্ডে ॥
যুগ্ম পয়োধর জিনিয়া ভূধর
দশ অষ্ট চতুর্ভুজা।
অধরে বারুণী সদা মুক্ত বেণী
সর্ব্ব দেবে করে পূজা ॥
উদর সমুদ্র সশঙ্কিত রুদ্র
গম্ভীর উচ্চ শবদা।
পর্ব্বত কন্দরা সদৃশ খর্পরা
সদাই আনন্দ হৃদা ॥
চিরদিনে কৃষ্ণা অতিশয় তৃষ্ণা
সংগ্রাম শুনিয়া আইসে।
দেখি কুতূহল হাসে খল২
কম্পে সুরাসুর ত্রাসে ॥
সঙ্গে সহচর ভূচর খেচর
ধায়ে চতুর্দ্দিগে বেড়ে।
ফেলি নর মুণ্ডে তুলি ধরে তুণ্ডে
যেমন গেন্দুয়া পড়ে ॥

করতালী বাদ্যে রণ ভূমিমধ্যে
নাচয়ে বিহ্বলমতী।
কটিতে সুন্দর ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বর
চরণে বিদরে ক্ষিতি॥
ঘোর রণস্থলী আথালী পাথালী
পড়িল তুরঙ্গ সেনা।
নদী বহে রক্তে খরতর স্রোতে
পর্ব্বত সদৃশ ফেণা॥
তুরঙ্গম সব সদৃশ কচ্ছপ
কুম্ভীর মকর গজ।
রথ সহ রথী যেন যূথপতি
ভাসি যায় রথধ্বজ॥
ছত্র হইল পত্র পুষ্প হইল বস্ত্র
ভুজকমলের দণ্ড।
সদৃশ জলধি তৃণ কাষ্ঠআদি
ভাসে করপদ খণ্ড॥
কাটাপদ কর ছিন্ন কলেবর
শত২ ছত্র দণ্ড।
দীঘল কুন্তল শ্রবণে কুণ্ডল
ভাসি যায় নর মুণ্ড॥
প্রলয় গম্ভীর বহিছে রুধির
ক্রীড়য়ে কালীর গণ।
কত উঠে ডুবে ধরি আনি শবে
ভক্ষয়ে মেলি বদন॥
খর্পর ভরিয়া উদর পূরিয়া
করিল রুধিরপান।
অর্জ্জুনে কল্যাণ করি নিজ স্থান
কালিকা কৈল পয়াণ॥
ভারত অমৃত পীয়ে অনুব্রত
শ্রুতিযুগে সাধু জন।
কালীপদ যুগে কাশীদাস মাগে
দাসার্থে নন্দনন্দন॥

### অথ দুর্য্যোধনের মুকুটচ্ছেদন ও কুরু সৈন্যের নানা দুরবস্থা।

#### পয়ার।

সৈন্যহইতে বাহির হৈলেন পার্থ বীর।
মেঘহইতে মুক্ত যেন হইল মিহির॥
চতুর্দ্দিগে ভঙ্গিয়ান যত সেনাগণ।
ভয়েতে কম্পিত সভে শ্বাস ঘনেঘন॥
কেশ বাস মুক্ত সভে কম্পিত হৃদয়।
পার্থে দেখি কৃতাঞ্জলি কহে সবিনয়॥
আজ্ঞা কর কি করিব কুন্তীর কুমার।
পিতৃ পিতামহ সবে সেবক তোমার॥
সেবক জনেরে ক্রোধ না হয় বিচার।
রক্ষা কর লইলাম শরণ তোমার॥
অর্জ্জুন কহেন তোরা না করিস ভয়।
যাহ নিজস্থানে সভে নিঃশঙ্ক হৃদয়॥
যুদ্ধেতে নিবৃত্ত আমি বিনয়ি যে জন।
তাহার নাহিক ভয় আমার সদন॥
তবে কত দূরে থাকি দেখেন অর্জ্জুন।
চৈতন্য পাইল কত ক্ষণে কুরুগণ॥
এক জন মুখে আর জন নাই চায়।
লজ্জায় যতেক বীর হইল মৃতপ্রায়॥
কার শিরে নাই উষ্ণীশ কার শিরে বাস।
লাজে মুখ তুলি কেহ নাহি কহে ভাষ॥
দূরে থাকি অর্জ্জুন মারেন দশ বাণ।
গুরু বৃদ্ধ পদব্রজে করিতে প্রণাম॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ তবে মারেন কিরীটী।
দুর্য্যোধন রাজার মুকুট পাড়ে কাটি॥
ভয়েতে আচ্ছন্ন রাজা চারি দিগে চায়।
সভাকার মধ্যে গিয়া আপনি লুকায়॥
দ্রোণাচার্য্য বলেন না কর আর ভয়।
বড় ক্ষমাশীল হয় কুন্তীর তনয়॥
তোমারে অর্জ্জুন যদি নিশ্চয় মারিবে।
মস্তক থাকিতে কেন মুকুট কাটিবে॥
বিশেষে নৃপতি ধর্ম্ম দয়া তোরে করে।
তার আজ্ঞা বিনা পার্থ মারিতে না পারে॥
সে কারণে ক্ষমিল করি যে অনুমান।
বৃকোদর থাকিলে সভার যাইত প্রাণ॥
চল২ এথাহইতে বিলম্ব না সয়।
মনে লয় বৃকোদর আসিবে ত্বরায়॥
হেনকালে বলিছে শকুনির সারথি।
রথেতে মাতুল তব নাই নরপতি॥
শুনি কহে দুর্য্যোধন বিষণ্ণ বদন।
রথেতে মাতুল নাহি দেখি কি কারণ॥
কেহ বলে তারে ক্রোধ অনেক আছিল।
বান্ধিয়া অর্জ্জুন বুঝি সঙ্গে লয়ে গেল॥
কেহ বলে যুদ্ধে কিবা পড়িল শকুনি।
কেহ বলে আপ্ত পলাইল হেন জানি॥
রাজা বলে খুজহ মাতুল কোথা গেল।
আজ্ঞামাত্রে চতুর্দ্দিগে সভাই ধাইল॥

অনেক ভূমিয়া বুলে সভে চতুর্ভিত।
রজকের ঘরে দেখে শকুনি ব্যথিত॥
গর্দ্দভের পৃষ্ঠে বান্ধিয়াছে হাত পায়।
ডাক দিয়া কহে মোর প্রাণ বাহিরায়॥
মুক্ত করি শকুনিরে নিল সেইক্ষণ।
নৃপতিরে কহিল সকল বিবরণ॥
শকুনির অবস্থা সভার মধ্যে দেখি।
কেহ হাসে কেহ কান্দে কেহ ঠারে আখি॥
হেনকালে সুশর্ম্মা নৃপতি উপনীত।
আপনাহইতে দেখে রাজাকে দুঃখিত॥
কহিতে লাগিল তবে করিয়া বিনয়।
চল শীঘ্র নৃপতি বিলম্ব করা নয়॥
বিরাট রাজারে আমি আনিনু বান্ধিয়া।
অনেক করিল যুদ্ধ গন্ধর্ব্ব আসিয়া॥
সর্ব্ব সৈন্য পলাইল গন্ধর্ব্বের ত্রাসে।
একেলা পাইয়া মোরে ধরিলেক কেশে॥
বড় ধর্ম্মশীল রাজসভাসদ কঙ্ক।
দয়া করি আমারে সে করিল নিঃশঙ্ক॥
সে গন্ধর্ব্ব যদি রাজা এখানে আসিবে।
মুহূর্ত্তেকে সর্ব্ব সৈন্য নিপাত করিবে॥
কোথা দুর্য্যোধন আছে কর্ণ দুঃশাসন।
এইমাত্র শুনি রাজা তাহার বচন॥
গজ শুণ্ডে ধরিয়া তুলিয়া গজে মারে।
তুরঙ্গে তুরঙ্গ রথ রথেরে প্রহারে॥
অতি বিপরীত কর্ম্ম দেখি লাগে ভয়।
আসিতে পারয়ে হেথা হেন মনে লয়॥
বিদুর বলিল যত কিছু অন্য নয়।
কীচক মারিয়া কৈল গন্ধর্ব্ব আলয়॥
ভীষ্ম বলেন সুশর্ম্মা কহিল সত্য কথা।
তিল এক রহিতে না হয় যুক্তি হেথা॥
গন্ধর্ব্ব না হয় সেই বীর বৃকোদর।
ভীম এথা আইলে ভাল নহে নৃপবর॥
যে কর্ম্ম করিল আজি বীর ধনঞ্জয়।
দয়া করি না মারিল সদয় হৃদয়॥
ভীমসেন সঙ্গে যদি থাকিত তাহার।
আজিকার মধ্যে হইত সভার সংহার॥
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর বড় কঠিন হৃদয়।
পলাইয়া গেলে গোড়াইয়া প্রাণ লয়॥
শরণ লইলে সেই ক্ষণে প্রাণ হরে।
চল২ শীঘ্র সে আসিতে এথা পারে॥
এত বলি যে যাহার চড়িয়া বাহনে।
হস্তিনানগরে সভে গেল দুঃখ মনে॥

আকাশে অমর বৃন্দ অদ্ভুত দেখিয়া।
নিজ২ স্থানে গেল পার্থে বাখানিয়া॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

### অথ শমীবৃক্ষতলে অর্জ্জুনের পূর্ব্ব বেশ ধারণ।

তবে শমীবৃক্ষতলে গেলেন অর্জ্জুন।
পূর্ব্ববত বান্ধিয়া রাখেন ধনুর্গুণ॥
দুই করে শঙ্খ দিয়া শ্রবণে কুণ্ডল।
কিরীট রাখিয়া বেণী করেন কুন্তল॥
হনুমন্ত ধ্বজ গেল আকাশেতে চলি।
পার্থ হয়ে সারথি নিলেন কড়িয়ালী॥
উত্তরেরে চাহিয়া বলেন ধনঞ্জয়।
তব সভামধ্যে পঞ্চ পাণ্ডব আছয়॥
লোকে যেন খ্যাত নহে এ সব বচন।
পিতার অগ্রেতে এই কহিবা এখন॥
বাহুবলে জিনিলাম সব কুরুগণ।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ সহ দুর্য্যোধন॥
পিতার সম্মান হবে লোকেতে পৌরুষ।
রাজ্যে যত লোক তব ঘুষিবেক যশ॥
উত্তর বলিল ইহা কিমতে হইবে।
কহিলে কি লোক ইহা প্রত্যয় করিবে॥
যে কর্ম্ম করিলা তুমি আজিকার রণে।
তোমা বিনা করে হেন নাহি ত্রিভুবনে॥
আমি করিলাম ইহা কহিব স্বমুখে।
পশ্চাতে হইলে ব্যক্ত হাসিবেক লোকে॥
প্রকার করিয়া আমি কহিব পিতারে।
প্রকাশপর্য্যন্ত কেহ না জানে তোমারে॥
তবে পার্থ কহিলেন যাব সন্ধ্যাকালে।
জয়বার্ত্তা দেহ এক পাঠায়ে গোপালে॥
জয়বার্ত্তা কহে গিয়া পুরের ভিতর।
তব হেতু আছে সভে চিন্তিত অন্তর॥
এত শুনি উত্তর পাঠায় দূতগণ।
দ্রুতগতি গোপাল চলিল সেই ক্ষণ॥
মহাভারতের কথা কে বর্ণিতে পারে।
যেন ভেলা বান্ধি চাহে সিন্ধু তরিবারে॥
শ্রুতমাত্রে কহি আমি রচিয়া পয়ার।
সাধু জন চরণেতে বিনয় আমার॥
সাধু লোকের গুণকথা সর্ব্ব লোকে কয়।
গুণ বিনা অপগুণ সাধু নাহি লয়॥

অতএব ভরসা আমার সাধু জনে।
মূর্খ জন জানি ক্ষমা দিবে নিজ গুণে॥
কাশীরাম দাস কহে সাধু জন পায়।
পাইব পরম পদ যাহার সহায়॥

অথ বিরাট রাজার স্বগৃহে আগমন ও
যুধিষ্ঠিরের সহিত পাশক ক্রীড়া।

এথায় বিরাট রাজা ত্রিগর্ত্তে জিনিয়া।
বাদ্য কোলাহলে দেশে উত্তরিল গিয়া॥
অন্তঃপুরে প্রবেশিল বিরাট নৃপতি।
আগু সরি নিল আসি যতেক যুবতী॥
একে২ প্রণমিল যত কন্যাগণ।
উত্তরে না দেখি রাজা বলিছে বচন॥
কি কারণে নাহি দেখি কুমার উত্তর।
রাণী বলে বার্ত্তা নাহি জান নরবর॥
তুমি গেলে ত্রিগর্ত্তের যুদ্ধেতে যখন।
উত্তরে কৌরব আসি বেড়িল গোধন॥
গোপগণ আসিয়া কহিল সমাচার।
শুনি যুদ্ধে চলি গেল উত্তর কুমার॥
দ্বিতীয় নাহিক রথী সারথি না ছিল।
বৃহন্নলা সারথি করিয়া পুত্র গেল॥
এত শুনি নরপতি শিরে হানে ঘাত।
বিস্ময় মানিয়া ভাবে মুখে দিয়া হাত॥
এমত কুবুদ্ধি মম পুত্রের হইল।
কুরুসৈন্যমধ্যে পুত্র একা রণে গেল॥
কুরুসৈন্যমধ্যে যুদ্ধ করিবে একক।
তাহাতে সারথি বৃহন্নলা নপুংসক॥
এই সে আমার চিত্তে হইতেছে ত্রাস।
বৃহন্নলা কৈল যাত্রা লোকে উপহাস॥
যত যোদ্ধাগণ সব যাহ শীঘ্রগতি।
হয় হস্তি রথি মম যতেক সারথি॥
এত ক্ষণ জীয়ে কি না জীয়ে নাহি জানি।
শীঘ্র বার্ত্তা মঙ্গল পাঠাবে যেন শুনি॥
এতেক বচন রাজা বলে বার২।
শুনিয়া উত্তর দিল ধর্ম্মের কুমার॥
চিন্তা না করিহ রাজা উত্তরের প্রতি।
মহাবুদ্ধি বৃহন্নলা আছয়ে সারথি॥
ইন্দ্রআদি সখা যদি করিবে কৌরব।
বৃহন্নলা সারথির নাহি পরাভব॥
এইরূপে রাজাকে প্রবোধে ধর্ম্মসুত।
হেন কালে উপনীত উত্তরের দূত॥
প্রণমিয়া রাজারে বলিছে যোড় করে।
উত্তর কুমার রাজা পাঠাইল মোরে॥
কুরুসৈন্য জিনিয়া গোধন ছাড়াইল।
রণে ভঙ্গ দিয়া কুরুগণ পলাইল॥
সারথি সহিত আইসে উত্তর কুমার।
মোরে পাঠাইয়া দিল জয় সমাচার॥
শুনিয়া আনন্দেতে বিহ্বল নরপতি।
ধর্ম্মপুত্র তবে কহিছেন তার প্রতি॥
বড় ভাগ্যে নৃপ শুভ বৃত্তান্ত শুনিলা।
তব পুত্র কুরুসৈন্য জিনিয়া আইলা॥
পূর্ব্বে কহিয়াছি বৃহন্নলা আছে যথা।
কৌরবে জিনিবে এ কোন চিত্র কথা॥
তবে রাজা আজ্ঞা দিল মন্ত্রিগণ প্রতি।
দূতগণে প্রসাদ করহ শীঘ্রগতি॥
কুলের দীপক মম কুমার উত্তর।
কুরুসৈন্য যুদ্ধেতে জিনিল একেশ্বর॥
তার আসিবার পথ কর মনোহর।
উচ্চ নীচ কাটিয়া করহ সমসর॥
দিব্য২ গন্ধ বৃক্ষ রোপহ দুসারি।
মঙ্গল বাজনা কর নাচুক অপ্সরী॥
যতেক কুমার যাহ সুসজ্জ হইয়া।
আগু বাড়ি উত্তর কুমারে আন গিয়া॥
উত্তরাদি কন্যা যত যাহ শীঘ্রতর।
বৃহন্নলা আন গিয়া করিয়া আদর॥
এতেক রাজার আজ্ঞা পায়ে মন্ত্রিগণ।
যারে যেই বলিল করিল সেই ক্ষণ॥
হৃষ্ট হয়ে বলে রাজা চাহি ধর্ম্মকারি।
খেলিব সৈরিন্ধ্রি শীঘ্র আন পাশা শারি॥
ধর্ম্ম বলিলেন রাজা নহে এ সময়।
হৃষ্ট কালে পাশাতে স্থিরতা চিত্তে নয়॥
বিশেষে দেবন ভাল নহে অনুক্ষণ।
সর্ব্ব কার্য্য নষ্ট হয় পাশার কারণ॥
লক্ষ্মী ভ্রষ্টা রাজ্য নষ্ট শত্রু হয় বলী।
নানা কষ্টে কষ্টী লোক হয় পাশা খেলি॥
শুনিয়াছ তুমি পাণ্ডবের বিবরণ।
এই পাশা হেতু হারাইল রাজ্য ধন॥
বিরাট কহিল কঙ্ক কহ না বুঝিয়া।
কোন শত্রু আছে মম বিরোধে আসিয়া।
রাজচক্রবর্ত্তী কুরু রাজা দুর্য্যোধন।
হেন জনে জিনিলেক আমার নন্দন॥
এই শব্দ ভুবনমণ্ডলে প্রচারিল।
পৃথিবীর রাজা শুনি ভয়ে স্তব্ধ হইল॥

আর কোন জন আছে পৃথিবীভিতরে।
হইয়া আমার বৈরী যাবে যমঘরে॥
যুধিষ্ঠির বলেন রাজা উত্তম কহিলা।
কি ভয় কৌরবে যার যন্তা বৃহন্নলা॥
এত শুনি রুষিয়া বিরাট নরপতি।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ কহে কঙ্কপ্রতি॥
কুলের দীপক মম কুমার উত্তর।
সংগ্রামে জিনিল যেই কুরু নরবর॥
এক বার তার তুই না কহিস গুণ।
বৃহন্নলা ক্লীবে বাখানিস পুনঃ পুন॥
কোন ছার বৃহন্নলা বাখানিস তারে।
তার মত কত জনা আছে মম পুরে॥
কেবল সহায় তার হইল সংগ্রামে।
কোন গুণে প্রশংসা করিস নরাধমে॥
শ্রবণে শুনিতে যোগ্য যেই কথা নহে।
পুনঃ২ কহিস শরীরে কত সহে॥
মম কথা কঙ্ক না কহিস ভালমতে।
কিমতে এ ভাষা কহ আমার অগ্রেতে॥
কহিতে২ রাজা হইল ক্রোধ মতি।
হাতেতে আছিল পাশা মারে শীঘ্র গতি॥
অক্ষ পাটি প্রহারিল রাজার বদনে।
ফুটিয়া শোণিত বাহিরায় সেই ক্ষণে॥
অক্রোধী অজাতশত্রু ধর্ম্মের নন্দন।
দুই হাতে রুধির ধরেন সেই ক্ষণ॥
নিকটে আছিল কৃষ্ণা বুঝি অভিপ্রায়।
হেমপাত্র শীঘ্র লৈয়া রাজারে যোগায়॥
সেই পাত্র করি রাজা ধরেন শোণিতে।
না দিলেন তাহা যত্নে ভূমিতে পড়িতে॥
হেন কালে দ্বারেতে উত্তর উপনীত।
দ্বারিরে বলিল নৃপে জানাহ ত্বরিত॥
উত্তরের আজ্ঞা পায়ে দ্বারী শীঘ্রগতি।
কর যোড়ে বার্ত্তা কহে মৎস্যরাজপ্রতি॥
অবধান নৃপতি কুশল সমাচার।
বৃহন্নলা সহ আইল উত্তর কুমার॥
তব আজ্ঞা হেতু রাজা আছয়ে দুয়ারে।
আজ্ঞা হইলে ভেটিবে আসিয়া তোমারে॥
বার্ত্তা পাইয়া বিরাট কহিল হরষিতে।
বৃহন্নলা সহ পুত্রে আনহ ত্বরিতে॥
বিরাটের আজ্ঞা পায়ে চলিল সারথি।
নিকটে ডাকিল তারে ধর্ম্ম নরপতি॥
নিঃশব্দে কহেন রাজা সারথির কাণে।
শীঘ্র গিয়া আন তুমি রাজার নন্দনে॥
বৃহন্নলা এথায় না আন কদাচন।
সাবধানে কহিবা না হও বিস্মরণ॥
এত শুনি সারথি চলিল সেই ক্ষণে।
কুমারে বলিল চল রাজ সম্ভাষণে॥
বৃহন্নলা এখন যাউক নিজ স্থানে।
একেশ্বর চল তুমি রাজ সম্ভাষণে॥
বৃহন্নলা যাইবারে কঙ্কের বারণ।
শুনিয়া করেন পার্থ স্বস্থানে গমন॥
উত্তরে লইয়া দ্বারী গেল সেই ক্ষণ।
বাপে নমস্করি চাহে ধর্ম্মের বদন॥
রক্ত ধারা বহে মুখে দেখিয়া কুমার।
সম্ভ্রমে বাপেরে বলে হয়ে চমৎকার॥
কহ তাত কেন দেখি হেন বিপরীত।
ভূমিতে বসিয়া কঙ্ক কেন বিষাদিত॥
মুখে রক্তধারা বহিতেছে কিকারণ।
কোনহেতু কহ তাত হইল এমন॥
মৎস্যরাজ বলে পুত্র শুনহ কারণ।
তোমার প্রশংসা আমি করি হে যখন॥
তোমার প্রশংসা কঙ্ক করে অবহেলা।
পুনঃ২ বাখানয়ে ক্লীব বৃহন্নলা॥
এই হেতু চিত্তে ক্রোধ হৈল মম তাত।
অক্ষ কাটী প্রহারিনু হৈল রক্তপাত॥
উত্তর বলিল তাত কুকর্ম্ম করিলা।
সামান্য ব্রাহ্মণ বলি কঙ্কেরে জানিলা॥
এই ক্ষণে ইহাঁর যদি সাম্য না করিবে।
নিশ্চয় জানিহ তাত সর্ব্বনাশ হবে॥
ইন্দ্র মম বৈরী হৈলে আছে প্রতিকার।
কঙ্ক বৈরী হইলে রক্ষা নাহিক তাহার॥
শীঘ্র উঠ তাত আগে প্রবোধ কঙ্কেরে।
যেমতে চিত্তেতে ক্রোধ না জন্মে তোমারে॥
পুত্রের বচনে রাজা উঠি শীঘ্রগতি।
বিনয়পূর্ব্বক কহে ধর্ম্মরাজ প্রতি॥
অনেক স্তবন রাজা করিল কঙ্কেরে।
অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমহ আমারে॥
ধর্ম্ম বলিলেন ব্যস্ত না হও রাজন।
তোমাতে আমার ক্রোধ নহে কদাচন॥
আমার হইলে ক্রোধ পূর্ব্বেতে হইত।
এখন তোমাতে ক্রোধ নাহি কদাচিত॥
পূর্ব্বেতে তোমারে ক্ষমা করেছি রাজন।
অক্ষ কাটী যেই কালে করিলা ঘাতন॥
আমার ললাটে যেই শোণিত বহিল।
যতনপূর্ব্বক রক্ত পাত্রে ধরা গেল॥

সেই রক্ত যদ্যপি পড়িত ভূমিতলে।
তবে রাজ্য সহ নাহি থাকিতা কুশলে ॥
আমার শোণিতবিন্দু যেই স্থলে পড়ে।
সে স্থলের রাজা প্রজা সকলেতে মরে ॥
উত্তর বলিল তাত কঙ্ক দয়াবান।
কঙ্কের ক্ষমাতে হইল সভার কল্যাণ ॥
যখন সারথি মোরে আনিবারে গেল।
বৃহন্নলা আসিবারে কঙ্ক নিষেধিল ॥
বৃহন্নলা আসি যদি শোণিত দেখিত।
তবে সে জনক বড় অনর্থ হইত ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
যাহার প্রসাদেতে সংসারবারি তরি ॥
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে তরে যেন সকল সংসার ॥
তবে মৎস্য নরপতি চাহিয়া কুমার।
জিজ্ঞাসিল কহ তাত যুদ্ধ সমাচার ॥
যে কর্ম্ম করিলা তুমি অদ্ভুত সংসারে।
দুর্দ্ধর্ষ যে কুরুসৈন্য জিনিলা সমরে ॥
তোমার সমান পুত্র নহিল নহিবে।
তোমার মহিমা যশ সংসারে ঘুষিবে ॥
কহ তাত কেমনে জিনিলা কুরুগণে।
কর্ণ মহাবীর যে বিখ্যাত ত্রিভুবনে ॥
দেব দৈত্য অগ্রে যার যুদ্ধে নহে স্থির।
কি মতে জিনিলা হেন কুরু মহাবীর ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য কর্ণ দুর্য্যোধন।
এক২ মহাবীর দ্বিতীয় শমন ॥
এইখসে আশ্চর্য্য মম হইতেছে মনে।
কি মতে করিলা যুদ্ধ তাসভার সনে ॥
ধন্য২ পুত্র তুমি কুলের দীপক।
বড় ভাগ্যবান আমি তোমার জনক ॥
উত্তর বলিল তাত কর অবধান।
যখন সমরে আমি করিনু পয়াণ ॥
বহু সৈন্য দেখিয়া হইল মম ভয়।
হেন কালে আইল এক দেবের তনয় ॥
আপনি হইয়া রথী করিলেক রণ।
কুরুবল সমরে জিনিল সেই ক্ষণ ॥
অদ্ভুত তাহার কর্ম্ম নাহি দেখি শুনি।
এক মুখে কি কহিব তাহার কাহিনী ॥
লণ্ড ভণ্ড করিলেক অপ্রমিত সেনা।
যতেক পড়িল তাত কে করে গণনা ॥
দয়া করি তোমারে সঙ্কটে আমা তারি।
কুরু সৈন্যহৈতে গবী দিলেক উদ্ধারি ॥
নাহি জিনিয়াছি আমি কুরুসৈন্যগণ।
নাহি মুক্ত করি আমি একটি গোধন ॥
শুনিয়া বিরাট কহে কহ পুত্র মোরে।
কিহেতু সে দেবপুত্র রাখিল তোমারে ॥
কোথায় নিবাস তার গেল কোথাকারে।
পুনর্ব্বার দেখা কি পাইব আমি তারে ॥
উত্তর বলিল তাত আছে এই দেশে।
আজি কিম্বা কালি কিম্বা তৃতীয় দিবসে ॥
এথায় আসিবে সেই দেবের নন্দন।
শুনিয়া বিরাট হইল আনন্দিত মন ॥
অন্তঃপুরে যান পার্থ যথা কন্যাগণ।
উত্তরাকে দিল যত আনিল বসন ॥
যার যে নিবাসস্থানে নিবসিল গিয়া।
কাশীদাস কহে কৃষ্ণ পদ ধেয়াইয়া ॥
যতনে ধেয়ায় সাধু যারে নিরবধি।
জলধি কুলেতে যে করুণাময় নিধি ॥
জলধর কান্তিমুখ চন্দ্র অখণ্ডিত।
অমল কমল চক্ষু অরুণ নিন্দিত ॥
মকর কুণ্ডল কর্ণে মস্তকে মুকুট।
বান্ধুলি বরণ ওষ্ঠাধর করপুট ॥
যে মুখ দর্শনে জন্ম২ পাপ খণ্ডে।
যম জরাভয় খণ্ডে আর যমদণ্ডে ॥
কাশীদাস কহে কৃষ্ণচরণ প্রসাদে।
সদা চিত্ত রহে মোর দ্বিজ পদরজে ॥

অথ বিরাটের সিংহাসনে যুধিষ্ঠির রাজা হন ও অজ্ঞাত বাস মোচন ও বিরাটের সহিত পরিচয়।

রজনীতে পাণ্ডব মিলিলে ছয় জন।
জিজ্ঞাসেন অর্জ্জুনেরে ধর্ম্মের নন্দন ॥
শুনিলাম বহু সৈন্য যুদ্ধেতে মারিলা।
পর কার্য্যে এত কেন জ্ঞাতি বধ কৈলা ॥
অর্জ্জুন বলেন অবধান নরনাথ।
দুর্য্যোধন দোষে সৈন্য হইল নিপাত ॥
এতেক দুর্গতি পেয়ে শান্ত নাহি হয়।
নাহি দিবে রাজ্য রণ করিবে নিশ্চয় ॥
যুধিষ্ঠির কহেন কিপ্রকারে জানিলে।
না দিবেক রাজ্য যে তোমাকে কে কহিলে ॥
পার্থ বলেন অস্ত্রমুখে জিজ্ঞাসিলে দ্রোণে।
না করিবে সন্ধি জানি দ্রোণের বচনে ॥

শুনিয়া ধর্ম্মের পুত্র বিষণ্ণ বদন ।
একর্ম্ম করিলা ভাই কিসের কারণ॥
না জানি অজ্ঞাত শেষ কত দিন হয় ।
ইতিমধ্যে কিমতে করিলা পরিচয় ॥
কহ সহদেব শীঘ্র গণিয়া পঞ্জিকা ।
দ্বাদশ বৎসর শেষ অজ্ঞাতের লেখা ॥
অজ্ঞাত বৎসর শেষ কিছু যদি থাকে
তবে পুনঃ আমরা যাইব অরণ্যেকে ॥
সহদেব বলিল অজ্ঞাত নাহি শেষ ।
চতুর্দ্দশ বৎসরের বিংশতি প্রবেশ॥
নিয়ম হইল পূর্ণ পূর্ব্বের লিখিত।
তব আজ্ঞা লৈতে আছে হইতে উদিত ॥
যুধিষ্ঠির আনন্দে কহেন সহদেবে।
শুভ দিন উদয় হইবে ভাই কবে ॥
সহদেব কহিলেন করিয়া গণন।
আষাঢ় পূর্ণিমা তিথি দিন শুভক্ষণ ॥
নক্ষত্র উত্তরাষাঢ়া ইন্দ্র নামে যোগ।
বৃহস্পতি বাসরে মাসের অর্দ্ধ ভোগ ॥
সহদেব বাক্যে ধর্ম্ম হৈলেন সম্মত ।
যথা স্থানে যান সভে নিশা অর্দ্ধগত ॥
অনন্তরে তাহার তৃতীয় দিনান্তরে ।
পুণ্য তীর্থে স্নান করি পঞ্চ সহোদরে ॥
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার করেন ভূষণ ।
মুকুট কুণ্ডল হার অঙ্গদ কঙ্কণ ॥
বিরাট রাজার রাজসিংহাসনোপরি ।
শুভ লগ্ন বুঝিয়া বসেন ধর্ম্মকারী ॥
ভস্মহৈতে দীপ্ত যেন হৈল হুতাশন ।
মেঘহৈতে মুক্ত যেন হইল তপন॥
ইন্দ্রকে বেড়িয়া যেন শোভে দেবগণ ।
ভ্রাতৃসহ যুধিষ্ঠির শোভেন তেমন॥
বাম ভাগে বসিল দ্রুপদরাজসুতা ।
দক্ষিণেতে বৃকোদর ধরে দণ্ড ছাতা ॥
কর যোড়ে অগ্রেতে রহেন ধনঞ্জয় ।
চামর ঢুলায় দুই মাদ্রীর তনয় ॥
সভাক্লে রাজার যত সভাপাল ছিল।
দেখি শীঘ্র গিয়া মৎস্যরাজারে কহিল ॥
শুনিয়া বিরাট রাজা ধায় ক্রোধ ভরে ।
সুপার্শ্বক মদিরাক্ষ সঙ্গে সহোদরে ॥
শ্বেত শঙ্খ আইল দুই রাজার নন্দন ।
উত্তর কুমার শুনি ধায় সেই ক্ষণ ॥
যত মন্ত্রী সেনাপতি পাত্র ভৃত্যগণ ।
বার্ত্তা শুনি ধাইয়া আইল সেই ক্ষণ ॥

পাণ্ডবেরে দেখিয়া বিস্মিত সভাজন ।
পঞ্চ গোটা ইন্দ্র যেন হইয়াছে শোভন ॥
জ্বলদগ্নি সম তেজ পাণ্ডবে দেখিয়া ।
মুহূর্ত্তেকে রহে রাজা স্তম্ভিত হইয়া ॥
কত দূরে উত্তর পড়িল ভূমিতলে।
কৃতাঞ্জলি প্রণমিয়া স্তুতি বাক্য বলে ॥
দেখিয়া বিরাট রাজা কুপিত অন্তর।
কঙ্কেরে চাহিয়া বলে কর্ক্কশ উত্তর ॥
হে কঙ্ক কি হেতু তব এই ব্যবহার ।
কিমতে বসিলা তুমি আসনে আমার ॥
ধর্ম্মজ্ঞ সুবুদ্ধি বলি বসাই নিকটে ।
কোন বুদ্ধে বসিলা আমার রাজপাটে ॥
প্রথমে বলিলা তুমি আমি ব্রহ্মচারী ।
ভূমিতে শয়ন করি ফলমূলাহারী ॥
কোন দ্রব্যে আমার নাহিক অভিলাষ ।
এখন আপন ধর্ম্ম করিলা প্রকাশ ॥
অনুগ্রহ করিয়া করিনু সভাসদ ।
এবে ইচ্ছা হইল লইতে রাজপদ ॥
না বুঝিয়া বসিলা অবিদ্যমানে মোর ।
বিদ্যমানে আমার সম্ভ্রম নাহি তোর ॥
আর দেখ আশ্চর্য্য সকল সভাজনে ।
সৈরিন্ধ্রীরে বসাইল আমার আসনে ॥
মোরে ভয় নাহিক নাহিক লোক লাজ।
পরস্ত্রী লইয়া বৈসে রাজসভামাঝ॥
কহ বৃহন্নলা কেন অন্তঃপুর ছাড়ি ।
কঙ্কের সম্মুখে দাণ্ডাইলা কর যোড়ি ॥
হে বল্লব সুপকার তোমার কি কথা ।
কার বাক্যে কঙ্কেরে ধরিলা দণ্ড ছাতা ॥
অশ্বপাল গোপালের কিবা অভিপ্রায় ।
এ দোঁহে কঙ্কেরে কেন চামর ঢুলায় ॥
হে সৈরিন্ধ্রি জানিলাম তোমার চরিত্র ।
গন্ধর্ব্বের ভার্য্যা তুমি পরম পবিত্র ॥
এখন কঙ্কের সহ এমত ব্যবহার ।
নাহি লজ্জা ভয় কিছু অগ্রেতে আমার ॥
বাপের বচনেতে উত্তর ভীত মন ।
আখি চাপি বাপেরে করিল নিবারণ॥
কুমারের ইঙ্গিত না বুঝিল রাজন ।
উত্তরে চাহিয়া বলে সক্রোধ বচন ॥
কহ পুত্র তোমার এ কেমত চরিত ।
মোর পুত্র হয়ে কেন এমত অনীত ॥
কঙ্কের অগ্রেতে করিয়াছ যোড় হাত ।
মুখে স্তুতি বাক্য ঘন২ প্রণিপাত ॥

সেই দিনহইতে তোর বুদ্ধি হইল আন।
কুরুহইতে যে দিন গোধন কৈলি ত্রাণ॥
আমাহইতে শত গুণে কঙ্কেরে ভকতি।
নহিলে এ কর্ম্ম করে কঙ্কের শকতি॥
পুনঃ২ বিরাট কহিল কটুত্তর।
কোপেতে কম্পিত কায় বীর বৃকোদর॥
নিষেধ করেন ধর্ম্ম ইঙ্গিতে ভীমেরে।
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর কহিছেন ধীরে॥
যে বলিলা বিরাট অন্যথা কিছু নয়।
তোমার আসন কি ইহাঁর যোগ্য হয়॥
যে আসনে এ তিন ভুবন নমস্করে।
ইন্দ্র যম বরুণ শরণ লয় ডরে॥
অখিল ঈশ্বর যেই দেব জগন্নাথ।
ভূমি লুঠি যে চরণে করে প্রণিপাত॥
সে আসনে সতত বৈসেন যেই জন।
কি মতে তাঁহার যোগ্য হয় এ আসন॥
বৃষ্ণি ভোজ অন্ধক কৌরব আদি করি।
সপ্তবংশ সহ খাটে সর্ব্বদা শ্রীহরি॥
পৃথিবীতে যত বৈসে রাজরাজেশ্বর।
ভয়েতে শরণ লয় দিয়া রাজকর॥
দশ কোটি হস্তী যার প্রতিদ্বারে রাখে।
অশ্ব রথ পদাতিক কার শক্তি লেখে॥
দানেতে দরিদ্র না রহিল পৃথিবীতে।
নির্ভয় অদুঃখি প্রজা যার পালনেতে॥
যত অন্ধ অথর্ব্ব অকৃতি অগণন।
অনুক্ষণ গৃহে ভুঞ্জে যেন পুত্রগণ॥
অষ্টাশী সহস্র দ্বিজ নিত্য ভুঞ্জে ঘরে।
যে দ্রব্য যাহার ইচ্ছা পায় সর্ব্ব নরে॥
ভীমার্জ্জুন পৃষ্ঠ ভাগ রক্ষিক যাহার।
দুই ভিতে রাম কৃষ্ণ মাতুলকুমার॥
পাশাতে যে রাজ্য দিয়া ভাই দুর্য্যোধনে।
দ্বাদশ বৎসর ভ্রমিলেন তীর্থ বনে॥
হেন রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অবতার।
তোমার আসন যোগ্য হয় কি ইহার॥
শুনিয়া বিরাট রাজা মানে চমৎকার।
সম্ভ্রমে অর্জ্জুনে কহে বল আরবার॥
ইনি যদি যুধিষ্ঠির ধর্ম্মঅধিকারী।
কোথায় ইহার আর সহোদর চারি॥
কোথায় দ্রুপদকন্যা কৃষ্ণা গুণবতী।
সত্য কহ বৃহন্নলা এই ধর্ম্ম যদি॥
অর্জ্জুন বলেন হোর দেখ নরপতি।
তব সূপকার যেই বল্লব খেয়াতি॥
যাহার প্রহারে যক্ষ রাক্ষস কম্পিত।
ব্যাঘ্র সিংহ মল্ল আদি তোমার বিদিত॥
মারিল কীচক যেই তোমার শ্যালক।
দেখ এই বৃকোদর জ্বলন্ত পাবক॥
অশ্বপাল গোপাল বলায় দুই জন।
সেই দুই ভাই এই মাদ্রীর নন্দন॥
এই পদ্মপলাশাক্ষী সুচারুহাসিনী।
পঞ্চালরাজার কন্যা নাম যাজ্ঞসেনী॥
যার ক্রোধে শত ভাই কীচক মরিল।
সৈরিন্ধ্রীর বেশে তব গৃহেতে বঞ্চিল॥
আমি ধনঞ্জয় ইহা জানহ রাজন।
শুনিয়া বিরাট রাজা বিচলিত-মন॥
রাজপুত্র উত্তর বলয়ে সবিনয়।
তব ভাগ্য দেখ তাত কহনে না যায়॥
পঞ্চ ভাই আর কৃষ্ণা আজ্ঞাবর্ত্তী তাত।
বৎসরেক তব গৃহে বঞ্চিল অজ্ঞাত॥
দেখিয়া না দেখ রাজা হইলা অজ্ঞান।
যার দরশনে ইন্দ্র চন্দ্র হয় ম্লান॥
মহাবল কীচক হেলায় নিপাতিল।
সুশর্ম্মারে ধরি আনি তোমা মুক্ত কৈল॥
অপ্রমিত কুরু সৈন্য সাগরের প্রায়।
তরিলাম যেই কর্ণধারের সহায়॥
ভুজবলে জিনিলেক যত যোদ্ধাগণ।
রাজ্যরক্ষা কৈল তব রাখিল গোধন॥
যার শঙ্খ নাদেতে ত্রৈলোক্য কম্পমান।
অদ্যাবধি বধির হয়াছে মম কাণ॥
সেই ইন্দ্র দেবপুত্র এই ধনঞ্জয়।
এক রথে যে করিল কুরুসৈন্য জয়॥
পূর্ব্বে এই ধর্ম্মরাজ রাজসূয় কালে।
বহু দিন কর লৈয়া দ্বারে বদ্ধ ছিলে॥
সহস্র২ রাজা সঙ্গে লয়ে কর।
দ্বারিগণ প্রহারে জর্জর কলেবর॥
পূর্ব্বে তব পিতৃগণ বহু পুণ্য কৈল।
তেঁই হেন নিধি তাত গৃহেতে আইল॥
শীঘ্রগতি চরণে শরণ লহ তাত।
এত বলি উত্তর করিল প্রণিপাত॥
শুনিয়া বিরাট রাজা সজল লোচন।
সর্ব্বাঙ্গ লোমাঞ্চ হইল গদগদবচন॥
ঊর্দ্ধবাহু করিয়া পড়িল কত দূরে।
পুনঃ২ উঠে পড়ে ধুলায় ধুসরে॥
সবিনয় বলে রাজা যোড় কার পাণি।
বহু অপরাধী আমি ক্ষম নৃপমণি॥

রাজ্য দারা ধন মম যত পুত্র ভাগে।
করিলাম সমর্পণ তব পদ যুগে॥
শুনিয়া সদয় হয়ে ধর্ম্মের নন্দন।
আজ্ঞা করিলেন পার্থে তুলহ রাজন॥
অর্জ্জুন ধরিয়া তারে তোলে সেই ক্ষণে।
শান্তাইল নরপতি মধুর বচনে॥
সর্ব্ব কাল ধর্ম্মরাজ তোমারে সদয়।
তোমার পুরেতে আসি করিনু আশ্রয়॥
বিরাট কহিল যদি করিলে প্রসাদ।
ক্ষমা কর আমারদিগের অপরাধ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন কেন হেন কহ।
বহু উপকারী তুমি অপকারী নহ॥
বৎসরেক তব গৃহে ছিলাম অজ্ঞাত।
গর্ব্ভবাসে যেমন লোকের বাস খ্যাত॥
নিজগৃহহইতে সুখ তব গৃহে পাই।
তোমার সমান বন্ধু নাহি কোন ঠাঁই॥
বিরাট বলিল যদি হইলা কৃপাবান্।
এক নিবেদন মম আছে তব স্থান॥
উত্তরা নামেতে কন্যা আমার আছয়।
তাহাকে বিবাহ কর বীর ধনঞ্জয়॥
শুনি যুধিষ্ঠির চাহিলেন ধনঞ্জয়।
অর্জ্জুন বলেন কন্যা মম যোগ্য নয়॥
শুনিয়া বিরাট রাজা হইল ব্যথিত।
সবিনয় অর্জ্জুনেরে জিজ্ঞাসে ত্বরিত॥
কহ মহাবীর কি আমায় আছে বাদ।
দারা পুত্র দোষী কি কন্যার অপরাধ॥
অর্জ্জুন বলেন রাজা কহ না বুঝিয়া।
বৎসরেক পড়াইনু আচার্য্য হইয়া॥
দীক্ষা শিক্ষা জন্ম দাতা একই সমানে।
না করিল লজ্জা মোরে আচার্য্যের জ্ঞানে॥
কিন্তু দুষ্টলোকে আমি বড় ভয় করি।
বলিবেক পার্থ ছিল নারী বেশ ধরি॥
বৎসরেক নারী সহ ছিল নারীবেশে।
শয়ন গমন কিছু না জানি বিশেষে॥
এই হেতু মম ভয় বড় হয় মনে।
বিবাহ করিলে নিন্দা দুষ্টের বচনে॥
তুমিহ পবিত্র তব কন্যা গুণবতী।
তব কন্যা যোগ্য অভিমন্যু মহামতি॥
অস্ত্রে শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বিক্রমে কেশরী।
তব কন্যা তার যোগ্য উত্তরা সুন্দরী॥
অভিমন্যু যোগ্য পাত্র ইথে নাই আন।
মম পুত্রে নৃপতি করহ কন্যা দান॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন বিরাটের তরে।
দ্বারকা নগরে দূত পাঠাহ সত্বরে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে সদা শুনে পুণ্যবান॥

## অথ অভিমন্যুর সহিত উত্তরার বিবাহ।

তবে ধর্ম্ম আজ্ঞায় চলিল দূতগণ।
রাজ্যে২ যথা২ বৈসে বন্ধু জন॥
পাণ্ডবের উদয় শুনিয়া বন্ধুগণ।
শ্রুতমাত্রে মৎস্য দেশে করিল গমন॥
দ্বারকাহইতে কৃষ্ণ সপ্তবংশ লইয়া।
রাম কৃষ্ণ দুই ভাই গরুড়ে চড়িয়া॥
প্রদ্যুম্ন সাত্যকি শাম্ব গদ আদি করি।
সত্যভামা রুক্মিণীপ্রভৃতি যত নারী॥
সুভদ্রা সৌভদ্র আর যতেক সারথি।
সহ পরিবার আইলেন লক্ষ্মীপতি॥
আইল পঞ্চালহইতে দ্রুপদ রাজন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ পঞ্চ কৃষ্ণার নন্দন॥
কাশিরাজ আদি আর কৈকেয় নৃপতি।
দুই অক্ষৌহিণী সেনা দোহাঁর সংহতি॥
উগ্রসেন বসুদেব উদ্ধব অক্রূর।
সর্ব্ব রাজা উত্তরিল বিরাটের পুর॥
নানাধৃতি সুকৃতি কৌতুক নরপতি।
ঝিল্ল উপঝিল্ল তথা গেল শীঘ্রগতি॥
মাতা সহ অভিমন্যু অর্জ্জুননন্দন।
চিত্রসেন সারথি আইল সেই ক্ষণ॥
বৃষ্ণি ভোজ উলূক প্রধান সেনাপতি।
পুরীসহ শ্রীগোবিন্দ আইলেন তথি॥
গজ দশসহস্র তুরঙ্গ তিন লক্ষ।
এক লক্ষ রথেতে আইল সর্ব্ব পক্ষ॥
দশ লক্ষ চর আইল পদাতিকগণ।
স্বয়ং কৃষ্ণ আইলেন বিরাট ভবন॥
গোবিন্দেরে দেখি পঞ্চ পাণ্ডব সানন্দ।
চকোর পাইল যেন পূর্ণিমার চন্দ্র॥
রাজা দিয়া আলিঙ্গন কৃষ্ণে না ছাড়েন।
দুই ধারা নয়নেতে অশ্রু বরিষেন॥
অশ্রুজলে গোবিন্দের ভাসে পীতবাস।
মুখেতে না স্ফুরে বাক্য গদ২ ভাস॥
প্রণমিয়া গোবিন্দ বলেন মৃদুভাষা।
একে২ পঞ্চ ভাই করেন সম্ভাষা॥

সভাকে করেন পূজা রাজা মহাশয়।
প্রত্যক্ষে সভারে দেন উত্তম আলয় ॥
উৎসব করিল তবে বিবাহ কারণ।
নটনটী নৃত্য করে বিবিধ বাজন ॥
নানাবৃক্ষ রুপিল বিবিধ পুষ্পমালা।
প্রতিদ্বারে হেমকুম্ভ প্রতিদ্বারে কলা ॥
নানা বস্ত্র ভূষণ কন্যারে পরাইল।
রোহিণী চন্দ্রমা যেন একত্র মিলিল ॥
সর্ব্ব গুণে সুলক্ষণা উত্তরা যে নাম।
অভিমন্যু সঙ্গে মিলে যেন রতি কাম ॥
অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যু মহামতি।
কৃষ্ণভাগিনেয় বসুদেবের যে নাতি ॥
ভক্তিভাবে মৎস্যরাজ করে কন্যাদান।
রথ গজ অশ্ব দিল প্রধান২ ॥
এক লক্ষ দিল গজ রত্ন সিংহাসন।
প্রবাল মুকুতা রত্ন দিল নানা ধন ॥
হেন মতে সবান্ধবে কুতূহল মনে।
ধর্ম্ম নিবসেন সুখে বিরাটভবনে ॥
বিদায় করেন ধর্ম্ম যত রাজগণ।
যে যাহার দেশে সব করিল গমন ॥
শ্রীকৃষ্ণ রহেন তথা আর অভিমন্যু।
বিদায় করেন কৃষ্ণ আর যত সৈন্য ॥
যত যদুনারী সব গেল দ্বারকারে।
বলভদ্র আদি আর যতেক কুমারে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥
পাণ্ডবের উদয় শুনয়ে যেই জন।
সর্ব্ব দুঃখে তরে সেই ব্যাসের বচন ॥
কোটি ধেনু দানসম শ্রবণেতে ফল।
তরয়ে আপদহইতে শরীর নির্ম্মল ॥
হরিকথা শ্রবণেতে সর্ব্ব পাপ যায়।
আদ্য অন্ত হইতে যেবা হরিগুণ গায় ॥
পাণ্ডব উদয় আর কৃষ্ণের মিলন।
মহামহাপাপধ্বংস যাহার শ্রবণ ॥
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালির মত।
এত দূরে বিরাট হইল সমাপিত ॥

# মহাভারত।

## অথ উদ্যোগ পর্ব্ব।

### দুর্য্যোধনের প্রতি ভীষ্মাদির হিতোপদেশ।

পয়ার।

জিজ্ঞাসে জনমেজয় কহ তপোধন।
সত্যহৈতে মুক্ত হইলেন পঞ্চ জন॥
আপন বিভাগ রাজ্য লাভের কারণ।
কহ কিবা করিলেন পিতামহগণ॥
ধৃতরাষ্ট্র আর দুর্য্যোধনে বুঝাবারে।
কোন দূত পাঠাইলেন হস্তিনানগরে॥
উত্তর গোগ্রহে যুদ্ধে কৌরব প্রধান।
অর্জ্জুনের স্থানে পায়ে বহু অপমান॥
শিবিরে আসিয়া কিবা করিল বিচার।
কহ শুনি মুনিবর করিয়া বিস্তার॥
মুনি বলে শুনহ নৃপতি জনমেজয়।
যুদ্ধে পরাভূত হয়ে কৌরবতনয়॥
দণ্ড ভঙ্গ হৈয়ে রাজা আইল শিবিরে।
মহামনস্তাপ হেতু দুঃখিত অন্তরে॥
অধোমুখ হয়ে রাজা বসিল সভাতে।
অন্তরেতে মহাদুঃখ লাগিল ভাবিতে॥
শিবা হাতে সিংহ যেন পায় অপমান।
শার্দ্দূলের হাতে যেন কুঞ্জর প্রধান॥
একা পার্থ করিলেন সভাকারে জয়।
ব্যাকুল কৌরবপতি পায়ে লজ্জা ভয়॥
কর্ণ বলে মহারাজ ত্যজ চিন্তা মনে।
উপায়ে মারিব পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দনে॥
বাসব উপায়ে বৃত্রাসুরেরে মারিল।
উপায় করিয়া শিব ত্রিপুর বধিল॥
বিনা উপায়েতে সিদ্ধি না হয় রাজন।
উপায় সৃজিয়া মার পাণ্ডুপুত্রগণ॥
বিরাটনগরে দূত দেহ পাঠাইয়া।
পাণ্ডবে হেতায় আন কপট করিয়া॥
মুখ্য২ সেনাপতি যত বীরগণে।
সঙ্কেত করিয়া তুমি রাখ এইখানে॥
বিরাট দ্রুপদ আর ভাই পঞ্চ জন।
ভোজন কারণে রাজা কর নিমন্ত্রণ॥
সূপকারগণে সবে সঙ্কেত করহ।
অন্নপান সনে বিষ সবাকারে দেহ॥
বিষপানে হীনবল হবে সর্ব্ব জন।
যতেক প্রহরি বেড়ি করিবে নিধন॥
পূর্ব্বাপর আছে হেন শাস্ত্রের বিহিত।
বলে ছলে শত্রুকে মারিবে সুনিশ্চিত॥
জ্যেষ্ঠ ভাই নমুচিরে অদিতিনন্দন।
বলে না পারিল তারে চিন্তিল কারণ॥
ছল করি ফলমধ্যে রহি পুরন্দর।
নমুচি দানবে পাঠাইল যমঘর॥
সেকারণে এই যুক্তি কহিনু তোমারে।
মারহ পাণ্ডুর পুত্র বুদ্ধিঅনুসারে॥
নতুবা সকল সৈন্য সাজ নরপতি।
বিরাটনগরে চল যাইব সম্প্রতি॥
বিরাটের পুর সব চৌদিগে বেড়িয়া।
অগ্নি দিয়া পাণ্ডবেরে মার পোড়াইয়া॥
দুই মত বিধান করহ নরবর।
যেই চিত্তে লয় তাহা করহ সত্বর॥
রাজা বলে যত কহ নাহি লয় মনে।
কার শক্তি মারিবে পাণ্ডব পঞ্চ জনে॥
যতেক উপায় আমি করিলাম পূর্ব্ব।
কপট পাশাতে তার হরিলাম সর্ব্ব॥

পাঠাইনু বনবাসে দ্বাদশ বৎসর।
বৎসরেক অজ্ঞাত নিবাস তারপর॥
সভামধ্যে পাণ্ডব করিল যেই পণ।
তাহাতে হইল মুক্ত দৈবের কারণ॥
আমার উপায় যত হইল বিফল।
এখন সহায় তবে হৈল মহাবল॥
যে হউক সে হউক যুদ্ধ করিলাম পণ।
বিনা যুদ্ধে রাজ্য নাহি দিব কদাচন॥
আমারে জিনিয়া পাণ্ডুপুত্র রাজ্য লয়।
আমি বা পাণ্ডবে জিনি মম রাজ্য হয়॥
এইত প্রতিজ্ঞা মোর কভু নহে আন।
ইহার উপায় সখা করহ বিধান॥
যাবৎ না মরে পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
রাজ্যে২ দূতগণ করহ প্রেরণ॥
নিবসে যতেক রাজা মম অধিকারে।
যুদ্ধহেতু বরিয়া আনহ সভাকারে॥
সভামধ্যে প্রধান সুমন্ত নরপতি।
কলিঙ্গ কামদ ভোজ বাহ্লীক প্রভৃতি॥
সুশর্ম্মা নৃপতি আদি যত রাজগণ।
যুদ্ধহেতু সভাকারে করহ বরণ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী করহ সাজন।
হইবে অবশ্য যুদ্ধ না হয় খণ্ডন॥
অস্ত্র শস্ত্র বহুবিধ করহ সঞ্চয়।
মিত্রামিত্র বলাবল হইল সময়॥
রাজার বচন শুনি রাধার নন্দন।
সাধু২ বলিয়া প্রশংসিল তখন॥
উত্তম বলিলা যুক্তি নিল মোর মনে।
তুমি হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি বল গুণে॥
দেবগণমধ্যে যেন দেব শচীপতি।
প্রজাপতিমধ্যে যেন দক্ষ মহামতি॥
তারাগণমধ্যে যেন শীতল কিরণ।
তাদৃশ ক্ষত্রিয়মধ্যে তোমার গণন॥
ক্ষত্রধর্ম্ম শাস্ত্র মত আছে পূর্ব্বাপর।
ক্ষত্রিয় হইয়া যুদ্ধে না করিবে ডর॥
জয় পরাজয় না করিবে অভিমান।
সংগ্রামে বিমুখ হৈলে নরকে প্রয়াণ॥
সেকারণে ক্ষত্রধর্ম্ম করহ উদয়।
যুদ্ধ হেতু বরহ যতেক রাজচয়॥
হয় বা না হয় যুদ্ধ বিধির লিখন।
সৈন্য সমাবেশ কর না ছাড়ি বিক্রম॥
এত বলি আজ্ঞা দিল ডাকি অনুচরে।
রাজগণে লিখন লিখিল সভাকারে॥

অনন্তরে কহিছেন গঙ্গার তনয়।
যে যুক্তি করিলা মম মনে নাহি লয়॥
ভাই ভাই বিচ্ছেদ হইতে না যুয়ায়।
হিত উপদেশ রাজা কহিব তোমায়॥
মান বৃদ্ধি নাহি ইথে নাহি কোন যশ।
হারিলে জিনিলে তুল্য না হবে পৌরুষ॥
সে কারণ যুদ্ধে কিছু নাহি প্রয়োজন।
পাণ্ডব সহিত সবে করহ মিলন॥
পাণ্ডব তোমার কিছু অহিত না করে।
আপন ইচ্ছায় ভাগ যে দিলা তাহারে॥
তাহা পায়ে সুখী হবে ভাই পঞ্চ জন।
এখন এমত বুদ্ধি না কর রাজন॥
পাশায় জিনিয়া তার নিলা সর্ব্ব ধন।
তবু তারা তোমা প্রতি নহে ক্রোধ মন॥
যে সত্য করিল তারা সবার সাক্ষাতে।
ধর্ম্মঅনুসারে মুক্ত হইল তাহাতে॥
পূর্ব্বে তাসবার যেই ছিল অধিকার।
তাহা ছাড়ি দিতে হয় উচিত তোমার॥
তাহাতে প্রবোধ যদি নহে কদাচন।
তবে যেই মনে লয় করিহ তখন॥
পূর্ব্বে অঙ্গীকার তুমি করিলা আপনে।
সত্যহৈতে মুক্ত যদি হয় কদাচনে॥
পুন আসি রাজ্য তবে লইবে পাণ্ডব।
সেইকালে সাক্ষাতে আছিনু আমা সব॥
এক্ষণে যাহাতে তুষ্ট কুন্তীপুত্র সব।
তাহা দিয়া রাজা তুমি প্রবোধ পাণ্ডব॥
তাহা দিয়া প্রবোধহ পাণ্ডুপুত্রগণে।
ভাই২ বিরোধ না হয় প্রয়োজনে॥
ভীষ্মের এতেক কথা শুনি দুর্য্যোধন।
ক্ষণেক থাকিয়া তবে বলিল বচন॥
শত্রুকে ভজিব আমি মনে নাহি লয়।
যে হউক সে হউক যুদ্ধ করিব নিশ্চয়॥
ক্ষত্রমধ্যে অযোগ্যতা গণি এই কর্ম্ম।
শত্রুকে যে রাজ্য ত্যজে বলি যে বিজন্ম॥
ভীষ্ম বলিলেন কর যেই লয় মন।
হিত উপদেশে বলিলাম এ বচন॥
অনন্তরে দ্রোণ কৃপ বাহ্লীক রাজন।
ধৃষ্টকেতু ধৃতরাষ্ট্র গুরুর নন্দন॥
বিদুর প্রভৃতি আর যত মন্ত্রিগণ।
একে২ দুর্য্যোধনে কহিল বচন॥
ভীষ্ম যে কহিল তাহা কর মহারাজ।
ভাই২ বিরোধে নাহিক কোন কায॥

কুলক্ষয় হইবেক লোকে অপমান।
ইহাতে পৌরুষ কিছু না হয় বিধান॥
আপন পৈতৃক ভাগ যে হয় উচিত।
তাহা ছাড়ি দেহ তারে শাস্ত্রের বিহিত॥
যে সত্য করিল তারা সভার গোচর।
তাহাতে হইল মুক্ত পঞ্চ সহোদর॥
পূর্ব্বে যেই অধিকার ছিল তাসভার।
সেই ইন্দ্রপ্রস্থ তুমি দেহ আরবার॥
ইথে অপযশ নাহি নাহি কোন ক্লেশ।
পাণ্ডব তোমারে স্নেহ করয়ে বিশেষ॥
যে করিলা অপমান না করিল মনে।
অন্য কেহ হৈলে না সহিত কদাচনে॥
দেবাসুর নরেতে বিখ্যাত পঞ্চ জন।
মুহূর্ত্তেকে জিনিবারে পারে ত্রিভুবন॥
উত্তর গোগ্রহে যুদ্ধে দেখিলা আপনে।
একেশ্বর ধনঞ্জয় সভাকারে জিনে॥
বিরাটের গবীগণ মুক্ত করি দিল।
দয়ায় অর্জ্জুন বীর কারে না মারিল॥
তোমায় আক্রোশ যদি থাকিত তাহার।
তবে কেন সংগ্রামে করিল পরিহার॥
অনন্তরে অরণ্যেতে গন্ধর্ব্ব প্রধান।
ধরিয়া তোমারে লয়ে করিল পয়াণ॥
মুখ্য২ যতেক আছিল সেনাপতি।
ছাড়াইতে না হইল কাহার শকতি॥
তোমারে আক্রোশ যদি পাণ্ডবের ছিল।
তবে কেন পার্থ তোমা মুক্ত করি দিল॥
বলিবা যে উত্তর গোগ্রহে ধনঞ্জয়।
পর কার্য্যে অপমান করিল আমায়॥
দ্রৌপদীর বাক্য পার্থ নারে খণ্ডাবারে।
সে কারণে গবী মুক্ত করিল প্রকারে॥
ভাই ভাই যুদ্ধে কিছু নাহি অপমান।
জয় পরাজয় মানি একই সমান॥
কহিলা পরম শত্রু মোর পঞ্চ জন।
তাহারে ভজিলে হয় কুযশ ঘোষণ॥
কোনকালে শত্রুভাব না করে তোমারে।
বিচার করিয়া রাজা বুঝহ অন্তরে॥
তুমি শত্রুভাব কর তাহারা না করে।
জ্ঞাতিমধ্যে যে জন অধিক বল ধরে॥
সে হয় প্রধান রাজা কহিনু নিশ্চয়।
পূর্ব্বের কাহিনী শুন কহি যে তোমায়॥
ত্রেতাযুগে ছিল রাজা লঙ্কার ঈশ্বর।
বাহুবলে জিনিল সকল চরাচর॥
ক্ষত্র বংশে চূড়ামণি শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
তাহা সহ দ্বন্দ্ব করি হইল নিধন॥
মুখ্য২ যতেক আছিল সেনাপতি।
ছাড়াইতে না হইল কাহার শকতি॥
অহিংসা পরম ধর্ম্ম শাস্ত্রেতে বাখানে।
হিংসা সম পাপ নাহি কহে জ্ঞানি জনে॥
আপ্তহৈতে হিংসা বুদ্ধি যেই জন করে।
পঞ্চ মহাপাপ আসি বেড়য়ে তাহারে॥
জগতে অকীর্ত্তি ঘোষে লোকে নাহি মান।
কহিব পূর্ব্বের কথা কর অবধান॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

### অথ ইন্দ্রের জন্ম ও তৎকর্তৃক গুরুপত্নী হরণ ও গৌতমের শাপ।

দক্ষকন্যা অদিতি যে কশ্যপগৃহিণী।
পুত্রবাঞ্ছা করিয়া ভজিল শূলপাণি॥
প্রত্যক্ষ হইয়া বর যাচেন শঙ্কর।
মাগিল অদিতি বর করি যোড় কর॥
মম গর্ভে হবে যেই পুত্রের উৎপত্তি।
ত্রিভুবনমধ্যে যেন হয় মহামতি॥
নাগ নর সুরআদি প্রজাপতিগণ।
সবে পূজা করে যেন তাহার চরণ॥
স্বস্তি বলি তারে বর দেন শূলপাণি।
স্বামিরে কহিল তবে দক্ষের নন্দিনী॥
আমারে দিলেন বর দেব পঞ্চানন।
ত্রিভুবনে রাজা হবে তোমার নন্দন॥
কশ্যপ বলিল শিববাক্য মিথ্যা নয়।
মহাবলবন্ত হবে তোমার তনয়॥
ত্রিভুবনমধ্যে সেই হইবেক রাজা।
এ তিন ভুবনে লোক করিবেক পূজা॥
স্বামির নিকটে কন্যা পাইল সম্মান।
কত দিনে অদিতি করিল ঋতুস্নান॥
স্বামিসঙ্গে রতি কেলি কুতূহলে করে।
বিষ্ণুঅংশে পুত্র আসি জন্মিল উদরে॥
পরম সুন্দর পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল।
ইন্দ্র বলি নাম তার মুনিবর দিল॥
দ্বাদশ আদিত্য তবে জন্মিল বিশেষে।
যাহার উদয়ে দিন আপনি প্রকাশে॥
কত দিনান্তরে তবে দক্ষের নন্দিনী।
ঋতুস্নান করিয়া স্বামিরে বলে বাণী॥

রতি করিলেন মুনি দক্ষের কন্যায়।
গর্ভেতে পবন আসি জন্মিল তাহায়॥
কহিলেন ভার্য্যারে কশ্যপ তপোধন।
ত্রিভুবন ব্যাপিবেক এইত নন্দন॥
ছোট বড় জীব জন্তু আছয়ে যতেক।
সর্ব্ব ভূতে হইবেক নন্দন প্রত্যেক॥
ইহা সম বলবন্ত কেহ না হইবে।
সকল সৎসার এই ব্যাপিত করিবে॥
শুনি আনন্দিতা হইল দক্ষের নন্দিনী।
স্বর্গলোক চলিল কশ্যপ মহামুনি॥
কত দিনে নারদ আইল সুরপুরে।
সঙ্কেতে ডাকিয়া মুনি বলিল ইন্দ্রেরে॥
তোমার মায়ের গর্ভে হবে যেই জন।
জন্মমাত্রে করিবেক জগত ব্যাপন॥
মহাবলবন্ত হবে বিখ্যাত ত্রিলোকে।
এ তিন ভুবনে লোক পূজিবে ইহাকে॥
এত বলি যথাস্থানে গেল তপোধন।
বিস্ময় মানিয়া ইন্দ্র ভাবে মনে মন॥
এই ক্ষণে না করিলে সৎহার ইহারে।
জন্মিলে অনেক দুঃখ দিবেক আমারে॥
এতেক বিচার চিত্তে বাসব করিল।
সূক্ষ্মরূপে জননীর গর্ভে প্রবেশিল॥
যেই কালে নিদ্রাগতা দক্ষের নন্দিনী।
সেই গর্ভ কাটিয়া করিল সাতখানি॥
পুন একখানি কাটিলেক সাত বার।
তাহাতে হইল ঊনপঞ্চাশ প্রকার॥
চিত্তেতে সানন্দ ইন্দ্র হইল অতিশয়।
কত দিন প্রসবিল সকল তনয়॥
ক্রমে ঊন পঞ্চাশ জন্মিল প্রভঞ্জন।
দেখিয়া হইল ইন্দ্র সবিস্ময়মন॥
অহিৎসকে হিৎসিয়া পাইল বড় তাপ।
জন্মিল পবন দেব অতুল প্রতাপ॥
তবে কত দিনে ইন্দ্র কশ্যপনন্দন।
গৌতমের স্থানেতে করিল অধ্যয়ন॥
চারি বেদ ষট শাস্ত্রঅধ্যয়ন করিল।
তথাপিহ কিছু তার জ্ঞান না জন্মিল॥
পরম সুন্দরী দেখি গুরুর রমণী।
তারে হরিবারে ইচ্ছা করে সুরমণি॥
এক দিন গেল মুনি স্নান করিবারে।
দেখে ইন্দ্র গুরুপত্নী আছে একা ঘরে॥
কামেতে পীড়িত হয়ে অদিতিনন্দন।
মায়া করি গুরুরূপ হৈল সেই ক্ষণ॥
গুরুরূপ ধরি ইন্দ্র গুরুপত্নী হরে।
কত ক্ষণে আইল গৌতম মুনি ঘরে॥
গুরুপত্নী দেখি তারে মানিয়া বিস্ময়।
মুনিপানে চাহিয়া পাইল বড় ভয়॥
স্বামিরে চাহিয়া কয় বিনয় বচন।
স্নান করিবারে গেলা করিয়া রমণ॥
কি রূপে করিয়া স্নান আইলা মুহূর্ত্তেকে।
ইহার বৃত্তান্ত প্রভু কহ না আমাকে॥
এত শুনি মুনিবর ভাবে মনেমন।
করিল অধর্ম্ম বুঝি কশ্যপনন্দন॥
গুরুপত্নী হরে এত করে অহঙ্কার।
এত বলি মুনিবর বলে প্রতি তার॥
নিষ্ফল করিলি অস্ত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন।
তোর সম অজ্ঞান না দেখি কোন জন॥
কপট করিয়া গুরুপত্নীরে হরিলি।
পাইবি উচিত শাস্তি যে কর্ম্ম করিলি॥
হউক সহস্র যোনি তোর কলেবরে।
অলঙ্ঘ্য গৌতম বাক্য কে অন্যথা করে॥
হইল সহস্র যোনি শক্রের শরীরে।
আপনা নেহালি ইন্দ্র বিষণ্ণ অন্তরে॥
কোন লাজে দেবমাঝে দেখাব বদন।
তপস্যা করিয়া আত্মা করিব নিধন॥
সকল শরীরে আচ্ছাদিলেক বসন।
চিন্তিত হইয়া যায় কশ্যপনন্দন॥
ক্ষীরোদের কূলে গিয়া কশ্যপকুমার।
সহস্র বৎসর তপ করে অনাহার॥
সুরপুর নষ্ট হেতা হয় ইন্দ্র বিনে।
দুরন্ত রাক্ষস বড় অসুর ভুবনে॥
দুরন্ত অসুর সব দেশেতে ব্যাপিল।
দান যজ্ঞ তপ জপ সকলি নাশিল॥
জানিয়া কশ্যপ মুনি সচিন্তিত মনে।
এ সকল তত্ত্ব তবে জানিলেন ধ্যানে॥
ব্রহ্মাকে করেন স্তুতি বিবিধ প্রকারে।
তোমার নির্ম্মিত সৃষ্টি অসুরে সৎহারে॥
কুকর্ম্ম করিল ইন্দ্র আমার নন্দন।
অজ্ঞানে গুরুর পত্নী করিল হরণ॥
গৌতম দারুণ শাপ দিলেক তাহারে।
সহস্রেক ভগ হইল তাহার শরীরে॥
ক্রোধ করি দেবরাজ মজে অপমানে।
ক্ষীরোদের কূলে তপ করে একাসনে॥
ইন্দ্র বিনা অসুরেতে জগত ব্যাপিল।
তোমার রচিত সৃষ্টি সব নষ্ট হইল॥

সে কারণে বাসবেরে করহ উদ্ধার।
নিতান্ত করহ প্রভু শাপান্ত তাহার॥
এইরূপ কশ্যপ কহিল বহুতর।
শুনিয়া সদয় হইলেন সৃষ্টিধর॥
গৌতমেরে আনিয়া কহেন বহুতর।
শুনহ গৌতম মুনি আমার উত্তর॥
আমারে দেখিয়া ক্রোধ কর সম্বরণ।
অজ্ঞানে গুরুর পত্নী করিল হরণ॥
পাইল উচিত শাস্তি ক্ষমা দেহ মনে।
কৃপায় শাপান্ত কর অদিতিনন্দনে॥
গৌতম বলেন তাহা কর অবধান।
কহিলাম যে কথা সে না হইবে আন॥
তোমার কারণে বর দিলাম তাহারে।
সহস্রেক চক্ষু যেন দেবরাজ ধরে॥
শুনিয়া কশ্যপ মুনি আনন্দিত মন।
যথাস্থানে গেল করি দেবসম্ভাষণ॥
সত্যলোকে গেলেন গৌতম তপোধন।
কশ্যপ আইল যথা আপন নন্দন॥
অব্যর্থ মুনির বাক্য না হয় খণ্ডন।
ভগগণ অঙ্গে লুপ্ত হৈল তখন॥
সহস্রেক চক্ষু হৈল ইন্দ্রের শরীরে।
আপনা নেহালি ইন্দ্র হরিষ অন্তরে॥
কশ্যপ বলিল পুত্র কর অবধান।
অনুচিত কর্ম্ম না করিহ সাবধান॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ নিতান্ত বর্জ্জহ।
কদাচিত কোন জনে হিংসা না করহ॥
জ্ঞাতি বন্ধু আদি করি যত পরিবারে।
কদাচিত হিংসা নাহি করিবা কাহারে॥
অহিংসকে হিংসিলে জন্ময়ে মহাপাপ।
কুযশ ঘোষণ হয় জন্মে মনস্তাপ॥
এত বলি ইন্দ্রে পাঠাইল যথা স্থান।
এই শুন কহিলাম পূর্ব্বের বিধান॥
যে কহেন ভীষ্ম বীর না কর অন্যথা।
সম্প্রীতে পাণ্ডবগণে আন রাজা হেতা॥
সমুচিত রাজ্য ছাড়ি দেহত তাহারে।
সমভাবে থাকহ সমান ব্যবহারে॥
ভাই ভাই বিরোধে নাহিক প্রয়োজন।
কুলক্ষয় হবে আর কুযশ ঘোষণ॥
এই মত দ্রোণ কৃপ বিদুর সহিত।
বিধিমতে দুর্য্যোধনে বুঝাইল নীত॥
কার বাক্য না শুনিল কৌরবের পতি।
অনিষ্ট মানিয়া গেল যে যার বসতি॥
মহাভারতের কথা অমৃতসমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

### অথ রাজ্য লাভার্থ পাণ্ডবেরদের পরামর্শ ও ধৌম্য দ্বিজের হস্তিনায় প্রেরণ।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জনমেজয়।
বিরাটনগরে পঞ্চ পাণ্ডুর তনয়॥
অজ্ঞাতে হইয়া মুক্ত আনন্দিত মনা।
সুহৃদ বান্ধব সহ হইল মিলন॥
অভিমন্যু বিবাহ উৎসব দিনান্তরে।
রজনী বঞ্চিয়া সুখে মহাসমাদরে॥
প্রাতঃকালে বসিলেন বিরাটসভায়।
শত সূর্য্য শত চন্দ্র যেন শোভা পায়॥
দিব্য সিংহাসনে বসিলেন যুধিষ্ঠির।
বামেতে নকুল ভীম পার্থ মহাবীর॥
দক্ষিণেতে সহদেব দ্রুপদরাজন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর আদি আর যত জন॥
সম্মুখে বসিয়া কৃষ্ণ কমললোচন।
প্রসঙ্গ করিল তবে দ্রুপদ রাজন॥
যেই সত্য করেছিলা পাণ্ডুর তনয়।
ধর্ম্ম অনুবলে তাহা হইল উদয়॥
আপন পৈতৃক ভাগ যে হয় উচিত।
লইতে উপায় তার করহ ত্বরিত॥
মম চিত্ত নহে দুষ্ট পাপিষ্ঠ কৌরবে।
সম্প্রীতে ছাড়িয়া রাজ্য অর্পিবে পাণ্ডবে॥
উত্তর গোগ্রহে যে পাইল অপমান।
একেশ্বর অর্জ্জুন করিল সমাধান॥
সেই অপমানে রাজা কৌরবের পতি।
না করিবে প্রীতি হেন লয় মম মতি॥
তথাচ আছয়ে হেন শাস্ত্রের বিধান।
দূত পাঠাইয়া দেহ ধৃতরাষ্ট্রস্থান॥
প্রিয়ম্বদ দূত যেই নীতিশাস্ত্র জানে।
বিধিমতে বুঝাইবে অম্বিকানন্দনে॥
ভীষ্ম দ্রোণ বুঝাইবে রাজা দুর্য্যোধনে।
তবে যদি নাহি রাজ্য দেয় কদাচনে॥
তবে যে বিধান হয় করিব উচিত।
আমাসব মিলি শাস্তি দিব সমুচিত॥
এতেক বলিল যদি দ্রুপদ ভূপতি।
ভাল ভাল বলি সায় দিলেন নৃপতি॥

ভাল ভাল বলিলা লইল মম মন।
সম্প্রীতে হইবে ক্রোধ কোন প্রয়োজন॥
প্রিয়ম্বদ দূত যাকু হস্তিনানগরে।
জ্যেষ্ঠ তাত আদি করি বুঝাকু সবারে॥
দুর্য্যোধনে বুঝাউক রাধার নন্দনে।
তবে যদি সম্প্রীতি না করে কদাচনে॥
তবে যে বিধান হয় করিব উচিত।
এত শুনি ধৃষ্টদ্যুম্ন কহে সুবিহিত॥
অকারণে দূত পাঠাইবা তথাকারে।
সম্প্রীতে না দিবে রাজ্য কৌরব পামরে॥
মহাখল পাপিষ্ঠ অধম দুর্য্যোধন।
ততোধিক কর্ণ যেই রাধার নন্দন॥
কপটে যতেক কষ্ট দিল দুষ্টগণ।
বিনা যুদ্ধে শান্ত না হইবে কদাচন॥
মুহূর্ত্তেক ক্ষমিতে উচিত নাহি হয়।
ইন্দ্রপ্রস্থে চল লয়ে যাই সৈন্যচয়॥
লইবা আপন রাজ্য বলে মহারাজ।
না নিলে বাড়িবে দর্প নাহি দিলে লাজ॥
সে কারণে মাগিবার নাহি প্রয়োজন।
আপন ইচ্ছায় লহ আপন শাসন॥
তবে যদি দ্বন্দ্ব করে কৌরবকুমার।
আমাসব মিলি তার করিব সংহার॥
সবংশে করিব ক্ষয় দুষ্ট কুরুগণে।
এই যুক্তি নরপতি লয় মম মনে॥
ভীমসেন বলে ভাল বৈলা নরপতি।
আপনি যেমত বিজ্ঞ কহিলা তেমতি॥
সম্প্রীতে না দিবে রাজ্য কুরুপাপাশয়।
মুহূর্ত্তেকে তাহারে ক্ষমিতে যুক্তি নয়॥
যত দুঃখ দিল দুষ্ট পাপি দুর্য্যোধন।
সে সব স্মরণে মম হেন লয় মন॥
রজনীর মধ্যে সব হস্তিনা বেড়িয়া।
সকল কৌরবগণে মার পোড়াইয়া॥
তবে সে আমার খণ্ডে হৃদয়ের তাপ।
এমতে নিশ্বাস ছাড়ে যেন কাল সাপ॥
ক্রোধেতে কম্পিত অঙ্গ অরুণ লোচন।
রাজারে চাহিয়া বলে করিয়া গর্জন॥
তোমার কারণে এত দুঃখ সবাকার।
তোমার কারণে জীয়ে কৌরব কুমার॥
কি বুঝিয়া সম্প্রীতি করিব তার সনে।
বিনা দ্বন্দ্বে সাধ্য নহে রাজা দুর্য্যোধনে॥
আজ্ঞা কর নরপতি বিলম্ব না সয়।
সসৈন্য সাজিয়া আজি যাই হস্তিনায়॥
সবংশে মারিব আজি রাজা দুর্য্যোধনে।
এই যুক্তি নরপতি লয় মম মনে॥
অর্জ্জুন বলেন ভাল বৈলা মহাশয়।
আজ্ঞা কর কুরুগণে করি পরাজয়॥
ক্ষমিবার যোগ্য নহে কি হেতু ক্ষমিব।
রজনীর মধ্যে আজি কৌরব মারিব॥
সহদেব নকুল দিলেন অনুমতি।
হাসিয়া কহেন তবে দেব জগৎপতি॥
যে কহিলা ভীমসেন আর ধনঞ্জয়।
সেইমত করিবারে সমুচিত হয়॥
তথাপি আছয় হেন শাস্ত্রের বিধান।
সম্প্রীতে রিপুর সঙ্গে করিবে সন্ধান॥
সম্প্রীতে না দিলে বল করিবে পশ্চাতে।
পূর্ব্বাপর হেন রাজা আছয়ে শাস্ত্রেতে॥
প্রিয়ম্বদ দূত হবে সর্ব্ব শাস্ত্র জানে।
পাঠাইয়া দেহ আগে হস্তিনা ভুবনে॥
দুর্য্যোধনআদি করি যত সভাজনে।
ধর্ম্ম নীতি বুঝাউক শাস্ত্রের বিধানে॥
তবে যদি রাজ্য নাহি দেয় দুর্য্যোধন।
মনে যাহা লয় তাহা করিহ তখন॥
হেন চিত্তে লয় মম রাজা দুর্য্যোধন।
সম্প্রীতে না দিবে রাজ্য করিবেক রণ॥
ভূপতি বলেন ভাল কথা নারায়ণ।
দূত পাঠাইয়া দেহ হস্তিনা ভুবন॥
ধর্ম্ম নীতি বুঝাইবে অম্বিকানন্দনে।
তবে রাজ্য ছাড়িবে না লয় মম মনে॥
পশ্চাতে করিব তবে যেই মনে লয়।
শুনিয়া উত্তর করিছেন ধনঞ্জয়॥
বিরাট দ্রুপদআদি সুহৃদ সুজন।
রাজারে চাহিয়া তবে বলিল বচন॥
সম্প্রীতে না দিবে রাজ্য কুরু কুলাঙ্গার।
আমাসব মিলি তার করিব সংহার॥
এই কথা কহিল সকল রাজগণ।
তবে ধৌম্যে বলিলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
হস্তিনানগর তুমি যাহ শীঘ্রগতি।
প্রীতি বাক্যে বুঝাইবা কুরুগণ প্রতি॥
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুরাদি প্রতীপকুমারে।
প্রীতি বাক্যে সম্বাদ কহিবা সবাকারে॥
গান্ধারীপ্রভৃতি আর জননী কুন্তীরে।
সমভাবে নমস্কার কহিবা সবারে॥
জ্যেষ্ঠ তাত ধৃতরাষ্ট্রে কহিবা বচন।
তোমার প্রসাদে জীয়ে ভাই পঞ্চ জন॥

সম্প্রতি বিনয় ভাষে অগ্রেতে কহিবা।
না শুনিলে উপযুক্ত বচন বলিবা॥
দম্ভ করি কহিবা নাহিক তবে ভয়।
পাণ্ডবের হাতে তোর হবে কুলক্ষয়॥
কপটে যতেক দুঃখ দিলা সবাকারে।
সেই তাপ অগ্নিতে দহয় কলেবরে॥
তাহার উচিত শাস্তি নিকটেতে দিব।
সবংশেতে দুর্য্যোধনে অবশ্য মারিব॥
এই রূপে ধৌম্যেরে কহিয়া পঞ্চ জন।
পাঠাইয়া দেন তারে হস্তিনা ভুবন॥
তবে কৃষ্ণ প্রদ্যুম্নাদি যত যদুগণ।
যুধিষ্ঠিরে চাহিয়া করেন নিবেদন॥
আজ্ঞা কর দ্বারবতী করি আগুসার।
দূত গেলে হেতায় আসিব পুনর্ব্বার॥
যুধিষ্ঠির বলেন শুনহ নারায়ণ।
সম্প্রীতে না দিবে রাজ্য দুষ্ট দুর্য্যোধন॥
অবশ্য হইবে রণ না হয় খণ্ডন।
কৌরবসহায় মহাহ বীরগণ॥
তুমি অনুবলমাত্র কেবল আমার।
তোমা বিনা গতি দেব নাহি মোসবার॥
তোমা বিনা আমরা যে ভাই পঞ্চ জন।
যেমন সলিলহীন মীনের জীবন॥
চন্দ্র বিনা যেমন নক্ষত্র নাহি শোভে।
তেমনি আমরা কৃষ্ণ তোমার অভাবে॥
আপনি আমারে কৃষ্ণ হও অনুকূল।
তবে সে জিনিতে পারি কৌরব সমূল॥
এত শুনি হাসিয়া বলেন নারায়ণ।
যে আজ্ঞা করিবা তাহা করিব পালন॥
মহারণে হব আমি পার্থের সারথি।
সবংশে করিব ক্ষয় কুরুবংশপতি॥
পার্থের বিক্রম রাজা খ্যাত ত্রিভুবনে।
একেশ্বর জিনিতে পারিবে কুরুগণে॥
ইন্দ্রআদি দেবগণ রণে নহে স্থির।
কি করিবে শত ভাই কৌরব কুবীর॥
এত বলি মিলন করিয়া সেইক্ষণে।
সবান্ধবে যান কৃষ্ণ দ্বারকা ভুবনে॥
উদ্যোগপর্ব্বের কথা অপূর্ব্ব আখ্যান।
ব্যাস বিরচিত দিব্য ভারত পুরাণ॥
পড়ে যে বা শুনে যে বা কহে যেই জন।
সর্ব্ব দুঃখ খণ্ডে তার আপদ মোচন॥
সেই কথা কহি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥
কাশীরাম দাস কহে পয়ার প্রবন্ধে।
পিয় সাধু জন নিঙ্গড়িয়া ভাষা ছন্দে॥

### অথ কুরুসভাতে ধৌম্যের প্রবেশ ও কুরুদের প্রতি কথন।

পয়ার।

মুনি বলে শুনহ নৃপতি জনমেজয়।
কুরুসভামধ্যে গেল ধৌম্য মহাশয়॥
সভা করি বসিয়াছে কৌরবের পতি।
সুহৃদ অমাত্য বন্ধুগণের সংহতি॥
শত ভাই সহোদর রাধাপুত্র আর।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর গুরুর কুমার॥
ধৃতরাষ্ট্র বিদুর অমাত্য যত জন।
সভা করি বসিয়াছে কৌরবনন্দন॥
হেনকালে কহে গিয়া ধৌম্য তপোধন।
অবধান কর রাজা অম্বিকানন্দন॥
পাণ্ডুপুত্র পঞ্চ ভাই পাঠায় আমারে।
আপন বিভাগ মত রাজ্য লইবারে॥
কহিলেন বিনয় করিয়া ধর্ম্মরায়।
সে সকল কথা রাজা কহিতে তোমায়॥
জ্যেষ্ঠতাতে কহিবা আমার নিবেদন।
তোমার প্রসাদে জীয়ে ভাই পঞ্চ জন॥
পাণ্ডবের গতি তুমি পাণ্ডবের পতি।
তোমা বিনা পাণ্ডবের নাহি অব্যাহতি॥
তুমি যে করিবা আজ্ঞা না করিব আন।
তব আজ্ঞাবর্ত্তী পঞ্চ পাণ্ডুর সন্তান॥
যত সহিলাম দুঃখ তোমার কারণ।
তব বশ হইয়া হারাই রাজ্য ধন॥
যে নির্ণয় হৈল পূর্ব্বে তোমার সাক্ষাতে।
তাহাতে হইলাম মুক্ত দুঃখ সঙ্কটেতে॥
মহাদুঃখ পাইলাম অরণ্যে বিশেষ।
জটা বল্ক পরিধান তপস্বির বেশ॥
অনন্তর অজ্ঞাত রহিনু লুকাইয়া।
পরসেবা করি পরআজ্ঞাবর্ত্তী হইয়া॥
রাজপুত্র হইয়া ক্লীবের ব্যবহার।
হীন সেবা করিলাম হীন কুলাচার॥
পাইলাম এত দুঃখ নাহি করি মনে।
সব দুঃখ পাসরিলাম তোমার কারণে॥
আপন পৈতৃক ভাগ উচিত যে হয়।
দিয়া প্রীত কর রাজা আমা সভাকায়॥

ভাই২ বিরোধে নাহিক প্রয়োজন।
এই মত কহিলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
ভীম কহিলেন দর্প করিয়া অপার।
অন্ধেরে কহিবা আগে মম নমস্কার॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর প্রতীপকুমারে।
আমার বিনয় জানাইবা সবাকারে॥
কহিবা নিষ্ঠুর বাক্য রাজা দুর্য্যোধনে।
যত দুঃখ দিল তাহা সর্ব্ব লোকে জানে॥
যে হবার সে হইল ক্ষমিলাম অন্ধেরে।
উচিত বিভাগ রাজ্য দেহ পাণ্ডবেরে॥
না দিলে আমার হাতে হবে বংশক্ষয়।
এই রূপ বলিলেক ভীম মহাশয়॥
অর্জ্জুন কহিল রাজা করিয়া মিনতি।
কহিবা অন্ধের স্থানে আমার ভারতী॥
যত দুঃখ দিলা তাহা নাহি করি মনে।
তোমার কারণে ক্ষমিলাম দুর্য্যোধনে॥
যত অপমান কৈল দেখিলা সাক্ষাতে।
দ্রৌপদীরে কেশে ধরি আনিল সভাতে॥
কপট পাশায় যথা সর্ব্বস্ব লইল।
দ্বাদশ বৎসর বনবাসে পাঠাইল॥
সহিলাম সে সকল তোমার কারণে।
আমার বিভাগ ছাড়ি দেহ এইক্ষণে॥
সম্প্রতি না দিলে দুঃখ পাইবা অপার।
এইরূপে বলে রাজা ইন্দ্রের কুমার॥
সহদেব নকুল কহিল বহুতর।
ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রুপদাদি যত নরবর॥
পাণ্ডবের সমুচিত বিভাগ যে হয়।
তাহা দিয়া সন্তোষহ পাণ্ডুর তনয়॥
ভাই২ বিরোধে নাহিক প্রয়োজন।
যেই চিত্তে লয় তাহা করহ রাজন॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র করিল উত্তর।
যে কহিলা অসদৃশ নহে নরবর॥
পাইল অনেক দুঃখ পাণ্ডুপুত্রগণে।
মম হেতু ক্ষমিলেক এই দুর্য্যোধনে॥
কর্ণ দুঃশাসনে নিন্দা করিল অপার।
মম হেতু ক্ষমিলেক পাণ্ডুর কুমার॥
এখন যে কহি তাহা শুন সভাজনে।
প্রিয়ম্বদ দূতে যাউক পাণ্ডবের স্থানে॥
প্রিয় বাক্য কহিয়া আনহ এথাকারে।
সমুচিত ভাগ ছাড়ি দেহত তাহারে॥
নানা বস্ত্র অলঙ্কার ধন বহুতর।
পুরস্কার দিয়া তোষ পঞ্চ সহোদর॥
সেই ইন্দ্রপ্রস্থ পুন দেহ অধিকার।
যত রত্ন ছিল তার যতেক ভাণ্ডার॥
যেই সত্য করিলেক তাহে হৈল পার।
সমুচিত ভাগ হয় উচিত তাহার॥
বলেতে অশক্ত নহে ভাই পঞ্চ জন।
মুহূর্ত্তেকে জিনিবারে পারে ত্রিভুবন॥
সে কারণে দ্বন্দ্বে কিছু নাহি প্রয়োজন।
অর্দ্ধ রাজ্য দিয়া রাখ পাণ্ডুপুত্রগণ॥
ভীষ্ম বলিলেন ভাল নিল মম মনে।
উপযুক্ত যুক্তি বটে কর এইক্ষণে॥
বিরোধ হইলে রাজা হবে কোন কায।
সমুচিত ভাগ তারে দেহ মহারাজ॥
না দিলে প্রলয় রাজা হবে কুলক্ষয়।
সে কারণে অবধানে শুন মহাশয়॥
প্রিয়ম্বদ দূতে রাজা দেহ পাঠাইয়া।
পাণ্ডবে হেথায় আন বিনয় করিয়া॥
তবে সে তোমার হিত হইবে রাজন।
আমারে এতেক কহি কোন প্রয়োজন॥
কৌরবের পতি তুমি কৌরবের গতি।
তোমা বিনা কুরুকুলে নাহি অব্যাহতি॥
তুমি যে কহিবা তাহা কে করিবে আন।
যেই চিত্তে লয় তাহা করহ বিধান॥
ভীষ্মের এতেক বাক্য শুনি সভাজন।
সাধু২ বলি প্রশংসিল জনে জন॥
দ্রোণ কৃপ বিদুরাদি বাহ্লীক নৃপতি।
পাণ্ডবে আনিতে সবে দিল অনুমতি॥
পুনঃ২ নানামতে কহিল অন্ধেরে।
সম্প্রীতে আনহ রাজা পাণ্ডুর কুমারে॥
সমুচিত ভাগ তারে দেহ রাজধানী।
এই কর্ম্মে তব প্রিয় শুন নৃপমণি॥
এই রূপে কহিল সকল সভাজন।
মনে২ ক্রোধে জ্বলে রাজা দুর্য্যোধন॥
পাণ্ডবের প্রসঙ্গে কর্ণেতে লাগে শাল।
ক্রোধে করে মাথা হেট কুরুমহীপাল॥
তবে দুর্য্যোধনে কহে অন্ধনরপতি।
আমার বচন পুত্র কর অবগতি॥
সবারে সম্মত রাখ রাখ মম বাণী।
পাণ্ডবের সমুচিত দেহ রাজধানী॥
ভাই২ সম্প্রীতে করহ রাজ্য সুখ।
কলহেতে কার্য্য নাহি জন্মে মহাদুঃখ॥
লোকেতে কুযশ ঘোষে অপকীর্ত্তি হয়।
পূর্ব্বের কাহিনী শুন কহি যে তোমায়॥

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

## অথ বৃক রাজার উপাখ্যান।

সূর্য্যবংশে বৃকনামে ছিল নরপতি।
মহাধর্ম্মশীল রাজা জগতে সুখ্যাতি ॥
সুমতি কুমতি তার যুগল বনিতা।
কৌশলনন্দিনী দোঁহে সতী পতিব্রতা ॥
যুবাকাল গেল তার অপত্য নহিল।
পুত্র বাঞ্ছা করি দোঁহে স্বামিরে সেবিল ॥
কত দিনান্তরে বিভাণ্ডক তপোধন।
অযোধ্যানগরে তবে করিল গমন ॥
ভার্য্যাসহ নরপতি আছে অন্তঃপুরে।
তথা গিয়া উত্তরিল কে নিবারে তারে ॥
জিতেন্দ্রিয় তেজোময় দেখি তপোধন।
ভার্য্যাসহ নরপতি করিল বন্দন ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বসাইল সিংহাসনে।
মিষ্ট অন্ন পান তারে দিলেন ভোজনে ॥
রাণীসহ কর যুড়ি মুনিঅগ্রে রহে।
তুষ্ট হয়ে বিভাণ্ডক জিজ্ঞাসেন তাহে ॥
মহাধর্ম্মশীল তুমি নৃপতি প্রধান।
তোমাসম সংসারেতে নাহি ভাগ্যবান ॥
রূপে কামদেব জিনি শীততায় ইন্দু।
তেজে দিনকর তুমি গুণে গুণসিন্ধু ॥
কার্ত্তবীর্য্য প্রতাপে সামর্থ্যে হনুমান।
কীর্ত্তিতে গণি যে পৃথুরাজার সমান ॥
সেনাপতিমধ্যে গণি যেন ষড়ানন।
সর্ব্বজ্ঞাতমধ্যে যেন জীবের নন্দন ॥
তবে কেন চিন্তান্তর দেখি যে তোমারে।
ইহার বৃত্তান্ত রাজা কহত আমারে ॥
রাজা বলে মুনিবর কহিলা প্রমাণ।
যেহেতু চিন্তান্ত রাজা শুনহ বিধান ॥
যুবাকাল গেল মম অপত্য নহিল।
এইহেতু মনস্তাপ মনেতে রহিল ॥
সকলহইতে সেই জন অতিদীন।
সর্ব্ব সুখবিহীন যে জন পুত্রহীন ॥
জলহীন নদী যেন নহে সুশোভন।
পদ্মহীন সরঃ ফলহীন তরুগণ ॥
চন্দ্রবিনা রাত্রি যেন সর্ব্ব অন্ধকার।
শাস্ত্র বিদ্যাহীন যেন ব্রাহ্মণকুমার ॥
ধর্ম্মহীন নর যেন ধনহীন গৃহী।
জীবহীন জন্তু যেন দন্তহীন অহি ॥
পুত্রহীন জনের জীবন অকারণ।
এই হেতু চিন্তা মম শুন তপোধন ॥
এত শুনি হৃদয়ে ভাবিল মুনিবর।
রাজারে চাহিয়া পুনঃ কহিছে উত্তর ॥
পুত্রইষ্টি কর রাজা করিয়া যতন।
মহাবলবন্ত হবে তোমার নন্দন ॥
সকল পৃথিবী পরাজিবে বাহুবলে।
হইবে তনয় তব যজ্ঞ পুণ্যফলে ॥
এত বলি অন্তর্হিত হৈল তপোধন।
করিল পুত্রেষ্টি রাজা করি আয়োজন ॥
সুমতির গর্ব্ভে হইল যুগলনন্দন।
পরম সুন্দর ধরে রাজার লক্ষণ ॥
বিমতির গর্ব্ভে হৈল একই তনয়।
দিনকর যেমন তেমন তেজোময় ॥
দিনে২ বাড়ে সব রাজার নন্দন।
পুত্র দেখি নরপতি আনন্দিত মন ॥
সুমতির গর্ব্ভে যেই দুই পুত্র হৈল।
তালজঙ্ঘ হৈহয় এই যে নাম থুইল ॥
রূপে গুণে অনুপম বিমতিনন্দন।
বাহু নাম তবে তার রাখিল রাজন ॥
কত দিনে বৃদ্ধকালে বৃক নরপতি।
তিন পুত্র ডাকিয়া আনিল শীঘ্রগতি ॥
তিন পুত্রে রাজ্যখণ্ড ভাগ করি দিল।
ভার্য্যাসহ নরপতি অরণ্যে পশিল ॥
তপোযোগে সাধিয়া লভিল দিব্যগতি।
রাজ্যেতে হইল রাজা বাহু নরপতি ॥
মহাধর্ম্মশীল রাজা বৃকের নন্দন।
নিরন্তর করে যজ্ঞ অন্যে নাহি মন ॥
দ্বিজগণে ধন দান করে অপ্রমিত।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ রাজা ধর্ম্মে সুপণ্ডিত ॥
রাজার পালনে প্রজা দুঃখ নাহি জানে।
একচ্ছত্র নরপতি এ মর্ত্ত্য ভুবনে ॥
অযোনিসম্ভবা কন্যা নামে সত্যবতী।
বিবাহ করিল শুনি আকাশ ভারতী ॥
এক ভার্য্যা বিনা তার অন্যে নাহি মতি।
পুরূরবা রাজা যেন বুধের সন্ততি ॥
কত দিনে ঋতুযোগে হৈল গর্ব্ভবতী।
গণিয়া গণকগণ কহিল ভারতী ॥
ইহার গর্ব্ভেতে যেই হইবে নন্দন।
ত্রিভুবনে রাজা সেই হবে বিচক্ষণ ॥

অস্ত্রে শাস্ত্রে বিজ্ঞ হবে মহাধনুর্দ্ধর।
শত অশ্বমেধ করিবেক নরবর॥
শুনি আনন্দিত রাজা হইল অন্তরে।
বহু পুরস্কার দিল ব্রাহ্মণগণেরে॥
তবে কত দিনেতে নারদ তপোধন।
হৈহয় রাজার পুরী করিল গমন॥
নারদে দেখিয়া রাজা অভ্যর্থনা করি
বসাইল দিব্য রত্নসিংহাসনোপরি॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাজা পূজন করিল।
মুনিবরে বিনয়পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিল॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি কুল পুরোহিত।
বশিষ্ঠ মুখেতে তব শুনিয়াছি নীত॥
জ্ঞাতিমধ্যে যেই ধনে জনে বলবান।
ক্ষত্রিয়েতে সেই শত্রু গণি যে প্রধান॥
বলে ছলে শত্রুকে না ক্ষমি কদাচন।
হেন নীতি শাস্ত্রে আছে কহে মুনিগণ
কহ মুনি আমারে যে ইহার বিধান।
নারদ বলেন রাজা কহিলা প্রমাণ॥
বলে ছলে শত্রুকে না ক্ষমিবে কখন।
নিজ বশে হৈলে শত্রু করিবে নিধন॥
কহিলা প্রমাণ রাজা না হয় অন্যথা।
শত্রুকে করিবে নষ্ট পাবে যথা যথা॥
তারে শত্রু বলি যেই শত্রুভাব করে।
পাইলে নাশিবে শত্রু শাস্ত্রের বিচারে॥
গর্ব্ভে যদি জন্মে শত্রু দৈব বাণী কয়।
তাহারে বধিবে প্রাণে শাস্ত্রের নির্ণয়॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি আমি বিরিঞ্চির স্থান।
কহিব তোমারে রাজা কর অবধান॥
বাহুর ঔরসে যেই হইবে নন্দন।
বাহুবলে পরাজিবে মরত ভুবন॥
শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে নিশ্চয়।
তোমাআদি জ্ঞাতিগণে করিবেক ক্ষয়॥
উপায়েতে গর্ব্ভ যদি পার নাশিবারে।
তবে তব শ্রেয় হয় জানাই তোমারে॥
এত বলি নারদ হৈলেন অন্তর্দ্ধান।
শুনিয়া নৃপতি হৈল সুচিন্তিত প্রাণ॥
অনুক্ষণ চিন্তিয়া আকুল নৃপবর।
এক দিন বসিলেক সভার ভিতর॥
পঞ্চ পাত্র লয়ে যুক্তি করেন রাজন।
বাহুর ঔরসে যেই হইবে নন্দন॥
আমাআদি করিয়া যতেক জ্ঞাতিচয়।
বাহুবলে করিবেক সবাকার ক্ষয়॥
ইহার উপায় কিছু কহ মন্ত্রিগণ।
কিরূপে তাহার গর্ব্ভ করিব নিধন॥
বলেতে সমর্থ না হইব কদাচন।
যদি বা করিব যুদ্ধ হারাব জীবন॥
মন্ত্রিগণ বলে যুক্তি শুন নৃপমণি।
নিমন্ত্রিয়া হেথা আন বাহুর রমণী॥
সাধ খাওয়াবার ছলে উপায় কারণে।
বিষপান করাইয়া মারহ পরাণে॥
ইহা ভিন্ন উপায় না দেখি আর কিছু।
এই মত করিয়া বধহ সেই শিশু॥
রাজা বলে মন্ত্রিগণ কহিলা শোভন।
ভক্ষ ভোজ্য সামগ্রী করহ আয়োজন॥
রন্ধন করিতে কহ সুপকারগণে।
সঙ্কেত করহ যেন কেহ নাহি জানে॥
পরিবারগণ সহ বরিয়া রাজারে।
দূত দিয়া নিমন্ত্রিয়া আন হেতাকারে॥
রাজার আদেশ পায়ে যত মন্ত্রিগণ।
বাহুরে আনিল শীঘ্র করি নিমন্ত্রণ॥
বিষ দিয়া উপহারে ভোজনের কালে।
বাহুর ভার্য্যারে খাওয়াইল বলে ছলে॥
তথাপিহ গর্ব্ভপাত নহিল তাহার।
সহ পরিবার রাজা কৈল আগুসার॥
সে সব বৃত্তান্ত রাণী কহিল রাজারে।
বিষ খাওয়াইল মোরে মারিবার তরে॥
অহিংসক হিংসা মোরে কৈল দুরাচার।
শুনিয়া নৃপতি মনে হইল ধিককার॥
জ্ঞাতিমধ্যে হিংসক কপট যেই জন।
তাহার নিকটে নহে জ্ঞাতি সুশোভন॥
অহিংসকে হিংসয় পাপিষ্ঠ যে দুর্জ্জন।
তাহার সংসর্গে নাহি রহি কদাচন॥
পাপসঙ্গে থাকিলে পাপেতে ধায় মন।
পুণ্যাত্মার সঙ্গ হয় মোক্ষের কারণ॥
অপত্য নহিল হৈল বিধির ঘটন।
তাহে দুষ্ট জ্ঞাতিগণ করিল হিংসন॥
এই রূপে করে রাজা সদা অনুভব।
দ্বিতীয় বৎসর গর্ব্ভ নহিল প্রসব॥
অনুদিন হৈহয় অনুজ তালজঙ্ঘ।
রিপুভাব করিলেক নৃপতির সঙ্গ॥
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সহিত মৈত্র করি।
সংগ্রামে জিনিয়া তার রাজ্য নিল হরি॥
যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বাহুনরপতি।
অরণ্যে প্রবেশ করে ভার্য্যার সংহতি॥

দেখিল আশ্রম বন অতিসুশোভন।
ফলফুলে শোভিত যতেক বৃক্ষগণ ॥
দিব্য সরোবর আছে বনের মাঝারে।
তাহে জলচরগণ সদা কেলি করে ॥
পুণ্য সরোবর সেই বিন্দুসর নাম।
প্রফুল্ল উৎপল কত অতিঅনুপম ॥
ভার্য্যাসহ তথা রাজা করিল গমন।
সরোবর দেখি রাজা আনন্দিত মন ॥
তথাতে আশ্রম করি রচিল কুটীর।
চিন্তায় আকুল রাজা চিত্ত নহে স্থির ॥
অনুক্ষণ চিন্তায় চিন্তিত নরবর।
বৃদ্ধকালে ব্যাধিযুক্ত হৈল কলেবর ॥
নৃপতির কাল প্রাপ্তে হইল নিধন।
ব্যাকুলা হইয়া রাণী মুদিয়া নয়ন ॥
অনেক রোদন করে বনে একেশ্বরী।
নিবৃত্তা হইয়া তবে মনে যুক্তি করি ॥
চিতা করি কাষ্ঠ দিয়া জ্বালি বৈশ্বানর।
তদুপরি রাখিল পতির কলেবর ॥
চিতা আরোহিতে চিতা প্রদক্ষিণ করে।
হেনকালে ঔর্ব্ব মুনি আইল তথাকারে ॥
গর্ব্ভবতী নারী চিতা আরোহণ করে।
দেখিয়া বিস্ময় মুনি মানিল অন্তরে ॥
নিকটেতে গিয়া শীঘ্র করে নিবারণ।
রাণীরে চাহিয়া তবে বলে তপোধন ॥
চিতা আরোহণ না করিহ কদাচিত।
অবধানে শুন মাতা শাস্ত্রের বিহিত ॥
দিব্য চক্ষে আমা সব পাই যে দেখিতে।
রাজচক্রবর্ত্তী আছে তোমার গর্ব্ভেতে ॥
বাহুবলে জিনিবেক যত রিপুগণে।
এক ছত্র রাজা হবে এ মর্ত্ত্য ভুবনে॥
রাজরাজেশ্বর হবে মহাতেজোময়।
শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে নিশ্চয় ॥
ব্রাহ্মণে দিবেক দান সদা অপ্রমিত।
না হইল না হইবে তাহার তুলিত ॥
গর্ব্ভবতী নারী যদি অনুমৃতা হয়।
পঞ্চ মহাপাপ আসি তাহারে বেড়য় ॥
কদাচিত স্বামিসঙ্গে না হয় মিলন।
ঘোর নরকেতে তার হয়ত গমন ॥
যত পুণ্য কর্ম্ম তার সব নষ্ট হয়।
কদাচিত পুণ্যফল নাহিক সে পায় ॥
রজস্বলা কিম্বা শিশু পুত্রেরে রাখিয়া।
পতি সঙ্গে যেই জন মরয়ে পুড়িয়া ॥
হয় পঞ্চ পাতকের ভাগিনী সে নারী।
ব্যর্থ হয় তার সর্ব্ব ধর্ম্ম কর্ম্ম করি ॥
অগ্নিহোত্রে নৃপতিরে করিয়া দহন।
নারীরে লইয়া গেল আপন সদন ॥
প্রেত কর্ম্ম করিল সে ভর্ত্তার বিধানে।
আর শ্রাদ্ধ শান্তি দান ত্রয়োদশ দিনে।
সেবাবশে সন্তুষ্ট হইল তপোধন।
এই রূপে রহে রাণী মুনির সদন ॥
অন্যথা না হয় কভু বিধির লিখন।
মহারাণী প্রসবিল অপূর্ব্ব নন্দন ॥
গরল সহিত পুত্র হৈল যে কারণ।
সগর বলিয়া নাম থুইল সে কারণ ॥
দিনে২ বাড়ে শিশু সুন্দর লক্ষণ।
শুক্লপক্ষে চন্দ্রকলা বাড়য়ে যেমন ॥
দরিদ্র পাইল যেন হারানিধি ধন।
সেমত পাইল রাণী অপত্য রতন ॥
মধু ক্ষীর দুগ্ধ চিনি আনি আয়োজন।
যত্ন করি সেই শিশু করেন পালন ॥
নানা অস্ত্র শাস্ত্র করাইল অধ্যয়ন।
অল্প দিনে হৈল সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ ॥
নবীন বয়স শিশু মহাবলধর।
এক দিন তীর্থ স্নানে গেল মুনিবর ॥
একান্তে মায়েরে শিশু জিজ্ঞাসিল বাণী।
কোন বংশে জন্ম মম কহ গো জননী ॥
কাহার তনয় আমি কহিবা নিশ্চয়।
এই মুনিবর বুঝি মম পিতা হয় ॥
শিশুকালে পিতৃহীন হয় যেই জন।
দুঃখিহৈতে দুঃখী সেই জন্ম অকারণ ॥
জলহীন নদী যেন নহে সুশোভন।
ফলহীন বৃক্ষ যেন অতি কুলক্ষণ ॥
চন্দ্র বিনা রাত্রি যেন সব অন্ধকার।
গায়ত্রী বিহনে যেন ব্রাহ্মণকুমার ॥
ধনহীন গৃহী যেন ধর্ম্মহীন নর।
বেদহীন বিপ্র যেন পদ্মহীন সর ॥
পিতৃহীন পুত্র তেন শোভা নাহি পায়।
সে কারণে কহ মাতা জিজ্ঞাসি তোমায় ॥
এত শুনি কহে রাণী করিয়া রোদন।
বড় ভাগ্য ছিল তুমি হইলা নন্দন ॥
মহারাজবংশে পুত্র জনম তোমার।
তুমি সূর্য্যবংশে রাজা বাহুর কুমার ॥
তালজঙ্ঘ হৈহয় পাপিষ্ঠ জাতিগণ।
কপটে তোমার বাপে করিল নিধন ॥

সেই কালে তোমা আমি ধরিনু উদরে।
বিষ খাওয়াইল মোরে তোমা মারিবারে॥
দৈববলে রক্ষা হইল তোমার জীবন।
আমাসহ এই বনে আইল রাজন॥
হিংসকের হিংসাতে চিন্তিত নরবর।
ব্যাধিযুক্ত নরপতি ত্যজে কলেবর॥
অনুমৃতা হইতে মম চিন্তা উপজিল।
ঔর্ব্ব মুনি আসি মোরে বারণ করিল॥
মুনির আশ্রমে আমি আছি সে কারণ।
এতেক বলিয়া রাণী করয়ে রোদন॥
শুনিয়া সগর ক্রোধে অরুণলোচন।
জননীর ক্রন্দন করিল নিবারণ॥
প্রণমিয়া জননীরে লইল বিদায়।
নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র সঙ্গে করি লয়॥
মুনিরে প্রণাম করি বিদায় হইয়া।
সুহৃদ বান্ধবগণে সহায় করিয়া॥
যতেক পিতার শত্রু পূর্ব্বহৈতে ছিল।
অস্ত্রেতে কাটিয়া সব খণ্ড২ কৈল॥
একেশ্বর বিনাশিল যত রিপুগণ।
প্রাণভয়ে কেহ নিল বশিষ্ঠ শরণ॥
কাতর দেখিয়া কারে দিল প্রাণদান।
কোন জন মুনিস্থানে রাখিল পরাণ॥
তবে মুনি বশিষ্ঠ তাহারে নিবারিল।
অযোধ্যায় লয়ে সিংহাসনে বসাইল॥
একছত্র রাজা হইল ধরণীমণ্ডলে।
যত ক্ষত্রিগণেরে শাসিল বাহুবলে॥
পুত্র ষাটি সহস্র যে তাহার ঔরসে।
অদ্যাবধি যার কীর্ত্তি সংসারেতে ঘোষে
মহাবলবন্ত হইল মত্ত দুরাচার।
ব্রাহ্মণের শাপে তারা হইল সংহার॥
অহিংসকে হিংসিলে হয়ত এই গতি।
জগতে অকীর্ত্তি হয় অশেষ দুর্গতি॥
সে কারণে শুন পুত্র না হও বিমন।
পাণ্ডবের সহ দ্বন্দ্ব কোন প্রয়োজন॥
সমুচিত ভাগ তার উচিত যা হয়।
তাহা দিয়া প্রীত কর পাণ্ডুর তনয়॥
ভাই২ বিরোধে নাহিক প্রয়োজন।
অনুমতি দেহ আনাইয়া পঞ্চ জন॥
সেই ইন্দ্রপ্রস্থে পুনঃ দেহ অধিকার।
তাহার সহিত দ্বন্দ্ব কি কায তোমার॥
দুর্য্যোধন বলে ইহা নহেত বিচার।
আমার পরম শত্রু পাণ্ডুর কুমার॥
বিনা যুদ্ধে ছাড়িয়া না দিব রাজ্য ধন।
ক্ষত্র ধর্ম্ম শাস্ত্রমত আছে নিরূপণ॥
ক্ষত্র হয়ে শত্রুকে না করিবে বিশ্বাস।
শত্রুর মহিমা কেহ না করে প্রকাশ॥
যে হউক সে হউক তাত ক্রোধ কর তুমি।
বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবে দিব না রাজ্য আমি॥
এত বলি সভাহৈতে চলিল উঠিয়া।
কর্ণ দুঃশাসন আর দুষ্ট মন্ত্রী লয়ে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
ব্যাসবিরচিত দিব্য ভারত পুরাণ॥
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে নাহিক সংশয়।
পয়ার প্রবন্ধে কাশীরাম দাস কয়॥

## অথ ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের হিতোপদেশ।

### পয়ার।

কহেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
সভাহইতে উঠি যদি গেল দুর্য্যোধন॥
কার বাক্য না শুনিল কুরুঅধিকারী।
অধোমুখ হইয়া রহিল দণ্ড চারি॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আদি যত সভাজন।
সভাহইতে উঠিয়া চলিল সেই ক্ষণ॥
অদৃষ্ট মানিয়া সবে গেল নিজ স্থান।
বিদুর বলেন ধৃতরাষ্ট্র বিদ্যমান॥
কুলক্ষয় হেতু দুর্য্যোধনের বিধান।
উত্তর বচনে তাহা হইল প্রমাণ॥
অর্দ্ধ রাজ্য ছাড়ি দেহ পাণ্ডুর নন্দনে।
নতুবা তোমার রাজ্য রহিবে কেমনে॥
আপনার রাজ্য যদি বাঞ্ছহ রাজন।
পাণ্ডবের সহ কর সম্প্রীতি মিলন॥
পূর্ব্বের কাহিনী কিছু কহিব তোমারে।
কত কত রাজা হয়েছিল এ সংসারে॥
আছিল উত্তানপাদ ধর্ম্মঅবতার।
সপ্তদ্বীপা পৃথিবীতে যার অধিকার॥
ইন্দ্রের সম্পদতুল্য যাহার গণন।
জলবিম্ব প্রায় সব দেখিল রাজন॥
হিংসাহেন বস্তু তার না জন্মিল মনে।
সকল ছাড়িয়া রাজা প্রবেশিল বনে॥
তপোযোগে আরাধিয়া পাইল দিব্য গতি।
তার পুত্র হইল বৃষ জগতে সুকৃতী॥

যাহার মহিমা যশে পূরিল সংসার।
মহাধর্ম্মশীল ছিল ধর্ম্ম অবতার॥
অনন্তরে সূর্য্যবংশে রঘু রাজা ছিল।
যার যশস্তোমে সর্ব্ব ভুবন ভরিল॥
অপার মহিমা যার দিতে নারে সীমা।
শীত গুণে চন্দ্র যেন ক্ষমা গুণে ক্ষমা॥
অতুল সম্পদ ভোগ করিল জগতে।
হিংসা হেন বস্তু কভু না করিল চিতে॥
এই রূপে কত হৈল চন্দ্র সূর্য্য কুলে।
নানা দান নানা যজ্ঞ করিল বহুলে॥
তব পুত্র দুর্য্যোধন হয়েছে যেমন।
পৃথিবীতে হেন নাহি জন্মে কোন জন॥
কপটী হিংসক ক্রূর মহাদুষ্টমতি।
ইহার কারণে রাজা হইবে অখ্যাতি॥
কুলক্ষয় হইবেক লোকে উপহাস।
কুযশ ঘোষণ কুলে কলঙ্ক প্রকাশ॥
সে কারণে নৃপতি শুনহ সাবধানে।
দ্বন্দ্ব না করিহ রাজা পাণ্ডবের সনে॥
ভীমের বিক্রম তুমি শুনিয়াছ কাণে।
যুদ্ধেতে করিল জয় যক্ষ রক্ষগণে॥
হিড়িম্ব কির্ম্মীর আর বক নিশাচর।
বাহুবলে সংহার করিল বীরবর॥
মত্ত দশ মাতঙ্গসহস্র বল ধরে।
গদাধারিমধ্যে সেই অজেয় সংসারে॥
ভীম ক্রোধ করিলে হইবে রক্ষা কার।
মুহূর্ত্তেকে সবাকারে করিবে সংহার॥
অর্জ্জুনের প্রতাপ যে অতুল ভুবনে।
বাহুযুদ্ধে পরাভব করে পঞ্চাননে॥
স্নেহ করি ইন্দ্র যারে স্বর্গে লয়ে গেল।
নানা বিদ্যা অস্ত্র শাস্ত্র শিক্ষা করাইল॥
কালকেয় নিবাত কবচ দৈত্যগণ।
দেবের অবধ্য রিপু প্রতাপে তপন॥
তাহারে মারিয়া থামাইল দেবগণে।
কোন বীর যুঝিবেক অর্জ্জুনের সনে॥
উত্তর গোগ্রহে ভাই দেখিলা নয়নে।
একেশ্বর ধনঞ্জয় সবাকারে জিনে॥
পরকার্য্য হেতু কারে না মারিল প্রাণে।
তথাপিহ জ্ঞান না জন্মিল দুর্য্যোধনে॥
আপনার মৃত্যু বুঝি বাঞ্ছিল আপনে।
পাণ্ডবের সনে যুদ্ধ ইচ্ছা করে মনে॥
এখন যে হিত কহি শুনহ রাজন।
দূত পাঠাইয়া দেহ বিরাটভুবন॥
সম্প্রীতে হেতাকে আন পাণ্ডুর কুমার।
সেই ইন্দ্রপ্রস্থ পুনঃ দেহ অধিকার॥
এই কর্ম্মে তব প্রিয় দেখি যে রাজন্।
দ্বন্দ্ব হৈলে হইবেক সবার নিধন॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে ভাই কহিলা প্রমাণ।
সম্প্রীত করিয়া আন পাণ্ডুর সন্তান॥
যেই সত্য করেছিল পাণ্ডুর কুমার।
ধর্ম্ম বলে তাহাতে হইল তারা পার॥
আপন বিভাগ রাজ্য পাইতে উচিত।
দুর্য্যোধনে আপনি বুঝাহ হেন নীত॥
অন্ধ দেখি দুর্য্যোধন আমারে না মানে।
ধর্ম্ম নীতি শাস্ত্র তুমি বুঝাহ আপনে॥
বিদুর বলিল আমি না বুঝাব নীত।
মম বাক্য শুনিলে মানিবে বিপরীত॥
পাশাকালে কহিলাম যে সব বিধান।
না শুনিল মম বাক্য করি অল্প জ্ঞান॥
এখন কহিয়া মম কোন প্রয়োজন।
যেই ইচ্ছা করুক তাহার যেই মন॥
এত বলি বিদুর বসিল অধোমুখে।
ধৌম্য পুরোহিত তবে কহিল রাজাকে॥
মহামত্ত দুর্য্যোধন আমি ভাল জানি।
সম্প্রীতে পাণ্ডবে নাহি দিবে রাজধানী॥
পূর্ব্বে যেন বলি বিরোচনের কুমার।
বাহুবলে পরাজিল সকল সংসার॥
সম্পদে হইয়া মত্ত না মানিল কারে।
জ্ঞাতি বন্ধু জনে হিংসা কৈল অহঙ্কারে॥
বলিরে বান্ধিয়া হরি পাতালে রাখিয়া।
ইন্দ্রেরে ইন্দ্রত্ব পুন দিলেন ডাকিয়া॥
সেই হরি পাণ্ডবের সহায় আপনি।
যাহার প্রসাদে প্রাপ্ত হবে রাজধানী॥
এত শুনি জিজ্ঞাসিল অম্বিকানন্দন।
কহ শুনি মুনিবর ইহার কারণ॥
কি কারণে বলি দ্বেষ কৈল সুরগণে।
ইন্দ্রসহ বিবাদ হইল কি কারণে॥
ধৌম্য বলে সেই কথা কহিতে বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিব কিছু শুন সারোদ্ধার॥
উদ্যোগপর্ব্বের কথা অমৃত সমান।
পাণ্ডবের উপাখ্যান অদ্ভুত প্রমাণ॥
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে হরে ভবভয়।
পয়ার প্রবন্ধে কাশীরাম দাস কয়॥

## অথ বলি বামনোপাখ্যান।

তবে ধৌম্য কহে শুন অম্বিকানন্দন।
কহিব অপূর্ব্ব কথা করহ শ্রবণ॥
আদিদৈত্য হিরণ্যকশিপু হিরণ্যক।
মহাবলবন্ত হৈল প্রতাপে পাবক॥
দিতির গর্ভেতে জাত কশ্যপঔরসে।
জগতের মধ্যে দুষ্ট হইল বিশেষে॥
তাহার নন্দন হৈল বিখ্যাত জগতে।
সর্ব্ব তন্ত্র বিচক্ষণ প্রহ্লাদ নামেতে॥
তার পুত্র বিরোচন বিখ্যাত ভুবনে।
যারে বিড়ম্বিল আসি অদিতিনন্দনে॥
ব্রাহ্মণরূপেতে আসি দান মাগি নিল।
সেইক্ষণে বিরোচন নিজ অঙ্গ দিল॥
ব্রাহ্মণের হেতু ত্যজে আপনার প্রাণ।
তাহার নন্দন হৈল বলি মতিমান॥
প্রতাপে প্রচণ্ড বলি দেবের দুর্জ্জয়।
বাহুবলে স্বর্গ মর্ত্ত্য করিলেক জয়॥
জানিলেক শুক্র গুরুস্থানে উপদেশে।
ছল করি দেবরাজ বাপেরে বিনাশে॥
পিতৃবৈরী হয় ইন্দ্র শুনিল শ্রবণে।
সেইক্ষণে ডাকি আজ্ঞা দিল দৈত্যগণে॥
সকলে সহিত সৈন্য সাজিল ত্বরিত।
ইন্দ্রের নগরে গিয়া হৈল উপনীত॥
বিবিধ বাদ্যের শব্দে পূরিল গগণ।
দৈত্যসৈন্য ব্যাপিলেক ইন্দ্রের ভুবন॥
শুনি দেবরাজ ক্রোধে সাজি সৈন্যচয়।
বলির সহিত রণ করিল প্রলয়॥
অন্যে অন্যে জনে জনে সংগ্রাম প্রচণ্ড।
নানা অস্ত্রবৃষ্টি করি যেন যমদণ্ড॥
শেল শূল শক্তি জাটি ভুষণ্ডি মুদ্গর।
পরশু পট্টিশ গদা বিশাল তোমর॥
রুদ্র পশুপতি নানারূপ সব বাণ।
ইন্দ্রজাল ব্রহ্মজাল অস্ত্র খরশান॥
শিলীমুখ শূচিমুখ রুদ্রমুখ ক্ষুর।
পরস্পর দুই বল বরিষে প্রচুর॥
যেন প্রলয়ের কালে মজাইতে সৃষ্টি।
দেবতা অসুরগণ করে বাণবৃষ্টি॥
বলিকে বলারি বলে করিব নিধন।
লইয়া প্রবল বল করে আস্ফালন॥
মহাক্রোধে ইন্দ্র অস্ত্র যুড়িল ধনুকে।
ক্ষণে অগ্নিবৃষ্টি হয় ধনুকের মুখে॥
শূন্যেতে আইসে অস্ত্র উল্কার সমান।
বলি অর্দ্ধচন্দ্রেতে করিল দুই খান॥
অস্ত্র ব্যর্থ দেখি ইন্দ্র মনে পেয়ে লাজ।
শক্তিঅস্ত্র হানে তার হৃদয়ের মাঝ॥
দুই বাণে বলি তাহা কৈল দুই খণ্ড।
বাহুবলে মায়াবলে বিন্ধিল প্রচণ্ড॥
সেই অস্ত্রাঘাতে ইন্দ্র হইল মূর্চ্ছিত।
মাতলি বাহুড়ি রথ পলায় ত্বরিত॥
কত ক্ষণে দেবরাজ হৈল সচেতন।
মাতলিরে নিন্দা করি বলিল বচন॥
সম্মুখ সংগ্রামমধ্যে বাহুড়িলি রথ।
পলাইয়া গেলি যেন নাহি দেখি পথ॥
মাতলি বলিল মোরে নিন্দ অকারণ।
অবধানে কহি শুন শাস্ত্র নিরূপণ॥
রথি মূর্চ্ছা দেখি রথ বাহুড়ে সারথি।
যুদ্ধশাস্ত্রে যোদ্ধারা কহেন হেন নীতি॥
ইন্দ্র বলে শীঘ্র তুমি বাহুড়াও রথ।
আজি বলি দৈত্যেরে দেখাই যমপথ॥
আজ্ঞামাত্র রথ পুন চালায় মাতলি।
হাতেতে পরিঘ নিল ইন্দ্র মহাবলী॥
পরিঘ এড়িল ইন্দ্র উপরে বলির।
মুকুটমণ্ডল সহ কাটি পাড়ে শির॥
রথহৈতে ভূমে পড়ে বলি মহাবীর।
রুধিরে আবৃত তার সমস্ত শরীর॥
হাহাকার শব্দ করে যত দৈত্যগণ।
পলাইল সকলে না রহে এক জন॥
তবে দৈত্য একত্র হইয়া কত জনে।
কান্ধে করি বলিরে লইল সেইক্ষণে॥
ক্ষীরসিন্ধু স্থানে গেল সবে শুক্রস্থান।
মন্ত্রবলে শুক্র তারে দিল প্রাণদান॥
গুরুর প্রসাদে বলি পাইল জীবন।
বিধিমতে করে বলি গুরুআরাধন॥
গুরু আরাধিয়া বলি পাইল দিব্যবর।
করিলেক শিক্ষা ব্রহ্মমন্ত্র ষড়ক্ষর॥
মহামন্ত্র পাইয়া বিচারে মনে২।
অমর অজর আমি হব ত্রিভুবনে॥
এতেক ভাবিয়া বলি সত্বরে চলিল।
হিমালয়তটে গিয়া তপ আরম্ভিল॥
করিল কঠোর তপ লোকে ভয়ঙ্কর।
পবন ভক্ষিয়া রহে সহস্র বৎসর॥
তপে তুষ্ট হইয়া বলিকে দিতে বর।
আইলেন চতুর্মুখ হংসের উপর॥

ডাক দিয়া বলিরে কহেন প্রজাপতি।
তপঃসিদ্ধি হইল তব শুন মহামতি॥
তোমার তপেতে তুষ্ট হইলাম আমি।
যেই বর মনে লয় মাগি লহ তুমি॥
যদি বা দুষ্কর হয় সংসারভিতর।
অঙ্গীকার করিলাম দিব সেই বর॥
শুনিয়া কহিল বলি করিয়া প্রণতি।
বর যদি দিবা মোরে সৃষ্টিঅধিপতি॥
অজেয় অমর হই ভুবন মণ্ডলে।
ত্রিভুবন হউক যে আমার করতলে॥
স্বর্গ মর্ত্য পাতালেতে আছে যত জন।
কারো হাতে নহে যেন আমার মরণ॥
বর দিয়া স্বস্থানে গেলেন প্রজাপতি।
তপোযোগ করি বলি করিল আরতি॥
শুভকাল উদয় হইল আসি তার।
সসৈন্যে সাজিয়া বলি গেল নিজাগার॥
ইন্দ্রের সহিত পুন আরম্ভিল রণ।
দোঁহাকার রণধারা না হয় বর্ণন॥
গুরু আরাধিয়া বলি মহাবল ধরে।
যুদ্ধে পরাভব কৈল অদিতিকুমারে॥
পবন শমন রুদ্র বরুণ তপন।
ইত্যাদি তেত্রিশ কোটি যত দেবগণ॥
যুদ্ধে পরাভব বলি করিল সভারে।
পলাইয়া দেবগণ গেল স্থানান্তরে॥
দেবের সকল কর্ম্ম লইল অসুরে।
নররূপে দেবগণ ভ্রমে মহীপরে॥
শুক্র গুরু আসি তবে উপদেশ দিল।
শত অশ্বমেধ বলি আরম্ভ করিল॥
মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিল দৈত্যেশ্বরে।
নররূপে দেবগণ সংসারে বিহরে॥
অদিতি পুত্রের দুঃখে হৃদয়ে চিন্তিল।
দেবের দেবত্ব বলি দৈত্য হরি নিল॥
পুনরপি কিরূপেতে নিজ রাজ্য পায়।
চিন্তিল অদিতি তবে না দেখি উপায়॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অথ অদিতির তপস্যা ও বিষ্ণুর
প্রতি স্তব।

পয়ার।

হৃদে বিচারিল তবে দেবের জননী।
উপায় না দেখি আর বিনা চক্রপাণি॥
সংসারের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব নারায়ণ।
বিশ্বসৃষ্টা পোষ্টা তিনি সংহারকারণ॥
তাহা বিনা এ বিপদে কে করিবে ত্রাণ।
তিনি ভক্ত জনের করেন প্রাণদান॥
বিনা তপে তুষ্ট নহিবেন ভগবান।
ভাবিয়া ক্ষীরোদকূলে করিল প্রস্থান॥
করিল কঠোর তপ দেবের জননী।
তিন দিনে খায় তবে তিন লোট পানি॥
অনন্তরে মাসমধ্যে খায় একবার।
তারপরে অদিতি করিল অনাহার॥
ধ্যান অবলম্ব হেতু কৈল নিরূপণ।
ঊর্দ্ধ দৃষ্টি রহে মাত্র পবন অশন॥
তপেতে তাপিত হৈল এ তিন ভুবন।
দেখিয়া চিন্তিত হইলেন পদ্মাসন॥
দেবগণে ডাকি বলিলেন পিতামহ।
তপ পরীক্ষিতে শীঘ্র সকলেতে যাহ॥
ব্রহ্মার আজ্ঞায় ইন্দ্র আদি দেবগণ।
মায়ের সাক্ষাতে গেল পরীক্ষা কারণ॥
ইন্দ্র বলে জননি শুনহ নিবেদন।
আত্মাকে এতেক ক্লেশ দেহ কি কারণ॥
আমাসভাকার দুঃখ অদৃষ্টে লিখন।
শুভকাল হৈলে দুঃখ হইবে খণ্ডন॥
অশুভ সময়ে কর্ম্ম ফল নাহি ধরে।
বেদের নিয়ম হেন শাস্ত্রের বিচারে॥
এক্ষণে অশুভকাল হইল আমার।
সে কারণে এত দুঃখ হয় অনিবার॥
অদৃষ্টে থাকিলে দুঃখ না হয় খণ্ডন।
সে কারণে জননি শুনহ নিবেদন॥
আত্মাকে এতেক ক্লেশ দেহ কি কারণ।
তপ ত্যাগ করি মাতা স্থির কর মন॥
মাতৃহীন পুত্রের নাহিক সুখ লেশ।
সদাই দুঃখিত সেই পায় নানা ক্লেশ॥
ধর্ম্মহীন যেন ব্যর্থ অর্থ উপার্জ্জন।
ভক্তিহীন জ্ঞানী জন যেন অকারণ॥

গায়ত্রী বিহীন ব্যর্থ যেমন ব্রাহ্মণ।
শৌর্য্যবিনা রাজা যেন জীয়ে অকারণ॥
শ্রদ্ধাহীন শ্রাদ্ধ যেন বীজহীন মন্ত্র।
শাস্ত্রহীন গুরু যেন বীজহীন তন্ত্র॥
সে কারণে নিবেদন শুনহ জননি।
আপনার আত্মা রক্ষা করহ আপনি॥
তোমার প্রসাদে মাতা শুভকাল হৈলে।
দুষ্ট দৈত্যগণেরে জিনিব অবহেলে॥
এতেক বলিল যদি দেব সুরপতি।
ধ্যান ভঙ্গ হইয়া চাহেন ক্রোধমতি॥
নয়ন শ্রবণহৈতে অগ্নি বাহিরায়।
ভয় পায়ে দেবগণ পলাইয়া যায়॥
ব্রহ্মার সাক্ষাতে গিয়া করে নিবেদন।
শুনি ব্রহ্মা চলিলেন সহ দেবগণ॥
ক্ষীরোদের কূলে গিয়া স্তুতি করিলেন।
তুষ্ট হয়ে নারায়ণ দর্শন দিলেন॥
নব জলধর জিনি অঙ্গের বরণ।
পীতবাস পরিধান রাজীব লোচন॥
আজানু লম্বিত বনমালা বিভূষিত।
নূপুর কঙ্কণ হার মুক্তা বিরাজিত॥
দিব্য মূর্ত্তি সাক্ষাতে দেখিয়া নারায়ণে।
করিলেক স্তুতি প্রণিপাত দেবগণে॥
স্তুতি বশে প্রসন্ন হইয়া জগৎপতি।
দেবগণ প্রতি কহিলেন এ ভারতী॥
শীঘ্র হবে তোমা সভা দুঃখ বিমোচন।
যাহ নিজ স্থানে চলি যত দেবগণ॥
এত বলি অন্তর্হিত হন নারায়ণ।
যথা স্থানে গেল ইন্দ্রআদি দেবগণ॥
অদিতির তপেতে তাপিত ত্রিভুবন।
হরি হয়ে প্রত্যক্ষ দিলেন দরশন॥
সজল জলদ যেন অঙ্গের বরণ।
কোটি শশি মুখ ফুল্ল রাজীবলোচন॥
কোকনদ কর পদ অধর অতুল।
খগরাজ জিনিয়া নাসিকা তিল ফুল॥
কাঞ্চন বরণ জিনি অম্বর শোভন।
আজানু লম্বিত বনমালা বিভূষণ॥
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে অতি শোভা করে।
দেখিয়া মানিল দেবী বিস্ময় অন্তরে॥
সাক্ষাতে দেখিয়া সেই কমললোচনে।
দণ্ডবৎ প্রণাম করিল সেই ক্ষণে॥
কর যোড়ে স্তুতি তবে করিল বিস্তর।
জয় জয় নারায়ণ জয় দামোদর॥

শিষ্টের পালক নমো দুষ্ট বিনাশন।
নমো হয়গ্রীব মধু কৈটভ মর্দ্দন॥
নব আদি অবতার মৎস্য কলেবর।
নমো যজ্ঞ অবতার নমস্তে ভূধর॥
নমঃ কূর্ম্ম অবতার মোহিনী আকৃতি।
অবতারশিরোমণি নমো জগৎপতি॥
তুমি ইন্দ্র তুমি চন্দ্র তুমি বৈশ্বানর।
আকাশ পাতাল তুমি দেব গদাধর॥
অন্তরীক্ষ নাভি তব পাতাল চরণ।
পৃথিবী তোমার কটি অস্থি গিরিগণ॥
তোমার বিভূতি এই সকল সংসার।
আত্মরূপে সর্ব্ব স্থানে করিছ বিহার॥
পুরুষ প্রধান তুমি আদি নারায়ণ।
বিষম সঙ্কটে দেব করহ তারণ॥
এই রূপে স্তুতি কৈল দেবের জননী।
প্রসন্ন হইয়া কহিলেন চক্রপাণি॥
তোমার স্তবেতে তুষ্ট হইলাম আমি।
মনোনীত বর দিব মাগি লহ তুমি॥
যদি বা অসাধ্য হয় ভুবন ভিতরে।
অঙ্গীকার করিলাম দিব তা তোমারে॥
ভকত যে বাঞ্ছা করে মম সন্নিধান।
দেই তারে অবশ্য না করি আমি আন॥
ভকত বৎসল আমি ভক্তের কারণে।
আত্ম দান করিয়া তুষি যে ভক্ত জনে॥
সতী সাধ্বী গুণবতী বড় ভাগ্যবতী।
করিলা কঠোর তপ আমাতে ভকতি॥
সে কারণে বশ আমি হৈলাম তোমার।
বর ইচ্ছা আছে যদি মাগ সারোদ্ধার॥
এত শুনি কহিলেন দেবের জননী।
যদি বর দিবা তবে দেহ চক্রপাণি॥
নিষ্কণ্টক করি দেহ মম পুত্রগণে।
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব নিল অসুর দারুণে॥
নররূপ ধরিয়া আমার পুত্রগণ।
সঙ্গোপনে মহীতলে করিছে ভ্রমণ॥
গুরু আরাধিয়া বলি মহাবল ধরে।
আমার তনয়গণে জিনিল সমরে॥
পুত্রগণে ক্লেশ আমি দেখিতে নারিলাম।
তপস্যা করিয়াতেঞি তোমা আরাধিলাম॥
মম পুত্রগণেরে স্থাপহ অধিকার।
অসুরের অহঙ্কার করহ সংহার॥
দৈত্যারি পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীমধুসূদন।
এই বর আজ্ঞা মোরে কর নারায়ণ॥

এত শুনি গোবিন্দ করেন অঙ্গীকার।
তোমার গর্ব্ভেতে আমি হব অবতার॥
ধরিয়া বামনরূপ ছলিব বলিরে।
তব পুত্রগণেরে স্থাপিব অধিকারে॥
রাখিব অদ্ভুত কীর্ত্তি যাইব ধরণী।
এত শুনি কহে পুনঃ কশ্যপরমণী॥
উপহাস কর প্রভু হেন লয় মনে।
আমার গর্ব্ভেতে তুমি জন্মিবা কেমনে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তব এক লোম কূপে।
তোমারে গর্ব্ভেতে আমি ধরিব কি রূপে॥
যার তত্ত্ব যোগিগণ না পায় উদ্দেশে।
সকল সংসার মুগ্ধ যার মায়াবশে॥
তাহারে কি রূপে আমি করিব ধারণ।
হেন বুঝি উপহাস কর নারায়ণ॥
হাসিয়া কহেন হরি উপহাস কেনে।
আমারে বিভিন্ন কহে নহে ভক্ত জনে॥
ভক্ত জন সবে পারে আমারে ধরিতে।
তুমি সতী সাধ্বী ভক্তি সাধিলা আমাতে॥
সে কারণে তব গর্ব্ভে হব অবতার।
নিজালয় সংপ্রতি করহ আগুসার॥
এত বলি স্বস্থানে গেলেন নারায়ণ।
প্রণমিয়া দেবমাতা করিল গমন॥
স্বামিরে কহিল দেবী এ সব কাহিনী।
শুনি তুষ্ট হৈলেন কশ্যপ মহামুনি॥
তবে কত দিন পরে দেব দামোদর।
করিলেন পবিত্র অদিতির উদর॥
দেবরূপ ধরে তবে দেবের জননী।
দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন মুনি॥
জন্মিবে ঈশ্বর পুত্র জানিয়া নিশ্চয়।
নানা স্তুতি করেন কশ্যপ মহাশয়॥
নমো নমো নারায়ণ অখিলপাবক।
নমো যজ্ঞ কায় হিরণ্যাক্ষবিনাশক॥
নমস্তে নৃসিংহরূপ দৈত্য বিনাশন।
নমঃ সর্ব্বময় নমো জগত পালন॥
জগত নায়ক নমো নমো জগৎপতি।
নমঃ কূর্ম্ম অবতার মোহিনী আকৃতি॥
নমো যোগ পরায়ণ নমো যোগরূপ।
নমো জগৎকর্ত্তা তুমি সবাকার ভূপ॥
নমো জগৎকর্ত্তা তুমি নমো নারায়ণ।
সর্ব্ব ভূতে আত্মরূপে তোমারি ভ্রমণ॥
তুমি সৃজ তুমি পাল করহ সংহার।
তোমার বিভূতি দেব সকল সংসার॥
শিষ্টের পালন কর দুষ্টের সংহার।
সে কারণে মম ঘরে হৈলা অবতার॥
নমস্তে বামনরূপ আদি সনাতন।
এই রূপে স্তুতি করিলেন তপোধন॥
স্তুতি বশে প্রসন্ন হইয়া পীতবাস।
কশ্যপের পুত্ররূপে হৈলেন প্রকাশ॥
অদিতির গর্ব্ভে জন্ম লইলেন হরি।
সম্বরি বিরাট বেশ খর্ব্ব মূর্ত্তি ধরি॥
জন্ম মাত্রে কহিলেন পিতারে কুমার।
ঝটিতি আমার কর ব্রাহ্মণ সংস্কার॥
শুনিয়া কশ্যপ মুনি শুভক্ষণ করি।
আপন পুত্রেরে তবে দিলেন উত্তরি॥
কশ্যপেরে কহেন তখন নারায়ণ।
মহাযজ্ঞ করে বিরোচনের নন্দন॥
অসংখ্য অদ্ভুত ধন দ্বিজে করে দান।
সে কারণে তথা আমি করিব প্রয়াণ॥
মাগিয়া আনিব দান বলি দৈত্যেশ্বরে।
এত বলি চলিলেন বলির দুয়ারে॥
বলি রাজা যজ্ঞ করে বসি যজ্ঞস্থলে।
দ্বারে দেখি বামনেরে শুক্র গুরু বলে॥
অবধান কর বলি বলিব বিশেষ।
এই যে বামন আসে বালকের বেশ॥
অদিতির গর্ব্ভে জন্ম বিষ্ণু অবতার।
তোমারে ছলিতে করিয়াছে আগুসার॥
যে কিছু মাগিবে এই না দিবা ইহারে।
এত শুনি বলি দৈত্য কহিলেক তারে॥
না বুঝিয়া গুরু হেন কহ অকারণ।
স্বয়ং নারায়ণ যদি এই যে ব্রাহ্মণ॥
যাহার উদ্দেশে যজ্ঞ করি চিরকাল।
তিনি যদি ইনি তবে কি ভাগ্য বিশাল॥
ব্রহ্মাআদি দেব যার পূজয়ে চরণ।
উদ্দেশে মাগয়ে বর যত দেবগণ॥
সেই প্রভু আসে যদি আমার আলয়।
তবে গুরু অতিগুরু মম ভাগ্যোদয়॥
যে কিছু মাগিবে দান দিবত নিশ্চয়।
ইহাতে বিরোধী কেন হও মহাশয়॥
ধর্ম্ম কর্ম্মে বাধা দেও অতি অনুচিত।
এত শুনি শুক্র গুরু হইল দুঃখিত॥
শাপ দিল বলি দৈত্যে মহাক্রোধ ভরে।
মম বাক্য না শুন ঐশ্বর্য্য অহঙ্কারে॥
এই শাপে হইবে শ্রীভ্রষ্ট এই ক্ষণে।
এত বলি শুক্র গুরু গেল ক্রুদ্ধ মনে॥

উপনীত হইলেন তখনি বামন।
অপূর্ব্ব বালকরূপ ধরি নারায়ণ ॥
দেখি যজ্ঞ হোতাগণ মানিল বিস্ময়।
উঠে কর যোড়ে বিরোচনের তনয় ॥
প্রণাম করিয়া দিল বসিতে আসন।
সভামধ্যে দ্বিজশিশু বসেন বামন ॥
অপরূপ রূপধারী কশ্যপ কুমার।
দেখি লোমাঞ্চিত বলি সানন্দ অপার ॥
কৃতাঞ্জলি করি স্তুতি করে মতিমান।
আজি সে সফল মম যোগ যজ্ঞ দান ॥
আজি সে সফল জন্ম হইল আমার।
সে কারণে আইলা আমার এ আগার ॥
চাহ যাহা দিব তাহা না হবে অন্যথা।
ত্রিভুবন চাহ যদি অর্পিব সর্ব্বথা ॥
শুনিয়া কহেন হাসি কপট বামন।
বহুদানে আমার কি আছে প্রয়োজন ॥
ব্রাহ্মণবালক আমি তপস্যাতৎপর।
গ্রাম ভূমি আমার কি কায দৈত্যেশ্বর ॥
ধ্যানে তপে জপে মম যায় অনুক্ষণ।
বহু দান লয়ে মম কোন প্রয়োজন ॥
অরণ্যনিবাসী আমি ফল মুলাহারী।
সে কারণে কহি শুন দৈত্যঅধিকারি ॥
যদি দিবা তুমি দান করিয়াছ মনে।
তিন পদ ভূমি দেহ জুঁখিয়া চরণে ॥
তপ করিবারে চাহি বসিয়া তাহাতে।
ইহা ভিন্ন কিছু অন্য না চাহি তোমাতে ॥
ভূমি দান সম দান নাহি ত্রিভুবনে।
ভূমিদান মাহাত্ম্য শুনহ নৃপমণে ॥
সুঘোষ নামেতে এক আছিল ব্রাহ্মণ।
সৌভরিনগরবাসী দরিদ্র লক্ষণ ॥
ধনার্থে করিল বহু রাজ্য পর্য্যটন।
না মিলিল ধন তারে অদৃষ্ট কারণ ॥
ছয় পত্নী পুত্র পৌত্র বহু পরিজন।
উপার্জক সেইমাত্র একেলা ব্রাহ্মণ ॥
নিরন্তর ভিক্ষা মাগি আনয়ে ব্রাহ্মণ।
ভ্রমণ ব্যতীত নহে উদর ভরণ ॥
এক দিন দ্বিজবর ভিক্ষায় না গেল।
আলস্য করিয়া নিজ গৃহেতে রহিল ॥
অন্ন হেতু কান্দয়ে সকল শিশুগণ।
শুনিয়া হৃদয়ে তাপ পাইল ব্রাহ্মণ ॥
আপনারে নিন্দা করি অনেক কহিল।
নিরর্থক জন্ম মম জগতে হইল ॥
ধনহীন মনুষ্যের জন্ম অকারণ।
মনুষ্যের মধ্যে কেহ না করে গণন ॥
চণ্ডাল যবনআদি যত নীচ জাতি।
ধনাঢ্য হইলে পায় সর্ব্বত্র সুখ্যাতি ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র যত জন।
ধনহীন হৈলে কেহ না করে গণন ॥
ভার্য্যা পুত্র অরি হয় মিত্র না আদরে।
ধনহীন হৈলে কিছু করিবারে নারে ॥
এই মত চিন্তিয়া চিন্তিত তপোধন।
নগর ত্যজিয়া গেল লয়ে পরিজন ॥
অবন্তীনগরে বিপ্র করিল বসতি।
বৃত্তি দিয়া ব্রাহ্মণে স্থাপিল নরপতি ॥
সেই পুণ্য ফলে অবন্তীর নরপতি।
দুই কল্প ইন্দ্র সহ করিল বসতি ॥
সে কারণে অবধান কর দৈত্যেশ্বর।
ত্রিভুবনে নাহি ভূমি দানের উপর ॥
তিন পদ ভূমিমাত্র সবে মাগি আমি।
ইহা দিয়া আমার সন্তোষ কর তুমি ॥
বলি বলে বামন বুঝিয়া বল বাণী।
ত্রিপদে তোমার তৃপ্তি তাহা নাহি মানি ॥
এই দান দিতে মম চিত্তে না আইসে।
সংসারেতে অপযশ ঘুষিবে বিশেষে ॥
অপযশহইতে মরণ শ্রেষ্ঠ গণি।
সে কারণে অবধান কর দ্বিজমণি ॥
নগর চত্বর গ্রাম যেই ইচ্ছা মনে।
সকল মাগিয়া দান লহ মম স্থানে ॥
এত শুনি হাসি পুনঃ বলেন বামন।
ইহাতে আমার কিছু নাহি প্রয়োজন ॥
অঙ্গীকার করি বলি কহে অনুচরে।
ভৃঙ্গারে ভরিয়া জল আনহ সত্বরে ॥
হাতে জল করি বলি দান দিতে যায়।
দেখি দৈত্যগুরু তবে চিন্তিল উপায় ॥
বজ্রকীটরূপে গুরু প্রবেশি ভৃঙ্গারে।
নলরুদ্ধ করে জল যেন না নিঃসরে ॥
ভৃঙ্গার ঢালিয়া জল নাহি পড়ে হাতে।
দেখি বলি দৈত্যেশ্বর পড়িল লজ্জাতে ॥
এ সকল তত্ত্ব জানিলেন নারায়ণ।
বলি প্রতি কহিলেন শুনহ রাজন ॥
ভৃঙ্গারের দ্বার মুক্ত কর কুশাঘাতে।
এত শুনি হাতে কুশ লইল ত্বরিতে ॥
বজ্র সম হৈল কুশ ঈশ্বর কৃপাতে।
নির্ভরে বাজিল ভার্গবের চক্ষু পথে ॥

দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন।
এক চক্ষু অন্ধ তার হৈল সেই ক্ষণ॥
কাতর ভার্গব মুনি গেল নিজ স্থান।
বলি দৈত্য বামনে দিলেক ভূমিদান॥
দান পেয়ে হরি ধরিলেন হঠাৎকার।
মহাভয়ঙ্কর মুর্ত্তি পর্ব্বত আকার॥
দেখিতে২ অঙ্গ বাড়ে ক্রমে২।
মুহূর্ত্তেকে তনু গিয়া ঠেকিলেক ব্যোমে॥
ত্রিভুবন যুড়ি তনু হইল বিস্তার।
জল স্থল সকল হইল একাকার॥
পৃথিবী সহিত হরি সকল নগর।
এক পায়ে ব্যাপিলেন দেব দামোদর।
সপ্ত স্বর্গ ব্যাপিলেন আর এক পায়॥
আর পা রাখিতে স্থল নাহিক কোথায়।
ডাক দিয়া বলিকে বলেন বনমালী।
চাহিলাম তব স্থানে তিন পদ স্থলী॥
দুই পদ ভূমিমাত্র পাইলাম আমি।
আর পদ রাখি কোথা স্থল দেহ তুমি॥
এত শুনি বলে বিরোচনের নন্দন।
অঙ্গীকার পূর্ণ মম কর নারায়ণ॥
আমার মস্তকে পদ দেহ জগৎপতি।
নরকহইতে মম কর অব্যাহতি॥
এত শুনি প্রশংসা করিয়া নারায়ণ।
বলির মস্তকোপরি দিলেন চরণ॥
নানা বিধিমতে বলি পূজিল চরণ।
গরুড়েরে আজ্ঞা করিলেন নারায়ণ॥
বলিকে পাতালে লয়ে বান্ধ নাগপাশে।
প্রভুর ইঙ্গিত পেয়ে গরুড় হরিষে॥
বলিকে পাতালে লয়ে বান্ধে সেই ক্ষণ।
সাধু সাধু প্রশংসা করিল দেবগণ॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ আসিয়া হরিষে।
হরিকে করিল স্তুতি অশেষ বিশেষে॥
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব দিয়া দেব ভগবান।
অন্তর্হিত হইয়া গেলেন নিজ স্থান॥
যাহা জিজ্ঞাসিলা রাজা কহিনু তোমারে।
সেইরূপ দুর্য্যোধন অহঙ্কার করে॥
ধনমদে মত্ত হয়ে নাহি মানে কারে।
না শুনে কাহারো বাক্য মগ্ন অহঙ্কারে॥
অচিরাতে সমরে মরিবে কুরুকুল।
কুরুকুল প্রতি দেখি বিধি প্রতিকূল॥
দুর্য্যোধন পাপে বংশ হইবেক ক্ষয়।
জানিহ নিশ্চয় এই শুন মহাশয়॥

এত বলি উঠিয়া সে ধৌম্য তপোধন।
পাণ্ডব সভাতে উত্তরিল সেইক্ষণ॥
ধৌম্য দেখি আস্তে ব্যস্তে পঞ্চ সহোদর।
বসিতে দিলেন দিব্য সিংহাসনোপর॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজি জিজ্ঞাসেন বাণী।
একে২ সকল কহিল ধৌম্যমুনি॥
তোমার কারণে রাজা সর্ব্বে বুঝাইল।
কার বাক্য দুর্য্যোধন কর্ণে না শুনিল॥
অহঙ্কার করিয়া বলিল কুবচন।
বিনা যুদ্ধে রাজ্য নাহি দিব কদাচন॥
যত শক্তি আছে তার কহিবা পাণ্ডবে।
লইবারে ধন রাজ্য জিনিয়া কৌরবে॥
এত শুনি পঞ্চ ভাই কহেন বচন।
কুলক্ষয় হেতু বিধি করিল সৃজন॥
মহাক্ষয় হইবেক কুলের সংহার।
শুনিয়া চিন্তিত অতি ধর্ম্মের কুমার॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরি।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে হেলে ভব তরি॥
ব্যাসের বচন ইথে নাহিক সংশয়।
পয়ার প্রবন্ধে কাশীরাম দাস কয়॥

## অথ ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক পাণ্ডবেরদের নিকটে সঞ্জয় প্রেরণ।

### পয়ার।

জনমেজয় জিজ্ঞাসিল কহ মুনিরাজ।
তবে কি করিল কহ অন্ধ মহারাজ॥
মুনি বলে নরপতি শুন এক মনে।
কারো বাক্য দুর্য্যোধন না শুনিল কানে॥
তাহাতে বিরক্ত হয়ে অন্ধ নৃপবর।
সঞ্জয়েরে ডাকাইয়া কহেন সত্বর॥
দেখিলা সঞ্জয় দুর্য্যোধনের দুষ্টতা।
না শুনিল না মানিল মহতের কথা॥
সে কারণে যাহ তুমি বিরাটনগর।
মম আশীর্ব্বাদ কহ পাণ্ডব গোচর॥
একে২ পঞ্চ জনে কহিবা কল্যাণ।
বিনয় প্রণয় করি হয়ে সাবধান॥
দ্রৌপদীরে আশীর্ব্বাদ কহিবা আমার।
দৈবগতি দেখ এই সকল সংসার॥
দৈবে যাহা করে তাহা কে খণ্ডিতে পারে।
পরম সুবুদ্ধি জ্ঞান দৈবে নষ্ট করে॥

সে কারণে কুবুদ্ধি লাগিল দুর্য্যোধনে।
কপট করিয়া তোমা পাঠাইল বনে॥
রাজপুত্রী হয়ে তুমি রাজার মহিষী।
পাইলা অনেক কষ্ট অরণ্যে নিবসি॥
নানা দুঃখ পেয়ে তুমি করিলা ভক্ষণ।
সে সব স্মরিয়া মম সদা পোড়ে মন॥
দৈবের ঘটনে এত হৈল বিসম্বাদ।
মোরে দেখি কৌরবের ক্ষম অপরাধ॥
সতী সাধ্বী গুণবতী তুমি পতিব্রতা।
লক্ষ্মী অবতার তুমি ধর্ম্ম সচ্চরিতা॥
এইরূপে দ্রৌপদীরে কহিবা বিনয়।
কদাচ আমার প্রতি ক্রোধ নাহি হয়॥
পঞ্চ জনে কহিবা সময় অনুক্রমি।
পাইলে অনেক কষ্ট বনে২ ভ্রমি'॥
ত্রয়োদশ বৎসর অবধি তোমা বিনে।
দহিছে আমার আত্মা চিন্তার আগুনে॥
তাপিত আমার মন শান্ত নাহি হয়।
কাষ্ঠে২ মন্থিলে যেমন অগ্নিময়॥
অন্ন নাহি রুচে মম নাহি রুচে নীর।
তোমাসবা বিচ্ছেদেতে চিত্ত নহে স্থির॥
নয়নে নাহিক নিদ্রা ভোজনে না সুখ।
তোমাসভাকার দুঃখে বিদরিছে বুক॥
গান্ধারী সুবল সুতা তোমাসবা বিনে।
করে খেদ বহে নীর সদাই নয়নে॥
বিদুর বাহ্লীক আর সোমদত্ত বীর।
তোমা সবা অভাবেতে সর্ব্বদা অস্থির॥
চারি জাতি নগরে যতেক প্রজাগণ।
তোমা সবা না দেখিয়া অরুণ নয়ন॥
হস্তিনার লোক যত দুঃখী রাত্রিদিন।
সদা দীন ক্ষীণ তেন জলহীন মীন॥
তোমা রাজা বিনা রাজ্য শোভা নাহি পায়।
ফলহীন বৃক্ষ যেন জন্ম বৃথা যায়॥
জলহীন নদী যেন পক্ষিহীন সর।
চন্দ্রহীন রাত্রি যেন ধর্ম্মহীন নর॥
জ্ঞানহীন জ্ঞানী যেন বীজহীন মন্ত্র।
বেদহীন বিপ্র যেন যোগহীন তন্ত্র॥
তোমাসবা অভাবে যেমত প্রজাগণ।
এইরূপে বিনয়েতে কহিবা বচন॥
নানাবিধ অলঙ্কার দিব্য বস্ত্র লয়ে।
শীঘ্রগতি যাও পাণ্ডুপুত্র দেখ গিয়া॥
অশ্বের সংযোগ রথে করি আরোহণ।
শুভ লগ্ন তিথি আজি করহ গমন॥

এত শুনি সঞ্জয় উঠিল সেই ক্ষণ।
যুড়ি খেচরের রথে পবন গমন॥
বিরাটনগরমধ্যে পাণ্ডুর কুমার।
সভা করি বসিয়াছে দেব অবতার॥
হেনকালে সঞ্জয় হইল উপনীত।
দেখিয়া বিরাট তারে জিজ্ঞাসিল হিত॥
দিব্য রত্ন সিংহাসন দিলেন বসিতে।
পাণ্ডবে সম্ভাষি দূত বসিল সভাতে॥
কহেন সঞ্জয় প্রতি ভাই পঞ্চ জন।
সভার কুশল বার্ত্তা কহ বিবরণ॥
ধৃতরাষ্ট্র দ্রোণ ভীষ্ম বাহ্লীক নৃপতি।
জননী আমার কুন্তী গান্ধারীপ্রভৃতি॥
ত্রয়োদশ বৎসর নাহিক দরশন।
কেবা মরে কেবা জীয়ে না জানি কারণ॥
কোথাহৈতে এখানে তোমার আগমন।
জ্যেষ্ঠ তাত পাঠাইল এই লয় মন॥
কি কহিয়া পাঠাইল অম্বিকানন্দন।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর যত সভাজন॥
কি কহিল কর্ণ বীর রাধার কুমার।
দুর্য্যোধন কি বলে শকুনি দুরাচার॥
উভয় কুলের হিত সবে কি চিন্তিল।
সম্প্রীতি করিতে বুঝি তোমা পাঠাইল॥
যেই সত্য করিলাম সবার অগ্রেতে।
তাহাতে হইল মুক্তি ধর্ম্মের কৃপাতে॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম মূল হরি ব্রহ্ম সনাতন।
তাঁহার কৃপায় হৈল সঙ্কটে তারণ॥
এত দুঃখ পেয়ে তবু রাখিলাম ধর্ম্ম।
সবে সুখে আছেন সভার মূল কর্ম্ম॥
সমুচিত ভাগ যেই হয়ত আমার।
তাহা ছাড়ি দিতে করিয়াছে কি বিচার॥
আমার বিভাগ দিতে কৌরব কি চাহে।
সম্প্রীতে না দিবে কিবা মজিবে কলহে॥
কহত সঞ্জয় তুমি সব বিবরণ।
এত শুনি সঞ্জয় করিল নিবেদন॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর বাহ্লীক নৃপতি।
সম্প্রীত করিতে সবে দিল অনুমতি॥
কার বাক্য না শুনিল কৌরব দুর্ম্মতি।
অনেক সান্ত্বনা কৈল অন্ধ নরপতি॥
ভীষ্মমুখে শুনি তোমাসবার উদয়।
আনন্দিত সকলের হইল হৃদয়॥
চারি জাতি নগরে যতেক প্রজাগণ।
বার্ত্তা পেয়ে হৃষ্টচিত্ত হইল সর্ব্ব জন॥

মৃতের শরীর যেন পাইল জীবন।
তোমাসবা সংবাদে তেমন প্রজাগণ॥
সুহৃদ অমাত্য জ্ঞাতি যত বন্ধু জন।
সদা হাহাকার শব্দে করিত রোদন॥
ডাকিত পাণ্ডব বলি সদা ঊর্দ্ধ মুখে।
তোমাসবা না দেখিয়া দগ্ধ ছিল দুঃখে॥
আত্মার বিহনে যেন না রহে জীবন।
তোমাসভা বিরহে সেমত সর্ব্বজন॥
দ্বাদশ বৎসরাবধি যত প্রজাগণ।
সুখলেশ নাহি কার জীয়ন্তে মরণ॥
এবে সমাচার শুনি তোমাসবাকার।
দেখিতে উদ্বেগ চিত্ত আনন্দ অপার॥
তোমা পঞ্চ ভাই যবে গেলে বনবাসে।
বিনা মেঘে নগরেতে রুধির বরিষে॥
দিবসে ডাকয়ে শিবা অতিকুলক্ষণ।
উল্কাপাত নির্ঘাত শবদ ঘনে ঘন॥
সেই ক্ষণে ধূমকেতু প্রকাশ আকাশে।
অশ্ব হস্তী পশুগণ কান্দে চারি পাশে॥
এই অলক্ষণ দেখি বলে জ্ঞানী জন।
কুলক্ষয় হৈল রাজা তোমার কারণ॥
অতিকুলক্ষণ রাজা দেখি শাস্ত্রমতে।
এখন উপায় কর যদি লয় চিতে॥
দিনে২ অলক্ষণ দেখ নৃপমণি।
পৃথিবী হরিল শস্য মেঘে অল্প পানি॥
সে কারণে নরপতি মম বাক্য ধর।
আপন কুলের হিত যদি রক্ষা কর॥
বাহুড়িয়া আন পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।
সেই ইন্দ্রপ্রস্থে পুনঃ দেহ অধিকার॥
তবে সে মঙ্গল হয় প্রজার কল্যাণ।
এই রূপে পূর্ব্বেতে কহিল জ্ঞানবান॥
পুত্রবশ ধৃতরাষ্ট্র শুনি না শুনিল।
সেইকাল আসি রাজা উপস্থিত হৈল॥
অনন্তরে উত্তর গোগ্রহে কুরুগণে।
অপমান করিলেন ধনঞ্জয় রণে॥
দণ্ডভগ্ন হৈয়া আলো কৌরবের পতি।
ভীষ্ম দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্র বুঝাইল নীতি॥
অনেক দৃষ্টান্ত দিয়া কহিল বচন।
কার বাক্য না শুনিল রাজা দুর্য্যোধন॥
পরে ধৌম্য পুরোহিত তোমার আদেশে।
শাস্ত্র উপদেশে বুঝাইলেন বিশেষে॥
অনাদর করি তাহা না শুনিল কাণে।
শুনিয়া থাকিবা তাহা ধৌম্যের বদনে॥

কার বাক্য দুর্য্যোধন যবে না শুনিল।
আমারে ডাকিয়া তবে বুড়াটী বলিল॥
এই রত্ন ধন দিল বস্ত্র অলঙ্কার।
পুনঃ২ অনেক কহিল বারেবার॥
কহিব সে সব কথা শুনহ রাজন।
ত্রয়োদশ বর্ষ তব না ছিল মিলন॥
পাইলা অনেক কষ্ট ভ্রমি বনেবন।
সে সকল মনে না করিহ কদাচন॥
কপটী কুমন্ত্রী কর্ণ আর দুঃশাসন।
শকুনি সৌবল আর রাজা দুর্য্যোধন॥
তাসবার কপটে হইল সর্ব্বনাশ।
তোমা সব বনে গেলে আমরা নিরাশ॥
অন্ধ দেখি দুর্য্যোধন আমা নাহি মানে।
যতেক কহি যে আমি না শুনে শ্রবণে॥
আমার বচন সেই চিত্তে নাহি লিখে।
কর্ণ দুঃশাসনের বচনমাত্র রাখে॥
কালেতে কুবুদ্ধি দেয় কি করিবে আন।
ইত্যাদি বলিল ধৃতরাষ্ট্র বর্ত্তমান॥
দুর্য্যোধন রাজ্য ছাড়ি নাহি দিতে চায়।
যেই চিত্তে আইসে তাহা কর ধর্ম্মরায়॥
এত শুনি পুনরপি কহে পঞ্চ জন।
কহ শুনি কি বলিল রাজা দুর্য্যোধন॥
কি বলিল কর্ণ বীর রাধার নন্দন।
সত্য করি কহিবা শুনিব দিয়া মন॥
সঞ্জয় কহিছে শুন পাণ্ডুর কুমার।
কহিল নিষ্ঠুর দুর্য্যোধন দুরাচার॥
বিনা যুদ্ধে রাজ্য নাহি আমি দিব তারে।
কোন শক্তি তার মোরে বলাৎকার করে॥
মহা২ বীরগণ আমার সহায়।
মুহূর্ত্তেকে করিব পাণ্ডবপরাজয়॥
সত্য২ নিশ্চয় করিনু যুদ্ধ পণ।
এইরূপে কহিল নৃপতি দুর্য্যোধন॥
রাধেয় করিয়া দম্ভ কহিল বিস্তর।
কার শক্তি মোর সঙ্গে করিবে সমর॥
যেবা ধনঞ্জয় আছে সংগ্রামে প্রখর।
প্রথম যুদ্ধেতে তারে মারিব সত্বর॥
তারে মারি চারি জনে রাখিব বান্ধিয়া।
নিষ্কণ্টকে রাজ্য কর নির্ভয় হইয়া॥
এইরূপে কহিলেক রাধেয় দুর্ম্মতি।
চিত্তে যাহা আইসে তাহা করহ নৃপতি॥
নিশ্চয় হইবে রণ নহে নিবারণ।
বুঝিয়া করহ কার্য্য ভাই পঞ্চ জন॥

পৃথিবীতে বৈসে যত রাজরাজেশ্বর।
যুদ্ধহেতু বরিবারে পাঠাইল চর॥
নানা অস্ত্র শস্ত্র রথ সামগ্রী বিস্তর।
দুর্য্যোধনআজ্ঞায় করিছে অনুচর॥
শুনিয়া সঞ্জয়বাক্য ধর্ম্মের নন্দন।
কহেন কম্পিত অঙ্গ অরুণ-লোচন॥
যাহত সঞ্জয় পুন মম দূত হয়ে।
যাহা কহি কৌরবে কহিবা বুঝাইয়া॥
ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ তাত তাঁর উপরোধ।
সে কারণে পূর্ব্বহৈতে না করিলাম ক্রোধ॥
সেই হেতু এত দিন রহিল জীবন।
আপনার মৃত্যু বুঝি চাহিছে এখন॥
পূর্ব্বে যেই সত্য ছিল মুক্ত হই তায়।
তবে কেন রাজ্য মম নাহি দিতে চায়॥
মৃত্যু শ্রেয় সে বুঝিল বুঝি অনুমানে।
সে কারণে যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা মনে॥
অল্প কার্য্যে জ্ঞাতিবধে নাহি প্রয়োজন।
আপনার মান রক্ষা কর দুর্য্যোধন॥
সমুচিত ভাগ যেই শাস্ত্র নিরূপণে।
তাহা দিয়া বশ কর আমা পঞ্চ জনে॥
নহিলে প্রলয় বড় হবে কুলক্ষয়।
এইরূপে কৌরবেরে কহিও নিশ্চয়॥
তবে ভীমসেন কহে ক্রোধ করি মনে।
মর্ম্ম বার্ত্তা কহিবা কৌরব বিদ্যমানে॥
হিমাদ্রি ত্যজয়ে ধৈর্য্য সূর্য্য না প্রকাশে।
অনল শীতল হয় সপ্ত সিন্ধু শোষে॥
নক্ষত্র সহিত শশী ত্যজয়ে আকাশ।
পূর্ণিমার চন্দ্র যদি না করে প্রকাশ॥
যোগী যোগ ত্যজে ধর্ম্ম ত্যজে ধর্ম্মী জন।
গায়ত্রীবিহীন হয় ব্রাহ্মণনন্দন॥
তথাপি প্রতিজ্ঞা মম না হয় খণ্ডন।
উরু ভাঙ্গি দুর্য্যোধনে করিব নিধন॥
প্রতিজ্ঞা করেছি পূর্ব্বে সভাবিদ্যমানে
এখন সঞ্জয় কহিলাম তব স্থানে॥
দুর্য্যোধন লয় যদি ধর্ম্মের শরণ।
যতেক প্রতিজ্ঞা মম সব অকারণ॥
মোর হাতে সব ভাই রক্ষা পাবে তবে।
এই কথা অনুসারে কহিবা কৌরবে॥
অবশ্য আমার হাতে হইবে নিধন।
যত দুঃখ পাইলাম আছে সে স্মরণ॥
এই সব দুঃখ অঙ্গে হতেছে দাহন।
সেই সব দুঃখেতে সদাই পোড়ে মন॥
সভামধ্যে দ্রৌপদীর অপমান কৈল।
দেখিয়া অন্ধের মুখ সকলি সহিল॥
সেই সব অগ্নিপ্রায় জ্বলিছে অন্তরে।
ধর্ম্মআজ্ঞা পাইলে যাইত যমঘরে॥
ভাল রাজ্য ছাড়ি দিতে বলহ আমার।
নিবৃত্ত হয়েছে অগ্নি জ্বাল পুনর্ব্বার॥
এইরূপে কহিবা নৃপতি দুর্য্যোধনে।
দুঃশাসন কর্ণআদি যত কুরুগণে॥
এত বলি নিবর্ত্তিল মরুতনয়।
বলেন সঞ্জয় প্রতি তবে ধনঞ্জয়॥
কহিবা অন্ধেরে তুমি মম নমস্কার।
তোমাবিদ্যমানে দুঃখ হইল অপার॥
কৌরবের পতি তুমি কৌরবের গতি।
তোমাবিনা কুরুকুলে নাহি অব্যাহতি॥
আমার বিভাগ রাজ্য দেহ অবিকল।
অল্পহেতু জ্ঞাতিবধে নাহি কোন ফল॥
তুমি যদি আজ্ঞা কর আমারে রাজন।
আপনার রাজ্য গিয়া লই সেইক্ষণ॥
তবে যদি বিরোধ করিবে দুর্য্যোধন।
আমি দ্বন্দ্ব কদাচ না করিব রাজন॥
অত্যন্ত করিলে তবু প্রাণে না মারিব।
আজ্ঞা হয় যদি তারে বান্ধিয়া রাখিব॥
বলিকে বান্ধিয়া যেন ইন্দ্র রাজ্য করে।
তব হিত হেতু রাজা কহি যে তোমারে॥
কদাচিত যদি না করিবা এইমত।
স্ববংশসহিত তবে মজিবা নিশ্চিত॥
এইরূপে মম কথা কহিবা অন্ধেরে।
না শুনিলে পুনরপি কহিবা তাঁহারে॥
বাতাপি পক্ষির যেন শুনেছি কথন।
সেইরূপ ধৃতরাষ্ট্র তব আচরণ॥
মুখেতে সৌজন্য কথা অন্তরেতে আন।
তোমার কপটে বংশ হৈল সমাধান॥
এত শুনি ধনঞ্জয়ে জিজ্ঞাসে সঞ্জয়।
বাতাপি পক্ষির কথা কহ মহাশয়॥
পক্ষি যোনি হয়ে হিংসা কৈল কি কারণ।
শুনিবারে ইচ্ছা হয় কহ বিবরণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

## অথ বাতাপি পক্ষির ইতিহাস।

অর্জ্জুন কহেন শুন পূর্ব্বের কাহিনী।
তপস্যা করিতে তথা গেল খগমণি ॥
করিয়া কঠোর তপ বিষ্ণু আরাধিল।
মনোনীত বর পেয়ে নিবর্ত্তি আইল ॥
ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আইল খগেশ্বর।
ঋষ্যনামে রাজা সেই গিরির ঈশ্বর ॥
তার ভার্য্যা রূপবতী পরম সুন্দরী।
সদা স্বামি সেবা করে পুত্র বাঞ্ছা করি ॥
কত দিনে অপুত্রক মরে নরপতি।
স্বামি শোকে শোকাকুলা ভার্য্যা গুণবতী ॥
একাকিনী বনমধ্যে করয়ে ক্রন্দন।
ক্রন্দনের শব্দ শুনি বিনতানন্দন ॥
কামরূপী বিহঙ্গম নানা মায়া জানে।
ধরিয়া মনুষ্যরূপ গেল তার স্থানে ॥
দিব্যরূপ হইলেন দেবের লক্ষণ।
দেখি কামিনীর রূপ মোহে সেইক্ষণ ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন।
দেখিয়া কন্যার রূপ বিনতানন্দন ॥
মদন মোহন বাণে হয়ে জরজর।
কন্যারে কহিল তবে বিনয় উত্তর ॥
একাকিনী রোদন করিছ কি কারণ।
কার কন্যা তুমি তব পতি কোন জন ॥
নিজ পরিচয় মোরে কহ সুবদনি।
এত শুনি কহে কন্যা যুড়ি দুই পাণি ॥
দক্ষবংশে জন্ম মম বিখ্যাত ভুবনে।
ঋষ্যনামে রাজা ছিল এইত কাননে ॥
পুত্রবাঞ্ছা করি তপ করিল রাজন।
পুত্র না হইল তার হইল নিধন ॥
রাজা হয়ে রাজ্য রাখে বংশে হেন নাই।
সেকারণে ক্রন্দন করি যে এই ঠাঁই ॥
গরুড় কহিল তুমি শোক কর দূরে।
আমি জন্মাইব পুত্র তোমার উদরে ॥
তোমাকে দেখিয়া মন মজিল আমার।
কামানলে দহে অঙ্গ করহ উদ্ধার ॥
এত শুনি কহে কন্যা করি যোড়পাণি।
কৃপা যদি কৈলা তবে শুন খগমণি ॥
শত পুত্র দান দেহ তোমার ঔরসে।
মহাবলবন্ত যেন হয়ত বিশেষে ॥
কন্যার বচনে তার অঙ্গীকার হৈল।
দ্বাদশ বৎসর ক্রীড়া আনন্দে করিল ॥
কত দিনে ঋতুযোগে হৈল গর্ব্ভবতী।
এককালে শত ডিম্ব প্রসবিল সতী ॥
সুশীলানামেতে তার আছিল সতিনী
সেবা বশে সন্তুষ্ট করিল খগমণি ॥
স্বধর্ম্ম বুঝিয়া তারে করিল রমণ।
ঋতুযোগে গর্ব্ভবতী হৈল সেইক্ষণ ॥
দুইগুটি ডিম্ব সেই কন্যা প্রসবিল।
কত দিনে ডিম্বগণ সকল ফুটিল ॥
সুশীলার গর্ব্ভে হৈল যুগল নন্দন।
এক জন অন্ধ হৈল দৈব নির্ব্বন্ধন ॥
অন্ধক বলিয়া নাম রাখিল তাহার।
মহাবলবন্ত হৈল দ্বিতীয় কুমার ॥
মনুষ্যের প্রায় যেন পক্ষির আকৃতি
জটায়ু তাহার নাম থুইল খগপতি ॥
আর সব পুত্র হৈল মহাবলধর।
তেজঃপুঞ্জ সুগঠন পরম সুন্দর ॥
প্রধান পুত্রের নাম রাখিল কুবল।
তারে রাজা করিল গরুড় মহাবল ॥
ছত্রদণ্ড দিয়া তারে স্থাপিল রাজ্যেতে।
কত দিনে গেল রাজা সুমেরু পর্ব্বতে ॥
পবনের সহ তথা বিবাদ হইল।
চিরকাল খগেশ্বর তথায় রহিল ॥
হেতা সব নাগগণ পেয়ে অবসর।
ঋষ্যমূক পর্ব্বতেতে আইল সত্বর ॥
কুবল পক্ষির রাজা গরুড় কোঙর।
তার সঙ্গে যুদ্ধ কৈল শতেক বৎসর ॥
শত ভাই সহ তারে করিল সংহার।
দেখিয়া অন্ধক পক্ষী করিল বিচার ॥
ভ্রাতৃসহ নিল নাগগণের শরণ।
অভয় তাহারে দিল যত নাগগণ ॥
অন্ধকেরে রাজা করি স্থাপিয়া রাজ্যেতে।
সঘনে চলিয়া নাগ গেল পাতালেতে ॥
কত দিনে খগেশ্বর আইল তথায়।
পুত্রগণ মৃত্যু শুনি ক্রোধে কম্পকায় ॥
সেই দোষে মারিল অনেক নাগগণ।
ব্রহ্মা আসি শান্ত কৈল বিনতানন্দন ॥
জটায়ু ধার্ম্মিক হৈল তপস্বী অপার।
তাহার ঔরসে হৈল যুগল কুমার ॥
শুক সারি নাম থুইল পক্ষির প্রধান।
পরম সুন্দর হৈল মহাবলবান ॥

অন্ধকঔরসে হৈল সহস্র কুমার।
মহাবলবন্ত হৈল পক্ষির আকার॥
প্রথম পুত্রের নাম বাতাপি রাখিল।
শুভক্ষণ দেখিয়া তাহাকে রাজা কৈল।
মহাবলবন্ত হৈল পক্ষির প্রধান।
গরুড় বংশের কথা অদ্ভুত আখ্যান॥
কোটি২ পক্ষী হৈল তাহার ঔরসে।
সব জাতিগণে পালে ধর্ম্ম উপদেশে॥
অন্তরে কপট তার কেহ নাহি জানে।
মহাবুদ্ধিমন্ত বলি সভে তারে মানে॥
কত দিনে চিন্তিয়া বাতাপি মহাবলী।
সব নাগগণ সঙ্গে করিয়া মিতালি॥
তাহার আশ্বাসে মুগ্ধ নাগরাজবংশে
নিরন্তর বলে ছলে নাগগণে হিংসে॥
শুক সারি দুই ভাই ছিল বুদ্ধিমন্ত।
জানিল বাতাপি পক্ষী জাতিগণঅন্ত॥
এতেক চিন্তিয়া দোঁহে সত্বরে চলিল।
হিমাদ্রির তটে গিয়া তপ আরম্ভিল॥
করিয়া কঠোর তপ পূজি পঞ্চাননে।
মনোনীত বর পায়্যা ভাই দুই জনে॥
আসিয়া সকল শত্রু করিল বিনাশ।
কহিলাম তোমারে এ পক্ষিইতিহাস॥
সেইরূপ ধৃতরাষ্ট্র করে আচরণ।
মুহূর্ত্তেকে সবংশেতে হইবে নিধন॥
অহিংসকেহিংসে যেই দৈবে তারে হিংসে।
তার দোষে বাতি দিতে নারাখিবে বংশে॥
এত শুনি সঞ্জয় হইল হৃষ্টমন।
অনন্তরে কহিতে লাগিল সর্ব্ব জন॥
সহদেব নকুল বিরাট নরপতি।
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডি দ্রুপদ মহামতি॥
কহিবা অন্ধেরে আমাসবা নিবেদন।
সম্প্রীতে ছাড়িয়া রাজ্য দেহত রাজন॥
সম্প্রীতে না দিলে দুঃখ পাইবা পশ্চাতে।
সবংশে মজিবা রাজা কহিনু নিশ্চিতে॥
এইরূপে কহিল সকল বীরগণ।
সবাকে সম্ভাষি তবে সুতের নন্দন॥
মেলানি মাগিয়া ধর্ম্মে আরোহিয়া রথে।
গিয়া সব নিবেদিল অন্ধের সাক্ষাতে॥
শুনিয়া নৃপতি না বলিল ভাল মন্দ।
চিত্তেতে আকুল হয়ে সদা ভাবে অন্ধ॥
যেই প্রভু নীল গিরি নীল কণ্ঠধারী।
নমো ব্রহ্ম অবতার দারুরূপ ধরি॥
দারুরূপে পূর্ণ ব্রহ্ম নীলাচলে বাস।
তাহার চরণ ধ্যায়ি কহে কাশীদাস॥

অথ দুর্য্যোধনের নিমন্ত্রণে রাজগণের আগমন ও যুদ্ধসজ্জা।

পয়ার।

রাজা জনমেজয় মুনিরে জিজ্ঞাসিল।
পরে কহ মুনি আর কি প্রসঙ্গ হৈল॥
পাণ্ডবের রণে আলো কত বীরগণ।
কত সৈন্যে সাজিল নৃপতি দুর্য্যোধন॥
মহামহাবীরগণ কৌরব সহায়।
অল্প সৈন্য বলহীন পাণ্ডুর তনয়॥
কেবল সহায়মাত্র দেব নারায়ণ।
ব্রহ্মার সহায় যেন অদিতিনন্দন॥
পাণ্ডবের সহায় কেবল কৃষ্ণ দেখি।
ইন্দ্রের আশ্রয়ে যেন দেবগণ সুখী॥
উভয় কুলের হিত হন নারায়ণ।
পাণ্ডবের সহায় হৈলেন কি কারণ॥
গোবিন্দেরে কেন না বলিল দুর্য্যোধন।
কহ কহ মুনিবর ইহার কারণ॥
মুনি বলে শুন নৃপ শ্রীজনমেজয়।
দুষ্ট বুদ্ধি দুর্য্যোধন পাপিষ্ঠ দুর্জ্জয়॥
সেকারণে কল্পনা করিয়া শ্রীনিবাস।
দুর্য্যোধনে ছলিলেন করিয়া নিরাশ॥
চেদিবংশে আছিল যতেক রাজগণ।
যুদ্ধহেতু দুর্য্যোধন লিখিল লিখন॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা চেদিবংশপতি।
নব কোটি গজসাজে সাত কোটি রথী॥
সহস্র শতেক কোটি সাজে অশ্ববর।
পঞ্চকোটি মল্ল সাজে পদাতি বিস্তর॥
বিবিধ বাদ্যের শব্দে পূরিল ধরণী।
সৈন্য কোলাহল শব্দে কর্ণে নাহি শুনি॥
ধ্বজ ছত্র পতাকায় সূর্য্য আচ্ছাদিল।
কৌরবের সৈন্যমধ্যে শীঘ্র মিশাইল॥
ভগদত্ত রাজা আলো পেয়ে নিমন্ত্রণ।
অর্ব্বুদ২ সৈন্য করিয়া সাজন॥
সহস্র শতেক কোটি অশ্ব আসোয়ার।
ষষ্টি কোটি মহারথী যার পরিবার॥
ছত্রিশ সহস্র কোটি সঙ্গে মত্ত হাতী।
চতুরঙ্গ দলেতে আইল নরপতি॥

বিবিধ বাদ্যের শব্দে কাঁপে মহীধরে।
মিশাইল আসি কুরু সৈন্যের সাগরে॥
বৃহদ্বল রাজা আলো শুনিয়া লিখন।
যতেক সাজিল সৈন্য কে করে গণন॥
পঞ্চ ষষ্টি সঙ্গেতে সহস্র মহারথী।
ষষ্টি শত সহস্র সঙ্গেতে মত্ত হাতি॥
পঞ্চদশ সহস্র সঙ্গেতে আসোয়ার।
তবকি তুরকী মল্ল পদাতি অপার॥
নানা বাদ্য কোলাহলে কুরুরণে গেল।
শ্রুতমাত্র তদন্তরে কলিঙ্গ সাজিল॥
শত ভাই সহিত কলিঙ্গ নরপতি।
সাজিল অসংখ্য সৈন্য রথী মহারথী॥
সহস্র শতেক কোটি কিরাত যবন।
ষষ্টি কোটি রথ সাজে পত্তি অগণন॥
পঞ্চাশ সহস্র কোটি সাজে অশ্ববর।
নৃপতি কলিঙ্গ চলে চতুরঙ্গ দল॥
কৌরবসৈন্যেতে আসি করিল মিলন।
নীলধ্বজ রাজার করিল নিমন্ত্রণ॥
অর্ব্বুদ২ সৈন্য কুরুবলে আইল।
সুশর্ম্মা নৃপতি তবে সমাচার পাইল॥
চতুরঙ্গ দলে রাজা করিল সাজন।
পঞ্চ কোটি রথি সাজে পত্তি অগণন॥
দুই লক্ষ মত্ত গজ তুরঙ্গ অপার।
চলিল সুশর্ম্মা রাজা সহ পরিবার॥
কৌরবের সঙ্গে আসি করিল মিলন।
আইল ত্রিগর্ত্ত সঙ্গে সৈন্য অগণন॥
পঞ্চ ভাই সহিত ত্রিগর্ত্ত নরপতি।
সাতকোটি রথিসঙ্গে পঞ্চ কোটি হাতি॥
একাদশ কোটি তুরঙ্গম আসোয়ার।
চতুরঙ্গ দলেতে করিল আগুসার॥
ক্ষেমবর্ত্তি রাজা আর রাজা অনুবৃন্দ।
সুমন্ত সারথি আর রাজা জলসন্ধ॥
এইরূপে পঞ্চষষ্টি শত নরপতি।
রথ রথী গজ বাজি অসংখ্য পদাতি॥
কৌরবের দলে আলো পায়ে নিমন্ত্রণ।
সৈন্য কোলাহল শব্দে পূরিল গগণ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী একত্র মিলিল।
দেখি চিত্তে দুর্য্যোধন সানন্দ হইল॥
অনুচরে আজ্ঞা দিল কৌরবতনয়।
কুরুক্ষেত্রে কর গিয়া বিচিত্র আলয়॥
বিচিত্র মন্দির পুর করিবা অপার।
ধান্য যব তণ্ডুলাদি রাখ উপহার॥
অশ্বশালা সারি২ রচিবা অপার।
কুরুক্ষেত্র মধ্যে সবে কর আগুসার॥
একাদশ অক্ষৌহিণী রহিবার স্থান।
শীঘ্রগতি কুরুক্ষেত্রে করহ নির্ম্মাণ॥
রাজার আশ্বাস পেয়ে অনুচরগণ।
সেইক্ষণে কুরুক্ষেত্রে করিল গমন॥
লক্ষ২ কোটি২ খনক আনিল।
গড়খাই নির্ম্মাইতে সভাকে কহিল॥
আজ্ঞা পেয়ে খুদিতে লাগিল সেইক্ষণে।
যতেক রচিল গৃহ না যায় লিখনে॥
নানা অস্ত্র শস্ত্র পূর্ণ কৈল গৃহগণ।
যতেক সঞ্চিত দ্রব্য না হয় লিখন॥
নির্ম্মাইয়া গড়খাই যত অনুচরে।
নিবেদন কৈল আসি কৌরবকুমারে॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরি।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে হেলে ভব তরি॥
কাশীরামদাস কহে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥

অথ কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধসজ্জা করিতে যুধিষ্ঠিরের অনুমতি ও কুরুক্ষেত্রের উৎপত্তির কথা।

পয়ার।

জনমেজয় কহে কহ শুনি তপোধন।
অতঃপর কি করিলেন ভাই পঞ্চ জন॥
হেতা দুর্য্যোধন রাজা করিল সাজন।
তবে কিবা করিলেন পাণ্ডুর নন্দন॥
কোন২ রাজা হৈল সহায় তাঁহার।
কহ শুনি মুনিবর করিয়া বিস্তার॥
মুনি বলে শুনহ নৃপ জনমেজয়।
হৃদয়ে চিন্তিয়া তবে ধর্ম্মের তনয়॥
নিশ্চয় হইবে যুদ্ধ না হয় খণ্ডন।
ভ্রাতৃগণে ডাকিয়া কহিলেন বচন॥
শুনিলা কি ভ্রাতৃগণ কৌরবকাহিনী।
সাজিল পাপিষ্ঠ একাদশ অক্ষৌহিণী॥ ৮
আমার আছয়ে যত সুহৃদ সুজন।
যুদ্ধহেতু সবাকারে লিখহ লিখন॥
ভোজবংশে অন্ধবংশে যতেক রাজন।
সৌবল সুমিত্র আদি মাদ্রীর নন্দন॥

যদুবংশে উগ্রসেন আদি রাজগণ।
যথা যোদ্ধা সবাকারে লিখহ লিখন॥
অনুচরগণে আজ্ঞা কর শীঘ্রতরে।
কুরুক্ষেত্রে গড়খাই কহ রচিবারে॥
ভক্ষ্য ভোজ্য দ্রব্য আদি করহ সঞ্চার।
নানা অস্ত্র শস্ত্র অতিশয় উপহার॥
নৃপতির আজ্ঞা পেয়ে ইন্দ্রের নন্দন।
ডাকি ধৃষ্টদ্যুম্নেরে কহেন সেইক্ষণ॥
আপনিহ যাহ তথা বিলম্ব না সয়।
কুরুক্ষেত্রে কর গিয়া বিচিত্র আলয়॥
সহস্র২ সঙ্গে লহ অনুচর।
দিব্য গড়খাই রচ আবাস বিস্তর॥
কুরুক্ষেত্র মহাতীর্থ পুরাণে বাখানি।
যাহাতে পড়িলে যুদ্ধে পায় দেবযোনি॥
পূর্ব্ব পিতামহ মম কুরু নৃপমণি।
ব্যাসমুখে শুনিলাম তাহার কাহিনি॥
এক ছত্র মহারাজ ছিল ভূমণ্ডলে।
কুরুক্ষেত্র কৈল রাজা নিজ পুণ্যবলে॥
শুনি কহে ধৃষ্টদ্যুম্ন করিয়া বিনয়।
ইহার বৃত্তান্ত কহ শুনি ধনঞ্জয়॥
কোন পুণ্য বলে রাজা কুরুক্ষেত্র কৈল।
কোন দেব আরাধিয়া হেন বর পাইল॥
অর্জ্জুন বলেন শুন পূর্ব্বের কাহিনি।
মহাধর্ম্মশীল ছিল কুরুনৃপমণি॥
বাহুবলে শাসিল সকল ভূমণ্ডল।
এক ছত্র রাজা হইল বলে মহাবল॥
নানা দান নানা যজ্ঞ করিল নৃপতি।
কুরুর মহিমা গুণ জগতে বিখ্যাতি॥
এক দিন পিতৃগণ কহিল তাহারে।
মাংসশ্রাদ্ধে তৃপ্ত কর আমাসবাকারে॥
পিতৃগণআজ্ঞাকারী কুরু নরপতি।
মৃগয়া কারণে বনে গেল শীঘ্রগতি॥
মারিল অনেক মৃগ বনের ভিতর।
আগু বাড়ি পাঠাইল মৃগবহুতর॥
মৃগয়াতে শ্রান্ত বড় হইল রাজন।
জলঅন্বেষণে রাজা ভ্রমে বনেবন॥
জল নাহি পায় রাজা তৃষ্ণায় পীড়িত।
দণ্ডক কাননে রাজা হইল উপনীত॥
মুনির আশ্রম সেই অপূর্ব্ব কানন।
মনুষ্য অগম্য স্থল অতিসুশোভন॥
দিব্য সরোবর আছে বনের ভিতরে।
দেবকন্যাগণ তাহে নিত্য কেলি করে॥
সেই সরোবরে রাজা হইল উপনীত।
সরোবর দেখি রাজা মনে পাইল প্রীত॥
বহুরূপা নামে কন্যা দেবের নর্ত্তনী।
রূপেতে কনকলতা খঞ্জননয়নী॥
মুখরুচি শত শশি করিয়াছে শোভা।
ওষ্ঠস্থল অতুল বন্ধূক পুষ্প আভা॥
শুকচঞ্চু জিনি নাসা জিনি তিলফুল।
কামের কামান ভ্রু কিবা দিব তুল॥
দেখিয়া কন্যার রূপ মোহিত রাজন।
ক্ষুধা তৃষ্ণা পাসরিল কামে অচেতন॥
নিকটেতে গিয়া রাজা জিজ্ঞাসে কন্যারে।
নিজ পরিচয় তুমি কহিবা আমারে॥
তোমার রূপের সীমা না যায় বর্ণনে।
তোমাসম রূপ গুণে না দেখি নয়নে॥
কি বা লক্ষ্মী সরস্বতী হবা হরপ্রিয়া।
সাবিত্রী রুক্মিণী কিবা হবা সর্ব্বজয়া॥
কিবা নাগকন্যা হবা তিলোত্তমা প্রায়।
নিজ পরিচয় কন্যা কহিবা আমায়॥
কন্যা বলে শুন মম পূর্ব্বের কাহিনি।
বহুরূপা নাম মম ইন্দ্রের নর্ত্তনী॥
পূর্ব্ব জন্মে আমার আছিল পক্ষিযোনি।
প্রভাসে বসতি ছিল নাম সারঙ্গিণী॥
প্রামাণিক নামে বট প্রভাসের তীরে।
অদ্যাপি সে বৃক্ষ আছে দৃষ্টির গোচরে॥
তথা স্থিতি করিয়াছিলাম চির কাল।
কত দিনে বৃদ্ধ কাল হইল জঞ্জাল॥
জরাতে আতুর তনু ব্যাধিতে পীড়িল।
সেই বৃক্ষ উপরে আমার মৃত্যু হইল॥
মরিয়া শুকায়েছিলাম বৃক্ষের উপরে।
বহুকাল ছিলাম আমি বাসার ভিতরে॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম না হয় খণ্ডন।
কত দিনে ঘোরতর বহিল পবন॥
বাসার সহিত মম শুষ্ক কলেবরে।
উড়াইয়া ফেলিলেক প্রভাসের নীরে॥
পরশ করিতে অঙ্গ প্রভাসের পানি।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হইলাম নৃপমণি॥
দিব্য মূর্ত্তি হইলাম রূপেতে পদ্মিনী।
সেই পুণ্যে হইলাম ইন্দ্রের নর্ত্তনী॥
ইন্দ্রের সাক্ষাতে নৃত্য করি বার২।
এক দিন পাপ বুদ্ধি হইল আমার॥
সূর্য্যবংশে মহারাজ খট্টাঙ্গ আছিল।
যুদ্ধহেতু ইন্দ্র তারে বরিয়া আনিল॥

অসুরগণের সহ কৈল মহারণ।
সভাকারে পরাজিল খট্টাঙ্গ রাজন॥
তুষ্ট হয়ে সভাতে লইল ইন্দ্র তারে।
যত্নে করাইল নৃত্য আমাসভাকারে॥
খট্টাঙ্গ নৃপতি রূপে পরম সুন্দর।
তারে দেখি হৃদয়ে বিন্ধিল কামশর॥
পুনঃ পুনঃ চাহিলাম তাহার বদন।
দেখি ইন্দ্র ক্রোধে শাপ দিল সেইক্ষণ॥
দেবলোক পায়ে কর মনুষ্যআচার।
কত কাল কর নরলোকে ব্যবহার॥
সেকারণে নরপতি হেতায় বসতি।
বিরহিণী আছি যে না মিলে যোগ্য পতি॥
এত শুনি হাসিয়া বলয়ে নৃপমণি।
আমারে বরহ যদি আছ বিরহিণী॥
চন্দ্রবংশে মম জন্ম কুরুনাম ধরি।
সংসারমধ্যেতে হই আমি অধিকারী॥
তোমারে দেখিয়া মন মজিল আমার।
কামানলে দহে তনু করহ নিস্তার॥
শ্রেষ্ঠ পাটেশ্বরী আমি করিব তোমারে।
এত শুনি কন্যা পুনঃ কহিল রাজারে॥
নিশ্চয় নৃপতি আমি করিব বরণ।
এক সত্য মম আগে করহ রাজন॥
আপন ইচ্ছায় আমি করিব যে কায।
আমারে বারণ না করিবা মহারাজ॥
কুবচন বল যদি ত্যজিব তোমারে।
কন্যার বচনে রাজা অঙ্গীকার করে॥
কন্যারে লইয়া রাজা গেল নিজ দেশে।
নিরবধি কেলি করে অশেষ বিশেষে॥
এক দিন নরপতি কহিল কন্যারে।
জল আনি শীঘ্রগতি দেহত আমারে॥
কন্যা বলে এখন আছে যে প্রয়োজন।
মুহূর্ত্তেক রহ জল দিবত এখন॥
রাজা বলে তৃষ্ণায় আকুল কলেবর।
আমারে আনিয়া জল দেহত সত্বর॥
নৃপতির বাক্য কন্যা না করে শ্রবণ।
ক্রুদ্ধ হয়ে রাজা বলে বহু কুবচন॥
ক্রোধেতে করিল নিন্দা বিবিধ প্রকারে।
গণিকার জাতি তুই কি বলিব তোরে॥
পুনঃ পুনঃ স্বামিবাক্য করিস হেলন।
স্ত্রীজাতি নহিলে তোর বধিতাম জীবন॥
এত শুনি কন্যা হাসি বলিল রাজারে।
পূর্ব্ব সত্য পাসরিলা ছাড়িনু তোমারে॥

এইক্ষণে ত্যাগ করি যাব নিজ স্থান।
এতেক বলিয়া কন্যা হইল অন্তর্ধান॥
কন্যারে না দেখি রাজা আকুল জীবন।
কন্যার ভাবনা বিনা অন্য নাহি মন॥
রাজ্যপদে নাহি মতি সচিন্তিত মন।
বিবাহ না করে রাজা নবীন যৌবন॥
বৃদ্ধ মন্ত্রিগণ সব বুঝায় রাজারে।
কিহেতু ভূপাল চিন্তা করিছ অন্তরে॥
বহুরূপা কন্যা সেই ইন্দ্রের নাচনী।
ইন্দ্রশাপে হয়েছিল তোমার রমণী॥
শাপে মুক্তা হৈয়া সেই গেল সুরপুরে।
তার হেতু শোক কেন করহ অন্তরে॥
যদি তুমি সেই কন্যা ইচ্ছ নৃপবর।
ইন্দ্র দেবরাজ হয় সবার ঈশ্বর॥
বিনয় করিয়া কর ইন্দ্রআরাধন।
তবে সেই কন্যা প্রাপ্তি হইবে রাজন॥
হস্তিনার উত্তরেতে সরস্বতী তীরে।
উপবন আছে তথা তাহার উত্তরে॥
নিত্য আসি সুরভী চরয়ে সেই বনে।
ইন্দ্রআরাধনা কর সুরভী সেবনে॥
তবে পুনর্ব্বার তুমি পাইবা কন্যারে।
তত্ত্ব উপদেশ রাজা কহিনু তোমারে॥
এত শুনি আনন্দিত হইয়া অন্তরে।
বিধিমতে নরপতি ইন্দ্রে স্তুতি করে॥
করিল কঠোর তপ শাস্ত্রের বিহিত।
সুরভীর সেবা রাজা কৈল যথোচিত॥
তুষ্টা হয়ে সুরভী বলেন নৃপতিরে।
অভিমত বর রাজা মাগহ আমারে॥
তোমারে সন্তুষ্ট রাজা হইলাম আমি।
মনোনীত বর যাহা মাগি লহ তুমি॥
এত শুনি করযোড়ে কহে নৃপমণি।
যদি বর দিবা তবে শুন গো জননি॥
বহুরূপা নামে কন্যা আছে সুরপুরে।
সেই কন্যাপ্রাপ্তি যেন হয়ত আমারে॥
স্বস্তি বলি বর তবে দিলেন সুরভী।
পাইবা সে কন্যা তুমি দেবরাজ সেবি॥
ইন্দ্রমন্ত্র পঞ্চাক্ষর দেই রাজা লহ।
ইন্দ্রমন্ত্র জপি তুমি ইন্দ্রে আরাধহ॥
ত্রিরাত্রি জপিলে ইন্দ্র দিবে দরশন।
যে বাঞ্ছা করিবা রাজা পাইবা তখন॥
এত বলি দিল মন্ত্র প্রসন্ন হইয়া।
হৃষ্টচিত্ত হৈল তবে রাজা মন্ত্র পায়ে॥

ত্রিরাত্রি জপিল মন্ত্র বসি একাসন।
প্রসন্ন হইল তবে সহস্রলোচন॥
সাক্ষাতে দেখিয়া ইন্দ্রে কুরুনরপতি।
দণ্ডবৎ প্রণাম করিল বহুস্তুতি॥
তুষ্ট হয়ে ইন্দ্র বলিলেন মাগ বর।
এত শুনি বলে রাজা যুড়ি দুই কর॥
বহুরূপা নামে যেই তোমার নর্ত্তকী।
সেই কন্যা আজ্ঞা মোরে কর সুরমণি॥
ইন্দ্র বলে যাহা ইচ্ছা দিলাম তোমারে।
আর বর মাগ যাহা বাঞ্ছিত অন্তরে॥
রাজা বলে যদি আজ্ঞা কর পুরন্দর।
এইখানে হয় যেন পুণ্যক্ষেত্রবর॥
কুরুক্ষেত্র নাম হয় পুণ্যক্ষেত্রে সার।
ইথে যুদ্ধ করি যেই হইবে সংহার॥
ভুঞ্জিবে অক্ষয় স্বর্গ সহিত তোমার।
এই বর আজ্ঞা কর দেব গুণাধার॥
ইন্দ্র বলিলেন পূর্ণ তব মনস্কাম।
পুণ্যক্ষেত্র হৈল এই কুরুক্ষেত্র নাম॥
এত বলি ইন্দ্র আজ্ঞা দিল মাতলিরে।
বহুরূপা কন্যা তুমি আনি দেহ এরে॥
ইন্দ্রের আজ্ঞায় কন্যা তথায় আনিল।
সেইক্ষণে নৃপ তারে বিবাহ করিল॥
নানামতে যৌতুক দিলেন নরপতি।
অন্তর্ধান হয়ে ইন্দ্র গেলেন বসতি॥
ইন্দ্রের বরেতে সেই পুণ্য ক্ষেত্র হৈল।
কুরুক্ষেত্র বলি নাম জগতে ব্যাপিল॥
তবে কন্যা সহ লয়ে কুরুনরপতি।
হৃষ্টচিত্তে গেল তবে আপন বসতি॥
মদগর্ব্বে সুরভীরে সম্ভাষা না কৈল।
সেই হেতু সুরভী রাজারে শাপ দিল॥
এই অহঙ্কারে পুত্র না হইবে তোর।
এত বলি প্রবেশিল পাতাল ভিতর॥
এ সকল বৃত্তান্ত না শুনিল রাজন।
নিতম্বিনী লয়ে কেলি করে অনুক্ষণ॥
পুত্র না হইল তার যুবাকাল গেল।
এত ভাবি রাজা তবে সচিন্তিত হৈল॥
বহুদান যজ্ঞ তবে করিল নৃপতি।
পুত্র না হইল রাজা চিন্তাকুল মতি॥
কুল পুরোহিত যে বশিষ্ঠ তপোধন।
ভার্য্যাসহ তাহাকে করিল নিবেদন॥
দণ্ডবৎ প্রণাম করিল বহু স্তুতি।
হৃষ্ট হয়ে দোঁহা আশ্বাসিল মহামতি॥
মনোনীত বর মাগি লহ দুই জনে।
যেই বর ইচ্ছা কর মাগ মম স্থানে॥
এত শুনি রাণীসহ কহে নরপতি।
পুত্রবর আজ্ঞা মোরে কর মহামতি॥
তব বর দানে যেন হইপুত্রবান।
ইহা বিনা তোমারে না মাগি বর আন॥
এত শুনি ধ্যানস্থ হইয়া মুনিবর।
সুরভীর শাপে অপুত্রক নৃপবর॥
জানিয়া কারণ তার কহিল রাজারে।
পুত্রবান্ অবশ্য হইবা মম বরে॥
কিন্তু সুরভীর শাপ আছয়ে তোমায়।
সে কারণে রাজা তব না হয় তনয়॥
অভিমানে পাতালে গেলেন গো জননী।
মম গৃহে আছে রাজা তাঁহার নন্দিনী॥
নিয়ম করিয়া সেবা করহ তাঁহার।
অচিরাতে পুত্র রাজা হইবে তোমার॥
সংবৎসর সেবা তাঁর কর নৃপমণি।
ভজুক দাসীর মত তোমার রমণি॥
তবে সে নৃপতি তুমি হবা পুত্রবান।
কহিতেই নন্দিনী আইল বিদ্যমান॥
নন্দিনীরে কহি মুনি কহিল রাজারে।
কার্য্য সিদ্ধি তোমার হইবে মম বরে॥
এই নন্দিনীরে তুমি সেবহ রাজন।
এক সম্বৎসর রাজা করহ নিয়ম॥
মুনির বচনে রাজা সেবিল তাহারে।
নিয়ম করিয়া রাজা এক সম্বৎসরে॥
রাজার সেবনে গবী সন্তুষ্টা হইল।
মুনিবর সাধি তারে শাপান্ত করিল॥
শাপে মুক্ত হয়ে রাজা হৈল পুত্রবান।
দুই পুত্র জনমিল মহামতিমান॥
প্রথম পুত্রের নাম স্বয়ম্বর থুল।
তাহাহৈতে কুরুবংশ বর্দ্ধিষ্ণু হইল॥
অবশেষে পুত্রে রাজ্য দিয়া নরবর।
ইন্দ্রের আজ্ঞায় গেল বনের ভিতর॥
সাধিয়া পরম যোগ পায় দিব্য গতি।
কহিনু তোমারে এই পূর্ব্বের ভারতী॥
শীঘ্রগতি যাহ তুমি না কর বিলম্ব।
কুরুক্ষেত্রে কর গিয়া গড়ের আরম্ভ॥
হইবে দারুণ যুদ্ধ না হয় খণ্ডন।
কুলক্ষয় হেতু বাঞ্ছা কৈল দুর্য্যোধন॥
এত শুনি ধৃষ্টদ্যুম্ন হৈল হৃষ্টমতি।
বহু অনুচরগণ করিল সংহতি॥

দুই অক্ষৌহিণী বলে চলিল ত্বরিত।
কুরুক্ষেত্রমধ্যে গিয়া হৈল উপনীত॥
খনকগণেরে আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ।
রচিল অদ্ভুত গড়খাই বিচক্ষণ॥
স্থানে স্থানে রচিল বিচিত্র দিব্য ঘর।
রাজগণ রহিবারে আবাস বিস্তর॥
অশ্বশালা রচিল বিচিত্র গজাগার।
নানা অস্ত্র শস্ত্র পূর্ণ করিল ভাণ্ডার॥
ভক্ষ্য ভোজ্য দ্রব্য আনাইলেক বিস্তর।
দুই লক্ষ প্রহরি রহিল থরে থর॥
নির্ম্মাইয়া গড়খাই আইল সত্বর।
নিবেদন করিলেক রাজার গোচর॥
শুনি হৃষ্টমন হৈল ভাই পঞ্চ জন।
যুদ্ধহেতু রাজগণে লিখিল লিখন॥
কারস্কর রাজা আর রাজা জয়সেন।
শিশুপালপুত্র সহদেব সুলক্ষণ॥
কাশীরাজ সুষেণ প্রসেন নরপতি।
অঙ্গরাজ কারস্কর সুধর্ম্মপ্রভৃতি॥
বাহ্লীক নৃপতি আর যতেক রাজন।
দূতমুখে পাণ্ডবের শুনি নিমন্ত্রণ॥
চতুরঙ্গ দলে সাজি কুরুক্ষেত্রে এল।
যুদ্ধের সামগ্রী দ্রব্য অনেক আনিল॥
সাত অক্ষৌহিণী সেনা অনেক মিলিল।
নানা বাদ্য কোলাহলে পৃথিবী পূরিল॥
সাত অক্ষৌহিণীপতি হৈল পঞ্চ জন।
একাদশ অক্ষৌহিণীপতি দুর্য্যোধন॥
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী হৈল সৈন্যগণে।
কোলাহলে মহাশব্দ না শুনি শ্রবণে॥
কুরুক্ষেত্রে দুই দল সমানে রহিল।
নানা অস্ত্র শস্ত্র সবে সঞ্চয় করিল॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরামদাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

### অথ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে দুর্য্যোধনের দূত উলূকের প্রেরণ।

#### পয়ার।

মুনি বলে শুন নৃপ শ্রীজনমেজয়।
তবে দুর্য্যোধন রাজা চিন্তিল হৃদয়॥
দ্বারকা গেলেন কৃষ্ণ পায়ে সমাচার।
বরিবারে দূত পাঠাইল আগুসার॥
গোবিন্দেরে লিখিল সকল বিবরণ।
কৌরবে পাণ্ডবেতে হইবে মহারণ॥
উভয় কুলের হিত কুটুম্ব আপনি।
সে কারণে অগ্রে তোমা বরিলাম আমি॥
মহারণে হবা তুমি আমার সারথি।
এত বলি দূত পাঠাইল শীঘ্রগতি॥
তবে মন্ত্রিগণ লয়ে কৌরবের পতি।
নিভৃতে বসিয়া যুক্তি করে মহামতি॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর প্রতীপনন্দন।
দুঃশাসন কর্ণ আদি যত মন্ত্রিগণ॥
রাজা বলে এক মনে শুন সভাজন।
দুই কুলহিত হন দেব নারায়ণ॥
হইবে ভারত যুদ্ধ না হয় খণ্ডন।
সম্বন্ধে সমান হন দেব জনার্দ্দন॥
দূত পাঠাইনু আমি বুঝিতে রহস্য।
দুই কুলহিত কৃষ্ণ করিবেন অবশ্য॥
সে কারণে বুঝিব কৃষ্ণের বলাবল।
পাণ্ডবে সম্ভাষে কি বা জানিব সকল॥
মম হিতাহিত কৃষ্ণ করে বা না করে।
বুঝিতে কারণ দূত পাঠাইনু তারে॥
এত শুনি কহে ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।
না বুঝিয়া দূত পাঠাইলা অকারণ॥
ত্রিভুবন জ্ঞাত কৃষ্ণ পাণ্ডবের হিত।
তোমার স্বপক্ষ না হবেন কদাচিত॥
কর্ণ বলে মম চিত্তে না লয় এ কথা।
পাণ্ডবের হিত কৃষ্ণ জানি যে সর্ব্বথা॥
তোমার অহিত কৃষ্ণ জানি নিজ মনে।
কি বুঝিয়া দূত পাঠাইলা তার স্থানে॥
যদি বা স্বপক্ষ তব হয় কদাচনে।
কপট করিয়া নাশিবেক সর্ব্বজনে॥
মুখেতে সুতৃপ্ত ভাষা অন্তরেতে আন।
তোমার পরম শত্রু দেব ভগবান॥
কিন্তু বলভদ্রের তোমাতে বড় প্রীত।
তাহারে বরিতে যুদ্ধে হয় সমুচিত॥
তীর্থ যাত্রা করিয়া ভ্রমেন বলরাম।
দূত পাঠাইয়া রাজা দেহ তাঁর ধাম॥
তোমার সহায় হইবেন নারায়ণ।
হেন মম চিত্তে নাহি লয়ত রাজন॥
সকলে বলিল ভাল বৈলা মহামতি।
তোমার সহায় হবে রেবতীর পতি॥
মহাবলবন্ত রাম সংগ্রামে প্রচণ্ড।
দৃষ্টিমাত্রে পাণ্ডবে করিবে খণ্ড২॥

রাজা বলে সখা হে বলিলা সারোদ্ধার।
আমার পরম হিত রোহিণীকুমার॥
কিন্তু তীর্থ যাত্রা হেতু গেল সঙ্কর্ষণ।
গোবিন্দেরে দূত পাঠাইলাম সে কারণ॥
সম্বন্ধে বেহাই হন দেব জগৎপতি।
মনে লয় মম সঙ্গে করিবেন প্রীতি॥
দুঃশাসন বলে মোর মনে নাহি লয়।
পাণ্ডবের প্রিয় বড় দৈবকীতনয়॥
তোমার সহায় না হইবে কদাচন।
না বুঝিয়া দূত পাঠাইলা কি কারণ॥
এত শুনি কহেন আচার্য্য মহাশয়।
উভয় কুলের হিত দৈবকীতনয়॥
আপনি সহায় যদি না হন তোমার।
নারায়ণী সেনা তাঁর আছয়ে অপার॥
সেই সৈন্য হয় যদি তোমার স্বপক্ষ।
চিত্তে হেন লয় জয় হইবে প্রত্যক্ষ॥
নারায়ণী সেনা তাঁর মহাবলবান।
অজেয় অমর তারা দেবের সমান॥
সেই সৈন্য দেন যদি দৈবকীকুমার।
কি বা প্রয়োজন কৃষ্ণে আছয়ে তোমার॥
এতেক সহায় হৈলে কি করিবে রণে।
জগত বিখ্যাত আছে তার বীরপনে॥
জরাসন্ধভয়ে স্থান মথুরা ত্যজিয়া।
সমুদ্রের কূলে গিয়া রহে লুকাইয়া॥
তারে বরি কোন কর্ম্ম হইবে তোমার।
তারে বরিবারে যুক্তি নহে মোসবার॥
রণে পলাইয়া যায় শৃগালের প্রায়।
হেন জনে বরিবারে মনে নাহি লয়॥
যেই জরাসন্ধভয়ে পলাইয়া গেল।
কর্ণ মহাবীর তারে সমরে জিনিল॥
কর্ণের সমান বীর নাহি ত্রিভুবনে।
মুহূর্ত্তেকে নিবারিবে পাণ্ডুর নন্দনে॥
ইন্দ্রআদি সখা যদি করিবে পাণ্ডব।
তথাপি কর্ণের হাতে পাবে পরাভব॥
প্রতাপেতে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সমান।
ইন্দ্রআদি দেব করে যাহার ব্যাখ্যান॥
ধনুর্দ্ধরগণে গণি ভৃগু বংশপতি।
জগতে বিখ্যাত আর কর্ণ মহামতি॥
কর্ণের শতাংশ না গণি যে নারায়ণ।
তারে তবে যুদ্ধে বরি কোন প্রয়োজন॥
রাজা বলে যুদ্ধ হেতু না বরিনু তারে।
আমার সারথি যেন হয় সে সমরে॥
সারথির যোগ্য হয় দেব নারায়ণ।
সারথি করিয়া তারে করিব বরণ॥
এত শুনি দ্রোণ কৃপ বলেন হাসিয়া।
হেন বাক্য মুখে রাজা আন কি বুঝিয়া॥
তোমার সারথি যে হবেন নারায়ণ।
অসম্ভব্য কথা এই নাহি লয় মন॥
পাণ্ডবের সহায় যে দেব জগৎপতি।
কি মতে হবেন কৃষ্ণ তোমার সারথি॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে সেই দূত কর্ম্ম নয়।
আপনি বরহ গিয়া দৈবকীতনয়॥
সসৈন্য দ্বারকাপুরী যাহ দুর্য্যোধন।
সাক্ষাতে বরিলে সেহ মানিবে বচন॥
দুর্য্যোধন বলে আগে শুন দূত স্থানে।
কি বলয়ে আগে শুনি দেব নারায়ণে॥
হয় বা না হয় কৃষ্ণ আমার সারথি।
দূতমুখে পাইব যে ইহার ভারতী॥
বলাবল বুঝি কার্য্য করিব তখন।
নহে বা আপনি গিয়া করিব বরণ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলিল কহিলা যুক্তি সার।
আপনি বরহ গিয়া দৈবকীকুমার॥
যাবৎ না বরে পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।
সসৈন্যে দ্বারকা তুমি কর আগুসার॥
উভয় কুলের হিত দেব জগৎপতি।
সম্প্রীত করিবে কৃষ্ণ বুঝি কার্য্যগতি॥
পিতার বচনে ক্রোধে বলে দুর্য্যোধন।
সম্প্রীতি করিতে চাহ কোন প্রয়োজন॥
জীয়ন্তে পাণ্ডব সহ নাহি মোর প্রীত।
উচিত যে হয় তাহা করহ বিহিত॥
এত শুনি বিদুর কহেন সেইক্ষণ।
বিপদ সময়ে জ্ঞান হারায় সুজন॥
আরে দুর্য্যোধন তোর হেন লয় মন।
তোমার সারথি হইবেন নারায়ণ॥
ব্রহ্মা শিব ইন্দ্রআদি দেব যত জন।
উদ্দেশে যাহার করে চরণসেবন॥
বারবার অবতার হয়ে জগন্নাথ।
করিলেন কোটি২ অসুর নিপাত॥
মৎস্য কলেবর ধরি দেব নারায়ণ।
দৈত্য মারি করিলেন বেদউদ্ধারণ॥
কূর্ম্ম অবতার হয়ে শ্রীমধুসূদন।
করিলেন পৃষ্ঠদেশে ধরণিধারণ॥
অনন্তরে ধরি কৃষ্ণ বরাহআকৃতি।
হিরণ্যাক্ষে বধিয়া উদ্ধারিলেন ক্ষিতি॥

ধরিয়া নৃসিংহরূপ হইয়া প্রকাশ।
করিলেন হিরণ্যকশিপুর বিনাশ ॥
ধরিয়া বামনরূপ দেব নারায়ণ।
পাতালে নিলেন বলি করিয়া ছলন ॥
ভৃগুবংশে রামরূপে হয়ে অবতার।
নিক্ষত্রা করেন ক্ষিতি তিন সপ্তবার ॥
রামরূপে বধিলেন লঙ্কার রাবণ।
হলধর বেশধারী আছেন এখন ॥
পূর্ণ ব্রহ্মঅবতার কৃষ্ণ যদুমণি।
আগম পুরাণে যার মহিমা বাখানি ॥
হেন কৃষ্ণ সূতবৃত্তি হইবে তোমার।
হেন বাক্য না বুঝিয়া বল বারেবার ॥
কিন্তু ভক্তিবশ হন দেব হৃষীকেশ।
ভক্তের কামনা পূর্ণ করেন অশেষ ॥
অভক্ত গোবিন্দে তুমি বিখ্যাত জগতে।
তোমার সারথি কৃষ্ণ হবেন কি মতে ॥
এইরূপে কহিল বিদুর মহামতি।
শুনি কিছু উত্তর না দিল কুরুপতি ॥
সভাহইতে উঠি রাজা গেল অন্তঃপুরে।
সব কুরুগণ গেল যে যাহার ঘরে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

অথ দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের নিকটে
উলূকের গমন।

পয়ার।

জনমেজয় জিজ্ঞাসিল কহ তপোধন।
অতঃপর কি করিল কুরুর নন্দন ॥
তবে দ্বারকায় দূত গেল কোন জন।
দূতমুখে শুনি কি করিলেন নারায়ণ ॥
বিবরিয়া মুনিবর কহিবা আমারে।
শুনিয়া তোমার মুখে জুড়াক অন্তরে ॥
মুনি বলে শুনহ নৃপতি জনমেজয়।
উলূকেরে পাঠাইল কুরু মহাশয় ॥
দুর্য্যোধনআজ্ঞায় উলূক অনুচর।
শীঘ্রগতি চলি গেল দ্বারকানগর ॥
কৃষ্ণের সাক্ষাতে গিয়া হইল উপনীত।
দণ্ডবৎ করি পত্র দিলেক ত্বরিত ॥
পড়িলেন পত্র কৃষ্ণ ঈষদ্ হাসিয়া।
পঠনান্তে কহিছেন দূতেরে চাহিয়া ॥
দুই কুলহিত আমি বিখ্যাত ভুবন।
উভয় কুলের হিত চিন্তি অনুক্ষণ ॥
দুর্য্যোধনে কহিবা যে বচন আমার।
ভাই২ বিরোধিয়া কি কার্য্য তোমার ॥
তোমাতে অপ্রীত নহে পাণ্ডুর নন্দন।
গন্ধর্ব্বের হাতে তোমা রাখিল অর্জ্জুন ॥
সভামধ্যে পূর্ব্বে যেই করিল নির্ণয়।
তাহাতে হইল মুক্ত পাণ্ডুর তনয় ॥
আপনি কহিলা তুমি সভাবিদ্যমান।
সত্যহইতে মুক্ত হইল পাণ্ডুর সন্তান ॥
পুনর্ব্বার আপনার পাবে রাজ্য ধন।
তবে কেন কলহ করিতে কর মন ॥
সমুচিত পাণ্ডবের বিভাগ যে হয়।
তাহা দিয়া প্রীত কর পাণ্ডুর তনয় ॥
এইরূপে দুর্য্যোধনে কহিবা আপনে।
পশ্চাতে যাইব আমি সবাবিদ্যমানে ॥
সারথির হেতু যাহা কহিলা আমারে।
করিব সারথিপন তাঁহার বিচারে ॥
কিন্তু অগ্রে আমারে কহিল ধনঞ্জয়।
অঙ্গীকার করিয়াছি শুন মহাশয় ॥
তথাপি তোমার বাক্য না পারি খণ্ডিতে।
আপনি আসিবা হেতা আমারে বরিতে ॥
আসিবে আমারে পার্থ করিতে বরণ।
পঞ্চম দিবসে সে করিবে আগমন ॥
আমারে আসিয়া অগ্রে যে জন বরিবে।
তাহারি সারথ্য মম করিতে হইবে ॥
এইরূপে দুর্য্যোধনে কহিবা বচন।
এত বলি দূতে করিলেন বিসর্জ্জন ॥
তবে যদুগণ লয়ে দেব জগৎপতি।
গুপ্তরূপে মন্ত্রণা করেন মহামতি ॥
কৌরব পাণ্ডবেতে হইবে মহারণ।
সে কারণে দুর্য্যোধন পাঠায় লিখন ॥
পাণ্ডব আমারে পূর্ব্বে করিল বরণ।
দুই কুলহিত আমি জানে জগজন ॥
কাহার স্বপক্ষ হব করিব কেমন।
ইহার সুযুক্তি যাহা কহ সর্ব্ব জন ॥
এত শুনি কহিল সকল যদুগণ।
কপটী কুবুদ্ধি খল রাজা দুর্য্যোধন ॥
তাহার স্বপক্ষ হইতে উচিত না হয়।
বিশেষে তোমার প্রিয় পাণ্ডুর তনয় ॥
যদি বা বরিতে তোমা আইসে দুর্য্যোধন।
তাহার সহায় দেহ কিছু সৈন্যগণ ॥

কপট করিয়া তার কর উপকার।
আমাসবা চিত্তে লয় এইত বিচার॥
যদুগণ বিচার শুনিয়া নারায়ণ।
শিল্পকারগণে আজ্ঞা দিলেন তখন॥
এক সিংহাসন দেহ আমার অগ্রেতে।
আজ্ঞামাত্র শিল্পকার লাগিল গঠিতে॥
তিন দিবসের মধ্যে হইল সিংহাসন।
গোবিন্দের অগ্রে আনি দিল সেইক্ষণ॥
অনন্তরে পঞ্চম দিবসে নারায়ণ।
করিলেন বাহির মন্দিরেতে শয়ন॥
সংকীর্ণ রহিল স্থান শিতানের পানে।
রত্ন সিংহাসন রাখিলেন সেই স্থানে॥
পাছে রাখিলেন স্থান বুঝিয়া বিস্তার।
অচেতন নিদ্রা যান দৈবকীকুমার॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অথ উলুকের পুনরাগমন ও দুর্য্যোধনের দ্বারকাগমন।

পয়ার।

দূত গিয়া দুর্য্যোধনে কহিল বারতা।
আপনি বরিতে কৃষ্ণে যাহ তুমি তথা॥
আপনি অর্জ্জুন আসি বরিবে কৃষ্ণেরে।
সে কারণে নারায়ণ কহিল আমারে॥
প্রথমে আমারে আসি যে জন বরিবে।
তার পক্ষ আমার অবশ্য হইতে হবে॥
সমান সম্বন্ধ মম কুরু পাণ্ডুগণ।
দুই কুলহিত আমি চিন্তি অনুক্ষণ॥
আর যে কহিল তাহা শুন কুরুপতি।
পাণ্ডবের সহ তোমা করিতে পীরিতি॥
পাণ্ডবের সহ বিরোধেতে নিষেধিল।
সব রাজগণ তাহে অনুমতি দিল॥
অল্পকার্য্যে কুলক্ষয় নাহি প্রয়োজন।
চিত্তে যাহা লয় তাহা করহ রাজন॥
এতেক দূতের বাক্য শুনি মহারাজ।
মুহূর্ত্তেকে তথা গেল না করিল ব্যাজ॥
অল্প সৈন্যসঙ্গে নিল শীঘ্র যাইবার।
দ্বারকানগরে রাজা কৈল আগুসার॥
দুর্য্যোধন উত্তরিল দ্বারকানগরে।
সৈন্য সব রাখি গেল পুরের বাহিরে॥

একেশ্বর পুরে প্রবেশিল কুরুনাথ।
যেই গৃহে শয়নে আছেন জগন্নাথ॥
তথা গিয়া উত্তরিল রাজা দুর্য্যোধন।
অচেতনে নিদ্রা যান দেব নারায়ণ॥
দিব্য সিংহাসন দেখে কৃষ্ণের শিয়রে।
ভৃঙ্গারেতে জল আছে দেখিল নিয়রে॥
বিস্ময় মানিয়া রাজা ভাবে মনে মন।
আমার মর্য্যাদা কি জানেন নারায়ণ॥
না আসিতে আমি হেথা দিব্য সিংহাসন।
আপন শিয়রে কৃষ্ণ করেছে স্থাপন॥
পাদ্য অর্ঘ্য রাখিয়াছে দিব্য জলাধার।
আমার সম্ভ্রম হেতু নানা উপচার॥
নিশ্চয় হইবে কৃষ্ণ আমার সারথি।
এত বলি সিংহাসনে বৈসে কুরুপতি॥
পরে ধনঞ্জয় আইলেন ভক্তি করি।
একাকী প্রবেশ করিলেন অন্তঃপুরী॥
বসুদেব উগ্রসেন আদি যদুগণে।
একে২ প্রণাম করেন জনে২॥
মাতুলগণেরে পার্থ করিয়া সম্ভাষ।
তথাহইতে চলিলেন যথা শ্রীনিবাস॥
অচেতন শয়নে আছেন নারায়ণ।
শিয়রে বসিয়া তাঁর রাজা দুর্য্যোধন॥
সিংহাসনে বসিয়াছে বাসবের প্রায়।
দেখি চিত্তে চিন্তা করিলেন ধনঞ্জয়॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া পার্থ যুক্তি করি মনে।
বসিলেন গিয়া শেষে কৃষ্ণের আসনে॥
কৃষ্ণ পদ কমল চাপেন ধীরে২।
দেখি দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইল অন্তরে॥
মনেতে ভাবিয়া তবে কহে অর্জ্জুনেরে।
কুরুবংশে জন্মি হেন কদাচার করে॥
বংশের অধম এই কুলের অঙ্গার।
কোন বা বরাক এই দৈবকীকুমার॥
আমারে নাহিক ভ্রম নাহি লাজ মনে।
ব্যর্থ নাম পার্থ বলি ধরে অকারণে॥
অন্য হইলে তাহারে করিতাম সংহার।
বিশেষ অজেয় মোর জ্ঞাতি পাপাচার॥
এইরূপে মনে মনে নিন্দিছে রাজন।
সব জানিলেন অন্তর্যামি নারায়ণ॥
তথাপি উত্তর কিছু না দিলেন হরি।
নিদ্রায় অলস যেন সিংহাসনোপরি॥
কত ক্ষণে নিদ্রাভঙ্গ হইল তাঁহার।
উঠিতে সম্মুখে দেখেন কুন্তীর কুমার॥

আলিঙ্গন দিয়া জিজ্ঞাসিলেন কুশল।
একে২ ধনঞ্জয় কহেন সকল॥
অবশেষে গোবিন্দে কহেন ধনঞ্জয়।
কৌরব পাণ্ডবযুদ্ধ হইবে নিশ্চয়॥
তেঁই যুধিষ্ঠির পাঠাইলেন আমারে।
সারথি করিয়া যুদ্ধে তোমা বরিবারে॥
রথের সারথি তুমি হইবা আমার।
এত শুনি গোবিন্দ করেন অঙ্গীকার॥
শুনিয়া অর্জ্জুন হইলেন হৃষ্ট মন।
পরে দেখিলেন কৃষ্ণ রাজা দুর্য্যোধন॥
মান্য করি সম্ভাষেন উঠি নারায়ণ।
কি আনন্দ দেখি আজি কৌরবনন্দন॥
কোন প্রয়োজন হেথা কৈলে আগমন।
কি কার্য্য তোমার কহ করিব সাধন॥
যদি বা দুষ্কর কর্ম্ম হয় অতিশয়।
আমাহৈতে হয় যদি করিব নিশ্চয়॥
তব কার্য্যে ভীত আমি তব আজ্ঞাকারী।
যে আজ্ঞা করিবা তাহা সাধিবারে পারি॥
সমান সম্বন্ধ মম কুরু পাণ্ডুগণে।
উভয় কুলের হিত বাঞ্ছি অনুক্ষণে॥
চন্দ্র সূর্য্য তেজ যেন নাহি ভিন্ন জ্ঞান।
সেইরূপে দুই কুল রাখিব সমান॥
উভয় কুলের হিতে করি প্রাণপণ।
যে আজ্ঞা করিবা তাহা করিব সাধন॥
এত শুনি বলিল নৃপতি দুর্য্যোধন।
আগে দূতমুখে তোমা করিনু বরণ॥
তাহাতে করিলা অঙ্গীকার নারায়ণ।
যে জন আমারে আগে করিবে বরণ॥
তাহার স্বপক্ষ আমি হইব নিশ্চয়।
সে কারণে আইলাম তোমার আলয়॥
বহুক্ষণ হৈল আমি আসিয়াছি হেতা।
পশ্চাৎ আইল হেথা পার্থ মহারথা॥
তোমা গুণাগুণ সব বিখ্যাত ভুবনে।
ইন্দ্রের মাতলিসম শুনিনু শ্রবণে॥
মহাযুদ্ধে হবা তুমি আমার সারথি।
সে কারণে হেতায় আইলাম যদুপতি॥
ইথে মান অপমান নাহি যদুমণি।
অবধানে শুন কহি পূর্ব্বের কাহিনী॥
ত্রিপুর জিনিতে যবে যান শূলপাণি।
ব্রহ্মারে সারথি করিলেন গুণ জানি॥
ত্রিপুরবিজয়ী শিব সারথির গুণে।
বৃহস্পতি সারথি শক্রের দৈত্যরণে॥
দেবের পরম গুরু অঙ্গিরানন্দন।
স্বধর্ম্ম জানিয়া তবু করে সূতপন॥
বৃহস্পতি সারথি করিয়া বজ্রপাণি।
বৃত্রাসুরে মারিলেন বিখ্যাত ধরণি॥
গোবিন্দ বলেন তুমি কহিলা প্রমাণ।
আগে মোরে কহিল অর্জ্জুন মতিমান॥
আগে তুমি আসিয়াছ জানিব কেমনে।
আগে আমি অর্জ্জুনেরে দেখেছি নয়নে॥
সারথি করিয়া আমা করিল বরণ।
উপায় ইহার কিবা করি দুর্য্যোধন॥
ব্যতিক্রম করি যদি দুই কুলহিতে।
আমার কুযশ বহু ঘুষিবে জগতে॥
দশ দিন করিয়া অর্জ্জুনের সারথ্য।
দশ দিন করি যদি তোমার সূতত্ত্ব॥
এমত নিয়ম হৈলে উপহাস লোকে।
সে কারণে দুর্য্যোধন কহি যে তোমাকে॥
তুমি কুরুপতি রাজা জগতে বিদিত।
তোমার মর্য্যাদা গুণ ঘোষে অপ্রমিত॥
কুরুবংশে যদুবংশে চেদি ভোজবংশে।
রবি বংশোদ্ভব যত রাজা অবতংসে॥
তব কার্য্যে হিত সবে তোমার শাসিতে।
তোমার অপ্রিয় কেহ নহে পৃথিবীতে॥
তোমারে করিবে মান্য যত রাজগণ।
অগ্রেতে করিল পার্থ আমার বরণ॥
তীর্থ যাত্রা হেতু যবে যান হলপাণি।
কুরু পাণ্ডবের দ্বন্দ্ব চরমুখে শুনি॥
যুদ্ধ করিবারে করিলেন নিবারণ।
খণ্ডিতে না পারি আমি তাঁহার বচন॥
আমাআদি করিয়া যতেক যদুগণ।
যুদ্ধ করিবারে মানা করিলেন তখন॥
উভয় কুলের কোন পক্ষ না হইল।
রামের বচন কেহ খণ্ডিতে নারিল॥
আমিমাত্র করিব কেবল সূতপন।
সে কারণে কহি শুন রাজা দুর্য্যোধন॥
নারায়ণী সেনা মম আছে কোটি সাত।
মম সম তেজ বীর্য্য জগতে বিখ্যাত॥
মহাবলবান সবে বিক্রমে অপার।
এক এক জন হয় সমান আমার॥
প্রতাপেতে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন জনে জন।
মহারথিমধ্যে গণি বিপক্ষে শমন॥
আমাকে ইচ্ছহ কিম্বা সেনা নারায়ণী।
নিশ্চয় আমারে কহ নৃপচূড়ামণি॥

এত শুনি দুর্য্যোধন ভাবিল অন্তরে।
নারায়ণী সেনাগণ অতুল সংসারে ॥
নারায়ণী সেনা যদি পাই কোটি সাত।
করিব অতুল যুদ্ধ পাণ্ডবের সাত ॥
একক ইহারে নিলে হবে কোন কায।
এতেক ভাবিয়া চিত্তে কহে কুরুরাজ ॥
আমার সহায় দেহ সেনা নারায়ণী।
এই মম সাহায্য করহ চক্রপাণি ॥
গোবিন্দ বলেন রাজা যে আজ্ঞা তোমার।
শুনি হৃষ্টচিত্ত হৈল কৌরবকুমার ॥
নারায়ণী সেনা লয়ে গেল দুর্য্যোধন।
দেখিয়া অর্জ্জুন হৈল বিষণ্ণবদন ॥
জয় প্রভু জগন্নাথ জয় চক্রধারি।
তোমার মহিমা গুণ কি বর্ণিতে পারি ॥
শিষ্ট জন পাল তুমি দুষ্টেরে সংহার।
এইহেতু জগন্নাথ নাম যে তোমার ॥
দারুরূপ পূর্ণ ব্রহ্ম নীলাচলে বাস।
জগজনের হিত তুমি অতুল প্রকাশ ॥
অনুক্ষণ তাঁহার চরণে বহু নতি।
কাশীরাম দাস কহে মধুর ভারতী ॥

## অথ নারায়ণী সেনা লইয়া দুর্য্যোধনের প্রত্যাগমন।

### পয়ার।

নারায়ণী সেনা লয়ে গেল দুর্য্যোধন।
নানা বাদ্য কোলাহলে হয়ে হৃষ্টমন ॥
পথে শল্য রাজা সহ হৈল দরশন।
তাহার সহিত গিয়া করিল মিলন ॥
সম্ভাষিয়া শল্যেরে কহিল দুর্য্যোধন।
যুদ্ধ হেতু আমি তোমা করিনু বরণ ॥
শল্য বলে যে আজ্ঞা তোমার মহাশয়।
তোমার স্বপক্ষ আমি হইব নিশ্চয় ॥
কিন্তু পাণ্ডুপুত্রগণ ভাগিনা আমার।
যাই আমি তাহা সহ দেখা করিবার ॥
বহু দিনে সমাগমে নাহিক মিলন।
দেখিয়া আসিব আমি পাণ্ডুপুত্রগণ ॥
দুর্য্যোধন বলে তথা কি কার্য্য তোমার।
নিকটে দেখিবা হেতা পাণ্ডুর কুমার ॥
আমার স্বপক্ষ হৈলা কেন যাবা তথা।
দেখিলে না ছাড়ি দিবে ভীম মহারথা ॥
সত্যবাদিগণমধ্যে গণি যে তোমায়।
সত্যভ্রষ্ট হৈতে চাহ বুঝি অভিপ্রায় ॥
এত শুনি শল্য স্থির করিলেক মন।
স্বসৈন্য সহিত গেল রাজা দুর্য্যোধন ॥
আর যত রাজগণ মধ্যদেশী ছিল।
যুদ্ধ হেতু দুর্য্যোধন সবারে বলিল ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী করি সমাবেশ।
আপনার উপায় না গণিল বিশেষ ॥
মদগর্ব্বে দুর্য্যোধন আশা কৈল হেন।
পাণ্ডবেরে জিনিয়া লইব রাজ্য ধন ॥
ক্ষত্রধর্ম্ম শাস্ত্র নীতি করি কুরুপতি।
পাত্র মিত্র ভৃত্যগণ অমাত্য সংহতি ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ রাধার তনয়।
সোমদত্ত বীর ভূরিশ্রবা মহাশয় ॥
দুঃশাসন দুঃশ্বসন শকুনি সৌবল।
ভগদত্ত নৃপতি সুশর্ম্মা মহাবল ॥
ধৃতরাষ্ট্র নরপতি বিদুর সুমতি।
সভা করি বসিলেন কৌরবের পতি ॥
সবারে চাহিয়া বলে কৌরব রাজন।
মম মনস্কাম পূর্ণ হইল এখন ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী হইল সঙ্গতি।
সাত কোটি মহারথী আমার সংহতি ॥
আমারে জিনিতে পারে কে আছে সংসারে
অবহেলে পরাজিব পাণ্ডুর কুমারে ॥
কর্ণের প্রতাপ সহে আছে কোন জনে।
একেশ্বর পরাজিবে পাণ্ডুর নন্দনে ॥
যত যত বীর আছে মম অনুভবে।
এক এক বীর পারে জিনিতে পাণ্ডবে ॥
পাণ্ডবেরে ভয় কিবা আছয়ে আমার।
একাদশ অক্ষৌহিণী মম পরিবার ॥
শুন পিতামহ ভীষ্ম মাতুল আচার্য্য।
প্রাণপণে কর সবে আমার সাহায্য ॥
ক্ষত্রধর্ম্ম শাস্ত্র মত জানহ আপনি।
পাণ্ডবেরে উপরোধ না করিহ তুমি ॥
উপরোধ করিলে পাণ্ডব না ক্ষমিবে।
কদাচিত উপরোধ তারে না করিবে ॥
রাজার বচন শুনি কহে কুরুগণ।
না বুঝিয়া হেন বাক্য কহ দুর্য্যোধন ॥
কখন তোমার শত্রু না হয় পাণ্ডব।
কি কারণে দুর্য্যোধন কহ এত সব ॥
মোসভার শক্তি যত করিব সর্ব্বথা।
না পারিব জিনিতে পাণ্ডব মহারথা ॥

দেবের অবধ্য বীর্য্য পাণ্ডুর নন্দন।
মহাযুদ্ধে বিশারদ প্রতাপে তপন ॥
তাহারে জিনিবে হেন আছে কোন বীর।
বিশেষেতে ধর্ম্মআত্মা রাজা যুধিষ্ঠির ॥
ধর্ম্মঅনুগত পার্থ ভীম মহাশয়।
দুই ভাই ধর্ম্মপ্রিয় মাদ্রীর তনয় ॥
ধর্ম্মবলে বাহুবলে কেহ নহে ন্যূন।
কতেক তোমারে বুঝাইব পুনঃ পুন ॥
তাহার পৈতৃক রাজ্য যে হয় উচিত।
তাহা দিয়া পাণ্ডুপুত্র সহ কর প্রীত ॥
ভাই২ বিরোধিয়া কোন প্রয়োজন।
ইথে ক্ষত্রধর্ম্ম রাজা না করি গণন ॥
হারিলে অখ্যাতি নাই জিনিলে পৌরুষ।
অর্থ ক্ষয় হয় আর অধর্ম্ম অযশ ॥
ধার্ম্মিক পুরুষ তুমি এ কর্ম্ম না কর।
কদাচিত ভাই ভাই না কর সমর ॥
ভাই সহ সম্প্রীতে বঞ্চহ নানা সুখ।
বিরোধ করিলে মনে পাবা বড় দুঃখ ॥
বিপদ হইলে তবে নাহি পরিত্রাণ।
পূর্ব্বের কাহিনী কহি কর অবধান ॥
আছিল রাবণ রাজা ব্রহ্মবংশে জন্ম।
জ্ঞাতি বন্ধু ভাই সহ করিল অধর্ম্ম ॥
কত দিনান্তরে রাম রাঘবনন্দন।
পিতৃসত্য পালিতে প্রবেশিলেন বন ॥
অনুজ লক্ষ্মণ আর জানকীসহিতে।
চিরকাল রঘুনাথ থাকেন বনেতে ॥
কালেতে কুবুদ্ধি হৈল রাবণ রাজার।
জানকীরে হরিয়া লইল দুরাচার ॥
সেই কালে রঘুনাথ বীর অবতরি।
সুগ্রীব সহায় করি বেড়ি লঙ্কাপুরী ॥
রাবণের ছোট ভাই সুবুদ্ধি সুমতি।
মহাধর্ম্মআত্মা বিভীষণ মহামতি ॥
ধর্ম্ম উপদেশ বহু বুঝাইল বাণী।
কার কথা না শুনিল অহঙ্কার মানি ॥
অহঙ্কারে কার কথা মনে না ধরিল।
ভ্রাতাকে নিন্দিয়া কত মত গালি দিল ॥
কুবাক্য বলিয়া কৈল চরণ প্রহার।
সেই হেতু চিত্তে দুঃখ হইল অপার ॥
শ্রীরামের সহ আসি করিল মিলন।
শ্রীরাম অভয় তারে দিলেন সেক্ষণ ॥
রাবণেরে সবংশে বধিয়া রঘুমণি।
করিলেন উদ্ধার সে জনকনন্দিনী ॥
বিভীষণে রাজা করি আইলেন দেশে।
পূর্ব্বের কাহিনী এই কহিনু বিশেষে ॥
সে কারণে ভাই২ দ্বন্দ্বে নাহি কায।
সমুচিত ভাগ তার দেহ মহরাজ ॥
এইরূপ কহিয়া সকল পরিবার।
মৌনভাবে রহিল বুঝিতে মন তার ॥
দুর্য্যোধন বলে করিয়াছি আমি সত্য।
অকারণে এতেক বলহ কেন নিত্য ॥
জীয়ন্তে পাণ্ডব সহ নাহি মম প্রীত।
বিধান করহ সবে ইহার বিহিত ॥
এতেক বলিল যদি রাজা দুর্য্যোধন।
কেহ আর উত্তর না দিল মন্ত্রিগণ ॥
অনুচরে আজ্ঞা রাজা দিল সেইক্ষণ।
সমরে সসজ্জ হও কর আয়োজন ॥
যুদ্ধহেতু সামগ্রী করহ বহুতর।
রাজার আজ্ঞায় চর ধাইল বিস্তর ॥
নানা অস্ত্র পূর্ণ করে সকল ভাণ্ডার।
গদা খড়্গ ধনুর্গুণ দিব্য অস্ত্র আর ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

## অথার্জ্জুনের মনোদুঃখে শ্রীকৃষ্ণের প্রবোধ বাক্য।

### পয়ার।

নারায়ণী সেনা কৃষ্ণ দিলে দুর্য্যোধনে।
দেখিয়া হইল দুঃখ অর্জ্জুনের মনে ॥
অর্জ্জুনের মন বুঝি কহেন শ্রীপতি।
কিহেতু হইলা সখা তুমি দুঃখী অতি ॥
নারায়ণী সেনা যত দিলাম উহারে।
সবে হত হইবেক তোমার প্রহারে ॥
পূর্ব্বের কাহিনী কহি শুন দিয়া মন।
এক দিন আমারে কহিল পিতৃগণ ॥
বংশের তিলক তুমি পূর্ণ ব্রহ্মরূপে।
সকল সংসার এই তব লোমকূপে ॥
তুমি বিষ্ণু মহারূপ নর অবতার।
আমা সবাকার প্রভু করহ উদ্ধার ॥
মগধ রাজ্যেতে জাত বরাহ আছয়।
তার মাংস আনি শ্রাদ্ধ কর মহাশয় ॥
তবে তৃপ্ত হয় মোসবার আত্মা মন।
এই মত কহিল আমাকে পিতৃগণ ॥

পিতৃগণবাক্যে করিলাম অঙ্গীকার।
পুনরপি আমারে কহিল আর বার॥
একাকী যাইবা তুমি বরাহ মারিতে।
এক জন সঙ্গে নাহি লবা কদাচিতে॥
যদি সেই দুষ্ট মাংস হইবে নিশ্চয়।
আমাসবাকার তবে নহে পাপক্ষয়॥
পিতৃগণবাক্য শুনি অশ্বে আরোহিয়া।
মগধ রাজ্যে আমি প্রবেশিলাম গিয়া॥
জরাসন্ধ রাজার রক্ষক বনে ছিল।
অনুমানে চিহ্ন দেখি আমারে চিনিল॥
জরাসন্ধে আসিয়া কহিল সমাচার।
সসৈন্য সাজিয়া সেই এলো দুরাচার॥
একেশ্বর বেড়িলেক করি শত পুর।
সৈন্য কোলাহল শব্দ গেল বহু দূর॥
উপায় না দেখিয়া ভাবিলাম তখন।
একেশ্বর বলে পরাজিব কত জন॥
দুরন্ত দুষ্কর সেই মগধের সেনা।
যত মরে তত জীয়ে না হয় গণনা॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি যুক্তি করি সার।
অঙ্গ বাড়াইলাম যে পর্ব্বত আকার॥
অঙ্গহৈতে সেইক্ষণে হইল সৃজন।
দেখিতে২ নারায়ণী সেনাগণ॥
দশ সহস্র মহারথী অঙ্গেতে জন্মিল।
জরাসন্ধ সঙ্গে তারা সমর করিল॥
যুদ্ধে পরাভূত হইল মগধরাজন।
ভঙ্গ দিয়া পলাইল যত সৈন্যগণ॥
তবে সেই বরাহের চক্রেতে প্রহারি।
আইলাম নারায়ণী সেনা সঙ্গে করি॥
তুষ্ট হয়ে বলিলাম সেই সেনাগণে।
যেই বর ইচ্ছা কর মাগ মম স্থানে॥
এত শুনি বলে নারায়ণী সেনাগণ।
যদি বর দিবা তবে দেহ নারায়ণ॥
ইতরের হাতে মৃত্যু মোসবার নয়।
তোমার সমান রূপে গুণে যেবা হয়॥
তার হাতে মৃত্যু যেন হয় সবাকার।
এই বর আজ্ঞা কর দৈবকীকুমার॥
তাসবার বাক্যেতে দিলাম বরদান।
তবে আমি চিত্তেতে করিনু অনুমান॥
মম সম রূপে গুণে কে আছে সংসারে।
বিনা ধনঞ্জয় বীর না দেখি কাহারে॥
অর্জ্জুনের হাতে হবে তোমা সব ক্ষয়।
হইবে ভারত-যুদ্ধ না হয় সংশয়॥
সে কারণে নারায়ণী সৈন্য যত গণ।
দুর্য্যোধন প্রতি করিলাম সমর্পণ॥
তব অস্ত্রে হত হবে যত সৈন্যগণ।
এত বলি মায়া দেখাইলেন নারায়ণ॥
কাহার মস্তক নাহি কবন্ধের প্রায়।
দেখিয়া অর্জ্জুন চিত্তে মানেন বিস্ময়॥
তবে কৃষ্ণে অর্জ্জুন কহেন যোড় করে।
তোমার বিষম মায়া কে বুঝিতে পারে॥
মায়ার পুত্তলি তুমি কত মায়া জান।
আদি নিরঞ্জন তুমি পূর্ণ ভগবান॥
তোমার সহায়ে কি বা মম আছে ভয়।
মারিব কৌরবগণে নাহিক সংশয়॥
জানিলাম এখন যে যুদ্ধে হবে জয়।
যখন হইলা তুমি আমার সহায়॥
তোমার সহায় ইন্দ্র জয়ী ত্রিভুবনে।
তোমার সহায় দণ্ড ধরয়ে শমনে॥
তোমার সহায় সৃষ্টি করে প্রজাপতি।
তোমার প্রতাপে হবে সংহার মুরতি॥
সেই প্রভু হৈলা তুমি আমার সারথি।
তিলমাত্রে কুরুর নাহিক অব্যাহতি॥
হেন প্রভু হৈলা তুমি আমার সহায়।
ত্রিভুবনমধ্যে মম আর কারে ভয়॥
অর্জ্জুনের বাক্যে হাসি বলেন নারায়ণ।
না বুঝিয়া পার্থ আমা করিলা বরণ॥
আমি যুদ্ধ না করিব কহিলেন রাম।
রামের বচন কার শক্তি করে আন॥
কৌরবের সহায় অনেক যোদ্ধাপতি।
একেশ্বর কি করিব আমার শকতি॥
এত শুনি হাসিয়া কহেন ধনঞ্জয়।
না বুঝিয়া হেন বাক্য কহ মহাশয়॥
এ তিন ভুবনে ব্যাপ্ত তোমার বিভূতি।
তুমি আদি তুমি অন্ত তুমি জগৎপতি॥
তুমি সৃষ্টি পাল তুমি করহ সংহার।
তোমার বিভূতি বুঝে সামর্থ্য কাহার॥
কিঞ্চিৎ জানেন মাত্র দেব পঞ্চানন।
মৃত্যু বলি এক রূপ ধর নারায়ণ॥
কোন অল্প মতি হয় কৌরব তনয়।
সহস্র কৌরবে মম আর নাহি ভয়॥
এক্ষণে যে কহি তাহা শুন দিয়া মন।
যুধিষ্ঠির আজ্ঞা তথা যাইবা আপন॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা বিলম্ব না করি।
সেইক্ষণে রথে চড়ি চলিলেন হরি॥

বিরাটনগরে যান অর্জ্জুনসহিত।
কৃষ্ণেরে দেখিয়া যুধিষ্ঠির মহাপ্রীত॥
যদ্যপি গোবিন্দ বন্ধ পাণ্ডবের মনে।
তথাপি বসিতে দেন রত্ন সিংহাসনে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
ব্যাসের রচিত দিব্য ভারত আখ্যান॥
যে বা পড়ে যে বা শুনে করয়ে শ্রবণ।
তাহারে প্রসন্ন হন দেব নারায়ণ॥
এই কথা কহি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কহে কাশীদাস গদাধরদাসাগ্রজ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের যুক্তি ও নমুচিদানবের উপাখ্যান।

পয়ার।

শ্রীজনমেজয় যে মুনিরে জিজ্ঞাসিল।
কহ শুনি অনন্তরে কি প্রসঙ্গ হৈল॥
পাণ্ডবের দূত হয়ে দেব জগৎপতি।
কিরূপে বুঝাইলেন কৌরবের প্রতি॥
কৃষ্ণের বচন না শুনিল দুর্য্যোধন।
কিরূপে ভারতযুদ্ধ হৈল আরম্ভণ॥
কহিবা সে সব কথা করিয়া বিস্তার।
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের কুমার॥
পাণ্ডবসভায় আইলেন নারায়ণ।
দেখি আনন্দিত বড় পাণ্ডুর নন্দন॥
গোবিন্দ দেখিয়া রাজা মহাহৃষ্ট মনে।
নিভৃতে করেন যুক্তি শ্রীকৃষ্ণের সনে॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন নারায়ণ।
হইবে ভারতযুদ্ধ না হয় খণ্ডন॥
দুর্য্যোধন দুর্ম্মতি সে করিবে প্রলয়।
যুদ্ধ হেতু হইবেক জ্ঞাতিগণক্ষয়॥
ক্ষত্রগণ অস্ত যাবে পৃথ্বী হতস্বামী।
সে কারণে মনে যুক্তি করিয়াছি আমি॥
জ্ঞাতিগণবধ মম প্রাণে নাহি সহে।
কুলক্ষয় নয়নে দেখিতে যোগ্য নহে॥
দূতমুখে দুর্য্যোধনে কহি পুনঃ পুন।
কদাচিত ছাড়িয়া না দিবে রাজ্য ধন॥
পূর্ব্বে যে নিয়ম করিলাম পঞ্চ জনে।
ধর্ম্মহৈতে মুক্ত হইলাম এই ক্ষণে॥

তপস্বির বেশেতে ভ্রমিনু বনে বনে।
তথাপিহ দয়া না জন্মিল দুর্য্যোধনে॥
অজ্ঞাত বৎসর এক রহি পরবশে।
রাজপুত্র হয়ে ভ্রমিলেক ক্লীব বেশে॥
এত দুঃখ দিয়া ক্ষান্ত না করিল মন।
সমুচিত রাজ্য নাহি দেয় দুর্য্যোধন॥
যাবৎ শরীরে প্রাণ থাকিবে তাহার।
তাবৎ ছাড়িয়া রাজ্য না দিবে আমার॥
বহু কষ্টে পারি যদি করিতে সংহার।
তবে রাজ্য ধন সে লইব পুনর্ব্বার॥
হেন রাজ্য ধনে মম নাহি প্রয়োজন।
কোন কার্য্য করিব মারিয়া জ্ঞাতিগণ॥
এইহেতু চিত্তে আমি সব ক্ষমা দিব।
তব আজ্ঞা হৈলে পুনঃ বনবাসে যাব॥
তীর্থ যাত্রা করিয়া ভ্রমিনু বনে বন।
লউক সকল রাজ্য রাজা দুর্য্যোধন॥
পিতৃতুল্য পিতামহ আচার্য্য মাতুল।
আপ্ত বন্ধু সব আর যত জ্ঞাতিকুল॥
এ সকল সংহারিব রাজ্যের নিমিত্তে।
হেন রাজপদ সুখ না করিব চিত্তে॥
না বুঝিয়া প্রবৃত্ত হইব অহঙ্কারে।
যদি বা না পারিব কৌরবে জিনিবারে॥
সংসার যুড়িয়া লজ্জা হবে অতিশয়।
এই হেতু মম চিত্তে হইতেছে ভয়॥
যেবা ভীম ধনঞ্জয় মাদ্রীর নন্দন।
আজন্ম দুঃখেতে গেল কি করিবে রণ॥
বলহীন শরীর কেবল আত্মামাত্র।
কৌরবসম্মুখে হবে নাহি মানে চিত্ত॥
বিরাট দ্রুপদ ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ড্যাদি।
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র আর সত্যবাদী॥
এই সব বীর আছে আমার সহায়।
ইহারা বা কি করিবে কৌরব দুর্জ্জয়॥
কৌরবের সহায় অনেক বীরগণ।
এক এক জন হয় দ্বিতীয় শমন॥
ভীষ্ম দ্রোণ অশ্বত্থামা কৃপ মহামতি।
সোমদত্ত ভূরিশ্রবা সুশর্ম্মা নৃপতি॥
মহারথী মহামতি সভে মহাবল।
শত ভাই দুর্য্যোধন আর বৃহদ্বল॥
শল্য মহাবীর আর রাধার নন্দন।
এ সকল বীর হয় দ্বিতীয় শমন॥
যুদ্ধে কায নাহি মম না পারিব জানি।
বনবাসে যাব আজ্ঞা কর চক্রপাণি॥

এত শুনি হাসিয়া কহেন নারায়ণ।
সন্ন্যাস ধর্ম্মেতে তব নাহি প্রয়োজন॥
রাজধর্ম্ম নীতি কিছু কহিব তোমারে।
পূর্ব্বেতে নিষ্পন্ন যাহা হইল বিচারে॥
রাজা হয়ে ক্ষমাবন্ত নহিবে কখন।
অতি উগ্র না হইবে সদা শান্ত মন॥
ক্ষত্র ধর্ম্মে যেই জন হয় বলবান।
অহঙ্কারে জ্ঞাতি বন্ধু করে তৃণজ্ঞান॥
ক্ষত্রমধ্যে শত্রু আমি গণি যে তাহারে।
করিবে তাহারে নষ্ট যে কোন প্রকারে॥
বলে ছলে যুদ্ধে তারে যেরূপে পাইবে।
অবশ্য তাহারে রাজা সংহার করিবে॥
ইহাতে অধর্ম্ম নাহি শুন নরবর।
সেই সব দুর্য্যোধন করিল পামর॥
তাহারে মারিতে নহে পাপের উদয়।
জ্ঞাতিমধ্যে শত্রু সেই মহাদুরাশয়॥
পূর্ব্বের কাহিনী কহি শুন দিয়া মন।
নমুচি দানব সেই কশ্যপনন্দন॥
এক পিতাহৈতে হৈল দোঁহার জনম।
ইন্দ্রের সম্পদহৈতে শত গুণ ভূম॥
তপোবলে ইন্দ্রেরে করিল পরাজয়।
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব জিনি নিল দুরাশয়॥
ইন্দ্রের অমরাবতী বলেতে হরিল।
উপায় না দেখি ইন্দ্র চিন্তিত হইল॥
নমুচির সঙ্গে যুদ্ধে হইয়া পরাস্ত।
পলাইল দেবসেনা হয়ে অতিব্যস্ত॥
পরাজয় মানি ইন্দ্রআদি দেবগণ।
সন্ন্যাসী হইয়া ভ্রমে সকল ভুবন॥
পুত্রগণ কষ্ট দেখি দেবের জননী।
ক্ষীরোদের কূলে আরাধিল পদ্মযোনি॥
প্রত্যক্ষ হইয়া ব্রহ্মা দিল বর তারে।
অচিরাতে পাবে রাজ্য তোমার কুমারে॥
এত বলি অন্তর্দ্ধান হৈল পদ্মাসন।
পুত্রগণে অদিতি করিল নিবেদন॥
জননীর বাক্যে ইন্দ্রআদি দেবগণ।
ব্রহ্মারে কহিল গিয়া সব বিবরণ॥
বিষম সঙ্কটে দেব করহ মোচন।
নমুচির ভয়হৈতে করহ তারণ॥
পিতামহ প্রসন্ন হইয়া দেবগণে।
সান্ত্বনা করেন সবে প্রবোধবচনে॥
অসময়ে কার্য্যসিদ্ধি কভু নাহি হয়।
শাস্ত্রেতে বিচার হেন হইল নির্ণয়॥
জ্ঞাতিমধ্যে রিপু শ্রেষ্ঠ যেই মহাবলী।
তাহারে সংহার করি হৃদয়ে আকুলি॥
বলে ছলে নমুচিরে করিবা নিধন।
ইহাতে অধর্ম্ম নাহি হয়ত কখন॥
ব্রহ্মার বচন শুনি দেব সুরপতি।
নমুচির সঙ্গে আসি করিল পীরিতি॥
হীনজন প্রায় হইয়া তাহারে সেবিল।
নমুচির সহ ইন্দ্র মিত্রতা করিল॥
এইরূপে কত দিন আছে সুরনাথ।
করিল অচল প্রীতি নমুচির সাথ॥
কত দিনে শুভকাল হইল উদয়।
মারিতে দৈত্যেরে ইন্দ্র করিল উপায়॥
ক্ষণমাত্র রহি ইন্দ্র নমুচি মারিল।
আপন ইন্দ্রত্ব পদ পুনরপি নিল॥
ক্ষত্রধর্ম্ম এইমত আছয়ে নিয়ম।
পূর্ব্বাপর আছে হেন সকল সম্ভ্রম॥
দুর্য্যোধন কুলাঙ্গার বড় দুরাচার।
তাহারে মারিতে পাপ নাহিক তোমার॥
নমুচিরে মারি ইন্দ্র সুখে রাজ্য করে।
কৌরবে মারিতে কেন পড়িলা বিচারে॥
কৌরবে মারিয়া তুমি সুখে রাজ্য কর।
দ্রৌপদীর মনঃশল্য উদ্ধার সত্বর॥
কহিলাম হিত বাক্য তোমারে রাজন।
এত বলি প্রবোধ দিলেন নারায়ণ॥
ধর্ম্মের ঘুচিল ভয় আনন্দিত মন।
তবে ভীম ধনঞ্জয় আর মন্ত্রিগণ॥
একে২ রাজারে কহিল বিবরণ।
উদ্যোগ করহ রাজা করিবারে রণ॥
কৃষ্ণের বচনে রাজা না কর সংশয়।
কৌরবে মারিয়া রাজ্য কর মহাশয়॥
বিনা দ্বন্দ্বে রাজ্য নাহি দিবে দুর্য্যোধন।
তাহারে মারিলে নহে পাপের কারণ॥
আমরা যে সহায় তোমার কারে ভয়।
আজ্ঞা কৈলে সংহারিব কৌরবতনয়॥
সহায় সর্ব্বস্ব তব দেব জগৎপতি।
ইহার প্রসাদে জয় হবে নরপতি॥
রাজা কন যে কহিলা কভু নহে আন।
সহায় সর্ব্বস্ব মম দেব ভগবান॥
ইহার প্রসাদে ভয় নাহি ত্রিজগতে।
তথাপিহ চাহে লোক ধর্ম্মেতে তরিতে॥
অন্য দূত কর্ম্ম নহে কহি সে কারণ।
কুরুসভামধ্যে যাও দৈবকীনন্দন॥

নিত্য ধর্ম্ম কহিয়া বুঝাহ দুর্য্যোধনে।
ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ তাত গঙ্গার নন্দনে॥
প্রথম কহিবা অর্দ্ধ রাজ্য ছাড়ি দিতে।
ধন জন রত্ন যেই ছিল ইন্দ্রপ্রস্থে॥
পূর্ব্বাপর অধিকার ছিল মম যত।
তাহা দিয়া প্রীতি কর পাণ্ডবসহিত॥
যে নিয়ম হয়েছিল তাহে হই পার।
তবে কেন রাজ্য ছাড়ি না দেহ আমার॥
নাহি দিলে কোন ধর্ম্মে তরিবা কেমনে।
ভাই ভাই যুদ্ধ হৈলে কি হয় সাধনে॥
জ্ঞাতিগণ পড়িবে পড়িবে বন্ধুগণ।
মহাযুদ্ধ হবে সর্ব্বকুল বিনাশন॥
সে কারণে এই কার্য্যে নাহি প্রয়োজন।
অর্দ্ধরাজ্য দিয়া তোষ পাণ্ডবের মন॥
এইরূপে কহিবা প্রথমে বহুতর।
তবে যদি কদাচ না শুনে কুরুবর॥
তবে সে কহিবা তারে করিয়া বিনয়।
বড় ক্ষমাশীল রাজা পাণ্ডুর তনয়॥
রাজ্য দেশ বৃত্তি যত অশ্ব ধন জন।
সকল ছাড়িয়া দিল তোমার কারণ॥
পঞ্চ ভাই পাণ্ডবের পঞ্চ গ্রাম দেহ।
সাগর অবধি রাজ্য সকল ভুঞ্জহ॥
ইন্দ্রপ্রস্থ কুশস্থল বারণানগর।
হস্তিনার উত্তরে সুকান্তি গ্রামবর॥
পাণ্ডব নগর গ্রাম তাহার দক্ষিণে।
এই পঞ্চ গ্রাম দিয়া তোষ পঞ্চ জনে॥
এইরূপে বুঝাইবা রাজা দুর্য্যোধনে।
তোমার বচন যদি না শুনে শ্রবণে॥
আপনার দোষে দুষ্ট হইবে নিধন।
ইতে পাপ কলঙ্ক না হয় নারায়ণ॥
অধর্ম্ম করিলে পাপ হইবে অপার।
লোক ধর্ম্ম ভাল মন্দ নহিবে বিচার॥
তার পাপে হইবেক জ্ঞাতিগণক্ষয়।
শীঘ্রগতি যাহ তুমি কৌরবআলয়॥
গোবিন্দ বলেন রাজা যে আজ্ঞা তোমার।
হয়ত উচিত একবার জানিবার॥
যদ্যপি সম্প্রীতে রাজ্য দেয় দুর্য্যোধন।
দুই কুল রক্ষা হয় জীয়ে জ্ঞাতিগণ॥
ভীমার্জ্জুন বলেন না লয় ইহা মন।
সম্প্রীতে যে রাজ্য দিবে দুষ্ট দুর্য্যোধন॥
তাহাতে রাধেয় মন্ত্রী বড় দুরাচার।
গান্ধারনন্দন দুঃশাসন দুষ্ট আর॥
এই তিন জনের বুদ্ধিতে দুর্য্যোধন।
আমাসবা সঙ্গে নাহি করিবে মিলন॥
তথাপিহ যাহ তুমি ধর্ম্মের আজ্ঞায়।
সাবধান হইয়া যাইবা হস্তিনায়॥
কুবুদ্ধি কুমন্ত্রি খল রাজা দুর্য্যোধন।
একেশ্বর পায়ে পাছে করে কুমন্ত্রণ॥
সে কারণে লহ সঙ্গে মহারথিগণ।
এক অক্ষৌহিণী সঙ্গে করুক গমন॥
গোবিন্দ বলেন মম ভয় আছে কারে।
শত দুর্য্যোধন মম কি করিতে পারে॥
তবে যদি প্রবৃত্ত হইবে অহঙ্কারে।
মুহূর্ত্তেকে চক্রে সংহারিব সভাকারে॥
বাতি দিতে না রাখিব কৌরবের গণে।
স্ববংশ সহিত সংহারিব দুর্য্যোধনে॥
এত বলি করিলেন গোবিন্দ প্রস্থান।
রথী দশ সহস্র লইয়া ধনুর্ব্বাণ॥
সাত্যকি চলিল সঙ্গে আর চেকিতান।
দুই লক্ষ পদাতিক সঙ্গে বলবান॥
বলেন শ্রীকৃষ্ণপ্রতি ভাই পঞ্চ জন।
বিষম সঙ্কটে ভ্রমিলাম বনে বন॥
তোমার প্রসাদে দুঃখ হইল মোচন।
সান্ত্বাইবা মায়ে যেন নহে দুঃখিমন॥
শুনিয়া গোবিন্দ করিলেন অঙ্গীকার।
দ্রৌপদী কৃষ্ণেরে চাহি বলিছে অপার॥
শুনহ দুঃখের কথা কমললোচন।
বড়ই নিষ্ঠুর শত্রু পাপ দুর্য্যোধন॥
এত কষ্ট দিয়া নহে শান্ত তার মন।
কদাচ না ছাড়ি দিবে রাজ্য দুর্য্যোধন॥
যত দুঃখ দিলেক সে জানহ বিশেষ।
সভামধ্যে ধরিয়া আনিল মোর কেশ॥
বিবস্ত্রা করিতে ইচ্ছা কৈল দুষ্টগণ।
ধর্ম্ম রক্ষা করিলা যে তেঁই সে মোচন॥
হেন জন মুখ প্রভু যাহ দেখিবারে।
তব বাক্য কদাচ না রাখিবে পামরে॥
তার সঙ্গে প্রীতি করি কি বা হবে হিত।
সবংশে মারিতে তারে হয়ত উচিত॥
তোমার আশ্রয়ে দেব কে বা বীর্য্যহত।
সভাই যুঝিবে দেব তোমার সম্মত॥
পিতা মম যুঝিবেন দ্রুপদ সুধীর।
ভাই আরো যুঝিবেন ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর॥
শিখণ্ডী করিবে যুদ্ধ মহাবলবান।
পঞ্চ ভাই যুঝিবেন রণে সাবধান॥

মম পঞ্চ পুত্র আছে সংগ্রামে সুধীর।
দ্বিতীয় বাসব যুদ্ধে অভিমন্যু বীর॥
ভোজবংশে মৎস্যবংশে যত বীরগণ।
এক২ জন হয় দ্বিতীয় শমন॥
কৌরবের পরাজয় করিবে সমরে।
কোন প্রয়োজন প্রভু যাহ তথাকারে॥
স্বপ্ন আজি দেখিলাম শুন মহাশয়।
মনুষ্যে চড়িয়া রণে পাণ্ডুর তনয়॥
রাক্ষসমূরতি ধরি বীর বৃকোদর।
রণমধ্যে দুঃশাসনের চিরিল উদর॥
রক্তপান করি বুলে দেখিনু নয়নে।
ধবল কুঞ্জর চড়ি মাদ্রীর নন্দনে॥
কৌরবের সহিত হইল মহারণ।
ধবল পুষ্পের মালা পরে পঞ্চ জন॥
শ্বেত কৃষ্ণ আরো যে লোহিত ছত্র বাণ।
কৌরবের সেনা করে রক্তজলে স্নান॥
স্রোতোধারে মহানদ রক্তধারে বয়।
এই স্বপ্ন সাক্ষাতে দেখিনু মহাশয়॥
কৌরবের পরাজয় পাণ্ডবের জয়।
গোবিন্দ বলেন দেবি যে বল সে হয়॥
শত্রুমধ্যে যাইবারে উচিত না হয়।
তথাপি যাইব আমি রাজার আজ্ঞায়॥
বুঝাইব নীতি ধর্ম্ম দুষ্ট দুর্য্যোধনে।
মৃত্যুকালে ঔষধি না খায় রোগিজনে॥
কদাচিত মম বাক্য না শুনিবে কাণে।
সবংশে যাইবে দুষ্ট শমনের স্থানে॥
অচিরাতে হবে তব দুঃখবিমোচন।
হস্তিনায় রাজধানী হইবে এখন॥
এত বলি সান্ত্বাইয়া দ্রুপদকন্যায়।
শুভ যাত্রা করি হরি যান হস্তিনায়॥
মহাভারতের কথা অমৃতলহরী।
কাশী কহে সাধু জন পায়ে কর্ণ ভরি॥

### অথ শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনায় গমন সংবাদে কুরুদের পরামর্শ।

### পয়ার।

মুনি বলে শুন কুরুবংশচূড়ামণি।
বিদুর আসিয়া অন্ধে কহেন কাহিনী॥
হস্তিনায় আসিবেন আপনি শ্রীপতি।
দুর্য্যোধনে বুঝাইতে ধর্ম্মশাস্ত্র নীতি॥
সকল মঙ্গল রাজা হইবে তোমার।
সে কারণে গোবিন্দ করেন আগুসার॥
তোমার পূর্ব্বের ধর্ম্ম হইল উদয়।
সম্প্রীত করিবেন কৃষ্ণ হেন মনে লয়॥
সাবধান মহারাজ পূজিবা কৃষ্ণেরে।
ত্যজিয়া কাপট্য শাঠ্য না করি অন্তরে॥
ভক্তের অধীন কৃষ্ণ জানহ আপনে।
ভক্তিভাবে কৃষ্ণপূজা করহ যতনে॥
উভয় কুলের হিত চিন্তি নারায়ণ।
তোমার সভায় আসিবেন সে কারণ॥
সুমেরু সমান রত্ন অসঙ্খ্য কাঞ্চন।
অশ্রদ্ধায় যদি কৃষ্ণে করে নিবেদন॥
তাহাতে নহেন প্রীত দেব দামোদর।
শ্রদ্ধায় অত্যল্প দিলে মানেন বিস্তর॥
শ্রদ্ধান্বিত হয়ে যেবা কৃষ্ণপূজা করে।
বিষম সঙ্কটে কৃষ্ণ উদ্ধারেন তারে॥
নররূপে পূর্ণ ব্রহ্ম আদি নারায়ণ।
সাবধান হয়ে তারে পূজিবে রাজন॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র সানন্দহৃদয়।
পুলকে পূর্ণিত তনু হৈল অতিশয়॥
বিদুরে চাহিয়া তবে বলিল বচন।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ মম হইল এখন॥
কুলক্ষয় হবে বলি জানি জগন্নাথ।
সে কারণে আইলেন আমার সাক্ষাৎ॥
আমার ভাগ্যের সীমা বর্ণিতে না পারি।
প্রীত করিবারে হেতা আইসেন শ্রীহরি॥
শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি যে কুমতিবিনাশিনী।
দুর্য্যোধনে শান্তি বুঝাইবেন আপনি॥
ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণ কৃপ আরো দুর্য্যোধনে।
ডাক দিয়া আন শীঘ্র আমার সদনে॥
তারা দেখি কি বা বলে করিব বিচার।
কিরূপে যুঝিতে যুক্তি দেয় সে অসার॥
শুনিয়া বিদুর তবে গেল সেই ক্ষণ।
ডাক দিয়া আনাইল যত সভাজন॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ প্রতীপনন্দন।
আজ্ঞামাত্রে আনাইল যত সভাজন॥
সভাতে বসিল সভে সিংহঅবতার।
কহিতে লাগিল তবে অম্বিকাকুমার॥
মম মনস্কাম পূর্ণ হৈল এত দিনে।
উভয়কুলের হিত চিন্তা করি মনে॥
রাজা দুর্য্যোধনে ধর্ম্মনীতি বুঝাইতে।
কৃষ্ণ আসিতেছেন এ হস্তিনাপুরীতে॥

কিরূপে পূজিব কৃষ্ণে বলহ আমারে।
ইহার বিধান তবে করিব বিস্তারে॥
এত শুনি কহে ভীষ্ম গঙ্গার তনয়।
তোমার পুণ্যের বলে হইল উদয়॥
অকপটে পূজা কর আনন্দে তাঁহারে।
বৈভব বিস্তর দিয়া রাজব্যবহারে॥
যাহে প্রীত হন কৃষ্ণ কহি শুন নীত।
বিচিত্র মন্দির আর করহ রচিত॥
ইন্দ্রের নগর তুল্য নগর প্রধান।
নানা রত্ন মাণিকেতে করহ নির্ম্মাণ॥
পথে২ দেহ রাজা জল ছত্র দান।
স্থানে২ রত্নবেদী করহ নির্ম্মাণ॥
অগুরু চন্দন ছড়া দেহত নগরে।
করুক মঙ্গল যাত্রা প্রতি ঘরে২॥
গুবাক কদলী আনি রোপ সারি২।
স্থানে২ নানা যজ্ঞ মহোৎসব করি॥
নট নটীগণ আর নর্ত্তক গায়ন।
গোবিন্দ গুণানুবাদ করুক কীর্ত্তন॥
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার করিয়া সুবেশ।
চারি জাতি লয়ে বৈসে এই চারি দেশ॥
আগু সরি আন গিয়া দৈবকীনন্দনে।
পূজা কর গোবিন্দেরে এইত বিধানে॥
তবে সুখ নরপতি হইবে তোমার।
মম চিত্তে লয় রাজা এইত বিচার॥
এতেক বলিল যদি ভীষ্ম মহামতি।
দ্রোণ কৃপআদি সবে দিল অনুমতি॥
এইরূপে পূজা কৃষ্ণে হয়ত উচিত।
ধৃতরাষ্ট্র বলে মম এই লয় চিত॥
দুর্য্যোধন বলে মোর নাহি রুচে মন।
এইরূপে কৃষ্ণ পূজা কোন প্রয়োজন॥
ক্ষত্রধর্ম্মে পৃথিবীতে কে করে বাখান।
কোন রাজগণ কৃষ্ণে করিল সম্মান॥
শিশুপাল রাজা ছিল বিখ্যাত ভুবনে।
কদাচিত মান্য না করিল নারায়ণে॥
কপট করিয়া কৃষ্ণ সংহারিল তারে।
জরাসন্ধ রাজা নিন্দা করিত তাহারে॥
গোবিন্দেরে সে বলিত গোয়ালানন্দন।
ক্ষত্রিয় অধম বলি করিত গণন॥
ক্ষত্রসভামধ্যে কভু বসিতে না দিল।
তেঁই সে ভীমের হাতে তাহারে মারিল॥
বড়ই কপট ক্রূর রুক্মিণীর পতি।
তারে মান্য কদাচ না করি নরপতি॥

মান্য কৈলে উপহাস করিবে সংসার।
ক্ষত্র রাজগণ যত কৃষ্ণ মান্য কার॥
উপহাস হইতে মরণ শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম।
মান্য না করিল কেহ দেখি তার ধর্ম্ম॥
ইতর জনের প্রায় পূজি নারায়ণে।
যত বুঝাইবে সেই না শুনিব কাণে॥
মোর মনে লয় রাজা এইত যুকতি।
এত শুনি কহে তবে ভীষ্ম মহামতি॥
ভাবে বুঝি দুর্য্যোধন হারাইলা জ্ঞান।
না জানহ নারায়ণ পুরুষ প্রধান॥
অমান্য করিতে তাঁরে চাহ অহঙ্কারে।
নারায়ণ মুহূর্ত্তে মারিবেন সবারে॥
বাতি দিতে না রহিবে কৌরববংশেতে।
এত বলি ভীষ্ম বীর উঠে সভাহইতে॥
আপন মন্দিরে গেল হয়ে ক্রুদ্ধ মন।
যার যে শিবিরে গেল যত সভাজন॥
তবে দুর্য্যোধনে অন্ধ বলিল বচন।
যে বলিল ভীষ্ম তাহা না কর হেলন॥
মান্য করি পূজ কৃষ্ণে করিয়া রহস্য।
দুই কুল হিত কৃষ্ণ করিবে অবশ্য॥
তোমাকে ভেটিবে আসি দৈবকীকুমার।
তোমার ভাগ্যের সীমা কিবা আছে আর॥
শ্রদ্ধান্বিত হইয়া পূজহ নারায়ণ।
শ্রদ্ধায় সকল কার্য্য হইবে সাধন॥
অল্প বা বিস্তর দেয় শ্রদ্ধাপুরস্কারে।
অকপট হয়ে যে বা কৃষ্ণপূজা করে॥
আপনাকে দিয়া তার বশ হন হরি।
সে কারণে কহি শুন কুরুঅধিকারী॥
অকপট হয়ে তুমি পূজ নারায়ণ।
মম বাক্য কদাচিত না কর হেলন॥
দুর্য্যোধন বলে তাত কহিলা যেমত।
তব আজ্ঞা প্রমাণে করিব সেই মত॥
শিল্পকারগণে ডাকি বলে দুর্য্যোধন।
দিব্য রত্ন সিংহাসন করহ রচন॥
রত্নের মন্দির ঘর বিচিত্র আবাস।
বসিবেন তাহাতে আসিয়া শ্রীনিবাস॥
নগরে নগরে কর পুষ্পের মন্দির।
পথে২ স্থানে২ রচহ শিবির॥
জয় মহোৎসব যে করুক সর্ব্বজনে।
নট নটীগণ নৃত্য করে স্থানে২॥
রাজআজ্ঞা পায়ে যত অনুচরগণ।
যে কহিল ততোধিক করিল গঠন॥

নগরে২ কৈল রত্ন বাস ঘর।
স্থানে২ যজ্ঞারম্ভ করিল বিস্তর॥
নানা বৃক্ষগণ রূপিলেক সারি২।
বিচিত্র শোভন যেন ইন্দ্রের নগরী॥
চারি জাতি নগরেতে যত প্রজাগণ।
সবাকারে চরগণ বলিল বচন॥
আসিবেন কৃষ্ণ আজি নৃপ ভেটিবারে।
আগু হয়ে সবে গিয়া আনিবা তাঁহারে॥
শুনিয়া আনন্দে মগ্ন নগরের জন।
সুসজ্জ হইল ভেটিবারে নারায়ণ॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশী কহে ইহা বিনা গতি নাহি আর॥

অথ হস্তিনা যাইতে পথে প্রজাকর্তৃক
শ্রীকৃষ্ণের স্তব।

ত্রিপদী।

সুসজ্জ হইয়া হরি রথ আরোহণ করি
হস্তিনায় করেন গমন।
নানাবিধ বাদ্য বাজে কেহ অশ্বে কেহ গজে
সঙ্গে চতুরঙ্গ সৈন্যগণ॥
বিরাট নগর তরি তারিলা সে কান্তি পুরী
বাম করি মগধের দেশ।
কাঞ্চন নগর দিয়া কাশীরাজ্য এড়াইয়া
ব্রহ্মদেশ আল হৃষীকেশ॥
অবসান হৈল বেলি উত্তরিয়া বনমালী
বিশ্রাম করেন কত ক্ষণ।
জানি কৃষ্ণআগমন ব্রহ্মবাসি প্রজাগণ
ভেটিতে আইল সর্ব্বজন॥
নানা ভক্ষ্য উপহার দিয়া নানা অলঙ্কার
শকটে পূরিয়া রত্ন ধন।
দণ্ডবৎ প্রণতি করি ষড়ঙ্গে পূজিয়া হরি
নানাবিধ করিল স্তবন॥
নমো নমো জয় জয় নমস্তে করুণাময়
পূর্ণ ব্রহ্ম আদি গদাধর।
নমো হয়গ্রীবকায় নমো বেদ উদ্ধারায়
নমো নমো মীন কলেবর॥
নমো কূর্ম্ম রূপধারি সমুদ্র মথনকারি
জয় জয় নমস্তে শ্রীধর।
নমস্তে বামনরূপ মহাহরি বলি ভূপ
নমো নমো দেব দামোদর॥
নমস্তে বরাহ কায় হিরণ্যাক্ষ বিনাশয়
নমস্তে মোহিনী কলেবর।
দেবাসুর মোহ যায় রুদ্র তত্ত্ব নাহি পায়
নমোনম অখিলঈশ্বর॥
নমো নমো নারায়ণ মহাদৈত্য বিনাশন
নমস্তে নৃসিংহরূপধারি।
নমো রাম ভৃগুকায় ক্ষত্র বংশ বিনাশয়
জয় জয় নমস্তে মুরারি॥
নমো রবিবংশধারি নমস্তে বামন হরি
দুষ্ট শিশুপাল বিনাশন।
নমো রাম কৃষ্ণতনু বসুদেব অঙ্গজনু
জয় প্রভু জয় নারায়ণ॥
জয় জয় জনার্দ্দন কেশিকংস বিনাশন
নমো ব্রজ গোপীর মোহন।
অঘাবক তৃণাবর্ত্ত রিপু বংশ করি ধ্বস্ত
জয় জয় ব্রহ্ম সনাতন॥
তুমি আদি তুমি অন্ত তুমি সূক্ষ্ম স্থূল তন্ত্র
আত্মারূপে সর্ব্বত্র বিহারী।
কীট পক্ষি মৎস্যআদি জীব জন্তু নিরবধি
কেহ ভিন্ন না হয় তোমারি॥
তোমার চরণ সেবি নারদাদি মহাকবি
মৃত্যুঞ্জয় কৈল মৃত্যু জয়।
সেবিয়া তোমার পায় ব্রহ্মা ব্রহ্মপদ পায়
ব্রহ্মপদ দেহ মহাশয়॥
নমো বুদ্ধ দেহধর ভবিষ্যতি কলেবর
নম কল্কি ম্লেচ্ছ বিনাশয়।
নাহি তার কোনভয় সদা সে নির্ভয় হয়
তব গুণকথা যেই গায়॥
আমরা অত্যল্পমতি কি জানিতোমারস্তুতি
না জানেন ব্রহ্মা হরিহয়।
পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থে চিরকাল মনঃস্বাস্থ্যে
নির্ভয়েতে করিল আশ্রয়॥
দুর্য্যোধন কুরুমণি পাশায় সর্ব্বস্ব জিনি
সভারে পাঠায় বনবাসে।
দেখি দুষ্ট দুরাচার মানি সবে পরিহার
নিবাস করিল এই দেশে॥ [দেশে
চিরকাল আছি আশে পাণ্ডব আসিবে
পুনরপি যাইব তথায়।
হাহা ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির ভীম পার্থ নহি স্থির
না দেখিয়া তোমা সভাকায়॥
তোমাসবা বিনা কায় দেখিবারে না যুয়ায়
পুত্রবৎ করিতা পালন।

স্মরি পাণ্ডুপুত্রগণ   ব্রহ্মবাসি প্রজাগণ
মহাশোকে হৈল অচেতন ॥
তুষ্ট হৈয়া নারায়ণ   আশ্বাসিয়া প্রজাগণ
কহিতে লাগিলেন তখন ।
শোক না করিহ আর   যাহ সবে নিজাগার
শীঘ্র হবে পাণ্ডবদর্শন ॥
হইয়া পাণ্ডবদূত   বুঝাইতে কুরুসুত
যাই আমি হস্তিনাভুবনে ।
পাণ্ডবের রাজ্য বাড়ী যদি নাহি দেয় ছাড়ি
দুর্য্যোধন আমার বচনে ॥
রুষিবে পাণ্ডবগণ   বলে লবে রাজ্য ধন
কুরুবংশ করিয়া বিনাশ ।
এত বলি নারায়ণ   আশ্বাসিয়া প্রজাগণ
সেই দিন তথা হয় বাস ॥
বিচিত্র ভারত কথা   ব্যাস বিরচিত গাঁথা
শুনিলে অধর্ম্ম হয় নাশ ।
কমলাকান্তের সুত   হেতু সুজনের প্রীত
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

অথ হস্তিনাতে শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি ।

পয়ার ।

মুনি বলে শুন কুরুবংশচূড়ামণি ।
ব্রহ্মদেশে রজনী বঞ্চিয়া চক্রপাণি ॥
প্রাতঃকৃত্য নিবর্ত্তিয়া আরোহণ রথে ।
মেলানি মাগিয়া চলিলেন হস্তিনাতে ॥
পথে২ বিচিত্র মন্দির নানা বাস ।
দেখিয়া বিস্মিত হইলেন শ্রীনিবাস ॥
কোনখানে মুনিগণ বেদ উচ্চারয় ।
কোনখানে বাদ্যকর সুবাদ্য বাজায় ॥
নানা রত্ন অলঙ্কার পরি পুষ্পমালা ।
কোনখানে শিশুগণ করে নানা খেলা ॥
নগরের প্রজাগণ দিব্য বেশ ধরে ।
চতুরঙ্গ দলে বসিয়াছে থরে থরে ॥
দেখিয়া কহেন কৃষ্ণ ডাকি সাত্যকিরে ।
পূর্ব্ব মত হইবেক দেখি হস্তিনারে ॥
দ্বিতীয় ইন্দ্রের পুর দেখি সুশোভন ।
বড়ই ধর্ম্মাত্মা দেখি হেতা প্রজাগণ ॥
প্রায় বুঝি ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মে মতি দিল ।
সে কারণে মহোৎসব গীত আরম্ভিল ॥
সাত্যকি বলিল নহে ধর্ম্মের কারণ ।
তোমারে পরীক্ষা করিতেছে দুর্য্যোধন ॥
লোকমুখে শুনি ভক্তাধীন জনার্দ্দন ।
পাণ্ডবের বশ তেঁই ভক্তির কারণ ॥
ভক্তিতে পাণ্ডব বশ করিয়াছে তাঁরে ।
আমি ভক্তি করিব দেখিব কি বা করে ॥
এইমত মন্ত্রণা করিয়া কুরুগণ ।
যজ্ঞ মহোৎসব করিয়াছে আরম্ভণ ॥
এত শুনি হাসিয়া কহেন দামোদর ।
আমার কপট ভক্তি নহে প্রীতিকর ॥
বিড়ম্বিতে আমারে আপনি বিড়ম্বিবে ।
এই দোষে যমঘরে অবিলম্বে যাবে ॥
এত বলি জগন্নাথ করিয়া প্রস্থান ।
নগরমধ্যেতে উত্তরিলেন শ্রীমান ॥
কৃষ্ণআগমন শুনি কৌরবের পতি ।
আগু বাড়াইয়া গিয়া আনে শীঘ্রগতি ॥
নর্ত্তক চারণআদি গায়কের গণ ।
দুঃশাসন সঙ্গে করি আইল রাজন ॥
চতুরঙ্গ দলে গিয়া বীর দুঃশাসন ।
আগু বাড়াইয়া শীঘ্র আনে নারায়ণ ॥
সাত্যকিসহিত কৃষ্ণে আনিল সভাতে ।
যথাযোগ্য স্থানে সবে দিলেন বসিতে ॥
ভক্তি করি দুর্য্যোধন রত্ন সিংহাসনে ।
সভামধ্যে বসাইল দেব নারায়ণে ॥
যত দ্রব্যসঞ্চয় করিল দুর্য্যোধন ।
গোবিন্দের অগ্রে লয়ে দিল সেইক্ষণ ॥
অশ্রদ্ধায় যত দ্রব্য করে সমর্পণ ।
কোন দ্রব্য না নিলেন তার নারায়ণ ॥
প্রসঙ্গ করিয়া কহিলেন জনার্দ্দন ।
আজি কোন দ্রব্যে মম নাহি প্রয়োজন ॥
আজি আমি রহি গিয়া বিদুরের বাসে ।
কালি রাজা পূজন করিহ সবিশেষে ॥
এত বলি সভাহইতে উঠি নারায়ণ ।
সাত্যকির হাত ধরি করেন গমন ॥
তবে দুর্য্যোধন রাজা উঠে সভাহইতে ।
কর্ণ দুঃশাসন মাতুলেরে নিল সাথে ॥
অন্তঃপুরে অমাত্য বসিল দুর্য্যোধন ।
যুক্তি করে ইহার কি করিব কারণ ॥
পাণ্ডবের সহায় সর্ব্বস্ব নারায়ণ ।
পাণ্ডবের গতি কৃষ্ণ পাণ্ডবজীবন ॥
কৃত্যা করি বান্ধিয়া রাখহ শ্রীনিবাস ।
দন্ত উপাড়িলে যেন ভুজঙ্গ নিরাশ ॥

কৃষ্ণ বিনা মরিবেক পাণ্ডুঅঙ্গজনু।
জলহীন মৎস্য যেন নাহি ধরে তনু॥
দুঃশাসন বলে যুক্তি নিল মোর মন।
গোবিন্দেরে রাখ রাজা করিয়া বন্ধন॥
বলিকে বান্ধিয়া যেন ইন্দ্র রাজ্য করে।
এই কর্ম্মে তব হিত দেখি যে অন্তরে॥
শকুনি বলিল যুক্তি নিল মোর মন।
এই কর্ম্মে তব সুখ দেখি যে রাজন॥
পূর্ব্বাপর শাস্ত্রমত আছে হেন নীত।
বলে ছলে শত্রুকে না ক্ষমিতে উচিত॥
তোমার পরম শত্রু পাণ্ডুর নন্দন।
তার অনুগত হয় দেব নারায়ণ॥
তারে কৃত্যা করি দোষ নাহিক ইহাতে।
বন্ধন করিয়া কৃষ্ণে রাখহ ত্বরিতে॥
কর্ণ বলে ভাল বল গান্ধারীনন্দন।
এই কর্ম্মে তব সুখ হইবে রাজন॥
কিন্তু বলভদ্রআদি যত যদুগণ।
পাছে আসি কৃত্যা করে জানি অকারণ॥
পাণ্ডবের সহায় হইবে যদুগণ।
গোবিন্দ বিচ্ছেদেতে করিবে মহারণ॥
যে হউক সে হউক তারা কি করিতে পারে।
নিভৃতে বান্ধিযা তুমি রাখ দামোদরে॥
এতেক বলিল যদি রাধার নন্দন।
কপট মন্ত্রণা করি আনন্দিত মন॥
যত দৃঢ় ঘাতিগণ দ্বারেতে আছিল।
নিভৃতে ডাকিয়া আনি সভারে কহিল॥
কালি কৃষ্ণ আসিবেন মোর অন্তঃপুরে।
দ্বারকা যাবেন তিনি কহিয়া আমারে॥
মহাপাশে শীঘ্র তাঁরে করিয়া বন্ধন।
যতনে রাখিবা তাঁরে করিয়া গোপন॥
শুনি অঙ্গীকার কৈল দৃঢ়ঘাতিগণ।
হইল সানন্দচিত্ত রাজা দুর্য্যোধন॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরি যে ভব বারি॥

অথ বিদুরের গৃহে কুন্তীর সহ
শ্রীকৃষ্ণের দর্শন।

পয়ার।

কহেন জনমেজয় শুন তপোধন।
অতঃপর কিবা করিলেন নারায়ণ॥
দুর্য্যোধন সভাহইতে উঠি হৃষীকেশ।
কিবা কর্ম্ম করিলেন কহ সবিশেষ॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
কহিব পুরাণ কথা করহ শ্রবণ॥
সাত্যকি সহিত কৃষ্ণ চলিয়া সত্বরে।
শূন্য ঘর দেখেন বিদুর নাহি ঘরে॥
বিদুর২ বলি ডাকেন শ্রীহরি।
বাহির হইলেন কুন্তী শব্দ অনুসরি॥
গোবিন্দে দেখিয়া কুন্তী আনন্দে পূরিল।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন হাতেতে পাইল॥
আলিঙ্গিয়া শিরে চুম্বি কান্দে অবিশ্রাম।
দুই পায়ে ধরি কৃষ্ণ করেন প্রণাম॥
পাদ্য অর্ঘ্য আনি কুন্তী দিল সেইক্ষণে।
বসাইল গোবিন্দেরে কুশের আসনে॥
গোবিন্দের আগে কুন্তী কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
মম সম ভাগ্যহীনা নাহিক সংসারে॥
আজন্ম দুঃখেতে মম দহিল শরীর।
এত কষ্টে পাপ আত্মা না হয় বাহির॥
শিশু পুত্র রাখি স্বামী স্বর্গবাসে গেল।
পুত্রগণে এত কষ্ট চক্ষে না দেখিল॥
ভাগ্যবতী সঙ্গে গেল মদ্রের নন্দিনী।
আমি সঙ্গে না গেলাম অধম পাপিনী॥
দারুণ পাপিষ্ঠ খল রাজা দুর্য্যোধন।
বারে২ যত দুঃখ দিলেক দুর্জ্জন॥
বিষ খাওয়াইল ভীমে মারিবার তরে।
ধর্ম্মহইতে রক্ষা পাইলেক বৃকোদরে॥
অনন্তরে ক্রিয়া কৈল খল পাপমতি।
অগ্নিগৃহ করিয়া তাহারে দিল স্থিতি॥
তাহাতে পাইল রক্ষা বিদুর কৃপাতে।
দ্বাদশবৎসর দুঃখে ভ্রমিনু বনেতে॥
যাচ্ঞাতে করিলাম উদর ভরণ।
ক্ষত্র হৈয়া করিলাম বিপ্র আচরণ॥
বহু কষ্ট পায়ে তবে গেনু পঞ্চালেরে।
পাঁচটি কুমার গেল ভিক্ষা অনুসারে॥
আমার পুণ্যের ফল উদয় হইল।
সভামধ্যে লক্ষ বিন্ধি দ্রৌপদী পাইল॥
পুত্রগণ সহায় দ্রুপদ রাজা হইল।
দিনকত তথামাত্র সুখেতে বঞ্চিল॥
অনন্তরে দেশেতে আইলে কুরুপতি।
রহিবারে ইন্দ্রপ্রস্থে দিলেন বসতি॥
আপন ইচ্ছায় ভাগ দিল যে বা কিছু।
তাহাতে সন্তুষ্ট হৈল মোর পঞ্চশিশু॥

ধর্ম্মবলে বাহুবলে সিঞ্চিল রতন।
পিতৃআজ্ঞায় মহাযজ্ঞ করিল সাধন॥
দেখিয়া বৈভব মোর দুষ্ট দুর্য্যোধন।
শকুনির সহ যুক্তি করিয়া দারুণ॥
কপট পাশায় জিনি সর্ব্বস্ব লইল।
নিয়ম করিয়া বনবাসে পাঠাইল॥
যে নিয়ম কৈল পুত্র সবার অগ্রেতে।
তাহাতে হইল মুক্ত ধর্ম্মবলহৈতে॥
তপস্বির বেশ ধরি মোর পুত্রগণ।
দ্বাদশ বৎসর বনে করিল ভ্রমণ॥
এক সম্বৎসর অজ্ঞানেতে গোঞাইল।
এত কষ্ট দিয়া তবু দয়া না জন্মিল॥
সম্প্রীতে ছাড়িয়া রাজ্য পাপিষ্ঠ না দিল।
যুদ্ধ করি মারিবেক এই সে হইল॥
যুদ্ধ করিবারে চাহে মোর পুত্র সনে।
না জানি কপালে কিবা আছয়ে লিখনে॥
এতেক বলিতে শোক বাড়িল অপার।
উচ্চস্বরে কান্দে কুন্তী করি হাহাকার॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরি যে ভববারি॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে কুন্তীর রোদন
ও বিদুরের স্তব।

ত্রিপদী।

হাহা ভীম যুধিষ্ঠির হাহা পুত্র পার্থ বীর
সহদেব নকুল তনয়।
রূপ গুণ শীলযুতা হাহা বধূ পতিব্রতা
তোমার বিচ্ছেদে প্রাণ রয়॥
দুর্গম বিষম বনে সঙ্গে নিজ স্বামিগণে
ভয়ানকে বঞ্চিলা কেমনে।
দারুণ পাপিষ্ঠ পশু ব্যাঘ্র সর্প যত কিছু
যক্ষ রক্ষ ভয়ানক স্থানে॥
তপস্বির বেশধারী যত সব হিংসাকারী
ভাগ্যে পুণ্যে না মারিল প্রাণে।
পূর্ব্ব পুণ্য ফলহৈতে রক্ষা হৈল রিপুহাতে
ধর্ম্মবলে বাঁচিল জীবনে॥
প্রাণের দোষর তুমি নির্ভয়া করিলা ভূমি
সংহারিয়া রাক্ষস দুর্জন।
হাহাপুত্র বৃকোদর মম গোত্রে গোত্রধর
হাহা পার্থ আমার জীবন॥
করিয়া খাণ্ডব দাহ তুষ্ট কৈলা হব্যবাহ
ইন্দ্রের ভাঙ্গিলা মহাভয়।
মহাউগ্র তপ করি তুষ্ট কৈলা ত্রিপুরারি
বাহু যুদ্ধে কৈলা পরাজয়॥
এই জপি পুত্রগণ মনে করি চতুর্গুণ
কান্দে দেবী ভোজের নন্দিনী।
শোকাকুল অতিদীন শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ
মূর্চ্ছা হয়ে পড়িল ধরণী॥
দেখি ব্যস্ত হয়ে হরি তুলিলেন হাতে ধরি
প্রবোধিয়া কহিছেন তাঁরে।
শোক ত্যজ পিতৃস্বসা গেল তব দুঃখ দশা
পুত্রগণ দুঃখ গেল দূরে॥
প্রসন্ন হইল কাল ধর্ম্ম হবেন মহীপাল
আজি কালি হস্তিনানগরে।
আমারে করিয়া দূত পাঠাইল ধর্ম্মসুত
জানাইতে কৌরব কুমারে॥
যদি নাহি শুনে বাণী ক্রূরবুদ্ধি কুরুমণি
যদি নাহি দেয় রাজ্যভার।
তবে তব পুত্র জয় ক্রূরবুদ্ধি কুরুচয়
সবংশেতে হইবে সংহার॥
বলিলেন যুধিষ্ঠির শীঘ্র যাহ যদুবীর
জননীরে কহিবা এমতি।
হবে দুঃখঅবসান ধর্ম্ম রাখিবেন মান
অচিরেতে ঘুচিবে দুর্গতি॥
এত বলি জগৎপিতা প্রবোধেন ভোজসুতা
শুনি কুন্তী হৈল হৃষ্টমন।
উদ্যোগ পর্ব্বের কথা ব্যাস বিরচিত গাথা
কাশীরাম দাস বিরচন॥

পয়ার।

কুন্তী কাছে বসিয়াছিলেন নারায়ণ।
নানা কথা আলাপনে অতিহৃষ্টমন॥
হেনকালে বিদুর আইল নিজালয়।
কান্দেহইতে ভিক্ষাঝুলি ভূমিতে নামায়॥
গৃহপ্রবেশিতে দেখে দৈবকীনন্দন।
কহে গদগদ হয়ে সজল লোচন॥
আমার ভাগ্যের কথা কহিতে না পারি।
কৃপা করি মম গৃহে আইলা মুরারি॥
কোন দ্রব্য দিয়া আমি পূজিব তোমারে।
আছুক অন্যের কায অন্ন নাহি ঘরে॥

বড় ভাগ্যহীন আমি অধম বঞ্চিত।
ক্ষমিবা আমারে প্রভু দেখিয়া দুঃখিত॥
এত বলি দণ্ডবৎ হয়ে করে স্তুতি।
নমোনমঃ পূর্ণ ব্রহ্ম জগতের পতি॥
তুমি আদ্য তুমি অন্ত তুমি মধ্যরূপ।
সকল সংসার প্রভু তোমার স্বরূপ॥
নমোনম আদি ব্রহ্ম মৎস্যরূপধর।
নমোনমো হয়গ্রীব নমস্তে ভূধর॥
নমস্তে বরাহ হিরণ্যাক্ষবিদারক।
নমো ভৃগুপতিরূপ ক্ষত্র কুলান্তক॥
নমঃ কূর্ম্ম অবতার মন্দর ধারণ।
নমস্তে মোহিনীরূপ অসুর মোহন॥
নমস্তে নৃসিংহরূপ দৈত্যবিনাশক।
নমস্তে প্রহ্লাদ প্রতি কৃপাপ্রকাশক॥
নমস্তে বামনরূপ বলিদ্বারে দ্বারী।
বাসুদেব নমো জয় নমস্তে মুরারি॥
ভবিষ্যতি অবতার নমো বৌদ্ধকায়।
নমঃ কল্কি অবতার ম্লেচ্ছ বিনাশয়॥
কি জানি তোমার স্তুতি আমি হীনজ্ঞান।
ব্রহ্মা শিব আদি যারে সদা করে ধ্যান॥
তুমি সে প্রকৃতিপর দেব নিরঞ্জন।
আত্মারূপে সর্ব্বভূতে তোমার গমন॥
শিষ্টের পালন তুমি দুষ্টের সংহার।
এইহেতু জগৎপতি নাম সে তোমার॥
কে বলিতে পারে গুণ বেদে অগোচর।
তোমার মহিমা দেব শাস্ত্রের উপর॥
এইরূপে বিদুর করিল নানা স্তুতি।
প্রসন্ন হইয়া তারে কহেন শ্রীপতি॥
পরম মহত তুমি সংসারভিতরে।
তব তুল্য ধর্ম্মশীল নাহি চরাচরে॥
ভক্তবশ আমি থাকি ভক্তের অধীনে।
অধিক নাহিক প্রীতি ভক্ত জন বিনে॥
মেরুতুল্য রত্ন যে অভক্ত জন দেয়।
তাহাতে আমার তুষ্টি কিঞ্চিৎ না হয়॥
অল্প বস্তু দেয় যদি ভক্তিপুরস্কারে।
তাহাতে যতেক তুষ্টি কে কহিতে পারে॥
শ্রীহরির স্নেহবাক্য বিদুর শুনিল।
প্রতিঅঙ্গ পুলকিত কহিতে লাগিল॥
কি দিয়া করিব তুষ্ট আমি অভাজন।
আপনার গুণে কৃপা কর নারায়ণ॥
কৃপার অধীন তুমি দয়ার সাগর।
কৃপা করি পদছায়া দেহ গদাধর॥
কৃপা করি মোরে স্নেহ কর হৃষীকেশ।
তোমার মহিমা আমি না জানি বিশেষ॥
বিদুরের স্তবে তুষ্ট হয়ে নারায়ণ।
কৌতুকে কহেন পুনঃ কপট বচন॥
বিদুর সে সব কথা হইবে পশ্চাতে।
সম্প্রতি কাতর আমি অত্যন্ত ক্ষুধাতে॥
স্তবেতে কাহার কবে পূরিল উদর।
খাদ্য বস্তু আন কিছু জুড়াকু অন্তর॥
স্নান করি বসিয়াছি বিনা জলপানে।
যে কিছু আছয়ে শীঘ্র আন এইখানে॥
শুনিয়া বিদুর গৃহে করিল প্রবেশ।
তণ্ডুলের খুদমাত্র আছে অবশেষ॥
তাহা আনি দিল পদ্মাপতিপদ্মকরে।
পদ্মা সহ পদ্মাপতি বান্ধিল অন্তরে॥
সন্তুষ্ট হইয়া কৃষ্ণ করেন ভক্ষণ।
বিদুর লজ্জিত হয়ে না মেলে নয়ন॥
পুনরপি কহিল বিদুর দামোদরে।
আজ্ঞা কর যাই আমি ভিক্ষাঅনুসারে॥
নগরে যে পাই ভিক্ষা অতিরিক্ত নয়।
এত শুনি হাসি কন দৈবকীতনয়॥
ভিক্ষার কারণ বহু কৈলা পর্য্যটন।
পুন যাবা ভিক্ষাতে না রুচে মম মন॥
যে কিছু পাইলা তাহা করহ রন্ধন।
সবে মেলি বাঁটিয়া তা করিব ভক্ষণ॥
শুনিয়া বিদুর আজ্ঞা করিল কুন্তীরে।
রন্ধন করিয়া কুন্তী দিলেন সত্বরে॥
সাত্যকিসহিত কৃষ্ণ বিদুরের বাসে।
ভোজনান্ত আচমন করিলেন শেষে॥
তাম্বূল নাহিক আনি দিল হরীতকী।
ভক্ষণ করিয়া কৃষ্ণ পরম কৌতুকী॥
বিদুর সাত্যকি আর দেব নারায়ণ।
ইষ্ট আলাপনে করিলেন জাগরণ॥
বিদুর বলেন দেব কর অবধান।
কিহেতু হস্তিনাপুরে তোমার প্রয়াণ॥
পাণ্ডবের দূত হয়ে আইলে অভিপ্রায়ে।
ধর্ম্মনীতি বুঝাইতে গান্ধারীতনয়ে॥
তব বাক্য কদাচ না রাখে দুর্য্যোধন।
সম্প্রীতে ছাড়িয়া রাজ্য না দিবে দুর্জ্জন॥
ভীষ্ম দ্রোণ বুঝাইল ব্যাস মুনিবর।
কার বাক্য না শুনিল কৌরব পামর॥
গোবিন্দ বলেন যাহা কহিলা প্রমাণ।
না করিলে সম্প্রীতে পাণ্ডবের সম্মান॥

তথাপিহ লোকে ধর্ম্ম তরিবারে তরে।
ধর্ম্মআত্মা যুধিষ্ঠির পাঠাইল মোরে॥
পঞ্চ ভাই জন্যে মাগিলাম পঞ্চ গ্রাম।
এইহেতু আইলাম দুর্য্যোধনধাম॥
বিদুর বলেন দেব এ কথা না কহ।
ভাল২ শীঘ্রগতি এথাহৈতে যাহ॥
যে মন্ত্রণা করিয়াছে বলিবারে ভয়।
দুর্য্যোধন দুষ্ট আর রাধার তনয়॥
দুঃশাসন সহ দুষ্ট বসিয়া নিভৃতে।
যুক্তি করিয়াছে দুষ্ট বান্ধিয়া রাখিতে॥
এত শুনি গোবিন্দের কাঁপে হৃদি বক্ষ।
কুম্ভকার চক্র যেন ফিরে দুই চক্ষু॥
অরুণ লোচন ক্রোধে রক্ত বিম্ব জিনি।
বলেন বিদুর প্রতি দেব চক্রপাণি॥
এত অহঙ্কার করে কুরু পাপকারী।
ইহার উচিত শাস্তি দিতে আমি পারি॥
মুহূর্ত্তেকে পারি সবা করিতে সংহার।
বাতি দিতে কুরুকুলে না রাখিব আর॥
গোবিন্দের বাক্যে বিদুরের ভয় মন।
করযোড় করি পুনঃ বলেন বচন॥
তোমারে বান্ধিতে পারে কাহার শকতি।
ত্রিভুবনে হর্ত্তা কর্ত্তা তুমি জগৎপতি॥
ভকতে বান্ধিতে পারে মাত্র ভক্তিপাশে।
আপন বন্ধন তুমি লহ অনায়াসে॥
যে কালে গোকুলে বাল্যলীলা করেছিলা।
একদিন যশোদার ক্রোধ বাড়াইলা॥
ক্রোধেতে যশোদা তোমা করিল বন্ধন।
মায়াতে মোহিত হয়ে করিল এমন॥
যত দড়ি যশোদা আনেন ক্রোধমনে।
বান্ধিতে না আঁটে দুই অঙ্গুলীপ্রমাণে॥
দেখিয়া মায়ের দুঃখ হৈল তব দয়া।
লইতে বন্ধন তুমি ত্যজি নিজ মায়া॥
মায়ার পুত্তলি তুমি নানা মায়া জান।
আদি নিরঞ্জন তুমি পূর্ণ ভগবান॥
তোমার এতেক ক্রোধ কি হেতু না জানি।
আমারে দেখিয়া ক্রোধ ক্ষম চক্রপাণি॥
তোমারে বান্ধিতে পারে আছে কোন জন।
কোন অল্পমতি হয় রাজা দুর্য্যোধন॥
কি করিতে পারে তোমা কাহার শকতি।
মম অপরাধ ক্ষম দেব জগৎপতি॥
বিদুরের বাক্যে ক্ষমিলেন নারায়ণ।
জল দিলে যেন নিবর্ত্তয়ে হুতাশন॥

পুনরপি হাসিয়া বলেন জনার্দ্দন।
খণ্ডিতে না পারি আমি তোমার বচন॥
ক্ষমিলাম কৌরবের দোষ যে সকল।
অচিরাতে পাবে দুষ্ট সমুচিত ফল॥
খণ্ডিতে না পারি আমি ধর্ম্মের উত্তর।
সে কারণে আইলাম হস্তিনানগর॥
এত শুনি অক্রোধ হৈলেন নারায়ণ।
বিদুর প্রবোধ পাইয়া আনন্দিত মন॥
নানা কথা আলাপে ছিলেন তিন জন।
কথাশেষে করিলেন সকলে শয়ন॥
উদ্যোগ পর্ব্বের কথা অমৃত সমান।
ব্যাস বিরচিত দিব্য ভারত পুরাণ॥
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার।
যাহার শ্রবণে হয় ভবসিন্ধু পার॥

## অথ কৌরব সভায় শ্রীকৃষ্ণের পুনরাগমন।

### পয়ার।

রজনী বঞ্চিয়া সুখে বিদুরের ঘরে।
প্রভাতে উঠিয়া তবে দেব দামোদরে॥
প্রাতঃক্রিয়া নিবর্ত্তিয়া শুভযাত্রা করি।
বিদুরেরে সঙ্গে করি চলেন শ্রীহরি॥
সাত্যকি চলিল সঙ্গে আর চেকিতান।
চারি জন চলি যান কুরুবিদ্যমান॥
সভা করি বসিয়াছে কুরুনরপতি।
হেনকালে উপনীত দেব জগৎপতি॥
কৃষ্ণআগমন রাজা জানি সেইক্ষণ।
বহু মান্য করি দিল বসিতে আসন॥
হেনকালে আইল যতেক সভাজন।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ প্রতীপনন্দন॥
পঞ্চ ভাই ত্রিগর্ত্ত দেশের নরপতি।
আইল যতেক রাজা সঙ্গে মহামতি॥
শত ভাই সহিত নৃপতি দুর্য্যোধন।
যার যেই আসনে বসিল সর্ব্বজন॥
আইল যতেক মুনি জানিয়া কারণ।
নারদ পৌলস্ত্য আর দেবল তপন॥
মার্কণ্ড অগস্ত্য বিভাণ্ডক তপোধন।
আইল যতেক মুনি অন্ধের ভবন॥
যথা যোগ্য আসনে বসিল মুনিগণ।
যার যেই সম্ভাষা করিল সর্ব্বজন॥

ইন্দ্রের সমান সভা হইল শোভন।
করিলেন প্রসঙ্গ তখন নারায়ণ॥
শুন ধৃতরাষ্ট্র আর যত কুরুগণ।
শুন দুর্য্যোধন রাজা হয়ে একমন॥
ধর্ম্মআত্মা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মেতে তৎপর।
ধর্ম্ম চিন্তি পাঠাইল তোমার গোচর॥
কুলক্ষয় জানিয়া মনেতে ক্ষমা দিল।
সবিনয়ে আমাকে এখানে পাঠাইল॥
যে বলিল ধর্ম্মরাজ শুন বলি তাই।
ভাই২ বিরোধেতে প্রয়োজন নাই॥
নিয়ম হইল পূর্ব্বে তোমার সাক্ষাতে।
নানা কষ্ট ভোগি মুক্ত হইলাম তাতে॥
আমার বিভাগ রাজ্য যে হয় উচিত।
তাহা ছাড়ি দিয়া মম সঙ্গে কর প্রীত॥
সভামধ্যে যতেক করিল অপমান।
সে সকল অপরাধে আছি ক্ষমাবান॥
সে সকল দুঃখ আমি নাহি করি মনে।
অদৃষ্ট যেমন মম ঘটিল তেমনে॥
এইরূপ কহিলেন ধর্ম্মের কুমার।
ভীম ধনঞ্জয় মাদ্রীপুত্র দুই আর॥
যাহা চিত্তে লয় তাহা কর নরবর।
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র করিল উত্তর॥
শুনিলা কি দুর্য্যোধন কৃষ্ণের বচন।
যে কহিয়া পাঠাইল পাণ্ডুপুত্রগণ॥
পাণ্ডব যে তব কিছু না করে অকার্য্য।
সমুচিত তাহার ছাড়িয়া দেহ রাজ্য॥
যে নিয়ম করেছিল হইল মোচন।
তবে তার সহ দ্বন্দ্ব কর কি কারণ॥
এমত করিলে তোমা না সহিবে ধর্ম্ম।
সংসার যুড়িয়া হবে তব অপকর্ম্ম॥
পূর্ব্ব অধিকার তার ছিল যত দূর।
যত রাজ্য ধন রত্ন ছিল গ্রাম পুর॥
তাহা দিয়া প্রীতি কর পাণ্ডবের সনে।
নাহি দিলে পশ্চাতে পাইবা দুঃখ মনে॥
দুর্য্যোধন বলে তাত না বুঝিয়া কহ।
জীয়ন্তে কি প্রীতি হবে পাণ্ডবের সহ॥
নাহি দিব রাজ্য আমি যুদ্ধ করি পণ।
ইহার বিধান এই শুনহ রাজন॥
শক্তি থাকে পাণ্ডবের করিবেক রণ।
যুদ্ধে জিনি আমাকে লইবে রাজ্য ধন॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র হইল বিরত।
কহিতে লাগিল তবে সভাসদ যত॥
ভীষ্ম বীর কহিল আচার্য্য মহাশয়।
কৃপ অশ্বত্থামা আর প্রতীপতনয়॥
কহিল নারদ মুনি ধর্ম্মশাস্ত্রমত।
এ কর্ম্ম তোমায় রাজা না হয় উচিত॥
সংসারে অজেয় পঞ্চ পাণ্ডুর তনয়।
তাহা সহ যুদ্ধে তব উচিত না হয়॥
স্বধর্ম্মেতে থাকিলে অজেয় ত্রিভুবনে।
অর্জ্জুনের গুণ কর্ম্ম না হয় বর্ণনে॥
দেবের অবধ্য কালকেয়াদি মারিল।
গন্ধর্ব্বের ভয়হইতে তোমারে রাখিল॥
নিবাতকবচগণ করিল নিধন।
খাণ্ডবদাহনে করে অগ্নির তর্পণ॥
মহাবল যদুগণ সমরে জিনিল।
সুভদ্রা জিনিয়া আনি বিবাহ করিল॥
দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে বীর ধনঞ্জয়।
এক লক্ষ রাজগণে করে পরাজয়॥
বাহু যুদ্ধে পরাজয় করে পশুপতি।
একেশ্বর পরাজিত করিলেক ক্ষিতি॥
ভীমের বিক্রম সভে জান ভাল মতে।
লক্ষ২ রাক্ষস মারিল মুষ্ট্যাঘাতে॥
হিড়িম্ব কির্ম্মীর বকআদি নিশাচর।
হেলায় সংহার করিলেক বৃকোদর॥
শত ভাই কীচকেরে মারিল নিমিষে।
ত্রিভুবন নাহি আঁটে ভীম যদি রোষে॥
হেন জন সহ তোমা বিরোধে কি কায।
অর্দ্ধ রাজ্য পাণ্ডবেরে দেহ কুরুরাজ॥
না দিলে প্রমাদ বড় হইবে তোমার।
পাণ্ডবের হাতে হবে সবংশে সংহার॥
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে পৃথ্বী যদি ভাসে।
দিনকর তেজোহীন সপ্তসিন্ধু শোষে॥
ইন্দ্রআদি দেব যদি তব পক্ষ হয়।
জিনিতে নারিবা তবু পাণ্ডুর তনয়॥
যে অপরাধ করিলা পাণ্ডুর নন্দনে।
বিনয় করিয়া দোষ খণ্ড তার সনে॥
গলায় কুঠারি বান্ধি দন্তে তৃণ করি।
শীঘ্রগতি যাহ যথা ধর্ম্মঅধিকারী॥
যত ধন রাজ্য নিলা জিনিয়া পাশাতে।
তাহার দ্বিগুণ করি দেহত সাক্ষাতে॥
ইন্দ্রপ্রস্থে ধর্ম্মে আনি অভিষেক কর।
এই কর্ম্মে তব প্রিয় দেখি কুরুবর॥
এতেক নারদ মুনি বলিল বচন।
বলিল পরশুরাম জানিয়া কারণ॥

ব্যাস বুঝাইল কত না শুনিল কাণে।
পৌলস্ত্য যে বুঝাইল বেদের বিধানে॥
অনন্তরে বুঝাইল যত সভাজন।
কার বাক্য না শুনিল গান্ধারীনন্দন॥
অদৃষ্ট মানিয়া তবে ধৃতরাষ্ট্র বলে।
কালেতে কুবুদ্ধি ফল দুর্য্যোধনে ফলে॥
সে কারণে কার বাক্য না শুনে শ্রবণে।
এত বলি নিঃশব্দ হইল সভাজনে॥
অদৃষ্ট মানিয়া তবে অম্বিকানন্দন।
নিশ্বাস ছাড়িয়া হেট করিল বদন॥
পুনরপি হাসিয়া কহেন নারায়ণ।
জানিলাম দুর্য্যোধন তব গণ মন॥
অবশেষে বলিলেন পাণ্ডুবংশপতি।
কহি অবধানে শুন কুরু কুলপতি॥
অর্দ্ধ রাজ্য ছাড়ি যদি না দিবে রাজন।
তোমার অধীন হৈল পাণ্ডুপুত্রগণ॥
পঞ্চ গ্রাম ছাড়ি দেহ পঞ্চ পাণ্ডবকে।
সকল পৃথিবী ভোগ তুমি কর সুখে॥
ইন্দ্রপ্রস্থ বারণাবত আর কুশস্থল।
পাণ্ডবনগর আর সিদ্ধি গ্রামবর॥
এই পঞ্চ গ্রাম ছাড়ি দেহ পাণ্ডবেরে।
দ্বন্দ্বে কার্য্য নাহি রাজা কহিনু তোমারে॥
পঞ্চ গ্রাম দিয়া শান্ত কর পঞ্চ জন।
পৌরুষ বৈভব যদি চিন্তহ রাজন॥
উভয় কুলের আমি সদা চিন্তি হিত।
মম বাক্যে পাণ্ডুপুত্রে করহ সম্প্রীত॥
বনে২ ভ্রমিয়া পাণ্ডব পঞ্চ জন।
বলহীন কিছু মাত্র ধরয়ে জীবন॥
যুদ্ধে অসমর্থ তারা নারিবে জিনিতে।
না হয় উচিত জ্ঞাতি হনন করিতে॥
জ্ঞাতিবধ মহাপাপ সর্ব্ব শাস্ত্রে গণি।
সে কারণে উপেক্ষা না কর নৃপমণি॥
এতেক বলেন যদি দেব জগৎপতি।
মহাক্রোধ চিত্তে কহিতেছে কুরুপতি॥
মহাক্রোধ নিবারিয়া উঠে সভা হৈতে।
গোবিন্দে চাহিয়া তবে লাগিল কহিতে॥
তীক্ষ্ণ সুচি অগ্রেতে ধরয়ে যত ভূমি।
বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবেরে নাহি দিব আমি॥
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি না হয় খণ্ডন।
পশ্চিমে উদয় যদি হয়ত তপন॥
আকাশ পড়য়ে ভূমি পৃথ্বী জলে ভাসে।
হিমকরতেজে যদি সপ্তসিন্ধু শোষে॥
যোগী যোগ ত্যজে ধ্যান ত্যজে পঞ্চানন।
গায়ত্রীবিহীন যদি হয় দ্বিজগণ॥
তথাপি প্রতিজ্ঞা মম না হয় খণ্ডন।
পাণ্ডবেরে ছাড়িয়া না দিব রাজ্য ধন॥
এত শুনি নিঃশব্দ হইলেন লক্ষ্মীপতি।
বলেন ক্ষণেক পরে ধৃতরাষ্ট্রপ্রতি॥
দূত হয়ে আসিলাম দুই কুল হিতে।
শুনিনু অদ্ভুত কথা বিদুর মুখেতে॥
কোন দোষ করিলাম শুনহ রাজন।
আমারে বান্ধিতে চাহে তোমার নন্দন॥
কে কারে বান্ধিতে পারে দেখ বিদ্যমানে।
ক্ষমা করি কেবল চাহিয়া তোমা পানে॥
ক্ষুদ্র মৃগে মারে যেন কেশরী প্রচণ্ড।
নাগেরে গরুড় যেন করে খণ্ড২॥
সেই রূপ দেখি আমি যত কুরুগণে।
মুহূর্ত্তে মারিতে পারি যদি করি মনে॥
তোমার অপেক্ষা হেতু ক্ষমিয়াছি আমি।
নহে কেন পাণ্ডব ভ্রমিবে বন ভূমি॥
এত বলি উচ্চৈঃস্বরে হাসেন নারায়ণ।
হাসিতে২ হইল আরক্ত লোচন॥
অতিক্রোধ কলেবর দেখি লাগে ভয়।
দেবমায়া সৃজিলেন দেব দয়াময়॥
নিজ অঙ্গে দেখাইলেন এ তিন ভুবন।
দিব্য চক্ষু সভারে দিলেন নারায়ণ॥
দিব্য চক্ষু পেয়ে তবে এক দৃষ্টে চায়।
যতেক দেখিল তাহা কহনে না যায়॥
দেবতা তেত্রিশ কোটি দেখে পৃষ্ঠদেশে।
নাভিপদ্মে দেখে ব্রহ্মা আছে সবিশেষে॥
বক্ষস্থলে দেখয়ে নারদ তপোধন।
নয়নে দেখয়ে একাদশ রুদ্রগণ॥
ঊন পঞ্চাশ পবন আর অশ্বিনীকুমার।
অনন্ত বাসুকি আদি যত নাগ আর॥
গোবিন্দের সম্মুখে করয়ে নানা স্তুতি।
তবে আর নানাবিধ দেখয়ে বিভূতি॥
স্থাবর জঙ্গম দেখে যত দেহিগণ।
গোবিন্দের অঙ্গে দেখে এ তিন ভুবন॥
বিশ্বরূপ দেখিয়া সকলে মূর্চ্ছা গেল।
গোবিন্দের অগ্রে সবে কহিতে লাগিল॥
জগতের কর্ত্তা তুমি জগতের পতি।
সৃজন পালন তুমি সংহার মুরতি॥
অপার মহিমা তব বেদে অগোচর।
নিজ রূপ সম্বরহ দেব গদাধর॥

এইরূপে স্তুতি কৈল যত মুনিগণ।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপআদি যতেক সুজন॥
স্তুতিবশে প্রসন্ন হইয়া জগৎপতি।
বিশ্বরূপ মায়া ছাড়িলেন সে বিভূতি॥
দুর্য্যোধনে পুনরপি বুঝাইল সবে।
কার বাক্য দুর্য্যোধন না শুনিল যবে॥
সভাহৈতে উঠিয়া চলিল সর্ব্ব জন।
নিজ স্থানে গেল তবে যত মন্ত্রিগণ॥
সাত্যকির হাতে ধরি চলেন শ্রীহরি।
যত দ্রব্য দিয়াছিল কুরুঅধিকারী॥
কিছু দ্রব্য না নিলেন হয়ে ক্রোধ মন।
শীঘ্রগতি করিলেন রথে আরোহণ॥
বিস্ময় মানিল ধৃতরাষ্ট্র নরপতি।
অনর্থ হইল বলে ভীষ্ম মহামতি॥
মৌনভাবে রহিলেন অম্বিকানন্দন।
কুন্তীর নিকটে কৃষ্ণ করেন গমন॥
সম্ভাষিয়া সভারে কুন্তীকে প্রণমিয়া।
বহু কথা কহিলেন নিকটে বসিয়া॥
যাবৎ বৃত্তান্ত সব কহিলেন তাঁকে।
চলিলেন চক্রপাণি সম্ভাষি সভাকে॥
পথে কর্ণ সহ মিলিলেন জনার্দ্দন।
কর্ণের সহিত হৈল রহস্য কথন॥
কন্যাকালে কুন্তীগর্ব্ভে তোমার উৎপত্তি।
তুমি কর্ণ মহাবীর কুন্তীর সন্ততি॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির তুমি সহোদর।
আপনা না চিন কর্ণ তুমি কি বর্ব্বর॥
ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িলা করিলা বহু দান।
ব্রাহ্মণসভাতে করে তোমার ব্যাখ্যান॥
তোমার কনিষ্ঠ যে পাণ্ডব পঞ্চ ভাই।
এ হেন সম্বন্ধ কর্ণ বড় ভাগ্যে পাই॥
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র অভিমন্যুআদি।
ভৃত্যবৎ তোমারে পূজিবে নিরবধি॥
সহদেব নকুল অর্জ্জুন ভীম বীর।
তব পদ ধোয়াইবে রাজা যুধিষ্ঠির॥
সুবর্ণ রজত কুম্ভে তব অভিষেকে।
রাজকন্যা সেবিবে যে দেখিবা প্রত্যেকে॥
ছয় দিন দ্রৌপদী করিল উপাসন।
অগ্নিহোত্র করিবেক ধৌম্য তপোধন॥
তোমারে সেঞ্চিবে আজি বিপ্র চারিবেদী।
পাণ্ডবের পুরোহিত কুশল সংবাদী॥
যুবরাজ হবে তব রাজা যুধিষ্ঠির।
ধবল চামর লয়ে বিচিত্র শরীর॥
মস্তকে ধরিবে ছত্র বীর বৃকোদর।
রথের সারথি হবে পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
মহাবল শিখণ্ডী হইবে আগুসার।
এ সব বচন কর্ণ ধরিবা আমার॥
বৃষ্ণিবংশ লয়ে তব পিছে যাব আমি।
এ সব সম্পদ কর্ণ ভোগ কর তুমি॥
বলিলেন এমত আপনি দামোদর।
ভক্তি করি কর্ণ তবে দিলেন উত্তর॥
সূর্য্যের ঔরসে জন্ম কুন্তীর উদরে।
সূর্য্যের বচনে মাতা বিসর্জ্জিল মোরে॥
সূত মোরে পাইল পালিল নিজ ঘরে।
আমারে পুষিল রাধা যত্ন পুরঃসরে॥
স্তন দিয়া পুষিল জানিল সর্ব্ব সূত্র।
সর্ব্ব লোকে বলে যে রাধার এই পুত্র॥
ধর্ম্মেতে পাণ্ডুর সুত কুন্তীগর্ব্ভে জাত।
যুধিষ্ঠিরে না কহিবা এ সব বৃত্তান্ত॥
অনুরোধ করিবেন ধর্ম্ম নৃপবর।
আমি পুনঃ সর্ব্বথা না যাব দামোদর॥
আমি যদি পাই রাজ্য দিব দুর্য্যোধনে।
সত্যভঙ্গ তথাপি না করি লয় মনে॥
দুর্য্যোধন কৈল মোরে বিস্তর পোষণ।
নানা রত্ন ধন দিল দিব্য নারীগণ॥
ত্রয়োদশ বৎসর ভুঞ্জিনু রাজ্য সুখ।
দুর্য্যোধন প্রসাদে নাহিক কোন দুঃখ॥
করিব নিতান্ত রণ অর্জ্জুন সহিত।
প্রতিজ্ঞা করিনু সর্ব্ব কৌরববিদিত॥
যদ্যপি জানি যে আমি পাণ্ডবের জয়।
সবান্ধবে দুর্য্যোধন হইবেক ক্ষয়॥
অর্জ্জুনের হাতে হবে আমার নিধন।
ভীষ্ম দ্রোণে মারিবেক দ্রুপদনন্দন॥
ধৃতরাষ্ট্র পুত্র সব শত সহোদর।
ভীমসেন সংগ্রামে পাঠাবে যমঘর॥
তথাপিহ না ত্যজিব রাজা দুর্য্যোধনে।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম জান প্রতিজ্ঞাপালনে॥
আপনি জানহ কৃষ্ণ সকল রহস্য।
সকল কৌরবনাশ হইবে অবশ্য॥
যেখানে তোমার নাম সেইখানে জয়।
ইতে অন্য মত নাহি শুন মহাশয়॥
যথা কৃষ্ণ তথা জয় জানি যে সর্ব্বথা।
আমার প্রতিজ্ঞা নষ্ট না হইবে তথা॥
কেবল নিমিত্তভাগী এই তিন জন।
দুঃশাসন শকুনি নৃপতি দুর্য্যোধন॥

কৌরব পাণ্ডব যুদ্ধে রুধিরে কর্দ্দম।
মরিবে পাণ্ডবহাতে কৌরব অধম॥
পাণ্ডবের বিজয় কৌরব পরাজয়।
অবিলম্বে জনার্দ্দন হইবে নিশ্চয়॥
মঙ্গল না দেখি আমি কৌরবের কাযে।
উৎপাত অদ্ভুত দেখি গ্রহগণমাঝে॥
গগণেতে উল্কাপাত নির্ঘাত সহিত।
পৃথিবী কম্পিতা হয় দেখি বিপরীত॥
ভয়ানক শব্দ করি কান্দে অশ্ব গজ।
অকস্মাৎ খসিয়া পড়য়ে রথধ্বজ॥
গৃধ্র পক্ষী কাক বক মূষিক সঞ্চান।
কৌরবের পাছে২ দেখি বিদ্যমান॥
মাংস আর রক্ত বৃষ্টি ঊর্দ্ধ বহে বাত।
কৌরবের নিধন দেখি যে জগন্নাথ॥
দুঃস্বপ্ন দেখিনু আমি শুন নারায়ণ।
অমৃত পায়স ভুঞ্জে পাণ্ডুপুত্রগণ॥
পৃথিবী প্রসবে ঘর্ম্ম দেখিয়া এমন।
পর্ব্বতে উঠিয়া ভীম করে মহারণ॥
ধবল কবচ গায় দেখি সুশোভন।
পুষ্পমালা গলে শোভে ধবল বসন॥
হাতেতে ধবল ছত্র নামি সরোবর।
স্বপ্ন আমি দেখিলাম শুন দামোদর॥
জয় পাইল পাণ্ডব কৌরব পরাজয়।
অচিরে হইবে কৃষ্ণ নাহিক সংশয়॥
এত বলি কর্ণ বীর করিল গমন।
প্রেমরূপে গোবিন্দেরে দিয়া আলিঙ্গন॥
কর্ণ বীর গেল যদি আপন ভবন।
সৈন্যগণ লয়ে চলিলেন জনার্দ্দন॥
নানাবাদ্য কোলাহলে চলেন ত্বরিত।
বিরাটনগরে হইলেন উপনীত॥
হরিহর পুরগ্রাম সর্ব্ব গুণধাম।
পুরুষোত্তমনন্দন মুখটি অভিরাম॥
কাশীদাস বিরচিল তাঁর আশীর্ব্বাদে।
সদা চিত্ত রহে যেন দ্বিজ পাদপদ্মে॥

অথ ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে সনৎসুজাত মুনির আগমন।

পয়ার।

সভাহইতে উঠিয়া চলিল সর্ব্ব জন।
বিদুর সহিত মাত্র রহিল রাজন॥
পাণ্ডবের ভয়ে অন্ধ চিন্তানলে জ্বলে।
আইল সনৎসুজাত মুনি হেনকালে॥
সম্ভ্রমেতে বিদুর উঠিয়া সেইক্ষণ।
দণ্ডবৎ করি দিল বসিতে আসন॥
অন্ধকে বিদুর জানাইল সেইক্ষণে।
আইল সনৎসুজাত তব দরশনে॥
শুনি অন্ধ দণ্ডবৎ করিল প্রণতি।
পাদ্য অর্ঘ্য আনাইয়া দিল শীঘ্রগতি॥
তুষ্ট হয়ে আসনে বসিল তপোধন।
কহিতে লাগিল তবে আম্বিকানন্দন॥
পাপাত্মা কুবুদ্ধি মোর দুর্য্যোধন সুত।
কলহ বাঞ্ছয়ে সদা পাণ্ডব সহিত॥
পাণ্ডুপুত্র তাসবার অহিত না করে।
যতেক দারুণ কষ্ট দিল বারেবারে॥
সকল ক্ষমিল তারা আমার কারণ।
তথাপিহ তারে নাহি দেয় রাজ্য ধন॥
পাণ্ডবের দূত হইয়া বুঝাইল হরি।
তাঁর বাক্য না শুনিল মহাপাপকারী॥
বুঝাইল মুনিগণ না শুনিল কাণে।
ভীষ্ম দ্রোণ আদি আমি যত পুরজনে॥
কার বাক্য না শুনিল দুষ্ট দুর্য্যোধন।
আপনি তাহারে কিছু বল তপোধন॥
তত্ত্বজ্ঞান কহিয়া লয়াও তার মতি।
পাণ্ডবেরে ছাড়ি যেন দেয়ত বিভূতি॥
এত শুনি কহেন সনৎসুজাত মুনি।
পশ্চিমে উদয় যদি হয় দিনমণি॥
তথাপি পাণ্ডব সহ নাহি হবে প্রীত।
পূর্ব্বের কাহিনী শুন কহি শাস্ত্র নীত॥
প্রবল অসুর যবে পৃথিবী ব্যাপিল।
দান যজ্ঞ গো ব্রাহ্মণ সকল হিংসিল॥
হিংসাতে পূরিল ক্ষিতি ধর্ম্ম হৈল ক্ষয়।
দেখিয়া পৃথিবী বড় মনে পাইল ভয়॥
ব্রহ্মার সাক্ষাতে গিয়া করিল গোহারী।
হিংসকের ভার আর সহিতে না পারি॥
মায়াতে জন্মিয়া জীব করে অহঙ্কার।
মোর রাজ্য মোর ধন মোর পরিবার॥
মরিলে সম্বন্ধ দেখ নাহি কার সনে।
আমারে হিংসয়ে লোক আপনা না জানে॥
কার বাধ্য নহি আমি কার আজ্ঞা নহি।
কীট পক্ষী মনুষ্য রাক্ষস যত বহি॥
আমাতে জন্মিয়া সুখে আমাতে বিহরে।
আমাতে জন্মিয়া জীব আমাতেই মরে॥

উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি আমি সর্ব্বাকার।
তবে অবিচারে হিংসা করে দুরাচার॥
অহিংসা পরম ধর্ম্ম মনে নাহি জানে।
আমার২ বলি মরে অজ্ঞ জনে॥
সৃষ্টির নিয়ম নাহি করিলা আপনে।
প্রলয় অসুর ব্যক্তি হইল এখনে॥
বহিতে না পারি আর পৃথিবীর ভর।
প্রবেশিয়া পাতাল রহিব আজ্ঞা কর॥
পৃথিবীর স্তবে তুষ্ট হয়ে পদ্মাসন।
হরির নিকটে গিয়া করেন স্তবন॥
নম আদি পুরুষ অনাদি সনাতন।
তোমার আজ্ঞায় সৃষ্টি হইল সৃজন॥
হেন সৃষ্টি নাশ করে অসুর প্রবল।
সহিতে না পারে ক্ষিতি যায় রসাতল॥
উপায় উদ্ধার কর ব্রহ্ম সনাতন।
এত বলি নানা স্তুতি কৈল পদ্মাসন॥
স্তুতিবশে প্রসন্ন হইয়া জগন্নাথ।
দিব্যরূপ হইলেন ব্রহ্মার সাক্ষাৎ॥
সাক্ষাতে দেখিল হরি কমলআসন।
দণ্ডবৎ করি পুনঃ করিল স্তবন॥
গোবিন্দ কহেন ভয় না করিহ আর।
তোমার বচনে আমি হব অবতার॥
চারি যুগে চারি অংশে অবতার করি।
যতেক অসুরগণ ফেলিব সংহারি॥
এত বলি স্বস্থানে গেলেন নারায়ণ।
শুনি ব্রহ্মা চলিল হইয়া হৃষ্টমন॥
সান্ত্বাইয়া পৃথিবীরে বলিল বচন।
অচিরাতে তব দুঃখ হইবে মোচন॥
প্রত্যক্ষ হইয়া প্রভু কহিল আমারে।
অবতার হয়ে সব মারিব অসুরে॥
অচিরাতে তব ভার করিব মোচন।
যুগে২ অবতার হয়ে নারায়ণ॥
শুনিয়া পৃথিবী হৈল আনন্দিতা মনে।
প্রণমিয়া ব্রহ্মারে চলিল নিজস্থানে॥
অঙ্গীকার পালিবারে দেব দামোদর।
প্রথমে ধরেন প্রভু মৎস্যকলেবর॥
বেদ উদ্ধারিয়া হয়গ্রীব বিনাশন।
অনন্তরে বরাহ আকৃতি নারায়ণ॥
ধরণি উদ্ধারি মারি হিরণ্যাক্ষ বীরে।
নৃসিংহাবতার হইলেন ততঃপরে॥
হিরণ্যকশিপু দৈত্য করেন নিধন।
অনন্তরে কূর্ম্মরূপ হন নারায়ণ॥
মন্দর ধরিয়া করি সমুদ্রমন্থন।
নারীরূপ করিলেন অসুর মোহন॥
তারপরে ধরিয়া বামন কলেবর।
বলির মত্তা নাশিলেন দামোদর॥
নাগ পাশে বান্ধিয়া রাখেন রসাতলে।
নিজ অধিকার দেন দশদিক পালে॥
সত্যযুগে করিলেন এই অবতার।
অসুরের অহঙ্কার হৈল ছারখার॥
ত্রেতাযুগে ক্ষত্র সব পৃথিবী পূরিল।
ভৃগুবংশে তাঁর অংশ অবতার হৈল॥
পৃথিবীর ক্ষত্রগণ করিল সংহার।
রামরূপে পুনরপি হৈল অবতার॥
দারুণ রাক্ষসে মারিলেন দশাননে।
কৃষ্ণ অবতার প্রভু হৈলেন এক্ষণে॥
বকাসুর কংস আর পূতনা রাক্ষসী।
জরাসন্ধ রাজা আর শিশুপাল কেশী॥
অবহেলে বধিলেন এসব অসুরে।
অবশেষ যত মারিবেন সবাকারে॥
বিশ্বের কারণ সেই পালন সৃজন।
সেই পালে সেই সৃজে করে সম্বরণ॥
তার বশ দেখ এই এতিন ভুবন।
ভেদবুদ্ধি করান আপনি নারায়ণ॥
তাহার বিষম মায়া কে বুঝিতে পারে।
অন্যের বাড়ান ক্রোধ অন্যেরে সংহারে॥
অদৃষ্টে যাহার যেই আছয়ে লিখন।
বিধাতার শক্তি নাহি করিতে খণ্ডন॥
পৃথিবীর ক্ষত্র নাশ হইবে অবশ্য।
চিত্তে ক্ষমা দেহ রাজা এসব রহস্য॥
যদুবংশে দেখহ যতেক ক্ষত্রগণ।
অন্যে অন্যে ভেদ করি হইবে নিধন॥
দ্বাপর যুগের রাজা হৈল অবশেষ।
ক্ষত্র ক্ষয় হইতে হইবে সবিশেষ॥
ভবিষ্যৎ অবতার হবে কলিশেষে।
যদুকুল যতেক যাইবে সর্ব্বনাশে॥
এসব জানিয়া সবে ধর্ম্মে দেহ মন।
পরলোক গতি চিন্ত ঈশ্বর চরণ॥
নানা যজ্ঞ ধর্ম্ম কর্ম্ম কর অনুব্রতে।
ইহা বিনা উপায় নাই কহিনু তোমাতে॥
এত বলি সনৎসুজাত তপোধন।
আপন আশ্রম প্রতি করিল গমন॥
চিত্তেতে প্রবোধ পায়ে অন্ধ নরপতি।
ক্ষমাদিয়া মনেতে রহিল মহামতি॥

বিদুর চলিয়া গেল আপন ভুবন।
কহিলাম মহারাজ কথা পুরাতন॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি॥
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোক তরে।
অবহেলে শুনে যেন সকল সৎসারে॥

## অথ পাণ্ডবসভায় শ্রীকৃষ্ণের আগমন ও সসৈন্য পাণ্ডবেরদের কুরুক্ষেত্রে গমন।

### পয়ার।

মুনি বলে অবধানে শুনহ রাজন।
সভা করি বসিয়াছে ভাই পঞ্চ জন॥
হেনকালে উপনীত হৈলেন নারায়ণ।
কৃষ্ণে দেখি সম্ভ্রমে উঠেন পঞ্চ জন॥
বসিতে আসন দিয়া জিজ্ঞাসেন তাঁয়।
কি কার্য্য করিলা কৃষ্ণ কুরুর সভায়॥
বিবরিয়া সব কথা কহ নারায়ণ।
এত শুনি হাসিয়া কহেন জনার্দ্দন॥
বড় নরাধম অরি রাজা দুর্য্যোধন।
কাহার বচন না শুনিল কদাচন॥
তোমার বিভাগ দিতে সবে বুঝাইল।
কার বাক্য দুর্য্যোধন কর্ণে না শুনিল॥
অবশেষে আমি বহু কহিলাম তায়।
তথাপি উচিত ভাগ নাহি দিতে চায়॥
পঞ্চখানি গ্রাম কহিলাম ছাড়ি দিতে।
শুনি সভাহইতে উঠি গেল সে ক্রোধেতে॥
হাতেতে করিয়া বল কহিল সভায়।
সাবধানে শুন কৃষ্ণ কহি যে তোমায়॥
তীক্ষ্ণ সূচিঅগ্রে ভূমি আচ্ছাদয়ে যত।
বিনাযুদ্ধে পাণ্ডবেরে নাহি দিব তত॥
নিশ্চয় হইবে যুদ্ধ না যায় খণ্ডন।
ইহার বিধান তবে করহ রাজন॥
এতেক শুনিয়া তবে পাণ্ডুর নন্দন।
ক্রোধেতে অবশ অঙ্গ কাঁপে ঘনেঘন॥
ক্ষণে ক্রোধ নিবারিয়া কহেন রাজন।
মৃত্যুপথ দুর্য্যোধন করিল সৃজন॥
শুন বীর ধনঞ্জয় সহদেব বীর।
শুনহ নকুল আর সাত্যকি সুধীর॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন পঞ্চাল নৃপতি মহাশয়।
জয়সেন আদি যত ভোজের তনয়॥
যুদ্ধের সময় হৈল স্থির কর বুদ্ধি।
সাবধানে করিবা আমার কার্য্যসিদ্ধি॥
শুনি অঙ্গীকার করিলেক বীরগণ।
প্রাণপণে তব আজ্ঞা করিব পালন॥
কণ্ঠেতে যাবৎ প্রাণ সবার আছয়।
তাবৎ করিব যুদ্ধ শুন মহাশয়॥
বীরগণ বচন শুনিয়া নরপতি।
সহদেবে ডাকি আজ্ঞা দিল মহামতি॥
শুভ যাত্রা দেখ ভাই যাব কুরুক্ষেত্র।
সৈন্যগণ সাজিবারে বলহ একত্র॥
সহদেব বলে রাজা আজি শুভক্ষণ।
পঞ্চমী দিবস আজি নক্ষত্র উত্তম॥
আজি যাত্রা করিবারে হয়ত উচিত।
আজ্ঞা কৈলে করি যত সৈন্য সমাহিত॥
এত শুনি আজ্ঞা দেন ধর্ম্মের নন্দন।
সৈন্য সেনাপতি শীঘ্র করহ সাজন॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা চারি সহোদর।
সৈন্য সেনাপতিগণ সাজিল বিস্তর॥
পঞ্চ কোটি সহস্র শতেক মহারথী।
লক্ষ কোটি প্রধান২ সেনাপতি॥
কোটি২ অশ্ব আর পত্তি অগণন।
সাত অক্ষৌহিণী সেনা করিল সাজন॥
ঘটোৎকচ বীর আইল পেয়ে সমাচার।
দুই কোটি রাক্ষস যাহার পরিবার॥
চতুরঙ্গ দলেতে সাজিল অগণন।
এইমত পাণ্ডুসৈন্য করিল সাজন॥
শূন্যে দেবগণ করে জয়২ ধ্বনি।
অতি শুভক্ষণে চলে পাণ্ডববাহিনী॥
তিন দিনে এলো পথ শতেক যোজন।
কুরুক্ষেত্রে উত্তরিল পাণ্ডুপুত্রগণ॥
গড় দেখি পঞ্চ ভাই হইলেন প্রীত।
যুদ্ধের সামগ্রী দেখিলেন অপ্রমিত॥
আপ্তবর্গ যত এলো রাজরাজেশ্বরে।
সাত্যকিরে বলেন অভ্যর্থনা করিবারে॥
আজ্ঞামাত্র সাত্যকি চলিল বিচক্ষণ।
সমাবেশ করিল সকল সৈন্যগণ॥
যথাযোগ্য বসিতে সবারে দিল স্থিতি।
নানা দ্রব্য উপহার দিল মহামতি॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

## অথ কুরুসৈন্যের কুরুক্ষেত্রে যাত্রা।

### পয়ার।

মুনি বলে শুন রাজা শ্রীজনমেজয়।
কুরুক্ষেত্রে আইলেন পাণ্ডুর তনয়॥
সাত অক্ষৌহিণী সেনা করিয়া সাজন।
রহেন উত্তর ভাগে সিংহের গর্জ্জন॥
চর আসি দুর্য্যোধনে করে নিবেদন।
কুরুক্ষেত্রে সাজি আইল পাণ্ডুপুত্রগণ॥
শুনিয়া নৃপতি আজ্ঞা দিল দুঃশাসনে।
শীঘ্রগতি ডাকি আন যত সভাজনে॥
রণসজ্জা করিয়া আইল শত্রুগণ।
শুভযাত্রা দেখি সৈন্য করহ সাজন॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা বীর দুঃশাসন।
দৈবজ্ঞ আনিয়া দিন করিল তখন॥
রাজারে কহিল তবে বীর দুঃশাসন।
তৃতীয় প্রহরে যাত্রা দিন শুভক্ষণ॥
সাজিবারে আজ্ঞা দিল যত সৈন্যগণ।
জয় শব্দ করিলেক সৈন্য হৃষ্ট মন॥
অসংখ্য সাজিল রথি লিখিতে না পারি।
অর্ব্বুদ২ কত সাজিল দুয়ারি॥
গজ বাজি পত্তি সাজে রথ অগণন।
সমুদ্র সমান সৈন্য সাজে কুরুগণ॥
ধ্বজ ছত্র পতাকায় ঢাকিল আকাশ।
সৈন্যভরে বাসুকি পাইল বড় ত্রাস॥
টলমল করে পৃথ্বী যায় রসাতলে।
প্রলয় কালেতে যেন সমুদ্র উথলে॥
একাদশ অক্ষৌহিণী করিল সাজন।
পঞ্চ শত ক্রোশ যুড়ি রহে সৈন্যগণ॥
তবে দুর্য্যোধন রাজা আনি সভাজনে।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ প্রতীপনন্দনে॥
জয়দ্রথ সোমদত্ত ভগদত্ত বীর।
পঞ্চ ভাই ত্রিগর্ত্ত সহিত নৃপতির॥
শল্য মদ্রেশ্বর আর সুশর্ম্মা নৃপতি।
সবারে বিনয় করি কহে নরপতি॥
ক্ষত্রমধ্যে পরাপর নাহি শাস্ত্রনীত।
যুদ্ধেতে অপেক্ষা করা না হয় উচিত॥
পিতাপুত্রে যুদ্ধ হৈলে না করি অপেক্ষা।
সে কারণে না করিবা কাহারো প্রতীক্ষা॥
প্রাণউপেক্ষিয়া সবে করিবা সমর।
নিকটে সাজিয়া আইল পাণ্ডুর কোঙর॥
শুনি অঙ্গীকার কৈল যত বীরগণ।
হইল সানন্দচিত্ত রাজা দুর্য্যোধন॥
তবে শত ভাই সঙ্গে গান্ধারীনন্দন।
যাত্রা করি সুসজ্জ হইল সেইক্ষণ॥
বিদায় হইতে গেল বাপের সদন।
নমস্কার করি কহে ভাই শত জন॥
প্রসন্ন হইয়া তাত করহ আদেশ।
শুভযাত্রা আজি যাব কুরুক্ষেত্র দেশ॥
নিকটে আসিয়া সবে হৈল উপনীত।
যুদ্ধ করিবারে তবে হয়ত উচিত॥
তোমার প্রসাদেতে করিব রিপুক্ষয়।
যুদ্ধ করিবার আজ্ঞা দেহ মহাশয়॥
শুনিয়া হইল অন্ধ ক্রোধিতঅন্তর।
মনে২ অনুশোচ করিল বিস্তর॥
আশীর্ব্বাদ দিল হেট করিয়া বদন।
মায়ের সাক্ষাতে তবে গেল দুর্য্যোধন॥
শত ভাই কহে কথা করিয়া মিনতি।
প্রসন্না হইয়া মাতা দেহত আরতি॥
শুনিয়া সুবলসুতা সজললোচন।
আশ্বাসিয়া পুত্রগণে বলিল বচন॥
ইতর তোমার রিপু নহে পাণ্ডুসুত।
একেক পাণ্ডব জিনিবেক পুরুহূত॥
দেবের অজেয় রিপু বিখ্যাত ভুবনে।
জীয়ন্তে পাণ্ডবে কেহ না পারিবে রণে॥
সে কারণে তাহা সহ কলহ না রুচে।
মোর বাক্যে প্রীত কর যদি মনে ইচ্ছে॥
শুনিয়া করিল নাস্তি রাজা দুর্য্যোধন।
হেন বাক্য মাতা না বলিহ কদাচন॥
কর্ণ মোর সহায় আচার্য্য মহাশয়।
পিতামহ ভীষ্ম বীর সংগ্রামে দুর্জ্জয়॥
অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা কৃপ মহাবীর।
শল্য মদ্রেশ্বর রাজা সংগ্রামে সুধীর॥
লক্ষ২ বীরগণ আমার সহায়।
পাণ্ডুপুত্রে সমরেতে মারিব হেলায়॥
পাণ্ডবের পরাজয় মোর হবে জয়।
নাহিক সংশয় ইথে কহিনু নিশ্চয়॥
আশীর্ব্বাদ কর মাতা বিলম্ব না সয়।
ক্ষণ বহি যায় মাতা করহ বিদায়॥
এত শুনি হৈল মাতা মলিন বদন।
জয়ী হও বলি মুখে বলিল বচন॥
আরো এক কথা পুত্র শুন দুর্য্যোধন।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় বেদের বচন॥

এই বাক্য মুখেতে বলিল সুবদনী।
আকাশে নির্ঘাত বাণী হৈল ঘোর ধ্বনি॥
বিনা মেঘে রক্তবৃষ্টি হয়ত গগণে।
চীৎকার শব্দ করি ডাকে মেঘগণে॥
বামেতে শকুনিগণ উড়য়ে আকাশে।
মন্দ তেজ হৈল রবি না করে প্রকাশে॥
নগরনিকটে আসি ডাকে শিবাগণ।
এইরূপে যাত্রাকালে হৈল কুলক্ষণ॥
অহঙ্কারে দুর্য্যোধন মনে না করিল।
মায়েরে বিদায় মাগি রথে আরোহিল॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃতবর্ম্মা কৃপ মহামতি।
কর্ণআদি করি সাজে যত মহারথী॥
জয় শব্দ করিয়া চলিল দুর্য্যোধন।
কুরুক্ষেত্রে উত্তরিল যত কুরুগণ॥
শত ক্রোশ যুড়ি রহে কৌরবের সেনা।
রথ রথী গজ বাজি পত্তি অগণনা॥
প্রলয়ের সিন্ধু সম সৈন্যের গর্জ্জনে।
জগৎ বধির হৈল না শুনে শ্রবণে॥
তবে দুর্য্যোধন রাজা হয়ে হৃষ্ট মন।
উলূকে ডাকিয়া আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ॥
যাহত উলূক তুমি বিলম্ব না সহে।
দেখহ আমার সৈন্য কোথা কত রহে॥
যে দেখিলা বিবরিয়া কহিবা পাণ্ডবে।
যুদ্ধ কর আসি সবে যুক্তি অনুভবে॥
কহিবা ভীমেরে মোর নিষ্ঠুর বচন।
মোর সঙ্গে আসি শক্তিমত কর রণ॥
দ্রৌপদীরে অপমান আর দাসপন।
যত দুঃখ পাইলা বনে করিয়া ভ্রমণ॥
সে সকল স্মরিয়া সাহসে কর ভর।
মোর সঙ্গে আসি তুমি করহ সমর॥
আমারে জিনিয়া সুখে ভুঞ্জ বসুমতী।
নতুবা আমার হাতে হইবে সদ্গতি॥
অর্জ্জুনে কহিবা দম্ভ করিয়া বিস্তর।
পূর্ব্বের যতেক দুঃখ স্মরহ অন্তর॥
যে প্রতিজ্ঞা করেছিলা করহ পালন।
আমারে জিনিয়া সুখে ভুঞ্জ ত্রিভুবন॥
নতুবা কর্ণের হাতে দেখিবা শমন।
অবিলম্বে কর আসি যাহা লয় মন॥
কৃষ্ণেরে কহিবা দম্ভ করিয়া অপার।
পাণ্ডবের সহায় আইস আগুসার॥
যেই বিদ্যা দেখাইলা সভাবিদ্যমানে।
সে মায়া করিয়া আইস অর্জ্জুনের সনে॥
সহদেব নকুলেরে কহিবা বচন।
পূর্ব্ব দুঃখ ভাবি দুই জনে কর রণ॥
কহিবা ধর্ম্মেরে মোর বচন বিশেষে।
ব্রহ্মচারী বলি তোমা জগতেতে ঘোষে।
ধার্ম্মিকের শ্রেষ্ঠ তোমা বলে সর্ব্ব জন।
তপস্বী করিয়া তোমা করি যে গণন॥
এখন সে সব কথা হইল প্রচার।
বিড়াল সন্ন্যাসী প্রায় তব ব্যবহার॥
পূর্ব্বেতে যে তাহার শুনিয়াছি কারণ।
সেই অভিপ্রায় তব যজ্ঞ আচরণ॥
মুখে মাত্র বল ধর্ম্ম অন্তরেতে আন।
বিড়াল সন্ন্যাসী প্রায় হারাইবা প্রাণ॥
এত শুনি বিস্ময় উলূক রায়বার।
নৃপতিরে জিজ্ঞাসিল করি পরিহার॥
বিড়াল সন্ন্যাসী হয়েছিল কি কারণে।
আপনার দোষে সেই মরিল কেমনে॥
পশু হয়ে কৈল কেন তপআচরণ।
বিবরিয়া কহ শুনি ইহার কারণ॥
উদ্যোগপর্ব্বের কথা অমৃত সমান।
ব্যাসের রচিত দিব্য ভারত পুরাণ॥
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কাশীদাস কহে গদাধরদাসাগ্রজ॥

### অথ বিড়াল তপস্বির উপাখ্যান।

### পয়ার।

রাজা বলে শুনহ উলূক অনুচর।
সত্য যুগে আছিল সুঘোর মুনিবর॥
সর্ব্বগুণসমন্বিত ছিলত ব্রাহ্মণ।
মহাধর্ম্মশীল সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ॥
সুশীলানামেতে তার ভার্য্যা গুণবতী।
পুত্র বাঞ্ছা করিয়া সেবিল পশুপতি॥
পুত্র না জন্মিল তার যুবাকাল গেল।
বিপ্রের বৈরাগ্য বড় অন্তরে হইল॥
ভার্য্যা সহ বনে গেল তপস্যা কারণ।
হিমালয় তটে উত্তরিল দুই জন॥
দেখিয়া বিচিত্র বন প্রীতি পাইল মনে।
রচিয়া কুটীর তথা রহে দুই জনে॥
এক দিন গেল ঋষি ফলের কারণ।
ভুমিতে২ দেখ দৈব নির্ব্বন্ধন॥

অনাথ মার্জারশিশু পড়িয়াছে বনে।
ব্রাহ্মণ দেখিয়া শিশু চাহে চারি পানে॥
পলাইতে শক্তি নাহি শিশু কলেবর।
চতুর্দ্দিগে বেড়িয়াছে বায়স পামর॥
তার দুঃখ দেখিয়া বিপ্রের হৈল দয়া।
জিজ্ঞাসিল মার্জারে নিকটেতে গিয়া॥
একেশ্বর কিহেতু আছহ কি কারণ।
মাতা পিতা বন্ধু তোর নাহি কোন জন॥
বিড়াল বলয়ে কেহ নাহিক সংসারে।
প্রসবিয়া জননী গেলেন কোথাকারে॥
জননী ছাড়িয়া গেল দৈব নির্ব্বন্ধনে।
একেশ্বর এই সে অনাথ আছি বনে॥
মুনি বলে আমি তোমা করিব পালন।
বঞ্চিবা পরম সুখে আমার সদন॥
অপুত্রক আছি আমি পুত্র নাহি হয়।
পুত্রবৎ করি তোমা পালিব নিশ্চয়॥
এত শুনি বিড়ালের হৃষ্ট হইল মন।
বিপ্রের চরণে আসি করিল বন্দন॥
বিড়াল লইয়া মুনি আইল কুটীরে।
পালন করিতে তারে দিলেন ভার্য্যারে॥
বিড়াল পাইয়া তুষ্ট হইল সুন্দরী।
পালন করিল তবে পুত্রবৎ করি॥
মায়া মোহে বদ্ধ হয়ে সব পাসরিল।
বিড়ালে লইয়া দোঁহে নগরে আইল॥
পুনরপি গৃহ ধর্ম্ম করে দুই জনে।
বলবন্ত হইল সেই অধিক পালনে॥
স্বভাব পশুর জাতি ছাড়িবারে নারে।
বহু উপদ্রব করে গৃহস্থের ঘরে॥
যজ্ঞ হবি নষ্ট করে পায়সান্ন খায়।
মারিতে আইলে লোক পলাইয়া যায়॥
ক্রোধে নগরের লোক দুঃখী মনে মন।
সবে ব্রাহ্মণেরে গালি দেয় অনুক্ষণ॥
কোথায় তপস্যা তব কোথায় ব্রাহ্মণ্য।
পুত্রহীন হয়ে তুমি হইলা মতিচ্ছন্ন॥
বিড়ালেরে এত স্নেহ পুত্রবৎ কর।
সহজে পশুর জাতি মনে নাই ডর॥
এইরূপে বলে মন্দ নগরের জন।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী ক্রোধে জ্বলিল তখন॥
ধরিয়া সিচিকাবাড়ি প্রহারে বিড়ালে।
বান্ধিয়া রাখিল তারে হাতে পায়ে গলে॥
দিন দুই তিন তারে রাখিল বন্ধনে।
বড়ই বৈরাগ্য হইল বিড়ালের মনে॥

কোন মতে পারি যদি ছাড়াতে বন্ধন।
তপস্যা করিয়া পাপ করিব মোচন॥
গৃহবাসে কার্য্য নাই যাব বনবাস।
অনাহারে করি পাপ করিব বিনাশ॥
এইরূপে বিড়াল মনেতে যুক্তি করি।
দন্তেতে ছিণ্ডিল তবে বন্ধনের দড়ি॥
সেই ক্ষণে গৃহহইতে হইল বাহির।
দণ্ডক কাননে গিয়া হইলেন স্থির॥
বিন্দু সরোবরে তথা করি স্নান দান।
একে২ সর্ব্ব তীর্থে করিল প্রয়াণ॥
পৃথিবী দক্ষিণাব্রত করি একে২।
বিড়াল সন্ন্যাসী বলি খ্যাত হইল লোকে॥
সমুদ্রের মাঝে দ্বীপ অতিরম্য নামে।
বহু মূষাগণ তথা থাকে অনুক্রমে॥
তথা গিয়া উত্তরিল বিড়াল সন্ন্যাসী।
দেখিয়া সকল মূষা মনে ভয় বাসি॥
হাহাকার করি সবে পলায় তরাসে।
আশ্বাসিয়া বিড়াল কহিল সবিশেষে॥
আমারে দেখিয়া ভয় কেন কর মনে।
পরম ধার্ম্মিক আমি সর্ব্ব লোকে জানে।
তপস্যা করিয়া মোর চির কাল গেল।
হিংসা হেন বস্তু মোর কখন নহিল॥
পবনআহারী আমি শুন মূষাগণে।
আমারে তিলেক ভয় নাই কর মনে॥
আনন্দ কৌতুকে সবে ভ্রমহ নির্ভয়।
তপস্যা করিব আমি তোমার আশ্রয়॥
এত শুনি মূষাগণ হইল হৃষ্টমন।
যার যেই স্থানেতে আইল সর্ব্ব জন॥
মর্য্যাদা করিয়া বহু স্থাপিল বিড়ালে।
নির্ভয়েতে মূষাগণ ভ্রমে কুতূহলে॥
কত দিন গেল তবে জন্মিল বিশ্বাস।
যার যেই শিশুগণ রাখি তার পাশ॥
দূর বনে যায় সবে আহার কারণ।
নারিল সারিতে লোভ বিড়ালের মন॥
সহজে পশুর জাতি নাই আপ্ত পর।
চারি দিগে চাহিয়া ফুলায় কলেবর॥
উদর পূরিয়া খাইল মূষাশিশুগণে।
হাতে মুখ পুছিয়াত বসিল ধেয়ানে॥
খাইতে২ লোভ অনেক হইল।
দিনে২ শিশুগণ অনেক খাইল॥
এ সকল তত্ত্ব নাহি জানে কোন জন।
দিনে২ অল্প হয় মূষা শিশুগণ॥

এক মুষা বুদ্ধিমন্ত তাহাতে আছিল।
অল্পশিশুগণ দেখি হৃদয়ে ভাবিল ॥
এই ভণ্ড তপস্বি জানিলাম লক্ষণে।
চুরি করি করিল ভক্ষণ মুষাগণে ॥
দেখিয়া প্রবীণ মুষা করে হাহাকার।
সব মুষাগণে গিয়া দিল সমাচার ॥
শুনিয়া সকল মুষা হইল দুঃখিমন।
উপায় সৃজিল তার নিধন কারণ ॥
এত যুক্তি করি সবে হয়ে একমন।
দ্বীপের চৌদিগে সবে করয়ে খনন ॥
খনিল গভীর গর্ত্ত দীর্ঘেতে বিস্তর।
তাহাতে পড়িয়া মরে বিড়াল পামর ॥
সেই মত যুধিষ্ঠির কৈল আচরণ।
মুহূর্ত্তেকে মোর হাতে হারাবে জীবন ॥
এত শুনি উলূক হইল হৃষ্ট মনে।
সাধু২ বলি প্রশংসিল দুর্য্যোধনে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরামদাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

## অথ দুর্য্যোধন দূত উলূকের প্রতি পাণ্ডবের কথা।

### পয়ার।

রাজার আজ্ঞাতে সে উলূক বহে বাট।
শীঘ্রগতি গেল যথা পাণ্ডবের ঠাট ॥
যত কহি পাঠাইল কুরু নৃপমণি।
দণ্ডবৎ করি সব কহিল কাহিনী ॥
শুনিয়া রুষিল পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
উলূকে চাহিয়া বলে ক্রোধ করি মন ॥
যাহ শীঘ্র উলূক কহিবা দুর্য্যোধনে।
প্রবীণ পক্ষির প্রায় তোর আচরণে ॥
প্রবীণ নামেতে পক্ষী ছিল দুরাচার।
নিরন্তর জ্ঞাতিগণে কৈল অপকার ॥
তার ভয়ে জ্ঞাতিগণ স্থান ভ্রষ্ট হয়ে।
পৃথিবী ভ্রমিল সবে নানা দুঃখ পায়ে ॥
শুভ দিন উদয় হইল জ্ঞাতিগণে।
এক যুক্তি করি সবে মারিল দারুণে ॥
সেই মত মোর হাতে মরিবে নিশ্চয়।
আজি কালিমধ্যে সে যাইবে যমালয় ॥
তোমার মরণ দৃষ্ট হৈত সেই দিনে।
সময়ে মারিব বলি ক্ষমিনু তখনে ॥
ভীম বলে শুনহ উলূক রায়বার।
গদার প্রহারে উরু ভাঙ্গিব তাহার ॥
এই লৌহ মহাগদা দেখ বিদ্যমান।
ইহাতে সকল ভাই হারাইবে প্রাণ ॥
এত বলি গদা লয়ে বীর বৃকোদর।
চক্রীচক্র ফেরে যেন মস্তকউপর ॥
গাণ্ডীব ধনুক তবে লইয়া অর্জ্জুন।
আকর্ণ পূরিয়া টঙ্কারেন ধনুর্গুণ ॥
এককালে হৈল যেন শত বজ্রাঘাত।
প্রমাদ গণিল সবে শুনিয়া নির্ঘাত ॥
স্তব্ধ হয়ে পড়িল উলূক অনুচর।
সচেতন করিলেন তারে দামোদর ॥
চেতন পাইয়া চর চাহে চারি পানে।
হাসিয়া তাহারে কৃষ্ণ কহেন তখনে ॥
দেখহ উলূক চর রক্ষা নাহি আর।
রুষিল অর্জ্জুন বীর কুন্তীর কুমার ॥
সত্য কথা কুরুগণে মারিবে নিমিষে।
ত্রিভুবন নাহি আঁটে পার্থ যদি রোষে ॥
ধনঞ্জয় কহিলেন উলূকে চাহিয়া।
মোর দম্ভ দুর্য্যোধনে শীঘ্র কহ গিয়া ॥
সুতপুত্র সঙ্গে আইস করিয়া সাজন।
মোর হাতে তোমাসহ লইবে শমন ॥
ইন্দ্র যদি রক্ষা করে রক্ষা নাহি পাবে।
অবশ্য আমার হাতে যমঘরে যাবে ॥
এইরূপে পার্থ গর্ব্ব করেন বিস্তর।
মাদ্রীর তনয় তবে কহিল সত্বর ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি যতেক বীরগণ।
একে একে উলূকে কহিল সর্ব্বজন ॥
উলূক পাইয়া আজ্ঞা রথে আরোহিয়া।
দুর্য্যোধনে সব কথা নিবেদিল গিয়া ॥
যে কহিল পাণ্ডব কহিতে করি ভয়।
কহিল নিষ্ঠুর কথা ভীম ধনঞ্জয় ॥
রাজা বলে কি বা ভয় কহত কাহিনী।
কি কহিল ভীমসেন ধর্ম্ম নৃপমণি ॥
কি কহিল ধনঞ্জয় মাদ্রীর নন্দন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বিরাটাদি যত বীরগণ ॥
উলূক বলিল রাজা না বলিলে নয়।
শুন যাহা বলিলেন ধর্ম্ম মহাশয় ॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর চাহি আমি মুখ।
সে কারণে সহিলাম দিলা যত দুঃখ ॥
কৃষ্ণেরে পাঠাই অগ্রে করিবারে প্রীত।
অহঙ্কারে না শুনিল গোবিন্দের নীত ॥

ইহার উচিত শাস্তি ইঁহাতে২ পাবে ।
অচিরাতে সবংশেতে নিপাত হইবে ॥
ক্রোধে ভীম দর্প করি বলিল বচন ।
মোর সম বলিষ্ঠ না দেখি কোন জন ॥
রাক্ষস দানব মোর অগ্রে নহে স্থির ।
গদার বাড়িতে তার ভাঙ্গিব শরীর ॥
মাদ্রীর নন্দনআদি যত বীরগণে ।
একে২ প্রতিজ্ঞা করিল জনে জনে ॥
যে হয় উচিত রাজা করহ বিহিত ।
শুনি দুর্য্যোধন করে সৈন্য সমাহিত ॥
আশ্বাসিয়া কহিল সকল যোদ্ধাগণে ।
মোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর সর্ব্বজনে ॥
শুন কর্ণ মহাবীর রাধার নন্দন ।
পরম বান্ধব তুমি মোর প্রাণ ধন ॥
পূর্ব্বে অঙ্গীকার কৈলা সবার গোচরে ।
পাণ্ডবেরে মারিয়া রাজত্ব দিবা মোরে ॥
তাহার সময় এই হৈল উপনীত ।
করহ বিধান সখে ইহার উচিত ॥
কর্ণ বলে রাজা মোর সত্য অঙ্গীকার ।
প্রাণপণে কার্য্যসিদ্ধি করিব তোমার ॥
যাবৎ শরীরে প্রাণ আছয়ে আমার ।
তাবৎ সাধিব কার্য্য শুন সারোদ্ধার ॥
এত শুনি দুর্য্যোধন হৈল হৃষ্টমন ।
বহু পুরস্কার কর্ণে দিল সেইক্ষণ ॥
উদ্যোগপর্ব্বের কথা অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

অথ কর্ণের জন্ম বিবরণ।

পয়ার।

জনমেজয় জিজ্ঞাসিল কহ তপোধন ।
কুন্তীগর্ব্ভে জন্ম কর্ণ বিখ্যাত ভুবন ॥
কৌরবের পক্ষ হইল সূর্য্যের নন্দন ।
দেখিয়া ধরিল কুন্তী কিরূপে জীবন ॥
মুনি বলে শুন কুরুবংশচূড়ামণি ।
কৌরবের রণে গেল কর্ণ বীর শুনি ॥
বিদুরের মুখে শুনি এ সব বচন ।
চিত্তেতে চিন্তিত কুন্তী ভাবে মনে মন ॥
আমার নন্দন কর্ণ কেহ না জানিল ।
সূর্য্যের ঔরসে জন্ম কর্ণের হইল ॥
দৈবের এ সব কথা বিধির ঘটন ।
রাধা যে পাইয়া পুত্র করিল পালন ॥
রাধার নন্দন বলি ঘোষে সর্ব্ব জন ।
কেহ জ্ঞাত নহে কর্ণ আমার নন্দন ॥
এ সময়ে লোকে যদি হয় সে প্রচার ।
উপহাস করিবেক কৌরবকুমার ॥
ইহার কারণে আমি করিব গমন ।
কর্ণেরে কহিব আমি এসব বচন ॥
আমার বচন কর্ণ নারিবে খণ্ডিতে ।
অবশ্য সহায় হবে আমার পুত্রেতে ॥
কিরূপে নিভৃতে দেখা হবে কর্ণসনে ।
এতেক ভাবিয়া কুন্তী যুক্তি কৈল মনে ॥
প্রাতঃ স্নান নিত্য কর্ণ যমুনায় করে ।
একেশ্বর যায় স্নানে নাহি লয় কারে ॥
তত্ত্ব জানি কুন্তী তথা করিল গমন ।
যমুনায় নামি কর্ণ করয়ে তর্পণ ॥
নিত্যকর্ম্ম সমাপিয়া সূর্য্যে করে স্তব ।
উঠিয়া আইসে কুন্তী মানিল উৎসব ॥
কর্ণের সাক্ষাতে কহে গদ২ বাণী ।
অবধানে শুন তত্ত্ব পূর্ব্বের কাহিনী ॥
আমার নন্দন তুমি সূর্য্যের ঔরসে ।
যখন ছিলাম আমি জনকের বাসে ॥
অতিথি সেবায় তাত রাখিল আমারে ।
অনেক সেবন কৈনু দুর্ব্বাসা মুনিরে ॥
চতুর্মাস সেবিলাম বিবিধ বিধানে ।
আজ্ঞাবর্ত্তি হইয়া রহিলাম অনুক্ষণে ॥
আমার সেবায় মুনি সন্তুষ্ট হইয়া ।
মন্ত্রদান করিলেন আমারে ডাকিয়া ॥
এই মন্ত্র দিতেছি তোমার বিদ্যমান ।
মন্ত্র পড়ি যেই দেবে করিবা আহ্বান ॥
সেইক্ষণে আসিবেক তোমার সাক্ষাতে ।
যেই বর মাগিবা পাইবা সুনিশ্চিতে ॥
এত বলি মহামুনি গেল যথা স্থানে ।
তবে আমি মন্ত্র পরীক্ষিতে এক দিনে ॥
যমুনায় কলসে আনিতে যাই বারি ।
কৌতুকে জপিনু মন্ত্র সূর্য্যে ধ্যান করি ॥
সেক্ষণে আইলসূর্য্য মোর বিদ্যমানে ।
সূর্য্যে দেখি ভীত আমি হইলাম মনে ॥
অনেক বিনয় করি কহিনু বচন ।
না বুঝিয়া তোমারে করেছি আবাহন ॥
অজ্ঞান স্ত্রীজন দোষ ক্ষমিবা আমার ।
শুনিয়া হাসিয়া সূর্য্য কহেন আরবার ॥

কভু মিথ্যা নাহি হয় মুনির বচন।
কভু অন্য নহে কন্যা আমার গমন ॥
আমারে ভজহ তুমি নাহিক সংশয়।
না ভজিলে মন্ত্র মিথ্যা হইবে নিশ্চয় ॥
বিবাহিতা নহ চিন্তা করিছ অন্তরে।
মম বরে মহারাজ বরিবে তোমারে ॥
এত শুনি বশ আমি হইনু তাঁহার।
বর দিয়া গেল সূর্য্য ভুঞ্জিয়া শৃঙ্গার ॥
সূর্য্যের সঙ্গমে হইল গর্ভের উৎপত্তি।
তখনি তোমারে প্রসবিলাম সুমতি ॥
প্রসব হইয়া তোমা সচিন্তিত মন।
কুমারীর কালে জন্ম হইল নন্দন ॥
লোকে খ্যাত হয় পাছে এ সব কাহিনী।
যমুনায় ভাসাইনু তাম্র কুণ্ড আনি ॥
আনিয়া তোমাকে রাধা করিল পালন।
কদাচিত নহ তুমি রাধার নন্দন ॥
যে হইল সে হইল অজ্ঞাত কারণ।
ভাইগণ সঙ্গে তুমি করহ মিলন ॥
ছয় ভাই মিলিয়া খণ্ডাহ মোর দুঃখ।
শত্রুগণ মারিয়া ভুঞ্জহ রাজ্যসুখ ॥
এত শুনি কর্ণ কহে করিয়া মিনতি।
এ সকল গুপ্ত কথা জানি যে ভারতী ॥
জানিয়া করিলা ত্যাগ আমারে পূর্ব্বেতে।
রাধা যে পুষিল মোরে বিখ্যাত জগতে ॥
রাধার নন্দন বলি ঘোষে ত্রিভুবনে।
তব পুত্র বলি তবে বলিব কেমনে ॥
বলিলে কি লোক ইহা করিবে প্রত্যয়।
জগতে কুযশ লজ্জা হবে অতিশয় ॥
বলিবেক মন্ত্রিগণ করি উপহাস।
যুদ্ধকাল দেখি কর্ণ পাইল তরাস ॥
ভাই বলি পাণ্ডবের লইল শরণ।
ব্যর্থ কর্ণ নাম বলি ঘোষে অকারণ ॥
এ সবহইতে মৃত্যু ভাল শত গুণে।
এ কর্ম্ম করিতে না পারিব কদাচনে ॥
তাহে দুর্য্যোধন মোরে শিশুকালহইতে।
নানা ভোগে পুরস্কার পালিল বহুতে ॥
দেশ ভূমি গ্রাম রত্ন দিল বহুতর।
হরিহর আত্মা যেন নহে ভিন্ন পর ॥
তিলেক বিভিন্ন মনে নহে কদাচনে।
ইহার হিংসন আমি করিব কেমনে ॥
বিশেষে তাহাতে আমি কৈনু অঙ্গীকার।
অর্জ্জুনের সঙ্গে পণ সমর আমার ॥
মোর হাতে পর লোকে যাবে ধনঞ্জয়।
নহে অর্জ্জুনের হাতে মোর মৃত্যু হয় ॥
এইত প্রতিজ্ঞা কৈনু সভাবিদ্যমানে।
সত্যভ্রষ্ট হইতে না পারি কদাচনে ॥
সে কারণে ক্ষমা কর জননি আমারে।
এত শুনি পুনঃ কুন্তী কহিল কর্ণেরে ॥
ভাইগণ সঙ্গে যদি না কর মিলন।
মোর বাক্য যদি নাহি করিবা পালন ॥
তবে এক সত্য কর মোর বিদ্যমানে।
আর চারি পুত্র মোর না মারিবা রণে ॥
এত শুনি কর্ণ কৈল সত্য অঙ্গীকার।
আর চারি ভায়েরে না করিব সংহার ॥
পঞ্চ পুত্র তোমার থাকিবে পৃথিবীতে।
অর্জ্জুন সহিত কি বা আমার সহিতে ॥
ব্যাসের বচন মাতা আছে পূর্ব্বকার।
পৃথিবীতে তব পঞ্চ রহিবে কুমার ॥
সংসারের মধ্যে হবে রণে মহাতেজা।
এক ছত্র পৃথিবীতে হবে মহারাজা ॥
ব্যাসের বচন মিথ্যা নহে কদাচন।
জগতে রহিবেমাত্র তোমার নন্দন ॥
পাইবে তোমার পুত্রগণ রাজধানী।
নিশ্চয় আমার মৃত্যু হইবে জননি ॥
না ভাবিহ দুঃখ মাতা যাহ নিজ স্থানে।
এত বলি দণ্ডবৎ করিল চরণে ॥
বিদায় হইয়া কর্ণ গেল নিজপুরে।
যথা স্থানে গেল কুন্তী দুঃখিতা অন্তরে ॥
বিদুরের প্রতি কুন্তী কহিল সকল।
বিদুরের শুনিয়া হইল কুতুহল ॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনে পুণ্যবান।
ব্যাসের রচিত দিব্য ভারত পুরাণ ॥
এক মনে যেবা ইহা করয়ে শ্রবণ।
সর্ব্ব দুঃখ হরে তার পাপ বিমোচন ॥
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।
এত দূরে উদ্যোগ হইল সমাধান ॥

# মহাভারত।

## অথ ভীষ্ম পর্ব্ব।

### উভয় দলের যুদ্ধসজ্জা।

জিজ্ঞাসে জনমেজয় কহ তপোধন।
উলূকের মুখে বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ॥
কোন কর্ম্ম করিলেক দুর্য্যোধন বীর।
কিবা কর্ম্ম করিলেন রাজা যুধিষ্ঠির॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন মহাশয়।
দূতমুখে বার্ত্তা শুনি ধর্ম্মের তনয়॥
কৃষ্ণেরে কহেন হৈল সমরসময়।
যে বিহিত ইহার করহ মহাশয়॥
শ্রীহরি বলেন রাজা করি নিবেদন।
যাত্রা কর মহাশয় দিন শুভক্ষণ॥
তখনি দিলেন আজ্ঞা রাজা যুধিষ্ঠির।
চল্লিশ সহস্র রাজা সাজে মহাবীর॥
পাঁচ কোটি রথী সাজে ত্রিশ কোটি হাতী।
ষষ্টি কোটি আসোয়ার অসংখ্য পদাতি॥
সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা পাণ্ডবের দলে।
সবে বিষ্ণুপরায়ণ মহাবল বলে॥
সিংহনাদ শঙ্খধ্বনি বিবিধ বাজন।
নানা অস্ত্রে বীরগণ করিল সাজন॥
শ্রীহরি করিয়া আগে পাণ্ডুর তনয়।
কুরুক্ষেত্রে চলে সবে করি জয়২॥
তর্জ্জন গর্জ্জন করে যত যোদ্ধাগণ।
পাঞ্চজন্য আপনি বাজান নারায়ণ॥
দেবদত্ত শঙ্খ বাজাইয়া ধনঞ্জয়।
যুদ্ধ করিবারে যান সমরে দুর্জ্জয়॥
শঙ্খনাদ সিংহনাদ সৈন্যের গর্জ্জন।
মহাঘোর শব্দেতে কম্পিত ত্রিভুবন॥
গদা হস্তে বৃকোদর আনন্দিত মন।
সহদেব নকুল সাজিল সেই ক্ষণ॥
দ্রুপদ শিখণ্ডী আর বিরাটনৃপতি।
জরাসন্ধসুত সহদেব মহামতি॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন চেকিতান সাত্যকি দুর্জ্জয়।
শ্বেত শঙ্খ আর উত্তর বিরাটতনয়॥
শূরসেন নৃপ আর কাশীমহাবল।
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র সমরে কুশল॥
অভিমন্যু ঘটোৎকচ বিক্রমে বিশাল।
ইত্যাদি সাজিল রণে যত মহীপাল॥
জয়২ শব্দে বাদ্য বাজে কোলাহল।
কুরুক্ষেত্রে উত্তরিল পাণ্ডবের দল॥
পূর্ব্বমুখ করি দাণ্ডাইল সেনাগণ।
যুধিষ্ঠির মহারাজ হরষিত মন॥
দুঃশাসনে ডাকিয়া বলিল দুর্য্যোধন।
যুদ্ধ করিবারে কর সৈন্যের সাজন॥
সাজ২ বলে রাজা বিলম্ব না সহে।
মারিব পাণ্ডবগণে আনন্দেতে কহে॥
দুঃশাসন বীর দিল কটকে ঘোষণা।
সাজ২ বলি ধ্বনি করে সর্ব্ব জনা॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামা বীর।
ভূরিশ্রবা সোমদত্ত প্রফুল্ল শরীর॥
বাহ্লীক শকুনি কৃতবর্ম্মা নরপতি।
ভগদত্ত শল্যরাজ মদ্রঅধিপতি॥
বিন্দ আর অনুবিন্দ কর্ণ মহাবল।
শত ভাই কলিঙ্গ বিখ্যাত ভূমণ্ডল॥
শ্বেত ছত্র পতাকা শোভিত সারি২।
শত ভাই সহ সাজে কুরুঅধিকারী॥
ছত্রধর চলে ষাটি সহস্র ভূপতি।
একৈক রাজার শত সহস্রেক হাতী॥
একৈক হাতির সহ ঘোড়া শত শত।
শতেক ধানুকী এক ঘোড়াঅনুগত॥

একৈক ধানুকি সাতে দশ দশ ঢালী।
চরণে নূপুর শব্দে কর্ণে লাগে তালী ॥
গজ বাজি রথধ্বজ পতাকা প্রচুর।
কুরুসৈন্য সাজ দেখি কম্পে তিন পুর ॥
কৌরবের সৈন্যগণ মহাপরাক্রম।
অস্ত্রে শস্ত্রে বিশারদ বিপক্ষেতে যম ॥
শঙ্খ ভেরী বাদ্য বাজে মহাকোলাহল।
ঢাক ঢোল শব্দ যেন সমুদ্র কল্লোল ॥
মহাআনন্দিত মন যত কুরুগণ।
যুদ্ধ হেতু সর্ব্ব জন করিল সাজন ॥
আচম্বিতে বায়ু বহে মহাশব্দ শুনি।
গিরিতে চাপিয়া যেন আইসে মেদিনী ॥
অকস্মাৎ মেঘ যেন বরিষে রুধির।
বিনা ঝড়ে খসি পড়ে দেউল প্রাচীর ॥
গর্দ্দভ প্রসবে গবী কুক্কুর শৃগাল।
ময়ূরে প্রসবে কাক ইন্দুরে বিড়াল ॥
নিরুৎসাহ অশ্বগণ কাঁপে ঘনে ঘন।
যত অমঙ্গল হয় না যায় বর্ণন ॥
ত্রিপদ দেখি যে পশু নাহি চারি পাদ।
পেচা দুই মস্তক করয়ে ঘোর নাদ ॥
দণ্ড হস্তে শিশু সব যুঝে পরস্পর।
মহাঘোর রণ শব্দ গগণউপর ॥
অন্য বৃক্ষে অন্য ফল অদ্ভুত কথন।
ক্ষণে২ পৃথিবী কম্পয়ে ঘনে ঘন ॥
বিদুর দেখিয়া ইহা বিস্ময় মানিল।
ধৃতরাষ্ট্রস্থানে গিয়া সব নিবেদিল ॥
শুনিয়া আকুল হৈল অন্ধ নরপতি।
নিরুৎসাহ হয়ে রাজা বসিলেন ক্ষিতি ॥
কুরুকুল ধ্বংসহেতু জানিয়া তখন।
আইলেন তথা সত্যবতীর নন্দন ॥
দেখি সভাজন সভে পাদ্য অর্ঘ্য দিল।
চরণ বন্দিয়া অন্ধ স্তবন করিল ॥
ধৃতরাষ্ট্র কহে শুন মুনি মহাশয়।
কারো বাক্য না শুনিল আমার তনয় ॥
যুদ্ধআয়োজন করে দুষ্টমন্ত্রণায়।
অমঙ্গল দেখি ভয় জন্মিল তাহায় ॥
ব্যাসদেব বলেন শুনহ মহাশয়।
কুরুকুলক্ষয় হবে জানিহ নিশ্চয় ॥
কর্ম্মঅনুসারে জীব ভ্রময়ে সংসারে।
দৈবে যাহা করে তাহা কে খণ্ডিতে পারে ॥
পৃথিবীর যত ক্ষত্র একত্র হইল।
এই যুদ্ধে সর্ব্ব জন নিশ্চয় মজিল ॥
ক্ষত্রবংশধ্বংসহেতু হৈল আয়োজন।
বৃথা শোক কর কেন তুমি বিচক্ষণ ॥
পুত্র সব তোমার যতেক নৃপচয়।
পরস্পর যুদ্ধ করি সবে হবে ক্ষয় ॥
যুদ্ধ দেখিবারে যদি বাঞ্ছা থাকে মনে।
দিব্য চক্ষু দিয়া যাই দেখহ নয়নে ॥
প্রণমিয়া ধৃতরাষ্ট্র সকরুণে কহে।
পুত্রবধ জ্ঞাতিবধ প্রাণে নাহি সহে ॥
তোমার প্রসাদে আমি শুনিব শ্রবণে।
এত বলি ধৃতরাষ্ট্র পড়িল চরণে ॥
ক্ষণেক চিন্তিয়া তবে ব্যাস তপোধন।
রাজারে বলেন শুন আমার বচন ॥
দিব্য চক্ষে সঞ্জয় দেখিবে ত্রিভুবন।
রাত্রি দিন তোমারে কহিবে বিবরণ ॥
ইহাতে শুনিবা যত যুদ্ধের কারণ।
গৃহে বসি সর্ব্ব বার্ত্তা পাইবা রাজন ॥
যত অলক্ষণ এই দেখ মহাশয়।
দিবসেতে নক্ষত্রের হতেছে উদয় ॥
উদয়াস্ত প্রায় সূর্য্য গগণে বেষ্টিত।
বিনা মেঘে বরিষয়ে সঘনে শোণিত ॥
অগ্নিবর্ণ প্রায় দেখি সঘন আকাশ।
দিবসেতে ধূমকেতু হয়েছে প্রকাশ ॥
প্রতি স্রোত বহে নদী শোণিত সহিতে।
নির্ঘাত উল্কাপাত পড়ে পৃথিবীতে ॥
পর্ব্বতশিখর খসে সাগর উথলে।
মহাবৃক্ষ ভাঙ্গিয়া পড়িছে স্থলে স্থলে ॥
এই সব অলক্ষণ শুনহ রাজন।
বংশনাশ হইবার এই সে কারণ ॥
এতেক বচন মুনি অন্ধেরে কহিয়া।
নিজ স্থানে গেলেন সঞ্জয়ে আজ্ঞা দিয়া ॥
ব্যাকুল হইয়া অন্ধ ভাবে মনে মন।
সৈন্যের সাজন করে রাজা দুর্য্যোধন ॥
দ্রোণাচার্য্য কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামা রথী।
দুঃশাসন কর্ণআদি যত যোদ্ধাপতি ॥
পিতামহস্থানে সবে করিল গমন।
সেনাপতিরূপে ভীষ্মে করিল বরণ ॥
ভীষ্মে সেনাপতি করি রাজা দুর্য্যোধন।
জিনিব পাণ্ডবগণে আনন্দিত মন ॥
তবে ভীষ্ম কহিলেন চাহি সর্ব্ব জনে।
অন্যায় করিয়া যুদ্ধ না করি কখনে ॥
অস্ত্রহীনে কদাচিত না করি প্রহার।
শরণাগতেরে নাহি করিব সংহার ॥

এক সহ যুদ্ধ করি না মারিব আনে।
ত্রাসিত জনেরে না মারিব কদাচনে ॥
শঙ্খ ভেরী বহে অস্ত্র যোগায় যে জন।
তাহারে না মারি দূতে না করি নিধন ॥
রথী রথী যুদ্ধ হবে পদাতি পদাতি।
গজে গজে অশ্বে অশ্বে এই যুদ্ধ নীতি ॥
সমানে সমানে যুদ্ধ না মারিবা হীনে।
আমার নিয়ম এই শুন সর্ব্ব জনে ॥
ধর্ম্ম নিরূপণ করি করে শঙ্খ ধ্বনি।
নানা বাদ্য বাজে কিছু কর্ণে নাহি শুনি ॥
বাদ্য কোলাহলে সবে হরষিত মন।
সৈন্য কোলাহল শুনি কাঁপে দেবগণ ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী চলিল সমরে।
ভীষ্ম তাহে সেনাপতি দুর্জ্জয় সংসারে ॥
মার্গশীর্ষ মাসে কৃষ্ণা পঞ্চমী যে তিথি।
মঘানামে নক্ষত্রে সাজিল নরপতি ॥
সাজিয়া সকল সৈন্য কৌরব প্রচণ্ড।
কুরুক্ষেত্রে রহিল যুড়িয়া পূর্ব্ব খণ্ড ॥
পাণ্ডববাহিনী সব বিষ্ণুপরায়ণ।
পূর্ব্বমুখে দাণ্ডাইল যুদ্ধের কারণ ॥
পশ্চিমমুখেতে রাজা কৌরব প্রধান।
মহাবল পরাক্রম জগতে ব্যাখ্যান ॥
সর্ব্ব সৈন্য আগে ভীষ্ম শান্তনুনন্দন।
দিব্য রথে আরোহণ হাতে শরাসন ॥
যুধিষ্ঠির ভূপতির বিস্ময় হইল।
ভীষ্মে সেনাপতি দেখি ভয় উপজিল ॥
লাগিলেন কহিতে কৃষ্ণেরে ধর্ম্মরাজ।
ভীষ্ম সহ কে যুঝিবে সংসারের মাঝ ॥
যার যুদ্ধে ভৃগুরাম পায় পরাজয়।
তার সহ কে যুঝিবে কহ মহাশয় ॥
দ্রোণাচার্য্য মহাবীর বিখ্যাত জগতে।
কোন বীর যুঝিবেক তাহার সহিতে ॥
অর্জ্জুন কহেন রাজা কর অবধান।
সংসারের ধাতা কর্ত্তা যেই ভগবান ॥
হেন জন হইলেন আমার সারথি।
ত্রিভুবনে কারে ভয় কর মহামতি ॥
নিরর্থক চিন্তা রাজা কর কি কারণ।
সর্ব্বত্র বিজয়কর্ত্তা যেই নারায়ণ ॥
হেন জন সহায়েতে ভয় কি কারণ।
নিশ্চয় হইবে জয় স্থির কর মন ॥
তবে রাজা যুধিষ্ঠির হৃদয়ে ভাবিয়া।
পদব্রজে চলিলেন রথ বিসর্জ্জিয়া ॥

পদব্রজে যান রাজা কুরুসৈন্যমাঝ।
দেখিয়া বিস্ময় মানে নৃপতিসমাজ ॥
দেখি ভীমার্জ্জুনের হইল মহারোষ।
কৃষ্ণেরে কহেন দোঁহে মনে অসন্তোষ ॥
বিপক্ষগণের মধ্যে যান একেশ্বর।
কোন বুদ্ধি করিলেন ধর্ম্ম নৃপবর ॥
পূর্ব্বে এই বুদ্ধিতে হারিয়া রাজ্য ধন।
বনবাস দুঃখ ভোগিলাম সর্ব্ব জন ॥
সেই বুদ্ধি আজি বুঝি উদয় হইল।
নতুবা ইহাতে কেন প্রবৃত্তি জন্মিল ॥
শ্রীহরি কহেন ইথে কিছু নাহি ডর।
সত্ত্ব গুণ ধর্ম্মপুত্র না জানেন পর ॥
নিজ দল পর দল সকলি সমান।
সে কারণে একেশ্বর করেন প্রয়াণ ॥
মনেতে সুযুক্তি তাহা করিয়া বিচার।
গমন করেন রাজা কর্ম্মঅনুসার ॥
মহারাজ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের নন্দন।
বন্দিলেন ভীষ্ম দ্রোণ কৃপের চরণ ॥
তুষ্ট হয়ে তিন জন আশীর্ব্বাদ করে।
রণজয়ী হও আর সংহার শত্রুরে ॥
তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক সত্বর।
তুষ্ট হয়ে তিন বীর দিল এই বর ॥
ধর্ম্মরাজ বলেন যে আজ্ঞা হৈল মোরে।
এ বাক্য অলঙ্ঘ্য সদা জানিবে সংসারে ॥
নিজ পরাক্রম আমি কিছু নাহি জানি।
কিন্তু আশীর্ব্বাদে জয় হইবে আপনি ॥
এই মাত্র ভরোসা হইল মম চিতে।
অবশ্য হইবে জয় সন্দেহ না ইতে ॥
পূর্ব্ব কথা নিবেদন চরণে তোমার।
করিল কপট পাশা বিখ্যাত সংসার ॥
কপট করিয়া সব রাজ্য ধন নিল।
দ্বাদশ বৎসর বনবাস আমা দিল ॥
সংবৎসর অজ্ঞাত বসিনু মহাশয়।
এত ক্লেশ পেয়ে পুনঃ হইল উদয় ॥
রাজ্যের বিভাগ নাহি দিল দুর্য্যোধন।
পঞ্চ গ্রাম না দিল করিল যুদ্ধ পণ ॥
সেই অনুক্রমে যুদ্ধ আয়োজন করে।
অসম্ভব্য দেখি আমি ভাবিত অন্তরে ॥
মহাবল পিতামহ বিদিত সংসারে।
দেবাসুর যাহার নামেতে সদা ডরে ॥
গুরু দ্রোণাচার্য্য নামে কাঁপে তিন পুর।
সশস্ত্র থাকিলে যারে নারে দেবাসুর ॥

কৌরব পাণ্ডব সম তোমাসভাকার।
পক্ষাপক্ষ দেখি ভয় জন্মিল আমার ॥
কোন বীর যুঝিবেক তোমাসভা সাতে।
মম ভাগ্যে রাজ্য নাই জানিলাম এতে ॥
কিন্তু তোমা সভাকার আশীর্ব্বাদ মূল।
অবশ্য পাইব এই যুদ্ধার্ণবে কূল ॥
যুধিষ্ঠির বচনে হইয়া তুষ্ট মন।
ধন্যবাদপূর্ব্বক কহেন তিন জন ॥
সাধু ধর্ম্মপুত্র তুমি ধর্ম্ম অবতার।
তোমার ধর্ম্মেতে ধন্য হইল সংসার ॥
যেখানেতে ধর্ম্ম তথা কৃষ্ণ মহাশয়।
যথা কৃষ্ণ তথা জয় জানিহ নিশ্চয় ॥
ধর্ম্মবলে রাজ্য ভোগ শাস্ত্রে হেন কয়।
ধর্ম্মেতে থাকিলে তার সর্ব্বত্রতে জয় ॥
শত দ্রোণ শত ভীষ্ম আইসে সুরপতি।
তথাপি ধর্ম্মেতে জয় শুন নরপতি ॥
যাহার সহায় হরি ত্রিলোকের নাথ।
কাহার ক্ষমতা তারে করিতে নিপাত ॥
তথাহৈতে নিবর্ত্তিয়া ধর্ম্মের কুমার।
নিজ দলে করেন আনন্দে আগুসার ॥
ডাকিয়া বলেন রাজা শুনহ বচন।
এ সৈন্যের মধ্যে যেই ইচ্ছয়ে জীবন ॥
শ্রীকৃষ্ণ চরণে গিয়া লউক আশ্রয়।
কোন স্থানে কোন কালে নাহি তার ভয় ॥
শুনিয়া যুযুৎসু নিজ সৈন্যগণ লয়ে।
ধর্ম্মআগে কহে বীর কৃতাঞ্জলি হয়ে ॥
নিবেদন করি শুন ধর্ম্মঅধিকারি।
শরণ লইনু মোরে দেখাও মুরারি ॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা যুযুৎসুকে লয়ে।
কহিলেন গোবিন্দেরে বিনয় করিয়া ॥
যেন আমা পঞ্চ জনে স্নেহ কর হরি।
ততোধিক যুযুৎসুরে রাখ দয়া করি ॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন রাজা স্থির কর মন।
সাবধান হও তুমি উপস্থিত রণ ॥
যুযুৎসু চলিল যদি ধর্ম্মরাজ সাত।
বার্ত্তা শুনি বিষাদিত হৈল কুরুনাথ ॥
রথেহইতে নামি শীঘ্র অশ্বে আরোহিল।
ভীষ্মের নিকটে গিয়া সব নিবেদিল ॥
কি মন্ত্রণা করিয়া আইল ধর্ম্মরাজ।
যুযুৎসুকে লয়ে গেল নিজ সৈন্যমাঝ ॥
লক্ষ সেনা লয়ে গেল উপস্থিত রণে।
ইহার বিচার কেন না কর আপনে ॥
শুনি ভীষ্ম রাজারে কহিল বিবরণ।
আমা বন্দিবারে আইল ধর্ম্মের নন্দন ॥
ধর্ম্ম ডাক ধর্ম্মরাজ সৈন্যমধ্যে দিল।
প্রাণেতে কাতর হয়ে শরণ পশিল ॥
তাহার কারণ শোচ না কর রাজন।
সাবধান হও রাজা উপস্থিত রণ ॥
মম পরাক্রম রাজা জান ভাল মতে।
সুরাসুর আইসে যদি সমর করিতে ॥
আপন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কভু না করিব।
হরির প্রতিজ্ঞা নাশি প্রতিজ্ঞা রাখিব ॥
শুনিয়া হইল হৃষ্ট গান্ধারীতনয়।
পিতামহে জিজ্ঞাসিল করিয়া বিনয় ॥
এই যে উভয় সৈন্য একত্র মিলিল।
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী গণিত হইল ॥
হেন কেহ ধনুর্দ্ধর আছে এ সংসারে।
এক রথে এই সৈন্য পারে জিনিবারে ॥
ভীষ্ম বলে আমি যদি যুদ্ধে দেই মন।
একদিনে দুই সৈন্য করি নিপাতন ॥
দ্রোণাচার্য্য যদ্যপি ধরেন ধনুর্ব্বাণ।
তিন দিনে দুই দল করেন সমাধান ॥
কর্ণ যদি প্রাণপণে করয়ে সমর।
পাঁচ দিনে দুই সৈন্য লয় যমঘর ॥
দ্রোণপুত্র যদ্যপি সংগ্রামে দেন মন।
তিন দণ্ডে দুই দলে নাশে সর্ব্বজন ॥
যদ্যপি করয়ে মন ইন্দ্রের কুমার।
না লাগে নিমিষ করে সভার সংহার ॥
শুনি দুর্য্যোধন রাজা বিস্ময় মানিল।
পুনরপি পিতামহে কহিতে লাগিল ॥
এমত অর্জ্জুন যদি জান মহাশয়।
কি প্রকারে হইবেক তাহার বিজয় ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

### অথ ভীষ্মদেবের দশ দিন যুদ্ধ করার প্রতিজ্ঞা এবং অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যোগ কথন।

ভীষ্ম কহিলেন শুন কৌরবঈশ্বর।
দশ দিন ভার মম হইল সমর ॥
নিজ সৈন্য রক্ষা করি অন্যকে নাশিব।
রথি দশ সহস্রকে সংগ্রামে মারিব ॥

অর্জ্জুন সহিত যুদ্ধ শ্রীহরি সাক্ষাৎ।
রথি দশ সহস্রকে করিব নিপাত॥
শুনি দুর্য্যোধন হয়ে হরষিত মন।
নিজরথে সৈন্যসাতে করে আরোহণ॥
দুই দলে যোদ্ধাগণ করে সিংহনাদ।
ঢাক ঢোল শঙ্খ বাজে জয়২ বাদ॥
পাঞ্চজন্য নামে শঙ্খ ভয়ানক ধ্বনি।
দুই করে ধরি কৃষ্ণ বাজান আপনি॥
দেবদত্ত শঙ্খ বাজায়েন ধনঞ্জয়।
পৌণ্ড্র শঙ্খ বাজায়েন ভীম মহাশয়॥
ভূপতি বাজান শঙ্খ অনন্তবিজয়।
মণিপুষ্প সহদেব নিনাদ করয়॥
বাজায় সুঘোষ শঙ্খ নকুল প্রচণ্ড।
শুনিয়া বিপক্ষ পক্ষ হয় লণ্ডভণ্ড॥
দুই বলে কোলাহল হইল তুমুল।
দশ দিক যুড়ি শব্দ জন্মিল অতুল॥
ধনুর্ব্বাণ ধরিয়া বলেন ধনঞ্জয়।
নিবেদন শুনহ গোবিন্দ মহাশয়॥
দুই দলমধ্যে রথ রাখহ ক্ষণেক।
যতেক বিপক্ষ গণে দেখিব প্রত্যেক॥
কাহার সহিত রণ হইবে প্রথম।
কাহে কাহে যুদ্ধ হবে কেবা কার সম॥
দুই দল মধ্যে রথ রাখিলেন হরি।
একে একে ধনঞ্জয় দেখেন বিচারি॥
সর্ব্বঅগ্রে পিতামহ আচার্য্য মাতুল।
ভ্রাতৃ পুত্র পৌত্র দেখিলেন সমতুল॥
বন্ধু সব দেখিয়া বিষণ্ণ হৈল মন।
পার্থের অবশ অঙ্গ মলিন বদন॥
শরীর রোমাঞ্চযুক্ত কাঁপে ঘনেঘন।
হাতেহৈতে খসিয়া পড়িল শরাসন॥
সকরুণ কৃষ্ণেরে কহেন ধনঞ্জয়।
নিজ পরিবারবধ উচিত না হয়॥
দেখিলাম যত বন্ধু অমাত্য সকল।
ইহা সভা মারি রণে নাহি কোনফল॥
বিফল জীবন মম বাঁচি কোন সুখ।
গুরু বন্ধু মারিয়া দেখিব কার মুখ॥
রাজ্যে কার্য্য নাহি মম জীবন অসার।
কাহার নিমিত্তে করি বংশের সংহার॥
গোত্র বধে মহাপাপ হইবে নিশ্চয়।
রাজ্যলোভে কোন হেতু পাপের সঞ্চয়॥
রাজ্যে কার্য্য নাহি মম বনবাসে যাব।
জ্ঞাতিনাশ বন্ধুনাশ সহিতে নারিব॥

এত বলি অর্জ্জুন ত্যজিয়া ধনুঃশর।
বিমুখ হইয়া বসিলেন রথোপর॥
কৃষ্ণ তাঁরে প্রবোধিয়া বলেন বচন।
কি কারণে ক্ষত্রধর্ম্ম কর বিসর্জন॥
অহঙ্কার করিয়া আইলা যুদ্ধ স্থান।
সম্মুখ সংগ্রামে কেন ছাড় ধনুর্ব্বাণ॥
জ্ঞাতিবধ পাপ যদি ভাব ধনঞ্জয়।
কৌরব কহিবে পার্থ হইল সভয়॥
কে কারে মারিতে পারে কেবা কার অরি।
সভারে সংহারি আমি আমি সব করি॥
কর্ম্মঅনুসারে লোক করে গতাগত।
যাহার যেমত কর্ম্ম পায় সেই পথ॥
যেন বাল্য যৌবন বার্দ্ধক উপস্থান।
তেমন জানিহ তুমি সকল সমান॥
জীর্ণবস্ত্র ত্যজি যথা নব্য বস্ত্র পরে।
তথা এক তনু ছাড়ি অন্যেতে সঞ্চারে॥
শরীরবিনাশ হয় নহে জীবনাশ।
শুন কহি ধনঞ্জয় করিয়া প্রকাশ॥
যত সব বস্তু দেখ চতুর্দ্দশ লোকে।
সকল আমার মূর্ত্তি জানাই তোমাকে॥
সকল বৃক্ষের মধ্যে আমি যে অশ্বত্থ।
নদীমধ্যে সুরনদী আমি জান তথ্য॥
ঋষিমধ্যে আমি যে নারদ মহাশয়।
মুনিমধ্যে কপিল আমার মূর্ত্তি হয়॥
গজমধ্যে ঐরাবত অশ্বে উচ্চৈঃশ্রবা।
নরমধ্যে নরপতি আমারে জানিবা॥
দেবমধ্যে দেবরাজ রুদ্রেতে কপালী।
গন্ধর্ব্বেতে চিত্ররথ দানবেতে বলী॥
নাগেতে অনন্ত নাগ আমারে জানিবা।
গ্রহমধ্যে দিনকর আমাকে মানিবা॥
তেজোমধ্যে বৈশ্বানর আমার বিভূতি।
পাণ্ডবের মধ্যে আমি তুমি মহামতি॥
বর্ণমধ্যে দ্বিজ পর্ব্বতেতে হিমালয়।
ইত্যাদি অনন্ত আমি কুন্তীর তনয়॥
পৃথিবীর মধ্যে লোক যতেক জন্ময়।
আপনার কর্ম্মফলে সব হয় ক্ষয়॥
কর্ম্ম ফলে যাতায়াত করে সব জন।
যাহার যেমন কর্ম্ম পায় সে তেমন॥
কৃষ্ণার্জ্জুনে যোগ কথা অনেক হইল।
বাহুল্য কারণ সব নাহি লিখা গেল॥
নানাবিধ যোগ কৃষ্ণ কহেন অর্জ্জুনে।
না হইল প্রবোধ তথাপি তাঁর মনে॥

তবে কৃষ্ণ কহিলেন শুন ধনঞ্জয়।
মৃত সব সৈন্য এই জানহ নিশ্চয়॥
সব্যসাচি হও হে নিমিত্তমাত্র তুমি।
সব সৈন্য দেখ বধ করিয়াছি আমি॥
অর্জ্জুন বলেন প্রভু তবে সত্য জানি।
আপন নয়নে যদি দেখি চক্রপাণি॥
শ্রীকৃষ্ণ দিলেন দিব্য চক্ষু অর্জ্জুনেরে।
অর্জ্জুন দেখেন বিশ্ব কৃষ্ণের শরীরে॥
মেঘ বর্ষ শীর্ষ তাঁর পরশে আকাশ।
রবি শশী দুই চক্ষু অতি সুপ্রকাশ॥
মুখ তাঁর বৈশ্বানর তারাগণ দন্ত।
আশ্চর্য্য দেখেন পার্থ নাহি পান অন্ত॥
ইন্দ্র দেবরাজ বাহু ব্রাহ্মণ হৃদয়।
নাভি সিন্ধুসম তাঁর পৃষ্ঠে বসুময়॥
দশ দিক জঙ্ঘা তাঁর পাতাল চরণ।
শৈলগণ তাঁর অস্থি রোম তরুগণ॥
মাংসরূপ ধরণি দেখেন ধনঞ্জয়।
দেখিয়া বিরাটরূপ মানেন বিস্ময়॥
করিলেন নারায়ণ বদন বিস্তার।
তাহাতে দেখেন পার্থ অখিল সংসার॥
সর্ব্ব সৈন্য মৃত তাহে দেখি ধনঞ্জয়।
লজ্জাভয় বিস্ময় হইল অতিশয়॥
স্তব করিলেন শেষে বিনয় করিয়া।
আপন বৃত্তান্ত কৃষ্ণ কহ বিবরিয়া॥
ত্রিদশের নাথ যিনি ব্যাপক সংসার।
না পারি চিনিতে তাঁরে আমি পাপাচার॥
ব্রহ্মাআদি দেব যার না পাইল সীমা।
আমি মূঢ় নর জাতি কি জানি মহিমা॥
কহেন গোবিন্দ তাঁরে করিয়া সান্ত্বন।
প্রকাশিত কর চক্ষু ত্রাস কি কারণ॥
চক্ষু মেলি ধনঞ্জয় সখারূপ দেখি।
নিলেন ধনুক করে পরম কৌতুকী॥
প্রবোধ পাইয়া পার্থ রণে দেন মন।
ধনুর্ব্বাণ লইয়া বৈসেন সেই ক্ষণ॥
তবে কৃষ্ণ কর্ণে দেখি বলেন সাদরে।
ভীষ্ম দেখি সেনাপতি তোমা না আদরে॥
এমত অবজ্ঞা কি তোমার প্রাণে সহে।
উপেক্ষিল তোমারে এ ক্ষত্রধর্ম্ম নহে॥
পাণ্ডবের দলে আইস বুঝি নিজ হিত।
পাণ্ডবে অবশ্য তোমা করিবে পূজিত॥
কৃষ্ণের বচন শুনি বলে বৈকর্ত্তন।
দুর্য্যোধনকার্য্যে আমি করি প্রাণপণ॥
গোবিন্দ যাবৎ কণ্ঠে রহিবে জীবন।
দুর্য্যোধনে না ছাড়িব আমি কদাচন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরামদাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

### অথ প্রথম দিনের যুদ্ধারম্ভ।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জনমেজয়।
সৈন্য কোলাহল যেন সমুদ্র প্রলয়॥
দুই দলে শঙ্খনাদ সিংহনাদ ধ্বনি।
আগু হইলেক যত রথি নৃপমণি॥
অর্জ্জুনেরে বলিলেন দেব নারায়ণ।
ভীষ্মের সহিতে তুমি কর আজি রণ॥
তবে ভীষ্ম মহাবীর শান্তনুনন্দন।
অর্জ্জুনসম্মুখে আইল করিবারে রণ॥
পিতামহে প্রণাম করেন ধনঞ্জয়।
কল্যাণ করেন ভীষ্ম বলি হউক জয়॥
রণসজ্জাভূষিত দেখিয়া ভীষ্ম বীরে।
বিজয় বিনয়ে তাঁরে জিজ্ঞাসেন ধীরে॥
কোন হেতু যুদ্ধসজ্জা দেখি মহাশয়।
তোমার সমান কুরু পাণ্ডুর তনয়॥
দুর্য্যোধন সাহায্য করিতে গেল মন।
তুমি যুদ্ধ করিলে না করি নিবারণ॥
ভীষ্ম বলিলেন পার্থ কহিলা প্রমাণ।
ক্ষত্রধর্ম্ম আছে হেন না করিব আন॥
গোবিন্দেরে বলিলেন শান্তনুনন্দন।
সারথি হইলা প্রভু ভক্তের কারণ॥
সাধু পাণ্ডু সাধু কুন্তী পুত্র জন্মাইল।
ত্রিদশঈশ্বর যার সারথি হইল॥
এতেক বলিয়া ভীষ্ম লয়ে ধনুঃশর।
দুই বাণ মারিলেন অর্জ্জুনউপর॥
গাণ্ডীব লইয়া করে বীর ধনঞ্জয়।
গাঙ্গেয়ের বাণ কাটি করিলেন ক্ষয়॥
পুন ভীষ্ম দশ অস্ত্র করিল সন্ধান।
সেহ অস্ত্র কাটিলেন ইন্দ্রের সন্তান॥
দুই জনে মহাযুদ্ধ হইল প্রলয়।
দোঁহে অস্ত্র নিবারেন সমরে দুর্জ্জয়॥
ভীমসেন সহ যুঝে রাজা দুর্য্যোধন।
দোঁহে মহাবীর্য্যবন্ত মহাপরাক্রম॥
সাত্যকিসহিত কৃতবর্ম্মা করেরণ।
সোমদত্ত সহ যুঝে বিরাটনন্দন॥

দ্রোণে ধৃষ্টদ্যুম্নে যুদ্ধ অতিঘোরতর।
কাশিরাজ সহ কৃপাচার্য্যের সমর॥
ভগদত্ত সহ যুঝে পঞ্চাল রাজন।
বিরাটের সহ ভূরিশ্রবা করে রণ॥
শশিবিন্দ সহ যুঝে শিখণ্ডী দুর্জয়।
অলম্বুষ সহ যুঝে ভীমের তনয়॥
অভিমন্যু কর্ণে বাধে অতিমহারণ।
দোঁহে মহাধনুর্দ্ধর মহাপরাক্রম॥
সহদেব দুর্ম্মুখে হইল বড় রণ।
আকাশ যুড়িয়া করে বাণ বরিষণ॥
দুঃশাসন নকুলে হইল ঘোর রণ।
বরিষার মেঘ যেন বরিষে সঘন॥
লজ্জা পায় দুঃশাসন নকুলের রণে।
ধ্বজ ছত্র কাটা গেল দেখে সর্ব্বজনে॥
মদ্রুরাজ সহিত যুঝেন যুধিষ্ঠির।
দোঁহে বড় বীর্য্যবন্ত রণে অতিস্থির॥
শকুনি সহিত রণ করে চেকিতান।
শূরসেন কলিঙ্গেতে হইল সমান॥
শল্যরাজ এক বাণ করিল সন্ধান।
ধর্ম্মের হাতের ধনু করে খান২॥
ধর্ম্মরাজ অন্য ধনু ধরিলেন করে।
থাক২ বলি ব্যাপ্ত করিলেন শরে॥
অস্ত্রদ্বারা নিবারিল মদ্রুঅধিকারী।
দোঁহে সমশর কেহ জিনিতে না পারি॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ যুদ্ধ করে দ্রোণ বীর।
ধনুক কাটিয়া তাঁর ভেদিল শরীর॥
আর ধনু লয়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন করে রণ।
দুইবীরে মহাযুদ্ধ ঘোর দরশন॥
সোমদত্ত সহ যুদ্ধ ধৃষ্টকেতু করে।
অন্ধকারময় সব উভয়ের শরে॥
এক কালে ধৃষ্টকেতু নব বাণ মারে।
কবচ ভেদিয়া তার বিন্ধিল শরীরে॥
দুই বীরে মহাযুদ্ধ বাধিল তুমুল।
দেব দানবের যুদ্ধ নহে সমতুল॥
ঘটোৎকচ অলম্বুষ রাক্ষসে ধাইল।
দৈত্যেরে মারিতে যেন দেবেন্দ্র আইল॥
নব বাণ মারি তারে ঘটোৎকচ হাঁসে।
মহাবীর অলম্বুষ ধায় মহারোষে॥
অস্ত্রাঘাতে দোঁহা অঙ্গে বহিল রুধির।
করয়ে রাক্ষসী মায়া নির্ভয় শরীর॥
ইলাবন্ত সহ যুদ্ধ অশ্বত্থামা করে।
দুই জনে অস্ত্রবৃষ্টি করে নিরন্তরে॥
সিন্ধুরাজ সহ যুঝে শকুনি দুর্ম্মতি।
শতানীক সহ যুঝে বিরাটসন্ততি॥
সুদক্ষিণ সহ যুঝে সহদেবসুত।
দুই বীরে শরবৃষ্টি করেন অদ্ভুত॥
রথে রথে গজে গজে পদাতি পদাতি।
সমানে সমানে যুদ্ধ হয় ধর্ম্ম নীতি॥
আসোয়ারে আসোয়ারে ধানুকী ধানুকী।
বুঝয়ে সকল সৈন্য মনেতে কৌতুকী॥
পরিঘ পট্টিষ গদা ত্রিশূল তোমর।
মুদ্গর মুষল শেল বর্ষে নিরন্তর॥
দুই দলে নানা অস্ত্র পড়ে ঝাকে ঝাকে।
অস্ত্রে অন্ধকার কেহ না দেখে কাহাকে॥
মণিমস্ত সর্প যেন আকাশেতে ধায়।
উভয় সৈন্যের অস্ত্র সেইরূপে যায়॥
কনকরচিত নাগ আকাশে ভরিল।
যোদ্ধাগণ অস্ত্র সেইরূপ আবরিল॥
অস্ত্রবৃষ্টি দেখি কম্পমান দেবগণ।
পড়িল যতেক সৈন্য কে করে গণন॥
কর্দম হইল রক্তে নদী স্রোত বয়।
সাগর উথলে যেন প্রলয় সময়॥
তবে অভিমন্যুবীর অর্জ্জুননন্দন।
সৈন্যের উপরে করে বাণবরিষণ॥
কাটিয়া অনেক সৈন্য পাড়ে চারি ভিতে।
চঞ্চল হইল সব কৌরবসৈন্যেতে॥
দেখিয়া রুষিল ভীষ্ম কুরু সেনাপতি।
কৃপ শল্য বিবিংশতি দুর্ম্মুখ সংহতি॥
চোখ শর মারি কাটি পাড়ে বহুবীর।
বাণাঘাতে পাণ্ডুসৈন্য করিল অস্থির॥
অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যু মহাবীর।
ধনুক ধরিয়া হাতে নির্ভয় শরীর॥
শল্যরাজ রথধ্বজ কাটে এক বাণে।
তিন বাণে কৃপের কাটিল শরাসনে॥
নয় বাণ বিন্ধিলেক দোঁহার শরীরে।
এক বাণে বিন্ধিলেক কৃতবর্ম্মা বীরে॥
পঞ্চ গোটা বাণ বিবিংশতিরে মারিল।
এক বাণে দুর্ম্মুখের কবচ ভেদিল॥
রথধ্বজ কাটে সব মারি তীক্ষ্ণ শর।
অশ্বসহ সারথিরে নিল যমঘর॥
কৃতবর্ম্মা কৃপ শল্য বরিষয়ে শর।
জলধর বর্ষে যেন পর্ব্বতউপর॥
নিবারয়ে অভিমন্যু নির্ভয়শরীর।
ধনঞ্জয় সদৃশ সমরে বড় ধীর॥

শরবৃষ্টি নিবারিয়া করে সিংহনাদ।
দেখি সব রথিগণ পাইল বিষাদ ॥
ভীষ্মকে মারিতে যত্ন অভিমন্যু করে।
নিবারয়ে ভীষ্মবীর হাতে ধনুঃশরে ॥
কাটিয়া ভীষ্মের ধ্বজ ভূমিতে পাড়িল।
সৈন্যমধ্যে দেবগণ তাহে প্রশংসিল ॥
ক্রোধে ভীষ্ম দিব্য অস্ত্র সন্ধান পূরিল।
অভিমন্যুরথধ্বজ সারথি কাটিল ॥
দিব্য অস্ত্র নিল ভীষ্ম সমরে দুর্জয়।
বিন্ধিয়া জর্জর করে অর্জ্জুনতনয় ॥
তবে মহারথিসব লয়ে অস্ত্রগণ।
অভিমন্যু রক্ষাহেতু ধায় সর্ব্বজন ॥
ভীষ্মের উপরে করে বাণ বরিষণ।
নিবারয়ে সব অস্ত্র গঙ্গার নন্দন ॥
সব অস্ত্র নিবারিয়া সভারে বিন্ধিল।
পাণ্ডবের সেনাগণে জর্জর করিল ॥
ব্যাকুল পাণ্ডবসৈন্য রণে নহে স্থির।
দেখি রুষিলেন ধনঞ্জয় মহাবীর ॥
যেন দুই অগ্নি আসি একত্র মিলিল।
ভীষ্ম অর্জ্জুনেতে মিশামিশি যুদ্ধ হইল ॥
ক্রোধে অগ্নিবাণ নিল গঙ্গার নন্দন।
বরুণ অস্ত্রেতে পার্থ করেন বারণ ॥
হেনমতে দুই জনে মহাযুদ্ধ হইল।
বাহুল্য হেতুক তাহা লেখা নাহি গেল ॥
অতিক্রোধে মহাবীর গঙ্গার নন্দন।
পরশুরামের অস্ত্র করিল ক্ষেপণ ॥
তিন লোক কম্পমান দেখি অস্ত্রবর।
দশ দিক অন্ধকার কাঁপে চরাচর ॥
দেখি হইলেন ব্যস্ত প্রভু নারায়ণ।
অর্জ্জুনেরে বলিলেন কোমল বচন ॥
নিবারণ কর অস্ত্র হইল প্রলয়।
নহে সব সৈন্য আজি মজিল নিশ্চয় ॥
শুনি পার্থ ইন্দ্র অস্ত্র পূরিয়া সন্ধান।
অর্দ্ধপথে কাটি করিলেন খান খান ॥
আকাশেতে প্রশংসা করিল দেবগণ।
সাধু মহাবীর পার্থ ইন্দ্রের নন্দন ॥
তবে পার্থ দিব্য অস্ত্র করেন সন্ধান।
বাণে নিবারিল তাহা শান্তনুসন্তান ॥
দুই জন দিব্য শিক্ষা মহাপরাক্রম।
কেহ কারে জিনিতে না পারে করি শ্রম ॥
দোঁহাকার ছিদ্র দোঁহে খুজিয়া বেড়ায়।
না পায় সন্ধান দোঁহে সমরে দুর্জয় ॥
হেন কালে ভীম মহাবিক্রম করিল।
অনেক কৌরব সৈন্য রণে বিনাশিল ॥
তাহা দেখি দ্রোণাচার্য্য ক্রোধাবিষ্টমন।
ভীমের উপরে করে বাণবরিষণ ॥
বাণে বাণ নিবারিল বীর বৃকোদর।
প্রলয় হইল যুদ্ধ মহাভয়ঙ্কর ॥
ধনু ছাড়ি গদা ধরি করে সিংহধ্বনি।
চাহিয়া দেখেন তাহা অর্জ্জুন আপনি ॥
এই অবসর পায়ে গঙ্গার কুমার।
রথি দশ সহস্রকে করিল সংহার ॥
রথি মারি দর্প করি জয় শঙ্খ দিল।
প্রথম দিনের যুদ্ধ সমাপ্ত হইল ॥
কৌরব পাণ্ডব গেল আপনার স্থান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

### অথ দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধারম্ভ।

শিবিরে গেলেন যুধিষ্ঠির মহাশয়।
রণবেশ ছাড়ি সভে বসিল সভায় ॥
ভীষ্ম পরাক্রম সভে বাখানে বিস্তর।
দশসহস্র মহারথি নিল যমঘর ॥
না হয় নিমিষ পূর্ণ অবসর পায়।
রাখিল প্রতিজ্ঞা নিজ গঙ্গার তনয় ॥
ধর্ম্ম বলিলেন কৃষ্ণ করি নিবেদন।
বড়ই দুষ্কর পিতামহসনে রণ ॥
মহাপরাক্রম বীর দুর্জয় সংসারে।
দেবাসুর যাহার নামেতে কাঁপে ডরে ॥
হেন বীর সহ আর কে করিবে রণ।
কিরূপে হইবে জয় কহ নারায়ণ ॥
শ্রীহরি বলেন রাজা চিন্তা নাহি মনে।
কালি সেনাপতি কর বিরাটনন্দনে ॥
অর্জ্জুন করিবে কুরুসৈন্যের সংহার।
শুনিয়া বিস্মিত অতি ধর্ম্মের কুমার ॥
শ্রীহরি বলেন রাজা করি নিবেদন।
ইহাতে বিস্ময় না করিহ কদাচন ॥
এতেক বলিয়া হরি বুঝাইয়া তাঁরে।
লাগিলেন কহিতে বিরাট নৃপতিরে ॥
কালি সেনাপতি কর শঙ্খ মহাবীরে।
কৌরবের সেনাগণ মারিবে অচিরে ॥
শুনিয়া বিরাট বড় মুদিত হইল।
কৃতাঞ্জলি করি স্তব করিতে লাগিল ॥

মম পূর্ব্বজন্ম ভাগ্য না যায় কথন।
হেন যুদ্ধে সেনাপতি আমার নন্দন॥
তবে রাজা শঙ্খে আনি অভিষেক করে।
আনন্দিত হইল পাণ্ডব নরেশ্বরে॥
করযোড় করি বলে শঙ্খ ধনুর্দ্ধর।
এক নিবেদন করি শুন গদাধর॥
অনুগ্রহে আমারে করিলা সেনাপতি।
ভীষ্ম সহ যুঝি হেন নাহিক সারথি॥
সারথিঅভাবে যুদ্ধ না হয় শোভন।
ইহার উপায় আজ্ঞা কর নারায়ণ॥
তবে কৃষ্ণ সাত্যকিরে বলেন সত্বর।
আপনি সারথি হও শুন বীরবর॥
শুনিয়া সাত্যকি বীর করিল স্বীকার।
প্রভাতে সমরে সভে করে আগুসার॥
দুই দলে বাদ্য বাজে মহাকোলাহল।
প্রলয় কালেতে যেন সমুদ্র কল্লোল॥
দুই দল মিশামিশি হইল মহারণ।
কার শক্তি আছে হেন করিতে বর্ণন॥
শ্রুতমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥
তবে ভীষ্ম মহাবীর শান্তনুনন্দন।
সেনাপতি শঙ্খে দেখি সবিস্ময় মন॥
সিংহনাদ করিয়া করিল শঙ্খধ্বনি।
ত্রিভুবন কম্পমান সেই শব্দ শুনি॥
আগে হয়ে শঙ্খবীর সিংহনাদ করে।
সন্ধান পূরিল বাণ ভীষ্মের উপরে॥
আকর্ণ টানিয়া ধনু এড়ে দশ বাণ।
অর্দ্ধপথে ভীষ্ম তাহা করে খানখান॥
যত অস্ত্র এড়ে শঙ্খ কাটে ভীষ্মবীর।
জর্জ্জর করিয়া বিন্ধে শঙ্খের শরীর॥
বাণাঘাতে বিরাটনন্দন মুর্চ্ছা গেল।
সাত্যকি লইয়া রথ পশ্চাৎ করিল॥
দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নেতে হইল ঘোর রণ।
চমকিত হইয়া নিরীখে সর্ব্বজন॥
ধনঞ্জয় মহাবীর ইন্দ্রের কুমার।
মারিয়া কৌরবসৈন্য করিল সংহার॥
রথ গজ পদাতি পড়িল সারি২।
যত মারিলেন সৈন্য কহিতে না পারি॥
মহাকোলাহল হৈল কৌরবের দলে।
প্রাণভয়ে যোদ্ধাগণ পলায় সকলে॥
দেখি দুর্য্যোধন রাজা বহু সৈন্য লৈয়া।
অর্জ্জুন সম্মুখে গেল সাহস করিয়া॥

বাণবরিষণ করে অর্জ্জুনউপর।
বরিষা কালেতে যেন বর্ষে জলধর॥
এককালে সহস্র সহস্র বীরগণ।
মুষল মুদ্গর শেল বর্ষে জনেজন॥
দেখি পার্থ দিব্য অস্ত্র যুড়িয়া কার্ম্মুকে।
নিমিষে সভার অস্ত্র নিবারেন সুখে॥
কাটিয়া সকল অস্ত্র ইন্দ্রের নন্দন।
নিজঅস্ত্রে সভারে করিলেন ঘাতন॥
অস্ত্রাঘাতে দুর্য্যোধন ব্যথিত হইয়া।
পলাইল নীচবৎ সমর ত্যজিয়া॥
ক্রোধে ধনঞ্জয় করিলেন মহামার।
সহস্র সহস্র রথী হইল সংহার॥
পলায় সকল সৈন্য রণে নহে স্থির।
সৈন্যভঙ্গ দেখিয়া রুষিল ভীষ্মবীর॥
অর্জ্জুনসম্মুখে আইল ধনুঅস্ত্র ধরি।
কহিতে লাগিল বীর অহঙ্কার করি॥
অসাক্ষাতে আমার মারিলা বহুসেনা।
সাক্ষাতে যুঝহ তবে জানি বীরপনা॥
এত বলি দিব্য অস্ত্র পূরিল সন্ধান।
অর্দ্ধপথে পার্থ করিলেন খানখান॥
পুন দিব্য অস্ত্র এড়ে গঙ্গার নন্দন।
যেন জলধর ঘন করে বরিষণ॥
অস্ত্রে অস্ত্র নিবারেন অর্জ্জুন প্রচণ্ড।
বহুসৈন্য মারিয়া করেন খণ্ডখণ্ড॥
হেনমতে যুঝে দোঁহে নাহি দিশপাশ।
না লয় নিমেষ দোঁহে না ছাড়ে নিশ্বাস॥
ভীমসেন মহাবীর অতুল প্রতাপ।
মারিয়া কৌরবসৈন্য করে একচাপ॥
ভীমের প্রতাপে আর কেহ নহে স্থির।
দেখিয়া রুষিল সূর্য্যপুত্র মহাবীর॥
অতুল প্রতাপী দোঁহে মহাপরাক্রম।
সংগ্রামে দুর্জ্জয় দোঁহে কেহ নহে কম॥
অভিমন্যু অশ্বত্থামা দোঁহে হয় রণ।
দোঁহে দোঁহা মারে অস্ত্র করি প্রাণপণ॥
শল্যরাজে দেখিয়া উত্তর বীরবর।
একবারে মারে ষাটি সহস্র তোমর॥
কুজ্ঝটীতে আচ্ছাদিল যেন হিমালয়।
তাদৃশ প্রহারে অস্ত্র বিরাটতনয়॥
বাণে বাণ নিবারয়ে মদ্রঅধিপতি।
সব অস্ত্র কাটি তার কাটিল সারথি॥
রথধ্বজ কাটে আর চারি অশ্ববর।
মুষলের ঘাতে তারে নিল যমঘর॥

পড়িল উত্তর বীর বিরাটনন্দন।
হাহাকার করে সভে যত যোদ্ধাগণ॥
পুত্রের নিধন দেখি বিরাট নৃপতি।
শল্যের সম্মুখেতে আইল শীঘ্রগতি॥
মুখামুখি দুই জন সমর হইল।
দুই বৈশ্বানর যেন একত্র মিলিল॥
দোঁহাকারে বিন্ধে দোঁহে করি প্রাণপণ।
উভয়ে সমান যোদ্ধা সমান বিক্রম॥
ঘটোৎকচ অলম্বুষে যুদ্ধে নাহি ওর।
রাক্ষসী মায়ায় করে অন্ধকার ঘোর॥
কৃপ পঞ্চালেতে যুদ্ধ অদ্ভুত কথন।
দোঁহে দোঁহা প্রতি করে বাণবরিষণ॥
দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে নিবারণ করে।
দোঁহে সমশর কেহ পরাজিতে নারে॥
হেন মতে উভয় সৈন্যেতে যুদ্ধ হয়।
লক্ষ লক্ষ সেনাপতি যায় যমালয়॥
রুষিলেক শঙ্খবীর সভার সাক্ষাত।
কৌরবের বহুসেনা করিল নিপাত॥
হইল কৌরবসৈন্যে মহাকোলাহল।
দেখিয়া ধাইল তবে দ্রোণ মহাবল॥
শঙ্খবীর প্রতি গুরু বলেন বচন।
এত অহঙ্কার তোর বিরাটনন্দন॥
নিঃসহায় পায়ে সৈন্য মারিলা অনেক।
সাক্ষাতে বুঝিব তব ক্ষমতা প্রত্যেক॥
এতেক বলিয়া গুরু পূরিল সন্ধান।
একবারে প্রহারিল দশগোটা বাণ॥
মহাবেগে আইসে শর গগণউপর।
দেখিয়া ত্রাসিত হৈল যতেক অমর॥
বাণ দেখি শঙ্খবীর সন্ধান পূরিল।
দ্রোণের যতেক শর কাটিয়া ফেলিল॥
অস্ত্র ব্যর্থ গেল গুরু ক্রোধে হুতাশন।
শঙ্খের উপরে করে বাণবরিষণ॥
বাণে বাণ নিবারয়ে শঙ্খ ধনুর্দ্ধর।
দ্রোণ রথধ্বজ কাটে মারি পঞ্চ শর॥
আকর্ণ পূরিয়া বীর করিল সন্ধান।
দ্রোণের ধনুক কাটি করে খানখান॥
চক্ষু পালটিতে গুরু আর ধনু নিল।
গুণ নাহি দিতে শঙ্খ কাটিয়া ফেলিল॥
রথের সারথি কাটে আর চারি হয়।
আর রথে চড়ে তবে দ্রোণ মহাশয়॥
শঙ্খের বিক্রম দেখি কৌরবে বিষাদ।
পাণ্ডবের সৈন্যগণ ছাড়ে সিংহনাদ॥

লজ্জা পায়ে দ্রোণাচার্য্য ক্রোধে হুতাশন।
ধনুক ধরিয়া বলে তর্জন বচন॥
শিশু হয়ে কেন তোর এত অহঙ্কার।
এই বাণে তোমারে দেখাব যমদ্বার॥
এক অস্ত্র বিনা যদি অন্য অস্ত্র মারি।
দ্রোণাচার্য্য নাম তবে ব্যর্থ আমি ধরি॥
মন্ত্রে অভিষেক করি ব্রহ্মঅস্ত্র নিল।
আকর্ণ পূরিয়া গুরু সন্ধান করিল॥
তেজোময় অগ্নিঅস্ত্র পরশে আকাশ।
দেখি সব দেবগণ পাইল তরাস॥
যত যোদ্ধাগণ দেখি করে হাহাকার।
সাত্যকি বলয়ে শুন বিরাটকুমার॥
এ অস্ত্র কাটিতে তব না হইবে শক্তি।
অর্জ্জুন নিকটে যাই এই হয় যুক্তি॥
সাত্যকির প্রতি বলে শঙ্খ ধনুর্দ্ধর।
ক্ষত্রধর্ম্ম ত্যজি কেন প্রাণেতে কাতর॥
সম্মুখ সংগ্রামে যদি হইবে নিধন।
সুরলোক প্রাপ্ত হবে না হয় খণ্ডন॥
মহাতেজে আইসে বাণ অগ্নিজ্যোতির্ম্ময়।
দেখিয়া সাত্যকি বড় মনে পাইল ভয়॥
শঙ্খেরে বলিল বাক্য লঙ্ঘন না কর।
পতঙ্গের প্রায় কেন মিছা জ্বলি মর॥
রথ লয়ে যাই চল অর্জ্জুনসাক্ষাতে।
তবে সে পাইবা রক্ষা এ মহাউৎপাতে॥
মহাক্রোধে বলে শঙ্খ বিরাটতনয়।
কি কারণে পলাইতে কহ মহাশয়॥
সেনাপতি করিলেন প্রভু নারায়ণ।
অপযশ রাখিব কি করি পলায়ন॥
এতেক বলিয়া বীর ধনু হাতে নিল।
ব্রহ্মঅস্ত্র কাটিবারে সন্ধান পূরিল॥
ব্রহ্মঅস্ত্র তেজে বাণ ভস্ম হয়ে গেল।
দেবগণ হাহাকার আকাশে করিল॥
বড় অবিচার রণে করিলেন দ্রোণ।
শিশুর উপরে ব্রহ্মঅস্ত্রের ক্ষেপণ॥
যেমন প্রলয় কালে আদিত্য প্রকাশে
তাদৃশ অস্ত্রের তেজ গর্জিয়া আইসে॥
দেখিয়া সাত্যকি ভয়ে রথ ফিরাইল।
লাফ দিয়া শঙ্খ বীর ভূমিতে পড়িল॥
বুক পাতি রহে বীর হাতে ধনুঃশর।
ব্রহ্মঅস্ত্র তেজে ভস্ম হৈল কলেবর॥
শঙ্খে বিনাশিয়া অস্ত্র ফিরিয়া আইল।
দেখি সব যোদ্ধাগণ আশ্চর্য্য মানিল॥

অর্জ্জুন ভীষ্মেতে যুদ্ধ নাহি পাঠান্তর।
দোঁহে অতিশীঘ্র হস্ত মহাধনুর্দ্ধর॥
অর্জ্জুনের ছিদ্র ভীষ্ম খুঁজিয়া বেড়ায়।
তিল আধ অবসর কদাচ না পায়॥
ব্রহ্মঅস্ত্র তেজ যবে প্রত্যক্ষ হইল।
ক্ষণেক পার্থের দৃষ্টি তাহাতে পড়িল॥
এই অবসরে বীর শান্তনুনন্দন।
দশ সহস্র রথী নিল শমনসদন॥
জয়শঙ্খ বাজাইল দিন অবসান।
দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধ হইল সমাধান॥
কৌরব পাণ্ডব দলে যত যোদ্ধা বীর।
সবে চলি গেল তবে আপন শিবির॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

### অথ তৃতীয় দিনের যুদ্ধারম্ভ।

শিবিরেতে গিয়া যুধিষ্ঠির মহারাজ।
স্নান দান করিয়া বৈসেন সভামাঝ॥
সান্ত্বনা করেন বহু বিরাট রাজনে।
স্বর্গে গেল পুত্র তব শোক কি কারণে॥
শোক ত্যজ মহারাজ স্থির কর মন।
জন্মিলে অবশ্য মৃত্যু না হয় খণ্ডন॥
বিরাট বলিল মোর পূর্ব্ব পুণ্য ছিল।
তেঁই মম পুত্র ক্ষত্রধর্ম্ম আচরিল॥
সম্মুখ সংগ্রামেতে তুষিয়া বীরগণে।
সুরলোকে গেল তার শোক অকারণে॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা করি যোড় হাত।
সবিনয় বলিলেন শ্রীহরি সাক্ষাৎ॥
দুই দিন যুদ্ধ হৈল পিতামহসনে।
রথি দশ সহস্র মারিল ঘোর রণে॥
প্রাণপণে রাখিবারে নারে ধনঞ্জয়।
কি প্রকারে সমরেতে হইবেক জয়॥
অর্জ্জুন বলেন রাজা না করিহ ভয়।
পূর্ব্বে অরণ্যের কথা স্মর মহাশয়॥
কাম্যবনে ছিলাম আমরা সবে যবে।
দুর্ব্বাসারে পাঠাইল পাপিষ্ঠ কৌরবে॥
তাঁর সঙ্গে শিষ্য ষাটি সহস্র আইল।
নিশাযোগে আসি মুনি পারণ মাগিল॥
হইলাম ব্যস্ত সবে না দেখি উপায়।
ব্যাকুলা দ্রুপদসুতা স্মরে যদুরায়॥
দ্বারকায় আছিলেন প্রভু নারায়ণ।
দ্রৌপদী স্মরণ করে জানিয়া কারণ॥
ব্যস্ত হয়ে বনমালী চড়ি গরুড়েতে।
কাম্যবনে আইলেন পাণ্ডব রাখিতে॥
ক্ষুধায় ব্যাকুল যেন মাগেন ভোজন।
দ্রৌপদী বলিল কোথা পাব জনার্দ্দন॥
দশ দণ্ড রাত্রি পরে করিনু ভোজন।
তারপর আইল দুর্বাসা তপোধন॥
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি কিছু নাহি ঘরে।
কাতর হইয়া আমি ডাকিনু তোমারে॥
আমাসভা ভাগ্যে তুমি ক্ষুধায় আকুল।
নিশ্চয় মজিল আজি পাণ্ডবের কুল॥
শ্রীহরি বলেন তুমি দেখ পাকস্থলী।
ক্ষুধায় অন্তর মম যাইতেছে জ্বলি॥
তবে কৃষ্ণা পাকস্থলীমধ্যে নিরীক্ষিয়া।
কণামাত্র পায়ে শাক আইল লইয়া॥
পদ্মহস্তে অর্পণ করিল যাজ্ঞসেনী।
খাইলেন মহানন্দে গোবিন্দ আপনি॥
তৃপ্তোস্মি বলিয়া ছাড়িলেন যে উদ্গার।
তাহাতে হইল তৃপ্ত সকল সংসার॥
সন্ধ্যাহেতু গিয়াছিল মহাতপোধন।
উদর পূরিয়া উঠে উদ্গার তখন॥
ভয় লজ্জা উপজিল পলাইল সবে।
এইরূপে সদা রক্ষা করেন পাণ্ডবে॥
সেই হরি এখনহ আমার সারথি।
অবশ্য হইবে জয় শুন নরপতি॥
অর্জ্জুনবচনে রাজা প্রবোধ পাইয়া।
বিভাবরী বঞ্চিলেন ভ্রাতৃগণ লয়ে॥
পর দিন প্রভাতে মিলিল দুই দল।
নানা বাদ্য বাজে বসুমতী টলমল॥
করিল গরুড়ব্যূহ রাজা কুরুবর।
অগ্রেতে রহিল ভীষ্ম সমরে তৎপর॥
দ্রোণাচার্য্য কৃতবর্ম্মা চঞ্চু নিরমিল।
দুঃশাসন শল্য দুই পক্ষতি হইল॥
অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্য দুই বীরবর।
বক্ষদেশ রক্ষা হেতু হাতে ধনুঃশর॥
ভূরিশ্রবা নিবসিল বীর ভগদত্ত।
পুচ্ছদেশে রহিলেন বীর জয়দ্রথ॥
পৃষ্ঠে রাজা দুর্য্যোধন সোদরসহিত।
বিন্দ অনুবিন্দ বহু বীর সমুদিত॥
বামপাশে দুঃশাসন সমরে দুর্জ্জয়।
মগধ কলিঙ্গ সৈন্য দক্ষিণেতে রয়॥

পক্ষদেশ রক্ষে বৃহদ্বল ধনুর্দ্ধর।
গরুড় সদৃশ ব্যূহ কৈল কুরুবর ॥
প্রতিব্যূহ করিলেন পার্থ মহামতি।
অর্দ্ধচন্দ্রনামে ব্যূহ তাদৃশ আকৃতি ॥
দক্ষিণভাগেতে রহে বীর বৃকোদর।
তার পাছে বিরাট দ্রুপদ ধনুর্দ্ধর ॥
নীলনামে মহারাজ ধৃষ্টকেতু সনে।
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী রহিল অনুক্রমে ॥
মধ্যে রাজা যুধিষ্ঠির সাত্যকিসহিত।
অভিমন্যু ঘটোৎকচ বীর সমুদিত ॥
সম্মুখেতে রহিলেন বীর ধনঞ্জয়।
গোবিন্দ সারথি যার সমরে দুর্জ্জয় ॥
পরস্পর দুই দলে হৈল হানাহানি।
সৈন্য কোলাহলে কর্ণে কিছুই না শুনি ॥
রথে রথে গজে গজে অশ্বে অশ্ববর।
পদাতি পদাতি রণ হাতে ধনুঃশর ॥
নানা অস্ত্রবৃষ্টি করে বিক্রমে বিশাল।
অর্দ্ধচন্দ্র নারাচ ভুষণ্ডি ভিন্দিপাল ॥
নানা বাণ বরিষয় সমরে দুর্জ্জয়।
শোণিতে কর্দ্দম ভূমি দেখি লাগে ভয় ॥
অস্ত্রাঘাতে মহাশব্দ উঠিল গগণে।
বিনা মেঘে বিদ্যুত দেখি যে বিদ্যমানে ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ শল্য শকুনি বিকর্ণ।
ক্রোধে সব সেনাপতি যেমত সুপর্ণ ॥
ক্রুদ্ধ হয়ে প্রবেশিল সংগ্রামের স্থল।
তাহা দেখি আগু হৈল পাণ্ডবের দল ॥
ভীমসেন ঘটোৎকচ রাক্ষস দুর্জ্জয়।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি দ্রুপদ মহাশয় ॥
শরবর্ষে গগণে হইল অন্ধকার।
যত মহারথী করে অস্ত্রের সঞ্চার ॥
ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করেন ধনঞ্জয়।
হস্তিযূথমধ্যে যেন সিংহ প্রবেশয় ॥
গাণ্ডীব কার্ম্মুক হাতে গোবিন্দ সারথি।
দেখিয়া বেড়িল তারে কুরুযোদ্ধাপতি ॥
সহস্র সহস্র বাণ চারি দিকে মারে।
যার যত পরাক্রম সেই অনুসারে ॥
পরিঘ তোমর গদা পরশু মুষল।
অর্জ্জুনেরে বেড়িয়া মারিল কুরুবল ॥
গগণেতে বৃষ্টি যেন বর্ষে নিরন্তর।
সেইমত অস্ত্র বৃষ্টি অর্জ্জুনউপর ॥
শীঘ্রহস্তে ধনঞ্জয় নিবারেন বাণ।
আকাশে অমরগণ করেন ব্যাখ্যান ॥
সবাকার অস্ত্র কাটি পূরিয়া সন্ধান।
সবাকারে মারেন শাণিত নিজবাণ ॥
অদ্ভুত বিচিত্র শিক্ষা খ্যাত তিন লোকে।
কাহারো না হয় শক্তি আইসে সম্মুখে ॥
তবে মহাবীর পার্থ ইন্দ্রের নন্দন।
মারিলেন যত সৈন্য কে করে গণন ॥
অর্জ্জুনসম্মুখে আর কেহ নাহি রয়।
সম্মুখে যাহারে পান লন যমালয় ॥
অভিমন্যু ঘটোৎকচ সমরে প্রচণ্ড।
কৌরবের যোদ্ধাগণে করে লণ্ডভণ্ড ॥
রণেতে প্রবেশ করে সাত্যকি দুর্জ্জয়।
অনেক কৌরবসৈন্য করিলেক ক্ষয় ॥
তবেতো সৌবল রাজা কুপিত হইল।
তর্জ্জন করিয়া সাত্যকিরে ডাক দিল ॥
মারিলা অনেক সৈন্য রণের ভিতর।
পড়িলে আমার হাতে যাবা যমঘর ॥
এতেক বলিয়া রাজা মারে পঞ্চবাণ।
সাত্যকির রথ কাটি করে খানখান ॥
বিরথ হইয়া বীর লজ্জা পায় রণে।
অভিমন্যুরথে গিয়া চড়ে সেইক্ষণে ॥
দ্রোণ ভীষ্ম দুই বীর অতিমহাবল।
যুধিষ্ঠির রাজার মারিল বহুদল ॥
মাদ্রীপুত্র সহ যুঝে সুশর্ম্মানৃপতি।
প্রাণপণে দোঁহে যুঝে নাহিক বিরতি ॥
দোঁহার উপরে দোঁহে অস্ত্রক্ষেপ করে।
দোঁহে নিবারয়ে তাহা কেহ কারে নারে ॥
দিব্য রথে আরোহিয়া রাজা দুর্য্যোধন।
ভীমসেন বীর সহ আরম্ভিল রণ ॥
হাসে বীর বৃকোদর হাতে করি শর।
আকর্ণ পূরিয়া মারে রাজার উপর ॥
দেখি দুর্য্যোধন বাণ কাটি পাড়ে রণে।
পঞ্চগোটা বাণ পুনঃ মারে ভীমসেনে ॥
অর্দ্ধপথে ভীম তাহা অক্লেশে কাটিল।
দুর্য্যোধন বধিবারে দিব্য অস্ত্র নিল ॥
আকর্ণ পূরিয়া বাণ পূরিল সন্ধান।
রথে পড়ে দুর্য্যোধন হইয়া অজ্ঞান ॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া রথ ফিরায় সারথি।
সৈন্যের বিনাশ করে ভীম মহারথী ॥
কৌরবের সেনাগণ পাইলেক ত্রাস।
নানাদিকে পলাইল ছাড়ি যুদ্ধআশ ॥
কতক্ষণে দুর্য্যোধন পাইল চেতন।
সৈন্যগণে আশ্বাসিয়া বলে সেইক্ষণ ॥

যথায় করিছে রণ ভীষ্ম মহারথী।
তাঁর প্রতি বলিতে লাগিল কুরুপতি॥
তুমি হেন মহাযোদ্ধা ত্রিভুবনে জানি।
দ্রোণগুরু মহাবীর জগতে বাখানি॥
তোমাসভা বিদ্যমানে সৈন্য দিল ভঙ্গ।
পাণ্ডব পৌরুষ করে সভে দেখ রঙ্গ॥
পাণ্ডবের অনুরোধে পরিহর রণ।
অনুমানে বুঝি চাহ আমার মরণ॥
কটুবাক্য শুনি ক্রুদ্ধ হয়ে মহামতি।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ কহে রাজাপ্রতি॥
তোমারে দিলাম বহু হিত উপদেশ।
না শুনিলা কারো বাক্য মন্ত্রণা বিশেষ॥
ইন্দ্রসহ দেবগণ যদি আইসে রণে।
তথাপি জিনিতে নারে পাণ্ডুপুত্রগণে॥
বৃদ্ধকালে যত শক্তি আমার সম্ভব।
প্রাণপণে করি যুদ্ধ নিবারি পাণ্ডব॥
রাজা হয়ে সৈন্যগণ রাখিতে নারিলে।
বৃদ্ধ জানি মোরে অনুযোগ কর ছলে॥
এতেক বলিয়া ভীষ্ম সিংহনাদ করে।
ধনুকে টঙ্কার দিয়া অস্ত্র নিল করে॥
শঙ্খধ্বনি করি বীর সমরে পশিল।
কালান্তক যম যেন সাক্ষাত হইল॥
যুধিষ্ঠিরবাহিনী করিল ঘোর রণ।
সহিতে না পারে কেহ ভীষ্মের বিক্রম॥
বড় বড় যোদ্ধাপতি সাহস করিল।
বাণবৃষ্টি করি সভে ভীষ্মে আবরিল॥
সভাকার অস্ত্র কাটে গঙ্গার নন্দন।
নিজ অস্ত্রে সভাকারে করিল ঘাতন॥
সহস্র সহস্র সেনা বড় বড় বীর।
ভীষ্মের বিক্রমে কেহ রণে নহে স্থির॥
বনে সিংহে দেখি যেন গজেন্দ্র পলায়।
পাণ্ডবের সৈন্য তেন রণ ছাড়ি ধায়॥
সৈন্যভঙ্গ দেখিয়া রুষিয়া ধনঞ্জয়।
ভীষ্মের সম্মুখে আইলেন সুদুর্জয়॥
অর্জ্জুনে দেখিয়া গঙ্গাপুত্র তারপর।
নানা অস্ত্র বৃষ্টি করে অর্জ্জুনউপর॥
রথ অশ্ব না দেখি সারথি ধনঞ্জয়।
দশ দিক যুড়িয়া করিল অস্ত্রময়॥
দেখি সব পাণ্ডুদল পলায় তরাসে।
কৌরবের যোদ্ধাগণ আনন্দেতে ভাসে॥
দিব্য অস্ত্র দিয়া তবে পার্থ মহামতি।
পিতামহঅস্ত্র কাটিলেন শীঘ্রগতি॥
অস্ত্র নিবারিয়া মারিলেন দশ বাণ।
ভীষ্মের কার্ম্মুক করিলেন খানখান॥
অন্য ধনু নিল ভীষ্ম সমরে দুর্জয়।
সেহ ধনু কাটিলেন পার্থ মহাশয়॥
ভীষ্ম তাঁরে প্রশংসিল সাধু২ করি।
শরবৃষ্টি করে ভীষ্ম আর ধনু ধরি॥
যেমন বরিষা কালে বরিষয় ঘনে।
ততোধিক শরবৃষ্টি করে ক্রোধমনে॥
প্রাণপণে যুঝেন অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর।
নিবারিতে না পারেন বড়ই দুষ্কর॥
চোখ চোখ শরে বিন্ধে পার্থের হৃদয়।
হীনবল হইলেন কুন্তীর তনয়॥
বাসুদেবে বিন্ধে বীর চোখ চোখ বাণ।
হইলেন তাহাতে কাতর ভগবান॥
হাসি ভীষ্ম মহাবীর করে উপহাস।
আপনি করহ যুদ্ধ দেব শ্রীনিবাস॥
হইলেন অর্জ্জুন সমরেতে কাতর।
তাহাকে আশ্বাস করিলেন গদাধর॥
কৃষ্ণের আশ্বাসবাক্যে পাইয়া সম্বিত।
ধনঞ্জয় হইলেন কোপেতে পূর্ণিত॥
বিন্ধেন সন্ধান পূরি ভীষ্মের শরীর।
দেখি ক্রোধ করিলেন ভীষ্ম মহাবীর॥
বাণে বাণ নিবারিয়া করে শরজাল।
অন্ধকারময় দেখে দশ দিকপাল॥
নাহি দেখি কপিধ্বজ সারথি অর্জ্জুনে।
চমৎকৃত হয়ে চাহে সব যোদ্ধাগণে॥
তবে পার্থ মহাবীর ইন্দ্রের কুমার।
ইন্দ্রঅস্ত্র এড়ি শর করেন সংহার॥
বাণ নিবারিয়া পুনঃ দিব্য অস্ত্র নিয়া।
রথধ্বজ কাটিলেন কবচ ভেদিয়া॥
সারথির মুণ্ড করিলেন খণ্ডখণ্ড।
দেখি ভীষ্মদেব হইলেন লণ্ডভণ্ড॥
লজ্জিত হইয়া বীর নিল ধনুঃশর।
লক্ষ লক্ষ বাণ মারে অর্জ্জুনউপর॥
দিবানিশি জ্ঞান নাহি সূর্য্যের প্রকাশ।
দশ দিক রুদ্ধ হৈল না চলে বাতাস॥
দেখি সব যোদ্ধাগণ করে হাহাকার।
কাটিলেন সব অস্ত্র ইন্দ্রের কুমার॥
ভারত সমুদ্রতুল্য কতেক লিখিব।
দোঁহে মহাবীর্য্যবন্ত নহে পরাভব॥
হেনরূপে সমস্ত দিবস যুদ্ধ হইল।
বেলা অবসানে পার্থে ঘর্ম্ম উপজিল॥

মুছিবার অবকাশ না পান অর্জ্জুন।
টানেন আকর্ণ পূরি যবে ধনুর্গুণ॥
অস্ত্র সহ গুণবীর টানিবার কালে।
মুছিয়া ফেলেন ঘর্ম্ম যাহা ছিল ভালে॥
সেই অবসরে ভীষ্ম গঙ্গার কুমার।
রথি দশ সহস্রকে নিল যমদ্বার॥
সিংহনাদ ছাড়ি জয়শঙ্খ বাজাইল।
শুনি সব যোদ্ধাগণ নিবৃত্ত হইল॥
তবে পার্থ জিজ্ঞাসেন চাহি নারায়ণ।
পিতামহ সহ মম যুদ্ধ অনুক্ষণ॥
নিশ্বাস ছাড়িতে কার নাহি অবসর।
বাজাইল কেন শঙ্খ কহ দামোদর॥
শ্রীহরি বলেন তুমি শুনহ কারণ।
যুদ্ধকালে ঘর্ম্মজল মুছিলা যখন॥
সেই অবকাশে ভীষ্ম মারে রথিগণ।
জয়শঙ্খ বাজাইল তাহার কারণ॥
শুনিয়া অর্জ্জুনমনে বিস্ময় হইল।
নিজ দল বলে সভে শিবিরে চলিল॥
মহাভারতের কথা অমৃতলহরী।
তৃতীয় দিনের যুদ্ধ সমাপন করি॥
এ ভীষ্মপর্ব্বের কথা অপূর্ব্ব কথন।
কাশীরাম দাস কহে শুনে সাধুজন॥

## অথ চতুর্থদিনের যুদ্ধ।

শিবিরেতে গিয়া যুধিষ্ঠির নৃপবর।
বসিলেন সর্ব্বজন সভার ভিতর॥
নানাকথা আলাপনে রজনী বঞ্চিল।
প্রভাতেতে দুই দল সাজন করিল॥
কুরুক্ষেত্রে গিয়া সভে করে কোলাহল।
নানাবাদ্য বাজে যেন সমুদ্রকল্লোল॥
রথিকে ধাইল রথী গজ ধায় গজে।
আসোয়ারে আসোয়ারে পদাতিক যুঝে॥
যে যার লইয়া অস্ত্র করে মহারণ।
বরিষার কালে যেন বরিষয়ে ঘন॥
শঙ্খধ্বনি করি রথ চালান শ্রীহরি।
ভীষ্মের সম্মুখে যান অতিত্বরা করি॥
দুই বীর দেখাদেখি সংগ্রাম হইল।
দোঁহে দোঁহাকার অস্ত্র সন্ধান পূরিল॥
দোঁহে দোঁহা অস্ত্র কাটে সমরে নিপুণ।
দোঁহে মহাধনুর্দ্ধর কেহ নহে ঊন॥

অযুত রথির সঙ্গে সুশর্ম্মা নৃপতি।
পাণ্ডবের দলেতে প্রবেশে শীঘ্রগতি॥
শত শত রথিগণে করিল সংহার।
শত শত মারে হস্তি অশ্ব কত আর॥
সৈন্যের নিধন দেখি রোষে বৃকোদরে।
রথ ত্যজি ধায় বীর গদা লয়ে করে॥
দেখিয়া সুশর্ম্মা রাজা সন্ধান পূরিল।
একবারে শত বাণ ভীমে প্রহারিল॥
দশ সহস্রেক রথি সভে ধনুর্দ্ধর।
দশ দশ অস্ত্র মারে ভীমের উপর॥
একবারে লক্ষ শর লাগে ভীমসেনে।
মহাক্রোধ উপজিয়া ধায় সেইক্ষণে॥
দুই শত রথি মারে এক গদাঘায়।
আর দুই শত রথি মারিলেক পায়॥
রথ সহ ধরিয়া অনেক রথিগণ।
আকাশ মার্গেতে ফেলে পবননন্দন॥
রথে রথ প্রহারি মারিল বহু জনে।
গদাঘাতে সংহারিল বহু বীরগণে॥
আথালিপাথালি বীর মারে গদাবাড়ি।
রথি দশ সহস্রকে মারিল খেদাড়ি॥
তবেত সুশর্ম্মা বীর নানা অস্ত্র মারে।
গদা ফিরাইয়া বাণ সকলে সংহারে॥
ক্রুদ্ধ হয়ে ভীমসেন অতিবেগে ধায়।
রথ অশ্ব সারথি সংহারে এক ঘায়॥
লাফ দিয়া পলাইল সুশর্ম্মা নৃপতি।
দেখিয়া ধাইল দুর্য্যোধন নরপতি॥
নানা অস্ত্র বরিষয়ে ভীমের উপর।
রথ চড়ি ধনুধরে বীর বৃকোদর॥
সন্ধান পূরিয়া বীর এড়ে অস্ত্রগণ।
যত দুর্য্যোধনঅস্ত্র কাটে সেইক্ষণ॥
তবে দুর্য্যোধন রাজা সমরে তৎপর।
ভীমের উপরে মারে দশগোটা শর॥
অর্দ্ধ পথে ভীম তাহা করে খানখান।
পুনঃ দুর্য্যোধনেরে মারিল দশ বাণ॥
বাণে নিবারিল তাহা কৌরব প্রচণ্ড।
ভীমের ধনুক কাটি করে খণ্ডখণ্ড॥
আর ধনু ধরে ভীম চক্ষুর নিমিষে।
বৃষ্টিধারাবত বাণ নির্ভর বরিষে॥
ধনুঅস্ত্র কাটিল রথের চারি হয়।
এক বাণে সারথিরে নিল যমালয়॥
আর রথে চড়ে তবে কৌরবপ্রধান।
ভীমের উপরে পুনঃ পূরিল সন্ধান॥

বাণে বাণ নিবারয়ে পবননন্দন।
দুর্য্যোধন রাজার কাটিল শরাসন॥
ধনু কাটা গেল বীর পায় বড় লাজ।
পুনঃ আর ধনু লয় কুরুমহারাজ॥
পুনঃ পুন দুর্য্যোধন যত ধনু লয়।
বাণে কাটি পাড়ে তাহা পবনতনয়॥
রাজার সঙ্কট দেখি ভীষ্ম মহাবীর।
রণে অবকাশ নাহি হইল অস্থির॥
রাজগণে ডাকিয়া বলিল মহাশয়।
শীঘ্র যাহ বুঝি আজি হইল প্রলয়॥
ভীম দুর্য্যোধনেতে বাধিল ঘোর রণ।
মহাবল পরাক্রম পবননন্দন॥
শুনিয়া ধাইল তবে বহু যোদ্ধাগণ।
জয়দ্রথ ভূরিশ্রবা সুশর্ম্মা রাজন॥
কৃপ শল্য দুঃশাসন দুর্ম্মুখপ্রভৃতি।
বর্ম্মসেন চিত্রসেন আর বিবিংশতি॥
ভগদত্ত মহারাজ বিলম্ব না করে।
মহাগজে আরোহিয়া বেড়ে বৃকোদরে॥
চারি দিগে আসিয়া বেড়িল বীরগণে।
অন্ধকার করি নেক অস্ত্র বরিষণে॥
মেঘে আচ্ছাদিল যেন দেব দিবাকরে।
শরজালে আবরিল বীর বৃকোদরে॥
দেখি ভীম মহাবীর শীঘ্রহস্ত হৈল।
সভাকার শর বৃষ্টি শরে নিবারিল॥
সব অস্ত্র ব্যর্থ করি এড়ে অস্ত্রগণ।
একে২ সর্ব্বজনে করয়ে ঘাতন॥
কাহার কাটিল রথ কার ধনুর্গুণ।
কাহার ধনুক কাটে কার কাটে তূণ॥
কাহার কাটিয়া পাড়ে দন্ত দুইপাটী।
বুকে বাজি কোন বীর কামড়ায় মাটী॥
হস্ত পদ কাটিয়া পাড়িল কোন বীর।
অস্ত্রাঘাতে কোন জন উভে হৈল চীর॥
কৌরবের সেনাগণ রণে ভঙ্গ দিল।
দেখি ভগদত্ত বীর সমরে কুপিল॥
মহাগজরাজে চড়ি হাতে ধনুঃশর।
ভীমের উপরে ধায় অতিক্রোধভর॥
ভগদত্তে দেখি ভীম পূরিল সন্ধান।
বাছিয়া বাছিয়া মারে চোখ চোখ বাণ॥
অস্ত্রে অস্ত্র নিবারিল ভগদত্ত বীর।
চোখ চোখ বাণে বিন্ধে ভীমের শরীর॥
বাণাঘাতে ভীমসেন অজ্ঞান হইল।
ভগদত্ত সিংহনাদ তখন করিল॥

ক্ষণেক চৈতন্য পায়ে উঠে মহাবীর।
ধনুঃশর নিল হাতে নির্ভয় শরীর॥
বাছিয়া বাছিয়া বাণ করয়ে সন্ধান।
ভগদত্ত রাজার কাটিল ধনুঃখান॥
কবচ কাটিয়া বাণ অঙ্গেতে ভেদিল।
নানা অস্ত্র মহাগজরাজে প্রহারিল॥
অরুণ কিরণ যেন জলধর মাঝে।
তেমন রুধির পড়ে ধারে গজরাজে॥
ভগদত্ত এড়িয়া দিলেক গজরাজ।
দেখিয়া হইল ব্যস্ত পাণ্ডবসমাজ॥
বেগেতে আইসে গজ মহী কাঁপে ভরে।
পাণ্ডবের সৈন্য ভাঙ্গে স্থির নহে ডরে॥
দেখি ভীম মর্ম্মভেদি মারিলেক শর।
ভ্রূভঙ্গ নাহিক ভয়ানক গজবর॥
নানা অস্ত্র ভীমসেন গজেরে প্রহারে।
মহাবেগে ধায় গজ ভীমে মারিবারে॥
গজের বিক্রম দেখি ভগদত্ত বীর।
সিংহনাদ ছাড়ে মহানির্ভয় শরীর॥
পিতার সঙ্কট দেখি হিড়িম্বানন্দন।
মহাক্রোধে অন্তরীক্ষে ধায় সেইক্ষণ॥
করিল রাক্ষসী মায়া অতিভয়ঙ্কর।
ঐরাবতে চড়ি আইল সংগ্রামভিতর॥
আটগোটা হস্তি আর মহাভয়ঙ্কর।
তাহে আরোহণ করি আট নিশাচর॥
বজ্রহস্ত যেমন শোভিত দেবরাজ।
লইয়া আইল সঙ্গে দেবের সমাজ॥
মহাঘোর শব্দে সভে করিল গর্জন।
দেখিয়া ত্রাসিত হইল সভ কুরুগণ॥
এক কালে গজগণে টোয়াইয়া দিল।
কৌরবের সৈন্য সব ভয়ে পলাইল॥
মহাবল হস্তিগণ মদ গলে ধারে।
বড় বড় রথিগণে খেদাড়িয়া মারে॥
গজরাজে এড়ি দিল ঘটোৎকচ বীর।
ভঙ্গ দিল কুরুগণ রণে নহে স্থির॥
কৌরবেরা আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।
চতুরঙ্গ দল সব চরণে মর্দ্দিল॥
ভগদত্ত গজবর বড়ই প্রখর।
ঘটোৎকচ গজ সহ বাধিল সমর॥
শুণ্ডে শুণ্ডে জড়াজড়ি দন্তে হানাহানি।
নির্ঘাত চীৎকারশব্দে কর্ণে নাহি শুনি॥
ঐরাবত সম পরাক্রম গজবর।
দেখিয়া কম্পিত ভগদত্তের অন্তর॥

ভগদত্তগজ রণে কাতর হইল।
রণ ত্যজি গজরাজ ভয়ে পলাইল॥
অদ্ভুত রাক্ষসী মায়া না যায় কথন।
কুরুসৈন্য বিনাশিল ভীমের নন্দন॥
সৈন্যের বিনাশ দেখি অলম্বুব ধায়।
দেখাদেখি দুই বীরে মহাযুদ্ধ হয়॥
দারুণ রাক্ষসী মায়া করয়ে প্রকাশ।
কভু থাকে রণভূমে কখন আকাশ॥
পর্ব্বতউপরে থাকি কভু অস্ত্র মারে।
অগ্নিরূপ হয়ে কভু সৈন্যেরে সংহারে॥
হেনমতে দোঁহে মায়া করিয়া সঞ্চার।
প্রাণপণে দুই জনে করে মহামার॥
বহুক্ষণ দুই দলে করে ঘোর রণ।
কার শক্তি কেমন কে করিবে বর্ণন॥
অর্জ্জুন ভীষ্মেতে যুদ্ধ নাহি পাঠান্তর।
শূন্যমার্গে চমকিত যতেক অমর॥
সাত বাণ সন্ধান করিয়া কুন্তীসুত।
দুই বাণে রথধ্বজ কাটেন অদ্ভুত॥
আর দুই বাণে কাটিলেন ধনুর্গুণ।
আর তিন বাণ অঙ্গে করেন ঘাতন॥
শীঘ্রহস্তে ভীষ্মবীর গুণ চড়াইল।
নানা বাণবৃষ্টি পার্থউপরে করিল॥
কৃষ্ণের শরীরে বীর মারে দশ বাণ।
হনূমানে কুড়ি বাণ করিল সন্ধান॥
বাণে নিবারেন তাহা পার্থ ধনুর্দ্ধর।
ভীষ্মের শরীরে বাণ বিন্ধিল বিস্তর॥
পঞ্চ বাণ মারিলেন কুন্তীর কুমার।
সহস্র চরণ রথ পাছে গেল তাঁর॥
এই অবসরে পার্থ মারিলেন সেনা।
মারেন সহস্র রথি গজ অগণনা॥
তবে ভীষ্ম রথ সারি হয়ে অগ্রসর।
পুণ্ডরীকাক্ষের প্রতি করিছে উত্তর॥
মহাপরাক্রম করে পার্থ ধনুর্দ্ধর।
এবে নিজ রথরক্ষা কর দামোদর॥
এতেক বলিয়া বীর দিব্য অস্ত্র নিল।
আকর্ণ পূরিয়া ভীষ্ম সন্ধান করিল॥
কপিধ্বজ রথ তাহে গোবিন্দ সারথি।
বাণেতে ত্রিপদ পাছু করে মহামতি॥
সাধু২ বলি প্রশংসেন নারায়ণ।
তাহা শুনি জিজ্ঞাসেন কুন্তীর নন্দন॥
মম বাণে সহস্র চরণ রথ গেল।
মম রথ পিতামহ ত্রিপদ টানিল॥
কি কারণে সাধুবাদ দিলা নারায়ণ।
কৃপা করি কৃপানাথ কহ বিবরণ॥
হাসি কৃষ্ণ কহিলেন শুনহ ফাল্গুনি।
ভীষ্ম রথ সারথি আর চারি অশ্ব গণি॥
ইহাতে সহস্র পদ করিলা চালন।
কপিধ্বজ রথের শুনহ বিবরণ॥
সুমেরু সদৃশ ধ্বজে বৈসে হনূমান।
রথ বেড়ি আছে যত দেবতা প্রধান॥
পর্ব্বত সদৃশ ভারি রথ ভয়ঙ্কর।
বিশ্বম্ভরমূর্ত্তি আমি তাহার উপর॥
ইহাতে ত্রিপদ পাছু করিল স্যন্দন।
সাধু সাধু মহাবীর গঙ্গার নন্দন॥
বিস্ময় মানেন শুনি নন্দন কুন্তীর।
রথি দশ সহস্র মারিল ভীষ্মবীর॥
জয়শঙ্খ বাজাইয়া রথ ফিরাইল।
আনন্দেতে কুরুগণ শিবিরে চলিল॥
পাণ্ডব নিবর্ত্তি রণে সহ যদুবীর।
সৈন্য সহ আইলেন আপন শিবির॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

## অথ যুধিষ্ঠিরের প্রতি দ্রুপদরাজার প্রবোধ।

বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
কৃষ্ণপ্রতি কহিলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
পিতামহপরাক্রম অদ্ভুত কথন।
যুদ্ধেতে নাহিক জয় বুঝিনু কারণ॥
শুনিয়া দ্রুপদরাজা বুঝায়ে ধর্ম্মেরে।
পূর্ব্বকথা কেন রাজা না কর অন্তরে॥
শৈশবে একত্র বাস করিতা যখন।
বিরোধ করিত প্রায় ভীম দুর্য্যোধন॥
এ কারণ ধৃতরাষ্ট্র মন্ত্রণা করিয়া।
সভারে বারণাবতে দিল পাঠাইয়া॥
দুষ্ট মন্ত্রি সহ যুক্তি করি দুর্য্যোধন।
তথা এক জতুগৃহ করিল রচন॥
তোমাসভা রহিবারে দিল সে ভবন।
বহু সৈন্যগণ সহ রাখে পুরোচন॥
দৈবযোগে ব্রাহ্মণভোজন সেই দিনে।
ব্যাধপত্নী এল এক অন্নের কারণে॥
তার সঙ্গে পঞ্চ পুত্র দেখি তার মাতা।
জিজ্ঞাসিল কহ সত্য কিবা তব কথা॥

কি নাম ধরয়ে তব পুত্র পঞ্চ জন।
কি নাম তোমার হেতা গতি কি কারণ॥
ব্যাধপত্নী বলে দেবি নিবেদন করি।
পাণ্ডু ব্যাধপত্নী আমি কুন্তীনাম ধরি॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র যুধিষ্ঠির ভীম যে দ্বিতীয়।
চতুর্থ নকুলনাম অর্জ্জুন তৃতীয়॥
পঞ্চমের নাম সহদেব সে কোমল।
আমার বৃত্তান্ত দেবি শুনহ সকল॥
নিত্য কর্ম্ম মৃগয়া করেন মোর স্বামী।
মাংস বেচি উদর ভরি যে সর্ব্ব প্রাণী॥
স্বামী জাল লয়ে গেল মৃগয়া কারণ।
না পাইল মৃগ বহু করি অন্বেষণ॥
অত্যন্ত চিন্তিত ব্যাধ এসে দুঃখমনে।
হেন কালে এক মৃগী দেখিল নয়নে॥
মৃগীর প্রসবকাল আসি উপস্থিত।
হেন কালে ব্যাধ তারে বেড়ে চারি ভিত॥
এক দিকে অগ্নি দিল জাল আর দিগে।
আর দিকে শ্বান ছাড়ি দিল অতি বেগে॥
আপনি সে ধনু ধরি অস্ত্র নিল হাতে।
ব্যাকুলা হইয়া মৃগী চাহে চতুর্ভিতে॥
চারি দিকে নিরখিয়া পথ না পাইল।
কাতর হইয়া মৃগী ভাবিতে লাগিল॥
হে শ্রীকৃষ্ণ আর্ত্তত্রাতা যাদবনন্দন।
এ মহাসঙ্কটে মোরে করহ রক্ষণ॥
তৃণ জল খাই কারো হিংসা নাহি জানি।
তবে কেন ব্যাধ মোরে বধয়ে অমনি॥
এইরূপে মৃগী প্রাণে কাতর হইয়া।
রক্ষা কর জগন্নাথ বলিল ডাকিয়া॥
শুনি নারায়ণ হয়ে সদয় হৃদয়।
মেঘে আজ্ঞা দিলে মেঘ জল বরিষয়॥
অগ্নি নিবাইল জাল উড়িল বাতাসে।
অকস্মাৎ আসি ব্যাঘ্র শ্বানেরে বিনাশে॥
ব্যাধ শিরে তখনি হইল বজ্রাঘাত।
চারি দিগে মুক্ত তারে করেন শ্রীনাথ॥
ব্যাধের মরণে সভে অনাথ হইনু।
অন্নহেতু দেবি তব সদনে আইনু॥
শুনিয়া সকল বাক্য ভোজের নন্দিনী।
দয়া উপজিয়া তারে দিল অন্ন আনি॥
উদর পূরিয়া অন্ন খায় ছয় জন।
সেই ঘরে রঁহে সভে করিয়া শয়ন॥
দুর্য্যোধনআজ্ঞা তোমাসভা পোড়াবারে।
রাত্রিযোগে পুরোচন অগ্নি দিল দ্বারে॥

প্রলয় হইল অগ্নি আকাশ পরশে।
সহদেবে তুমি জিজ্ঞাসিলা রাজা রোষে॥
সকল জানেন বীর মাদ্রীর নন্দন।
বিদুর রক্ষিত পথ করে নিবেদন॥
স্তম্ভের নীচেতে পথ সুরঙ্গ ভিতর।
স্তম্ভ উপাড়িল তবে বীর বৃকোদর॥
সেই পথে ছয় জন হইলে বাহির।
গদা ছাড়ি আইলেন ভীম মহাবীর॥
ফিরিয়া গেলেন বীর গদা আনিবারে।
সাক্ষাৎ হইল অগ্নি ভীমে দহিবারে॥
তবে ভীম অগ্নিপ্রতি বলিল বচন।
আমার সমান দিব এক শত জন॥
শুনি নিবর্ত্তিল অগ্নি ক্ষমা দিল মনে।
গদা লয়ে বাহির হইল ভীমসেনে॥
দ্বারকা ছিলেন প্রভু অপূর্ব্ব শয্যায়।
নিজাঙ্গে নিলেন তাপ দয়ালু হৃদয়॥
অঙ্গেতে উত্তাপ দেখি ভীষ্মকদুহিতা।
কৃষ্ণে জিজ্ঞাসেন কহ ইহার বারতা॥
শ্রীহরি কহেন ইহা বলিবার নয়।
এ কথা প্রেয়সি নাহি জিজ্ঞাস আমায়॥
সেই মহাঅগ্নি তাপ নিজ অঙ্গে লৈয়া।
তোমা সভাকারে উদ্ধারিলেন আসিয়া॥
মহাসঙ্কটেতে মৃগ পাইল উদ্ধার।
এমত দয়ালু হরি সারথি তোমার॥
ইহাতে সন্দেহ কেন কর মহাশয়।
অবশ্য সমরে তব হইবেক জয়॥
এত বলি বুঝাইল দ্রুপদ ধর্ম্মেরে।
রজনি বঞ্চিল সভে সানন্দঅন্তরে॥
ভীষ্মপর্ব্ব কথা ব্যাসদেবের রচিত।
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া সঙ্গীত॥

### অথ পঞ্চম দিনে যুদ্ধারম্ভ।

আর দিন প্রভাতে মিলিল দুই দল।
সমুদ্র সদৃশ ব্যূহ করে কুরুবল॥
রচেন শৃঙ্গটনামে ব্যূহ যুধিষ্ঠির।
দুই শৃঙ্গে রহিল সাত্যকি ভীম বীর॥
সহস্র সহস্র যোদ্ধা করি রণ বেশ।
কৃষ্ণ সঙ্গে অর্জ্জুন রহেন মধ্যদেশ॥
তার পাছে যুধিষ্ঠির মাদ্রীপুত্রসনে।
অভিমন্যু বিরাট রহিল অনুক্রমে॥

দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র রহে তার পাছে।
ঘটোৎকচ মহাবীর রহে তার কাছে॥
প্রতিব্যূহ করি সভে উঠানি করিল।
বিবিধ বিধানে বাদ্য বাজিতে লাগিল॥
নানা অস্ত্র লইয়া আস্ফালে সব যোধ।
পরস্পর দুই দলে লাগিল বিরোধ॥
যুদ্ধ হয় নানা অস্ত্রে ধরি দুই দলে।
বিদ্যুৎ চমকে যেন গগণমণ্ডলে॥
শঙ্খনাদ সিংহনাদ গজের গর্জন।
যুগান্তের যম যেন করিছে তর্জন॥
দেখিবার কার্য্য থাকু কর্ণে নাহি শুনি।
পরাপর নাহি জ্ঞান অস্ত্রে হানাহানি॥
অশ্ব গজ পড়িল পদাতি বহুতর।
দেখিয়া ক্রোধিত হৈল ভীষ্ম বীরবর॥
বাসবহইতে যুদ্ধে ভীষ্ম নহে ঊন।
হাতেতে ধনুক ধরি টঙ্কারিল গুণ॥
যতেক পাণ্ডবদল সমরে প্রচণ্ড।
শরেতে কাটিয়া ভীষ্ম করে খণ্ডখণ্ড॥
কার কাটে অশ্ববর কার কাটে গজ।
কাহার সারথি কাটে কার কাটে ধ্বজ॥
কাহার মুকুট কাটে কার কাটে দণ্ড।
কাহার ধনুক কাটে কার কাটে মুণ্ড॥
কার হস্ত পদ কাটে কার কাটে স্কন্ধ।
ঘোরতর সমরেতে নাচয়ে কবন্ধ॥
সৈন্যের বিনাশ দেখি ধায় বৃকোদর।
ভীষ্মে মারিবারে যায় সক্রোধ অন্তর॥
গদা হস্তে ভীমসেন ধায় অতিবেগে।
খেদাড়িয়া মারে বীর যারে পায় আগে॥
ভীমের সাক্ষাতে আর কেহ নাহি রয়।
ভীষ্মের সারথি মারি নিল যমালয়॥
ধনুক ধরিয়া হাতে ভীষ্ম মহামতি।
ভীমের উপরে বাণ এড়ে শীঘ্রগতি॥
গদা ফিরাইয়া ভীম নিবারয়ে শর।
এক ঘায়ে রথ অশ্ব নিল যমঘর॥
লম্ফ দিয়া ভীষ্ম বীর চড়ে অন্য রথে।
অস্ত্র বৃষ্টি করে মহাপণ্ডিত রণেতে॥
নারায়ণ দেখি রথ চালান ঝটিতি।
ভীষ্মের সম্মুখে রথ রাখেন শ্রীপতি॥
অন্তরীক্ষে অর্জ্জুন কাটেন সব বাণ।
দেখি ক্রুদ্ধ হইল ভীষ্ম অগ্নির সমান॥
দেখা দেখি দুই জনে বাধে ঘোর রণ।
চমকিত হয়ে দেখে যত দেবগণ॥

ভীম মহাক্রোধে সৈন্য করিল সংহার।
যারে পায় তারে মারে না করে বিচার॥
যেন ইন্দ্র বজ্রহস্তে ভাঙ্গে গিরিবর।
গদাঘাতে মারে বড় বড় গজবর॥
পর্ব্বতের চূড়া যেন ভাঙ্গি পড়ে ঝড়ে।
তেমত কৌরব গজ পৃথিবীতে পড়ে॥
মাদ্রীপুত্র দুই জনে ভাঙ্গে পাটোয়ার।
সহস্র সহস্র মারে রথ আসোয়ার॥
সহস্র সহস্র গজ পদাতি বিস্তর।
পৃথিবী আছাদি পড়ে সৈন্য বহুতর॥
ধ্বজ ছত্র পতাকায় ঢাকিল মেদিনী।
দুই দলে কোলাহল কিছু নাহি শুনি॥
হেন কালে রণে আইল ইলাবন্ত নাম।
অর্জ্জুনের পুত্র সেই ইন্দ্রের সমান॥
সুবর্ণ রচিত দিব্য বিমান সুন্দর।
তাহাতে চড়িয়া আইল সংগ্রাম ভিতর॥
যবে তীর্থ যাত্রায় গেলেন পার্থ বীর।
ভ্রমিলেন বহু তীর্থ নির্ভয় শরীর॥
অনূঢ়া নাগের কন্যা উলুপী আছিল।
সর্পরাজ পুণ্ডরীক হৃদয়ে ভাবিল॥
অর্জ্জুনেরে তথায় লইল ছল করি।
প্রদান করিল তারে উলুপী সুন্দরী॥
তার গর্ভে জাত বীর ইলাবন্ত নাম।
মহাপরাক্রমশালী যুদ্ধে যেন রাম॥
ঐরাবত পাঠাইয়া দেব পুরন্দর।
ইলাবন্তে আনিলেন আপন গোচর॥
অর্জ্জুন গেলেন যবে ইন্দ্রের ভুবন।
পিতা পুত্রে তথায় হইল দরশন॥
পিতা পুত্রে পরিচয় মাতলি করিল।
সেই বীর ইলাবন্ত উপনীত হইল॥
সমরে আসিয়া ইলাবন্ত করে রণ।
সুবলের পুত্র গণ আইল তখন॥
পশিয়া তোমর শেল মুষল মুদ্গার।
ইলাবন্ত উপরে বরিষে নিরন্তর॥
নিবারিয়া ইলাবন্ত বাণ বৃষ্টি করে।
একে২ মারিয়া পাঠায় যমঘরে॥
নানা অস্ত্র সৌবলের সৈন্যেরে প্রহারে।
জর্জ্জর সকল বীর ইলাবন্ত শরে॥
রণমুখে যেই বীর যায় যুঝিবারে।
যে যায় সে যায় আর না আইসে ফিরে॥
অনেক মরিল তবে কৌরবের গণ।
সসৈন্যে সাজিয়া আইল দেখি দুর্য্যোধন॥

দুর্য্যোধন নিজসৈন্যে করিল আদেশ।
ইলাবন্ত বীরেরে মারহ সবিশেষ॥
অলম্বুষ রাক্ষসেরে আজ্ঞা দিল আর।
ইলাবন্ত বীরের করহ প্রতীকার॥
সাবধান হয়ে তার করহ নিধন।
তোমা বিনা তারে মারে নাহি কোন জন॥
অলম্বুষ ইলাবন্তে হইল মহারণ।
অলক্ষিতে মায়াযুদ্ধ করে দুই জন॥
দোঁহে মহাবীর্য্যবন্ত সংগ্রামে নিপুণ।
দোঁহে অস্ত্রে বিশারদ কেহ নহে উন॥
তবে অলম্বুষ করে মায়ার প্রকাশ।
বাণে অন্ধকার করে না চলে বাতাস॥
দেখিয়া হাসিল ইলাবন্ত মহাবীর।
রাক্ষসের বাণ কাটি রণে হৈল স্থির॥
চোখ২ বাণে পুন পূরিয়া সন্ধান।
অলম্বুষ রাক্ষসের কাটে ধনুর্ব্বাণ॥
আর ধনু লইল রাক্ষস বীরবর।
ইলাবন্ত উপরেতে বরিষয়ে শর॥
বাণে নিবারয়ে তাহা অর্জ্জুনতনয়।
নিজ অস্ত্রে বিন্ধে বীর রাক্ষস হৃদয়॥
বাণাঘাতে অলম্বুষঅজ্ঞান হইল।
সারথি ফিরিয়া রথ ভয়ে পলাইল॥
তবে সৈন্য সংহারয় ইলাবন্ত বীর।
কৌরবের সেনাগণ সমরে অস্থির॥
সৈন্যের দুর্গতি দেখি রাজা দুর্য্যোধন।
ইলাবন্ত সহ গেল করিবারে রণ॥
যেইবেগে হৈল আগে রাজা দুর্য্যোধন।
ইলাবন্ত তাহার কাটিল শরাসন॥
রথধ্বজ কাটিল রথের চারি হয়।
সারথির মাথা কাটি নিল যমালয়॥
বিরথ হইয়া রাজা অতিশয় রোষে।
অন্য রথে আরোহিয়া নানাস্ত্র বরিষে॥
বাণে বাণ নিবারয় ইলাবন্ত বীর।
বাণেতে জর্জ্জর করে রাজার শরীর॥
রাজার সঙ্কট দেখি যত যোদ্ধাগণ।
নানা অস্ত্র লইয়া ধাইল সর্ব্বজন॥
দেখিয়া ধাইল ইলাবন্ত ধনুর্দ্ধর।
কাটিয়া সভার বাণ বিন্ধয়ে সত্বর॥
কাহার কাটিল ধনু কার কাটে গুণ।
কাহার সারথি কাটে কার কাটে তূণ॥
নানা অস্ত্র বীরগণে করয়ে ঘাতন।
অস্ত্রাঘাতে কত বীর হৈল অচেতন॥
বাণাঘাতে কত বীর গেল যম লোক।
দেখি দুর্য্যোধনে বড় উপজিল শোক॥
কৌরবের সৈন্যগণ করে হাহাকার।
পাণ্ডবের সেনামধ্যে আনন্দ অপার॥
সিংহনাদ ছাড়ে ইলাবন্ত মহাবল।
কৌরবের সৈন্যেতে রোদন কোলাহল॥
দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা আদি বীরগণ।
ইলাবন্ত শরে সভে ব্যথিত জীবন॥
কতক্ষণে অলম্বুষ চেতন পাইয়া।
দিব্য রথে চড়ি এল সন্ধান পূরিয়া॥
মুখামুখি দুই জনে পুন যুদ্ধ হয়।
দোঁহাকার বাণে দোঁহে জর্জ্জর হৃদয়॥
তবে অলম্বুষ করি মায়ার সৃজন।
শূন্যে লুকাইয়া করে বাণবরিষণ॥
দেখি ইলাবন্ত ক্রুদ্ধ হইল প্রচুর।
বাণাঘাতে রাক্ষসের মায়া করে চূর॥
মায়া দূর গেলে করে অস্ত্রের ঘাতন।
দোঁহে দোঁহা বিন্ধয় করিয়া প্রাণপণ॥
দোঁহে মহাবীর্য্যবন্ত সমান সাহস।
ধনু এড়ি খড়্গ নিল দারুণ রাক্ষস॥
তাহা দেখি ইলাবন্ত খড়্গলয়ে ধায়।
মহাবেগে মারে অলম্বুষের মাথায়॥
খড়্গঘায়ে কম্পমান হইল রাক্ষস।
ইলাবন্তে মারে খড়্গ করিয়া সাহস॥
দোঁহে দোঁহা পুনঃ২ করয়ে ঘাতন।
অপূর্ব্ব রাক্ষসী মায়া করিল রচন॥
রণভূমি ছাড়ি শূন্যে উঠে শীঘ্রতর।
ক্ষণে লম্ফ দিয়া আইসে সমরভিতর॥
ইলাবন্ত মহাবীর দেখা নাহি পায়।
বিদ্যুতের মত বীর মেঘেতে লুকায়॥
তাহা দেখি রাক্ষস আইল মহাকোপে।
ইলাবন্ত বীর তাকে ধরে একলাফে॥
সন্ধান করিয়া খড়্গ করিল প্রহার।
দারুণ রাক্ষস তাহে নহিল সংহার॥
লাফ দিয়া উঠে বীর খড়্গ লয়ে করে।
খড়্গের প্রহার করে ইলাবন্ত শিরে॥
দারুণ প্রহারে বীর হইল দুর্ব্বল।
অলম্বুষ রাক্ষস হাসিল খলখল॥
খড়্গদিয়া রাক্ষস কাটিল তার শির।
ভূমিতলে পড়ে ইলাবন্ত মহাবীর॥
ইলাবন্ত পড়িল উঠিল কোলাহল।
ক্রুদ্ধ হয়ে আইল ঘটোৎকচ মহাবল॥

সহদেব নকুল দ্রুপদ মহাশয়।
অভিমন্যু ভীমসেন সাত্যকি দুর্জ্জয় ॥
অস্ত্র বরিষয় সভে অতি ক্রোধমনে।
ভঙ্গ দিল কুরুসৈন্য স্থির নহে রণে ॥
দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা ভগদত্ত বীর।
পাণ্ডবসম্মুখে আর কেহ নহে স্থির ॥
মহাক্রুদ্ধ ভীমসেন কৃতান্ত সমান।
ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণে দেখি বিদ্যমান ॥
গদা লয়ে মহাবেগে ধায় বৃকোদর।
দণ্ডহস্তে যম যেন প্রবেশে সমর ॥
তাহা দেখি দ্রোণগুরু সমরে দুর্জ্জয়।
ভীমের উপরে অস্ত্র ঘন বরিষয় ॥
বৃক্ষ যেন বৃষ্টিজল মাথা পাতি ধরে।
তাদৃশ সম্বরে অস্ত্র বীর বৃকোদরে ॥
পশুমধ্যে ব্যাঘ্র যেন মহাকুতূহলে।
গদাঘাতে মারে বীর কৌরবের দলে ॥
ভীমের সমরে আর কেহ নহে স্থির।
ভঙ্গ দিল বড়২ রথী মহাবীর ॥
পুত্রের নিধন শুনি মহাক্রুদ্ধ মন।
অর্জ্জুন করেন ঘোর অস্ত্র বরিষণ ॥
সহস্র সহস্র বাণ করেন প্রহার।
অর্দ্ধপথে কাটে তাহা গঙ্গার কুমার ॥
অগ্নিবাণ ছাড়িলেন পার্থ ধনুর্দ্ধর।
শূন্যপথ রুদ্ধ করি বর্ষে বৈশ্বানর ॥
রথ হস্তী অশ্ব পুড়ে হৈল ছারখার।
দেখি বারুণাস্ত্র এড়ে গঙ্গার কুমার ॥
মুষল ধারাতে জল হয় বরিষণ।
অগ্নি সব নিমিষে হইল নির্ব্বাপণ ॥
পাণ্ডবের সেনাগণ ভাসি বুলে জলে।
রথ গজ আসোয়ার পদাতি বহুলে ॥
অর্জ্জুন মারেন বাণ পবন সঞ্চার।
জল উড়াইয়া সব করেন সংহার ॥
পবন বেগেতে সব ধ্বজ ভাঙ্গি পড়ে।
যেমন প্রলয়কালে সৃষ্টি উড়ে ঝড়ে ॥
হাসি ভীষ্ম বলে শুন পার্থ ধনুর্দ্ধর।
তোমার যতেক শক্তি করহ সমর ॥
নিতান্ত প্রতিজ্ঞা আমি করিব পূরণ।
নহিবে তোমার শক্তি করিতে বারণ ॥
এত বলি সর্পবাণ এড়ে বীরবর।
লক্ষ২ ফণী উঠে গগণউপর ॥
নিমিষেতে ঝড় সব করিল আহার।
গর্জ্জন করিয়া ধায় পার্থে গিলিবার ॥
শিখিবাণ এড়িলেন ইন্দ্রের কুমার।
ধরিয়া সকল ফণি করিল আহার ॥
শত শত শিখী উড়ে গগণ উপর।
দেখি অন্ধকার অস্ত্র এড়ে বীরবর ॥
ঘোর অন্ধকার নাহি জ্ঞান আপ্ত পর।
নিশা জানি শিখিগণ গেল দিগন্তর ॥
মহাঅন্ধকারে সৈন্য দেখিতে না পায়।
দেখিয়া ভাস্করাস্ত্র এড়েন ধনঞ্জয় ॥
সূর্য্যোদয় হইল ঘুচিল অন্ধকার।
উদিত দ্বিতীয় রবি দেখিল সংসার ॥
দেখি গঙ্গাপুত্র মহাকুপিত হইল।
ধনুক টঙ্কারি আট বাণ নিক্ষেপিল ॥
এমতি সে আট বাণ তীক্ষ্ণবেগে গেল।
অর্জ্জুনের রথ অশ্ব জর্জ্জর হইল ॥
সাত বাণ মারে আর ধ্বজার উপরে।
আশী বাণ বিন্ধিলেক প্রভু গদাধরে ॥
আর কুড়ি বাণ বীর এড়ে শীঘ্র হাতে।
কপিধ্বজ রথচক্র পোতে মৃত্তিকাতে ॥
তবে হরি অশ্বগণে করেন প্রহার।
বহু কষ্টে করিলেন রথের উদ্ধার ॥
দেখিয়া অর্জ্জুন ক্রোধী হয়ে অতিশয়।
পঞ্চ বাণে বিন্ধিলেন ভীষ্মের হৃদয় ॥
চারি বাণে চারি অশ্ব করেন সংহার।
সারথির মাথা কাটি লন যমদ্বার ॥
এক বাণে ধ্বজ তার কাটেন অর্জ্জুন।
করেন ভীষ্মের প্রতি বাণ বরিষণ ॥
কৃষ্ণ প্রতি বলে ভীষ্ম অতি ক্রোধ করি।
নিজ অশ্ব রথ এবে রক্ষা কর হরি ॥
এত বলি অস্ত্র বরিষয় বীরবর।
কুজ্ঝটীতে আচ্ছাদয়ে যেন গিরিবর ॥
বাণ কাটি অর্জ্জুন করেন খানখান।
ভীষ্মের উপরে পুন পূরেন সন্ধান ॥
এইরূপে দুই জন নিবারয়ে বাণ।
মহাক্রুদ্ধ হইলেন গঙ্গার সন্তান ॥
পর্ব্বত নামেতে অস্ত্র ভীষ্ম নিল করে।
লক্ষ২ গিরিবর যাহাতে সঞ্চরে ॥
মন্ত্রে অভিষেকি এড়ে গঙ্গার নন্দন।
দেখি সব দেবগণ হৈল ভীত মন ॥
লক্ষ লক্ষ পর্ব্বতেতে আবরে আকাশ।
শূন্যপথ রুদ্ধ হইল না চলে বাতাস ॥
ভাদ্রমাসে নিশা যেন ঘোর অন্ধকার।
দেখি সব সৈন্যগণে করে হাহাকার ॥

সাগর মন্থনে যেন মহা কোলাহল।
মহাশব্দ করি আইলে ষত কুলাচল॥
পাণ্ডবের সৈন্য সব ভয়ে পলাইল।
শূন্য পথে দেবগণ ত্রাসিত হইল॥
সর্ব্ব সৈন্য পলাইল সহ নৃপবর।
তিন মহারথী রহে সংগ্রাম ভিতর॥
বৃকোদর ধনঞ্জয় অভিমন্যু বীর।
এই তিন মহারথী রণে থাকে স্থির॥
দেখি যত দেবগণ করে হাহাকার।
গাণ্ডীবে টঙ্কার দেন ইন্দ্রের কুমার॥
হুহুঙ্কার ছাড়িয়া ছাড়েন বজ্রবাণ।
যতেক পর্ব্বত ভাঙ্গে বজ্রের সমান॥
রেণুর প্রমাণ করি সব উড়াইল।
দেখি সব দেবগণ সানন্দ হইল॥
যতেক দেবতা করে পুষ্প বরিষণ।
সমরেতে আইল সমস্ত যোদ্ধাগণ॥
সাধু২ বলি ভীষ্ম প্রশংসা করিল।
সন্ধান পূরিয়া পুন দিব্যাস্ত্র মারিল॥
বাণে নিবারেন তাহা পার্থ ধনুর্দ্ধর।
কেহ পরাজয় নহে বিক্রমে সোসর॥
চক্ষু পালটিতে দোঁহে না পান বিশ্রাম।
দেবাসুর চমকিত দেখিয়া সংগ্রাম॥
দৈবে দেখিলেন পার্থ কৃষ্ণের শরীর।
সমরে প্রতিজ্ঞা নিজ রাখে কুরুবীর॥
সংহারি অযুত রথি শঙ্খ বাজাইল।
দেখিয়া পার্থের মনে বিস্ময় জন্মিল॥
সন্ধ্যা জানি সর্ব্ব জন নিবর্ত্তিল রণে।
দুই দলে চলি গেল নিজ নিকেতনে॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরিবে ভব বারি॥

### অথ কর্ণ ও দুর্য্যোধন ও ভীষ্মের মন্ত্রণা।

### দীর্ঘ ত্রিপদী।

দুর্য্যোধন মহাবীর দেখিয়া না হয় স্থির
বিস্তর পড়িল সৈন্যগণ।
মনে যুক্তি বিচারিয়া শকুনিরে পাঠাইয়া
আনাইল সূর্য্যের নন্দন॥
বসিয়া বিরল স্থানে যুক্তি করে তিন জনে
রাধেয় শকুনি দুর্য্যোধন।
কহে রাজা কুরুবর শুন কর্ণ ধনুর্দ্ধর
মম দুঃখ করি নিবেদন॥
পাণ্ডবে জিনিব রণে হেন আশা করি মনে
যুদ্ধ হেতু করিব উপায়।
তিন লোকে সভে জানি দেবতা অসুর মুনি
বাখানয়ে ভীষ্ম মহাশয়॥
সেনাপতি করি তাঁরে ভাসি সুখ সরোবরে
সমরে জিনিব বৈরিগণে।
মনে হেন করি সাদ বিধি তাহে দেয় বাধ
হীনবল হই দিনে২॥
দ্রোণ ভীষ্ম মহাসত্ত্ব কৃপ শল্য সোমদত্ত
আর যত মহারাজগণ।
পাণ্ডবেরে স্নেহ করি ক্ষত্রধর্ম্ম পরিহরি
সভে মেলি উপেক্ষিল রণ॥
পড়ে রণে সেনাগণ ব্যাকুল আমার মন
আর কেহ না করে উদ্দেশ।
দেখিয়া এ সব রীত ভয় হৈল উপস্থিত
কি করিব কহ সবিশেষ॥
তুমি উদাসীন রণে মম দুঃখ বিমোচনে
আর কেবা সংগ্রাম করিবে।
নিবেদিনু বরাবরে ভাল যুক্তি দেহ মোরে
কি উপায়ে পাণ্ডব মরিবে॥
বলে কর্ণ ধনুর্দ্ধর শুন কুরু নরবর
সুযুক্তি বিচারে এই হয়।
বুঝিয়া করহ কার্য্য তবে সে পাইবা রাজ্য
করিবা পাণ্ডবপরাজয়॥
গঙ্গাপুত্র কৃপ দ্রোণ আর যত যোদ্ধাগণ
নাহি ছাড়ে পাণ্ডবের আশ।
একেত পাণ্ডব ভক্ত ভীষ্ম তাহে নহে শক্ত
সেনাপতি কর্ম্মেতে উদাস॥ [সিদ্ধ
রণ দেখুন ভীষ্ম বৃদ্ধ করি আমি কার্য্য
পাণ্ডবেরে করিয়া সংহার।
পুনরপি চলি যাহ ভীষ্মের অগ্রেতে কহ
এই সে মন্ত্রণা কর সার॥
কর্ণের মন্ত্রণা শুনি হিত হেন মনে গণি
রাজা গেল ভীষ্মের শিবির।
নিবেদিল কুরুরাজ সাধিতে আপন কায
শুন ভীষ্ম পিতামহ বীর॥
স্বীকার করিলা পূর্ব্বে শত্রুগণ সংহারিবে
এবে উপেক্ষিয়া কর রণ।
আমার ভাগ্যের বশে চতুর্দ্দিগে শত্রু হাসে
আজ্ঞা কর করি কি এখন॥

সেনাপতি কর্ণে কর মারুক পাণ্ডববর
উপেক্ষা নাহিক তার স্থানে।
করে বড় অহঙ্কার সবান্ধব পরিবার
পাণ্ডবে নাশিবে ঘোর রণে॥ [জ্বলে
দুর্য্যোধন বাক্য জ্বালে ভীষ্ম অগ্নি হেন
চক্ষু পাকলিয়া উঠে রোষে। [লোকে
পূর্ব্বেতে বলিলাম তোকে শুনিলেক সর্ব্ব
হিত না শুনিলা কর্ম্মদোষে॥
আমারে বলিছ বৃদ্ধ কর্ণের কি আছে সাধ্য
কহ কর্ণ কি করিতে পারে।
যখন গন্ধর্ব্ব বীরে বান্ধিয়া লইল তোরে
কর্ণ বীর কি করিল তারে॥
উত্তর গোগ্রহ রণে সাজি গেলা সৈন্যগণে
গোধন বেড়িলা গিয়া সভে।
একেশ্বর ধনঞ্জয় গোধন কাড়িয়া লয়
কর্ণ বীর কি করিল তবে।
ধর্ম্মবন্ত পঞ্চ জন মহাবল পরাক্রম
দেবগণ প্রশংসয়ে যারে।
এ তিন ভুবনমাঝে কে তার সহিত যুঝে
কহিতে অনেক জন পারে॥
ইন্দ্রেরে জিনিয়া রণে দহিল খাণ্ডব বনে
অগ্নিরে তর্পিল একেশ্বরে।
নিবাত কবচ জিনে কালকেয় আদি হানে
অর্জ্জুনে জিনিতে কেবা পারে॥
একেতো দুর্ব্বার রণে তাহে সখা রাজগণে
সমূহ পাঞ্চালগণ সাথে।
পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন যার সৃষ্টি ত্রিভুবন
সারথি হইলেন তিনি রথে॥
পূর্ব্ব কথা কহি শুন মহারাজ দুর্য্যোধন
নন্দালয়ে ছিলেন শ্রীহরি।
যত শিশুগণসঙ্গে গোধন চরান রঙ্গে
মহাআনন্দিত ব্রজপুরী॥
যত ব্রজবাসিগণ করে যজ্ঞ আরম্ভণ
সুরপতিপূজার কারণ।
তা দেখিয়া জনার্দ্দন সেই সব আয়োজন
পর্ব্বতে করেন নিবেদন॥
শুনি ক্রুদ্ধ সুরনাথ দেবগণ লয়ে সাথ
হস্তি সহ যত মেঘগণ।
অহোরাত্র ঝড় বৃষ্টি করিল মজিল সৃষ্টি
ত্রাসিত হইল সর্ব্ব জন॥
যত গোপব্রজবাসী কাতর হইয়া আসি
শ্রীকৃষ্ণের শরণ পশিল।
তাহা দেখি নারায়ণ ধরিলেন গোবর্দ্ধন
বাসবের কোপ উপজিল॥
দিবানিশা নাহি জ্ঞান ত্রিভুবন কম্পমান
বজ্রাঘাত সতত হইল।
সাত দিন হেনমতে করিলেন সুরনাথে
না পারিয়া মনে ক্ষমা দিল॥
সুরপতি যায় স্বর্গ রক্ষা পায় গোপবর্গ
গোকুলের ঘুচিল উৎপাত।
এবে সেই নারায়ণ পাণ্ডবেরে অনুক্ষণ
রক্ষা করেন যেন পুত্রে তাত॥ [পারে
কাহার যোগ্যতা তারে বিনাশ করিতে
যাহার সাক্ষাৎ নারায়ণ।
যদি না রাখেন হরি নিমিষে বধিতে পারি
সসৈন্য পাণ্ডব পঞ্চ জন।
কল্য ঘোর রণ হবে হেন অস্ত্র সঞ্চারিবে
যাহা কেহ নিবারিতে নারে।
ভীষ্মের বচন শুনি হরষিত কুরুমণি
চলি গেল আপন শিবিরে॥
ব্যাস বিরচিত গাঁথা অপূর্ব্ব ভারত কথা
শ্রুতমাত্রে পাপের বিনাশ।
কমলাকান্তের সুত হেতু সুজনের প্রীত
বিরচিল কাশীরাম দাস॥

## অথ ষষ্ঠ দিনের যুদ্ধারম্ভ।

### পয়ার।

আর দিন প্রভাতে সাজিল দুই দল।
নানা বাদ্য বাজে সৈন্য করে কোলাহল॥
নানা বর্ণ পতাকা উড়য়ে রথধ্বজে।
সিংহনাদ করি সব যোদ্ধারা গরজে॥
মহারথি রথিগণ ধনুঃশর হাতে।
সিংহনাদ করিয়া ধাইল চতুর্ভিতে॥
রথিকে ধাইল রথী গজ ধায় গজে।
আসোয়ারে আসোয়ার পদাতিক যুঝে॥
মুষল মুদ্গার শেল ভুষণ্ডী তোমর।
নানা অস্ত্র মারে যেন বর্ষে জলধর॥
গদাহাতে কোন বীর অতিবেগে ধায়।
গজ অশ্ব মারয়ে সম্মুখে যারে পায়॥
সহদেব মহাবীর মাদ্রীর নন্দন।
অসি চর্ম্ম ধরি বীর আরম্ভিল রণ॥

রণদর্প করি বীর প্রবেশে সমরে।
শত শত বীরগণে নিল যমঘরে ॥
শত শত হস্তি মারে পদাতি বহুল।
যতেক মারিল সৈন্য নাহি তার কূল ॥
সৈন্যের বিনাশ দেখি শকুনি রুষিল।
একবারে ত্রিশ শর সন্ধান পূরিল ॥
সন্ধান পূরিয়া বীর শীঘ্র এড়ে বাণ।
খড়্গে কাটি সহদেব করে খানখান ॥
অস্ত্র ব্যর্থ দেখি রোষে শকুনি দুর্ম্মতি।
সন্ধান পূরিয়া বাণ মারে শীঘ্রগতি ॥
পুনঃপুন যত অস্ত্র মারিছে শকুনি।
শীঘ্রহস্তে সহদেব খড়্গে ফেলি হানি ॥
মহাকোপে ধায় বীর খড়্গ লয়ে হাতে।
অশ্বসহ সারথিরে ফেলিল ভূমিতে ॥
অশ্বসহ সারথি সমরে গেল কাট।
পলায় শকুনি বীর নাহি চাহে বাট ॥
শকুনি পলায়ে গেল ত্যজিয়া সমর।
নিজ রথে চড়ি বীর নিল ধনুঃশর ॥
জয়দ্রথ নকুলে বাধিল ঘোর রণ।
নানা অস্ত্র দুই জন করে বরিষণ ॥
দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে নিবারয়ে শরে।
পরাজয় কারো নাহি হইল সমরে ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন ভূরিশ্রবা রণ ঘোরতর।
সর্ব্ব লোক দেখে তাহা থাকিয়া অন্তর ॥
আষাঢ় শ্রাবণে যেন বর্ষে জলধর।
ততোধিক দুই জন বরিষয় শর ॥
সহস্র২ সেনা পড়য়ে সমরে।
দ্রোণাচার্য্য দেখিয়া রুষিলেন অন্তরে ॥
মহাকোপে দ্রোণাচার্য্য বরিষয়ে শর।
লক্ষ লক্ষ সৈন্যগণে নিল যমঘর ॥
তাহা দেখি রোষে বীর অর্জ্জুননন্দন।
দ্রোণের উপরে করে অস্ত্র বরিষণ ॥
বাণে নিবারয়ে তাহা দ্রোণ মহাশয়।
কুপিত হইল দেখি অর্জ্জুনতনয় ॥
একবারে শত শর সন্ধান করিল।
দ্রোণাচার্য্য বাণাঘাতে তাহা নিবারিল ॥
ক্রোধে অভিমন্যু বীর এড়ে দশ বাণ।
দ্রোণের হাতের ধনু করে খানখান ॥
আর ধনু লয় গুরু চক্ষু পালটিতে।
সেহ ধনু কাটে বীর নাহি গুণ দিতে ॥
পুনঃপুন দ্রোণাচার্য্য যত ধনু লয়।
বাণে কাটি পাড়ে তাহা অর্জ্জুনতনয় ॥

পুন দিব্য অস্ত্র বীর সন্ধান পূরিল।
দ্রোণের কবচ ভেদি অঙ্গে প্রবেশিল ॥
মূর্চ্ছিত হইয়া দ্রোণ পড়িলেন রথে।
সৈন্যেরে পাঠায় অভিমন্যু যমপথে ॥
সহস্র সহস্র রথী গজ অগণন।
মারয়ে যতেক সৈন্য কে করে গণন ॥
কত ক্ষণে চৈতন্য পাইল দ্রোণ গুরু।
কোপে কম্পমান অঙ্গ কাঁপে বক্ষ উরু ॥
ধনুর্ব্বাণ লয়ে করে অস্ত্র বরিষণ।
শরে শর নিবারয়ে অর্জ্জুননন্দন ॥
দোঁহে দোঁহা অস্ত্র বিন্ধে করি প্রাণপণ।
দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে করে নিবারণ ॥
পরস্পর যুদ্ধ করে যত যোদ্ধাগণ।
পড়িল যতেক সৈন্য কে করে গণন ॥
মুষল মুদ্গার শেল ভুষণ্ডী তোমর।
চক্র শূল শক্তি জাঠা বর্ষে নিরন্তর ॥
শ্রাবণ ভাদ্রেতে যেন জল বর্ষে ধারে।
সেইমত বীরগণ নানা অস্ত্র মারে ॥
শ্রীহরি সারথি রথে পার্থ ধনুর্দ্ধর।
ভীষ্মের উপরে তীক্ষ্ণ মারিলেন শর ॥
শরে শর নিবারিয়া গঙ্গার নন্দন।
অর্জ্জুনে চাহিয়া বীর বলেন বচন ॥
পাঁচ দিন যুদ্ধ করি গেলা সভে ঘর।
আজি হইবেক যুদ্ধ মহাভয়ঙ্কর ॥
ইহা জানি অর্জ্জুন সমরে দেহ মন।
বুঝিব কেমতে আজি রাখ সৈন্যগণ ॥
এত বলি ভীষ্ম বাণ করিল সন্ধান।
অর্জ্জুনউপরে মারে চোখ২ বাণ ॥
বাণে নিবারেন তাহা পার্থ ধনুর্দ্ধর।
আশ্চর্য্য মানিল দেখি দেব দৈত্য নর ॥
দেখি ভীষ্ম পঞ্চ বাণ মারে অতি রোষে।
মুর্ত্তিমন্ত হয়ে বাণ শূন্য পথে আইসে ॥
দেখি পার্থ দুই বাণ পূরিয়া সন্ধান।
অর্দ্ধ পথে কাটিয়া করেন খান২ ॥
দেখি মহাকোপান্বিত গঙ্গার নন্দন।
আকাশ ছাইয়া বাণ করে বরিষণ ॥
শ্রীকৃষ্ণ সারথি আর পার্থ ধনুর্দ্ধর।
বাণে২ দোঁহাকারে করিল জর্জ্জর ॥
মহাকোপে পার্থ এড়িলেন অস্ত্রগণ।
কাটিলেন সারথি রথির শরাসন ॥
আট বাণে মারেন রথের চারি হয়ে।
আশী বাণে বিন্ধিলেন গঙ্গার তনয়ে ॥

লক্ষ বাণ মারিলেন সৈন্যের উপরে।
হয় গজ রথিরে পাঠান যমঘরে॥
তবে ভীষ্ম মহাবীর আর ধনু লৈয়া।
বাণ বৃষ্টি করিলেন আকাশ ছাইয়া॥
শূন্য মার্গ রুদ্ধ হইল না চলে বাতাস।
বাণে অন্ধকার হইল রবির প্রকাশ॥
লক্ষ২ সেনা মারি করিল সংহার।
শত২ গজ মারে কত আসোয়ার॥
হেনমতে উভয়ে হইল যত রণ।
সকল না লেখা গেল বাহুল্য কারণ॥
মহাকোপে পার্থ পুনঃ করিয়া সন্ধান।
ধনুখান ভীষ্মের করেন খান২॥
সারথির মাথা কাটিলেন অশ্ব চারি।
ধ্বজ রথ কাটিলেন বিক্রমে কেশরী॥
দেখি গঙ্গাপুত্র বড় লজ্জা পায়ে মনে।
আর রথে চড়ি ধনু লইল তখনে॥
ভীষ্ম বলে শুন বাক্য কৃষ্ণ মহাশয়।
করিল অদ্ভুত রণ কুন্তীর তনয়॥
এবে মম পরাক্রম দেখ গদাধর।
সাবধান হয়ে বৈস রথের উপর॥
অর্জ্জুনেরে রাখ আর রাখ সেনাগণ।
বড়ই দুষ্কর অস্ত্র নাশে ত্রিভুবন॥
এতেক বলিয়া ভীষ্ম নিল মহাশর।
নারায়ণ নাম তার খ্যাত চরাচর॥
সেই শরে অভিষেক গাঙ্গেয় করিল।
মন্ত্রপূত করিয়া ধনুকে বসাইল॥
বিষ্ণু তেজ ধরে অস্ত্র বিষ্ণু অবতার।
পাণ্ডবের অস্ত্রধারি করিবা সংহার॥
সসৈন্য পাণ্ডবগণে যত ধনুর্দ্ধর।
সভারে সংহার করি লহ যমঘর॥
এতেক বলিয়া বীর ধনুক টানিল।
আকর্ণ পূরিয়া বাণ সন্ধান পূরিল॥
বাণহৈতে বিষ্ণু তেজ হইল প্রকাশ।
যেন লক্ষ রবি আসি ছাইল আকাশ॥
দেখি সব দেবগণ ভাবিতে লাগিল।
সসৈন্য পাণ্ডব বুঝি সংহার হইল॥
ভূমিকম্প হইল লড়িল চলাচল।
বাসুকি নাগের ফণা করে টলমল॥
দেখিয়া পাইয়া ভয় প্রভু নারায়ণ।
অর্জ্জুন চাহিয়া তবে বলেন বচন॥
জগত নাশিতে শক্তি ধরে এই বাণ।
দেবাসুর গন্ধর্ব্বেতে নাহি ধরে টান॥
অস্ত্র ধনু ত্যাগ কর শুন বীরবর।
বিমুখ হইয়া বৈস রথের উপর॥
অর্জ্জুন বলেন দেব না হয় উচিত।
ক্ষত্রধর্ম্ম ত্যজি কেন প্রাণে এত ভীত॥
শ্রীহরি বলেন নহে কথার সময়।
আমার শপথ অস্ত্র ত্যজ ধনঞ্জয়॥
ধনু অস্ত্র ত্যজি বীর বসেন বিমুখে।
নারায়ণ ডাকিয়া বলেন সর্ব্ব লোকে॥
পাণ্ডব সৈন্যেতে যত জন অস্ত্রধর।
বিমুখ হইয়া সভে ত্যজ ধনুঃ শর॥
উচ্চৈঃস্বরে শ্রীহরি বলেন ঘনে ঘন।
শুনিয়া করিল ত্যাগ অস্ত্র সর্ব্ব জন॥
নৃপতি সহিত আর যত যোদ্ধাগণে।
বিমুখ হইল সভে বিনা ভীমসেনে॥
তাহা দেখি গোবিন্দ বলেন বৃকোদরে।
পতঙ্গের প্রায় কেন পুড়ে মর শরে॥
এই ভিক্ষা দেহ মোরে শুন মহাবল।
অস্ত্র ত্যজি পৃষ্ঠ দিয়া থাকহ কেবল॥
ভীম বলে হেন বাক্য না বল আমারে।
প্রাণ দিব তবু পৃষ্ঠ না দিব সমরে॥
ভারতের যুদ্ধে আমি করিলাম পণ।
সমরেতে পৃষ্ঠ নাহি দিব কদাচন॥
কি কারণে প্রাণভয়ে রণে ভঙ্গ দিব।
নিজধর্ম্ম ত্যজি কেন নরকে মজিব॥
এত বলি গদাধরি রহে মহাবীর।
দেখিয়া হইল চিন্তা শ্রীবনমালির॥
মহাতেজোময় অস্ত্র গগণে উঠিল।
পাণ্ডবের সৈন্য অস্ত্রধারি না পাইল॥
ভীমহস্তে গদাদেখি কোপে আইসে বাণ।
প্রজ্বলিত অগ্নি যেন পর্ব্বত সমান॥
ঘোর নাদে গর্জ্জে শর ভীমে বিনাশিতে।
নারায়ণ দেখি বড় চিন্তিলেন চিতে॥
রথত্যজি ধাইলেন গোবিন্দ সত্বর।
ভীমে আচ্ছাদিলেন আপন কলেবর॥
মহা তেজোময় অস্ত্র সংসার ব্যাপিল।
কৃষ্ণের পরশে সব তেজ সম্বরিল॥
আপনার তেজ হরি আপনি ধরিয়া।
ভীমে রক্ষা করিলেন অস্ত্র নিবারিয়া॥
স্বর্গে দেবগণ সব করে জয়২।
দেখিয়া পাণ্ডবগণ সানন্দ হৃদয়॥
গঙ্গাপুত্র হইলেন আনন্দিত মন।
ধনু এড়ি করিছেন কৃষ্ণের স্তবন॥

জয়২ নারায়ণ ভুবনপালন।
অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি জগত্তারণ ॥
নমোনমো বাসুদেব মুকুন্দ মুরারি।
নমস্তে মাধব জয় দুষ্ট দর্পহারি ॥
সাধু পাণ্ডু সাধু কুন্তী পুত্র জন্মাইল।
ত্রিজগদীশ্বর যার সারথি হইল ॥
ইত্যাদি অনেক স্তব করে বীরবর।
আপনার রথেতে গেলেন গদাধর ॥
গাণ্ডীব লইয়া হাতে ইন্দ্রের নন্দন।
করেন মুষলধারে অস্ত্র বরিষণ ॥
সহস্র সহস্র রথি গজ অগণন।
বাণে কাটি লইলেন শমনসদন ॥
ধনুক ধরিয়া ভীষ্ম পূরিল সন্ধান।
নিমিষেতে নিবারিল অর্জ্জুনের বাণ ॥
নিবারিয়া অস্ত্র পুন এড়ে আর শর।
বাণে নিবারেন তাহা পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
দোঁহে দোঁহাকার অস্ত্র করেন ঘাতন।
দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে করেন বারণ ॥
হেন মতে বহুযুদ্ধ হয় দুই জনে।
নাহি লিখিলাম সব বাহুল্য কারণে ॥
ক্রোধে ভীষ্ম পঞ্চ শর সন্ধান পূরিল।
কবচ ভেদিয়া অঙ্গে প্রবেশ করিল ॥
করে ধরি অস্ত্র পার্থ করিতে বাহির।
অযুতেক রথি মারে ভীষ্ম মহাবীর ॥
জয় শঙ্খ দিয়া বীর রথ বাহুড়িল।
সন্ধ্যা জানি সর্ব্বজন রণে নিবর্ত্তিল ॥
কৌরব পাণ্ডব গেল আপনার ঘর।
হেনমতে ষষ্ঠ দিন হইল সমর ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশীরাম দাস কহে শুনি ভব তরি ॥
শিবিরেতে গিয়া যুধিষ্ঠির মহাশয়।
কহেন গোবিন্দ প্রতি করিয়া বিনয় ॥
পিতামহ করিলেন সৈন্যের নিধন।
কি করি উপায় এবে কহ নারায়ণ ॥
নারায়ণঅস্ত্র ভীষ্ম পূরিল সন্ধান।
দেবাসুরে কেহ যার নাহি জানে নাম ॥
মহাকোপে আইল সে ভীমে মারিবার।
আপনি করিলা রক্ষা সংসারের সার ॥
মম মনে লয় যাহা শুন হৃষীকেশ।
রাজ্যে কার্য্য নাহি বনে করিব প্রবেশ ॥
অর্জ্জুন বলেন শুন ধর্ম্ম নৃপবর।
অমঙ্গল চিন্তা কেন কর নিরন্তর ॥
আমাসভা রক্ষা যে করেন সর্ব্বকাল।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কহি শুন মহীপাল ॥
তীর্থ পর্য্যটনে আমি গেলাম যখন।
ভ্রমিতে২ যাই দ্বারকাভুবন ॥
সুগন্ধি কনকপদ্ম গন্ধে মনোহর।
সত্রাজিতসুতাকে দিলেন দামোদর ॥
দেখিয়া রুক্মিণীমনে ক্রোধ উপজিল।
শরীর ত্যজিব হেন মনে বিচারিল ॥
এ সব বৃত্তান্ত জানিলেন নারায়ণ।
পুষ্পহেতু মোরে আজ্ঞা দিলেন তখন ॥
আমি কহিলাম পুষ্প আছে কোনখানে।
হরি কহিলেন আছে কদলীর বনে ॥
সেইক্ষণে ধনুর্ব্বাণ লইলাম আমি।
গেলাম কদলীবনে অতিশীঘ্রগামী ॥
ভ্রমিতে২ দেখি পুষ্প মনোহর।
রক্ষক আছয়ে চারি মর্কট বানর ॥
পুষ্প তুলিবার মম উদ্যোগ হইল।
দেখিয়া তাহারা মোরে বহু নিষেধিল ॥
না মানিয়া পুষ্প আমি তুলি নিজমনে।
দেখিয়া ধাইয়া তারা গেল চারি জনে ॥
গিয়া হনূমানেরে কহিল সমাচার।
শ্রুতমাত্র আইল তথা পবনকুমার ॥
আমারে দেখিয়া বলে হয়ে ক্রোধমন।
অন্যায়ি কিরাত চোর শুন রে বচন ॥
যাইতে শমনপুরী ইচ্ছা হইল তোর।
সে কারণে পুষ্প তুল উদ্যানেতে মোর ॥
ইন্দ্র চন্দ্র দেবগণ না আইসে ডরে।
অধম কিরাত কেন আইলা মরিবারে ॥
নিত্য২ পূজা আমি করি রঘুবীর।
যাহার প্রসাদে মোর অক্ষয় শরীর ॥
দুর্জয় রাবণ যেই বিখ্যাত সংসারে।
সবংশে নিলেন যিনি তারে যমঘরে ॥
বিভীষণে রাজত্ব দিলেন চিরকাল।
বালিরাজে মারিলেন ভেদি সপ্তভাল ॥
যার গুণে বনের বানর বন্দি হৈল।
অলঙ্ঘ্য সাগর যার হাতে বান্ধা গেল ॥
মনুষ্য হইয়া তোর বুদ্ধি হৈল হত।
যমপুরী যাইবার সৃজিতেছ পথ ॥
আমি কহিলাম তুই জাতিতে বানর।
বনফল খাও ভ্রম বনের ভিতর ॥
না জানিয়া কটূত্তর বলিস আমারে।
যদি প্রাণে মারি তোরে কে রাখে সংসারে ॥

বড় বীর বলিয়া জানিস রঘুনাথ।
সংসারেতে তার বল আছেয়ে বিখ্যাত॥
বানর পাথর বহি সাগর বান্ধিল।
আপনি কটক লয়ে সে পার হইল॥
আপনি শরেতে যদি বান্ধিত সাগর।
তবে আমি কহিতাম তারে বীরবর॥
ক্রোধে হনূ বলে শুন কিরাত অধম।
ত্রিভুবনে খ্যাত যত রামের বিক্রম॥
হরধনু ভাঙ্গিলেন যিনি অবহেলে।
পরশু রামেরে যিনি জিনিলেন বলে॥
শরেতে সাগর বান্ধা তাঁর চিত্র নহে।
কটকের মহাভার কিপ্রকারে সহে॥
সে কারণে বান্ধিলেন পাষাণে সাগর।
রামের করহ নিন্দা অধম পামর॥
ইহার উচিত ফল পাবা মোর ঠাঁই।
পড়িলে আমার হাতে অব্যাহতি নাই॥
তুমি যদি মহাবীর বড় ধনুর্দ্ধর।
শরেতে সাগর বান্ধি মোরে কর পার॥
আমার ভরেতে যদি তব বান্ধ রয়।
তবেত হইব সখা এ কথা নিশ্চয়॥
যদ্যপি আমার ভরে বান্ধ হয় ভঙ্গ।
সাক্ষাতে তোমারে আজি দেখাইব রঙ্গ॥
আমি কহিলাম যদি বান্ধি হে সাগর।
তোমারে কি গণি পার হয় চরাচর॥
তোমার ভরেতে যদি মম বান্ধ ভাঙ্গে।
তবে পরাজিত আমি হই তব আগে॥
এমত প্রতিজ্ঞা করিলাম সেইক্ষণ।
সাগরের তীরেতে গেলাম দুই জন॥
ধনুক ধরিয়া আমি দিলাম টঙ্কার।
বৃষ্টিধারাবত অস্ত্র হইল সঞ্চার॥
পদ্ম শঙ্খআদি বাণ কে করে গণন।
নিমিষেকে বান্ধিলাম শতেক যোজন॥
বান্ধ দেখি হনূমান সবিস্ময় মন।
জানিল কিরাত নহে হবে কোন জন॥
কোন দেবতায় আজি বিপাক লাগিল।
আমার সহিত আসি বিবাদ করিল॥
আমারে চাহিয়া বীর বলিলেন হাসি।
ক্ষণেক বিলম্ব কর শীঘ্র আমি আসি॥
এত বলি উত্তরে চলিল মহাবীর।
বাড়াইল উভে লক্ষ যোজনশরীর॥
লোমে২ মহাবীর পর্ব্বত বান্ধিল।
কত শত পর্ব্বত কান্ধেতে তুলি নিল॥
মহাবেগে আইসে বীর কৃতান্তআকার।
লুকাইল রবিতেজ হইল অন্ধকার॥
প্রলয়ের ঝড় সম মহাশব্দ শুনি।
চমকিত হয়ে চারি দিকে চাহি আমি॥
নিরখিয়া দেখি রূপ অতিভয়ঙ্কর।
হনূমানে চিনি মম কাঁপিল অন্তর॥
এমত কুবুদ্ধি মোরে কেন দিলা হরি।
সকল থাকিতে হনূমানে বৈর করি॥
পিপীলিকাপাখা যেন উঠে মরিবার।
তেমতি হইল মোরে কুবুদ্ধি সঞ্চার॥
মহাভয় পায়ে আমি স্মরি মনেমন।
অন্তর্যামী সব জানিলেন নারায়ণ॥
হনূমানে অর্জ্জুনে হইল বিসম্বাদ।
মহাবীর হনূমান পাড়িল প্রমাদ॥
এতেক চিন্তিয়া প্রভু আসিয়া ত্বরিতে।
রহেন কচ্ছপরূপে বান্ধের নীচেতে॥
কোপে হনূমান ডাকি আমাপ্রতি বলে।
এবে বান্ধ কর রক্ষা প্রতিজ্ঞা করিলে॥
আমি পড়ি সঙ্কটে সাহস করিলাম।
নিঃশঙ্কাতে হও পার ডাকি বলিলাম॥
হনূমানভরে কম্পমানা বসুমতী।
বান্ধে একপদ দিল মনে ক্রুদ্ধ অতি॥
আর পদ্দ তুলিয়া ফেলিতে মহাবীর।
কচ্ছপের মুখহৈতে বহিল রুধির॥
হইল অরুণবর্ণ সাগরের জল।
তাহা দেখি চিন্তিত হইল মহাবল॥
মোর ভর পৃথিবী সহিতে নাহি পারে।
শর বান্ধ কিপ্রকারে রহিল সাগরে॥
কোনহেতু রক্তবর্ণ সাগরের নীর।
এতেক চিন্তিয়া জ্ঞানদৃষ্টি করে বীর॥
ধ্যানেতে জানিল প্রভু বান্ধের নীচেতে।
লাফ দিয়া তটে পড়ে অতিভীত চিতে॥
আমি পশু মূঢ়মতি ইহা নাহি জানি।
বান্ধের নীচেতে প্রভু রঘুকুলমণি॥
অজ্ঞান অধম আমি বড়ই বর্ব্বর।
না জানিয়া আরোহিনু প্রভুর উপর॥
তবেত কচ্ছপরূপ ত্যজিয়া শ্রীহরি।
দূর্ব্বাদলশ্যাম হইলেন ধনুর্দ্ধারী॥
হনূমানপ্রতি তবে বলেন বচন।
আমার পরম ভক্ত তোমরা দুজন॥
দুই জনে প্রীতি কর ছাড় মনে রোষ।
আমারে করহ ক্ষমা অর্জ্জুনের দোষ॥

কৃতাঞ্জলি বলে হনূ করিয়া বিনয়।
পাপ কর্ম্ম করিলাম আমি পাপাশয়॥
অপরাধ ক্ষমহ আমার রঘুমণি।
অজ্ঞান অধম পশু কিছু নাহি জানি॥
শুনি হরি উভয়ের সখ্য করাইয়া।
উভয়েরে শান্ত করি গেলেন চলিয়া॥
হনূমান আমা চাহি বলেন বচন।
তুমি আমি সখা হইলাম দুই জন॥
সদাই তোমার আমি সহায় থাকিব।
সমর সঙ্কটে তব সাহায্য করিব॥
এতেক বলিয়া বীর গেলেন উত্তর।
পুষ্প লয়ে আইলাম দ্বারকানগর॥
বড়২ সঙ্কটেতে রাখিলেন মোরে।
ধর্ম্ম মহারাজ শুন না চিন্ত অন্তরে॥
এত বলি প্রবোধেন পার্থ ধর্ম্মনৃপে।
রজনি বঞ্চিল নানা কথার আলাপে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

## অথ সপ্তম দিনের যুদ্ধারম্ভ।

প্রভাতেতে দুই দল সাজিল সমরে।
প্রলয়ের কালে যেন সমুদ্র উথলে॥
সিংহনাদ শঙ্খনাদ গজের গর্জন।
ধনুক টঙ্কার ঘোর রথের নিস্বন॥
রথিকে ধাইল রথী গজ ধায় গজে।
আসোয়ারে আসোয়ার পদাতিক যুঝে॥
মুষল মুদ্গার শেল পরশু তোমর।
ভুষণ্ডি পট্টিশ গদা বর্ষে নিরন্তর॥
দুই দলে বাধে যুদ্ধ মহাকোলাহল।
যেমন প্রলয়কালে সমুদ্র কল্লোল॥
ভীষ্ম অর্জ্জুনেতে যুদ্ধ নাহিক তুলনা।
বাণ বৃষ্টি নিরন্তর কে করে বর্ণনা॥
মুষলের ধারে যেন বরিষয়ে ঘনে।
তাদৃশ আয়ুধ বৃষ্টি করে দুই জনে॥
ভীমসেন মহাবীর প্রবেশে সমরে।
সহস্র সহস্র রথি নিল যমঘরে॥
গদা হস্তে ভীমসেন যেই দিকে ধায়।
বড় বড় যোদ্ধাগণ আতঙ্কে পলায়॥
দেখিয়া রুষিল বীর দ্রোণের নন্দন।
ভীমের উপরে করে বাণবরিষণ॥

অশ্বত্থামা দেখি বীর চড়ে নিজ রথে।
গদা এড়ি ধনুঃশর তুলি নিল হাতে॥
সন্ধান করিয়া এড়ে চোখ চোখ বাণ।
দ্রৌণির যতেক অস্ত্র করে খানখান॥
কাটিয়া সকল অস্ত্র বৃকোদর বীর।
সন্ধান পূরিয়া বিন্ধে তাহার শরীর॥
দেখি অশ্বত্থামা কোপে এড়ে পঞ্চ বাণ।
ভীমের যতেক অস্ত্র করে খানখান॥
দোঁহে দোঁহা অস্ত্র কাটে দোঁহে মহাবল।
সমরে রুষিল বীর হইল প্রবল॥
ধনুকে টঙ্কার দিয়া এড়ে পঞ্চ বাণ।
দ্রৌণির ধনুক কাটি করে খানখান॥
আর দুই বাণ এড়ে কি কহিব কথা।
রথ অশ্ব কাটে আর সারথির মাথা॥
সারথি পড়িল রথ হইল অচল।
চোখ২ বাণ মারে ভীম মহাবল॥
বাণাঘাতে অচেতন দ্রোণের কুমার।
দেখি সব কুরুগণ করে হাহাকার॥
আর রথে করি অশ্বত্থামারে লইল।
মহাবল ভীম সৈন্যবিনাশ করিল॥
কোটি২ রথি মারি নিল যমালয়।
ভীমের সম্মুখে আর কেহ নাহি রয়॥
দেখি দুর্য্যোধন রাজা মহাদুঃখমতি।
রাজগণে আদেশ করিল শীঘ্রগতি॥
শুনিয়া কলিঙ্গ শত সহোদর আগে।
ভীমেরে মারিতে যায় ধনু ধরি বেগে॥
চতুর্দ্দিক বেড়ি সবে বরিষয়ে শর।
বাণে বাণ নিবারয়ে বীর বৃকোদর॥
চোখ২ বাণে বিন্ধে সভার শরীর।
রণে ভঙ্গ দিল সভে হইয়া অস্থির॥
কোপেতে কলিঙ্গরাজা এড়ে শত বাণ।
অর্দ্ধপথে ভীম তাহা করে খানখান॥
পুনঃ সপ্ত বাণ বীর মারে বৃকোদরে।
খণ্ড খণ্ড করি তাহা পাড়ে ভীম শরে॥
বাণ নিবারিয়া করে বাণের প্রহার।
সারথি সহিত অশ্ব করিল সংহার॥
বিরথ হইয়া বীর ভাবে মনেমন।
আর রথে চড়ি করে অস্ত্র বরিষণ॥
বাণ নিবারিয়া ভীম করে শরজাল।
ঢাকিল রবির তেজ তিমির বিশাল॥
নিবারিতে না পারিল কলিঙ্গরাজন।
রথের উপরে পড়ে হয়ে অচেতন॥

রাজার সঙ্কট দেখি সহোদরগণ।
ভীমের উপরে করে অস্ত্র বরিষণ॥
তাহা দেখি বৃকোদর গদা হাতে লয়ে।
নিমিষেকে সভাকারে নিল যমালয়ে॥
সৈন্যগণ বিনাশয়ে পবনকুমার।
লক্ষ লক্ষ সেনাগণে নিল যমদ্বার॥
চেতন পাইয়া উঠে কলিঙ্গরাজন।
ভাই সব মরে দেখি মহাশোক মন॥
হস্তী যাটি সহস্র যে রাজার ভিড়নে।
সভারে আদেশি রাজা প্রবেশিল রণে॥
ভীমেরে ডাকিয়া বলে শুন বীরবর।
সমরেতে বিনাশিলা মোর সহোদর॥
মোর সহ স্থির হয়ে করহ সমর।
হস্তির চাপনে তোমা নিব যমঘর॥
শুনি ভীমসেন বীর প্রতিজ্ঞা করয়।
নিশ্চয় তোমারে আজি নিব যমালয়॥
যেই হস্তিগণের করিস অহঙ্কার।
গদার বাতাসে সভে লব যমদ্বার॥
গদার বাতাস বিনা না করি আঘাত।
আমার প্রতিজ্ঞা এই শুনহ সাক্ষাৎ॥
এত বলি গদা লয়ে ধায় বীরবর।
কোপেতে ফিরায় গদা মাথার উপর॥
দিলেন আপন তেজ ভীমে হৃষীকেশ।
ঊনপঞ্চাশত বায়ু গদাগ্রে প্রবেশ॥
গদা ফিরাইয়া বীর ধায় মহারোষে।
উড়াইয়া হস্তিগণে দারুণ বাতাসে॥
আকাশেতে ঘূর্ণ বায়ু বহে নিরন্তর।
গদার বাতাসে তথা উড়িল কুঞ্জর॥
ঘূর্ণিত বায়ুতে হস্তি ঘূর্ণমান হয়।
অদ্যাবধি ঘুরিতেছে পড়িতে না পায়॥
একই যোজনমধ্যে যত সৈন্য ছিল।
গদার বাতাসে ভীম সভে উড়াইল॥
পর্ব্বত কাননে কত পড়ে দেশান্তরে।
কতেক পড়িল গিয়া সাগরভিতরে॥
দেখি সব দেবগণে লাগে চমৎকার।
কৌরবের সৈন্যগণ করে হাহাকার॥
তবে বৃকোদর বীর অতিবেগে ধায়।
এক ঘায়ে কলিঙ্গেরে নিল যমালয়॥
রথ অশ্ব সহ সব গুঁড়া হয়ে গেল।
দেখিয়া কৌরবদলে আতঙ্ক হইল॥
দেখি দ্রোণাচার্য্য বাণ পূরিল সন্ধান।
বাছিয়া বাছিয়া মারে চোখ চোখ বাণ॥
সহস্র সহস্র বাণ মারে একবারে।
ভীমের শরীর বিন্ধ করিল প্রহারে॥
দেখি বীর বৃকোদর চড়ে গিয়া রথে।
গদা এড়ি ধনুঃ শর লইলেক হাতে॥
বাণবৃষ্টি করি বীর নিবারয়ে শর।
নিজ অস্ত্রে বিন্ধে পুন দ্রোণ কলেবর॥
দোঁহে দোঁহাপরে করে অস্ত্র বরিষণ।
দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে করয়ে বারণ॥
জয়দ্রথ নকুলেতে হয় ঘোর রণ।
দোঁহে দোঁহাকারে বিন্ধে করি প্রাণপণ॥
শকুনি সহিত যুঝে সহদেব বীর।
বাণেতে জর্জর হৈল উভয় শরীর॥
ক্রুদ্ধ হৈল সহদেব মাদ্রীর নন্দন।
শকুনির হাতের কাটিল শরাসন॥
রথধ্বজ কাটি তার সারথি কাটিল।
দিব্য ভল্ল পঞ্চ গোটা অঙ্গে প্রহারিল॥
বাণাঘাতে শকুনি হইল অচেতন।
আর রথে তুলি তারে নিল যোদ্ধাগণ॥
অভিমন্যু দ্রোণপুত্রে বাধিল সমর।
দোঁহে মহাপরাক্রম মহাধনুর্দ্ধর॥
মহাকোপে অভিমন্যু এড়ে যাটি শর।
রথ অশ্ব সারথি লইল যমঘর॥
অন্য রথে চড়ে দ্রোণপুত্র বিপ্র বর।
আর্জ্জুনিউপরে মারে সহস্রেক শর॥
অর্দ্ধপথে কাটে তাহা অভিমন্যু বীর।
সন্ধান পূরয়ে পুন নির্ভয়শরীর॥
হেন মতে দুই জনে বরিষয়ে শর।
সংগ্রামে নিপুণ দোঁহে মহাধনুর্দ্ধর॥
ভূরিশ্রবা দ্রুপদে সংগ্রাম অতিশয়।
সমান বিক্রম কারো নাহি পরাজয়॥
শ্রীহরি চালান রথ পার্থ ধনুর্দ্ধর।
ভীষ্মের উপরে বীর বরিষেন শর॥
বাণে বাণ নিবারেন গঙ্গার নন্দন।
অর্জ্জুনউপরে করে বাণ বরিষণ॥
বাণে কাটি অর্জ্জুন করেন নিবারণ।
পুন দিব্য দশ বাণ করেন ক্ষেপণ॥
অশ্ব সহ সারথিরে করেন সংহার।
বাণাঘাতে ভীষ্ম বীর ব্যথিত অপার॥
তবে পার্থ লক্ষ শর এড়েন অরিতে।
লক্ষ লক্ষ সেনা কাটি পাড়েন ভূমিতে॥
পার্থের বিক্রম দেখি ভীষ্ম ধরে ধনু।
আশী বাণ দিয়া বিন্ধে অর্জ্জুনের তনু॥

অঙ্গেতে প্রবেশে শর রক্ত বহে ধারে।
আর ষাটি বাণ মারে কৃষ্ণের শরীরে॥
সহস্রেক বাণ বীর মারিলেক ধ্বজে।
বাণাঘাতে কপিধ্বজ অধিক গরজে॥
লক্ষ লক্ষ বাণেতে মারিল সেনাগণ।
হয় গজ রথী পড়ে কে করে গণন॥
বহিল শোণিত নদী খরতর স্রোতে।
রথ অশ্ব গজ পত্তি ভাসি বুলে তাতে॥
পুনঃ দিব্য অস্ত্র এড়ে গঙ্গার নন্দন।
গাণ্ডীব ধনুকহৈতে কাটিলেন গুণ॥
ধনুকেতে আর গুণ দিতে ধনঞ্জয়।
রথি দশ সহস্র মারিল মহাশয়॥
শঙ্খধ্বনি করি বীর রথ বাহুড়িল।
সন্ধ্যা জানি সর্ব্ব জন শিবিরে চলিল॥
কৌরব পাণ্ডব গেল আপনার ঘর।
কাশী কহে সপ্ত দিনের হইল সমর॥

### অথ কৃষ্ণার্জ্জুন ছলে দুর্য্যোধনের মুকুট আনেন।

কৌরবের যোদ্ধাগণ চলিল শিবির।
ভীষ্মের নিকটে গেল দুর্য্যোধন বীর॥
পিতামহপদে বীর প্রণাম করিয়া।
সবিনয় কহে রাজা কৃতাঞ্জলি হয়ে॥
তোমার সমান বীর নাহিক সংসারে।
দেবতা দানবগণ সভে তোমা ডরে॥
নিঃক্ষত্রা পৃথিবীকারি রাম মহাশয়।
তোমার নিকটে হৈল তাঁর পরাজয়॥
হেন মহাবীর তুমি দুর্জয় সংসারে।
মুহূর্ত্তেকে তিন লোক পার জিনিবারে॥
সাত দিন পাণ্ডব সহিত কর রণ।
নির্ব্বিঘ্নে গৃহেতে যায় ভাই পঞ্চ জন॥
যদ্যপি রণেতে কালি না মার পাণ্ডবে।
অপযশ তোমার ঘুষিবে লোকে তবে॥
রুষিয়া উঠিল শুনি ভীষ্ম মহাবীর।
তূণহৈতে পঞ্চ শর করিল বাহির॥
মহাকাল নাম তার জানে সর্ব্ব জন।
সুরপতি বজ্র সম নহে নিবারণ॥
বাণ হস্তে করি কহে জাহ্নবীনন্দন।
কোন চিন্তা নাহি তব শুন দুর্য্যোধন॥
কল্য রণে পাণ্ডবে নাশিব এই শরে।
দেব দামোদর যদি ছল নাহি করে॥
কৃষ্ণের কারণে বাঁচে ভাই পঞ্চ জন।
নহে তার কি শক্তি আমার সহে রণ॥
কালি পাণ্ডুপুত্রেরে মারিব এই শরে।
তবে সে যাইব আমি নিজ অন্তঃপুরে॥
দুর্য্যোধন শুনি মহাআনন্দ পাইল।
দিব্য বস্ত্রগৃহ তথা নির্ম্মাইয়া দিল॥
সেই গৃহে রহিলেন গঙ্গার নন্দন।
দুর্য্যোধন মনে ভাবে জিনিলাম রণ॥
যুধিষ্ঠির মহারাজ সহ ভ্রাতৃগণ।
যত যোদ্ধাগণ আর দেব নারায়ণ॥
সভা করি বসিলেন আপন আলয়।
সহদেবে জিজ্ঞাসেন দেবকীতনয়॥
কিমতে হইবে কালি যুদ্ধের করণি।
প্রকাশ করিয়া তাহা কহ মন্ত্রিমণি॥
সহদেব বলে শুন সংসারের সার।
সকল জানহ আমি কি বলিব আর॥
দুর্য্যোধনআদেশেতে পিতামহ বীর।
তূণহইতে পঞ্চ শর করিল বাহির॥
পাণ্ডবে বধিব বলি প্রতিজ্ঞা করিল।
দ্বারেতে রহিল অন্তঃপুরে নাহি গেল॥
পাণ্ডবের হর্ত্তা কর্ত্তা তুমি মহাশয়।
বুঝিয়া করহ কার্য্য যে উচিত হয়॥
শুনি যুধিষ্ঠির পাইলেন মহাভয়।
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা কভু লঙ্ঘন না হয়॥
সবান্ধবে কালি সভে হইব নিধন।
কি উপায় ইহার হইবে নারায়ণ॥
শ্রীহরি বলেন রাজা চিন্তা না করহ।
ধনঞ্জয় বীরেরে আমার সঙ্গে দেহ॥
ছল করি ভীষ্মস্থানে আনি পঞ্চ বাণ।
অরিষ্ট ঘুচিবে হবে সভার কল্যাণ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন হইল বিস্ময়।
ছল করি কিরূপে আনিবা মহাশয়॥
কৃষ্ণ কহিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
কাম্য বনে যখন আছিলা পঞ্চ জন॥
দূতমুখে দুর্য্যোধন শুনি সমাচার।
দুষ্ট মন্ত্রিগণ সহ করিল বিচার॥
দেখাইতে ঐশ্বর্য্য করিল আগমন।
সর্ব্ব সৈন্য সাজিলেক বিনা ভীষ্ম দ্রোণ॥
করিতে প্রভাস স্নান দিলেক ঘোষণা।
সবান্ধবে চলে আর যত পুরজনা॥
তোমারে অমান্য করি প্রভাসেতে গেল।
চিত্ররথ পুষ্পোদ্যান তথায় ভাঙ্গিল॥

শুনি ক্রোধে আইল গন্ধর্ব্ব বীরবর।
দুর্য্যোধন সহ তার হইল সমর॥
কর্ণ আদি যত যোদ্ধা রণে ভঙ্গ দিল।
স্ত্রীগণসহিত দুর্য্যোধনেরে বান্ধিল॥
প্রেষণীর মুখে বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ।
অর্জ্জুনেরে পাঠাইয়া করিলা মোচন॥
তুষ্ট হয়ে পার্থেরে বলিল দুর্য্যোধন।
মম স্থানে তাহা লহ যাহে যায় মন॥
পার্থ বলিলেন এবে নাহি মম কায।
সময় হইলে লব শুন কুরুরাজ॥
সেই সত্য হেতু আজি তথাকারে যাব।
ছল করি নিজ কার্য্য উদ্ধার করিব॥
এতেক বলিয়া হরি পার্থ দুই জন।
শীঘ্রগতি চলিলেন যথা দুর্য্যোধন॥
শ্রীহরি বলেন আমি থাকিব বাহিরে।
তুমি গিয়া মুকুট আনহ মাগি বীরে॥
মুকুট মস্তকে দিয়া যাহ ভীষ্ম যথা।
শর মাগি আনহ ঘুচুক মনোব্যথা॥
শুনি পার্থ চলিলেন অতিশীঘ্রতর।
দ্বারী জানাইল গিয়া নৃপতিগোচর॥
শুনি রাজা দুর্য্যোধন ত্বরিত ডাকিল।
অন্তঃপুরে দিব্যাসনে পার্থে বসাইল॥
জিজ্ঞাসিল কি হেতু তোমার আগমন।
যে বাঞ্ছা তোমার তাহা করিব পূরণ॥
অর্জ্জুন বলেন রাজা পূর্ব্ব অঙ্গীকার।
মুকুট আমারে দিয়া সত্যে হও পার॥
শুনি দুর্য্যোধন নাহি বিলম্ব করিল।
মাথার মুকুট আনি অর্জ্জুনেরে দিল॥
মুকট পাইয়া বীর হরষিত-মন।
তথাহইতে চলিলেন ভীষ্মের সদন॥
মুকুট শিরেতে বান্ধি উপনীত পার্থ।
দেখি ভীষ্ম সমাদর করিল যথার্থ॥
ভীষ্ম কহে কহ শুনি রাজা দুর্য্যোধন।
এত রাত্রে কিমর্থে হেতায় আগমন॥
পার্থ বলিলেন দেহ মহাকাল শর।
স্বহস্তে পাণ্ডবে বধি জিনিব সমর॥
হাসি গঙ্গাপুত্র শর দিল সেইক্ষণে।
নিলেন অর্জ্জুন তাহা হরষিত মনে॥
হেনকালে শ্রীহরি দিলেন দরশন।
দেখি ভীষ্ম জানিলেন সকল কারণ॥
কৃষ্ণপ্রতি বলিছেন শান্তনুকুমার।
কিহেতু প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিলা আমার॥
শিব শনকাদি তব না জানে মহিমা।
দেবগণ মুনিগণ দিতে নারে সীমা॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর জগতের পতি।
আপনি হইলা তুমি পাণ্ডবসারথি॥
আমার প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গি রাখিলা পাণ্ডবে।
তোমার প্রতিজ্ঞা কালি ভাঙ্গিব আহবে॥
সান্ত্বনা করিয়া ভীষ্মে দৈবকীনন্দন।
অস্ত্র লয়ে দুই জন করেন গমন॥
পাণ্ডবগণের তাহে আনন্দ হইল।
মৃত শরীরেতে যেন প্রাণ সঞ্চারিল॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

## অথাষ্টমদিনের যুদ্ধারম্ভ।

দুর্য্যোধন রাজা শুনি হইল দুঃখিমন।
প্রভাতে করিল বীর সৈন্যের সাজন॥
হরিষেতে পাণ্ডবের সৈন্যগণ সাজে।
ভেরী তুরী দুন্দুভিপ্রভৃতি বাদ্য বাজে॥
চতুরঙ্গ দল সাজি সমরে আইল।
সৈন্যগণকোলাহলে আকাশ ব্যাপিল॥
রথিকে ধাইল রথী গজ ধায় গজে।
আসোয়ারে আসোয়ারে পদাতিক যুঝে॥
নানা অস্ত্র সৈন্যগণ করে বরিষণ।
আষাঢ় শ্রাবণে যেন বরিষয়ে ঘন॥
পার্থ ধনুর্ধর রথে শ্রীহরি সারথি।
ভীষ্মের সম্মুখে রথ নিলেন ঝটিতি॥
দেবদত্ত শঙ্খ বাজাইলেন অর্জ্জুন।
বাজিল ভীষ্মের শঙ্খ তাহইতে দ্বিগুণ॥
দুই শঙ্খনাদেতে হইল মহারোল।
প্রলয় কালেতে যেন সমুদ্র কল্লোল॥
অর্জ্জুনে দেখিয়া ভীষ্ম বলেন বচন।
আজিকার রণে পার্থ বুঝিব বিক্রম॥
দুর্য্যোধন রাজার মুকুট নিলা তুমি।
কৃষ্ণের ছলনা এত না বুঝিলাম আমি॥
কৃষ্ণের মায়ায় বশ এতিন সংসার।
ব্রহ্মা হর অগোচর কিবা অন্য আর॥
ছল করি মম স্থানে নিলা পঞ্চ শর।
বুঝিব কিমতে আজি করিবা সমর॥
আজি মম প্রতিজ্ঞা শুনহ ধনঞ্জয়।
কৃষ্ণে ধরাইব অস্ত্র জানিহ নিশ্চয়॥

করিলাম প্রতিজ্ঞা আমি যদি নাহি করি।
শান্তনুনন্দন বৃথা ভীষ্ম নাম ধরি॥
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা শুনি যত দেবগণ।
কৌতুক দেখিতে সভে আইল তখন॥
প্রথমে প্রতিজ্ঞা এই করিলেন হরি।
ভারত সমরে অস্ত্র নাহি করে ধরি॥
প্রতিজ্ঞা করিল এবে গঙ্গার নন্দন।
দেখিব কাহার পণ করিবে রক্ষণ॥
অনন্তর ভীষ্মবীর সন্ধান পূরিল।
গগণ ছাইয়া বাণে আন্ধার হইল॥
সন্ধান পূরিয়া পার্থ এড়িলেন বাণ।
অর্দ্ধপথে কাটি ভীষ্ম করে খানখান॥
পুন বাণ এড়িলেন ইন্দ্রের নন্দন।
শীঘ্রহস্তে ভীষ্ম তাহা কাটে সেইক্ষণ॥
দোঁহে দোঁহা পরে অস্ত্র করয়ে প্রহার।
দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে করয়ে সংহার॥
দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের বাধিল ঘোর রণ।
চমৎকৃত হয়ে তাহা দেখে সর্ব্ব জন॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণেরে মারিল মহাশর।
দ্রোণ মারে শত বাণ তাহার উপর॥
মহাক্রোধে দ্রোণাচার্য্য পূরিয়া সন্ধান।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বীরে মারে দশগোটা বাণ॥
হাহাকার করে লোক আইসে মহাবাণ।
শরে হানি ধৃষ্টদ্যুম্ন করে খানখান॥
বাণ ব্যর্থ দেখি গুরু বড় পায় লাজ।
শক্তি ফেলি মারে তার হৃদয়ের মাঝ॥
মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্ন পূরিল সন্ধান।
মহাশক্তি দ্রোণের করিল দুইখান॥
মহাক্রোধে দ্রোণ গুরু বরিষয়ে শর।
ধৃষ্টদ্যুম্ন ধনুক কাটিল বীরবর॥
ধনু কাটা গেল দেখি গদা নিল হাতে।
গদা ফেলি মারিলেন দ্রোণাচার্য্য মাথে॥
ডুব দিয়া এড়াইল দ্রোণ মহাবলী।
দুর্য্যোধন দেখিয়া হইল কুতূহলী॥
তবে দ্রোণ দশ বাণ পূরিল সন্ধান।
ধৃষ্টদ্যুম্ন রথধ্বজ করে খানখান॥
বিরথ হইয়া বীর খড়্গ লয়ে ধায়।
সারথির মাথা কাটি নিল যমালয়॥
খড়্গের প্রহারে চারি অশ্ব সংহারিল।
চোখ চোখ শর দ্রোণআচার্য্য মারিল॥
পঞ্চ শরে খড়্গ কাটি সংচূর্ণ করিল।
কবচ ভেদিয়া অস্ত্র অঙ্গে প্রবেশিল॥
বাণাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্যথিত অন্তর।
অভিমন্যু রথে গিয়া উঠিল সত্বর॥
ভীম দুর্য্যোধন যুদ্ধ কি দিব তুলনা।
চমৎকৃত হয়ে চাহি দেখে সর্ব্বজনা॥
গদাযুদ্ধ করে দোঁহে সংগ্রামভিতর।
দোঁহার প্রহারে দোঁহে হইল জর্জর॥
মহাকোপ উপজিল বৃকোদরবীরে।
গদার প্রহার করে রাজার উপরে॥
গদাঘাতে দুর্য্যোধন হইল ব্যথিত।
আপনার রথে গিয়া উঠিল ত্বরিত॥
ধনুক ধরিয়া অস্ত্র করে বরিষণ।
দেখি নিজ রথে চড়ে পবননন্দন॥
নানাঅস্ত্র দুই জন করয়ে প্রহার।
দোঁহে দোঁহাকার অস্ত্র করয়ে সংহার॥
মহাক্রোধে ভীমসেন পূরিল সন্ধান।
দুর্য্যোধন ধনু কাটি করে খানখান॥
আর ধনু লয় দুর্য্যোধন বীরবর।
সেহ ধনু কাটি পাড়ে বীর বৃকোদর॥
পুন দুর্য্যোধন বীর যত ধনু লয়।
বাণে কাটি পাড়ে তাহা ভীম মহাশয়॥
রাজার সঙ্কট দেখি যত যোদ্ধাগণ।
ভীমের উপরে করে বাণ বরিষণ॥
বাণে নিবারয়ে তাহা বীরবৃকোদর।
নিজশরে সভাকারে করিল জর্জর॥
কাহার কাটিল ধ্বজ কাহার সারথি।
কার মাথা কাটি পাড়ে ভীম মহামতি॥
ভীমের বিক্রমে আর কেহ নহে স্থির।
রণ ত্যজি পলাইল বড় বড় বীর॥
ক্রোধে ভীমসেন বীর বরিষয় শর।
সহস্র সহস্র সেনা নিল যমঘর॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥
সেনাভঙ্গ দেখি কৃপাচার্য্য মহামতি।
ভীমের সম্মুখে বীর আইল ঝটিতি॥
দিব্যঅস্ত্র এড়ে বীর পূরিয়া সন্ধান।
ভীমের ধনুক কাটি করে দুইখান॥
কাটা ধনু ফেলি বীর অন্য ধনু লয়।
কৃপাচার্য্য উপরেতে বাণ বরিষয়॥
বাণে নিবারয়ে তাহা কৃপ দ্বিজবর।
ভীমের উপরে পুন বরিষয়ে শর॥
দোঁহে রণে বিশারদ সমরে প্রচণ্ড।
দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে করে খণ্ডখণ্ড॥

সাত্যকি সহিত ভূরিশ্রবা করে রণ।
অভিমন্যু সহ যুঝে সুশর্ম্মারাজন॥
ঘটোৎকচ অলম্বুষ সমরে মাতিল।
দোঁহে মহাপরাক্রম রণে প্রকাশিল॥
অশ্বত্থামা সহ যুঝে দ্রুপদরাজন।
গগণ ছাইয়া করে অস্ত্র বরিষণ॥
যুধিষ্ঠির সহ যুঝে শল্য মহামতি।
দুর্ম্মুখ সহিত যুঝে বিরাট নৃপতি॥
নকুল সহিত দুঃশাসন করে রণ।
কেহ কারে জিনিতে না পারে কদাচন॥
সহদেব সহ যুঝে শকুনি দুর্ম্মতি।
সহদেব কাটিলেন তাহার সারথি॥
ধনুর্গুণ কাটি তার কবচ ভেদিল।
মর্ম্মব্যথা পাইয়া শকুনি পলাইল॥
শকুনির পলায়নে হরষিত মন।
সৈন্যর উপরে করে বাণ বরিষণ॥
অর্জ্জুন ভীষ্মেতে যুদ্ধ ঘোর দরশন।
আকাশ মার্গেতে থাকি দেখে দেবগণ॥
দুইবীর অস্ত্র বৃষ্টি করে নিরন্তর।
দোঁহে নিবারণ করে মহাধনুর্দ্ধর॥
ক্রোধে ভীষ্ম শত অস্ত্র পূরিল সন্ধান।
অর্দ্ধ পথে পার্থ করিলেন খানখান॥
বাণ ব্যর্থ করি পার্থ এড়িলেন শর।
ভীষ্মের সে ধনুর্গুণ কাটেন সত্বর॥
আর গুণ ধনুকেতে দিল মহাশয়।
সহস্রেক বাণ একবারে বরিষয়॥
গগণ ছাইয়া হৈল অস্ত্রের সঞ্চার।
রবিতেজ আচ্ছাদিয়া হইল আন্ধার॥
নিবারিতে না পারেন পার্থ ধনুর্দ্ধর।
অস্ত্রাঘাতে হইলেন তিনি জরজর॥
তবে ভীষ্ম মহাবীর শান্তনুনন্দন।
কৃষ্ণের শরীরে অস্ত্র করিল ঘাতন॥
তবে পার্থ ধনুর্দ্ধর মহাকোপ মন।
ভীষ্মের শরীরে অস্ত্র করেন ঘাতন॥
পুন আর দিব্য অস্ত্র এড়েন ত্বরিতে।
ভীষ্মের হাতের ধনু কাটেন তাহাতে॥
আর ধনু নিল শীঘ্র ভীষ্ম বীরবর।
সেহ ধনু কাটিলেন পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
ভীষ্ম তাঁরে প্রশংশিল সাধু সাধু করি।
শরবৃষ্টি করে বীর আর ধনু ধরি॥
বাসুদেব সারথি অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর।
দোঁহারে বিন্ধিয়া ভীষ্ম করে জর্জর॥

আর লক্ষ শর মারে সৈন্যের উপর।
কোটি কোটি সেনা পড়ি যায় যমঘর॥
কালান্তক যম যেন ভীষ্ম মহাবীর।
পাণ্ডবের সৈন্য মারি করিল অস্থির॥
মনেতে সম্ভ্রম পাইলেন যদুবীর।
ভীষ্মের বাণেতে বিদ্ধ শ্যামল শরীর॥
তবে পার্থ মহাবীর গাণ্ডীব ধরিয়া।
কাটেন ভীষ্মের অস্ত্র সন্ধান পূরিয়া॥
আর অস্ত্র এড়িলেন অতিশয় রোষে।
পড়িল কৌরবসৈন্য শমনের গ্রাসে॥
দেখিয়া হইল রুষ্ট গঙ্গার নন্দন।
গগণ ছাইয়া করে অস্ত্র বরিষণ॥
নাহি দিক্ বিদিক্ মিহিরের প্রকাশ।
শূন্যমার্গ রুদ্ধ করে না চলে বাতাস॥
দিবানিশা নাহি জ্ঞান হৈল অন্ধকার।
নিবারিতে না পারেন কুন্তীর কুমার॥
পাণ্ডবের সৈন্য সব হইল কাতর।
সমরে সামর্থ্যহীন পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
অর্জ্জুন দুর্ব্বল আর সৈন্যের নিধন।
নিবৃত্ত না হয় ভীষ্ম মারে অস্ত্রগণ॥
মহাকোপ উপজিল দৈবকীনন্দনে।
আজি আমি বিনাশিব যত কুরুগণে॥
প্রতিজ্ঞা করেছি পূর্ব্বে অস্ত্র না ধরিব।
না ধরিলে আজি রণে পাণ্ডবে হারাব॥
এতেক চিন্তেন লক্ষ্মীকান্ত মনে মনে।
চোখচোখ অস্ত্র ভীষ্ম মারে ঘনেঘনে॥
অস্থির হইয়া হরি কমললোচন।
লাভ দিয়া রথহৈতে পড়েন তখন॥
ক্রোধে রথ চক্রধরি সৈন্যের সাক্ষাৎ।
ভীষ্মেরে মারিতে যান ত্রিলোকের নাথ॥
গজেন্দ্র মারিতে যেন ধায় মৃগপতি।
পদভরে কৃষ্ণের কম্পিতা বসুমতী॥
চমৎকৃত হয়ে চাহি দেখে সর্ব্ব জন।
ভীষ্মেরে মারিতে যান দেব নারায়ণ॥
সম্ভ্রম না করে ভীষ্ম হাতে ধনুঃশর।
নির্ভয়ে বসিয়া ভাবে রথের উপর॥
আইসে ভুবনপতি মারিতে আমাকে।
রথহইতে পাড়ুক দেখুক সর্ব্ব লোকে॥
শীঘ্র আইস কৃষ্ণ কর আমারে সংহার।
তোমার প্রসাদে তরি এভব সংসার॥
তোমার অস্ত্রেতে যদি সংগ্রামে মরিব।
দিব্য বিমানেতে চড়ি বৈকুণ্ঠে যাইব॥

এতেক বলিয়া বীর ত্যজে ধনুঃশর।
কৃতাঞ্জলি স্তুতি করে মহাধনুর্দ্ধর॥
ভক্তের অধীন তুমি বিরিঞ্চিমোহন।
নমস্তে সুদামবিপ্র দারিদ্র্য ভঞ্জন॥
ধ্রুবকে অচল পদ দিলা চক্রধারী।
প্রহ্লাদে রক্ষিলা হিরণ্যাক্ষেরে সংহারি॥
নমস্তে বামনমূর্ত্তি নমোজনার্দ্দন।
নমো রামচন্দ্র দশস্কন্ধবিনাশন॥
ভক্তের অধীন তুমি জানে চরাচরে।
আমার প্রতিজ্ঞা আজি রাখিলা সমরে॥
ইত্যাদি অনেক স্তব করে ভীষ্ম বীর।
আনন্দে পূর্ণিত মন রোমাঞ্চ শরীর॥
দেখিয়া কৃষ্ণের ক্রোধ ইন্দ্রের নন্দন।
রথেহৈতে নামি ধাইলেন সেইক্ষণ॥
দশ পদ অন্তরে ধরেন দুটি হাত।
সম্বর সম্বর ক্রোধ ত্রিভুবননাথ॥
প্রতিজ্ঞা করেছি পূর্ব্বে তোমার অগ্রেতে।
ভীষ্মের বিনাশ আমি করিব যুদ্ধেতে॥
ভীষ্মে মারি কুরুবংশ করিব যে ক্ষয়।
তোমার প্রসাদে রণে হইবেক জয়॥
অর্জ্জুনের বচন শুনিয়া দামোদর।
ক্ষান্ত হয়ে চড়িলেন রথের উপর॥
অনন্তরে ধনঞ্জয় ধরি শরাসন।
ইন্দ্রদত্ত দিব্য অস্ত্র করেন ক্ষেপণ॥
সহস্রেক রথি তাঁহে গেল যমদ্বার।
সহস্র সহস্র গজ হইল সংহার॥
দেখি ভীষ্ম শক্তি এড়িলেন বজ্রসার।
ইন্দ্রঅস্ত্রে কাটিলেন ইন্দ্রের কুমার॥
এড়েন মাহেন্দ্র অস্ত্র মহেন্দ্রসমান।
লক্ষ২ রথি করিলেন খানখান॥
দেখি ভীষ্ম মহাকোপে এড়ে অস্ত্রগণ।
পাণ্ডবের সৈন্যগণে করিল নিধন॥
দশ সহস্র রথি মারি শঙ্খ বাজাইল।
সন্ধ্যা জানি যোদ্ধাগণ নিবৃত্ত হইল॥
মহাভারতের কথা অমৃতসমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অথ নবম দিনের যুদ্ধারম্ভ।

শিবিরে গেলেন যুধিষ্ঠির মহামতি।
সভা করি বসিলেন বিষাদিত অতি॥
পিতামহপরাক্রম অতুল ভুবনে।
কিরূপে হইবে জয় ভাবেন তা মনে॥
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করি বীরবর।
রাখিল প্রতিজ্ঞা নিজ সংগ্রামভিতর॥
হেন বীর সহ যুঝিবেক কোন জন।
এত বলি চিন্তাযুক্ত ধর্ম্মের নন্দন॥
শুনিয়া দ্রুপদরাজ প্রবোধে ধর্ম্মেরে।
আমার বচন শুন না চিন্ত অন্তরে॥
ভক্তের অধীন প্রভু জগতে বিদিত।
সর্ব্বদা ভক্তের হিত করেন বিহিত॥
ভক্তের প্রতিজ্ঞা সদা করেন রক্ষণ।
স্তম্ভেতে নৃসিংহমূর্ত্তি করেন ধারণ॥
প্রহ্লাদেরে বহু দুঃখ দিল দৈত্যেশ্বর।
সে কারণে তাঁহারে নিলেন যমঘর॥
বলিরে ছলনা করি নিলেন পাতালে।
আধিপত্য স্বর্গের দিলেন স্বর্গপালে॥
বিভীষণ রাজা হয় যাহার মহিমা।
অদ্ভুত প্রভুর লীলা নাহি তার সীমা॥
হেন প্রভু গদাধর তোমার সারথি।
অকারণে শোক কেন কর মহীপতি॥
অবশ্য হইবে জয় নাহিক সংশয়।
এত বলি প্রবোধিল ধর্ম্মের তনয়॥
এত শুনি পাণ্ডবের প্রবোধ জন্মিল।
নানা কথা আলাপনে রজনি বঞ্চিল॥
প্রভাতে উভয় সৈন্য করিয়া সাজন।
কুরুক্ষেত্রে গিয়া সবে দিল দরশন॥
যে যার লইয়া অস্ত্র যত যোদ্ধাগণ।
সিংহনাদ করি রণে ধায় সর্ব্ব জন॥
মহারথিগণ তবে করে অস্ত্রাঘাত।
লক্ষ লক্ষ সেনা মারি করিল নিপাত॥
শ্রীহরি সারথি রথে পার্থ ধনুর্দ্ধর।
অস্ত্রবৃষ্টি করিলেন যেন জলধর॥
লক্ষ লক্ষ সেনা মরি গেল যমঘর।
বহিল শোণিত নদী অতিভয়ঙ্কর॥
ভীমসেন বিনাশিল যত হস্তিগণ।
আড়ারির প্রায় তাহে হইল শোভন॥
নদী ফেণা সম ভাসে শ্বেতচ্ছত্রগণ।
কচ্ছপ হইল চর্ম্ম অসি মীন সম॥
শেওলা সমান কেশ ভাসি যায় স্রোতে।
শশক সমান গজ ডুবিছে তাহাতে॥
গ্রাহসম মৃত অশ্ব ভাসি যায় বেগে।
হস্ত পদ তৃণ সম ভাসে চতুর্দ্দিগে॥

শোণিতের নদী বেগে বহে ভয়ঙ্কর।
অস্ত্রগণ বৃষ্টিধারা পড়ে নিরন্তর॥
চণ্ড রণ দেখিয়া আইলেন চামুণ্ডা।
দিগম্বরী মুক্তকেশী হস্তে শোভে খাণ্ডা॥
সঙ্গেতে যোগিনীগণ বিস্তার বদনা।
নরমুণ্ড গলে দোলে বিলোলরসনা॥
গজমুণ্ড লয়ে কর্ণে পরিল কুণ্ডল।
করতালি দিয়া নাচে হাসে খলখল॥
নরমুণ্ডমালা কেহ গাঁথি পরে গলে।
গেঁড়ুয়া খেলায় কেহ মহাকুতূহলে॥
হাতেতে খর্পর করি রক্ত করে পান।
ক্রীড়ায় যোগিনীগণ আনন্দবিধান॥
শিবাগণ চতুর্দ্দিগে আনন্দেতে ধায়।
শকিনী গৃধিনী কঙ্ক উড়িয়া বেড়ায়॥
ভীষ্ম পার্থ দুই বীর করেন সমর।
চমৎকৃত হয়ে চাহে যতেক অমর॥
মহাকোপে ভীষ্ম বীর সন্ধান পূরিল।
সহস্র নৃপতি রণে সংহার করিল॥
পাণ্ডবের সেনা বহু বিনাশিল রণে।
হয় হস্তি পদাতিক পড়ে অগণনে॥
যত যোদ্ধাগণ সব করে ঘোর রণ।
গগণ ছাইয়া করে বাণ বরিষণ॥
তোমর ভুষণ্ডি শেল মুষল মুদ্গার।
বরিষা কালেতে যেন বর্ষে জলধর॥
মহারোষে বৃকোদর সমরে প্রবেশে।
গদার প্রহারে সৈন্য মারয়ে বিশেষে॥
দেখিয়া ধাইল রণে রাজা দুর্য্যোধন।
ভীমের উপরে করে অস্ত্র বরিষণ॥
দেখি বৃকোদর বীর অস্ত্র নিল হাতে।
নিমিষে সভারে মারে অস্ত্রের আঘাতে॥
জর্জ্জর করিয়া বিন্ধে রাজার শরীর।
বাণাঘাতে মর্ম্মব্যথা পায় কুরুবীর॥
ধনুক ছাড়িয়া বীর গদা লয়ে ধায়।
ভীমের সারথিরে মারিল এক ঘায়॥
মহাক্রোধ উপজিল বীর বৃকোদরে।
চোখচোখ দশ অস্ত্র রাজারে প্রহারে॥
দুই বাণে গদা কাটি করে খানখান।
অঙ্গের কবচ কাটিলেক তনুত্রাণ॥
নিরস্ত্র নিবস্ত্র হয়ে রাজা দুর্য্যোধন।
আপনার সৈন্যে পশি রাখিল জীবন॥
দেখি যত যোদ্ধাগণ অতিবেগে ধায়।
ভীমের উপরে নানা অস্ত্র বরিষয়॥

নিবারিল সব অস্ত্র পবননন্দন।
নিজঅস্ত্রে সভাকারে করিল ঘাতন॥
তাহা দেখি রুষিল আচার্য্য মহামতি।
ভীমের ধনুক বীর কাটে শীঘ্রগতি॥
আর ধনু নিল ভীম চক্ষু পালটিতে।
সেহ ধনু কাটে গুরু গুণ নাহি দিতে॥
মহাক্রোধ করিলেক বৃকোদর বীর।
গদা লয়ে ধায় পুন নির্ভয়শরীর॥
দেখি দ্রোণাচার্য্য বাণ পূরিল সন্ধান।
গদা কাটিবারে বীর এড়ে দশ বাণ॥
গদা ফিরাইয়া ভীম করিল বারণ।
দ্রোণাচার্য্য রথে গদা করিল ঘাতন॥
রথ অশ্ব সারথি হইল সব চূর।
লাফ দিয়া ভূমে পড়ে দ্রোণ মহাশূর॥
আর রথে চড়ি গুরু বরিষয় শর।
কুজ্ঝটীতে আচ্ছাদিল যেন গিরিবর॥
ভীম বায়ুবেগে গদা মস্তকে ফিরায়।
দ্রোণের সারথি বীর মারে এক ঘায়॥
চোখচোখ বাণ গুরু পূরিয়া সন্ধান।
কাটিল ভীমের গদা করি খানখান॥
গদা কাটা গেল ভীম কুপিত হইল।
আঁকাড়িয়া রথ ধরি তুলিয়া ফেলিল॥
লাফ দিয়া দ্রোণাচার্য্য ভূমিতে পড়িল।
ভূমিতে পড়িয়া রথ চূর্ণ হয়ে গেল॥
মহাক্রোধী ভীমসেন ধায় অতিবেগে।
মুকটির ঘায়ে মারে যারে পায় আগে॥
পদাঘাতে বহু রথ করিলেক চূর।
বড় বড় গজ ধরি ফেলে বহু দূর॥
রথে রথ প্রহারয়ে গজে গজ মারে।
চরণে মর্দ্দিয়া পদাতিকেরে সংহারে॥
এইমত মহামার করে বৃকোদর।
লক্ষ লক্ষ সেনা মারি নিল যমঘর॥
পুন আর রথে গুরু করে আরোহণ।
ভীমের উপরে বাণ করে বরিষণ॥
দেখি ভীম নিজ রথে চড়িয়া বসিল।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া নিজ অস্ত্র নিল॥
মুহূর্ত্তেকে নিবারিল আচার্য্যের শর।
নিজ অস্ত্র প্রহারিল দ্রোণের উপর॥
বাণে বাণ নিবারয়ে দোঁহে বীরবর।
দোঁহে অস্ত্র বৃষ্টি করে যেন জলধর॥
অভিমন্যু মহাবীর অর্জ্জুননন্দন।
কৌরবের সৈন্যগণ করিল নিধন॥

দেখিয়া রুষিল কৃপাচার্য্য মহামতি।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া ধায় শীঘ্রগতি॥
গগণ ছাইয়া করে অস্ত্র বরিষণ।
বাণে কাটি পাড়ে তাহা অর্জ্জুননন্দন॥
অস্ত্র ব্যর্থ দেখি কৃপাচার্য্য মহাশয়।
পুনর্দ্দিব্য অস্ত্র নিল সক্রোধ হৃদয়॥
আকর্ণ পূরিয়া ধনু এড়ে পঞ্চ বাণ।
অভিমন্যু বীরের কাটিল ধনুঃখান॥
আর ধনু নিল বীর চক্ষুর নিমিষে।
অস্ত্রবৃষ্টি করে যেন মেঘেতে বরিষে॥
কৃপের সারথি কাটে আর অশ্ব চারি।
ধ্বজ কাটি পাড়িলেক কৃপ বরাবরি॥
আর দুই বাণে তার কবচ ভেদিল।
মুর্চ্ছিত হইয়া কৃপ রথেতে পড়িল॥
দেখি অশ্বত্থামা রণে অগ্রগ হইল।
অভিমন্যু বীর তারে অস্ত্র প্রহারিল॥
ধনুক কাটিয়া তার বিখণ্ড করিল।
দ্রোণপুত্র মহাবীর লজ্জিত হইল॥
ক্রোধে আর ধনু হাতে নিল মহাবীর।
অস্ত্রবৃষ্টি করে বহু রণে হয়ে স্থির॥
যত অস্ত্র এড়ে দ্রৌণি কাটে মহাবীর।
পিতৃসম পরাক্রম সমরে সুধীর॥
নিজ অস্ত্রে পুন তারে করয়ে প্রহার।
বাণে নিবারয়ে তাহা অর্জ্জুনকুমার॥
দোঁহার উপরে দোঁহে নানা অস্ত্র মারে।
দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে নিবারয়ে শরে॥
এইমত যুঝয়ে যতেক যোদ্ধাগণ।
লক্ষ লক্ষ সেনা পড়ে কে করে গণন॥
জাঠি শেল ঝকড়া মুষল মুদ্গর।
বরিষার ধারা যেন বর্ষে নিরন্তর॥
ভয়ঙ্কর রণস্থল দেখি লাগে ভয়।
ডাকিনী যোগিনী প্রেত পিশাচ ক্রীড়য়॥
শত শত কবন্ধ উঠিয়া করে রণ।
কাহার সামর্থ্য তাহা করিতে বর্ণন॥
অর্জ্জুন ভীষ্মের যুদ্ধ কি দিব উপমা।
দেবাসুর নরে তাহা দিতে নারে সীমা॥
পূর্ব্বে যেন সংগ্রাম করিল সুরাসুর।
দোঁহাকার অস্ত্রাঘাতে কাঁপে তিন পুর॥
ক্রোধে ভীষ্ম দিব্য অস্ত্র করিল সন্ধান।
অর্দ্ধ পথে অর্জ্জুন করেন দশখান॥
পুনঃ শত অস্ত্র এড়ে গঙ্গার কুমার।
বাণে কাটি অর্জ্জুন করেন ছারখার॥
যত অস্ত্র এড়ে ভীষ্ম কাটেন অর্জ্জুন।
নাহিক সম্ভ্রম কিছু সমরে নিপুণ॥
তবে পার্থ দশ অস্ত্র পূরিয়া সন্ধান।
ধনুর্গুণ ভীষ্মের করিল খানখান॥
দুই বাণে কাটিয়া পাড়েন রথধ্বজ।
দুই বাণে ভেদিলেন অঙ্গের কবজ॥
হাতের ধনুক কাটি ইন্দ্রের নন্দন।
সহস্রেক মহারথি করেন নিধন॥
দেখি মহাকোপে ভীষ্ম অন্য ধনু লয়।
গগণ ছাইয়া বীর বাণ বরিষয়॥
নাহি দেখি দিবাকরে রজনি প্রকাশ।
শূন্য পথ রুদ্ধ হইল না চলে বাতাস॥
দেখি ইন্দ্রঅস্ত্র নিয়া ইন্দ্রের নন্দন।
নিবারণ করিলেন সব অস্ত্রগণ॥
কোপে ভীষ্ম দিব্য অস্ত্র সন্ধান পূরিল।
দশ বাণ অর্জ্জুনের হৃদয়ে হানিল॥
বাণাঘাতে ব্যথা পায় বাসবতনয়।
ষাটি বাণ বিন্ধে বীর কৃষ্ণের হৃদয়॥
আট বাণে চারি অশ্বে বিন্ধিল সত্বর।
রথি দশ সহস্র লইল যমঘর॥
জয়শঙ্খ বাজাইল হইল সন্ধ্যাকাল।
রণ ত্যজি শিবিরে চলিল মহীপাল॥
কৌরব পাণ্ডবগণ গেল নিকেতন।
নবম দিনের যুদ্ধ হইল সমাপন॥
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥

## অথ ভীষ্মের নিকটে যুধিষ্ঠিরের খেদোক্তি।

রণসজ্জা ত্যাগ করি বৈসে যোদ্ধাগণ।
কৃষ্ণপ্রতি বলিলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
নয় দিন হইল আজি ঘোরতর রণ।
পিতামহ করিলেন প্রতিজ্ঞা পূরণ॥
দেখ কৃষ্ণ দয়াময় হইল সর্ব্বনাশ।
কি করিব কি হইবে কহ শ্রীনিবাস॥
ভীষ্ম বীর পরাজিত যত বীরগণ।
গজ যেন ভাঙ্গে সব কদলীর বন॥
বায়ুর সাহায্যে যেন অনল উথলে।
পিতামহ বিক্রম তেমন রণস্থলে॥
ইন্দ্রে যমে বরুণে জিনিতে পারে রণে।
মহাপরাক্রম ভীষ্ম অতুল ভুবনে॥

আপন কুবুদ্ধিতে করিলাম এ কর্ম্ম।
প্রবৃত্তি হইল যুদ্ধে না বুঝিয়া মর্ম্ম ॥
অনলে পতঙ্গ পড়ি যেন পুড়ো মরে।
সেইমত মম সৈন্য পড়য়ে সমরে ॥
প্রহারে পীড়িত হইল সব সৈন্যগণ।
যুদ্ধে কার্য্য নাহি মম পুন যাই বন ॥
আজ্ঞা দেহ গোবিন্দ শোভন নহে রণ।
তপস্যা করিব গিয়া ভাই পঞ্চ জন ॥
যুধিষ্ঠির রাজার শুনিয়া হেন বাণী।
সান্ত্বনা করিয়া কহিছেন চক্রপাণি ॥
ভ্রাতা সব তোমার দুর্জ্জয় ত্রিভুবনে।
আপনি বিষাদ রাজা কর কি কারণে ॥
ভীমসেন ধনঞ্জয় অগ্নি সমশর।
সহদেব নকুল যেমন পুরন্দর ॥
আমিহ কুশল চিন্তি কর ধর্ম্ম সার।
ত্রিভুবনে কোন কার্য্য অসাধ্য তোমার ॥
মহাধনুর্দ্ধর পার্থ দুর্জ্জয় সমরে।
প্রতিজ্ঞা করিল সেহ ভীষ্মে মারিবারে ॥
অবশ্য সমরে ভীষ্ম হইবে নিধন।
সাক্ষাতে দেখিবে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন করিয়া বিনয়।
যত কিছু বলহ গোবিন্দ মহাশয় ॥
সকল সম্ভবে তুমি সহায় যাহার।
ত্রিভুবনে কোন কার্য্য অসাধ্য তাহার ॥
কিন্তু তুমি প্রতিজ্ঞা করিলা বিদ্যমানে।
অস্ত্র না ধরিব আমি এই মহারণে ॥
ইহাতে না দেখি আমি সমরেতে জয়।
আর কে মারিতে পারে ভীষ্ম মহাশয় ॥
শ্রীহরি বলেন শুন রাজা যুধিষ্ঠির।
মহাসত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় কুরুবীর ॥
কভু মিথ্যা না কহেন ভীষ্ম মহামতি।
তাহার নিকটে রাজা চল শীঘ্রগতি ॥
ইচ্ছা মৃত্যু তাঁহার বিখ্যাত ত্রিভুবনে।
মৃত্যুর উপায় জিজ্ঞাসিব সেকারণে ॥
এই যুক্তি কহিলেন কৃষ্ণ মহামতি।
অঙ্গীকার করিলেন ধর্ম্ম নরপতি ॥
বাসুদেব সহিত পাণ্ডব পঞ্চ বীর।
সভে মিলি চলিলেন ভীষ্মের শিবির ॥
দ্বারী গিয়া কহে বার্ত্তা ভীষ্মবরাবর।
শ্রীহরি সহিত দ্বারে ধর্ম্ম নৃপবর ॥
শুনি ভীষ্ম ব্যগ্র হয়ে চলিল সত্বর।
কৃষ্ণ দরশন করি হরিষ অন্তর ॥
আনন্দাশ্রু নয়নেতে রোমাঞ্চ শরীর।
হরিপদ পরশিল কুরু মহাবীর ॥
ভীষ্মের চরণ বন্দি ভাই পঞ্চ জন।
হাসি ভীষ্ম সভারে দিলেন আলিঙ্গন ॥
আশীর্ব্বাদ করিলেন প্রসন্ন হইয়া।
সমরবিজয়ী হও শত্রু বিনাশিয়া ॥
এত বলি সভারে লইয়া মহামতি।
বসাইল দিব্যাসনে অতিশীঘ্রগতি ॥
কৃষ্ণপদ ধৌত করে সুবাসিত নীরে।
কৃতাঞ্জলি হয়ে বীর নানাস্তুতি করে ॥
যুধিষ্ঠিরে জিজ্ঞাসেন ভীষ্মবীরবর।
রজনিতে কিহেতু আইলা নৃপবর ॥
যে কার্য্য তোমার থাকে বলহ আমারে।
যদি বা দুষ্কর হয় করিব সত্বরে ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন করিয়া প্রণতি।
মম দুঃখ অবধান কর মহামতি ॥
পঞ্চগ্রাম মাগিলাম সভার সাক্ষাৎ।
এক গ্রাম আমারে না দিল কুরুনাথ ॥
কার বাক্য না মানিয়া যুদ্ধ করে পণ।
নয় দিন তোমার সহিত হয় রণ ॥
তোমারে দেখিয়া যোদ্ধা রণে নহে স্থির।
সাক্ষাৎ হইয়া যুঝে নাহি হেন বীর ॥
তূণহইতে বাণ লয়ে সন্ধান করিতে।
তুমি বড় শীঘ্রহস্ত না পারি লক্ষিতে ॥
হেনরূপে যদ্যপি করিবা তুমি রণ।
আজ্ঞা দেহ পঞ্চ ভাই পুন যাই বন ॥
সৈন্য ক্ষয় হইল মম তোমার কারণে।
তোমারে জিনিতে শক্তি নাহি কোন জনে ॥
আমাসভা প্রতি যদি তব স্নেহ হয়।
মৃত্যুর উপায় তবে কহ মহাশয় ॥
হাসিয়া বলেন ভীষ্ম শুনহ রাজন।
যথা ধর্ম্ম তথায় সাক্ষাৎ নারায়ণ ॥
যাহারে সাক্ষাৎ হরি জগতের সার।
তাহার না হয় বিঘ্ন ধর্ম্মের কুমার ॥
ধর্ম্মঅনুসারে জয় বেদের বচন।
শত ভীষ্ম হইলে তারে নারে কদাচন ॥
যুধিষ্ঠির শুনি কহিলেন সবিনয়।
বেদতুল্য তব বাক্য লঙ্ঘনীয় নয় ॥
আপনি যদ্যপি যুদ্ধ কর এই মতে।
তবে জয় আমার না হবে কোনমতে ॥
আমারে যদ্যপি তুমি দিতে চাহ জয়।
নিজমৃত্যু উপায় বলহ মহাশয় ॥

সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় মর্য্যাদাসাগর।
পাণ্ডবে কাতর দেখি দিলেন উত্তর ॥
শুন রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের কুমার।
ভুবনে বিদিত আছে বিক্রম আমার ॥
সশস্ত্র যদ্যপি থাকি সংগ্রাম ভিতরে।
কোন বীর শক্ত নহে জিনিতে আমারে ॥
ইন্দ্র সহ সুরাসুর যদি আইসে রণে।
আমি যুদ্ধ করিলে না পারে কদাচনে ॥
যাবত থাকিব আমি সংগ্রাম ভিতর।
করিব কৌরবকার্য্য শুন নরবর ॥
তবেত তোমার রণে নাহি হয় জয়।
সে কারণে নিজ মৃত্যু কহিব নিশ্চয় ॥
আমারে মারিলে তুমি জানিহ নিশ্চয়।
কৌরবের পরাজয় তোমার বিজয় ॥
আমার প্রতিজ্ঞা যাহা শুনহ রাজন।
নীচ জনে অস্ত্র নাহি ধরিব কখন ॥
পুরুষ নির্ব্বলি কিম্বা হয় হীনবস্ত্র।
কাতর জনেরে কভু নাহি মারি অস্ত্র ॥
সমর ত্যজিয়া যে ভয়ে পলায়িত।
তাহারে না মারি অস্ত্র আমি কদাচিত ॥
স্ত্রীজাতি দেখিয়া আমি অস্ত্র পরিহরি।
স্ত্রীর নামে যার নাম তারে নাহি মারি ॥
অমঙ্গল দেখিলে না করি আমি রণ।
কহিলাম তোমারে এ বিজয় কারণ ॥
দ্রুপদতনয় যে শিখণ্ডী নামধর।
মহাবল পরাক্রম সমরে তৎপর ॥
পূর্ব্বে নারী আছিল পুরুষ হইল পাছে।
শুনিয়াছি দৈবের বিপাক হেন আছে ॥
অমঙ্গল ধ্বজা সেই হয় নারীজাতি।
তাহারে রাখিও রণে অর্জ্জুন সংহতি ॥
শিখণ্ডিকে আগে করি পার্থ ধনুর্দ্ধর।
তীক্ষ্ণ বাণে বিন্ধুক আমার কলেবর ॥
অস্ত্র না ধরিব আমি শিখণ্ডিকে দেখি।
আমারে মারিও পার্থ গৌরব উপেক্ষি ॥
আমারে মারিয়া জয় কর দুর্য্যোধনে।
এই মত উদ্যোগ করহ এই ক্ষণে ॥
প্রণমিয়া যুধিষ্ঠির ভীষ্ম মহাবীরে।
বাসুদেব সঙ্গে যান আপন শিবিরে ॥
অর্জ্জুন বলেন তবে চাহি নারায়ণে।
কপট সমর নাহি করি যে কখনে ॥
গুরু বৃদ্ধ পিতামহ বংশের প্রধান।
কপটে তাঁহারে অস্ত্র করিব সন্ধান ॥
শৈশবে হইল যবে পিতার মরণ।
কোলে করি পিতামহ করিল পালন ॥
ধূলায় ধূসর আমি কোলেতে উঠিয়া।
বাপ বাপ বলি ধরিলাম যে চাপিয়া ॥
নিজ বস্ত্র দিয়া পুঁছি আমার শরীর।
কোলে করি বলিলেন পিতামহ বীর ॥
তোর পিতামহ আমি নহি তোর বাপ।
অকারণে আমার বাড়াও কেন তাপ ॥
হেন পিতামহে আমি সংহারিব রণে।
আমা সম নিষ্ঠুর নাহিক ত্রিভুবনে ॥
মম সৈন্য মরুক হউক পরাজয়।
পিতামহে মারি আমি না লইব জয় ॥
অর্জ্জুনের বচন শুনিয়া গদাধর।
সান্ত্বনা করেন তারে প্রবোধি বিস্তর ॥
কৃষ্ণের বচন মানিলেন ধনঞ্জয়।
রজনি প্রভাত হৈল হেনই সময় ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

## অথ দশম দিনের যুদ্ধে ভীষ্মের শরশয্যা।

প্রভাতে উভয় দল করিল সাজন।
সিংহনাদ ছাড়ে কেহ করয়ে গর্জন ॥
যুধিষ্ঠির দুই পার্শ্বে মাদ্রীর তনয়।
পৃষ্ঠে অভিমন্যু সঙ্গে শিখণ্ডী নির্ভয় ॥
তার পাছে সাত্যকি সহিত চেকিতান।
বাম ভাগে ধৃষ্টদ্যুম্ন বিক্রম প্রধান ॥
দক্ষিণ ভাগেতে ভীম সমরে দুর্জয়।
ধৃষ্টকেতু বিরাট দ্রুপদ মহাশয় ॥
মহাআনন্দেতে সাজে পাণ্ডবের পতি।
সর্ব্বঅগ্রে ধনঞ্জয় গোবিন্দ সারথি ॥
কুরুসৈন্য সাজে সব সমরে দুর্জয়।
সর্ব্বঅগ্রে ভীষ্ম বীর অত্যন্ত নির্ভয় ॥
তার পাছে পুত্র সহ দ্রোণ মহাবীর।
বাম ভাগে ভগদত্ত প্রকাণ্ড শরীর ॥
দক্ষিণেতে কৃতবর্ম্মা কৃপ বীরবর।
তার পাছে সুদক্ষিণ কম্বোজঈশ্বর ॥
জয়সেন মদ্রপতি আর বৃহদ্বল।
শত ভাই দুর্য্যোধন ভূপতিমণ্ডল ॥
পরস্পর দুই দলে হৈল মহারণ।
সুরাসুর যুদ্ধ যেন ঘোর দরশন ॥

তবে ভীষ্ম বলিলেন চাহিয়া সারথি।
অর্জ্জুন সম্মুখে রথ লহ মহামতি॥
শুনিয়া সারথি বলে শুন কুরুবর।
আজি অমঙ্গল বহু দেখি নিরন্তর॥
মহানাদে ডাকে কাক ভয়ঙ্কর বাণী।
মহাবায়ু বহে বিনা মেঘে বর্ষে পানি॥
গৃধিণী উড়িছে সব ধ্বজার উপর।
ঘোরনাদে শিবাগণ ডাকে নিরন্তর॥
অমঙ্গল দেখি আজি ভয় হয় মনে।
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহিবা আপনে॥
হাসিয়া বলেন ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।
অজ্ঞান অবোধ তেঁই জিজ্ঞাস কারণ॥
অর্জ্জুনের সারথি আপনি নারায়ণ।
অমঙ্গল কি করিবে তাহা দরশন॥
অশেষ পাপের পাপী যার নামে তরে।
বিমানেতে চড়ি যায় বৈকুণ্ঠনগরে॥
নবঘনশ্যামরূপ সাক্ষাতে দেখিব।
এই সব অমঙ্গলে কেন ডরাইব॥
এতেক বলিয়া বীর রথ চালাইল।
সিংহনাদ শঙ্খনাদে মেদিনী কাঁপিল॥
মহাক্রোধে ধনুঃশর লইলেক হাতে।
বিনয় করিয়া বীর কহে জগন্নাথে॥
সাবধানে আপনি ধরহ অশ্ব ডুরি।
অর্জ্জুনেরে রক্ষা আজি করহ মুরারি॥
এতেক বলিয়া বীর সন্ধান পূরিল।
সহস্রেক বাণ একবারে প্রহারিল॥
শ্রীহরি উপরে বীর মারে দশ বাণ।
আর বিশ বাণ মারে চাহি হনূমান॥
আর চারি গোটা বাণ ধনুকে যুড়িল।
চারি অশ্ব বিন্ধি তাহে জর্জর করিল॥
আর এক লক্ষ বাণ সৈন্যোপরে মারে।
হয় গজ রথ পত্তি অনেক সংহারে॥
পার্থ এড়িলেন অস্ত্র সন্ধান পূরিয়া।
ভীষ্মের যতেক অস্ত্র ফেলেন কাটিয়া॥
দুই বীর সন্ধান করেন হেনমতে।
লক্ষ লক্ষ সেনা মরি পড়িল ভূমিতে॥
অর্জ্জুন ভীষ্মের যুদ্ধ কে করে বর্ণন।
রুধিলেন শূন্য পথ এড়ি অস্ত্রগণ॥
জল স্থল ভারতের পূরিল আকাশ।
অস্ত্রেতে আচ্ছন্ন রবি না হয় প্রকাশ॥
দুই দলে রথ বাহে বিচিত্র সারথি।
শত শত বিমানেতে যেন সুরপতি॥
নানা বর্ণে ধ্বজ সব উড়িছে গগনে।
লাগিছে কর্ণেতে তালি অশ্বের গর্জনে॥
সিংহনাদ করি ধায় যত যোদ্ধাগণ।
সমানে সমানে যুদ্ধ তুল্য প্রহরণ॥
মহারথিগণ অস্ত্রক্ষেপণ করিল।
ধ্বজ ছত্র পতাকায় মেদিনী ঢাকিল॥
হস্তিগণে টোয়াইয়া দিলেক মাহুত।
ধাইল পর্ব্বত লক্ষ তেমন অদ্ভুত॥
ঈষা সম গজদন্ত মহাভয়ঙ্কর।
শুণ্ডে শুণ্ডে যড়াযড়ি যুঝে নিরন্তর॥
দুই দলে যুদ্ধ করে হইয়া বিহ্বল।
বিপরীত শব্দেতে উঠিল কোলাহল॥
ভীমসেন মারিল অনেক যোদ্ধাগণ।
বদনে রুধির ছাড়ি ত্যজিল জীবন॥
দেখিয়া ধাইল রণে দুঃশাসন বীর।
বিংশতি বাণেতে বিন্ধে ভীমের শরীর॥
দেখি মহাক্রোধভরে পবননন্দন।
ধনু এড়ি গদা লয়ে ধাইল তখন॥
মহাবেগে মারে গদা রথের উপর।
রথ অশ্ব সারথি লইল যমঘর॥
মর্ম্মব্যথা পাইলেক দুঃশাসনবীর।
অজ্ঞান হইল অঙ্গে বহিল রুধির॥
আর বহু রথিগণে সংহারিয়া রণে।
নিজরথে চড়ে বীর আনন্দিত মনে॥
দেখি দ্রোণাচার্য্য বাণ পূরিল সন্ধান।
ভীমঅঙ্গে প্রহারিল এক শত বাণ॥
ব্যথিত হইল রণে ভীম বীরবর।
অশ্ব সহ সারথি লইল যমঘর॥
তাহা দেখি আগু হইল অর্জ্জুননন্দন।
দ্রোণের উপরে করে বাণ বরিষণ॥
পার্থদত্ত পঞ্চ বাণ এড়ে মহাবীর।
দ্রোণের কবচ কাটি ভেদিল শরীর॥
দুই বাণে চারি অশ্ব নিল যমঘর।
সারথির মাথা কাটি পাড়ে ভূমিপর॥
করিল বিরথ দ্রোণে অর্জ্জুননন্দন।
চমৎকৃত হয়ে চাহে যত কুরুগণ॥
তবে দ্রোণ অন্য রথে চড়ি সেইক্ষণ।
অভিমন্যু সহ গুরু আরম্ভিল রণ॥
মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল দুই জনে।
কারো পরাজয় নাহি হয় সেই রণে॥
পঞ্চাল বিরাট ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবল।
ঘটোৎকচ মহাবীর সমরে প্রবল॥

কৌরবের সেনাগণে করিল সংহার।
হইল কৌরবদলে মহাহাহাকার॥
দেখি দুর্য্যোধন রাজা হইল বিমর্ষ।
রাজগণে আশ্বাসিল করিবারে রণ॥
ভূরিশ্রবা কৃতবর্ম্মা শল্য জয়দ্রথ।
দুর্ম্মুখ দুঃসহ আর রাজা ভগদত্ত॥
সাহস করিয়া সভে সমরে প্রবেশে।
শত শত সেনা মারি নিল যমপাশে॥
ঘটোৎকচ মহাবীর সমরে প্রচণ্ড।
যত রাজগণে বিন্ধি করে খণ্ডখণ্ড॥
কাহার সারথি কাটে কার কাটে রথ।
ভঙ্গ দিল রাজগণে নাহি চাহে পথ॥
মহাপরাক্রম করে পাণ্ডবের দল।
দেখি দুর্য্যোধন রাজা হইল বিকল॥
রাখিতে না পারে সৈন্য করিয়া শকতি।
ব্যগ্র হয়ে ভঙ্গ দিল রণে কুরুপতি॥
সিংহনাদ ছাড়য়ে পাণ্ডব সৈন্যগণ।
কৌরবের সৈন্যগণে করয়ে নিধন॥
পলায় সকল সৈন্য রণে নহে স্থির।
তাহা দেখি ভীষ্মে নিবেদিল কুরুবীর॥
দেখি ভীষ্ম রাজারে অশ্বাসে বহুতর।
স্থির হও দুর্য্যোধন না হও কাতর॥
যুদ্ধেতে নিয়ম নাহি জয় পরাজয়।
সম্মুখ সংগ্রাম ইতে না করিহ ভয়॥
এতেক বলিয়া ভীষ্ম মহাক্রোধমন।
অর্জ্জুনউপরে করে বাণ বরিষণ॥
সহস্রেক বাণে বিন্ধে বীর ধনঞ্জয়ে।
দশ বাণ বিন্ধে বীর কৃষ্ণের হৃদয়ে॥
সহস্রেক বাণ মারে ধ্বজের উপরে।
চারি বাণ প্রহারিল চারি অশ্ববরে॥
আর লক্ষ বাণ বীর সৈন্যেরে প্রহারে।
পাণ্ডবের সেনা সব সমরে সংহারে॥
কালান্তক যম প্রায় ভীষ্ম মহাবীর।
পাণ্ডবের যোদ্ধাগণে করিল অস্থির॥
কাহার সারথি কাটে কার কাটে হয়।
মাথা কাটি কাহারে লইল যমালয়॥
কখন সন্ধান করে কবে এড়ে বাণ।
কুমারের চক্র যেন বীর ঘূর্ণমান॥
অদ্ভুত দেখিয়া সব যোদ্ধা ভঙ্গ দিল।
পাণ্ডব সৈন্যেতে মহাবিপত্তি পড়িল॥
তাহা দেখি রুষিলেন ইন্দ্রের নন্দন।
গগণ ছাইয়া বাণ করেন বর্ষণ॥

নাহি দিক্ বিদিক না হয় সুপ্রকাশ।
দশ দিক রুদ্ধ হয় না চলে বাতাস॥
কোটি কোটি সেনা বীর হানিলেন রণে।
মারিলেন বীর লক্ষ লক্ষ হস্তিগণে॥
ইন্দ্রদত্ত পঞ্চ বাণ করিয়া ক্ষেপণ।
ভীষ্ম বক্ষোদেশে করিলেন নিপাতন॥
ব্যথিত হইল গঙ্গাপুত্র বীরবর।
অশ্ব সহ সারথি নিলেন যমঘর॥
কালানল সম বীর পার্থ ধনুর্দ্ধর।
কৌরবের সৈন্যগণে নাশেন সত্বর॥
শ্রাবণ ভাদ্রেতে যেন পাকাতাল পড়ে।
সেইমত কুরুসৈন্য পড়ে ঝোড়ে ঝাড়ে॥
অর্জ্জুনবিক্রম নাহি সহে কুরুগণ।
বড় বড় যোদ্ধা পলাইল ত্যজি রণ॥
অশ্বত্থামা দ্রোণ কৃপ যুঝে প্রাণপণে।
পাণ্ডবগণেরে নারে নিবারিতে রণে॥
যুগান্ত সময়ে যেন রবির উদয়।
তেমন ছাড়েন পার্থ বাণ তেজোময়॥
যত অস্ত্র দিল ইন্দ্রআদি দেবগণ।
সেই সব অস্ত্র পার্থ করেন ক্ষেপণ॥
ভীষ্মের শরীরে বিন্ধি করেন জর্জ্জর।
কোটি কোটি সেনারে পাঠান যমঘর॥
ব্যাঘ্র দেখি যেমত পলায় মৃগগণ।
ভঙ্গ দিল কুরুগণ পরিহরি রণ॥
অর্জ্জুনের শরজালে ভাঙ্গে সব সৈন্য।
জ্বলন্ত অনলে যেন দহিল অরণ্য॥
গরুড়ে দেখিয়া যেন ধায় নাগগণ।
অর্জ্জুনের ভয়ে সৈন্য পলায় তেমন॥
অশ্বত্থামাপ্রতি বলে দ্রোণ মহাশয়।
যুদ্ধেতে আমার আজি চিত্ত স্থির নয়॥
পক্ষি সব ঘন ডাকে অতিঅলক্ষণ।
ধনুকহইতে উথড়িয়া পড়ে গুণ॥
সন্ধান পূরিতে হাতহইতে পড়ে শর।
প্রভাবন্ত নাহি দেখি দেব দিবাকর॥
দুর্য্যোধন বাহিনীতে গৃধ্র কঙ্ক বুলে।
শিবাগণ ঘোর নাদ করে কুতূহলে॥
গগণ মণ্ডলহইতে উল্কা পড়ে খসি।
স্থানে স্থানে ভস্মবৃষ্টি হয় রাশি রাশি॥
সকল পৃথিবী কাঁপে দেখি ভয়ঙ্কর।
রাহুগ্রহ অকারণ গ্রাসে দিবাকর॥
ভীষ্মবধে অর্জ্জুনের যে প্রতিজ্ঞা ছিল।
তাহার সময় বুঝি বিধি নিযোজিল॥

সে কারণে এতেক উৎপাত ঘনেঘন।
এ সব দেখিয়া মম স্থির নহে মন ॥
বুঝিলাম আজি যুদ্ধ হৈল বিপরীত।
যথাশক্তি ভীষ্মের সমরে কর হিত ॥
হেনকালে কৃপ শল্য ভগদত্তবীর।
কৃতবর্ম্মা জয়দ্রথ নির্ভয় শরীর ॥
বিন্দ অনুবিন্দ চিত্রসেন অনুগত।
দুর্ম্মুখ দুঃসহ আর মহারথি যত ॥
সমরে ধাইয়া সবে পাণ্ডবে বেড়িল।
শিবাগণ যেইমত কেশরি ঘেরিল ॥
বাছিয়া বাছিয়া সবে নানা অস্ত্র মারে।
হয় হস্তি আসোয়ারে সঘনে সংহারে ॥
দেখিয়া রুষিল তবে বীর বৃকোদর।
গগণ ছাইয়া শীঘ্র বরিষয়ে শর ॥
সভাকার অস্ত্র নিবারিয়া বৃকোদর।
প্রত্যেকে সভারে বিন্ধে চোখচোখ শর ॥
বাছিয়া বাছিয়া বীর এড়ে অস্ত্র সব।
কৃপের ধনুক কাটি করে পরাভব ॥
আর সব মহাবীর অজ্ঞান হইল।
একেশ্বর ভীমসেন সবে নিবারিল ॥
ক্ষণেকে চেতন পায়ে দশ বীরবর।
চারি দিকে বেড়ি মারে ভীম একেশ্বর ॥
তাহা দেখি ভীমসেনে ক্রোধ উপজিল।
ধনু এড়ে গদা লয়ে সমরে ধাইল ॥
গদার বাড়িতে সব রথ করে চূর।
ভঙ্গ দিয়া দশ বীর পলাইল দূর ॥
মহাক্রোধে বৃকোদর সৈন্যেরে সংহারে।
যারে পায় তারে মারে কিছু না বিচারে ॥
পাণ্ডব বিক্রমে কেহ রণে নহে স্থির।
রণ ত্যজি পলাইল বড় বড় বীর ॥
ভীষ্মের সহিত পার্থ প্রবর্ত্তিয়া রণ।
অতুল বিক্রমে সৈন্য করেন নিধন ॥
যত অস্ত্র এড়ে ভীষ্ম কাটি ধনঞ্জয়।
নিজঅস্ত্রে বিন্ধিলেন তাঁহার হৃদয় ॥
অস্ত্রের ঘাতন আর সৈন্যভঙ্গ দেখি।
মহাক্রোধে অর্জ্জুনেরে বলে ভীষ্ম ডাকি ॥
মহাপরাক্রম আজি করিলা সমরে।
মম সহ যুদ্ধ করি মারিলা সৈন্যেরে ॥
এখন আমার বীর্য্য দেখহ অর্জ্জুন।
আপনা রাখিতে পার তবে জানি গুণ ॥
এত বলি এড়ে বীর সহস্রেক শর।
অর্দ্ধ পথে ধনঞ্জয় কাটেন সত্বর ॥
দোঁহার উপরে দোঁহে নানা অস্ত্র মারে।
দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে সমরে সংহারে ॥
কারো পরাজয় নহে সমান বিক্রম।
অর্জ্জুন ভীষ্মের ধনু কাটেন বিষম ॥
চক্ষু পালটিতে ভীষ্ম আর ধনু নিল।
গগণ আবরি শর বর্ষণ করিল ॥
সহস্রেক বাণ মারে অর্জ্জুনউপর।
আশী শরে বিন্ধিলেক কৃষ্ণ কলেবর ॥
ষাটি শর মারে বীর ধ্বজের উপর।
চারি বাণে চারি অশ্বে করিল জর্জ্জর ॥
আর লক্ষ শর মারে সেনার উপর।
কোটি যোদ্ধা মারিয়া লইল যমঘর ॥
হেনরূপে বাণবৃষ্টি করে নিরন্তর।
নিশ্বাস লইতে মাত্র নাহি অবসর ॥
প্রাণপণে অর্জ্জুন এড়েন অস্ত্রগণ।
বাণ কাটি সৈন্য বধে গঙ্গার নন্দন ॥
জলস্থল শূন্যমার্গ ব্যাপিল আকাশ।
অস্ত্রে অন্ধকার হৈল না চলে বাতাস ॥
ভীষ্মের বিক্রম যেন কালান্তক যম।
বজ্রের সদৃশ অস্ত্র মারিল বিষম ॥
পাণ্ডবের সৈন্য সব শরে আবরিল।
দেখি যত যোদ্ধাগণ রণে ভঙ্গ দিল ॥
কাহার কাটয়ে রথ কার ধনুর্গুণ।
কাহার সারথি কাটে কার কাটে তূণ ॥
মধ্যদেশ কাহার সে ফেলাইল কাটি।
বুকে বাজি কোন বীর কামড়ায় মাটী ॥
অস্থির পাণ্ডব সৈন্য রণে নাহি রয়।
রাখিতে নারেন সৈন্য ভীম ধনঞ্জয় ॥
বাণে বাণে কপিধ্বজ রথ আবরিল।
কুজ্ঝটীতে গিরিবর যেন আচ্ছাদিল ॥
অশ্বেরে চালান ক্রোধ করি নারায়ণ।
বাণে পথ রোধে রুদ্ধ অশ্বের গমন ॥
তাহা দেখি অর্জ্জুনে বলেন নারায়ণ।
সাবধানে যুঝ নাহি চলে অশ্বগণ ॥
মহাক্রোধে যত অস্ত্র মারেন অর্জ্জুন।
বাণে কাটিপাড়ে তাহা গঙ্গার নন্দন ॥
নিরন্তর বধে সৈন্য নাহি তার লেখা।
রণমধ্যে পড়ে অস্ত্র যেমন উলুকা ॥
দেখি সবিস্ময় হইল অর্জ্জুনের মন।
ইন্দ্রদত্ত দিব্য অস্ত্র করেন ক্ষেপণ ॥
গঙ্গার নন্দন তাহা কাটেন ত্বরিতে।
দেখিয়া বিস্ময় পার্থ মানিলেন চিতে ॥

কৌরবের যোদ্ধাগণ মুদিত হইল।
পাণ্ডবের সেনা সব বিষাদ করিল ॥
অর্জ্জুন অস্থির রণে শ্রীহরি সারথি।
মনে মনে বিচার করেন যদুপতি ॥
ত্রিভুবনমধ্যে হেন কেহ নহে ধীর।
ভীষ্মের সংগ্রামে কোন বীর হয় স্থির ॥
নাহিক মরণ নিজ ইচ্ছা হৈলে মরে।
হেন জনে কোন বীর জিনিবে সমরে ॥
নিজ মৃত্যু উপায় কহিল মহাশয়।
এইকালে শিখণ্ডিকে আনাইতে হয় ॥
এত ভাবি শিখণ্ডিকে ডাকেন সত্বর।
হেনকালে বহে বায়ু গন্ধে মনোহর ॥
আকাশে অমরগণ আইল সকল।
গগণে দুন্দুভি বাজে মহাকোলাহল ॥
শুনি ভীষ্ম মহাবীর চিন্তে মনে মন।
হেন কালে ডাকিয়া বলেন দেবগণ ॥
ঋষিগণ মুনিগণ বৈসে সুরলোকে।
সপ্ত বসু সহ সবে আইল কৌতুকে ॥
নিবৃত্ত নিবৃত্ত ভীষ্ম পরিহর রণ।
আকাশেতে ডাকিয়া বলেন সর্ব্বজন ॥
ঋষিগণে মুনিগণে গগণ ভরিল।
করিয়া কুসুমবৃষ্টি ভীষ্মে আবরিল ॥
এ সব বৃত্তান্ত আর কেহ না জানিল।
শান্তনুতনয় তাহা সকল শুনিল ॥
ভাই সব বলে আর বলে মুনিগণে।
দেবতার প্রিয় কর্ম্ম চিন্তিলেন মনে ॥
এতেক চিন্তিয়া বীর ক্রোধ সম্বরিল।
অর্জ্জুনসম্মুখে তবে শিখণ্ডী আইল ॥
অর্জ্জুনের প্রতি হরি বলেন বচন।
শিখণ্ডিকে আগে রাখি মার অস্ত্রগণ ॥
অর্জ্জুন বলেন শুন দৈবকীতনয়।
এমত কপট যুদ্ধ উচিত না হয় ॥
শ্রীহরি বলেন পার্থ শুনহ উত্তর।
ভীষ্মে মারি পরাজয় কর কুরুবর ॥
এত বলি শিখণ্ডিকে বসাইয়া রথে।
দেখি অস্ত্র ত্যাগ কৈল কৌরবের নাথে ॥
অস্ত্র ত্যাগ করি ভীষ্ম হেটমুণ্ড হইয়া।
কহিতে লাগিল বীর কৃষ্ণেরে চাহিয়া ॥
ওহে প্রভু নারায়ণ যাদব ঈশ্বর।
আমারে মারিবা করি কপট সমর ॥
এতেক বলিয়া বীর নানা স্তুতি করে।
পুলকে সহস্র নাম করে উচ্চস্বরে ॥

শিখণ্ডী ভীষ্মেরে বলে করি অহঙ্কার।
ক্ষত্রিয়অন্তক তুমি বিদিত সভার ॥
শুনিয়াছি পরশুরামের সহ রণ।
দেবের প্রতাপ তব কহে সর্ব্বজন ॥
তোমার প্রতাপ সব জগতে বিদিত।
সেকারণে তোমাসহ যুঝিব নিশ্চিত ॥
পাণ্ডব সাহায্য হেতু করি মহারণ।
সংগ্রামে মারিব তোমা দেখুক সর্ব্বজন ॥
সত্য বলিলাম মম নাহি নড়ে বোল।
আমার সমরে তব মৃত্যু দিল কোল ॥
শিখণ্ডিকে কহে ভীষ্ম মনেতে কৌতুকী।
যদি মৃত্যু হয় তবু তোমারে উপেক্ষি ॥
স্ত্রীজাতি শিখণ্ডী তোরে বিধাতা সৃজিল।
দৈবের বিপাকে তোরে পাণ্ডব পাইল ॥
শরীর কাটিয়া যদি পড়ে ভূমিতলে।
তোরে দেখি অস্ত্র না ধরিব কোন কালে ॥
শুনি ক্রোধে শিখণ্ডী লইল ধনুর্ব্বাণ।
ভীষ্মের উপরে মারে পূরিয়া সন্ধান ॥
শত শত বাণ মারে বাছিয়া বাছিয়া।
অর্জ্জুন শিখান তারে বহু বুঝাইয়া ॥
শিখণ্ডী এড়য়ে বাণ হইয়া নির্ভয়।
সহস্রেক বাণে বিন্ধে ভীষ্মের হৃদয় ॥
নাহিক সম্ভ্রম তার না জানে বেদন।
মৃগীর প্রহারে যেন মৃগেন্দ্রের মন ॥
হাসিয়া অর্জ্জুন হাতে লইলেন ধনু।
পঞ্চ বিংশ বাণে তাঁর বিন্ধিলেন তনু ॥
শত লক্ষ বাণ মারিলেন একবারে।
ভীষ্মের কবচ ভেদি রক্ত পড়ে ধারে ॥
অর্জ্জুনের বাণ সব অগ্নিসম ছুটে।
ভীষ্মের শরীরে যেন বজ্রসম ফুটে ॥
গঙ্গার নন্দন বিচারেন মনে মন।
এই অস্ত্র শিখণ্ডীর না হয় কখন ॥
শিখণ্ডী পশ্চাৎ থাকি পার্থ ধনুর্দ্ধর।
আমারে মারিছে বীর তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শর ॥
এত চিন্তি শ্রীহরিচরণে ধ্যান করি।
মুখেতে রটনা করে শ্রীহরি শ্রীহরি ॥
বাণাঘাতে শরীর কম্পিত ঘনে ঘন।
শিশির কালেতে যেন কাঁপয়ে গোধন ॥
ধনঞ্জয় আপনার অস্ত্র বরিষণে।
রোমে রোমে বিন্ধিলেন গঙ্গার নন্দনে ॥
সর্ব্বাঙ্গ ভেদিল অস্ত্রে স্থান নাহি আর।
সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া পড়ে শোণিতের ধার ॥

তবে পার্থ দিব্যঅস্ত্র নিলেন তখন।
পিতামহবক্ষস্থলে করেন ঘাতন॥
বাণাঘাতে মহাবীর হয়ে হীনবল।
রথের উপরহইতে পড়ে ভূমিতল॥
শিয়র করিয়া পূর্ব্বে পড়িল সে বীর।
আকাশহইতে যেন খসিল মিহির॥
ভূমি নাহি স্পর্শে অঙ্গ শরের উপর।
হেনমতে শরশয্যা নিল বীরবর॥
দেখিয়া কৌরবগণ করে হাহাকার।
সংগ্রাম ত্যজিয়া সভে আইল দেখিবার॥
দুর্য্যোধন মহারাজ শোকাকুল হইয়া।
রথ ত্যজি মহাবীর আইল ধাইয়া॥
দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামাআদি বীরগণ।
রথ ত্যজি ধায় সভে মহাশোক মন॥
বিলাপ করিয়া কান্দে রাজা দুর্য্যোধন।
উঠ পিতামহ পার্থ সহ কর রণ॥
স্বয়ম্বরে জিনি ভ্রাতৃগণে বিবাহিলা।
পরশুরামেরে তুমি রণে পরাজিলা॥
বাহুবলে ক্ষত্রগণে কৈলা পরাজয়।
তোমার নামেতে সুরাসুরে কম্প হয়॥
বড় সাধ আমার আছিল মনে মন।
পাণ্ডবে জিনিয়া সব পাব রাজ্যধন॥
তাহে বিপরীত হেন বিধাতা হইল।
সুমেরু পর্ব্বত যেন শৃগালে লঙ্ঘিল॥
তোমার পৌরুষ যত ত্রিভুবনে ঘোষে।
সমরে পড়িলা তুমি মম কর্ম্মদোষে॥
হেন মতে বিলাপ করয়ে কুরুরাজ।
শোকাকুলে কান্দে যত কৌরবসমাজ॥
রথহইতে নামি তবে ধর্ম্মের নন্দন।
ভীষ্মে দেখিবারে যান সহ জনার্দ্দন॥
ভীম ধনঞ্জয় আর মাদ্রীর তনয়।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি দ্রুপদ মহাশয়॥
অভিমন্যু ঘটোৎকচ মৎস্যঅধিপতি।
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র রাজার সংহতি॥
শর শয্যায় যেখানে আছেন ভীষ্মবীর।
প্রণাম করিয়া কহিছেন যুধিষ্ঠির॥
ওহে পিতামহ তুমি বলে বীরবর।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় মর্য্যাদাসাগর॥
ভৃগুরাম অভিশাপ দিলেন তোমারে।
দুর্য্যোধন হেতু তাহা ফলিল সমরে॥
শিশুকালে পিতৃহীন হইলাম পঞ্চ জনে।
পিতৃশোক না জানিলাম তোমার কারণে॥

আজি পুন বিধি তাহে হইলেন বাম।
এত দিনে আমরা অনাথ হইলাম॥
ধিক ক্ষত্রধর্ম্ম মায়া মোহ নাহি ধরে।
হেন পিতামহকে নাশিলাম সমরে॥
ওহে মহাশয় এই উপস্থিত কালে।
নয়ন ভরিয়া দৃষ্টি করহ গোপালে॥
হাসি ভীষ্ম মহাবীর নয়ন মেলিল।
সাধু সাধু বলি ধর্ম্মপুত্রে প্রশংসিল॥
মধুর কোমল স্বর অধিক গভীর।
কহিতে লাগিল বীর চাহি যুধিষ্ঠির॥
এই যে দক্ষিণায়ন আছে যত দিন।
তত দিন শরীর না হবে প্রভাহীন॥
বল পরাক্রম যত সব পরিহরি।
শরীর ছাড়িয়া আমি প্রাণমাত্র ধরি॥
রবির উত্তরায়ণ হইবে যখন।
জানহ তখন আমি ত্যজিব জীবন॥
রবির উত্তরায়ণ না হয় যাবত।
শরের শয্যাতে আমি থাকিব তাবত॥
এতেক বলিতে তথা হইল দেববাণী।
সাধু সাধু গঙ্গাপুত্র কুরু কুলমণি॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম জান তুমি সর্ব্ব শাস্ত্র জ্ঞাত।
তোমার মহিমা গুণ জগতে বিখ্যাত॥
দেববাণী শুনি বীর হরিষঅন্তর।
দুর্য্যোধন রাজা চাহি বলেন উত্তর॥
শয্যায় আছয়ে মম সকল শরীর।
মাথা লুঠি পড়িয়াছে দেখ কুরুবীর॥
কোন বীর আছে হেথা ক্ষত্রিয়প্রধান।
মাথা যেন না লুঠায় দেহ উপধান॥
শুনি দুর্য্যোধন রাজা ধাইল আপনে।
দিব্য উপধান আনি দিল সেইক্ষণে॥
হাসিয়া বলেন ভীষ্ম শয্যা মম শর।
হেন উপধান কোন হেতু নৃপবর॥
ক্ষত্র হয়ে আপনি না বুঝহ সময়।
এত বলি মাথা তুলি চাহে ধনঞ্জয়॥
তবেত অর্জ্জুন বীর লয়ে ধনুঃ শর।
তিন বাণ মারি মাথা করেন সোসর॥
মস্তক ভেদিয়া বাণ মৃত্তিকা ভেদিল।
হেনমতে ভীষ্ম শরশয্যাতে রহিল॥
আনন্দিত হইয়া মনে ভীষ্ম মহাবীর।
দুর্য্যোধনে ডাকি কহে হইয়া সুস্থির॥
শুন দুর্য্যোধন রাজা আমার বচন।
জল আনি দেহ মোরে তৃষ্ণা অনুক্ষণ॥

শুনি দুর্য্যোধন রাজা অতিব্যস্ত হইয়া।
সুবাসিত জল আনে ভৃঙ্গার পূরিয়া॥
স্বর্ণের ভৃঙ্গার দেখি ভীষ্ম মহাবীর।
অর্জ্জুনেরে নিরখিল নির্ভয় শরীর॥
তবেত অর্জ্জুন বীর গাণ্ডীব ধরিয়া।
মারেন পৃথ্বীতে বাণ আকর্ণ পূরিয়া॥
পৃথিবী ভেদিয়া বাণ অধ প্রবেশিল।
ভোগবতী গঙ্গাজল তথায় উঠিল॥
দুগ্ধ ধারা প্রায় পড়ে ভীষ্মের মুখেতে।
দেখি জল পান করে মহাআনন্দেতে॥
জল পান করি ভীষ্ম হয়ে তৃপ্তমন।
দুর্য্যোধন চাহি পুন বলেন বচন॥
ভাই ভাই বিরোধ না কর কদাচিৎ।
যুধিষ্ঠিরে ভাগ দিয়া করহ সম্প্রীত॥
দ্বন্দ্ব হইলে বংশনাশ জানিহ নিশ্চয়।
ধর্ম্মঅনুসারে হয় জয় পরাজয়॥
পাণ্ডবের সহায় আপনি নারায়ণ।
তাঁহার সহিত যুদ্ধ কর কি কারণ॥
দুর্য্যোধন বলে মম প্রতিজ্ঞা না লড়ে।
বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র না দিব পাণ্ডবেরে॥
শুনি ভীষ্ম ক্ষমা দিল আপন অন্তরে।
দৈবে যাহা করে তাহা কে খণ্ডিতে পারে॥
বস্ত্রগৃহ রণভূমে নির্ম্মাইয়া দিল।
রক্ষাহেতু কত সৈন্য তথায় রাখিল॥
গঙ্গাপুত্র মহাবীর নীরব হইল।
কৌরব পাণ্ডব নিজ শিবিরেতে গেল॥
মহাভারতের কথা অপূর্ব্ব কথন।
সর্ব্ব যজ্ঞ ফল লভে শুনে যেই জন॥
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় বৈকুণ্ঠে গমন।
কাশীদাস কহে ইহা ব্যাসের বচন॥
পয়ার ত্রিপদী ছন্দে করিয়া মিলন।
এত দিনে ভীষ্মপর্ব্ব করি সমাপন॥

# মহাভারত।

---

## অথ দ্রোণ পর্ব্ব।

### অথ দ্রোণকে সেনাপতি করণের মন্ত্রণা।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয়।
সমরে পড়িল যদি ভীষ্মমহাশয় ॥
দশ দিন যুদ্ধ করি মারি সেনাগণ।
আপন ইচ্ছায় তিঁহ হইল পতন ॥
ভীষ্ম যদি পড়িল আকুল দুর্য্যোধন।
হাহা ভীষ্ম শব্দ করি করয়ে রোদন ॥
মহাশোকে রোদন করয়ে সেনাগণ।
কর্ণে চাহি কহিতে লাগিল দুর্য্যোধন ॥
ভীষ্মের মরণে কর্ণ মনে পাই ত্রাস।
যুদ্ধ করি প্রাণ দিব কহিলেন ব্যাস ॥
তোমাকে জিজ্ঞাসি সুখে করহ বিচার।
কারে সেনাপতি করি কে করিবে পার ॥
তোমা বিনা যোদ্ধাপতি নাহিক আমার।
কেবল ভরসা আমি করি যে তোমার ॥
উপরোধ করি ভীষ্ম না করিল রণ।
তুমি মোরে ধরি দেহ ধর্ম্মের নন্দন ॥
যদি মোরে ধরি দেহ কুন্তীর কুমার।
সত্য কহি শুন বীর সকলি তোমার ॥
এতেক শুনিয়া কহে কর্ণমহাবীর।
দর্প করি কহে কথা নির্ভয় শরীর ॥
ওহে মহাশয় চিন্তা না করিহ তুমি।
একলা পাণ্ডবগণে বিনাশিব আমি ॥
এত শুনি দুর্য্যোধন হরষিত মন।
শীঘ্র আসি কর্ণেরে দিলেক আলিঙ্গন ॥
হেন কালে কহে কৃপাচার্য্য মহামতি।
সার কথা কহি শুন কুরু মহীপতি ॥
কর্ণ সেনাপতি নহে দ্রোণবিদ্যমান।
পৃথিবীতে বীর নাহি দ্রোণের সমান ॥
এক মহারথী দ্রোণ পৃথিবীভিতরে।
অর্দ্ধরথি করি কহে কর্ণ ধনুর্দ্ধরে ॥
অতএব দ্রোণে তুমি কর সেনাপতি।
শুনি তুষ্ট হয়ে কহে গান্ধারীসন্ততি ॥
আজি সেনাপতি করি দ্রোণমহারথী।
এত বলি দুর্য্যোধন চলে শীঘ্রগতি ॥
কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামা কর্ণ ধনুর্দ্ধর।
শকুনি দুর্ম্মুখ লয়ে চলিল সত্বর ॥
হরিষেতে দুর্য্যোধন সবারে লইয়া।
দ্রোণের নিকটে তবে উত্তরিল গিয়া ॥
প্রণাম করিয়া কহে রাজা দুর্য্যোধন।
অবধান কর গুরু মম নিবেদন ॥
মহারথি দেখি ভীষ্ম করি সেনাপতি।
উপরোধে না যুঝিল ভীষ্ম মহারথী ॥
ভরসা কেবল আমি তব ভুজাশ্রিত।
শরণ পালন কর হয়ে কৃপান্বিত ॥
সেনাপতি বিনা যুদ্ধ নাহি হয় জানি।
কৃপা করি সেনাপতি হইবা আপনি ॥
যুধিষ্ঠিরে ধরি দেহ এই নিবেদন।
তোমাভিন্ন তারে ধরে নাহি হেন জন ॥
দুর্য্যোধনে কাতর দেখিয়া গুরু দ্রোণ।
আশ্বাস করিয়া কহে শুন দুর্য্যোধন ॥
সেনাপতি হব আমি করিব সমর।
কিন্তু এক কথা কহি তোমার গোচর ॥
আমি সেনাপতি যদি হইব সমরে।
তবে অস্ত্র না ধরিবে কর্ণ ধনুর্দ্ধরে ॥
আমার নিয়ম এই শুন নরবর।
কহিলাম সত্য এই তোমার গোচর ॥

যুধিষ্ঠিরে তবে আমি ধরিব শিঘ্র।
কিন্তু যদি নাহি থাকে বীর ধনঞ্জয় ॥
এতেক শুনিয়া তবে বলে দুর্য্যোধন।
তোমার নিকটে কর্ণ না করিবে রণ ॥
দ্রোণ বলে শুন রাজা আমার বচন।
চক্রব্যূহ করিয়া করিব মহারণ ॥
দুর্য্যোধন শুনিয়া হইল হৃষ্টমতি।
অভিষেক করি দ্রোণে করে সেনাপতি ॥
জয় জয় শব্দ হৈল কটকে ঘোষণা।
মহাশব্দে নানাবিধ বাজয়ে বাজনা ॥
শত২ জয়ঢাক বাজে জয় ঢোল।
মহাশব্দ হৈল যেন সমুদ্র কল্লোল ॥
শত২ দামা বাজে বাজে জগঝম্প।
কোটি২ সানি বাজে কোটি২ ডম্ফ ॥
বরঙ্গের রোলে কম্প হয় বসুমতী।
খমক টমক বাদ্য বাজে নানা জাতি ॥
মহানাদে গর্জ্জন করয়ে সেনাগণ।
আনন্দিত দেখিয়া হইল দুর্য্যোধন ॥
দ্রোণপর্ব্ব সুধারস অপূর্ব্ব আখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

## অথ শ্রীকৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবেরদের মন্ত্রণা।

হেতায় ধর্ম্মের পুত্র সহ ভ্রাতৃগণ।
কৃষ্ণসনে বসি সভে আনন্দিত মন ॥
দ্রুপদ বিরাট আর সাত্যকি সংহতি।
ধৃষ্টদ্যুম্ন চেকিতান যুযুৎসু নৃপতি ॥
অভিমন্যু ঘটোৎকচ পঞ্চ পুত্র আর।
সভায় বসিয়া সভে করয়ে বিচার ॥
হেনকালে দূত গিয়া কহিল সত্বর।
দ্রোণ সেনাপতি হৈল শুন নৃপবর ॥
তোমারে ধরিয়া দিতে কৌরব বলিল।
ধরিব বলিয়া দ্রোণ প্রতিজ্ঞা করিল ॥
ইহার বিধান আজ্ঞা কর নৃপবর।
নিবেদন করি এই তোমার গোচর ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির আতঙ্ক পাইয়া।
করিলেন জিজ্ঞাসা শ্রীকৃষ্ণেরে ডাকিয়া ॥
প্রতিজ্ঞা করিল দ্রোণ ধরিতে আমারে।
কিমতে পাইব রক্ষা কহ কৃষ্ণ মোরে ॥
ভুবনে দুর্জ্জয় দ্রোণ বীর মহারথী।
প্রতিজ্ঞা খণ্ডায় তাঁর কেবা হেন কৃতী ॥
হৃদয় কম্পিত মম খণ্ডে নাহি ভয়।
কি করি উপায় কহ কৃষ্ণ মহাশয় ॥
অশেষ সঙ্কটে পার করিয়াছ তুমি।
কার মনে ছিল যে আসিব দেশে আমি ॥
সভায় দ্রৌপদী লজ্জা কর নিবারণ।
তোমা বিনা পাণ্ডবের গতি কোন জন ॥
হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ শুনহ বচন।
কি শক্তি তোমারে ধরি লইবেক দ্রোণ ॥
শত দ্রোণ হয়ে যদি আইসে সমরে।
তবু কি তাহার শক্তি ধরিবে তোমারে ॥
ব্রহ্মা যদি আপনি করেন আসি রণ।
তথাপি তোমারে না জিনিবেন কখন ॥
ভীম বলে মহারাজ কি ভয় তোমার।
তোমারে ধরিবে হেন শক্তি আছে কার ॥
সহদেব নকুল যতেক যোদ্ধাগণ।
তোমারে রাখিবে সভে করিয়া যতন ॥
কৃষ্ণ বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
ভীম সেনাপতি করি তুমি কর রণ ॥
মহাযোদ্ধা ভীমসেন হবে সেনাপতি।
সমরে অমর শক্তি অকাতর মতি ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির আনন্দিত মনে।
অভিষেক ভীমেরে করেন সেইক্ষণে ॥
ভীম সেনাপতি করি ধর্ম্মের নন্দন।
হরষিত হইলেন আর যোদ্ধাগণ ॥
বাদ্যগণ কোলাহলে কিছুই না শুনি।
জয়২ শব্দ করে যতেক বাহিনী ॥
বাজিল দুন্দুভি শঙ্খ অতিসুললিত।
বীণা বাঁশী বাজে আর সুমধুর গীত ॥
ভীম বলে মহারাজ শুনহ বচন।
কালি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রে করিব নিধন ॥
এত শুনি হরষিত ধর্ম্মের নন্দন।
মহানাদে গর্জ্জন করয়ে সেনাগণ ॥
সৈন্য কোলাহল যেন সিন্ধু উথলিল।
অশ্ব গজ গর্জ্জনে শ্রবণ রুদ্ধ হৈল ॥
পাঞ্চজন্য শঙ্খ কৃষ্ণ বাজান আপন।
পৃথিবীর যত বাদ্য করে আচ্ছাদন ॥
হৃষ্টচিত্তে সর্ব্ব জন বঞ্চিল রজনি।
প্রভাতে উঠিয়া সৈন্যে বলেন ফাল্গুনি ॥
রাজারে রাখিবা সভে করিয়া যতন।
কোনমতে কুরু যেন না পায় রাজন ॥
হেতায় প্রভাত কালে রাজা দুর্য্যোধন।
দ্রোণে আগে করি রণে আইল তখন ॥

রথ ছাড়ি গেল সভে ভীষ্মের সদন।
ভীষ্মেরে প্রণাম করে রাজা দুর্য্যোধন॥
শরশয্যা শয়ান আছেন মহাবীর।
দুর্য্যোধন কহিতে লাগিল ধীরে ধীর॥
আজ্ঞা কর পিতামহ প্রসন্ন বদনে।
সমর করিতে যাই পাণ্ডুপুত্রসনে॥
সেনাপতি সমরেতে করিলাম গুরু।
কি ভয় আশ্রয় যার হেন কল্পতরু॥
শুনি দুর্য্যোধনবাক্য কুরুবংশপতি।
দুর্য্যোধনে বুঝাইল মধুর ভারতী॥
আমি যাহা কহি তাহা শুন দুর্য্যোধন।
কদাচিত না লঙ্ঘিহ আমার বচন॥
সকল মঙ্গল হবে অপার পৌরুষ।
পৃথিবীর মধ্যেতে অনন্ত হবে যশ॥
তোমা সভাকার ভদ্র চিন্তি অনুক্ষণ।
এই হেতু তোমারে বলি যে দুর্য্যোধন॥
আমার বচন তুমি না করিও আন।
কি কারণে ক্ষয় কর কৌরবসন্তান॥
সৈন্যঅপচয় মাত্র হবে ধন শেষ।
প্রজার পরম পীড়া নষ্ট হবে দেশ॥
যুধিষ্ঠির রাজা দেখ ধর্ম্মঅবতার।
তার সহ প্রীতিতে করহ ব্যবহার॥
রাজ্য ধন যে কিছু তাহারে দেহ তুমি।
যুধিষ্ঠিরে সম্মত করিয়া দিব আমি॥
আমার বচন কভু না কর অন্যথা।
বংশরক্ষা হেতু তোমা কহি হেন কথা॥
নিরর্থক জ্ঞাতিগণে করিবা সংহার।
আপনি না বুঝ কেন করিয়া বিচার॥
বুদ্ধির সাগর তুমি বলে মহাবল।
সসাগরা পৃথিবী তোমার করতল॥
কহ আমি যুধিষ্ঠিরে আনি এইক্ষণ।
মম বাক্য না লঙ্ঘিবে ধর্ম্মের নন্দন॥
ভীম ধনঞ্জয় দেখ মহাধনুর্দ্ধর।
তার সহ কোন জন করিবে সমর॥
পাণ্ডবের দলে কৃষ্ণ আছেন আপনে।
তাঁর সহ বিরোধে জীবেক কোন জনে॥
অতএব তাঁর সহ কে করিবে রণ।
বংশরক্ষা হেতু কহি শুন দুর্য্যোধন॥
প্রত্যয় না হয় যদি আমার বচনে।
আপনি জিজ্ঞাসা কর দ্রোণাচার্য্য স্থানে॥
দ্রোণাচার্য্য বলে তুমি যে আজ্ঞা করিলে।
এমত করিলে থাকে সকলে কুশলে॥
বেদতুল্য জানি আমি তোমার বচন।
যতেক কহিলা তুমি সভার কারণ॥
দুর্য্যোধনে অনুক্ষণ বুঝাই বিস্তর।
নাহি শুনে দুর্য্যোধন করি অনাদর॥
মৃত্যুকালে রোগী যেন ঔষধ না খায়।
সেইমত দুর্য্যোধন অজ্ঞানের প্রায়॥
কি হইবে তস্করে কহিলে ধর্ম্ম বাণী।
কভু নাহি হয় সতী অসতী রমণী॥
এত শুনি দুর্য্যোধন বলিল বচন।
অনুক্ষণ নিন্দা মোরে কর সর্ব্ব জন॥
কোন দোষ আমার দেখিলা তোমা সবে।
সভেমাত্র দেখিয়াছ নির্দ্দোষ পাণ্ডবে॥
অবিরত কটু কথা প্রাণে নাহি সহে।
গুরু জন গঞ্জনে অনলে তনু দহে॥
বলে পারি ছলে পারি প্রকার বিশেষে।
নাশিব আপন শত্রু ভয় মোর কিসে॥
মৃত্যুহৈতে হয় ভারি পাণ্ডবের বশ।
মরি যদি সমরে রহিবে তবু যশ॥
ক্ষোভ না করিয়া ক্ষিতি করিলাম ভোগ।
এখন যে হয় কর্ম্ম দৈবের সংযোগ॥
পণ করিয়াছি রণ আপনি বিচারি।
কদাচিত অন্যথা করিতে নাহি পারি॥
এত বলি দুর্য্যোধন হয়ে দুঃখমতি।
কর্ণ দুঃশাসন লয়ে চলে শীঘ্রগতি॥
দেখিয়া গঙ্গার পুত্র হইল দুঃখিত।
দ্রোণেরে চাহিয়া তবে বলিল বিহিত॥
কালপ্রাপ্ত হইলেক বুঝি দুর্য্যোধন।
অতএব নাহি শুনে কাহার বচন॥
নিশ্চয় জানিনু কুরুকুল হৈল অন্ত।
দিন দুই তিন মধ্যে মজিবে সমস্ত॥
এত বলি ভীষ্ম বীর নিঃশব্দে রহিল।
সৈন্য লয়ে দুর্য্যোধন রণস্থলে গেল॥
চক্রব্যূহ করিলেন দ্রোণ মহাশয়।
ভেদিতে বিষম ব্যূহ দৈবে সাধ্য নয়॥
রথে আরোহণ করি আইলেন বীর।
ভুবনবিজয়ী দ্রোণ নির্ভয় শরীর॥
যুধিষ্ঠির দেখেন আইল দুর্য্যোধন।
হইলেন বাহির সহিত নারায়ণ॥
করিয়া মকরব্যূহ বীর ধনঞ্জয়।
রণে আইলেন সহ কৃষ্ণ মহাশয়॥
দুই সৈন্য কোলাহলে হৈল গণ্ডগোল।
প্রলয়ের কালে যেন সমুদ্র কল্লোল॥

বাদ্যশব্দে আর কিছু নাহি শুনি কাণে।
পৃথিবী কম্পিতা অশ্ব গজের গর্জ্জনে ॥
মুহুর্মুহু যোদ্ধাগণ ছাড়ে হুহুঙ্কার।
বজ্রের সমান শুনি ধনুক টঙ্কার ॥
পদাতি পদাতি আগে হইল সংগ্রাম।
গজে গজে যুদ্ধ করে না করে বিশ্রাম ॥
রথি রথি যুদ্ধ হয় বীর জনে জন।
সংগ্রাম হইল ঘোর না যায় কথন ॥
দ্রোণ অর্জ্জুনের যুদ্ধ হয় অবিরাম।
সাত্যকি সহিত কর্ণ করয়ে সংগ্রাম ॥
ভীম দুর্য্যোধনে যুদ্ধ অপূর্ব্ব হইল।
দেখি যোদ্ধাগণ সভে আশ্চর্য্য মানিল ॥
নকুলের সনে যুদ্ধ করে দুঃশাসন।
সহদেব শকুনি হইল মহারণ ॥
কৃপের সহিত যুঝে পঞ্চাল রাজন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ অশ্বত্থামা করে রণ ॥
মদ্রপতি সহ যুঝে চেকিতান বীর।
বিরাটের সহ যুঝে ভূপাল কাশীর ॥
এইরূপ জনে জনে বাধিল সমর।
মানিল প্রমাদ দেখি স্বর্গের অমর ॥
মহাবাতাঘাতে দেখি বৃক্ষ যেন পড়ে।
পড়িল অনেক সৈন্য রণস্থল যুড়ে ॥
রুধিরে সাঁতার নদী বহে পঞ্চ ধারে।
হইল প্রলয় যুদ্ধ শেষেতে দ্বাপরে ॥
জনমেজয় বলে মুনি কহ আর বার।
সংক্ষেপে কহিলা কহ করিয়া বিস্তার ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

### অথ দ্রোণের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
যেই মতে যুদ্ধ করে সব রাজগণ ॥
দ্রোণ অর্জ্জুনের যুদ্ধ কি দিব উপমা।
রাম রাবণের যুদ্ধ নাহি হয় সীমা ॥
দ্রোণ গুরু দেখি তবে বীর ধনঞ্জয়।
করপুটে প্রণমেন করিয়া বিনয় ॥
অর্জ্জুন বলেন গুরু কহ বিবরণ।
যুধিষ্ঠিরে ধরিতে বলিল দুর্য্যোধন ॥
এমত প্রতিজ্ঞা কেন করিলা আপনে।
আমি জীতে ধরিতে না পারিবা রাজনে ॥
এত শুনি দ্রোণাচার্য্য সহাস্য বদন।
অর্জ্জুনের প্রতি তবে বলিল বচন ॥
যুধিষ্ঠিরে আমি যদি ধরিব সমরে।
দেখি তুমি রক্ষা কর কেমন প্রকারে ॥
দুর্য্যোধন রাজাহেতু করি মহারণ।
প্রতিজ্ঞা পালন আমি করিব সাধন ॥
এত শুনি অর্জ্জুন বলেন আরবার।
যুধিষ্ঠিরে ধরিবেক এত শক্তি কার ॥
এত শুনি হইল গুরু ক্রোধে হুতাশন।
অর্জ্জুনউপরে করে বাণ বরিষণ ॥
শিষ্য স্নেহ উপরোধ আজি নাহি মনে।
সংবর সংশয় আজি করাইব রণে ॥
এত বলি এড়ে বাণ অগ্নি অবতার।
হাসিয়া সম্বরে তাহা ইন্দ্রের কুমার ॥
দশ বাণ এড়ে গুরু পূরিয়া সন্ধান।
অর্দ্ধপথে অর্জ্জুন করেন খানখান ॥
বাণ ব্যর্থ দেখি গুরু ক্রোধে অতিশয়।
গগণ ছাইল তবে করি অস্ত্রময় ॥
তবে ধনঞ্জয় বীর পূরিয়া সন্ধান।
নিমেষেকে নিবারেন আচার্য্যের বাণ ॥
অর্জ্জুন এড়েন বাণ যেন যমদণ্ড।
ধনু কাটি দ্রোণের করেন খণ্ডখণ্ড ॥
আর ধনু লয়ে দ্রোণ পূরিল সন্ধান।
অর্জ্জুনউপরে এড়ে হুতাশন বাণ ॥
সংগ্রামের স্থলে হইল সব অগ্নিময়।
পলায় সকল সৈন্য রণে নাহি রয় ॥
এড়িয়া বরুণবাণ ইন্দ্রের নন্দন।
নিমিষেকে নিবারেন ঘোর হুতাশন ॥
জলেতে হইল পূর্ণ সংগ্রামের স্থল।
শোষকাস্ত্রে নিবারিল দ্রোণ মহাবল ॥
বায়ুঅস্ত্রে সেনাগণ করিল অস্থির।
আকাশাস্ত্রে নিবারেন পার্থ মহাবীর ॥
তবে অতিক্রোধাবিষ্ট বীর ধনঞ্জয়।
চারি বাণে কাটিলেন তার চারি হয় ॥
চারি বাণে ধ্বজ কাটি করিলেন খণ্ড।
দুই বাণে কাটিলেন সারথির মুণ্ড ॥
আর দশ বাণ তাঁর তারাহেন ছোটে।
আচার্য্যের বুকে অর্জ্জুনের বাণ ফুটে ॥
বাণাঘাতে দ্রোণাচার্য্য হইল বিকল।
হাহাকার শব্দ করে যত কুরুবল ॥
আর রথ আনি তবে দ্রোণেরে লইল।
রথ লয়ে সারথি সত্বরে পলাইল ॥

দ্রোণ ভঙ্গ দেখি তবে পার্থ মহাবীর।
বাণবৃষ্টি করি সৈন্য করেন অস্থির॥
ভীম দুর্য্যোধন দোঁহে হইল সমর।
সব যোদ্ধাগণ দেখে হইয়া অন্তর॥
গদাযুদ্ধ করে দোঁহে দোঁহে গদাধর।
হুহুঙ্কার শব্দ ছাড়ে মহাভয়ঙ্কর॥
বায়ুর সমান গদা ফিরায় মস্তকে।
মহাক্রোধে দুই জন প্রহার দোঁহাকে॥
দোঁহার প্রহার কারো নাহি লাগে গায়।
কেবল হইল যুদ্ধ গদায় গদায়॥
রাশি২ পড়ে খসি তাহাতে অনল।
চমকিয়া চাহে কুরু পাণ্ডবের দল॥
পর্ব্বত পড়িল যেন পর্ব্বতউপর।
দুই জনে দেখা যায় দুই মহীধর॥
জর্জ্জর হইল দোঁহে খাইয়া প্রহার।
নিস্তেজ হইল ধৃতরাষ্ট্রের কুমার॥
যুদ্ধ ত্যজি দুর্য্যোধন পলাইয়া যায়।
বৃকোদর বীর তার পাছে পাছে ধায়॥
দেখি তবে ধাইল যতেক যোদ্ধাগণ।
ভীমের উপরে করে বাণবরিষণ॥
গদা লয়ে বৃকোদর বায়ুবেগে ধায়।
রথ গজ চূর্ণ করে সম্মুখে যে পায়॥
তবে দুর্য্যোধন বীর হইয়া কাতর।
যুঝিবারে দিল দশ সহস্র কুঞ্জর॥
হস্তিগণ লইয়া মাহুত সেনাপতি।
ভীমের উপরে সে আইল শীঘ্রগতি॥
কুঞ্জর দেখিয়া বীর হরিষঅন্তর।
রথ এড়ি গদা লয়ে ধাইল সত্বর॥
ছাগলের পাল দেখি ব্যাঘ্র যেন যায়।
শত শত হস্তী বীর মারে এক ঘায়॥
প্রহারে প্রহারে গদা আধা হয় খণ্ড।
তাহা ফেলাইয়া বীর ধরে করিশুণ্ড॥
অন্তরীক্ষে ভ্রমাইয়া ফেলায় কুঞ্জরে।
স্থির বায়ুমধ্যে রহে গগণউপরে॥
ভগ্ন গদা ফেলাইয়া শূন্য হৈল কর।
শূন্য করে যুদ্ধ করে বীর বৃকোদর॥
হস্তির উপরে হস্তী মারে ফেলাইয়া।
হস্তি হস্তী চাপনে পড়িল চূর্ণ হয়ে॥
সুদুহাতে ভীম বীর যুঝে রণমাঝে।
হেন বীর নাহি অস্ত্র ধরি আগে যুঝে॥
মহাক্রোধে বৃকোদর হৈল ভয়ঙ্কর।
অবিলম্বে মারে দশ সহস্র কুঞ্জর॥

রণমধ্যে বৃকোদর নিঅস্ত্র হইল।
দেখিয়া সূর্য্যের পুত্র অগ্রেতে ধাইল॥
নানা অস্ত্র প্রহারয়ে ভীমের উপর।
কর্ণেরে দেখিয়া ধায় বীর বৃকোদর॥
মুষ্ট্যাঘাতে মারিল রথের চারি হয়।
এক চড়ে সারথিরে নিল যমালয়॥
মহাক্রোধে নাথি মারে রথের উপর।
চূর্ণ হয়ে রথ পড়ে সংগ্রাম ভিতর॥
রথ চূর্ণ দেখি পলাইল কর্ণ বীর।
ভীমের সম্মুখে আর কেহ নহে স্থির॥
শূন্য হস্তে বৃকোদর সংগ্রাম ভিতর।
রথ তুলি মারে আর রথের উপর॥
যেই দিগে বৃকোদর ক্রোধদৃষ্টে চায়।
হয় হস্তী রথ পত্তি সকল পলায়॥
ভারত যুদ্ধের কথা কে বর্ণিতে পারে।
অদ্ভুত দেখিয়া দেবগণ কাঁপে ডরে॥
হেন কালে অস্ত গেল দেব দিবাকর।
কৌরব পাণ্ডব গেল আপনার ঘর॥
মহাভারতে কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

## অথ অর্জ্জুনের সহিত দুর্য্যোধনাদির ক্রমে যুদ্ধ।

আর দিন প্রভাতে যতেক বীরগণ।
সসৈন্য চলিল সবে করিবারে রণ॥
যোদ্ধাগণ চড়িয়া চলিল দিব্য রথে।
গজ বাজি পদাতিক চলে যূথেযূথে॥
হস্তী হস্তী গজে গজে মহাযুদ্ধ করে।
অশ্বে আসোয়ার যুঝে নানা অস্ত্র ধরে॥
হেনকালে ধনঞ্জয় কৃষ্ণে আগে করি।
রণস্থলে আইলেন হাতে ধনু ধরি॥
গগণ ছাইয়া বীর এড়িলেন বাণ।
কোটি কোটি সেনাগণ ত্যজিলেক প্রাণ॥
ক্রোধেতে অর্জ্জুন যেন দীপ্ত হুতাশন।
প্রাণ লয়ে পলাইয়া যায় সেনাগণ॥
সৈন্যভঙ্গ দেখি তবে রাজা দুর্য্যোধন।
কোপ মনে রথে চড়ি করিল গমন॥
অর্জ্জুনউপরে গেল পূরিয়া সন্ধান।
একবারে প্রহারিল দশ গোটা বাণ॥
অর্দ্ধপথে ধনঞ্জয় করি খানখান।
ছয় বাণ মারিলেন পূরিয়া সন্ধান॥

দুই বাণে কাটিলেন ধ্বজ মনোহর।
চারি বাণে অশ্বগণ গেল যমঘর ॥
দুই বাণ এড়িলেন যেন যমদণ্ড।
সারথির মাথা করিলেন খণ্ড খণ্ড ॥
নিরখিয়া দুর্য্যোধন কুপিতঅন্তর।
রথ এড়ি গদা লয়ে ধাইল সত্বর ॥
গদা ফেলি মারিলেক অর্জ্জুনের রথে।
দারুণ প্রহারে রথ লাগিল কাঁপিতে ॥
কোপেতে অর্জ্জুন যেন অনলসমান।
দুর্য্যোধনে প্রহার করেন দশ বাণ ॥
বাণাঘাতে দুর্য্যোধন মহাকম্পমান।
বেগে পলাইয়া যায় লইয়া পরাণ ॥
বাণাঘাতে ব্যথিত হইল দুর্য্যোধন।
রথ লয়ে সারথি যোগায় সেইক্ষণ ॥
রথে চড়ি পলাইয়া যায় দুর্য্যোধন।
দেখি ক্রোধে আগু সরি দ্রোণের নন্দন ॥
ধনঞ্জয় অশ্বত্থামা হয় মহারণ।
বিস্ময় মানিয়া চায় যত যোদ্ধাগণ ॥
সন্ধান পূরিয়া অশ্বত্থামা মারে বাণ।
অৰ্দ্ধ পথে পার্থ করিলেন খানখান ॥
তবে ধনঞ্জয় বীর ক্রোধে হুতাশন।
দ্রৌণির উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
বৃষ্টিধারাবৎ বাণ করেন ক্ষেপণ।
নিমিষেকে নিবারিল দ্রোণের নন্দন ॥
বাণ ব্যর্থ দেখি তবে বীর ধনঞ্জয়।
মহাকোপে পুনশ্চ করেন অস্ত্রময় ॥
বাণাঘাতে অশ্বত্থামা ব্যথিত হইল।
মুর্চ্ছিত হইয়া বীর রথেতে পড়িল ॥
মুর্চ্ছিত দেখিয়া রথ ফিরায় সারথি।
পলাইয়া গেল অশ্বত্থামা যোদ্ধাপতি ॥
তবে দুঃশাসন বীর দেখি বৃকোদরে।
হস্তির উপরে চড়ি চলিল সত্বরে ॥
দুঃশাসনে দেখি কোপে বলে ভীম বীর।
গদাঘাতে আজি তোর লোটাব শরীর ॥
দ্রৌপদীর মানস করিব আজি পূর্ণ।
এত বলি গদা লয়ে ধায় অতিতূর্ণ ॥
হস্তির উপরে গদা করিল ক্ষেপণ।
পৃথিবীতে দন্ত দিয়া পড়িল বারণ ॥
হস্তী যদি পড়িল পলায় দুঃশাসন।
সৈন্যের মধ্যেতে পশি রাখিল জীবন ॥
তবে বৃকোদর বীর ক্রোধে হুতাশন।
গদার প্রহারে মারে রথ রথিগণ ॥

তবে অশ্বত্থামা বীর ধায় শীঘ্রগতি।
যুদ্ধ করিবারে বাঞ্ছা ভীমের সংহতি ॥
অশ্বত্থামা দেখি বীর চাপে নিজ রথে।
ভয়ঙ্কর ধনুক তুলিয়া নিল হাতে ॥
বাণবৃষ্টি করে দোঁহে দোঁহার উপর।
দোঁহাকার বাণে দোঁহে হইল জর্জ্জর ॥
কোপে অশ্বত্থামা বীর পরিঘ লইয়া।
মারিলেক বৃকোদরে ক্রোধিত হইয়া ॥
অচেতন হৈল ভীম পরিঘের ঘায়।
রথের উপরে বীর পড়ি গেল ঠায় ॥
কতক্ষণে চেতন পাইয়া বৃকোদর।
মহাকোপে উঠিলেক কম্পিত অধর ॥
গদা ফেলি মারিলেক রথের উপর।
চূর্ণ হৈল রথখান দেখি লাগে ডর ॥
সেইক্ষণে আর রথ যোগায় সারথি।
তাহাতে চড়িয়া অশ্বত্থামা মহাকৃতী ॥
ভীমের উপরে বীর এড়ে যত বাণ।
কাটি পাড়ে ভীম তাহা করি খানখান ॥
অতিক্রোধে বৃকোদর জ্বলন্ত অনল।
রথ এড়ি গদা লয়ে ধায় মহাবল ॥
রথের উপর মারে দোহাতিয়া বাড়ি।
চূর্ণ হৈল রথখান ধূলি হয়ে উড়ি ॥
লাফ দিয়া অশ্বত্থামা পলাইয়া যায়।
দেখি বৃকোদর বীর পাছে পাছে ধায় ॥
হেনকালে কর্ণ বীর হৈল আগুয়ান।
ভীমের উপরে যোড়ে চোখ চোখ বাণ ॥
বাণাঘাতে বৃকোদর হইল বিবর্ণ।
কর্ণেরে এড়য়ে বাণ পূরিয়া আকর্ণ ॥
যত বাণ এড়ে ভীম কর্ণ ফেলে কাটি।
রথ এড়ি ধায় ভীম মহাক্রোধে ফাটি ॥
গদা হাতে করি ক্রোধে ধায় মহাশূর।
গদা মারি অশ্ব রথ করিলেক চূর ॥
লাফ দিয়া কর্ণ বীর যায় পলাইয়া।
শীঘ্রগতি আর রথে চড়িলেক গিয়া ॥
কর্ণ পলাইয়া গেল দেখি বৃকোদর।
আপনার রথে গিয়া চড়িল সত্বর ॥
বাণবৃষ্টি করে বীর সৈন্যের উপর।
বাণেতে সকল সৈন্য করিল জর্জ্জর ॥
হোতায় সংগ্রাম করি পার্থ ধনুর্দ্ধর।
কোটি কোটি সৈন্য কাটিলেন নিরন্তর ॥
অর্জ্জুনের বাণে স্থির নহে সেনাগণ।
দেখিয়া ব্যাকুল হৈল রাজা দুর্য্যোধন ॥

দ্রোণেরে ডাকিয়া তবে বলিল বচন।
দেখ গুরু সৈন্য সব হইল নিধন॥
সেনাপতি তোমা করিলাম করি আশ।
যুধিষ্ঠিরে ধরি দিবা করিলা আশ্বাস॥
আজিকার যুদ্ধে গুরু না দেখি নিস্তার।
ভীম ধনঞ্জয় করে সকল সংহার॥
আগে যদি সেনাপতি করিতাম কর্ণেরে।
এত দিনে কর্ণ ধরি দিত যুধিষ্ঠিরে॥
মহারথি দেখি করিলাম সেনাপতি।
উপরোধে না যুঝহ বুঝি তব মতি॥
তোমার শিক্ষিত অস্ত্র অর্জ্জুন পাইয়া।
তব অগ্রে মারে সেনা দেখ দাণ্ডাইয়া॥
এতেক শুনিয়া গুরু ক্রোধে হুতাশন।
ডাকিয়া বলিল তবে শুন দুর্য্যোধন॥
পূর্ব্বে ইহা তোমা আমি কহিনু আপনে।
ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ আমি কিবা কায রণে॥
সেনাপতি যোগ্য আমি না হই কখন।
আমার এ সব কার্য্যে নাহি প্রয়োজন॥
এত বলি ডাকিলেন আপন নন্দন।
ক্রোধ করি যায় দ্রোণ উপেক্ষিয়া রণ॥
তবে দুর্য্যোধন কর্ণ শকুনি লইয়া।
আগেহৈতে গুরুপদে পড়িল আসিয়া॥
শকুনি বলিল গুরু কর অবধান।
প্রীতিভাবে দুর্য্যোধন করে অভিমান॥
তুমি যদি উপেক্ষিয়া চলিলা ভবনে।
আজ্ঞা কর রাজা দুর্য্যোধন যাকু বনে॥
তোমা বিনা যুদ্ধ করে নাহি হেন জন।
তোমার আশ্বাসে সদা থাকে দুর্য্যোধন॥
এত শুনি গুরু হাসি হইল সদয়।
দুর্য্যোধন দুঃখ দেখি ব্যথিত হৃদয়॥
দ্রোণ বলে কহিলাম পূর্ব্বেতে তোমারে।
অর্জ্জুন না থাকিলে ধরিব যুধিষ্ঠিরে॥
অর্জ্জুন সম্মুখে যুঝে নাহি হেন বীর।
যার বাণে যোদ্ধাগণ কেহ নহে স্থির॥
এক যুক্তি ভাবিয়াছি শুন দুর্য্যোধন।
তবে সে ধরিতে পারি ধর্ম্মের নন্দন॥
না থাকিবে অর্জ্জুন সময় হেন পায়ে।
তবে ধরি দিতে পারি রাজারে বান্ধিয়া॥
এতেক কহিতে হইল সন্ধ্যার সময়।
কৌরব পাণ্ডব গেল আপন আলয়॥
মহাভারতের কথা অমৃত আখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

### অথ দ্রোণের প্রতি দুর্য্যোধনের খেদোক্তি ও নারায়ণী সেনার যুদ্ধারম্ভ।

শিবিরেতে গেল তবে রাজা দুর্য্যোধন।
অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে বিরস বদন॥
দ্রোণ গুরু অগ্রে কহে করিয়া রোদন।
কিরূপে আমার গুরু হইবে তারণ॥
কি প্রকারে জিনি উপদেশ বল তুমি।
কেবল ভরসা তব করিতেছি আমি॥
দ্রোণ বলে শুন আমি কহি যে বচন।
এবে যুধিষ্ঠিরে ধরি শুন দুর্য্যোধন॥
নারায়ণী সেনা দেখ বড় যুদ্ধে কৃতী।
তাহার সহায় আছে সুশর্ম্মা নৃপতি॥
অর্জ্জুনের সহ তারা করুক সমর।
তবে সে ধরিতে পারি ধর্ম্মের কোঙর॥
এত শুনি আনন্দিত হইল রাজন।
সেইক্ষণে ডাকি আনে সংশপ্তকগণ॥
ত্রিগর্ত্ত রাজাকে আনি বলিল বচন।
আমার বচন শুন সুশর্ম্মা রাজন॥
নারায়ণী সেনামধ্যে হও সেনাপতি।
অর্জ্জুনের সনে যুদ্ধ কর মহামতি॥
সসৈন্য উত্তরদিগে তুমি চলি যাহ।
অর্জ্জুনের সনে গিয়া সমর করহ॥
সুশর্ম্মা বলেন শুন আমার বচন।
আজি অর্জ্জুনেরে আমি করিব নিধন॥
নারায়ণী সেনা দেখ যমের সমান।
পৃথিবীর মাঝে যার অব্যর্থ সন্ধান॥
এ সব লইয়া আমি করি গিয়া রণ।
জানিহ পার্থের তবে নিশ্চয় মরণ॥
এতেক বলিয়া গর্জ্জে যত সেনাগণ।
শুনি দুর্য্যোধন হইল উল্লসিত মন॥
নারায়ণী সেনাতে প্রধান সপ্তরথি।
তার মধ্যে সুশর্ম্মা হইল সেনাপতি॥
আনন্দিত মনে সবে রজনী বঞ্চিল।
প্রভাতে উঠিয়া কুরুক্ষেত্রেতে চলিল॥
অর্জ্জুনের রথে তবে সাজিলেন হরি।
আইল পাণ্ডবগণ কৃষ্ণে আগে করি॥
অর্জ্জুনের প্রতি বলে সংশপ্তকগণ।
আজি ধনঞ্জয় তুমি মোরে দেহ রণ॥
করিব তোমারে আজি অবশ্য সংহার।
এই করিলাম আজি সত্য অঙ্গীকার॥

এতেক শুনিয়া হাসি ইন্দ্রের নন্দন।
সংশপ্তক সহ যান করিবারে রণ॥
রণেতে প্রচণ্ড বড় সংশপ্তকগণ।
অদ্ভুত করয়ে রণ নাহি নিবারণ॥
কর্ণ দুর্য্যোধন দেখি আনন্দিত মন।
হাসিয়া বলিল তবে রবির নন্দন॥
বুঝিতে না পারি কিছু বিধাতার ইচ্ছা।
করিলাম যে প্রতিজ্ঞা সে হইল মিছা॥
অর্জ্জুনে বধিব আমি আছে অঙ্গীকার।
পড়িয়া সংশপ্ত হাতে হইবে সংহার॥
হরষিত হয়ে বড় রাজা ত্বরাত্বরি।
কহিতে লাগিল গিয়া গুরু বরাবরি॥
তোমার ভারতী গুরু মস্তকে ভূষণ।
একান্ত আমার তুমি জানিনু এখন॥
দেখিলাম সংশপ্তকগণের সমর।
সংগ্রামে কেবল তারা যমের দোসর॥
অর্জ্জুন বাহুড়ে রণে না বুঝি এমন।
নিশ্চয় হইবে সে সংশপ্তকে নিধন॥
শত ভাই আমার সহায় কর্ণ রথী।
দ্রোণাচার্য্য অশ্বত্থামা মাতুল সুমতি॥
বেড়িয়া বধিব ভীমে ভয় তার কিসে।
যুধিষ্ঠিরে গিয়া গুরু ধর অনায়াসে॥
দ্রোণ বলে কর আজি সকলে সংগ্রাম।
আজি ঘুচাইব রণে পাণ্ডবের নাম॥
অপূর্ব্ব করিব ব্যূহ অদ্ভুত মানুষে।
ব্যূহ করি সবাকারে করিব নিঃশেষে॥
আজি সে ধরিব আমি ধর্ম্ম নৃপবরে।
আমার প্রতিজ্ঞা এই সভার গোচরে॥
চক্রব্যূহ তবে করে অদ্ভুত মানুষে।
যন্ত্রেতে পূর্ণিত করি অস্ত্র চারি পাশে॥
ব্যূহমুখে জয়দ্রথ রহে সাবধানে।
মহারথীমধ্যে তার করিয়া গণনে॥
বহু রথ রাখে হস্তী অশ্ব সেনাগণ।
ব্যূহমুখে জয়দ্রথ রহে সচেতন॥
তাহার পশ্চাতে রহে দ্রোণ মহাশয়।
দুই পার্শ্বে অশ্বত্থামা সূর্য্যের তনয়॥
স্থানে স্থানে রাখে দ্রোণ মহাবীরগণ।
ব্যূহমধ্যে ভ্রাতৃসহ রাজা দুর্য্যোধন॥
পশ্চাতে রহিল কৃপ শল্য ভগদত্ত।
সবে মহাপরাক্রমী রণে মহামত্ত॥
দেবের অজিত ব্যূহ সৈন্য সমাবেশ।
সাহস না হয় কারো করিতে প্রবেশ॥

দুই দলে মহাযুদ্ধ হয় গালাগালী।
সৈন্যে২ সমর বাধিল রণস্থলী॥
সৈন্যে সৈন্যে মহাযুদ্ধ হৈল আগুয়ান।
গজে গজে মহাযুদ্ধ আর পাছুআন॥
রথে রথে যুদ্ধ হৈল অশ্বে আসোয়ার।
হুড়াহুড়ি রণস্থলে হইল মহামার॥
চক্রব্যূহ করি দ্রোণ করে মহারণ।
নিমিষেকে নিপাতিল যত সৈন্যগণ॥
দ্রোণের বিক্রমে সেনাগণ নহে স্থির।
সম্মুখ হইয়া যুঝে নাহি হেন বীর॥
সংশপ্তকে রহেন অর্জ্জুন মহামতি।
হেতা সেনা বিনাশয়ে দ্রোণ যোদ্ধাপতি॥
একেশ্বর বৃকোদর করি প্রাণপণ।
নিবারণ করে আর যত যোদ্ধাগণ॥
যুধিষ্ঠিরে ধরিবারে যায় দ্রোণ বীর।
নাহিক সম্ভ্রম কিছু নির্ভয় শরীর॥
যুধিষ্ঠির উপরে করিল শরবৃষ্টি।
বাণে অন্ধকার হৈল নাহি চলে দৃষ্টি॥
মুহূর্ত্তেকে যুধিষ্ঠির করিয়া সমর।
সহিতে না পারি বড় হৈলেন ফাফর॥
দশ বাণ এড়ে দ্রোণ রথের উপর।
দুই বাণে কাটি পাড়ে ধ্বজ মনোহর॥
চারি বাণে কাটি পাড়ে সারথির মুণ্ড।
চারি বাণে চারি অশ্ব করিলেক খণ্ড॥
অচল হইল রথ দেখি দ্রোণ বীরে।
ধরিবারে যায় তবে রাজা যুধিষ্ঠিরে॥
দেখিয়া কৌরবগণ হরিষ অন্তর।
ধন্য ধন্য করি দ্রোণে বাখানে বিস্তর॥
আজি ধরা গেল ধর্ম্মরাজ গুরুহাতে।
আজি মোর মনোরথ পূরে ভালমতে॥
রাজার সংকট দেখি ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর।
আগুলিল দ্রোণে আসি নির্ভয়শরীর॥
দ্রোণের উপরে এড়িলেক অস্ত্রগণ।
গগণ ছাইল বাণে দ্রুপদনন্দন॥
অস্ত্রাঘাতে যুধিষ্ঠির হইয়া কম্পিত।
নকুলের রথে গিয়া চড়েন ত্বরিত॥
দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্ন হয় অতি ঘোর রণ।
দ্বারেতে থাকিয়া তাহা দেখয়ে রাজন॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বাণ এড়ে তারা হেন ছোটে।
দ্রোণের ধনুক বীর চারি বাণে কাটে॥
আর দুই বাণ বীর এড়ে আচম্বিতে।
ধনুক কাটিয়া ফেলে দ্রোণের অগ্রেতে॥

আর ধনু লয়ে দ্রোণ গুণ দিয়া টানে।
সেই ধনু ধৃষ্টদ্যুম্ন কাটে এক বাণে ॥
পুনরপি ধৃষ্টদ্যুম্ন এড়ে দশ বাণ।
দ্রোণের কবচ কাটি করে খানখান ॥
আর দশ বাণ বীর এড়িল ত্বরিত।
বাণাঘাতে দ্রোণাচার্য্য হইল মূর্চ্ছিত ॥
দেখিয়া কৌরবগণ বিলাপ করিল।
পাণ্ডবের দলে বড় আনন্দ হইল ॥
তবে কতক্ষণে দ্রোণ পাইয়া চেতন।
লাজে ভরদ্বাজপুত্র মলিন বদন ॥
ক্রোধে এক ধনু লয়ে দিলেক টঙ্কার।
শব্দেতে লাগিল তালি কর্ণে সভাকার ॥
সন্ধান পূরিয়া এড়ে দিব্য অস্ত্রগণ।
নিবারয়ে বাণে বাণ পঞ্চালনন্দন ॥
তবে মহাক্রোধে দ্রোণ হৈল কম্পমান।
একেবারে প্রহারিল তীক্ষ্ণ দশ বাণ ॥
বাণাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন হইল মূর্চ্ছিত।
কবচ ভেদিয়া অঙ্গে বহিছে শোণিত ॥
রথেতে পড়িল বীর হইয়া অজ্ঞান।
রথ লয়ে সারথি হইল পাছুআন ॥
মূর্চ্ছা ত্যজি উঠি বীর দেখে পলায়ন।
সারথিরে নিন্দা করি বলয়ে বচন ॥
সমুখ সংগ্রামে মোর ফিরাইলি রথ।
দ্রোণ কি বলিষ্ঠ আমি নহি কি তেমত ॥
এইক্ষণে দ্রোণে আমি বিনাশিব রণে।
ঝাঁট রথ লহ শুন দ্রোণবিদ্যমানে ॥
শুনিয়া সারথি রথ ফিরাইল বেগে।
অবিলম্বে নিল রথ দ্রোণাচার্য্যআগে ॥
পুন মুখামুখি দোঁহে হইল সমর।
দোঁহাকার বাণ গিয়া ঢাকিল অম্বর ॥
মহাপরাক্রম দ্রোণ নানা অস্ত্র জানে।
ধৃষ্টদ্যুম্ন ধনুক কাটিল দুইবাণে ॥
ধনু যদি কাটা গেল অন্য ধনু লয়।
সেহ ধনু কাটি পাড়ে দ্রোণ মহাশয় ॥
যত ধনু লয় বীর কাটে পুনর্ব্বার।
ক্রোধে শেল হাতে নিল দ্রুপদকুমার ॥
হাঁকারিয়া শেলপাট এড়ে বাহুবলে।
যত দূর যায় শেল তত দূর জ্বলে ॥
শেলপাট দেখি দ্রোণ এড়ে দিব্যবাণ।
পাঁচ বাণে শেলপাট করে দশখান ॥
শেল যদি কাটা গেল দ্রুপদকুমার।
চিন্তিয়া ভাবেন মনে সকলি অসার ॥
লাফ দিয়া ভূমে পড়ে লয়ে অসি ঢাল।
সম্মুখে পড়িয়া তবে বলে ভাল২ ॥
ভাওরি কাটিয়া বীর উঠে দ্রোণরথে।
চারি অশ্ব কাটিলেক অতিশীঘ্র হাতে ॥
সারথি কাটিয়া দ্রোণে কাটিবার যায়।
চমৎকারে সর্ব্বলোক এক দৃষ্টে চায় ॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে গুরু পূরিয়া সন্ধান।
অসি চর্ম্ম কাটি তার করে খান২ ॥
আর দশ বাণ গুরু মারে বায়ুবেগে।
দশ বাণ ধৃষ্টদ্যুম্নহৃদয়েতে লাগে ॥
বাণাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন হইল মূর্চ্ছিত।
ভূমেতে পড়িল বীর নাহিক সম্বিত ॥
ধৃষ্টদ্যুম্নে বিমুখ দেখিয়া সর্ব্বজন।
দ্রোণের উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
তবে মহাক্রোধে দ্রোণ এড়ে দিব্য বাণ
হয় হস্তী পদাতিক করে খানখান ॥
এতেক দেখিয়া তবে রাজা যুধিষ্ঠির।
করিছেন মনে চিন্তা কম্পিত শরীর ॥
চক্রব্যূহ করি দ্রোণ করে মহারণ।
পার্থ বিনা ব্যূহ বিন্ধে নাহি হেন জন
হেনকালে মনেতে পড়িল আচম্বিত।
অভিমন্যু মহাবীরে ডাকেন ত্বরিত ॥
আইলেন অভিমন্যু রাজার আদেশে।
ভূমিষ্ঠ হইয়া বীর রাজারে সম্ভাষে ॥
ধর্ম্ম বলিলেন পুত্র শুনহ বচন।
ব্যূহ ভেদিবারে তুমি জান প্রকরণ ॥
অভিমন্যু বলে রাজা করি নিবেদন।
প্রবেশ জানি যে আমি না জানি নির্গম ॥
যেই কালে আছিলাম জননী জঠরে।
তাহার বৃত্তান্ত কহি তোমার গোচরে ॥
পিতা মম জিজ্ঞাসিল গোবিন্দের স্থান।
ব্যূহ ভেদিবারে মোরে কহ যে বিধান ॥
এত শুনি নারায়ণ ভূমিতে আঁকিয়া।
প্রত্যক্ষে বৃত্তান্ত সব দিলেন কহিয়া ॥
হেনকালে জননী জিজ্ঞাসে সেইক্ষণ।
প্রবেশ জানিলা কহ নির্গম কারণ ॥
এত যদি মাতা জিজ্ঞাসিলেন পিতারে।
নির্গম কারণ নাহি কহিল মায়েরে ॥
নির্গম না জানি আমি জানাই তোমারে।
তবে করি যাহা আজ্ঞা করিবা আমারে ॥
শ্রীধর্ম্ম বলেন পুত্র শুনহ কারণ।
তোমার পশ্চাতে যাব সব যোদ্ধাগণ ॥

ব্যূহ ভেদি মার পুত্র দ্রোণ ধনুর্দ্ধর।
তোমার বিক্রম যত আমাতে গোচর ॥
বাপের সমান পুত্র মহাধনুর্দ্ধর।
তোমার সহিত যাব যত বীরবর ॥
তোমার পশ্চাতে যাব ভীমআদি করি।
সত্বরে আইস পুত্র দ্রোণের সংহারি ॥
গোষ্ঠীর জীবন তুমি নয়নের তারা।
না দেখিলে তোমারে নিমিষে হই হারা ॥
প্রাণ পাঠাইয়া রব সংশয়ের স্থানে।
তোমার পশ্চাতে যাই যত যোদ্ধাগণে ॥
এত বলি শিরে রাজা করেন চুম্বন।
প্রশংসিয়া ঘন২ দেন আলিঙ্গন ॥
কিসের বয়স সবে নব্য কলেবর।
রমণীমোহনরূপ অতিমনোহর ॥
অগুরু চন্দন গায় বায়ু বহে গন্ধ।
ভুবনবিজয়ী বীর নহে নিরানন্দ ॥
মণি মরকতআদি আভরণ গায়।
হেরিতে যুড়ায় আঁখি আপদ পলায় ॥
পীতাম্বর পরিধান হাতে শর ধনু।
সাহসে সিংহের প্রায় দোষহীন তনু ॥
রাজারে কহিল বীর না করিহ ভয়।
করিব সমরে আজি রিপুগণ ক্ষয় ॥
আজি যুদ্ধে বিনাশিব দ্রোণ ধনুর্দ্ধরে।
দ্রোণেরে না মারি আমি না আসিব ঘরে ॥
এই সত্য কথা মম শুন নৃপবর।
ইহাতে আপনি কেন এমন কাতর ॥
এত বলি যুঝিতে চলিল বীরবর।
সারথিরে বলে রথ সাজাহ সত্বর ॥
সুমন্ত্র সারথি বলে করি যোড় কর।
এক নিবেদন মম শুন ধনুর্দ্ধর ॥
অত্যাল্প বয়স তুমি নবীন যৌবন।
দ্রোণসহ তোমার উচিত নহে রণ ॥
যমের সমান হোর দেখ দ্রোণ বীর ॥
যার বাণে যোদ্ধাগণ কেহ নহে স্থির ॥
এতেক শুনিয়া বীর ক্রোধে হুতাশন।
সারথিরে চাহি বলে করিয়া তর্জ্জন ॥
কৃষ্ণের ভাগিনা আমি অর্জ্জুনতনয়।
ত্রিভুবনমধ্যেতে কাহারে মোর ভয় ॥
দ্রোণের সহিত আজি করিব সমর।
একবাণে তাহাকে পাঠাব যমঘর ॥
আজি যদি দ্রোণে মারিবারে আমি পারি।
বড় তুষ্ট হইবেন মাতুল শ্রীহরি ॥

যুধিষ্ঠির রাজার করিব কিছু হিত।
করিব সমর আজি জানাই নিশ্চিত ॥
এইক্ষণে রথ তুমি সাজাও সত্বর।
অবশ্য করিব যুদ্ধ নাহি কিছু ডর ॥
এতেক শুনিয়া তবে সুমন্ত্র সত্বর।
তুলিল বহুল অস্ত্র রথের উপর ॥
জাঠি শেল ঝগড়া যে মুষল মুদ্গার।
শক্তি ভিন্দিপাল তোলে অসংখ্য তোমর ॥
মহাদর্প করি উঠে রথের উপর।
ব্যূহ ভেদিবারে যায় পার্থ বংশধর ॥
ভীমআদি করি তবে মহারথিগণ।
তাহার পশ্চাতে চলে করিবারে রণ ॥
ব্যূহ প্রবেশিল বীর চক্ষুর নিমিষে।
নানা অস্ত্রগণ সৈন্যউপরে বরিষে ॥
প্রলয়ের মেঘ যেন সংহারিতে সৃষ্টি।
ততোধিক অভিমন্যু করে শরবৃষ্টি ॥
ঝাঁকে২ বাণ পড়ে সৈন্যের উপর।
মার২ বলি কাটে অর্জ্জুন কোঙর ॥
এক গোটা বাণ বীর তূণহৈতে আনে।
দশ গোটা বাণ হয় ধনুকের গুণে ॥
গমনে শতেক হয় সহস্র পতনে।
এই মত পুনঃ পুন এড়ে অস্ত্রগণে ॥
পড়িল অনেক সৈন্য রক্তে বহে নদী।
কুরুসৈন্য রক্তে স্নান করে বসুমতী ॥
ভীমআদি করিয়া যতেক বীরগণ।
ব্যূহমুখে গিয়া সভে করে মহারণ ॥
জয়দ্রথ ব্যূহরক্ষা করে প্রাণপণে।
না দেয় দুয়ার ছাড়ি কোন বীরগণে ॥
জয়দ্রথ যুদ্ধ করে অতি ঘোরতর।
সর্ব্ব বীরে বিমুখ করিল একেশ্বর ॥
এতেক শুনিয়া জনমেজয় জিজ্ঞাসিল।
কহ মুনিবর আরো শুনিতে হইল ॥
পাণ্ডবগণেরে জয়দ্রথ করে জয়।
বিস্তারিয়া কহ মুনি খণ্ডুক বিস্ময় ॥
দ্রোণ পর্ব্ব সুধারস অভি মন্যুবধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে ॥

### অথ জয়দ্রথের নিকটে পাণ্ডবেরদের পরাভবের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত।

মুনি বলে পূর্ব্ব কথা শুনহ রাজন।
যুধিষ্ঠির রাজা যবে প্রবেশেন বন ॥

কত দিনে জয়দ্রথ গেল সেই বনে।
দ্রৌপদীরে একা তবে দেখিল ভবনে॥
দেখিয়া দুর্ম্মতি হৈল সিন্ধুর নন্দন।
দ্রৌপদীরে রথে তুলি করিল গমন॥
লইয়া আপন দেশ চলিল দুর্ম্মতি।
হাহাকার শব্দ করি ডাকয়ে পার্ষতী॥
ধৌম্যআদি মুনিগণ আছিল বসিয়া।
শীঘ্রগতি যুধিষ্ঠিরে কহিলেন গিয়া॥
শুনিয়া ধাইল তবে পার্থ বৃকোদর।
দেখিল দ্রৌপদী কান্দে রথের উপর॥
তবে মহাক্রোধে পার্থ বরিষয়ে বাণ।
রথ অশ্ব কাটিলেন করি খানখান॥
তবে ভীম কোপে ধায় ভীমপরাক্রম।
ক্রোধে মুর্ত্তি দেখি যেন যুগান্তের যম॥
শীঘ্রগতি উপাড়িয়া দীর্ঘ তরুবর।
বৃক্ষ হস্ত করি ধায় বীর বৃকোদর॥
মারিয়া বৃক্ষের বাড়ি চূর্ণ করে রথ।
লাফ দিয়া পলাইয়া যায় জয়দ্রথ॥
একলাফে ধরি বীর তাহার চিকুর।
এক চড়ে দন্তপাটী করিলেক চুর॥
ক্ষুরপা বাণেতে তার মাথা মুড়াইল।
বিধিমতে জয়দ্রথে দুর্দশা করিল॥
যুধিষ্ঠিরবাক্যে ছাড়ি দিল বৃকোদর।
দেশেতে না গেল বীর লজ্জায় কাতর॥
অবশেষ আর যত ছিল সেনাগণ।
নিজ দেশে পাঠাইল সিন্ধুর নন্দন॥
আপনি প্রবেশ করি বনের ভিতরে।
দ্বাদশ বৎসর সেবা করিল শঙ্করে॥
বিবিধ প্রকারে করে শিবের সেবন।
দর্শন দিলেন তথা আসি পঞ্চানন॥
শঙ্কর বলেন বর মাগ যাহা হয়।
এত শুনি জয়দ্রথ হয়ে প্রণময়॥
অনেক করিয়া স্তুতি বলয়ে বচন।
অবধান কর প্রভো মম নিবেদন॥
এই বর দেহ মোরে দেব শূলপাণি।
পাণ্ডবগণেরে যেন রণে আমি জিনি॥
শিব বলিলেন শুন সিন্ধুর তনয়।
জিনিবা সভারে কিন্তু বিনা ধনঞ্জয়॥
এত বলি স্বস্থানে গেলেন পঞ্চানন।
জয়দ্রথ নিজদেশে করিল গমন॥
এই হেতু সবাকারে জিনিল সৈন্ধব।
ভীমআদি পরাজিত যতেক পাণ্ডব॥

হাতে ধনু ধরি বীর করে মহারণ।
একা জয়দ্রথ সব করিল বারণ॥
এক রথে জয়দ্রথ সিন্ধুর তনয়।
মহাগর্ব্ব করি বুলে নির্ভয়হৃদয়॥
দশ বাণে ভীমেরে করিল পরাজয়।
আর দশ বাণে বিন্ধে সাত্যকি হৃদয়॥
ধৃষ্টদ্যুম্নে নিবারিল মারি দশ বাণ।
দশবাণে বিরাটেরে করিল অজ্ঞান॥
এইমত জয়দ্রথ করে ঘোর রণ।
ব্যূহ প্রবেশিতে না পারিল যোদ্ধাগণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

## অথ অভিমন্যুর যুদ্ধারম্ভ॥

ব্যূহে প্রবেশিল বলে অভিমন্যু বীর।
ভীমআদি যোদ্ধা সভে হইল অস্থির॥
নাহি দিল জয়দ্রথ প্রবেশিতে পথ।
চিন্তাকুল হইল বড় পড়িল বিপদ॥
ব্যূহ ভেদি গেল পুত্র নিজ বীরপনে।
তাহাতে কহিল শুনি নির্গম না জানে॥
জানিয়া সমূহসৈন্যমাঝে গেল রণে।
সঙ্কটে পড়িল রক্ষা পাইবে কেমনে॥
হোতা না দেখিয়া বীর সৈন্য নিজ পাশ।
জানিল নিশ্চয় বিধি করিল নিরাশ॥
উপায় কি আছে আর অপায়ের সিন্ধু।
পড়িয়াছে পার নাই বিনা বিধি বন্ধু॥
এত বলি করিল সাহস মহাবীর।
বাণ বৃষ্টি করি সৈন্য করিল অস্থির॥
এক রথে অভিমন্যু করে মহামার।
দেখিয়া কৌরবগণে লাগে চমৎকার॥
চৌদিগে বেষ্টিত যত কুরুসৈন্যচয়।
পিঞ্জর মধ্যেতে যেন পোষাপক্ষী রয়॥
না জানে বালক সেই নির্গমের সন্ধি।
মীন যেন পড়িল হইয়া জালে বন্দি॥
তথাপি অভয় ধনু লইলেক হাতে।
শাসিত করিয়া সৈন্য ভ্রমে এক রথে॥
জলদ বরিষে যেন কালে বরিষায়।
ঝাঁকে২ অস্ত্র পড়ে ক্ষমা নাহি তায়॥
মাহুত মাতঙ্গ পড়ে তুরঙ্গে রাহুত।
কোটি২ সৈন্য মারে সংগ্রাম অদ্ভুত॥

অলস না হয় তনু সাহসী বালক।
সৈন্যারণ্য রণে দহে হইয়া পাবক॥
প্রকাণ্ড বিক্রম যত নাহি তার সীমা।
বাখানয়ে বালকের বিবিধ মহিমা॥
একমাত্র ধনুকের গুণে পঞ্চ বাণ।
না পারে সম্মুখে কেহ করিতে সন্ধান॥
কুমারের প্রতাপ দেখিয়া কুরুগণে।
চিন্তাকুল দুর্য্যোধন বিষণ্ণ বদনে॥
হেনকালে উলূক দুঃশাসনের নন্দন।
অভিমন্যু সহ গেল করিবারে রণ॥
আইল সমর হেতু অভিমন্যু সঙ্গ।
ইচ্ছিল পড়িতে যেন পাবকে পতঙ্গ॥
দেখিয়া আর্জ্জুনি কোপে অনল সমান।
গালি দিয়া বলে তুমি বড়ই অজ্ঞান॥
কে দিল কুবন্ধি তোরে হইল ব্রহ্মশাপ।
এই দণ্ডে দেখাইব আমার প্রতাপ॥
ত্যজ আশা কর বাসা শমনের ঘরে।
বিলম্ব নাহিক এই পাঠাই তোমারে॥
এত বলি ইঙ্গিত করিয়া এড়ে বাণ।
তাহার বিক্রমে উলূকের উড়ে প্রাণ॥
এক বাণে ধ্বজ কাটি করে খণ্ড২।
আর দুই বাণে কাটে সারথির মুণ্ড॥
চারি বাণে কাটিল রথের চারি হয়।
দুই বাণে উলূকেরে নিল যমালয়॥
উলূক পড়িল যদি লাগে চমৎকার।
কৌরবের যোদ্ধাগণ করে হাহাকার॥
করি বহু বিলাপ কান্দয়ে দুঃশাসন।
এক যোদ্ধাপতি মোর উলূক নন্দন॥
সর্ব্বশূন্য দেখি আমি তোমার বিহনে।
গৃহে না যাইব আমি যাইব কাননে॥
তবে বৃষসেন বীর কর্ণের নন্দন।
আর্জ্জুনি সহিত গেল করিবারে রণ॥
করিয়া অনেক দর্প বৃষসেন বীর।
এক রথে যায় তবে নির্ভয় শরীর॥
অভিমন্যু সহ তবে করে মহারণ।
দেখি কোপে জ্বলে বীর পার্থের নন্দন॥
কাটিল রথের ধ্বজ মারি দুই বাণ।
চারি বাণে চারি অশ্ব করে খানখান॥
আর দুই বাণ বীর এড়ে আচম্বিতে।
সারথির মাথা কাটি পাড়িল ভূমিতে॥
অর্দ্ধ চন্দ্র বাণ এড়ে অর্জ্জুনতনয়।
এক ঘায়ে বৃষসেন হৈল মৃত প্রায়॥

পুত্র ভঙ্গ দেখি তবে কর্ণ মহাবীর।
ক্রোধেতে পূর্ণিত অঙ্গ হইল অস্থির॥
বহু পরাক্রমে কর্ণ সূর্য্যের নন্দন।
মহাকোপে গেল তবে করিবারে রণ॥
বাছিয়া২ কর্ণ এড়ে অস্ত্রগণ।
বাণ ব্যর্থ করে বীর অর্জ্জুননন্দন॥
তবে কোপে অভিমন্যু এড়ে দশ বাণ।
কর্ণের কবচ কাটি করে খানখান॥
কবচ কাটিয়া বাণ অঙ্গে প্রবেশিল।
মূর্চ্ছিত হইয়া কর্ণ রথেতে পড়িল॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া রথ ফিরায় সারথি।
পলাইয়া গেল তবে কর্ণ যোদ্ধাপতি॥
তবেত লক্ষ্মণ দুর্য্যোধনের নন্দন।
অভিমন্যু সহ গেল করিবারে রণ॥
যেইক্ষণে আগু হৈল ভানুমতীসুত।
অভিমন্যু বীর তারে বলে ক্রোধযুত॥
হিতবাক্য বলি তোরে ভাইরে লক্ষ্মণ।
এমত কুমতি তোরে দিল কোন জন॥
বাপের দুলাল তুই বড় প্রিয়তর।
না করিহ রণ ভাই মোর বাক্য ধর॥
অনেক যতনে লোক রক্ষা করে দেহ।
আপনি মরিলে সঙ্গে না যাইবে কেহ॥
এ সুখ সম্পদ আশা ছাড় কি কারণ।
আমার বচন ধর না করিহ রণ॥
ইষ্ট বন্ধু জননী জনক খুড়া ভাই।
মরিলে সম্বন্ধ আর কার সঙ্গে নাই॥
ভালরূপে দেখ ভাই সবার বদন।
মোর সঙ্গে রণে তোর অবশ্য মরণ॥
ক্ষমা চাহে আমারে যে হইয়া কাতর।
হইলে পরম শত্রু নাহি তার ডর॥
অভয় দিলাম ভাই বলিলাম তোরে।
সম্বরিয়া সমর চলিয়া যাহ ঘরে॥
তোমারে বধিলে কোন সিদ্ধ হবে কায।
বরঞ্চ হবেন রুষ্ট শুনি ধর্ম্মরাজ॥
পড়িলে আমার ঠাঁই আজি রক্ষা নাই।
সাক্ষাতে দেখিলা যত কর্ণের বড়াই॥
পলাইয়া গেল নারি সহিতে সমর।
বাখানে কৌরবগণ যারে নিরন্তর॥
আমি তোরে বলি আজি অখণ্ডিত কথা।
কাটিয়া ফেলিব কর্ণ শকুনির মাথা॥
বান্ধিয়া লইব আজি ধর্ম্মরাজ আগে।
এত বলি রক্তবর্ণ চক্ষু হইল রাগে॥

লক্ষ্মণ বলিল আর না কর বড়াই।
বুঝিব কেমনে এড়াইবা মোর ঠাঁই॥
শুনিয়া কুপিল তবে অর্জ্জুননন্দন।
ধনুকের গুণে বাণ যোড়ে সেইক্ষণ॥
দুই বাণে রথধ্বজ কৈল খণ্ডখণ্ড।
আর দুই বাণে কাটে সারথির মুণ্ড॥
আর বাণ এড়ে বীর কি কহিব কথা।
সকুণ্ডল কাটি পাড়ে লক্ষ্মণের মাথা॥
দেখি দুর্য্যোধন শোকে হৈল অচেতন।
ভূমে গড়াগড়ি দিয়া করয়ে রোদন॥
প্রাণের নন্দন মোর অতিপ্রিয়তর।
হাহাকার করে রাজা হইয়া কাতর॥
ভ্রাতার মরণ দেখি পদ্ম বীর বেগে।
হাতে ধনু করি গেল অভিমন্যুআগে॥
যেই বেগে আগু হইল পদ্ম বীরবর।
দুই বাণে কাটে তারে অর্জ্জুনকোঙর॥
দুর্য্যোধন দেখি পুত্র হইল সংহার।
ভূমিতে পড়িল রাজা করি হাহাকার॥
পুত্র শোকে দুর্য্যোধন হইল কাতর।
বংশ নাশ কৈল মোর অর্জ্জুন কোঙর॥
দুই পুত্র শোকে রাজা শোকাকুল মন।
হাতে গদা ধরি ধায় করিবারে রণ॥
আর্জ্জুনি বলিল আর কার নাহি চাই।
পাণ্ডুবংশ শত্রু দুষ্ট তার লাগ পাই॥
তুমি দুঃখ দিলা পিতাআদি পঞ্চ জনে।
কপটে পাশায় জিনি পাঠাইলা বনে॥
মোরা বনবাসি তব সব অধিকার।
এত অবিচার বিধি কত সবে আর॥
পাছে নাহি পলাইও প্রাণে পেয়ে ভয়।
রহিয়া করহ যুদ্ধ কুরু মহাশয়॥
না করিহ অবজ্ঞা বলিয়া শিশু মোরে।
ফিরিয়া যাইবা সাদ না কর অন্তরে॥
এত বলি বাণ এড়ে পূরিয়া সন্ধান।
হাতের গদায় মারে তীক্ষ্ণ দশ বাণ॥
দশ বাণে গদা কাটি সত্বর ফেলিল।
তীক্ষ্ণ ভল্ল দশ গোটা অঙ্গে প্রহারিল॥
বাণাঘাতে দুর্য্যোধন ব্যথিত অন্তর।
বেগে পলাইয়া যায় ত্যজিয়া সমর॥
অভিমন্যু বলে রাজা না চাহি তোমায়।
পলাইয়া যাও কেন শৃগালের প্রায়॥
ক্ষণেক থাকিয়া যুদ্ধ কর মহাশয়।
আজি তোমা পাঠাইব শমনআলয়॥

এতেক বলিয়া তর্জে অর্জ্জুনতনয়।
পলাইল দুর্য্যোধন ব্যথিত হৃদয়॥
একরথে ভ্রমে বীর অর্জ্জুনকোঙর।
নাহিক সম্ভ্রম কিছু নির্ভয় অন্তর॥
গগণ ছাইয়া বীর করে অস্ত্রবৃষ্টি।
বাণে অন্ধকার হয় নাহি চলে দৃষ্টি॥
অনর্থ সমর্থ বাণ বাণ ব্রহ্মজাল।
কৌশিক কপালী বাণ আর রুদ্রকাল॥
অর্দ্ধচন্দ্র ক্ষুরপ্র তোমর ভল্ল শর।
বারুণ হুতাশ বাণ সমরে দুষ্কর॥
কোনখানে অগ্নি বাণে পোড়ে সেনাগণ।
কোনখানে মহাঝড় বহিছে পবন॥
কোনখানে মেঘগণে নাহি দেখি ভানু।
মুষলের ধারে বৃষ্টি শীতে কাঁপে তনু॥
ঢাকিল রবির তেজ হৈল অন্ধকার।
চারি দিকে অস্ত্র পড়ে না দেখি নিস্তার॥
কুঞ্জর সারথি অশ্ব ফেলে কাটি কার।
ধনু সহ বাম হস্ত কাটে আসোয়ার॥
কাহার কাটিল মুণ্ড কুণ্ডলসহিত।
নাসা শ্রুতি কাটিল দেখিতে বিপরীত॥
বাণবৃষ্টি করে বীর পূরিয়া সন্ধান।
কাহার কাটিয়া পাড়ে পদ দুইখান॥
অস্ত্রাঘাতে কোন বীর করে ছটফটি।
কাটিয়া পাড়িল কার দন্ত দুইপাটি॥
দেখিয়া কৌরবগণ করে হাহাকার।
অভিমন্যু একাকী করিল মহামার॥
এক শত সহোদর রাজা দুর্য্যোধন।
তাহা সভাকার যত আছিল নন্দন॥
একে২ অভিমন্যু করিল সংহার।
দেখি দুর্য্যোধন রাজা করে হাহাকার॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয়।
ধৃতরাষ্ট্রে সব কথা শুনায় সঞ্জয়॥
শুনহ নৃপতি তুমি অনর্থের কথা।
হইল দৈবেতে বাম দারুণ বিধাতা॥
অর্জ্জুনতনয় ষোল বৎসরের শিশু।
সৈন্যমধ্যে সিংহ যেন পায়ে বন্য পশু॥
অন্ত করে সামন্ত অর্দ্ধেক একা আসি।
দ্রোণ কর্ণ রহে চাহি ভয় বড় বাসি॥
অধোমুখ দুর্য্যোধন মানিয়া বিস্ময়।
চিন্তিয়া আকুল বড় চমকিয়া রয়॥
ঊন শত ভাই তারা হারাইল বোধ।
সমরে অশক্ত বড় যেমন অবোধ॥

নদী হইল শোণিতে বহিয়া স্রোত ধায়।
প্রলয়ের কালে সৃষ্টি নাশ হইল প্রায়॥
ধৃতরাষ্ট্র কহে শুন সঞ্জয় সুমতি।
এতেক শুনি যে পড়ে মোর সেনাপতি॥
একা অভিমন্যু করে মোর সেনাক্ষয়।
বড়২ সেনাপতি পায় পরাজয়॥
ষোড়শ বৎসর শিশু পূর্ণ নাহি হয়।
কেহ না পারিল তারে করিতে বিজয়॥
অদ্ভুত শুনিয়া মোর কাঁপিছে হৃদয়।
ধন্য২ মহাবীর অর্জ্জুনতনয়॥
সঞ্জয় বলিল রাজা শুনহ কারণ।
অভিমন্যু সহ যুঝে নাহি হেন জন॥
পর্ব্বত কাটিয়া পাড়ে অভিমন্যুবাণ।
মহাধনুর্দ্ধর বীর বাপের সমান॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে মোর হেন লয় মন।
সভারে মারিয়া যাবে অর্জ্জুননন্দন॥
দ্রোণপর্ব্ব পুণ্য কথা অভিমন্যু বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে॥

## অথ অভিমন্যু বধ।

মুনি বলে অপূর্ব্ব শুনহ জনমেজয়।
করে যে অদ্ভুত যুদ্ধ অর্জ্জুনতনয়॥
রণে পড়ে তিন কোটি বিদ্ধ রথিবর।
ছয় বৃন্দ মদমত্ত পড়িল কুঞ্জর॥
সপ্ত পদ্ম অশ্ব পড়ে রণে আসোয়ার।
পদাতিকসৈন্য পড়ে সংখ্যা নাহি তার॥
শোণিতে সাঁতার নদী বহে ভাসে সেনা।
তরঙ্গে আতঙ্গ হয় রাশি রাশি ফেণা॥
কবন্ধ উঠিয়া কেলি করে তার রসে।
শোণিতসাগর মাঝে সাঁতারিয়া ভাসে॥
ঝনঝনি রণভূমি অস্ত্র অগ্নি বাণে।
প্রাণপণে কৌরবের যুঝে সেনাগণে॥
এড়িল গন্ধর্ব্ব অস্ত্র অর্জ্জুনতনয়।
কৌরবের ঠাট কাটি করিলেন ক্ষয়॥
পড়িল অনেক সেনা লেখাজোখা নাই।
তরঙ্গে ঢালিয়া অঙ্গ ভাসিয়া বেড়াই॥
শোণিত হইল নীর নৌকা করিবর।
রথচয় ভাসে যেন রাজহংস বর॥
অশ্ব সব ভাসি বুলে কচ্ছপের প্রায়।
মীনের সদৃশ নর ভাসিয়া বেড়ায়॥

তৃণের সমান ভাসে ধনু অস্ত্রগণ।
দেখিয়া শোণিত নদী ভীত সর্ব্ব জন॥
এতেক দেখিয়া তবে শকুনিনন্দন।
রথেতে চড়িয়া গেল করিবারে রণ॥
দেখিয়া আর্জ্জুনি ক্রোধে অনল সমান।
ধনুক কাটিয়া তার করে খান২॥
চারি বাণে কাটিল রথের অশ্ব চারি।
আর দুই বাণে তার সারথি সংহারি॥
সারথি পড়িল রথ হইল অচল।
বিস্ময় মানিয়া চাহে কৌরবের দল॥
পুনরপি অভিমন্যু এড়ে দুই বাণ।
শ্রবণ নাসিকা কাটি করে খান২॥
শ্রবণ নাসিকা গেল দেখিতে কুৎসিত।
কাটিয়া পাড়িল মুণ্ড কুণ্ডল সহিত॥
শকুনি দেখিল যুদ্ধে পড়িল নন্দন।
হাহাকার করি বহু করিল রোদন॥
আর্জ্জুনিরে দেখি কাল শমন সমান।
ভয়ে আর কোন বীর নহে আগুয়ান॥
সংগ্রাম করয়ে বীর অর্জ্জুনকোঙর।
কোটিকোটি রথিকে পাঠায় যমঘর॥
সন্ধান পূরিয়া বীর এড়ে দিব্য বাণ।
শোণিতে বহিছে নদী অতি খরসান॥
দেখিয়া ব্যাকুল বড় রাজা দুর্য্যোধন।
দ্রোণে চাহি বলিতে লাগিল সেইক্ষণ॥
কুমারেরে তুষ্ট তুমি বুঝিনু বিধানে।
অতএব যুদ্ধ করে তব বিদ্যমানে॥
বালক হইয়া করে এত অপমান।
তোমাসব মহারথী আছ বিদ্যমান॥
বুঝিলাম জয় নাহি আমার সমরে।
একলা মারিয়া আজি যাইবে সভারে॥
এতেক শুনিয়া দুর্য্যোধনের উত্তর।
ক্রোধমুখে কহে তারে দ্রোণ বীরবর॥
তব কর্ম্ম প্রাণপণে করি অনুক্ষণ।
তথাপিহ হেন ভাষা কহ দুর্য্যোধন॥
অভিমন্যু জিনে হেন নাহি কোন জন।
তার ডরে পলাইলা লইয়া জীবন॥
বাপের সোসর বীর যমের সমান।
বজ্রের সমান যার অব্যর্থ সন্ধান॥
কর্ণ হেন যোদ্ধা যারে নারিল সমরে।
আর কে আছয়ে হেন জিনিবে তাহারে॥
রাজা বলে বৃথা গুরু গঞ্জহ আমারে।
না বলিয়া তোমারে বলিব আর কারে॥

না জানহ জীয়ন্তে হয়েছি আমি মরা।
শোক দুঃখ অনুতাপে বিধি কৈল জরা ॥
সংশয়ে আশ্রয়ি গিরি সেহ নহে সার।
তবে কি উপায় এতে হইবেক আর ॥
বিপক্ষের এক শিশু বধে নানা সেনা।
নিবারিতে নাহিক ইহার এক জনা ॥
এত কাল আশ্বাসে বিশ্বাস যাই যার।
আজি কেন হৈল হীন ভরসা তাহার ॥
নামেতে বিখ্যাত যারা বড়২ বীর।
বিষাদে হইল সব দেখি নতশির ॥
করুণা বিষাদ বাক্য নৃপতির শুনি।
কহিতে লাগিল দ্রোণ শুন কুরুমণি ॥
ন্যায় যুদ্ধে অভিমন্যু জিনিতে যে পারে।
কহিলাম হেন জন নাহিক সংসারে ॥
ভাগিনেয় কৃষ্ণের সে অর্জ্জুনের সুত।
দেখিলা সাক্ষাতে যার সমর অদ্ভুত ॥
ন্যায় যুদ্ধে তাহারে নারিব কদাচন।
কহিনু জানিহ মম স্বরূপ বচন ॥
দুর্য্যোধন বলে শুন আমার বচন।
সপ্ত রথি এক কালে কর গিয়া রণ ॥
এতেক শুনিয়া গুরু বিরস বদন।
এমত অন্যায় নাহি করে কোন জন ॥
কৃপাচার্য্য বলে এত অদ্ভুত কথন।
কিমত প্রকারে ইহা হয় দুর্য্যোধন ॥
এমত অন্যায় যুদ্ধ কভু নাহি করি।
এত বলি কৃপাচার্য্য স্মরিল শ্রীহরি ॥
দুর্য্যোধন বলে যদি ইহা না করিবে।
সভারে মারিয়া আজি আর্জ্জুনি যাইবে ॥
প্রধানের সর্ব্ব দোষ অন্যায়ে কি ভয়।
বধিতে রিপুকে মম এই বিধি হয় ॥
ইহাতে করিলে হেলা বড় হবে দোষ।
বধিয়া বালকে কর আমার সন্তোষ ॥
মজিল সকল সৃষ্টি ব্যাজ নাহি সয়।
সর্ব্বনাশ কৈল শিশু শমন উদয় ॥
মম বাক্যে তোমা সভে কর এই মতি।
এককালে অভিমন্যু বেড় সপ্ত রথি ॥
দুঃশাসন শকুনি রাধেয় মম মামা।
দ্রোণাচার্য্য কৃপাচার্য্য আর অশ্বত্থামা ॥
আমিহ যাইব তোমাসভার পশ্চাৎ।
এইরূপ করি তারে করহ নিপাত ॥
এত শুনি কৃপাচার্য্য নিশ্বাস ছাড়িল।
দুর্নীতি রাজার হাতে বিধি নিয়োজিল ॥

আমাসবাকার ইথে কি করে বিলাপে।
মরিবেক দুর্য্যোধন এই মহাপাপে ॥
অমঙ্গল হৈল তার নাহিক অবধি।
শুকাইল সরোবর স্রোত এড়ে নদী ॥
আহার এড়িল সব পক্ষী যে প্রমাদে।
আকুল হইয়া বড় গ্রামসিংহ কান্দে ॥
অনাচার কর্ম্ম বড় অরণ্যে হইল।
মুহুর্মুহু বসুমতী কাঁপিতে লাগিল ॥
রাজলক্ষ্মী রাজারে ছাড়িল অনুতাপে।
নিকট হইবে নষ্ট এই মহাপাপে ॥
অঙ্গ হৈল বিবর্ণ বদন হৈল কালি।
সামর্থ্যবিহীন অঙ্গ কর্ণে লাগে তালি ॥
দেবমায়া দেখে রাজা হইতে গগণ।
উদয় হইল যেন দ্বাদশ তপন ॥
আচম্বিতে মাথার মুকুট গেল খসি।
অন্ধকার দেখি সদা মনে ভয় বাসি ॥
তথাপি বিষয়মদে না জানি মরণ।
আজ্ঞা দিল বধ ঝাঁট পার্থের নন্দন ॥
সপ্ত রথি রথে চড়ে ভাবিয়া বিষাদ।
ভদ্র নাহি নৃপতির হইল প্রমাদ ॥
বেড়িল বালকে গিয়া সপ্ত মহারথি।
হানাহানি মহাযুদ্ধ হয় অবিরতি ॥
এক কালে সপ্ত রথি করে অস্ত্রময়।
রবি আচ্ছাদিল বাণে অন্ধকার হয় ॥
ভুষণ্ডি তোমর শক্তি বাণ জাঠা জাঠি।
ত্রিশূল পাট্টিশ মহাঅস্ত্র কোটি২ ॥
শূচিমুখ শেলমুখ অর্দ্ধ চন্দ্র বাণ।
বিকট সঙ্কট শক্তি অগ্নির সমান ॥
কপালী কৌশিকী বাণ বাণ ব্রহ্মজাল।
রুদ্রদ্যুতি রিপুচণ্ড অত্যন্ত বিশাল ॥
শ্রাবণের মেঘে যেন বৃষ্টি বার২।
তপন ঢাকিয়া যেন তিমির আকার ॥
এক যোগে সপ্ত রথি অস্ত্র বরষিল।
অমর ভুজঙ্গ নর চকিত হইল ॥
যেন সৃষ্টি মজাইতে ইচ্ছা বিধাতার।
বাণ বৃষ্টি হয় যেন মুষলের ধার ॥
হইল পাবক তুল্য আর্জ্জুনি কুপিয়া।
কৌরব দলের এত অন্যায় দেখিয়া ॥
হাহাকার আকাশে অমরগণ করে।
সপ্ত মহারথি বেড়ে এক বালকেরে ॥
বিধি বিড়ম্বিল দুর্য্যোধন দুরাচারে।
এমত অন্যায় যুদ্ধ সেকারণে করে ॥

কভু হেন বিপরীত না দেখি না শুনি।
মরিবে নিশ্চয় পাপ গরাসিল ফণি ॥
মহাবীর্য্য তনুজ তুলনা নাহি মহী।
সাধু২ শব্দ শুনি নাহি ইহা বহি ॥
অভিমন্যু মহাবীর অবসাদ নাই।
প্রশংসা করিয়া গুণ দেবতায় গাই ॥
বন্ধনে সন্ধান পূরি শিশু এড়ে বাণ।
নিমিষে সকল অস্ত্র করে খানখান ॥
কাটিয়া সবার অস্ত্র অর্জ্জুনতনয়।
দশ২ বাণ বিন্ধে সবার হৃদয় ॥
বাণাঘাতে সপ্ত রথি হতজ্ঞান হয়।
শিশুর শমন বাণ হেন মনে লয় ॥
মূর্চ্ছা দেখি রথির সারথি লয়ে রথ।
পলাইল রথি লয়ে যোজনেক পথ ॥
সপ্ত রথি এইরূপে যুঝে সাতবার।
সবাকারে পরাজিল অর্জ্জুনকুমার ॥
অবসাদ নাহি অস্ত্র এড়ে শিশু কত।
কোটি২ হয় সেনা সমরেতে হত ॥
হয় পড়ে নাহি সীমা কুঞ্জরের দল।
রথে পথ ঢাকিল চলিতে নাহি স্থল ॥
মড়ায় যোড়ায় ক্ষিতি পদাতিক গদা।
রুধিরে হইল হোড় বরিষার কাদা ॥
কতক্ষণে সপ্ত রথি পাইল চেতন।
লজ্জায় সভার যেন হইল মরণ ॥
কার মুখ কেহ নাহি চায় অভিরোষে।
রথ এড়ি মহীতলে মাথা ধরি বৈশে ॥
কি হইল কি হইবে এ কুমার নহে যম।
পলাইল অবসাদে বলে হয়ে কম ॥
চিন্তায় আকুল হয়ে কুল নাহি দেখি।
মজিলাম অবোধ রাজার হাতে ঠেকি ॥
বালকের ক্ষমা নাই আর বাড়ে বল।
পতঙ্গের প্রায় দেখি কুরুসৈন্য দল ॥
নলবন দলে যেন মদমত্ত হাতী।
নিপাতে নিমিষে লক্ষ২ সেনাপতি ॥
দুর্নীতি দেখিয়া তবে দুর্য্যোধন ভূপ।
ছাড়িল জীবন আশা শুকাইল মুখ ॥
অধোমুখ বীরগণ বুক নাহি বান্দে।
নৃপতির চরণ যুগল ধরি কান্দে ॥
কেশরি সমান শিশু মৃগ যেন পায়ে।
সংহারে সকল সৈন্য দেখ কিবা চায়ে ॥
আকুল হইয়া রাজা রথি সপ্ত জনে।
কহিতে লাগিল বড় বিনয় বচনে ॥
দেখ গুরু মহাশয় কর্ণ প্রাণসখা।
বিনাশিল সর্ব্ব সৈন্য অভিমন্যু একা ॥
শুন২ সপ্ত রথি আমার বচন।
পুনরপি অভিমন্যু বেড় সপ্ত জন ॥
সাহসে না হও হীন সতর্ক হইয়া।
মোরে রক্ষা কর এই বালক বধিয়া ॥
জয় করি সমর পুরাহ যদি আশ।
কিনিয়া করিলা তবে মোরে নিজদাস ॥
রাজার বিনয় শুনি বল করে রথি।
পুনরপি যায় রণে সাত সেনাপতি ॥
রথে বৈশে বিক্রমে বাসব তেজ ধরি।
সারথি চালায় রথ শিশু বরাবরি ॥
বালকে বেড়িয়া বাণ বরিষয় তারা।
বৃষ্টি যেন বরিষায় মুষলের ধারা ॥
প্রাণপণে করে রণ প্রাণে ছাড়ি আশা।
সাহসে বান্ধিয়া বুক করিল ভরসা ॥
নিবারণ করি অস্ত্র অভিমন্যু বীর।
বাণ বিন্ধি খণ্ড২ করিল শরীর ॥
ধারায় রুধির ধায় অবিরত গায়।
তথাপি তিলেক ভ্রম নাহি করে তায় ॥
তবে কর্ণ মহাবীর মানিয়া বিস্ময়।
প্রমাদ দেখিয়া ডাকি ছয় জনে কয় ॥
অর্জ্জুন অধিক শিশু মহাপরাক্রম।
অবসাদ বলিয়া তিলেক নাহি ভ্রম ॥
সাবধান হইয়া সবাই কর রণ।
এক কালে করহ সন্ধান সপ্ত জন ॥
কেহ কাট ধনুখানি কেহ কাট গুণ।
কেহ কাট রথ কেহ কাট অস্ত্র তূণ ॥
এই সে উপায় বিনা নাহি দেখি আর।
কাল অগ্নি সম শিশু দেখ চমৎকার ॥
তবে সপ্ত রথি পুন বেড়িল কুমারে।
এক কালে সন্ধান করিল সাত বীরে ॥
তবে কর্ণ মহাবীর কোপে কাঁপে তনু।
অনেক সন্ধানে কাটি ফেলাইল ধনু ॥
আর ধনু নিল বীর চক্ষু পালটিতে।
সেহ ধনু কাটে কর্ণ গুণ নাহি দিতে ॥
যত বার ধরিয়া ধনুক হাতে লয়।
খণ্ড২ করি কাটে সূর্য্যের তনয় ॥
পুনর্ব্বার আর ধনু লয়ে গুণ দিল।
দ্রোণের নন্দন তাহা কাটিয়া পাড়িল ॥
কবচ কাটিয়া দ্রোণ আর কাটে ধনু।
দুঃশাসন কাটে রথ সারথির তনু ॥

কৃপাচার্য্য বাণেতে কাটিল শরাসন।
দুর্য্যোধন কাটে অশ্বে মারি অস্ত্রগণ॥
অস্ত্র ধনু কাটা গেল রথের সারথি।
শূন্য হাত হইল যেন মদমত্ত হাতি॥
খড়্গ লয়ে চর্ম্ম উড়ি রণ করে রথী।
তাহাতে কাটিল সৈন্য রক্ত ধারা বহি॥
বড়২ রথি মারে পর্ব্বতের চূড়া।
খান২ করে রথ হয়ে যায় গুঁড়া॥
শত২ হস্তি মারে পর্ব্বতের কায়।
পদাতি পাইক মারে ধরণী লোটায়॥
ঘোড়া২ বধে ঘোড়া পক্ষিরাজ নামা।
বিষম বালক বড় শমনের সমা॥
তবে কর্ণ আকর্ণ সন্ধানে এড়ে শর।
সেই বাণে চর্ম্ম কাটি ফেলায় সত্বর॥
কাটা চর্ম্ম আচ্ছাদন নাহি তাহা উড়ে।
চতুর্দ্দিগহইতে বাণ গায় আসি পড়ে॥
সুধু অসি লইয়া সমর করে বীর।
আসে পাশে সম্মুখে সৈন্যের কাটে শির॥
বড়২ বীর মারে বড়২ রথি।
নিবারে নিকটে নাহি কাহার শকতি॥
হস্তি মারে হাজার হাতের তড়বড়ি।
অসঙ্খ্য পদাতি পড়ি যায় গড়াগড়ি॥
শিশুর সমর দেখি অগ্নি হইয়া কোপে।
অশ্বত্থামা মহাবীর বাণ যোড়ে চাপে॥
তিন বাণে তাকিয়া কাটিল খাণ্ডাখান।
অস্ত্রশূন্য হইল কিছু না দেখি বিধান॥
চর্ম্ম কাটা গেল অস্ত্র অবশেষ খাঁড়া।
তাহা যদি কাটা গেল ফুরাইল ভাঁড়া॥
কাহার বিরাম নাহি বলবান অরি।
অসঙ্খ্য রাজার সেনা গণিতে না পারি॥
পঙ্গপাল পাতে জাল চারি দিগে ছাকা।
পলাইতে পথ নাহি কি করিবে একা॥
নৃপতি অধর্ম্মী বড় অন্যায় সমর।
করিয়া বালক মারে পাপিষ্ঠ পামর॥
ভাবিয়া অসার করি ভয় হইল মনে।
বিপক্ষের হাতে আর রক্ষা নাহি রণে॥
মুখটিতে মারে সেনা কর পদাঘায়।
যমালয়ে চড়ে কারু চাপড়ে পাঠায়॥
অস্ত্র রথ দুই হীন একেলা কুমার।
চারি দিগহইতে হয় অস্ত্র অবতার॥
অবসাদ পায়ে বীর এড়িল নিশ্বাস।
আজি রক্ষা নাহি আর অবশ্য বিনাশ॥
আচরিয়া অধর্ম্ম অন্যায় কৈল রণ।
কেমনে ইহাতে রক্ষা পাইবে জীবন॥
পিতা রণ করে সেনা নারায়ণী যথা।
তিনি মাত্র না জানেন এতেক বারতা॥
কৃষ্ণ মোর মাতুল অর্জ্জুন মোর বাপ।
মৃত্যুকালে না দেখিনু এই মনস্তাপ॥
আমার বৃত্তান্ত তাত গোবিন্দ মাতুল।
শুনিলে অবশ্য হইতেন অনুকূল॥
এতেক চিন্তিয়া শিশু হইল নিরাশ।
উৎপাত অনল যেন এড়িল নিশ্বাস॥
হাতে করি লইল রথের চক্রদণ্ড।
যম চক্র সম সেই বড়ই প্রচণ্ড॥
হেন চক্রদণ্ড বীর হাতে করি লৈয়া।
সর্ব্ব সৈন্যগণে বীর মারে খেদাড়িয়া॥
চূর্ণ করে তবে হস্তি হাজারে হাজার।
তুরঙ্গ মারিল কত সংখ্যা নাহি তার॥
সহস্র২ বীরে বধিল বালক।
নিবাইতে নাহি শক্তি জ্বলন্ত পাবক॥
তবে কর্ণ পাঁচ বাণ পূরিয়া সন্ধান।
চক্রদণ্ড কাটিয়া করিল খান২॥
চক্রদণ্ড গেল যদি চক্র নিল হাতে।
দানবের যুদ্ধ যেন সহ জগন্নাথে॥
তাহাতে অনেক সৈন্য শোয়াইল ক্ষিতি।
লেখাজোখা নাহিক মরিল ঘোড়া হাতি॥
চক্রহস্ত বিষ্ণু যেন অতি জ্যোতির্ম্ময়।
তাহার সমান শোভা অভিমন্যু হয়॥
তবে কর্ণ মহাবীর ধরিয়া ধনুক।
তিন বাণ প্রহারিল যেন হুতভুক॥
অভিমন্যু করে রণ রথচক্র হাতে।
রথচক্র কাটে কর্ণ তিন বাণাঘাতে॥
শূন্যহস্ত ব্যস্ত শিশু তাহে রথহীন।
ভরসায় তবে যুঝে সংগ্রামে গহীন॥
পদাঘাত করাঘাত প্রহারয়ে যারে।
সেইক্ষণে তাহারে পাঠায় যমঘরে॥
মদমত্ত হস্তী যেন মহাভয়ঙ্কর।
মুষ্ট্যাঘাতে রথ রথী বিনাশে কুঞ্জর॥
হয় পড়ে নাহি হয় পরিমাণ যূথে।
বড়২ রথী পড়ে অযুতে অযুতে॥
চারি দিগে বীরগণ বরিষয়ে বাণ।
বাণে অঙ্গ হৈল যেন সজারু সমান॥
রক্তে তনু তোলবোল মুকল শরীর।
পড়িয়া ধরণি ধারা বহিছে রুধির॥

অস্ত্রাঘাতে অভিমন্যু হৈল অচেতন।
পুনঃ সপ্ত রথি করে অস্ত্র বরিষণ॥
হেনকালে আইল দুঃশাসনের নন্দন।
গদা হাতে করি ধায় মহাক্রুদ্ধ মন॥
অরুণ জিনিয়া রক্ত ঘূর্ণিত নয়ন।
দৈবে যাহা করে তাহা কে করে খণ্ডন॥
আর্জ্জুনিউপরে করে গদার প্রহার।
দেখিয়া অমরগণ করে হাহাকার॥
এমত অন্যায় করে দুষ্ট দুর্য্যোধন।
এই পাপে হইবেক সবংশে নিধন॥
গদার প্রহারে বীর পায় বড় মোহ।
অভিমানে নয়ন যুগলে বহে লোহ॥
না দেখিল জনকে মাতুল কৃষ্ণরূপে।
মৃত্যুকালে সেই নাম মনে২ জপে॥
সম্মুখ সমরে বীর ছাড়িল জীবন।
চন্দ্রলোকে গমন করিল সেইক্ষণ॥
রোদন করয়ে পাণ্ডবের সেনাগণ।
শোকাকুল হইলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
দুর্য্যোধন হইলেক আনন্দিত মন।
খমক টমক বাজাইল শত জন॥
দামামা দগড় বাজে শত শত বাঁশী।
বরঙ্গ মোহরি বাজে শত শত কাঁসি॥
শত শত জয়ঢাক বাজে জয়ঢোল।
পৃথিবী যুড়িয়া যেন হৈল গণ্ডগোল॥
বাজে শঙ্খ দুন্দুভি সুমধুর বীণা।
ভেউরি ঝাঁঝরি বাজে নাহিক গণনা॥
কুরুসৈন্যে হৈল মহাবাদ্য কোলাহল।
ক্রন্দন করয়ে যত পাণ্ডবের দল॥
যুধিষ্ঠির রাজা হইলেন অচেতন।
রোদন করয়ে ভীমআদি যোদ্ধাগণ॥
হেনকালে অস্তগত হৈল দিবাকর।
কৌরব পাণ্ডব গেল যে যাহার ঘর॥
দ্রোণ পর্ব্ব সুধারস অভিমন্যু বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে॥

## অথ অভিমন্যুর জন্ম কথা।

মুনি বলে শুন পরিক্ষীতের নন্দন।
শিবিরে গেলেন রাজা শোকাকুল মন॥
বিলাপ করেন ধর্ম্ম কুন্তীর নন্দন।
ভূমিতে বসিয়া সবে ত্যজিয়া আসন॥
হেনকালে আসি সত্যবতীর নন্দন।
দেখেন ধর্ম্মের পুত্র শোকাকুল মন॥
ব্যাসে দেখি সর্ব্ব জন বসিল উঠিয়া।
ধর্ম্মে জিজ্ঞাসেন ব্যাস আশীর্ব্বাদ দিয়া॥
কি কারণে শোক কর ধর্ম্মের নন্দন।
ইহার বৃত্তান্ত বল আমারে এখন॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের তনয়।
কান্দিয়া বলেন শুন ব্যাস মহাশয়॥
মহালোভে নষ্টমতি আমি কুলাধম।
পৃথিবীতে পামর নাহিক আমা সম॥
রাজ্যলোভে কার্য্য বাধ ধর্ম্মপথে রোধ।
নহে কি উচিত জ্ঞাতি সহিত বিরোধ॥
রাজ্যলোভে করিলাম বড় অপকর্ম্ম।
বুঝিলাম আচার সে বিচারে অধর্ম্ম॥
পাঠাই বালকে শত্রুসমূহের মাঝে।
কহিতে ফাটয়ে বুক হেট হই লাজে॥
কহিল আমারে শিশু করিয়া সংভ্রম।
বূহপ্রবেশিতে পারি না জানি নির্গম॥
কহিল এ কথা পুত্র মোরে বারেবারে।
তথাপিহ যত্ন করি পাঠাইলাম তারে॥
সমরে অর্দ্ধেক সৈন্য বধিয়াছে সুত।
করিল প্রলয় যুদ্ধ দেখিতে অদ্ভুত॥
অন্যায় করিয়া কুরু শিশু বধ করে।
দ্রোণআদি সপ্ত রথি বেড়ি তারে মারে॥
অন্যায় সমরে মরে অভিমন্যু বীর।
নিবারিতে শোক আমি হয়েছি অস্থির॥
এত বলি কান্দিলেন রাজা যুধিষ্ঠির।
অভিমন্যু মহাশোকে হইয়া অস্থির॥
ব্যাস বলিলেন শোক ত্যজহ রাজন।
খণ্ডাইতে নারে কেহ দৈব নির্ব্বন্ধন॥
মন স্থির করি শুন আমার বচন।
আর্জ্জুনির পূর্ব্ব কথা করহ শ্রবণ॥
মুনিশাপে চন্দ্র জন্মে সুভদ্রাউদরে।
তাহার বৃত্তান্ত কহি তোমার গোচরে॥
চন্দ্রলোকে গেল গর্গ মহাতপোধন।
সঙ্গেতে আছিল তাঁর বহু শিষ্যগণ॥
চন্দ্রের নিকটে সভে উত্তরিল গিয়া।
সেই স্থানে মুনিগণ রহে দাণ্ডাইয়া॥
রোহিণী সহিত চন্দ্র ক্রীড়ায় আছিল।
হেনকালে গর্গ মুনি তথাকারে গেল॥
মদনে মোহিত হয়ে ক্রীড়ায় আছিল।
গর্গ মুনি দেখি চন্দ্র পূজা না করিল॥

এতেক দেখিয়া মুনি কুপিত হইয়া।
চন্দ্রপ্রতি সেইক্ষণে বলিল ডাকিয়া॥
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে না দেখ নয়নে।
কিকারণে অমান্য করিলি মুনিগণে॥
ব্রাহ্মণ হেলন কর মত্ত দুরাচার।
আজি আমি করিব ইহার প্রতিকার॥
মনুষ্য লোকেতে গিয়া জন্মহ সত্বর।
ক্রোধে শাপ দিল তারে গর্গ মুনিবর॥
শুনিয়া মুনির শাপ রজনির পতি।
অশেষ বিশেষে করে মুনিবরে স্তুতি॥
অজ্ঞানে ছিলাম আমি শুন মুনিবর।
যাইতে মনুষ্য লোকে বড় লাগে ডর॥
কৃপায় শাপান্ত মুনি আজ্ঞা কর মোরে।
কত দিনে মুক্ত হয়ে আসি হেতাকারে॥
তুষ্ট হয়ে বলে তবে গর্গ মুনিবর।
তোমার শাপান্ত এই শুন শশধর॥
অর্জ্জুনের পুত্র হবা সুভদ্রাউদরে।
করিয়া বীরের কর্ম্ম পড়িবা সমরে॥
সম্মুখ সংগ্রামে পড়ি ত্যজিবা জীবন।
ষোড়শ বৎসরঅন্তে পুনরাগমন॥
এই হেতু চন্দ্রজন্ম সুভদ্রাউদরে।
অভিমন্যু জন্ম কথা জানাই তোমারে॥
পূর্ব্বেতে হয়েছে এইরূপেতে নির্ণয়।
অতএব শোক না করিহ মহাশয়॥
পুনশ্চ বলেন রাজা শুন মুনিবর।
কেমনে কহিব ইহা পার্থের গোচর॥
কি বলিয়া প্রবোধিব ভাই ধনঞ্জয়।
শুনিয়া কি বলিবেন কৃষ্ণ মহাশয়॥
কি বলিয়া প্রবোধিব সুভদ্রার মন।
বিরাট কন্যার দশা হইবে কেমন॥
রাজ্যআশে হারাই হাতের রত্ননিধি।
না পারি ধরিতে বুক বিড়ম্বিল বিধি॥
এতেক বলিয়া রাজা করেন রোদন।
ব্যাসের প্রবোধে স্থির তবু নহে মন॥
ব্যাস কন শোক না করিহ নৃপবর।
অমর না হয় কেহ সংসারভিতর॥
অকালে না মরে কেহ জানিহ রাজন।
কাল প্রাপ্ত হইলে না রহে কদাচন॥
অর্জ্জুনের সহিত আপনি নারায়ণ।
অর্জ্জুনের শোক করিবেন নিবারণ॥
এতেক শুনিয়া রাজা ত্যজেন রোদন।
নিরুৎসাহে বসিল যতেক যোদ্ধাগণ॥

যুধিষ্ঠির প্রবোধিয়া ব্যাস তপোধন।
করিলেন আপনার স্থানেতে গমন॥
দ্রোণপর্ব্ব পুণ্যকথা রচিলেন ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস॥

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
সমরেতে অভিমন্যু হইল নিধন॥
সংশপ্তকে থাকিয়া করেন পার্থ রণ।
উৎপাত অনেক দেখি করেন চিন্তন॥
করুণ ডাকিয়া কাক ধ্বজে আসি পড়ে।
শক্তিহীন সমরে গাণ্ডীবগুণ ছিঁড়ে॥
বামচক্ষু স্পন্দে মম ঘন বাম কর।
উড়ু২ করে প্রাণ রণে নাহি ভর॥
গাণ্ডীব ধরিতে নারি শর লাগে গুরু।
ঘন২ কর পদ কাঁপে বক্ষ ঊরু॥
কৃষ্ণে চাহি বলিতে লাগিলেন তখন।
অবধানে শুন কৃষ্ণ আমার বচন॥
আজি কেন মম মন করে উচ্চাটন।
অবশ্য কারণ আছে দেব নারায়ণ॥
নাহি জানি কি করেন রাজা যুধিষ্ঠির।
হাহাকার করে শুন সর্ব্ব মহাবীর॥
হাহা অভিমন্যু বলি কান্দে যোদ্ধাগণ।
সমরে হইল বুঝি তাহার নিধন॥
প্রাণ স্থির নহে মম জানাই তোমারে।
না জানি কি হইল আজি সমর ভিতরে॥
কুরুসৈন্য কোলাহল জয় শব্দ শুনি।
বাজিছে বিবিধ বাদ্য জয়২ ধ্বনি॥
রথ চালাইয়া দেহ অতিশীঘ্রতর।
রাজারে দেখিলে সুস্থ হইবে অন্তর॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সখে না চিন্ত অরিষ্ট।
যোদ্ধামধ্যে অভিমন্যু সভাকার শ্রেষ্ঠ॥
বালক বলিয়া শত্রু না বধিবে রণে।
দ্রোণআদি করিয়া যাবত বীরগণে॥
তবে যদি অভিমন্যু বধে দুর্য্যোধন।
তার সম পাপী তবে নহে অন্য জন॥
অন্তর্যামি নারায়ণ জানেন সকলি।
পড়িয়াছে অভিমন্যু সমরের স্থলী॥
এতেক বলিয়া কৃষ্ণ প্রবোধি অর্জ্জুনে।
রথ চালাইয়া দেন পবন গমনে॥
শিবির নিকটে উত্তরিয়া ধনঞ্জয়।
বিপরীত দেখিলেন অমঙ্গলময়॥
অন্ধকার করি সভে বৈসেছে সভায়।
শোকাকুল সর্ব্বজন দেখিয়া তথায়॥

অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ দেখি বিপরীত।
মোরে দেখি লোক কেন হয় অতিভীত॥
আজি যোদ্ধাগণ কেন শোকাকুল মন।
ভূমিতে বৈসেছে সভে ত্যজিয়া আসন॥
এ সব দেখিয়া মম স্থির নহে প্রাণ।
কিসের কারণে কৃষ্ণ বলহ বিধান॥
এতেক বলিতে গিয়া শিবিরভিতর।
রোদন করেন দেখিলেন নৃপবর॥
অধোমুখ করি বসিয়াছে যোদ্ধাগণ।
একে২ পার্থ করিলেন নিরীক্ষণ॥
অভিমন্যু নাহি দেখি উচ্চাটন মন।
জিজ্ঞাসেন ভীমেরে ডাকিয়া সেইক্ষণ॥
কোথা গেল অভিমন্যু কহ বৃকোদর।
তারে না দেখিয়া মম বিদরে অন্তর॥
এতেক শুনিয়া ভীম উত্তর না দিল।
অধোমুখ হয়ে বীর নিঃশব্দে রহিল॥
উত্তর না পেয়ে পার্থ শোকেতে আকুল।
লোচনের জলে ভিজে অঙ্গের দুকুল॥
যারে চাহে তারে দেখে অশ্রুপূর্ণ আঁখি
অজ্ঞান অর্জ্জুন অভিমন্যুরে না দেখি॥
নকুল আকুল আর সহদেব শোকে।
অশ্রুধারা বহে ধরা বসি অধোমুখে॥
রোদন করিয়া ভীম কহিল তখন।
কেমনে কহিব অভিমন্যুর মরণ॥
করিয়া অন্যায় যুদ্ধ দুষ্ট দুর্য্যোধন।
সপ্ত রথি বেড়ি পুত্রে করিল নিধন॥
ব্যূহ দ্বার রুদ্ধ কৈল সিন্ধুর নন্দন।
ব্যূহ প্রবেশিতে না পারিল কোন জন॥
এতেক শুনিয়া ধনঞ্জয় মহাবীর।
হইলেন অভিমন্যু শোকেতে অস্থির॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
পাঁচালি প্রবন্ধে কাশীদাস রচে গান॥

### অথ অভিমন্যু শোকে অর্জ্জুনের বিলাপ।

#### লঘু ত্রিপদী।

পার্থ মহাবীর হইয়া অস্থির
তনয়নিধন শুনি।
হাহা পুত্রবর এক ধনুর্দ্ধর
বীরগণ চূড়ামণি॥
তোমা বিনা মোর ঘর হৈল ঘোর
কি করিব রাজ্যধনে।
আমারে ছাড়িয়া গেলে পলাইয়া
দাগা দিয়া মোর প্রাণে॥
পুত্র মহাবীর কন্দর্প-শরীর
চন্দ্রমুখ পরকাশ।
কটাক্ষ লাবণ্য সভে বলে ধন্য
অমৃত সমান ভাষ॥
কহ নারায়ণ স্থির নহে মন
করিব কোন উপায়।
বিনা অভিমন্যু না রাখিব তনু
দহিছে আমার কায়॥
বলে ধনঞ্জয় বিদরে হৃদয়
বিনা পুত্র অভিমন্যু।
হেন পুত্র বিনা রহিব কেমনে
না রাখিব এই তনু॥
অর্জ্জুনের বাণী শুনি চক্রপাণি
বহুত বিলাপ কৈলা।
মধুর বচনে কহিয়া অর্জ্জুনে
কৃষ্ণ ধরি শান্তাইলা॥
ভারত চরিত ব্যাস বিরচিত
শ্রবণে কলুষ নাশ।
ভারত সঙ্গীত শ্রবণে ললিত
বিরচিল কাশীদাস॥

### অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ ও ব্যাসের সান্ত্বনা ও জয়দ্রথবধে অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা।

#### পয়ার।

অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ করি নিবেদন।
অভিমন্যু বিনা আর না রহে জীবন॥
অভিমন্যু সম নাহি দেখি ত্রিভুবনে।
কন্দর্প সমান বীর পূর্ণ রূপে গুণে॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সখে শুনহ বচন।
স্বর্গে গেল যেই তার না করি শোচন॥
বীরধর্ম্ম করিলেক অদ্ভুত ভুবনে।
লক্ষ লক্ষ যোদ্ধাগণে বিনাশিল রণে॥
সম্মুখ সংগ্রাম করি গেল স্বর্গলোক।
বড় কার্য্য কৈল তার পরিহর শোক॥

অনিত্য সংসার দেখ নিত্য কিছু নয়।
কহিনু স্বরূপ এই জানিহ নিশ্চয়॥
যতেক দেখহ সব পুত্র পরিবার।
কেহ কার নহে শুন কুন্তীর কুমার॥
এক কথা কহি তাহা শুন সাবধানে।
দেখিতেছ বৃক্ষোপরে থাকে পক্ষিগণে॥
নিশাকালে থাকে সব বৃক্ষের উপর।
প্রভাতে উঠিয়া যায় দিগদিগন্তর॥
তত্তুল্য সংসার এই দেখ ধনঞ্জয়।
কুহকের প্রায় যেন কিছু সত্য নয়॥
এই মত সান্ত্বনা করেন নারায়ণ।
হেনকালে আইলেন ব্যাস তপোধন॥
বসিবারে আসন দিলেন সেইক্ষণ।
উঠিয়া প্রণাম করিলেন সর্ব্বজন॥
পার্থ বলিলেন মুনি কর অবধান।
অভিমন্যু পুত্র বিনা স্থির নহে প্রাণ॥
ব্যাস বলিলেন ইহা শুন সর্ব্বজন।
জীবন অসার সার কেবল মরণ॥
সৃজন করিল প্রভু এ তিন ভুবন।
পরিপূর্ণ হৈল প্রাণী না হয় পতন॥
পৃথিবী না সহে ভার টলমল করে।
এত দেখি নারায়ণ চিন্তিয়া অন্তরে॥
নিশ্বাস ছাড়েন প্রভু ছাড়িহুহুঙ্কার।
নাসাপথে কন্যা এক হৈল অবতার॥
প্রভুর নিকটে কন্যা দাণ্ডাইয়া কয়।
কি কার্য্য করিব আজ্ঞা কর মহাশয়॥
প্রভু বলিলেন তুমি মৃত্যুরূপা হও।
চতুর্দ্দশ পুরে গিয়া ভ্রমিয়া বেড়াও॥
মৃত্যুরূপে প্রাণিরে সংহার কাল পায়ে।
প্রভুর আদেশে কন্যা হরষিতা হয়ে॥
কালপ্রাপ্ত জনেরে সে মৃত্যুরূপে হরে।
অনিত্য সংসার এই জানাই তোমারে॥
অভিমন্যু হেতু সভে শোক কর কেনে।
কেবল প্রভুর নাম চিন্ত একমনে॥
এত বলি ব্যাসদেব করেন গমন।
সভে মেলি করে তাঁর চরণ বন্দন॥
তারপর বাসুদেব কমল লোচন।
যুধিষ্ঠির রাজা চাহি বলেন বচন॥
কহ শুনি অভিমন্যুযুদ্ধের কথন।
কিরূপে কৌরব সহ করিলেক রণ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন বিবরণ।
চক্রব্যূহ করি দ্রোণ করে মহারণ॥
ব্যূহ ভেদি যুদ্ধ করে নাহি হেন জন।
অভিমন্যু প্রতি কহিলাম সে কারণ॥
এতেক শুনিয়া পুত্র কহিল তখন।
ব্যূহ প্রবেশিতে জানি না জানি নির্গম॥
তথাপি পাঠাইলাম না করি বিচার।
প্রবেশিল ব্যূহে শিশু করি মহামার॥
তার পাছু যাই সভে হেন করি মনে।
ব্যূহদ্বার রুদ্ধ করে সিন্ধুর নন্দনে॥
জয়দ্রথে জিনিতে নারিল কোন জন।
সে কারণে মরিলেক অর্জ্জুননন্দন॥
কুরুবল বিনাশিল অভিমন্যু রথী।
তবে তারে বেড়িলেক সপ্ত সেনাপতি॥
এমত অন্যায় করে দুষ্ট দুর্য্যোধন।
সমরেতে বিনাশিল আমার নন্দন॥
এত শুনি কৃষ্ণ বড় ক্রোধে হুতাশন।
এমত অন্যায় যুদ্ধ করে দুষ্ট জন॥
জয়দ্রথহেতু মরে অভিমন্যু বীর।
শুনি ধনঞ্জয় ক্রোধে হইলেন অস্থির॥
মহাক্রোধে বলিলেন ইন্দ্রের নন্দন।
আমি যাহা বলি তাহা শুন সর্ব্ব জন॥
জয়দ্রথহেতু মরে অভিমন্যু বীর।
এক বাণে নিপাতিব তাহার শরীর॥
কালি যদি জয়দ্রথে নাহি মারি রণে।
পিতৃ পিতামহ গতি না পায় কখনে॥
গোবধেতে ব্রহ্মবধে যত পাপ হয়।
সে সকল মম হয় কহিনু নিশ্চয়॥
বিনা জয়দ্রথবধে সূর্য্য অস্ত হয়।
করিব শরীর ত্যাগ জানিহ নিশ্চয়॥
জয়দ্রথ না মারিয়া না আসিব ঘর।
আমার প্রতিজ্ঞা এই সভার ভিতর॥
এত শুনি যোদ্ধাগণ হরিষ অন্তর।
মহানাদে গর্জ্জিয়া উঠিল বৃকোদর॥
পাঞ্চজন্য আপনি বাজান নারায়ণ।
মহানাদে বাজিতে লাগিল বাদ্যগণ॥
বড় বড় শঙ্খ বাজে নাহি লেখাজোখা।
দামামা দগড় বাজে তার নাহি সংখ্যা॥
শত শত জয়ঢাক বাজে জয়ঢোল।
সুমধুর বীণা বাজে বরঙ্গের রোল॥
কোটি কোটি ডমফ বাজে মৃদঙ্গ বিশাল।
ভেঁউরি ঝাঁঝরি বাজে মুহুরী কাহাল॥
নানাজাতি বাদ্য বাজে কত লব নাম।
সুমধুর বীণা বাজে অতিঅনুপম॥

মহাকোলাহল শব্দে হইল গর্জ্জন।
শুনিয়া হইল ত্রস্ত কুরুসেনাগণ॥
দূতমুখে শুনি তবে সিন্ধুর নন্দন।
শরীরে হইল কম্প নহে নিবারণ॥
শীঘ্রগতি গিয়া কহে যথা দুর্য্যোধন।
প্রতিজ্ঞা করিল পার্থ আমার কারণ॥
কালি রণে মোরে পার্থ করিবেক ক্ষয়।
প্রতিজ্ঞা করিল এই শুন মহাশয়॥
যদি পার্থ কালি মোরে বধিবারে নারে।
আপনি মরিবে সে পুড়িয়া বৈশ্বানরে॥
এই মত প্রতিজ্ঞা করিল পুনঃ পুন।
কালি সত্য যুদ্ধে মোরে মারিবে অর্জ্জুন॥
ইহার উপায় কিছু না দেখি যে আমি।
নিজ দেশে যাই আমি আজ্ঞা কর তুমি॥
এত শুনি হরষিত হৈল দুর্য্যোধন।
জয়দ্রথে বলে শুন আমার বচন॥
কি শক্তি অর্জ্জুন তোমা করিবে সংহার।
তোমারে রাখিবে যোদ্ধা যতেক আমার॥
এত বলি দুর্য্যোধন জয়দ্রথে লৈয়া।
যথা দ্রোণ গুরু গৃহে উত্তরিল গিয়া॥
প্রণাম করিয়া তবে বলে দুর্য্যোধন।
অবধান কর গুরু এক নিবেদন॥
প্রতিজ্ঞা করিল পার্থ কুন্তীর নন্দন।
কালি যুদ্ধে জয়দ্রথে করিবে নিধন॥
জয়দ্রথবধ বিনা সূর্য্য অস্ত হয়।
অগ্নিতে শরীর ত্যাগ করিবে নিশ্চয়॥
এত শুনি জয়দ্রথ মহাভয় পাইয়া।
আমারে কহিল আমি যাই পলাইয়া॥
সাক্ষাতে দেখহ ভয়ে কাঁপিছে শরীর।
তুমি ভয় ভাঙ্গিলে সে হয়ত সুস্থির॥
কালি যদি ধনঞ্জয় মারিতে না পারে।
অবশ্য মরিবে পার্থ কহি যে তোমারে॥
এত শুনি দ্রোণ জয়দ্রথে আশ্বাসিল।
নাহিক তোমার ভয় বলিতে লাগিল॥
কর্ণ আদি করিয়া যতেক যোদ্ধাগণ।
তোমারে রাখিবে সভে করিয়া যতন॥
কালি আমি এক ব্যূহ করিব রচন।
যাহা লঙ্ঘিবারে নাহি পারে দেবগণ॥
ব্যূহমধ্যে তোমারে রাখিব লুকাইয়া।
দুর্য্যোধন আগু সভে থাকিব বেড়িয়া॥
কর্ণ বলে জয়দ্রথ না করিহ ভয়।
অবশ্য মরিবে কালি বীর ধনঞ্জয়॥
হেন বুঝি অনুকূল হইলেক ধাতা।
সে কারণে অর্জ্জুন কহিল হেন কথা॥
কালি যদি ধনঞ্জয় মরিবে নিশ্চয়।
জানিহ স্বরূপ তবে হইবে বিজয়॥
এত শুনি জয়দ্রথ ত্যজিলেক ভয়।
অবশ্য হইবে কালি অর্জ্জুনের ক্ষয়॥
হরষিত দুর্য্যোধন জয়দ্রথে লৈয়া।
আপনার গৃহে গেল আনন্দিত হৈয়া॥
কৃপাচার্য্য বলে তবে দ্রোণাচার্য্য প্রতি।
এক কথা কহি আমি কর অবগতি॥
নিশ্চয় জানিল এই রাজা দুর্য্যোধন।
অবশ্য হইবে কালি পার্থের নিধন॥
ত্রিদশের নাথ কৃষ্ণ যাহার সহায়।
হেন জন নাহি পায় কদাচ অপায়॥
অবশ্য হইবে জয়দ্রথের নিধন।
কহিলাম জান মম স্বরূপ বচন॥
এত শুনি দ্রোণাচার্য্য হরষিত মন।
যতেক কহিলা তুমি বেদের বচন॥
দ্রোণ পর্ব্ব সুধারস অপূর্ব্ব কথন।
আয়ু যশ পুণ্য বাড়ে শুনে যেই জন॥
ব্যাস বিরচিত পূর্ব্বে অপূর্ব্ব ভারত।
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালির মত॥

### অথ জয়দ্রথ বধের বৃত্তান্ত।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
জয়দ্রথবধ কথা অপূর্ব্ব কথন॥
অর্দ্ধগত নিশা নিদ্রাগত বীরগণ।
অতিচিন্তান্বিত কৃষ্ণ অর্জ্জুনকারণ॥
অর্জ্জুনে কহেন কৃষ্ণ কমললোচন।
না বুঝিয়া প্রতিজ্ঞা করিলা ক্রোধমন॥
জয়দ্রথ হেতু সবে করি প্রাণপণ।
করিব দারুণ যুদ্ধ না যায় খণ্ডন॥
জয়দ্রথ বীরে তবে মারিবা কেমনে।
এই সে ভাবনা মম হয় অনুক্ষণে॥
অর্জ্জুন বলেন প্রভু কর অবগতি।
কারে ভয় তুমি যার থাকিবা সংহতি॥
উৎপত্তি প্রলয় যার কটাক্ষেতে হয়।
হেন জন সহায় তাহার কারে ভয়॥
অর্জ্জুন বিনয় শুনি দেব জগন্নাথ।
উঠিলেন কৃষ্ণ ধরি অর্জ্জুনের হাত॥

কপিধ্বজ রথে দোঁহে করি আরোহণ।
সঙ্গোপনে যান যথা হরের ভুবন॥
পার্ব্বতীর সনে একাসনে ভূতনাথ।
দেখি কৃষ্ণার্জ্জুন করিলেন প্রণিপাত॥
যোড় হাতে শ্রীনাথ কহেন স্তুতি বাণী।
দেব২ মহাদেব দেব শূলপাণি॥
সমুদ্রমথনে ঘোর উঠিল গরল।
সে সর্ব্বসংসার দহে হইয়া অনল॥
সৃষ্টিনাশ দেখি দেবগণ স্তুতি করে।
সদয় হইয়া দেবদেব দয়াভরে॥
গণ্ডূষে করিয়া পান রাখিলা জগত।
ঘুষিতে রহিল যশ জগতে মহত॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি আদ্য মূল।
নিবেদন করি নাথ হও অনুকূল॥
গোবিন্দের স্তুতি শুনি দেব গঙ্গাধর।
ঈষদ্ হাসিয়া করিলেন এ উত্তর॥
আমার বিধাতা তুমি বিশ্বের পালক।
যে না জানে সেই বলে নন্দের বালক॥
ভূভার নাশিতে ভুবি অবতার হয়ে।
করিছ বিহার কত ধনঞ্জয়ে লয়ে॥
যে হয় তোমার আজ্ঞা করিব পালন।
করহ বিধান আজ্ঞা দেব নারায়ণ॥
গোবিন্দ বলেন দেব কর অবধান।
কৌরব পাণ্ডবে যুদ্ধ নহে সমাধান॥
অন্যায় সমর করি অভিমন্যু বীরে।
বেড়িয়া কৌরবগণে বধে বালকেরে॥
প্রতিজ্ঞা করিল পার্থ বিপক্ষ নাশিতে।
না পারিলে নিজ দেহ ত্যজিবে অগ্নিতে॥
এইহেতু নিবেদি যে শুন গঙ্গাধর।
জয়দ্রথে জিনি পার্থ জিনিবে সমর॥
হর বলিলেন হরি শুন অবধানে।
অর্জ্জুন বিজয়ী হবে জিনি শত্রুগণে॥
অর্জ্জুনের সহায় হইব আমি রণে।
রণে গিয়া নিধন করিব কুরুগণে॥
অনন্তরে প্রণমিয়া দেবীর চরণ।
করেন অর্জ্জুন কৃষ্ণ অশেষ স্তবন॥
শঙ্করী বলেন শুন কৃষ্ণ ধনঞ্জয়।
মম বরে কর গিয়া সব শত্রু ক্ষয়॥
পাইয়া হরের বর কৃষ্ণ ধনঞ্জয়।
ধনলাভে দরিদ্র যেমন হৃষ্ট হয়॥
সেই মত মহানন্দে প্রফুল্ল অন্তরে।
প্রণাম করিয়া দোঁহে শঙ্করী শঙ্করে॥
বিদায় হইয়া গিয়া আপন শিবিরে।
করিলেন শয়ন সভার অগোচরে॥
প্রভাতে উঠিয়া সবে করি স্নান দান।
সসজ্জ হইয়া যুদ্ধে করেন প্রয়াণ॥
তবে দ্রোণ মহাবীর সর্ব্ব সৈন্য লৈয়া।
করিল অদ্ভুত ব্যূহ রণস্থলে গিয়া॥
বার ক্রোশপর্য্যন্ত রাখিল সেনাগণ।
তার মধ্যে জয়দ্রথ রাজা দুর্য্যোধন॥
এ রূপ করিয়া সভে রহিলেক রণে।
বেড়িয়া রহিল সভে সিন্ধুর নন্দনে॥
হোতা সর্ব্ব সৈন্য লয়ে রাজা যুধিষ্ঠির।
গোবিন্দেরে আগে করি হৈলেন বাহির॥
যার নাম স্মরণে সকল বিঘ্ন নাশে।
হেন প্রভু সারথি তাহার ভয় কিসে॥
তবে ধনঞ্জয় ডাকিলেন যোদ্ধাগণে।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকিরে আর ভীমসেনে॥
যুধিষ্ঠিরে সভাপ্রতি করি সমর্পণ।
কহেন তোমরা সবে কর গিয়া রণ॥
জয়দ্রথ বধহেতু আমি যাই রণে।
যথায় পাইব আজি সিন্ধুর নন্দনে॥
ভীম বলে তুমি যাহ জয়দ্রথ যথা।
যুধিষ্ঠির হেতু তব নাহি মনোব্যথা॥
শুনি কৃষ্ণ বলিলেন শুন ধনঞ্জয়।
এতেক প্রতিজ্ঞা তব উচিত না হয়॥
যদি জয়দ্রথ আজি নাহি হয় বধ।
তবে কি করিবা মোরে কহ তার পথ॥
অর্জ্জুন বলেন প্রভু তোমার প্রসাদে।
আজি জয়দ্রথেরে মারিব অপ্রমাদে॥
তোমা বিনা গতি মম নাহি নারায়ণ।
যত কিছু করি আমি তোমারি কারণ॥
বহু সঙ্কটেতে তুমি করিলা তারণ।
যত বল বুদ্ধি মম তুমি নারায়ণ॥
শুনিয়া কহেন কৃষ্ণ হরিষ অন্তর।
বড় বিচক্ষণ তুমি মহাধনুর্দ্ধর॥
অচিরে হইবে তব প্রতিজ্ঞা পূরণ।
আজি সে হইবে সর্ব্ব শত্রুর নিধন॥
এত বলি শ্রীকৃষ্ণ ছাড়েন সিংহনাদ।
শুনিয়া কৌরবগণ গণিল প্রমাদ॥
তবে কৃষ্ণ দারুকেরে কহেন তখন।
মম রথখান আন করিয়া সাজন॥
শার্ঙ্গ ধনুরাদি সব তুলহ তাহাতে।
জয়দ্রথ হেতু রণ করিব নিশ্চিতে॥

কদাচিৎ ধনঞ্জয় ন্যূন যদি হয়।
একলা করিব আজি কৌরবের ক্ষয় ॥
যেইক্ষণে আমার হইবে শঙ্খধ্বনি।
শব্দ শুনি রথ লয়ে যাইবা আপনি ॥
এতেক বলিয়া কৃষ্ণ কমললোচন।
বায়ুবেগে চালাইয়া দেন অশ্বগণ ॥
ব্যূহমুখে দ্রোণাচার্য্য আছেন আপনে।
তাহার পশ্চাতে যত কুরুসেনাগণে ॥
হেনকালে দ্রোণাচার্য্য ব্যূহের দ্বারেতে।
আগুলিল পার্থে আসি ধনুঃশর হাতে ॥
দ্রোণে দেখি ধনঞ্জয় করি নমস্কার।
করযোড়ে কহিতেছেন কুন্তীর কুমার ॥
কিহেতু যুদ্ধের সজ্জা দেখি মহাশয়।
অশ্বত্থামাধিক আমি তোমার তনয় ॥
জয়দ্রথ বধহেতু প্রতিজ্ঞা আমার।
তোমারে জানাই যাই কারণ তাহার ॥
দ্রোণ কহে এই কথা না হয় উচিত।
কুরুসৈন্যগণ দেখ আমার পালিত ॥
আমার অগ্রেতে তারে করিবা ঘাতন।
কেমনে দেখিব আমি শুনহ অর্জ্জুন ॥
এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ কহেন পার্থেরে।
উপরোধ কেন তুমি করহ দ্রোণেরে ॥
সপ্ত রথি বেড়ি মারে একক ছাওয়ালে।
অতিশিশু অভিমন্যু রণে মারে ছলে ॥
কোন উপরোধ গুরু করিল তোমারে।
তুমি কেন উপরোধ করহ উহারে ॥
সন্ধান পূরিয়া মার তীক্ষ্ণ অস্ত্রগণ।
যেই মতে দ্রোণাচার্য্য হয় অচেতন ॥
এতেক শুনিয়া পার্থ অতিক্রুদ্ধ মন।
দ্রোণে চাহি বলিতে লাগিলেন তখন ॥
তবে আর বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন।
শীঘ্র কর উপায় রাখিতে কুরুগণ ॥
আজি যুদ্ধে কৌরবেরে করিব সংশয়।
দেখিব কেমনে রাখ করিয়া উপায় ॥
এতেক শুনিয়া গুরু অতিক্রুদ্ধ মন।
অর্জ্জুনউপরে করে বাণ বরিষণ ॥
দশ বাণ এড়ে বীর পূরিয়া সন্ধান।
কাটিয়া পাড়েন পার্থ আচার্য্যের বাণ ॥
বাণ ব্যর্থ দেখি দ্রোণ ক্রোধে কম্পমান।
গগণ ছাইয়া বীর বরিষয়ে বাণ ॥
শীঘ্রহস্তে ধনঞ্জয় পূরিয়া সন্ধান।
কাটিয়া পাড়েন যত আচার্য্যের বাণ ॥

দ্রোণ ধনঞ্জয় যুদ্ধ নাহি পাঠান্তর।
সব যোদ্ধাগণ দেখে থাকিয়া অন্তর ॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন ধনঞ্জয় প্রতি।
আমি যাহা কহি তাহা কর অবগতি ॥
জয়দ্রথ বধহেতু আছে বড় ভার।
দ্রোণসহ যুদ্ধ কর না বুঝি বিচার ॥
এত শুনি ধনঞ্জয় কহেন কৃষ্ণেরে।
কিমতে যাইব দ্রোণ পথ রুদ্ধ করে ॥
কৃষ্ণ বলিলেন শুন আমার বচন।
দ্রোণের দক্ষিণ দিগে আছে সেনাগণ ॥
এই সেনাগণে বাণে কাটি পাড় তুমি।
সেইখান দিয়া রথ চালাইব আমি ॥
এত শুনি ধনঞ্জয় পূরেন সন্ধান।
নিমিষে করেন বহু সৈন্য খান২ ॥
তবে শ্রীকৃষ্ণের রথ বেগেতে চলিল।
দ্রোণেরে পশ্চাৎ করি সৈন্যে সান্ধাইল ॥
দ্রোণ বলে ধনঞ্জয় এ কোন বিচার।
পলাইয়া যাও তুমি অগ্রেতে আমার ॥
অর্জ্জুন বলেন গুরু করি নমস্কার।
তোমারে জিনিবে হেন শক্তি আছে কার ॥
জয়দ্রথ বধহেতু যাইব এক্ষণ।
তোমার চরণে করি এই নিবেদন ॥
এত শুনি দ্রোণাচার্য্য হাসিতে লাগিল।
এক ভিতে রথ রাখি পথ ছাড়ি দিল ॥
তবে ধনঞ্জয় বীর অতিশয় ক্রোধে।
যারে পায় তারে মারে নাহি উপরোধে ॥
আকর্ণ পূরিয়া বীর বরিষয়ে বাণ।
রথ অশ্ব পদাতিক করে খানখান ॥
পলায় সকল সৈন্য রণে নাহি রয়।
মহাক্রোধে আগে হৈল দ্রোণের তনয় ॥
ধনঞ্জয় অশ্বত্থামা দোঁহে মহারণ।
বিস্ময় মানিয়া চাহে যত সেনাগণ ॥
মহাবীর অশ্বত্থামা দ্রোণের নন্দন।
অর্জ্জুনউপরে করে বাণ বরিষণ ॥
তবে ক্রোধে মহাবীর ইন্দ্রের নন্দন।
কাটিলেন দ্রৌণির হাতের শরাসন ॥
আর ধনু লয়ে বীর দ্রোণের তনয়।
বাণবৃষ্টি করে বীর নির্ভয় হৃদয় ॥
তবে ধনঞ্জয় বীর অগ্নি হেন জ্বলে।
সারথির মাথা কাটি ফেলেন ভূতলে ॥
এড়েন যুগল অস্ত্র ইন্দ্রের নন্দন।
বাণাঘাতে অশ্বত্থামা হৈল অচেতন ॥

সেইক্ষণে সারথি আইল এক আর।
অচেতন রথে বীর দ্রোণের কুমার॥
কতক্ষণে অশ্বত্থামা পাইয়া চেতন।
ধনু ধরি পুনরপি করে মহারণ॥
মহাপরাক্রম দোঁহে সমান সমর।
হইল তুমুল যুদ্ধ নাহি অবসর॥
তবে ধনঞ্জয় ক্রোধে হইয়া অস্থির।
সন্ধান পূরিয়া বিন্ধে দ্রোণির শরীর॥
কবচ কাটিয়া বাণ অঙ্গে প্রবেশিল।
অচেতন হয়ে বীর রথেতে পড়িল॥
রথেতে পড়িল বীর হয়ে অচেতন।
হাহাকার করি ধায় যত যোদ্ধাগণ॥
হেনকালে আগে হৈল মিহিরনন্দন।
ধনুক ধরিয়া আইল করিবারে রণ॥
তর্জ্জন করিয়া বলে অর্জ্জুনেরে আঁটি।
লাগেছে তোমারে মৃত্যু তেঁই ছটফটি॥
দ্রোণ সেনাপতি বলে মোর বধ্য নহে।
সেকারণে ভালে২ দিন কত রহে॥
নিশ্চয় আমার হাতে তোমার মরণ।
কহিলাম সত্য এই বিধির ঘটন॥
অর্জ্জুন বলেন হাসি হতজ্ঞান তুমি।
পশু জ্ঞান করিয়া বধিব তোমা আমি॥
কুপিয়া বলিছে কর্ণ বুঝিব এখন।
কেমনে সারিয়া আজি যাহ মোর রণ॥
এত বলি সূর্য্যসুত সর্পবাণ এড়ে।
সহস্র২ নাগ পার্থে গিয়া বেড়ে॥
এড়েন গরুড় বাণ ইন্দ্রের নন্দন।
ধরিয়া সকল সর্প করিল ভক্ষণ॥
সর্পেরে গিলিয়া কর্ণে গিলিবারে আসে।
অগ্নি বাণ কর্ণ তবে এড়িল তরাসে॥
অগ্নিতে পক্ষির পাখা পুড়িল সকল।
হইল প্রলয় অগ্নি সেই রণস্থল॥
এড়েন বরুণ বাণ ইন্দ্রের নন্দন।
জলেতে নিবৃত্ত হৈল যত হুতাশন॥
হইল প্রলয় নীর সেই রণ স্থলে।
হয় হস্তী পদাতিক ভাসি বুলে জলে॥
শোষক নামেতে বাণ কর্ণ এড়ে রোষে।
শুষিল সকল নীর চক্ষুর নিমিষে॥
কর্ণ ধনঞ্জয় যুদ্ধ নাহি পাঠান্তর।
বিস্ময় মানিয়া চাহে যতেক অমর॥
তবে পার্থ মহাবীর পূরিয়া সন্ধান।
একবারে মারিলেন দশ গোটা বাণ॥
কবচ কাটিয়া বাণ অঙ্গে প্রবেশিল।
মূর্চ্ছিত হইয়া কর্ণ রথেতে পড়িল॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া রথ ফিরায় সারথি।
রণে ভঙ্গ দিয়া গেল কর্ণ যোদ্ধাপতি॥
তবে ধনঞ্জয় বীর মহাক্রোধ মনে।
লক্ষ লক্ষ যোদ্ধাগণে বিনাশিল রণে॥
হেনমতে ছয় ক্রোশ পথ চলি গেলা।
গগণ মণ্ডলে হৈল দুই প্রহর বেলা॥
হেনকালে কৃষ্ণ কন শুন ধনঞ্জয়।
শ্রমযুক্ত হইল রথের চারি হয়॥
বাণে বিদ্ধ হইল বড় চলিতে না পারে।
কিমতে যাইব তবে সংগ্রাম ভিতরে॥
দিবা হইল বহু তৃণ জল নাহি পায়।
হের দেখ ঘন২ মম মুখ চায়॥
সমর করহ যদি নামি ভূমিতল।
তবে আমি খাওয়াই অশ্বেরে তৃণ জল॥
এত শুনি কৃষ্ণেরে কহেন গুড়াকেশ।
কেন অসম্ভব কথা কহ হৃষীকেশ॥
সংগ্রামের স্থল ইথে নাহি জলাশয়।
তৃণশূন্য এই স্থল ধূলা উড়ে বায়॥
গোবিন্দ বলেন ক্ষণ রহ হেথা তুমি।
যথা পাই আনি জল খাওয়াইব আমি॥
অর্জ্জুন বলেন বড় হইল বিস্ময়।
যে কহিলা নারায়ণ শুনি ভয় হয়॥
ছল করি ছাড়িয়া যাইতে চাহ হরি।
সিন্ধুমাঝে ডুবাইয়া আমারে সংহারি॥
বুঝিলাম অপরাধ হইয়াছে পায়।
তুমি যদি ছাড় তবে নাহিক উপায়॥
তুমি বল তুমি বুদ্ধি পাণ্ডবের প্রাণ।
যার অনুগ্রহেতে সঙ্কটে পাই ত্রাণ॥
অনুদয় হৃদয় উদয় তাহে দেখি।
হেন অনাথের নাথ কর মোরে দুঃখি॥
আমার প্রতিজ্ঞা যত সে হইল মিছা।
তবে আর এছার জীবনে কি বা ইচ্ছা॥
কেমনে সমরসিন্ধু তরিবারে পারি।
তরণী ফেলিয়া হরি চলিলা কাণ্ডারি॥
কমলনয়ন কৃষ্ণ কহেন হাসিয়া।
করহ আক্ষেপ সখা কিসের লাগিয়া॥
পঞ্চ ভাই তোমরা পাণ্ডব যাজ্ঞসেনী।
রাখিয়াছ ভক্তিতে আমাকে সদা কিনি॥
পলাইতে পারি কি যে পলাইতে চাই।
হৃদয় নিগড়ে বদ্ধি এড়াইতে নাই॥

কে জানে কহি যে সত্য তোমা ছয় জনে।
নাহি পারি একদণ্ড পাসরিতে মনে॥
ভূমিতলে নামি যদি করহ সংগ্রাম।
তবেত অশ্বেরে আমি করাই বিশ্রাম॥
এত শুনি ধনঞ্জয় নামিয়া ভূমিতে।
সংগ্রাম করেন বীর ধনুঃশর হাতে॥
তবে কৃষ্ণ রথহইতে ভূমিতলে উলি।
ক্রমে২ ঘুচাইলেন যত কড়িয়ালি॥
তৃষিত হইল অশ্ব ক্ষত গাত্র বাণে।
জানি নারায়ণ তবে বলেন অর্জ্জুনে॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন পার্থ দেখ অশ্বগণে।
তৃষ্ণার কারণে চাহে মম মুখপানে॥
বিনা জলপানে অশ্ব না পারে চলিতে।
তাহার বিধান আমি করি যে ত্বরিতে॥
তবেত করিহ যুদ্ধ কুরুসৈন্য সনে।
হউক ক্ষণেক যুদ্ধ মল্ল২ গণে॥
এতেক কহিলে কৃষ্ণ কমললোচন।
এক সরোবর হইল অপূর্ব্ব রচন॥
নানাজাতি পক্ষিগণ ক্রীড়া করে তাহে।
নানা পুষ্প ফোটে তার গন্ধে মন মোহে॥
হংসগণ ক্রীড়া করে হংসীর সহিত।
সারস সারসী ক্রীড়া করে আনন্দিত॥
পদ্মের সৌরভে গন্ধ চতুর্দ্দিগে যায়।
লাখে২ মত্ত অলি মধুলোভে ধায়॥
অমৃত সমান হইল সরোবর নীর।
অশ্ব লয়ে তাহাতে নামেন যদুবীর॥
জলেতে অশ্বের কৃষ্ণ ধোয়ান শোণিত।
অদ্ভুত দেখিয়া সভে হইল বিস্মিত॥
অর্জ্জুনেরে ভূমি দেখি যত যোদ্ধাগণ।
সন্ধান পূরিয়া করে অস্ত্র বরিষণ॥
দেখিয়া অর্জ্জুন তবে পূরেন সন্ধান।
আকর্ণ পূরিয়া বিন্ধিলেন দিব্য বাণ॥
শূন্যেতে দোঁহার বাণ একত্র হইল।
গ্রহের সদৃশ হয়ে শূন্যেতে রহিল॥
আনন্দে গোবিন্দ তবে লয়ে অশ্বগণে।
জলপান করায়েন হরষিত মনে॥
জলপানে অশ্বগণ হইল বলবান।
পূর্ব্বের সদৃশ হইল করি জলপান॥
তবে কৃষ্ণ অশ্বগণে লইয়া সংহতি।
রথেতে উঠেন গিয়া অতিশীঘ্রগতি॥
অশ্বগণ রথে যুড়ি বলেন অর্জ্জুনে।
বলবান হইল অশ্ব দেখ জলপানে॥
অতঃপর রথে আসি চড় মহামতি।
রথ চালাইয়া আমি দিব শীঘ্রগতি॥
এত শুনি ধনঞ্জয় ধনুঃশর হাতে।
এক লাফ দিয়া বীর উঠিলেন রথে॥
কৃতাঞ্জলি অর্জ্জুন বলেন সবিনয়।
এক নিবেদন করি শুন মহাশয়॥
তোমার চরিত্র আমি বুঝিতে না পারি।
আপন বৃত্তান্ত মোরে কহ কৃপা করি॥
নিরবধি অপরাধ করি তব স্থান।
চিনিতে না পারি আমি বড়ই অজ্ঞান॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন পার্থ না কর বিস্ময়।
মম পরিচয় তোমা দিব ধনঞ্জয়॥
এত বলি দেন কৃষ্ণ চালাইয়া হয়।
ধনু ধরি সমর করেন ধনঞ্জয়॥
দ্রোণপর্ব্ব সুধারস জয়দ্রথ বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে॥

### অথ ব্যূহ প্রবেশপূর্ব্বক কৌরবের দের সহিত সাত্যকির নানা যুদ্ধ।

মুনি বলে অপূর্ব্ব শুনহ জনমেজয়।
করেন দারুণ যুদ্ধ বীর ধনঞ্জয়॥
হোতায় ধর্ম্মের পুত্র না দেখি অর্জ্জুনে।
কৃষ্ণেরে না দেখি দুঃখ ভাবিলেন মনে॥
বহু দূর গেল রথধ্বজ নাহি দেখি।
চিন্তাকুল হয়ে রাজা ডাকেন সাত্যকি॥
ডাক শুনি সাত্যকি আইল সেইক্ষণ।
সাত্যকিরে বলিলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
একেশ্বর গেল পার্থ কৌরবভিতর।
না জানি কিরূপ তথা করয়ে সমর॥
রথধ্বজ নাহি দেখি কিসের কারণ।
এ সকল ভাবি মম সচিন্তিত মন॥
শীঘ্রগতি রথে চড়ি করহ গমন।
ডাকিলাম তোমারে যে এই সে কারণ॥
সাত্যকি বলিল রাজা করি নিবেদন।
তোমার রক্ষার্থ আমি নিযুক্ত এখন॥
তোমারে ছাড়িয়া আমি যাইব কিমতে।
এই নিবেদন মম তোমার অগ্রেতে॥
শুনি যুধিষ্ঠির বলিলেন আর বার।
মম অর্থে চিন্তা কিছু নাহিক তোমার॥

অর্জ্জুনের তত্ত্ব জানি আইস সত্বর।
তবে সে সুস্থির হবে আমার অন্তর॥
এত শুনি সাত্যকি কহিল ভীমসেনে।
সাবধান হয়ে তুমি থাকিবা আপনে॥
অর্জ্জুনের তত্ত্ব লইতে কহেন রাজন।
অতএব তথা আমি করিব গমন॥
যুধিষ্ঠিরে তব স্থানে করি সমর্পণ।
রাজার নিকটে রহ যত যোদ্ধাগণ॥
সাবধান হয়ে তুমি থাকিবা হেতাই।
পুনরপি আসি যেন যুধিষ্ঠিরে পাই॥
ভীম বলে তুমি যাহ অর্জ্জুনের তথা।
যুধিষ্ঠিরঅর্থে তব নাহি কোন ব্যথা॥
সহদেব নকুলাদি যত যোদ্ধাগণে।
রাজারে রাখিব সভে অতিসাবধানে॥
সাত্যকি তোমার মত নাহি কোন জন।
কি দিয়া শুধিব গুণ তোমার এখন॥
এত শুনি সাত্যকি উঠিল রথোপরে।
একা রথে যায় বীর নির্ভয় অন্তরে॥
নিমেষেকে প্রবেশিল ব্যূহের ভিতর।
অর্জ্জুনের শিষ্য বীর মহাধনুর্দ্ধর॥
সাত্যকিরে দেখিয়া কৌরব যোদ্ধাগণ।
ঝটিতি আইল সভে করিবারে রণ॥
নানা অস্ত্র রথিগণ ছাইল গগণ।
আষাঢ় শ্রাবণে যেন হয় বরিষণ॥
পরিঘ মুষল শেল শূল জাঠা জাঠি।
ভূষণ্ডী পরশু নানা অস্ত্র কোটি২॥
দেখিয়া সাত্যকি বীর সন্ধান পূরিল।
সভাকার অস্ত্র কাটি নিঅস্ত্র করিল॥
তবে ক্রোধে দুঃশাসন পূরিল সন্ধান।
আকর্ণ পূরিয়া বিন্ধে দশগোটা বাণ॥
সেহ বাণ সাত্যকি কাটিল সেইক্ষণ।
মহাধনুর্দ্ধর বীর শিনির নন্দন॥
দশ গোটা বাণ কাটি পূরিল সন্ধান।
দুঃশাসনের ধনু কাটি করে খান২॥
আর ধনু ধরি বীর ধৃতরাষ্ট্রসুত।
সাত্যকিউপরে বাণ মারিল বহুত॥
কাটিল সকল বাণ শিনির তনয়।
সন্ধান পূরিয়া বীর করে অস্ত্রময়॥
দশ বাণ মারে বীর ধৃতরাষ্ট্রসুতে।
দুঃশাসন মুর্চ্ছিত হইয়া পড়ে রথে॥
মুর্চ্ছিত দেখিয়া বীরে সারথি সত্বর।
রথ লয়ে অমনি পলায় ততঃপর॥

সাত্যকি দেখিল পলাইল দুঃশাসন।
সৈন্যের উপরে করে বাণ বরিষণ॥
ভাদ্রপদ মাসে যেন পাকাতাল পড়ে।
সেইমত সৈন্যমুণ্ড কাটি২ পাড়ে॥
ধ্বজ ছত্র পতাকায় পৃথিবী ছাইল।
সাত্যকির বাণে সব উচ্ছন্ন হইল॥
সাত্যকি মন্থিল কুরুবল একেশ্বর।
বিস্ময় মানিয়া চাহে যতেক অমর॥
আকাশে অমরবৃন্দ পুষ্পবৃষ্টি করে।
ধন্য২ করি তবে বলে সাত্যকিরে॥
এতেক দেখিয়া তবে সুবলনন্দন।
আইল চড়িয়া রথে করিবারে রণ॥
শকুনিরে দেখিয়া সাত্যকি ধনুর্দ্ধর।
সন্ধান পূরিয়া মারে চোখ২ শর॥
এড়িল বিংশতি অস্ত্র শকুনিউপর।
বাণে কাটি পাড়ে তাহা সুবলকোঙর॥
বাণ ব্যর্থ দেখি বীর কোপে কাঁপে তনু।
পুনরপি বাণ এড়ে টঙ্কারিয়া ধনু॥
দশ বাণ এড়ে বীর পূরিয়া সন্ধান।
দুই বাণে ধ্বজ কাটি করে খান২॥
চারি বাণে চারি অশ্ব কাটে বীরবর।
দুই বাণে সারথিরে নিল যমঘর॥
আর দুই বাণে কাটে শকুনির ধনু।
দশ বাণ এড়ি বীর বিন্ধিলেক তনু॥
শকুনিসঙ্কট দেখি যত যোদ্ধাগণ।
হাহাকার করি তবে ধায় সেইক্ষণ॥
দুঃশাসন রথে চড়ি সুবলনন্দন।
রথ ছাড়ি শীঘ্রগতি করিল গমন॥
অবহেলে সাত্যকি করয়ে শর বৃষ্টি।
বিপক্ষে জানিল আজি মজিলেক সৃষ্টি॥
সাত্যকির যুদ্ধ দেখি যত সৈন্যগণ।
ভয়ে পলাইয়া গেল লইয়া জীবন॥
সাত্যকির সারথি সে অতিবিচক্ষণ।
চালাইয়া দিল রথ পবন গমন॥
পঞ্চ ক্রোশ মহাবীর গেল মুহূর্ত্তেকে।
অর্জ্জুনের রথধ্বজ তথাহইতে দেখে॥
রথধ্বজ দেখি বীর আনন্দিত মন।
সৈন্যের উপরে করে বাণ বরিষণ॥
সাত্যকিরে দেখি কৃষ্ণ বলেন অর্জ্জুনে।
আইল সাত্যকি বীর ঐ দেখ রণে॥
সাত্যকি দেখিয়া তবে বীর ধনঞ্জয়।
তার যুদ্ধ দেখি তবে সানন্দহৃদয়॥

সাত্যকিরে দেখি ভূরিশ্রবা নরপতি।
রথে চড়ি ধনু ধরি আইল ঝটিতি॥
সাত্যকিরে দেখি বলে সোমদত্তসুত।
আমি আইলাম তোর হয়ে যমদূত॥
বহুদিনে পাইলাম তোর দরশন।
অবশ্য পাঠাব তোরে যমের সদন॥
এত বড় গর্ব্ব তোর হইল এখন।
এক রথে আসিয়াছ করিবারে রণ॥
এত শুনি সাত্যকিতো করিল উত্তর।
কি কারণে এত গর্ব্ব করিস বর্ব্বর॥
মরণ নিকট প্রায় বুঝিনু লক্ষণে।
এমন উত্তর তোর তথির কারণে॥
অবশ্য তোমারে আমি করিব সংহার।
এক বাণে দেখাইব যমের দুয়ার॥
এতেক শুনিয়া ভূরিশ্রবা নরপতি।
সন্ধান পূরিয়া বাণ এড়ে শীঘ্রগতি॥
মহাক্রোধে ভূরিশ্রবা এড়ে দশ বাণ।
বাণে কাটি সাত্যকি করিল খান২॥
হেনমতে বাণ বৃষ্টি করিল বিস্তর।
দোঁহাকার বাণে দোঁহে হইল জর্জর॥
ভূরিশ্রবা সাত্যকি হইল ঘোর রণ।
বিস্ময় মানিয়া চাহে সব যোদ্ধাগণ॥
তবে ভূরিশ্রবা সাত্যকির প্রতি বলে।
তুমি আমি আইস যুদ্ধ করি ভূমিতলে॥
এত বলি ভূরিশ্রবা অসি চর্ম্ম লৈয়া।
রথেহৈতে ভূমে পড়ে এক লাফ দিয়া॥
এত দেখি সাত্যকি ত্যজিল ধনুঃশর।
অসি চর্ম্ম লয়ে বীর নামিল সত্বর॥
মণ্ডল করিয়া দোঁহে ফিরে চারিভিতে।
সাত্যকির চর্ম্ম বীর কাটে আচম্বিতে॥
সুদু খড়্গ লয়ে বীর করয়ে সংগ্রাম।
ন্যায় যুদ্ধ করে বীর অতিঅনুপম॥
তবে ক্রোধে সাত্যকি হইল কম্পমান।
ভূরিশ্রবার চর্ম্ম কাটি করে খান২॥
সুদু খড়্গ লয়ে বীর করয়ে সমর।
খড়্গের প্রহারে দোঁহে হইল জর্জ্জর॥
জড়াজড়ি করে দোঁহে পড়ে ভূমিতলে।
সাত্যকিরে ধরে ভূরিশ্রবা মহাবলে॥
বুকের উপরে উঠে ধরিয়া চিকুরে।
দেখিয়া সাত্যকি বীর বায়ুবেগে ঘুরে॥
হাতে খড়্গ করি তবে সোমদত্তসুত।
সাত্যকিরে কাটিবারে হইল উদ্যত॥
কুঁমারের চাক যেন ঘুরয়ে সাত্যকি।
অদ্ভুত মানিয়া সভে দেখে দূরে থাকি॥
এতেক দেখিয়া তবে কৃষ্ণ মহাশয়।
ডাকিয়া বলেন হোর দেখ ধনঞ্জয়॥
ভূরিশ্রবা ধরিয়াছে সাত্যকির চুলে।
মহাবেগে সাত্যকি ঘুরিছে ভূমিতলে॥
এত শুনি ধনঞ্জয় হইলেন ব্যস্ত।
বাণে কাটি পাড়িলেন ভূরিশ্রবাহস্ত॥
এত শুনি রাজা জনমেজয় জিজ্ঞাসিল।
কহ মুনিবর এত অদ্ভুত হইল॥
অশ্বত্থামাআদি করি যত যোদ্ধাগণে।
একলা সাত্যকি বীর জিনে সর্ব্বজনে॥
সাত্যকিরে ভূরিশ্রবা করে পরাজয়।
আশ্চর্য্য শুনিয়া মম হইল বিস্ময়॥
দ্রোণপর্ব্ব সুধারস জয়দ্রথ বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে॥

## অথ ভূরিশ্রবাকর্ত্তৃক সাত্যকির পরাজয় কথা।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয়।
যেই মতে সাত্যকি হইল পরাজয়॥
এক কালে বাসুদেব পিতৃশ্রাদ্ধ কালে।
নিমন্ত্রণ করি যত কুটুম্ব আনিলে॥
সোমদত্ত বাহ্লীক যে পঞ্চাল রাজন।
শাল্ব শিশুপাল আইল পায়ে নিমন্ত্রণ॥
আইল অনেক রাজা না হয় বাখান।
সভাকারে বসুদেব করে অভ্যুত্থান॥
বিচিত্র আসনেতে বসিল সর্ব্ব জন।
তার মধ্যে সোমদত্ত করিল গমন॥
সভার মধ্যেতে যদি সোমদত্ত গেল।
সোমদত্ত দেখি শিনি ক্রোধেতে জ্বলিল॥
বসুদেব খুড়া শিনি সাত্যকির বাপ।
সোমদত্তে দেখি শিনি পাইলেক তাপ॥
ডাকিয়া বলিল শিনি শুন সোমদত্ত।
সভামধ্যে বৈস তুমি একোন মহত্ত্ব॥
আমাসভা না মানিস কোন অহঙ্কারে।
পৃথিবীর মধ্যে কেবা না জানে তোমারে॥
মর্য্যাদা থাকিতে শীঘ্র যাহ পলাইয়া।
আপন সদৃশ যোগ্য স্থানে বৈস গিয়া॥
এত শুনি সোমদত্ত ক্রোধেতে জ্বলিল।
অগ্নির উপরে যেন ঘৃত ঢালি দিল॥

সোমদত্ত বলে শিনি না করিস গর্ব্ব।
তোমার মহত্ত্ব যত আমি জানি সর্ব্ব॥
এতেক উত্তর মোরে বলিস বর্ব্বর।
কোন অর্থে ন্যূন আমি পৃথিবীভিতর॥
তোমাহইতে ন্যূন কেবা আছয়ে ধরণি।
মোর অগোচর নহে সর্ব্ব আমি জানি॥
এতেক শুনিয়া শিনি মহাকোপ মন।
ক্রোধে ডাক দিয়া বলে শুনে সর্ব্ব জন॥
এত অহঙ্কার তোর ওরে কুলাঙ্গার।
পরে নিন্দ দোষ নাহি দেখ আপনার॥
ইহার উচিত প্রতিফল দিব তোরে।
এত বলি মহাক্রোধে উঠিল সত্বরে॥
শিনি দেখি সোমদত্ত উঠি সেইক্ষণ।
হুড়াহুড়ি মহাযুদ্ধ করে দুই জন॥
তবে শিনি মহাক্রোধে ধরে তার চুলে।
দেখিয়া হইল হাস্য যত সভাস্থলে॥
কেশে ধরি চড় মারে বজ্রের সমান।
এক চড়ে দন্তগুলা করে খান২॥
তবে সভে উঠি দোঁহা বারণ করিল।
অভিমানে সোমদত্ত দেশে নাহি গেল॥
সভামধ্যে সোমদত্ত পায়ে অপমান।
তপস্যা করিতে বনে করিল পয়াণ॥
দ্বাদশ বৎসর তপ করে অনাহারে।
একচিত্তে সোমদত্ত সেবিল শঙ্করে॥
তপস্যাতে বশ হইলেন মহেশ্বর।
বৃষেতে চাপিয়া আসি বনের ভিতর॥
হর বলিলেন বর মাগহ রাজন।
এত বলি তাহারে ডাকেন পঞ্চানন॥
ধ্যান ভাঙ্গি সোমদত্ত দেখিলেক হর।
বিভূতিভূষণ জটাধারি গঙ্গাধর॥
আনন্দিত সোমদত্ত দেখিয়া শঙ্করে।
বিবিধ প্রকারে রাজা বহুস্তুতি করে॥
সোমদত্ত বলে যদি হইলা কৃপাবান।
এক নিবেদন আমি করি তব স্থান॥
সভামধ্যে শিনি মোরে অমান্য করিল।
যতেক নৃপতিগণ বসিয়া দেখিল॥
অগ্নিবৎ অঙ্গ দহে সেই অপমানে।
এই নিবেদন আমি করি তব স্থানে॥
যদি মোরে বর দিবা দেব পশুপতি।
মহাধনুর্দ্ধর মম হউক সন্ততি॥
তার পুত্রে মোর পুত্র জিনিবে সমরে।
রাজগণমধ্যে যেন অপমান করে॥
ইহা বিনা আর বর নাহি চাই আমি।
এই বর মহাপ্রভু আজ্ঞা কর তুমি॥
শঙ্কর বলেন বর দিলাম তোমারে।
তোর পুত্র জিনিবেক শিনির কুমারে॥
প্রাণে মারিবারে তারে নহিবে শকতি।
এত বলি কৈলাশে গেলেন পশুপতি॥
শিব স্থানে হেন বর পায়ে নরবর।
আনন্দিত হয়ে গেল আপনার ঘর॥
ভূরিশ্রবা সাত্যকিরে জিনে শিববরে।
তার উপাখ্যান এই জানাই তোমারে॥
দ্রোণ পর্ব্ব পুণ্যকথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

## অথ ভূরিশ্রবাবধ।

মুনি বলে আশ্চর্য্য শুনহ জনমেজয়।
শিব বরে সাত্যকি হইল পরাজয়॥
ভূরিশ্রবা হস্ত যদি কাটেন অর্জ্জুন।
ভূমিতে পড়িয়া হইলেক অচেতন॥
পুনরপি উঠিয়া বসিল রণস্থলে।
নিন্দা করি ভূরিশ্রবা অর্জ্জুনেরে বলে॥
ধিক থাকু ধনঞ্জয় তোমার বীরত্ব।
অন্যায় করিয়া তুমি কাট মোর হস্ত॥
সাত্যকি সহিত রণ আছিল আমার।
কাটিলা আমার হস্ত তুমি কুলাঙ্গার॥
সম্মুখ সংগ্রাম পড়ি স্বর্গ যাই আমি।
এই পাপে ধনঞ্জয় হবা অধোগামী॥
এতেক শুনিয়া পার্থ হৈলেন লজ্জিত।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন পার্থ কেন হও ভীত॥
কৃষ্ণ ডাকি বলিলেন ভূরিশ্রবাপ্রতি।
একা অভিমন্যুরে বেড়িল সপ্ত রথি॥
কোন ন্যায় যুদ্ধে অভিমন্যুরে মারিলা।
হেন বুঝি সে সকল কথা পাসরিলা॥
মৃত্যুকালে ধর্ম্ম বুদ্ধি হইল তোমার।
অর্জ্জুনেরে নিন্দা কর তুমি কুলাঙ্গার॥
কটুবাক্য শুনি ভূরিশ্রবা নরপতি।
নিন্দা করি কহিতে লাগিল কৃষ্ণপ্রতি॥
ভূরিশ্রবা বলে কৃষ্ণ কহিলা প্রমাণ।
তোমাহৈতে এত সব হইল অপমান॥
কি কারণে নিন্দা আমি করি অর্জ্জুনেরে।
তোমাসম দুষ্ট নাহি পৃথিবী ভিতরে॥

তোমার কুবুদ্ধে হৈল সকল সংহার।
নির্লজ্জ তোমারে আমি কি কহিব আর ॥
এত বলি ভূরিশ্রবা হইল বিমন।
কি কর্ম্ম করিনু আমি নিন্দি নারায়ণ ॥
আপনার কর্ম্ম ভোগ করি যে আপনে।
তবে কেন বড় হয়ে নিন্দি নারায়ণে ॥
অন্তকালে যে জন স্মরয়ে নারায়ণ।
চতুর্ভুজরূপে যায় বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥
এতেক বলিয়া ভূরিশ্রবা নরপতি।
বিবিধ প্রকারে করে গোবিন্দেরে স্তুতি ॥
ডাকিয়া বলিল কৃষ্ণ তোমারে নিন্দিয়া।
কি গতি আমার হবে না পাই ভাবিয়া ॥
অধম দেখিয়া মোরে হও কৃপাবান।
নরকহইতে মোরে কর পরিত্রাণ ॥
তোমা বিনা গতি মম নাহি নারায়ণ।
কায়মনোবাক্যে আমি নিলাম শরণ ॥
সর্ব্বকাল তোমা বিনা নাহি জানি আমি।
মৃত্যুকালে তোমা নিন্দি হই অধোগামী॥
আপনার গুণে কর আমারে উদ্ধার।
নরকহইতে ত্রাণ করহ আমার ॥
এত বলি ভূরিশ্রবা মৌনেতে রহিল।
হৃদয় পঙ্কজে পদ ভাবিতে লাগিল॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন তুমি ত্যজ দুঃখমন।
স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাহ বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
সিদ্ধ ঋষি যোগী যেই স্থান নাহি পায়।
তথাকারে যাহ তুমি আমার আজ্ঞায় ॥
বৈকুণ্ঠেতে আগে তুমি করহ গমন।
তথা গিয়া তোমা সঙ্গে করিব মিলন ॥
ভূরিশ্রবা শ্রীকৃষ্ণের এই কথা হয়।
কৃষ্ণ ধ্যান করি ভূরিশ্রবা মৌনে রয় ॥
হেনকালে সাত্যকি উঠিয়া ভূমিহৈতে।
খড়্গ লয়ে যায় ভূরিশ্রবারে কাটিতে ॥
হাতে চুল জড়াইয়া খড়্গ লয়ে করে।
খণ্ড২ করি বীর কাটিল তাহারে ॥
এতেক দেখিয়া কৌরবের সেনাগণ।
সাত্যকিউপরে করে বাণ বরিষণ ॥
এক লাফে সাত্যকি উঠিল গিয়া রথে।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া অস্ত্র নিল হাতে ॥
নিমিষেকে মারে লক্ষ লক্ষ সেনাগণ।
বাণবৃষ্টি করে বীর মহাকোপ মন ॥
দ্রোণপর্ব্ব পুণ্যকথা জয়দ্রথ বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে ॥

## অথ ব্যূহ প্রবেশপূর্ব্বক ভীমের যুদ্ধে দুর্য্যোধনের দশ ভ্রাতৃ মৃত্যু।

মুনি বলে শুন রাজা অপূর্ব্ব কথন।
হেন মতে শিনিপুত্র করে মহারণ॥
হোতা রাজা যুধিষ্ঠির সচিন্তিত মন।
অনুক্ষণ করিছেন পার্থের ভাবন ॥
তৃতীয় প্রহর বেলা হৈল আসি প্রায়।
নাহি জানি পার্থ করে কেমন উপায়॥
প্রতিজ্ঞা করিল বীর বড়ই দুষ্কর।
জয়দ্রথে না মারিয়া না আসিবে ঘর॥
অতএব গেল তার উদ্দেশ কারণ।
নাহি জানি কোথা গেল সিন্ধুর নন্দন॥
তত্ত্ব জানিবারে তবে পাঠাই সাত্যকি।
প্রহর পর্য্যন্ত হৈল তারে নাহি দেখি॥
এই সব ভাবি মম মন নহে স্থির।
এত বলি ভীমেরে ডাকেন যুধিষ্ঠির ॥
যুধিষ্ঠিরআজ্ঞা শুনি বীর বৃকোদর।
রণ ত্যজি সেইক্ষণে আইল সত্বর ॥
রাজার অগ্রেতে রহে করি যোড় কর।
ভীমে দেখি কহিলেন ধর্ম্মনৃপবর ॥
অর্জ্জুনের তত্ত্ব ভাই নাহি পাওয়া গেল।
সাত্যকিরে পাঠাইলাম সেহ না আইল॥
একা বিপক্ষের মাঝে গেল পার্থ বীর।
তারে না দেখিয়া মম বিকল শরীর ॥
এই হেতু তোমারে ডাকিনু বৃকোদর।
অর্জ্জুনের তত্ত্ব জানি আইস সত্বর ॥
ভীম বলে মহারাজ করি নিবেদন।
অর্জ্জুনের হেতু কেন করহ ভাবন ॥
ত্রিদশঈশ্বর কৃষ্ণ যাহার সারথি।
তার অর্থে চিন্তা কেন কর নরপতি ॥
ব্রহ্মা যদি আপনি আসিয়া করে রণ।
তথাপিহ অর্জ্জুনেরে জিনে কদাচন ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন কহিলা প্রমাণ।
জানি শুনি তবু স্থির নহে মম প্রাণ ॥
পুনরপি কহে ভীম রাজারে চাহিয়া।
কিমতে যাইব আমি তোমারে ছাড়িয়া॥
অনুক্ষণ দ্রোণ আইসে তোমারে ধরিতে।
আমি গেলে কে যুঝিবে তাহার সহিতে॥
রাজা বলিলেন চিন্তা নাহিক তোমার।
তুমি আন গিয়া অর্জ্জুনের সমাচার॥

এত বলি ধৃষ্টদ্যুম্নে ডাকি বৃকোদর।
প্রত্যক্ষে কহিল যত রাজার উত্তর॥
অর্জ্জুনের তত্ত্বে আমি যাইব ত্বরিত।
রাজারে রাখিবা সবে হয়ে সাবহিত॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে চিন্তা নাহিক তোমার।
রাজারে রাখিতে ভার হইল আমার॥
দ্রোণপুত্র আসুক আপনি দ্রোণ আইসে।
এক বাণে পাঠাইব যমের উদ্দেশে॥
এত শুনি ভীম হৈল হরিষঅন্তর।
বিশোকে বলিল রথ সাজাহ সত্বর॥
বিশোক সারথি যে সে অতিবিচক্ষণ।
রথের উপরে তোলে নানা প্রহরণ॥
সাত শত ধনু তোলে গদা বহুতর।
শেল শূল কোটি২ ভূষণ্ডী তোমর॥
শ্রীহরি স্মরিয়া বীর চড়ে গিয়া রথে।
মহাদুর্দ্ধরিষ ধনু তুলি নিল হাতে॥
ধনুক টঙ্কার দিয়া ছাড়ে হুহুঙ্কার।
পর্ব্বত পড়িল শব্দে হইয়া বিদার॥
রণমত্ত প্রমত্ত কেশরী দর্প বীর।
সংগ্রামে কাহার শক্তি আগে হয় স্থির॥
সারথি সমীর জিনি চালাইল হয়।
উত্তরিল ব্যূহমধ্যে পবনতনয়॥
বাণ হানে টানে হস্তে রিপু করে নাশ।
বিপক্ষ পড়য়ে লক্ষ গণিয়া হতাশ॥
সিংহে দেখি শিবা যেন হইল সৈন্যগণ।
ভয়েতে আকুল মন কম্পে ঘনেঘন॥
কেহ বলে কার মুখ চাহ আইল ভীমা।
মৃত্যুপতি মূর্ত্তি হয়ে আইল কালনিমা॥
পলাইলে বধে প্রাণে গোড়াইয়া পাছে।
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর হেন কোথায় কে আছে॥
দন্তে কুটা করি যেবা মাগে পরিহার।
সকল এড়িয়া আগে তাহার সংহার॥
পলাইলে কি হইবে না বাঁচিব তায়।
প্রাণপণে করে যুদ্ধ নিজ ভরসায়॥
মরিব ভীমের হাতে নাহিক এড়ান।
যে থাকে কর্ম্মের ফল কে করিবে আন॥
এত চিন্তি সাহসে সকল সেনাগণ।
চতুর্দ্দিগে ফেলি অস্ত্র করে বরিষণ॥
সিংহের সম্মুখে কি বা শিবার গণনা।
হুহুঙ্কার ছাড়ে ভীম পড়য়ে ঝনঝনা॥
লক্ষ২ বিপক্ষ নাশয়ে বাণঘায়।
বড়২ হস্তি পাড়ে প্রহারি গদায়॥
একেরে মারিতে আর পড়ে মূর্চ্ছা হৈয়া।
পলাইলে প্রাণ তার আগে বধে গিয়া॥
পড়িল ভীমের রণে রথ অশ্ব হাতী।
ধ্বজ ছত্র পতাকায় ঢাকে বসুমতী॥
ভীমের সমর দেখি দ্রোণ বীর রোষে।
দ্বার আগুলিয়া বীর কহে ক্রোধাবশে॥
মোরে না জিনিয়া ভীম যাইবা কেমনে।
এত বলি বাণ যোড়ে ধনুকের গুণে॥
ভীম ভাষে গভীর গর্জ্জন মেঘ ধ্বনি।
অপরাধ হয় পাছে এই ভয় মানি॥
উপরোধ রক্ষা কর দেহ পথ ছাড়ি।
নহে চূর্ণ করিব মারিয়া গদাবাড়ি॥
শুনিয়া হইল গুরু হুতাশন কোপে।
সন্ধান করেন শর চোখ২ চাপে॥
বৃষ্টির পসলা যেন বরিষার কালে।
ঢাকিল ভীমের রথ পথ শরজালে॥
কুপিল দারুণ ভীম যেন কাল সাপ।
রথে হইতে ক্ষিতি পড়ে দিয়া এক লাফ॥
সাবটিয়া আচার্য্যের রথখান ধরে।
টান দিয়া ফেলে রথ যোজন অন্তরে॥
তাহার চাপনে দল তল যায় কত।
সারথি হইল নাশ অশ্বগণ হত॥
ধ্বজ ভাঙ্গে নেড়ামুড়া রথ হৈয়া রয়।
লাফ দিয়া পলাইল দ্রোণ মহাশয়॥
পশ্চাতে করিয়া দ্রোণে বীর বৃকোদর।
অতিবেগে প্রবেশিল ব্যূহের ভিতর॥
গদা হাতে গর্জ্জে বীর গতি দীর্ঘপদে।
প্রকাণ্ড পর্ব্বত তনু মত্ত বীর মদে॥
সমরে প্রচণ্ড শূর চুর করে ঠায়।
গদাঘাতে রথ রথি পদাতি লোটায়॥
বায়ুবেগে বিশোক চালায় অশ্বগণ।
উত্তরিল ব্যূহমধ্যে পবননন্দন॥
দেখিয়া সৈন্যের ক্ষয় রবির নন্দন।
আগুলিল ভীমে আসি অতিক্রুদ্ধ মন॥
কর্ণেরে দেখিয়া ভীম মহাক্রুদ্ধ হৈল।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া দিব্য অস্ত্র নিল॥
কর্ণ বলে ভীম আজি দেহ মোরে রণ।
অবশ্য পাঠাব তোমা যমের সদন॥
এত শুনি বৃকোদর ক্রোধে হুতাশন।
কর্ণেরে চাহিয়া বলে করিয়া তর্জ্জন॥
কৌরবের কিঙ্কর গৌরব তোর জানি।
জানিয়া তোমারে পাপ পোষে কালফণী॥

কুমন্ত্রণা দিয়া কুরু করিলি বিনাশ।
নিকট জানিয়া মৃত্যু বিফল প্রয়াস ॥
ওরে মূঢ়মতি এত গর্ব্ব যে তোমার।
এমত প্রতিজ্ঞা কর অগ্রেতে আমার ॥
আজি তোরে বাণে আমি করিব সংহার।
কহিনু জানিহ বাক্য স্বরূপ আমার ॥
এত বলি বৃকোদর এড়ে অস্ত্রগণ।
গগণ ছাইয়া করে বাণ বরিষণ ॥
যত বাণ এড়ে ভীম কাটে কর্ণবীর।
দেখি বৃকোদর বীর কম্পিত শরীর ॥
আকর্ণ পূরিয়া বীর মারে দশ বাণ।
দুই বাণে ধ্বজ কাটি করে খানখান ॥
চারি বাণে চারি অশ্ব কাটিল সত্বর।
চারি বাণে সারথিরে নিল যমঘর ॥
সারথি পড়িল রথ হইল অচল।
লাফ দিয়া পলাইল কর্ণ মহাবল ॥
কর্ণ পলাইল দেখি বীর বৃকোদর।
মহাক্রোধে বাণ এড়ে সৈন্যের উপর ॥
পড়িল অনেক সৈন্য পৃথিবী আচ্ছাদি।
লক্ষ২ সেনা পড়ে রক্তে বহে নদী ॥
দেখিয়া আকুল বড় রাজা দুর্য্যোধন।
সহোদরগণেরে ডাকিল সেইক্ষণ ॥
দশ জন যুঝিবারে হৈল আগুয়ান।
অযুতেক হস্তী আইল মহাবলবান ॥
মুষল মুদ্গার বান্ধা শুণ্ডে সভাকার।
ঈষাদন্ত সম হস্তী পর্ব্বত আকার ॥
হস্তিগণ দেখি ভীম ত্যজি ধনুঃশর।
হাতে গদা করি নামে সংগ্রাম ভিতর ॥
শত মৌন লোহেতে নির্ম্মাণ গদাখান।
মহাভয়ঙ্কর দেখি কালের সমান ॥
হেন গদা লয়ে বীর ধাইল সত্বর।
নিমেষেকে মারে দশ সহস্র কুঞ্জর ॥
গদার প্রহার যেন বজ্রের সোসর।
শত শত একবারে মারে বৃকোদর ॥
ধৃতরাষ্ট্রপুত্রেরা আইল দশ জন।
ভীমের উপরে করে অস্ত্র বরিষণ ॥
লাফ দিয়া লঙ্ঘে ভীম যোজনেক বাট।
পলাইতে কুরুর পড়িয়া মরে ঠাট ॥
তবে ক্রোধে বৃকোদর গদা লয়ে ধায়।
রথ অশ্ব সহ বীর চূর্ণ করি যায় ॥
দশ জন মারে বীর গদার প্রহারে।
দেখি দুর্য্যোধন বীর হাহাকার করে ॥

ধৃতরাষ্ট্রে সঞ্জয় কহেন সমাচার।
দশ পুত্র রাজা তব হইল সংহার ॥
গদার প্রহারে মারে বীর বৃকোদর।
অযুতেক হস্তী পড়ে মহাভয়ঙ্কর ॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র হৈল অচেতন।
বহু বিলাপিয়া অন্ধ করয়ে রোদন ॥
ক্ষণেক থাকিয়া বলে শুনহ সঞ্জয়।
বড়ই দারুণ ভীম নির্দ্দয় হৃদয় ॥
একবারে দশ পুত্র করিল সংহার।
এতেক বলিয়া অন্ধ করে হাহাকার ॥
সঞ্জয় বলিল কেন করহ রোদন।
পূর্ব্বে যত কহিলাম না কৈলা শ্রবণ ॥
অধর্ম্ম করিলে নহে ভদ্র আপনার।
যতেক করিলা জান সব সমাচার ॥
অর্থ লোভে রাজ্য লোভে করিলা তখনে।
কিং জিতং২ করি কহিলা আপনে ॥
বিদুরপ্রভৃতি করি বলিল তোমারে।
কার বাক্য না শুনিলা তুমি অহঙ্কারে ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে কহ আমারে সঞ্জয়।
কভু না শুনিনু পাণ্ডবের পরাজয় ॥
যতেক শুনি যে পড়ে মোর সেনাগণ।
বিশেষিয়া কহ মোরে ইহার কারণ ॥
সঞ্জয় বলিল রাজা শুন সাবধানে।
পাণ্ডবের দলে কৃষ্ণ আছেন আপনে ॥
যথা কৃষ্ণ তথা ধর্ম্ম জানিহ রাজন।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় বেদের বচন ॥
পুত্রসম স্নেহ নাহি দৈব সম বল।
বিদ্যাসম বন্ধু নাহি ব্যাধি রিপু খল ॥
সর্ব্বকাল দৈব বল আছে ধর্ম্মসুতে।
বিরোধ তাহার সঙ্গে আপনা খাইতে ॥
দূত হয়ে ত্রিভুবনপতি যার বোলে।
বিপদে করেন পার করি নিজ কোলে ॥
জানিয়া না জানি যে শুনিয়া নাহি শুনি।
পাশাকালে ধরিয়া আনিল যাজ্ঞসেনী ॥
সভায় তাহার বস্ত্র হরে তব সুত।
আপনি তাহার কর্ম্ম শুনিলা অদ্ভুত ॥
হরিতে বাড়িল বাস নহে অবসান।
অনুকূল হৈয়া লজ্জা রক্ষে ভগবান ॥
এখন পার্থের কৃষ্ণ হইল সারথি।
তাহারে জিনিবে হেন কাহার শকতি ॥
ভদ্র নাহি ভারতী শুনহ মহীপাল।
নিশ্চয় কুরুর বংশ গ্রাসিলেক কাল ॥

*ধৃতরাষ্ট্র বলে শুন দৈব বলবান।*
*নিরর্থক পুরুষার্থ করহ বাখান॥*
*দ্রোণ পর্ব্ব পুণ্যকথা জয়দ্রথ বধে।*
*কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে॥*

## অথ ভীমের হাতে দুর্য্যোধনের ত্রিশ ভ্রাতৃবধ।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
হেনমতে বৃকোদর করে মহারণ॥
পুনরপি কর্ণ বীর রথেতে চড়িয়া।
যুদ্ধ করিবারে আইল তর্জন করিয়া॥
গদাহাতে বৃকোদর দেখি ভূমিতলে।
শীঘ্রগতি কর্ণ বীর নানা অস্ত্র ফেলে॥
প্রলয়ের মেঘ যেন বরিষয়ে জল।
সেই মত অস্ত্র ফেলে কর্ণ মহাবল॥
দেখি বৃকোদর বীর ক্রোধে কম্প কায়।
বায়ুবেগে গদা বীর মস্তকে ফিরায়॥
গদায় ঠেকিয়া বাণ চূর্ণ হয়ে উড়ে।
এক লাফে ভীম তার রথে গিয়া চড়ে॥
চারি অশ্ব মারিলেক রথের উপর।
এক চড়ে সারথিরে নিল যমঘর॥
কর্ণে চুলে ধরি বীর অতিশীঘ্রগতি।
মারিতে উদ্যম কৈল ভীম মহামতি॥
হেনকালে আচম্বিতে মনেতে পড়িল।
কর্ণেরে মারিতে পার্থ প্রতিজ্ঞা করিল॥
আজি যদি যুদ্ধে আমি কর্ণে করি ক্ষয়।
হইবে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ পার্থের নিশ্চয়॥
এত বলি কর্ণে ছাড়ি দিল বৃকোদর।
আপনার রথে গিয়া চড়িল সত্বর॥
অপমান পায়ে কর্ণ লজ্জিত বদন।
আর রথে চড়ি বীর করিল গমন॥
কৃপাচার্য্য প্রভৃতি দ্রোণ কহিল তখন।
হোর দেখ ভীম করে কর্ণেরে নিধন॥
এতেক বলিয়া দোঁহে হাসিতে লাগিল।
হাস্য দেখি কর্ণ বীর লজ্জিত হইল॥
কর্ণ পলাইল দেখি বীর বৃকোদর।
পুনরপি ধনু ধরি করয়ে সমর॥
সৈন্যের উপরে বীর বাণবৃষ্টি করে।
মারিল অসংখ্য সৈন্য গেল যমঘরে॥
ভীমের দেখিয়া কোপ অনল সমান।
ভয়ে আর কোন বীর নহে আগুয়ান॥
এতেক দেখিয়া তবে দুঃশাসন বেগে।
হাতে ধনু করি গেল ভীমসেনআগে॥
যেই বেগে আগে হৈল গান্ধারীতনয়।
চারি বাণে কাটে তার রথের চারি হয়॥
দুই বাণে ধ্বজ কাটি কৈল খণ্ড২।
আর দুই বাণে কাটে সারথির মুণ্ড॥
না করিতে যুদ্ধ এত অপমান হয়।
ভয়ে ধৃতরাষ্ট্রপুত্র কম্পমানকায়॥
রথ এড়ি দুঃশাসন পলায় সত্বর।
ক্রোধে ডাক দিয়া বলে বীর বৃকোদর॥
ওরে মূঢ়মতি কেন পলাইস রণে।
স্থির হয়ে যুদ্ধ কর বুঝি বীরপনে॥
শৃগালের প্রায় যাসি না করিস রণ।
ধিক থাকু দুঃশাসন তোমার জীবন॥
মনে কর পলাইয়া পরাণ পাইব।
খুজিয়া ধরিব আমি যেখানে দেখিব॥
শোণিত খাইব তোর বিদারিয়া বুক।
পাসরিব পূর্ব্বকার তবে যত দুঃখ॥
যাহ২ নির্লজ্জ পামর তুই পশু।
করিব তোমারে বধ কালি কি পরশু॥
এসেছিলা এইমুখে করিতে সমর।
পলাইলা ভেক হয়ে ভয়েতে পামর॥
বাকশরে বিষম দহিল তার তনু।
শুষ্ক তৃণ পায়ে যেন জ্বলয়ে কৃশানু॥
এত শুনি দুঃশাসন ক্রোধে নেউটিল।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া দিব্য অস্ত্র নিল॥
দেখি বৃকোদর বীর হরিষ অন্তর।
কাল দণ্ড সমান নিলেক ধনুঃ শর॥
সন্ধান পূরিয়া মারে দুঃশাসন বুকে।
বাণাঘাতে দুঃশাসন ঘুরে ঘনপাকে॥
অচেতন হয়ে রথে পড়ে দুঃশাসন।
ঝলকে২ হয় শোণিত বমন॥
দেখি ক্রোধে ধায় দিবাকরসুত রোষে।
হারিয়া নাহিক লজ্জা নির্লজ্জ বিশেষে॥
কর্ণে দেখি মহাক্রোধে বীর বৃকোদর।
ধিক২ ওরে দুষ্ট নির্লজ্জ পামর॥
পুনঃ২ পলাইস শৃগালের প্রায়।
বড়ই নির্লজ্জ তুই দেখিনু সভায়॥
এত শুনি মহাক্রোধে কর্ণ এড়ে বাণ।
অর্দ্ধ পথে ভীম তাহা করে খান২॥
যত অস্ত্র এড়ে কর্ণ কাটে বৃকোদর।
ক্রোধে শক্তি মারে বীর ভীমের উপর॥

তবে ক্রোধে বৃকোদর পূরিল সন্ধান।
দুই বাণে শক্তি কাটি করে খান২ ॥
দিব্য ভল্ল দশ গোটা ক্রোধে এড়ে বীর।
কবচ কাটিয়া তার ভেদিল শরীর ॥
মূর্চ্ছিত হইয়া কর্ণ ভূমিতে পড়িল।
রথ লয়ে সারথি সত্বরে পলাইল ॥
তবে আর আগুয়ান নহে কোন রথি।
সিংহনাদ করি বুলে ভীম মহামতি ॥
একেশ্বর ভীম করে সৈন্য লণ্ডভণ্ড।
লক্ষ২ পদাতিক করে খণ্ডখণ্ড ॥
অশ্ব হস্তী কাটি পাড়ে নাহি লেখাজোকা।
কত শত রথি পাড়ে ভীমসেন একা ॥
ভীমের বিক্রমে আর কেহ নহে স্থির।
পলায় সকল সৈন্য বিকল শরীর ॥
এতেক দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্রবর।
যুদ্ধ করিবারে আইল ত্রিশ সহোদর॥
ভয়ঙ্কর ত্রিশ হস্তী আরোহণ করি।
ভীমের অগ্রেতে গেল হাতে ধনু ধরি ॥
ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণে দেখি বৃকোদর।
হাতে গদা করি ধায় হরিষ অন্তর ॥
আট শিরা গদা গোটা মহাভয়ঙ্কর।
শত২ ঘণ্টা বাজে দেখিতে সুন্দর ॥
হেন গদা লয়ে বীর প্রবেশিল রণে।
সিংহ যেন আনন্দে বিহরে মহাবনে ॥
আনন্দিত বৃকোদর নির্ভয় শরীর।
ছাগপুঞ্জ দেখি যেন ব্যাঘ্র নহে স্থির ॥
ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণে করিতে বিনাশ।
ক্রোধে ধায় বৃকোদর ছাড়িয়া নিশ্বাস ॥
করি কুম্ভস্থলে মারে গদা বজ্রবাড়ি।
ত্রিশ যায় ত্রিশ হস্তি যায় গড়াগড়ি ॥
হস্তি সব চূর্ণ করি যায় বৃকোদর।
নিমিষেকে বিনাশিল ত্রিশ সহোদর ॥
ব্যাকুল হইয়া কান্দে রাজা দুর্য্যোধন।
আজিকার যুদ্ধে সব হইল নিধন ॥
ওথায় সঞ্জয় বার্ত্তা কহে অন্ধ স্থানে।
চল্লিশ কুমার তব পড়ি গেল রণে ॥
শুনি ধৃতরাষ্ট্র শোকে হয়ে অচেতন।
সিংহাসন ছাড়ি রাজা করিছে রোদন ॥
কতক্ষণ থাকি রাজা বলিল বচন।
একা ভীম মোর বংশ করিল নিধন ॥
সঞ্জয় বলেন কিবা হয়েছে এখন।
একা ভীম তব বংশ করিবে নিধন ॥
যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম হেতু সভে বলবান।
আপনি সহায় কৃষ্ণ সদা তাঁর স্থান ॥
যথা কৃষ্ণ তথা সব দেবের আলয়।
দেবগণে কোন জন করে পরাজয় ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে সত্য কহিলা সঞ্জয়।
ধর্ম্মবন্ত যুধিষ্ঠির তেঁই হয় জয় ॥
বৈশম্পায়ন বলে জনমেজয় শুনে।
সূতমুনি কহে যত শুনে মুনিগণে ॥
পৃথিবীতে শুনে লোক হয়ে এক মতি।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে হয় দিব্য গতি ॥
ব্যাসবিরচিত দিব্য ভারত কথন।
এক মনে হয়ে শুন যত ভক্ত জন॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ হয়।
ব্যাসের বচন ইতে নাহিক সংশয় ॥
দ্রোণপর্ব্ব সুধারস জয়দ্রথ বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে ॥

### অথ ভীমকর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের পঞ্চাশৎ সহোদর মৃত্যু।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
হেনমতে ভীমসেন করে ঘোর রণ ॥
ভীমের সংগ্রাম দেখি ত্রাস কুরুদলে।
হাহাকার মহাশব্দ হৈল গণ্ডগোলে ॥
পুনরপি ভীম উঠে রথের উপর।
রথ চালাইয়া দিল বিশোক সত্বর ॥
বিশোক চালায় রথ বায়ুতর গতি।
যুঝিতে২ যায় ভীম মহামতি ॥
কত দূর গিয়া ভীম সাত্যকি দেখিল।
আনন্দিত হয়ে তারে বার্ত্তা জিজ্ঞাসিল ॥
ভীম বলে কহ অর্জ্জুনের সমাচার।
কি কারণে রথধ্বজ নাহি দেখি তার ॥
সাত্যকি কহিল ঐ দেখ বৃকোদর।
দ্রোণ সহ ধনঞ্জয় করয়ে সমর ॥
পুনরপি বলে ভীমে কহ বিবরণ।
যুধিষ্ঠিরে ছাড়িয়া আইলা কি কারণ ॥
ভীম বলে যুধিষ্ঠির পাঠান আমারে।
অর্জ্জুনের সমাচার জানিবার তরে ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন স্থানে তারে করি সমর্পণ।
তত্ত্ব জানিবার তরে আইনু এখন ॥
শুনিয়া সাত্যকি তবে আনন্দিত হইল।
ভীমে দেখি কর্ণ বীর পুনশ্চ আইল ॥

কর্ণেরে দেখিয়া ভীম বলে ডাক দিয়া।
পুনঃপুন আসিয়া যাইস পলাইয়া॥
ক্ষণেক থাকিয়া যুঝ তবে জানি কথা।
এক বাণে আজি তোর কাটি পাড়ি মাথা॥
এত বলি বৃকোদর লইল ধনুঃখান।
কর্ণের উপরে মারে তীক্ষ্ণ দশ বাণ॥
বাণাঘাতে ব্যথিত হইল অঙ্গপতি।
পলাইল যুদ্ধ ছাড়ি কর্ণ শীঘ্রগতি॥
তবে ক্রোধে বৃকোদর অনল সমান।
আকর্ণ পুরিয়া বীর বরিষয়ে বাণ॥
লক্ষ২ সেনা পড়ে তার নাহি অন্ত।
গিরিসম হস্তি পড়ে ঈষাসম দন্ত॥
ধ্বজ ছত্র পতাকা পড়য়ে সারি সারি।
যতেক পড়িল সৈন্য লিখিতে না পারি॥
আট অক্ষৌহিণী সেনা পড়ে সেই দিনে।
এতেক করিল ক্ষয় বীর তিন জনে॥
অর্জ্জুন সাত্যকি দোঁহে চারি অক্ষৌহিণী।
চারি অক্ষৌহিণী ভীম জিনিল আপনি॥
ধৃতরাষ্ট্রপুত্র সব এতেক দেখিয়া।
আইল পঞ্চাশ জন রথেতে চড়িয়া॥
সৈন্য সজ্জা কোলাহল হয় হস্তি রথ।
চারি দিক ঘেরি বেড়ে আবরিয়া পথ॥
দেখিয়া ধাইল তবে বীর বৃকোদর।
পুনরপি গদা লয়ে সংগ্রাম ভিতর॥
রথসহ চূর্ণ করি যায় বৃকোদর।
একে২ মারিল পঞ্চাশ সহোদর॥
নবতি সোদর পড়ে দেখি দুর্য্যোধন।
ভ্রাতৃগণ শোকে রাজা করয়ে ক্রন্দন॥
সঞ্জয় বলিল শুন অন্ধ নরবর।
সহোদর নবতি মারিল বৃকোদর॥
কি বল২ বলে অন্ধনরপতি।
মূর্চ্ছিত হইয়া তবে পড়ি গেল ক্ষিতি॥
শুনিয়া গান্ধারী দেবী হৈল অচেতন।
বংশনাশ করে মোর পাণ্ডুর নন্দন॥
অন্তঃপুরে উঠিল ক্রন্দন কোলাহল।
হাহাকার করে সর্ব্বে না বান্ধে কুন্তল॥
শতং বধূগণ করয়ে রোদন।
টানিয়া ফেলিল নিজ রত্ন আভরণ॥
চুল ছিঁড়ে বস্ত্র ছিঁড়ে শিরে মারে ঘাত।
আমা সভাএড়ি কোথা গেলা প্রাণনাথ॥
ইন্দ্র বিদ্যাধরী জিনি রূপ সভাকার।
দিব্য বস্ত্র পরিধান রত্ন অলঙ্কার॥
কোমল শরীর সর্ব্বে পরম সুন্দরী।
ভূমে গড়াগড়ি যায় হাহাকার করি॥
বধূগণ ক্রন্দন শুনিয়া নরবর।
বিলাপ করয়ে অন্ধ হইয়া কাতর॥
ক্ষণেং মূর্চ্ছা হয় ক্ষণেক চেতন।
পুত্রগণ বলি রাজা করয়ে রোদন॥
সোণার আগার মম শূন্যময় হইল।
ভীমের সমরে পুত্র সকল মরিল॥
বড়ই নিষ্ঠুর ভীম নাহি দয়ালেশ।
ভীমহইতে হইল আমার বংশ শেষ॥
সঞ্জয় বলিল শুন অন্ধনরবর।
এখন কি হবে রাজা হইলে কাতর॥
এইহেতু পূর্ব্বে কত কহিনু তোমারে।
কার কথা না শুনিলা তুমি অহঙ্কারে॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর বিদুর সুমতি।
বিবিধ প্রকারে বুঝাইল তোমাপ্রতি॥
বিদুর বলিল কেন কান্দ নরবর।
তব হিত হেতু পূর্ব্বে কহিনু বিস্তর॥
ধন লোভে রাজ্য লোভে কৈলা অপকর্ম্ম।
আপনি করিলা রাজা আপন অধর্ম্ম॥
তাহার অসাধ্য রাজা ছিল কোন কর্ম্ম।
তথাপিহ যুধিষ্ঠির না কৈল অধর্ম্ম॥
মুহূর্ত্তেকে ভূমণ্ডল জিনিবারে পারে।
তথাপিহ যুধিষ্ঠির ক্ষমিল তোমারে॥
পঞ্চ গ্রাম মাগিলেক ধর্ম্মের নন্দন।
একখানি নাহি দিল দুষ্ট দুর্য্যোধন॥
এখন সে সব কথা হইল বিদিত।
অধর্ম্ম করিলে ভাল নয় কদাচিত॥
বিদুরে চাহিয়া তবে কহিল রাজন।
পুনঃ২ কটুবাক্য কহ কি কারণ॥
পুত্রগণ শোকে মোর দগ্ধ হইল মন।
কটুভাষা পুনঃ২ কহ অনুক্ষণ॥
এত বলি নিঃশব্দে রহিল নরপতি।
পুত্রগণ শোকে রাজা কান্দে দুঃখমতি॥
জনমেজয় বলে কহ শুনি তপোধন।
কিমতে হইল বধ আর দশ জন॥
পিতামহ চরিত্র অপূর্ব্ব উপাখ্যান।
অমৃতহইতে রস শুনি তব স্থান॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অথ দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন বিনা
অষ্টভ্রাতার মৃত্যু ও জয়দ্রথবধ।

মুনি বলে অবধান কর নরপতি।
হেন মতে যুদ্ধ করে ভীম মহামতি॥
ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণে বধিয়া সমরে।
সহস্রেক হস্তী মারে গদার প্রহারে॥
শোকেতে আকুল হইলেক দুর্য্যোধন।
ভ্রাতৃগণ মৃত্যু দেখি করয়ে রোদন॥
অবশিষ্ট ছিল আর দশ সহোদর।
সভা লয়ে দুর্য্যোধন চলিল সমর॥
দুর্য্যোধনে দেখি ধায় পবননন্দন।
গদা ফিরাইল যেন সাক্ষাৎ শমন॥
তর্জন করিয়া ভীম কহে দুর্য্যোধনে।
ধৃতরাষ্ট্রবংশ নাশ হবে আজি রণে॥
এত বলি বৃকোদর গদা লয়ে ধায়।
মৃগ মারিবারে যেন মৃগপতি যায়॥
ভীমে দেখি দুর্য্যোধন গদা লয়ে করে।
রথ এড়ি মারিবারে ধাইল সত্বরে॥
গদাযুদ্ধ করে দোঁহে অবনিউপর।
হুহুঙ্কার শব্দে দোঁহে গর্জ্জে নিরন্তর॥
মহাক্রোধে বৃকোদর গদা প্রহারিল।
কবচ কাটিয়া তার মর্ম্মেতে ভেদিল॥
মূর্চ্ছিত হইল বীর সংগ্রামভিতর।
দেখিয়া ধাইল তার নয় সহোদর॥
দুঃশাসন সহ আলো ভাই অষ্ট জন।
ভীমের উপরে করে বাণ বরিষণ॥
দেখিয়া কুপিত হৈল পবননন্দন।
গদা হাতে করি ধায় পবনগমন॥
রথসহ অষ্ট জন করিল নিধন।
দেখি ভয়ে পলাইয়া গেল দুঃশাসন॥
কেবল রহিল দুর্য্যোধন দুঃশাসন।
সমরে পড়িল আর সব ভ্রাতৃগণ॥
কান্দিতে২ তবে রাজা দুর্য্যোধন।
রথে চড়ি পলাইল লইয়া জীবন॥
পুনরপি কর্ণ বীর লয়ে ধনুর্ব্বাণ।
ভীমের সম্মুখে গেল পূরিয়া সন্ধান॥
ক্রমে২ কর্ণ ছয়বার পলাইল।
পুনরপি ধনু ধরি যুঝিতে আইল॥
গদা হাতে করি ধায় বীর বৃকোদর।
লক্ষ২ সেনা মারে অসংখ্য কুঞ্জর॥
তবে কর্ণ মহাবীর পূরিয়া সন্ধান।
দশ বাণে গদা কাটি করে খান২॥
নিঅস্ত্র হইল বীর সংগ্রামভিতর।
কাটা হস্তী তুলি ফেলে কর্ণের উপর॥
যত হস্তী ফেলে তাহা কাটে কর্ণ বীর।
বাণে খণ্ড২ কৈল ভীমের শরীর॥
কাটা অশ্ব গজ ছিল সব ক্ষয় গেল।
দুই হাতে কাটা স্কন্ধ ফেলিতে লাগিল॥
কর্ণ বীর বাণ এড়ে সংগ্রামে প্রচণ্ড।
যত সব কাটা স্কন্ধ করে খণ্ড২॥
বাণে খণ্ড২ হৈল ভীমের শরীর।
সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া তার বহিছে রুধির॥
অশক্ত হইল বীর সংগ্রাম ভিতরে।
শীঘ্রগতি কর্ণ বীর ধরিল ভীমেরে॥
গুণ সহ ধনু ধরি দিল তার গলে।
হাতেতে ধরিয়া তবে কর্ণ বীর বলে॥
এই বল ধরিস তুই করিস সমর।
কি উপায় এখন করিবা বৃকোদর॥
গুরু জন সহ তুমি না করিহ রণ।
সমানের সহিত করিও ক্ষত্রপন॥
এতেক কহিতে কর্ণ রবির নন্দন।
কুন্তীর বচন মনে হইল স্মরণ॥
পাছে এই কথা সব দুর্য্যোধন শুনে।
শীঘ্রগতি ছাড়ি দিল পবননন্দনে॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন বীর ধনঞ্জয়।
কর্ণ বীর করিলেক ভীমের সংশয়॥
আজি বৃকোদর বড় পাইল অপমান।
উপহাস করে কর্ণ দেখি বিদ্যমান॥
দেখি ধনঞ্জয় হৈল বিষণ্ণ বদন।
ভীম গিয়া নিজরথে চড়িল তখন॥
মহাক্রোধে ধনঞ্জয় পূরিয়া সন্ধান।
হয় রথ পদাতি করেন খান২॥
হেনমতে একাদশ ক্রোশ গেল রথ।
আর এক ক্রোশ মধ্যে আছে জয়দ্রথ॥
চারি দণ্ড বেলামাত্র আছয়ে গগণে।
দেখিয়া হইল চিন্তা প্রভু নারায়ণে॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন পার্থ চল শীঘ্রগতি।
চারি দণ্ড দেখ আছে দিনকর স্থিতি॥
এক ক্রোশ পথ যাইতে হইবেক আর।
এথায় সংগ্রাম কর না বুঝি বিচার॥
অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ করি নিবেদন।
সৈন্যমধ্যে নাহি দেখি সিন্ধুর নন্দন॥

ইহার উপায় কৃষ্ণ কহ মম স্থানে।
কিমতে করিব বধ সিন্ধুর নন্দনে॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন চিন্তা নাহিক তোমার।
আজি জয়দ্রথ হবে অবশ্য সংহার॥
এত বলি শ্রীকৃষ্ণ চালান অশ্বগণ।
সিংহনাদ করি যান ইন্দ্রের নন্দন॥
নিকটেতে দেখি তবে অর্জ্জুনের রথ।
মহাভয়ে পলাইয়া যায় জয়দ্রথ॥
জয়দ্রথ যায় দেখি কৃষ্ণ মহাশয়।
অতিশয় হইলেন চিন্তিতহৃদয়॥
জয়দ্রথ লুকাইল জানি নারায়ণ।
ভাবেন কেমনে তার পাই দরশন॥
ভাবিয়া ভুবনপতি কন অর্জ্জুনেরে।
বিপত্তি হইল বড় লইয়া তোমারে॥
পলায়িত জনেরে পাইতে বড় দায়।
ভাবিয়া না দেখি কিছু ইহার উপায়॥
না শুনিয়া করিলা প্রতিজ্ঞা অগ্রে বড়।
তোমা লয়ে পড়িল সংশয় দেখি দড়॥
দিবা আছে দণ্ড দুই অবহেলে যাবে।
ইহার উপায় তবে কেমনে হইবে॥
অর্জ্জুন অঞ্জলি করি কন কৃষ্ণআগে।
একান্ত তোমারে পাণ্ডবের ভার লাগে॥
যে কর সে কর কৃষ্ণ তোমা বিনা নাই।
পাণ্ডবের প্রভু বলি সংসারে বড়াই॥
সেবকপালক তুমি সংসারের সার।
সেবক রক্ষিতে প্রভু তুমি অবতার॥
তুমি বর্ত্তমানে হয় পাণ্ডবের ক্ষতি।
জগতে তোমার নিন্দা হইবে সংপ্রতি॥
পাণ্ডবের রথে কৃষ্ণ সারথি আছিল।
তথাপি পাণ্ডবগণ সমরে মজিল॥
এই নিন্দা অবনিতে হইবে তোমার।
এ কারণে চিন্তা কিছু নাহিক আমার॥
যাহা জান তাহা কর এ ভার তোমার।
অভিমন্যু শোকে মন পুড়িছে আমার॥
তাহাতে নিধন ভাল নিবায় অনল।
রহিয়াছি তব ভাষা শুনিয়া শীতল॥
অর্জ্জুনের আক্ষেপ বিনয় বাক্য শুনি।
পরিতুষ্ট হইয়া কহেন চক্রপাণি॥
কি ভয় আছয়ে ইথে উপায় করিব।
জয়দ্রথে আজি সত্য নিধন সৃজিব॥
এত বলি উপায় চিন্তিয়া নারায়ণ।
সুদর্শনে করিলেন সূর্য্যআচ্ছাদন॥

আচম্বিতে দেখি তবে হইল রজনি।
কুরুসেনাগণে হৈল জয়২ ধ্বনি॥
অর্জ্জুন দেখিয়া চিত্তে মানিয়া বিস্ময়।
ত্রাস পায়ে কৃষ্ণেরে বলেন সবিনয়॥
পার্থ বলিলেন কহ কি করি বিধান।
কিরূপে হইবে আজি মম পরিত্রাণ॥
জয়দ্রথ বধহেতু প্রতিজ্ঞা হইল।
প্রতিজ্ঞা নহিল পূর্ণ রজনি আইল॥
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন কৈলে যত পাপ হয়।
আপনি জানহ তাহা শুন মহাশয়॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সখে নাহি কিছু ভয়।
প্রতিজ্ঞা পূরণ তব হইবে নিশ্চয়॥
এতেক কহিতে তথা কুরুবীরগণে।
অস্ত্র ধনু ত্যাগ করি আইল সেখানে॥
এখনি মরিবে পার্থ হেন করি মনে।
আনন্দিত দুর্য্যোধন সহাস্য বদনে॥
তবে জয়দ্রথ দেখি সন্ধ্যার সময়।
শীঘ্রগতি আসিয়া অর্জ্জুন প্রতি কয়॥
জয়দ্রথ বলে শুন বীর ধনঞ্জয়।
কি দেখ হইল আসি সন্ধ্যার সময়॥
আপনি প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করহ এখন।
তব যশ ঘুষিবেক এ তিন ভুবন॥
অস্ত্রধনু ত্যাগ করি যাহ ধনুর্দ্ধর।
শীঘ্রগতি প্রবেশহ অগ্নির ভিতর॥
মিছা মায়া মিছা কায়া জল বিম্ববত।
এ মহীমণ্ডল যাবে পড়িবে পর্ব্বত॥
যদি রিপু জিনি রাজ্য কর মহাশয়।
চিন্তিয়া দেখহ তাহা চিরকাল নয়॥
অধর্ম্ম করিয়া কর্ম্ম যে করে সাধন।
অতিশীঘ্র হয় তার সবংশে পতন॥
ধার্ম্মিক বলিয়া তোমা বলে পঞ্চ জনে।
করিলা প্রতিজ্ঞা তাহা লঙ্ঘিবা কেমনে॥
অর্জ্জুন উত্তর দেন শুন জয়দ্রথ।
তুমি যে কহিলা কথা রাখি ধর্ম্মপথ॥
ধর্ম্মেতে বিচার করি ধার্ম্মিকের সনে।
অধর্ম্মে জিনিতে দোষ নাহি দুষ্ট জনে॥
অন্যায় সমর করি শিশু কৈলা হত।
কহ দেখি সে কর্ম্ম কেমনে ধর্ম্মমত॥
এখনি বধিয়া তোমা আমিও মরিব।
পাইয়া পরম শত্রু ছাড়িয়া না দিব॥
শুনিয়া শুকায় মুখ জয়দ্রথ বীরে।
ভয় নাই আশ্বাসি কহেন পার্থ তারে॥

বিশ্বাসঘাতকী তব রাজা সম নহি।
কি করিব নিজ কর্ম্ম লব ধর্ম্মবহি॥
শরীর ছাড়িব সত্য করিয়াছি পণ।
এত বলি আনিয়া জ্বালিল হুতাশন॥
কৃষ্ণ সাজায়েন কাষ্ঠ দিয়া গন্ধসারে।
সৌরভ সহিত গন্ধ উঠিল সত্বরে॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন বীর ধনঞ্জয়।
বীর কর্ম্ম করিয়া বধিলা ক্ষত্রচয়॥
এখন নিঅস্ত্র হয়ে মরিবা কেমনে।
অস্ত্র সহ প্রবেশহ জ্বলন্ত দহনে॥
কৃষ্ণবাক্য অভিপ্রায় বুঝিয়া অর্জ্জুন।
নিলেন গাণ্ডীব ধনু করিয়া সগুণ॥
সাতবার প্রদক্ষিণ করি হুতাশন।
প্রসন্ন কৃষ্ণের মুখ চান ঘনে ঘন॥
দুর্য্যোধন রাজার হৃদয়ে বড় সুখ।
মরিল প্রধান রিপু আর নাহি দুঃখ॥
হাস্যমুখে কহে আগে চাহিয়া অর্জ্জুনে।
বিলম্বে বাড়িবে মায়া পুড়িতে আগুনে॥
টান দিয়া ফেলাও করের শর চাপ।
চক্ষু বুঁজি দেহ শীঘ্র হুতাশনে ঝাঁপ॥
অর্জ্জুন বলেন এই ঝাঁপ দিয়া পড়ি।
জয়দ্রথে লয়ে তুমি সুখে যাহ বাড়ী॥
জয়দ্রথে দেখি কৃষ্ণ আনন্দিত মন।
সেইক্ষণে ছাড়িলেন সূর্য্যআচ্ছাদন॥
চারি দণ্ড বেলা আছে গগণমণ্ডলে।
দেখিয়া হইল ত্রাস কৌরবের দলে॥
কৌরব জানিল তবে নিতান্ত কপট।
বিষম কৃষ্ণের মায়া বুঝিতে সঙ্কট॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সখে শুন সাবধানে।
জয়দ্রথ বধিতে বিলম্ব আর কেনে॥
কাটহ তাহার মুণ্ড ভূমে না পাড়িবা।
পশ্চাৎ সে সব কথা জানিতে পারিবা॥
উহার জনক তপ কাম্য বনে করে।
ফেলাইবা মুণ্ড তার হাতের উপরে॥
বাণে২ মুণ্ড লয়ে ফেল তার হাতে।
তবে সে হইবে রক্ষা জানহ ইহাতে॥
এত শুনি ধনঞ্জয় পূরিয়া সন্ধান।
জয়দ্রথ ললাটে মারেন এক বাণ॥
শীঘ্রগতি মুণ্ড কাটি আর এক বাণে।
বাণে লয়ে গেল তার জনকের স্থানে॥
সন্ধ্যা করে সিন্ধুরাজ দুই হাত কোলে।
হেন কালে মুণ্ডতার হস্তে লয়ে ফেলে॥
ত্রাস পায়ে মুণ্ডগোটা ভূমিতে ফেলিল।
সেইক্ষণে তার মুণ্ড খণ্ড খণ্ড হৈল॥
হেনমতে সিন্ধুরাজ হইল নিধন।
জয়দ্রথ সহ গেল যমের সদন॥
অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ কহিবা বিধান।
কৃপা করি কহ জয়দ্রথউপাখ্যান॥
ভূমে মুণ্ড ফেলিলে মরিবে সেইক্ষণে।
হেন বর কেবা দিল সিন্ধুর নন্দনে॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন বীর ধনঞ্জয়।
জয়দ্রথ হয় সিন্ধুরাজার তনয়॥
বহুকাল জয়দ্রথ সেবিল শঙ্করে।
অনাহারে তপ করে বনের ভিতরে॥
নানা উপহার দিয়া সেবিল মহেশ।
তুষ্ট হয়ে বর তারে যাচেন বিশেষ॥
বর মাগ জয়দ্রথ যেই মনোনীত।
এত শুনি জয়দ্রথ হৈল আনন্দিত॥
জয়দ্রথ বলে যদি মোরে দিবা বর।
এক নিবেদন করি তোমার গোচর॥
মোর শির কাটি যেই ফেলিবে ধরণি।
তার মুণ্ড খণ্ড২ হইবে তখনি॥
শঙ্কর বলেন এই বর লহ তুমি।
সে মরিবে তব মুণ্ড যে ফেলিবে ভূমি॥
হরে প্রণমিয়া বীর আনন্দিত মন।
আপনার দেশে গেল সিন্ধুর নন্দন॥
সে কারণে ধনঞ্জয় তোমা কহিলাম।
তব রক্ষাহেতু এই রূপ করিলাম॥
ভূমে মুণ্ড ফেলি তার জনক মরিল।
নিশ্চয় জানিহ ইহা যেরূপ হইল॥
এত শুনি ধনঞ্জয়ে লাগে চমৎকার।
কৃষ্ণের চরণে করিলেন নমস্কার॥
স্তুতি করিলেন পার্থ যোড় করি কর।
এক নিবেদন করি শুন গদাধর॥
তোমা বিনা গতি মম নাহি নারায়ণ।
এমত বিপদে মোরে করিলা তারণ॥
তোমার কারণে হয় প্রতিজ্ঞা পূরণ।
তোমার প্রসাদে দেখি আমি বন্ধুজন॥
তোমার কৃপায় জয় হইল সকল।
তোমার ভরসা আমি করি হে কেবল॥
শুন কৃষ্ণ তুমি মম হও বুদ্ধি বল।
তোমার কারণে আমি পাইব সকল॥
তোমার কারণে কত দিন রহি ক্ষিতি।
তোমার কৃপায় করি ভোগ বসুমতী॥

তোমার দয়ায় যদি করিব সমর।
তোমার কৃপায় তরি সঙ্কট সাগর॥
কাণ্ডারি করুণাময় তরাইতে সিন্ধু।
অখিলের নাথ কৃষ্ণ অনাথের বন্ধু॥
দীননাথ দয়ার ঠাকুর দীন জনে।
সদা মন রহে যেন তোমার চরণে॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সখে তুমি বিচক্ষণ।
চিনিলা আমারে তুমি ইন্দ্রের নন্দন॥
তোমাহৈতে প্রিয় মম নাহিক সংসারে।
নিশ্চয় জানিহ কহিলাম হে তোমারে॥
তোমা পঞ্চ জনে মম প্রীতি অতিশয়।
অতএব তব কার্য্য করি ধনঞ্জয়॥
কায়মনোবাক্যে যেই চিন্তয়ে আমারে।
অনুক্ষণ তারে রাখি বিপদসাগরে॥
অনুক্ষণ মম নাম লয় যেই জন।
তাহার নাহিক ভয় যমের সদন॥
জল ভেদি পদ্ম যেন উঠে ক্রমে২।
সেই মত মুক্ত আমি করি ভক্তগণে॥
তুমি প্রিয় বন্ধু মম ইন্দ্রের নন্দন।
অতএব তব কার্য্যে করি প্রাণপণ॥
এত শুনি ধনঞ্জয় হয়ে পূর্ণকাম।
গোবিন্দের পদে বীর করেন প্রণাম॥
জয়দ্রথ বধ কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

### অথ যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণার্জ্জুনের পরস্পর নানা কথা।

শ্রীজনমেজয় মুনিবরে জিজ্ঞাসিল।
কহ শুনি মুনি কোন প্রসঙ্গ হইল॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
এই মত জয়দ্রথ হইল নিধন॥
অর্জ্জুনের প্রতি কৃষ্ণ আনন্দিত মন।
করে ধরি আলিঙ্গন করেন তখন॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন শুন কহি ধনঞ্জয়।
তব হেতু চিন্তান্বিত ধর্ম্মের তনয়॥
অতএব শীঘ্রগতি চল তথাকারে।
যুধিষ্ঠির না জানি আছেন কি প্রকারে।
এত শুনি ধনঞ্জয় চলেন সত্বর।
সাত্যকি সহিত আর বীর বৃকোদর॥
পবন গমনে রথ চালান সারথি।
ব্যূহহইতে বাহির হলেন তিন কৃতী॥
নিরখিয়া সভাকারে ধর্ম্মের নন্দন।
আলিঙ্গন করিলেন হরষিত মন॥
ধর্ম্ম বলিলেন কৃষ্ণ কহ বিবরণ।
কিরূপে হইল জয়দ্রথের মরণ॥
প্রত্যক্ষে কহেন সব কৃষ্ণ মহাশয়।
শুনি যুধিষ্ঠির রাজা সানন্দহৃদয়॥
হেনকালে আইলেন ব্যাস তপোধন।
তাঁরে দেখি উঠি প্রণমিল সর্ব্বজন॥
আশীর্ব্বাদ করিয়া বৈসেন মহাশয়।
হেনকালে জিজ্ঞাসা করেন ধনঞ্জয়॥
এক নিবেদন করি শুন মুনিবর।
কহিবা বৃত্তান্ত সব আমার গোচর॥
যে কালে গেলাম আমি যুদ্ধ করিবারে।
ব্যূহমধ্যে প্রবেশিয়া কৌরবভিতরে॥
হেনকালে আসি যুদ্ধ আরম্ভ করিতে।
এক মহাবীর আইল শূল করি হাতে॥
পর্ব্বত আকার অতিদীর্ঘ কলেবর।
হাতেতে ত্রিশূল যেন তাল তরুবর॥
সূর্য্যের সদৃশ তেজ প্রকাণ্ড শরীর।
আচম্বিতে রণস্থলে আইল মহাবীর॥
মম রথ আগে বীর ধায় বায়ুবেগে।
অশ্ব হস্তী রথ বিন্ধে ত্রিশূলের আগে॥
তিনি বিনাশিলেন কৌরব সৈন্যগণ।
সমরে কেবল করি অস্ত্র বরিষণ॥
ইহার যথার্থ আজ্ঞা কর মুনিবর।
কেবা সেই মহাবীর দীর্ঘ কলেবর॥
এত শুনি কহিলেন ব্যাস তপোধন।
সমুদ্র সদৃশ বুদ্ধি বড় বিচক্ষণ॥
বলি শুন ধনঞ্জয় শুন সাবধানে।
ইহার বৃত্তান্ত আমি কহি তব স্থানে॥
পূর্ব্বেতে তোমারে কহিলেন পঞ্চানন।
তোমার সহায় আমি হব অনুক্ষণ॥
অতএব শিব আসি করেন সমর।
তোমারে জানাই শুন পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
রুদ্ররূপে সৃষ্টি তিনি করেন সংহার।
নিশ্চয় জানিহ এই কুন্তীর কুমার॥
এত শুনি ধনঞ্জয় মানেন বিস্ময়।
এই কথা সত্য সভে জানিহ নিশ্চয়॥
এত বলি স্বস্থানে গেলেন তপোধন।
মহাআনন্দিত হৈল সব যোদ্ধাগণ॥
নানা বাদ্য বাজে সভে ছাড়ে সিংহনাদ।
কৌরবের সেনাগণ গণিল প্রমাদ॥

জয়২ শব্দ হৈল পাণ্ডবের দলে।
না শুনি শ্রবণে কিছু বাদ্য কোলাহলে॥
শত শত শঙ্খ বাজে বরঙ্গের রোল।
শত২ ঢাক বাজে শত২ ঢোল॥
কোটি২ বিরকালি বাজে জগঝম্প।
বাদ্যের নিনাদে হৈল কৌরবের কম্প॥
মুহুর্মুহু হুহুঙ্কার ছাড়ে বীরগণ।
মেঘের নিস্বন যেন রথের নিস্বন॥
হয় হস্তী গর্জ্জন করয়ে অনুক্ষণ।
মহাশব্দে গর্জ্জিতে লাগিল সেনাগণ॥
মহানন্দে ভাসে সব পাণ্ডবের দল।
শুনি দুর্য্যোধন রাজা হইল বিকল॥
দুর্য্যোধন বলে শুন সর্ব্ব যোদ্ধাগণ।
রাত্রি দিন যুদ্ধ কর নাহি নিবারণ॥
উলুকা জ্বালিয়া আজি করহ সমর।
পুনঃ২ বলে রাজা হইয়া কাতর॥
এত বলি শত২ উলুকা জ্বালিল।
উলুকা জ্বালিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল॥
এতেক দেখিয়া পাণ্ডবের সেনাগণ।
লক্ষ২ উলুকা জ্বালিল সেইক্ষণ॥
দুই২ উল্কা ধরি রথের উপর।
হেনমতে যোদ্ধাগণ করয়ে সমর॥
সংশপ্তকে চলিলেন পার্থ নারায়ণ।
মহাঘোর যুদ্ধ হৈল না যায় লিখন॥
চক্রব্যূহ করে হোথা দ্রোণ মহাবীর।
পাণ্ডবের সেনাগণ কেহ নহে স্থির॥
নিবারিতে না পারিল বীর বৃকোদর।
রাজারে ধরিতে যায় দ্রোণ ধনুর্দ্ধর॥
হেনকালে শীঘ্রগতি ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর।
হাতে ধনু ধরি ধায় নির্ভয় শরীর॥
বাণ বৃষ্টি করে দ্রোণ তাহার উপর।
নিবারয়ে বাণ ধৃষ্টদ্যুম্ন ধনুর্দ্ধর॥
তবে ক্রোধে দ্রোণাচার্য্য এড়ে পঞ্চ বাণ।
কবচ কাটিয়া তার করে খান২॥
আর বাণ এড়ে দ্রোণ তারা হেন ছোটে।
নির্ভরে বাজিল ধৃষ্টদ্যুম্নের ললাটে॥
রথেতে পড়িল বীর হয়ে অচেতন।
রথ লয়ে সারথি পলায় সেইক্ষণ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন পলাইল দেখি দ্রোণ বীর।
বাণে খণ্ড২ করে রাজার শরীর॥
রাজার সংশয় দেখি সাত্যকি সত্বর।
শত২ বাণ এড়ে দ্রোণের উপর॥
সন্ধান পূরিয়া করে বাণ বরিষণ।
সাত্যকি দেখিয়া বীর হৈল ক্রোধমন॥
সাত্যকি উপরে গুরু পূরিল সন্ধান।
একবারে প্রহারিল এক শত বাণ॥
দেখিয়া সাত্যকি বীর পূরিল সন্ধান।
খান২ করি কাটে আচার্য্যের বাণ॥
কাটিয়া সকল বাণ শিনির নন্দন।
দ্রোণের উপরে এড়ে তীক্ষ্ণ অস্ত্রগণ॥
বাণাঘাতে দ্রোণাচার্য্য হৈল অচেতন।
হাতেহৈতে খসিয়া পড়িল শরাসন॥
বাণে খণ্ড২ হৈল দ্রোণের শরীর।
মুষলের ধারে অঙ্গে বহিছে রুধির॥
সিংহনাদ করি রণে শিনির নন্দন।
মুহূর্ত্তেকে নিপাতিল বহু সেনাগণ॥
সাত্যকির যুদ্ধ দেখি ধর্ম্মের কুমার।
ধন্য২ করি প্রশংসেন বহুবার॥
কতক্ষণে দ্রোণাচার্য্য পাইল চেতন।
হাতে ধনু করি বীর মহাক্রোধ মন॥
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া এড়ে দিব্য বাণ।
আকর্ণ পূরিয়া বীর করিল সন্ধান॥
এক বারে প্রহারিল দশ গোটা বাণ।
রথে পড়ে শিনিপুত্র হইয়া অজ্ঞান॥
মুর্চ্ছিত দেখিয়া রথ ফিরায় সারথি।
সাত্যকিরে লয়ে পলাইল শীঘ্রগতি॥
তবে মহাক্রোধে দ্রোণ অস্ত্রবৃষ্টি করে।
লক্ষ২ সেনা পড়ে সংগ্রামভিতরে॥
দ্রোণের বিক্রম দেখি ধর্ম্মের তনয়।
সৈন্যগণ পড়ে বহু দেখি হৈল ভয়॥
চিন্তাকুল যুধিষ্ঠির কুন্তীর নন্দন।
কি করিব কি হইবে কে করিবে রণ॥
দুঃখিত হইয়া তবে ধর্ম্ম নরপতি।
রথ ছাড়ি সেই স্থলে বসিলেন ক্ষিতি॥
রাজারে চিন্তিত দেখি হিড়িম্বানন্দন।
সত্বরে আইল বীর দেখিতে ভীষণ॥
যুধিষ্ঠির আগে কহে করি যোড় কর।
কিসের কারণে দুঃখ ভাব নরবর॥
মোরে আজ্ঞা কর যদি শুন নরনাথ।
একেশ্বর কৌরবেরে করিব নিপাত॥
এত শুনি আনন্দিত ধর্ম্মের নন্দন।
মুখে চুম্ব দিয়া করিলেন আলিঙ্গন॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন মহাবীর।
তোমার বিক্রমে দেবগণ নহে স্থির॥

ব্যূহ ভেদি মার পুত্র কুরু সেনাগণ।
মহাধনুর্দ্ধর বীর ভীমের নন্দন॥
ঘটোৎকচ বলে তুমি দেখ নরপতি।
অবশ্য মারিব আমি দ্রোণসেনাপতি॥
এত বলি মহাবীর গদা লয়ে করে।
শীঘ্রগতি প্রবেশিল ব্যূহের ভিতরে॥
মহাশব্দ করি বীর ব্যূহ প্রবেশিল।
দেখিয়া পাণ্ডব বল সানন্দ হইল॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি যে আর বৃকোদর।
সহদেব নকুল আর পঞ্চালঈশ্বর॥
শতানীক মদিরাক্ষ মৎস্য নরবর।
জরাসন্ধসুত সহদেব ধনুর্দ্ধর॥
ক্রমে২ সর্ব্ব জন ব্যূহ প্রবেশিল।
রথি রথি গজে গজে মহাযুদ্ধ হৈল॥
জনমেজয় জিজ্ঞাসিল কহ মুনি আর।
কিরূপে করিল যুদ্ধ ভীমের কুমার॥
বিস্তারিয়া সব কথা কহ মহাশয়।
কৃপা করি মুনি মোর খণ্ডাহ বিস্ময়॥
দ্রোণপর্ব্ব সুধারস ঘটোৎকচ বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে॥

### অথ কুরু সৈন্যের সহিত ঘটোৎকচের মহাযুদ্ধ ও অলম্বুষবধ।

মুনি বলে শুন রাজা অপূর্ব্ব কথন।
মহাপরাক্রম বীর হিড়িম্বানন্দন॥
তাল তরু সম গদা হাতে মহাবীর।
কুরু সেনামধ্যে ধায় নির্ভয় শরীর॥
গদা লয়ে ঘটোৎকচ বায়ুবেগে ধায়।
রথ গজ পদাতিক চূর্ণ করি যায়॥
সৃষ্টি নাশ করে যেন প্রচণ্ড তপন।
সেই মত ঘটোৎকচ ভীমের নন্দন॥
পর্ব্বত আকার কৈল দীর্ঘ কলেবর।
অভেদ্য শরীর কৈল বজ্রসমশর॥
কৈল দশ যোজন সুদীর্ঘ কলেবর।
মেঘের আকার বর্ণ মহাভয়ঙ্কর॥
মুখখান যুড়ে পৃথ্বী গগণমণ্ডল।
আনন্দিত ঘটোৎকচ হাসে খল২॥
মুখ দেখি কুরুসৈন্য হারায় চেতন।
বিনা যুদ্ধে শত২ ত্যজিল জীবন॥
ঘটোৎকচ মুখ দেখি কুরুসেনাগণ।
সত্বরে পলায় সভে লইয়া জীবন॥
শিমুলের তুলা যেন উড়ায় পবনে।
হেন মতে পলাইল সব সেনাগণ॥
ঘটোৎকচ আগেতে না রহে কোন বীর।
সিংহনাদ করে বীর নির্ভয় শরীর॥
হেনকালে আইল দুঃশাসননন্দন।
দোষণ তাহার নাম রূপেতে মদন॥
রথে চড়ি ধনু ধরি আইসে শীঘ্রগতি।
শরজালে আবরিল ঘটোৎকচ রথী॥
আনন্দিত ঘটোৎকচ ভীমের নন্দন।
গদা লয়ে ধায় যেন কাল হুতাশন॥
ক্ষুধার্ত্ত গরুড় যেন পাইল ডুণ্ডুভ।
মহাক্রোধে ঘটোৎকচ ধায় সেই রূপ॥
গদার প্রহার কৈল তাহার উপর।
রথ অশ্ব সারথিরে নিল যমঘর॥
লাফ দিয়া যায় দুঃশাসনের নন্দন।
দেখি ধায় ঘটোৎকচ মহাক্রুদ্ধমন॥
অষ্ট শিরা গদা গোটা লয়ে বীর হাতে।
হাসিতে২ মারে দোষণের মাথে॥
বজ্রাঘাতে যেন গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ হয়।
সেই মত পড়ে দুঃশাসনের তনয়॥
দোষণ পড়িল দেখি কান্দে দুঃশাসন।
হাহাকার করি কান্দে যত যোদ্ধাগণ॥
পুত্রশোকে দুঃশাসন মহাক্রুদ্ধ হয়ে।
হাতে ধনু করি আইল দিব্য অস্ত্র লয়ে॥
সন্ধান পূরিয়া যোড়ে চোখ২ শর।
দেখি ঘটোৎকচ বীর হরিষঅন্তর॥
দুঃশাসনে ডাকি বলে ঘটোৎকচ বীর।
আজি যুদ্ধ দেহ মোরে হইয়া সুস্থির॥
কৌতুক দেখিবে আজি যত যোদ্ধাগণ।
অবশ্য পাঠাব তোরে যমের সদন॥
এত বলি দিব্য অস্ত্র নিল ঘটোৎকচ।
দশ বাণে দুঃশাসনের কাটিল কবচ॥
আর দশ বাণ এড়ে পূরিয়া সন্ধান।
দুঃশাসনের অঙ্গ কাটি করে খান২॥
মূর্চ্ছিত হইয়া তবে দুঃশাসন বীর।
রণ ত্যজি পলাইল হইয়া অস্থির॥
দুঃশাসনভঙ্গ দেখি হাসে মহাবীর।
সিংহনাদ করি বুলে নির্ভয় শরীর॥
নানা মায়া করি বুলে ভীমের নন্দন।
রাক্ষসী মায়ায় বীর বড় বিচক্ষণ॥
কোনখানে অগ্নিরূপে পোড়ায় সেনাগণ।
দাবানল দগ্ধ যেন করে মহাবন॥

সিংহরূপ ধরি কোথা হস্তী করে নাশ।
দেখিয়া কৌরবগণ গণিল তরাস॥
ঘটোৎকচ যুদ্ধ দেখি ধর্ম্মের নন্দন।
ধন্য২ করিয়া করেন প্রশংসন॥
কৌরবের দলে হৈল রোদন অপার।
একা ঘটোৎকচ বীর কৈল মহামার॥
সৈন্যগণ পড়ে দেখি কান্দে দুর্য্যোধন।
হেনকালে আইল কর্ণ রবির নন্দন॥
ক্রোধে ধনু ধরি বীর চলে সেইক্ষণ।
ঘটোৎকচ সহ গেল করিবারে রণ॥
দেখি ঘটোৎকচ বীর ধাইল সত্বর।
গদা তুলি মারে বীর কর্ণের উপর॥
অশ্ব সহ সারথিরে করিলেক চূর।
লাফ দিয়া পলাইল কর্ণ মহাসুর॥
কর্ণ পলাইল দেখি ভীমের নন্দন।
মহাকোপে বহু সৈন্য করিল নিধন॥
শত২ হস্তি মারে গদার প্রহারে।
লক্ষ২ পদাতিক নিমিষে সংহারে॥
শত২ রথ পড়ে হয়ে খান২।
দেখিয়া কৌরব বল হৈল কম্পমান॥
হাহাকার শব্দ করে যত যোদ্ধাগণ।
দেখি দুর্য্যোধন রাজা শোকাকুল মন॥
ঘটোৎকচ যুদ্ধ দেখি দ্রোণের নন্দন।
সিংহনাদ করি গেল করিবারে রণ॥
সন্ধান পূরিয়া অশ্বত্থামা এড়ে বাণ।
দেখি ঘটোৎকচ বীর ক্রোধে কম্পমান॥
এক লাফে নিজ রথে চড়ে বীরবর।
গদা এড়ি ধনুঃশর লইল সত্বর॥
হাতে তুলি নিল বীর দুর্দ্ধরিষ ধনু।
সন্ধান পূরিয়া বিন্ধে দ্রোণপুত্র তনু॥
শীঘ্র অস্ত্র অশ্বত্থামা পূরিয়া সন্ধান।
নিমিষেকে নিবারিল ঘটোৎকচবাণ॥
বাণ ব্যর্থ করি বীর সন্ধান পূরিল।
তীক্ষ্ণভল্ল দশ গোটা অঙ্গেতে মারিল॥
মোহ গেল ঘটোৎকচ রথের উপর।
সিংহনাদ করি বুলে দ্রোণের কোঙর॥
কতক্ষণে ঘটোৎকচ পাইল চেতন।
ক্রোধে মূর্ত্তি দেখি যেন কাল হুতাশন॥
ধনু এড়ি গদা লয়ে ধাইল সত্বর।
দোহাতিয়া বাড়ি মারে রথের উপর॥
গদার প্রহারে রথ খণ্ড২ হৈল।
লাফ দিয়া অশ্বত্থামা বেগে পলাইল॥

ভয়ে কম্পমান হৈল দ্রোণের নন্দন।
শীঘ্রগতি পলাইল লইয়া জীবন॥
তবে ঘটোৎকচ বীর কুপিত অন্তরে।
হাতে গদা করি বীর ভ্রময়ে সমরে॥
লেখা জোখা নাই যত পড়ে সেনাবর।
পলাইয়া যায় সভে ত্যজিয়া সমর॥
বায়ুবেগে ধায় যত অশ্ব আসোয়ার।
পলায় পদাতিগণ লেখা নাহি তার॥
হেনমতে ঘটোৎকচ করে মহামার।
কৌরবের বলে উঠে সদা হাহাকার॥
হেনকালে অলম্বুষ আইল রাক্ষস।
মহাপরাক্রম বীর অসম সাহস॥
রাক্ষসের সেনা লয়ে ধাইল সত্বর।
পর্ব্বত আকার বীর মহাভয়ঙ্কর॥
রাক্ষস দেখিয়া ধায় ঘটোৎকচ বীর।
মহাগদা হাতে করি নির্ভয় শরীর॥
গদার প্রহার করে রাক্ষসউপর।
অনেক রাক্ষস মারে সংগ্রাম ভিতর॥
অশ্ব হস্তি পদাতিক সম্মুখে যে পায়।
গদার প্রহারে বীর চূর্ণ করি যায়॥
কোটি২ সৈন্য পড়ে না যায় লিখন।
দেখি পলাইয়া যায় যত যোদ্ধাগণ॥
তবে ক্রোধে অলম্বুষ রাক্ষসঈশ্বর।
গদা লয়ে ধায় বীর সংগ্রাম ভিতর॥
তবে ক্রোধে ঘটোৎকচ ভীমের কোঙর।
গদা প্রহারিল অলম্বুষের উপর॥
গদার প্রহারে বীর হইল জর্জ্জর।
ত্রাস পায়ে উঠে গিয়া আকাশউপর॥
অন্তরীক্ষে থাকি বীর করে ঘোর রণ।
দেখিয়া কুপিল বীর হিড়িম্বানন্দন॥
অন্তরীক্ষে ঘটোৎকচ উঠিল সত্বর।
মহাযুদ্ধ করে দোঁহে শূন্যের উপর॥
ত্রাস পায়ে অলম্বুষ মেঘে লুকাইল।
দেখি ঘটোৎকচ বীর কুপিত হইল॥
মায়া করি লুকাইল হিড়িম্বানন্দন।
দেখি ভয়ে রাক্ষস পলায় সেইক্ষণ॥
তথাহৈতে অলম্বুষ নামে রণস্থল।
দেখিয়া ধাইল ঘটোৎকচ মহাবল॥
পুনরপি দুই জনে হইল সংগ্রাম।
নানা মায়া করে বীর অতিঅনুপম॥
দিব্য রথে অলম্বুষ করি আরোহণ।
ভীমের নন্দনে করে বাণ বরিষণ॥

তবে ঘটোৎকচ বীর গদা লয়ে ধায়।
রথ অশ্ব চূর্ণ বীর করে এক ঘায়॥
লাফ দিয়া পলাইল রাক্ষসঈশ্বর।
পুনরপি গদা লয়ে ধাইল সত্বর॥
গদা যুদ্ধ করে দোঁহে অবনিউপর।
গদার প্রহারে দোঁহে হইল জর্জ্জর॥
পুনরপি রাক্ষস হইল লুকি কায়।
কোথায় আছয়ে কেহ দেখিতে না পায়॥
কতক্ষণে রাক্ষস আইল আরবার।
সৈন্যের উপরে করে গদার প্রহার॥
দেখিয়া ধাইল বীর হিড়িম্বানন্দন।
পুনরপি দুই জনে করে মহারণ॥
দিব্য রথে চড়ি দোঁহে করয়ে সমর।
বাণেতে দোঁহার অঙ্গ হইল জর্জ্জর॥
তবে কোপে বাণ এড়ে ঘটোৎকচ বীর।
বাণে বিন্ধি অলম্বুষে করিল অস্থির॥
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল শীঘ্রগতি।
পুনরপি লুকাইল রাক্ষসের পতি॥
মায়া করি পর্ব্বত হইল নিশাচর।
শত শৃঙ্গ ধরে গিরি মহাভয়ঙ্কর॥
তার এক শৃঙ্গে রহে রাক্ষসের পতি।
রণস্থলে পর্ব্বত হইল শীঘ্রগতি॥
মহাশব্দ করি পড়ে রাক্ষসউপর।
রথ ধ্বজ চূর্ণ করে সংগ্রাম ভিতর॥
দেখি ঘটোৎকচ বীর ধাইল সত্বর।
এক লাফে চড়ে গিয়া রথের উপর॥
পর্ব্বতের শৃঙ্গে দেখি বস্যাছে রাক্ষস।
গদা হাতে করি ধায় অসমসাহস॥
এক গদাঘাতে সব মায়া কৈল চুর।
অলম্বুষ পলাইয়া গেল অতিদূর॥
পুনরপি রাক্ষস আইল আচম্বিত।
দেখি ধায় ঘটোৎকচ নহে কিছু ভীত॥
এক লাফে চড়ে তার রথের উপর।
অলম্বুষ রাক্ষসেরে ধরিল সত্বর॥
চুলেধরি রাক্ষসেরে ভূমেতে পাড়িল।
মুকটির ঘায়ে তার মস্তক ভাঙ্গিল॥
অলম্বুষ পড়িল তরাস কুরুবলে।
মহামার ঘটোৎকচ করে রণস্থলে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

### অথ কর্ণকর্ত্তৃক ঘটোৎকচ বধ।

পিতার বিনাশ দেখি আলম্বুষি বীর।
সিংহনাদ করি আইল নির্ভয় শরীর॥
হস্তির উপরে বীর আরোহণ করি।
নানা মায়া করে বীর হাতে ধনু ধরি॥
দেখিয়া ধাইল ঘটোৎকচ মহাবলে।
গদার প্রহার করে করিকুম্ভস্থলে॥
পৃথিবীতে দন্ত দিয়া পড়িল বারণ।
লাফ দিয়া পলাইল রাক্ষস দুর্জন॥
পুনরপি অলায়ুধ চড়ি দিব্য রথে।
সংগ্রামের স্থলে আইল ধনুঃশর হাতে॥
সন্ধান পূরিয়া বিন্ধে ঘটোৎকচ বীরে।
সর্ব্ব অঙ্গ রক্তবর্ণ হইল রুধিরে॥
তবে ঘটোৎকচ বীর ক্রোধে ভয়ঙ্কর।
গদা ফেলি মারে তার রথের উপর॥
গদার প্রহারে রথ চূর্ণ হয়ে গেল।
লাফ দিয়া অলায়ুধ ভূমিতে পড়িল॥
ধনু অস্ত্র এড়ি তবে গদা নিল করে।
গদাযুদ্ধ করে দোঁহে সংগ্রামভিতরে॥
মহাকোপে ডাক ছাড়ে করে মার২।
দোঁহে দোঁহাকারে করে গদার প্রহার॥
মণ্ডলী করিয়া দোঁহে ফিরে চারি ভিত।
কোপে হুহুঙ্কার ছাড়ে অতিবিপরীত॥
তবে ঘটোৎকচ বীর মহামার কৈল।
অলায়ুধের সব্য হস্তে গদা প্রহারিল॥
দারুণ প্রহারে হস্ত খণ্ড২ হইল।
মর্ম্মব্যথা পায়ে বীর ভূমিতে পড়িল॥
লাফ দিয়া ধরে ঘটোৎকচ মহাবল।
এক চড়ে ভাঙ্গিল তাহার বক্ষস্থল॥
মহাকায় রাক্ষস পড়িল ভূমিতলে।
দেখিয়া হইল ভয় কৌরবের দলে॥
অলায়ুধ পড়িল যদি দেখি বিদ্যমান।
ভয়ে কোন বীর আর নহে আগুআন॥
গদা হাতে করি ধায় ঘটোৎকচ বীর।
গদার প্রহারে সৈন্য করিল অস্থির॥
মহাকোপে ঘটোৎকচ বায়ুবেগে ধায়।
রথ সৈন্য অশ্বগণে চূর্ণ করি যায়॥
লক্ষ২ পদাতিক হইল সংহার।
দেখি দুর্য্যোধন রাজা করে হাহাকার॥
আজি ঘটোৎকচ বীর করিল সংহার।
মোর সৈন্যে বীর নাই সমান ইহার॥

অভিমন্যু ঘটোৎকচ সম দুই জনা।
অন্য বীর নাহি এই দোঁহার তুলনা॥
ভীমের সমান বীর মহাপরাক্রম।
গদা হাতে করি ধায় যেন কাল যম॥
হেনকালে পাণ্ড্য রাজা রথে চড়ি আইল।
দুর্য্যোধন প্রতি তবে ডাকিয়া বলিল॥
কিকারণে মহারাজ চিন্তা কর তুমি।
দেখ ঘটোৎকচ বীরে বিনাশিব আমি॥
এত বলি ধনু ধরি যায় নৃপবর।
দেখি দুর্য্যোধন বীর হরিষ অন্তর॥
ঘটোৎকচ দেখি বীর ছাড়ে সিংহনাদ।
আজি তোর ঘুচাইব সংগ্রামের সাদ॥
স্থির হয়ে ঘটোৎকচ দেহ মোরে রণ।
এক বাণে পাঠাইব যমের সদন॥
এত শুনি ঘটোৎকচ মহাক্রুদ্ধ হইল।
হাতে গদা করি বীর সত্বরে ধাইল॥
সন্ধান পূরিয়া পাণ্ড্য রাজা এড়ে বাণ।
গদায় ঠেকিয়া বাণ হইল খান২॥
তবে পাণ্ড্য রাজা কোপে এড়ে পঞ্চ বাণ।
পঞ্চ বাণে গদা কাটি করে খান২॥
গদা কাটা গেল বীর অস্ত্র নাহি আর।
চড় চাপড়েতে বীর করে মহামার॥
মহাকোপে ঘটোৎকচ ভীমের নন্দন।
রথখান সাপটিয়া ধরে সেইক্ষণ॥
এক টানে ফেলে বীর দ্বাদশ যোজন।
হেনমতে পাণ্ড্য রাজা ত্যজিল জীবন॥
এতেক দেখিয়া সভে লাগে চমৎকার।
কৌরবের সেনাগণ গণিল অসার॥
দুর্য্যোধন বলে শুন সর্ব্ব যোদ্ধাগণ।
সভে মেলি ঘটোৎকচে করহ নিধন॥
সর্ব্বনাশ কৈল মোর ভীমের নন্দন।
কোন মতে জয় হবে আজিকার রণ॥
ইহার বিধান সভে কহত আমারে।
ঘটোৎকচ বধ করি কিমত প্রকারে॥
দুর্য্যোধনে কাতর দেখিয়া যোদ্ধাগণ।
রথে চড়ি ধায় সভে করিবারে রণ॥
প্রাণ উপেক্ষিয়া সভে করয়ে সমর।
নানা অস্ত্র ফেলে ঘটোৎকচের উপর॥
ভুষণ্ডি তোমর শক্তি শেল জাঠা জাঠি।
ত্রিশূল পট্টিশ নানা অস্ত্র কোটি২॥
মুষলের ধারে যেন বৃষ্টি হয় নীর।
হেনমতে অস্ত্র ফেলে সব মহাবীর॥

দেখিয়া কুপিল বীর হিড়িম্বানন্দন।
কোপেতে লোহিত নেত্র সাক্ষাৎ শমন॥
শীঘ্রগতি ধনু ধরি করিল সন্ধান।
খণ্ড২ করি কাটে সভাকার বাণ॥
কাটিয়া সকল অস্ত্র ভীমের তনয়।
দশ২ বাণে বিন্ধে সভার হৃদয়॥
বাণাঘাতে যোদ্ধাগণ হইল অচেতন।
ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া যায় সর্ব্ব জন॥
তবে ক্রোধে ঘটোৎকচ যেমন শমন।
নিমিষেকে মারিলেক লক্ষ সেনাগণ॥
দেখিয়া ব্যাকুল বড় হইল দুর্য্যোধন।
রোদন করিয়া যায় যত যোদ্ধাগণ॥
রথ এড়ি পথ বহে হয় ছাড়ি ধায়।
আতঙ্কেতে ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া যায়॥
বিষম সমরে সেনা করিল নিধন।
বিমানে বসিয়া দেখে সব দেবগণ॥
শোকাকুল দুর্য্যোধন হইল মূর্চ্ছিত।
জ্ঞানহীন হইল যেন নাহিক সম্বিত॥
কি করিব কি হইবে ইহার উপায়।
ভাবিতে২ রাজার হৃদয় শুকায়॥
হইল চিন্তার জ্বর থর২ কাঁপি।
আগুন ছুটিল গায় হয়ে অনুতাপী॥
হেনকালে অশ্বত্থামা দ্রোণের নন্দন।
কর্ণেরে কহিল শুন আমার বচন॥
এক ঘাতি অস্ত্র আছে তোমার সদনে।
বজ্রের সদৃশ অস্ত্র নহে নিবারণে॥
সেই অস্ত্র এড়ি মার ভীমের নন্দন।
অবশ্য সংহার হবে না যায় খণ্ডন॥
ইহা বিনা আর কিছু না দেখি উপায়।
সেই বাণে হবে ক্ষয় কহিনু তোমায়॥
কর্ণ বলে সেই বাণে বধিব অর্জ্জুনে।
যতনে রাখিনু আমি তথির কারণে॥
বিতরণ কবচ করিয়া পাই বাণ।
যাহাতে অর্জ্জুন বীর না ধরিবে টান॥
এই অস্ত্রাঘাতে যদি ঘটোৎকচে বধি।
নিশ্চয় লিখিল মম মৃত্যু তবে বিধি॥
অর্জ্জুনের হাতে মম অবশ্য মরণ।
করিল বিধাতা এই তার সংঘটন॥
বধিতাম অর্জ্জুনে অবশ্য এই বাণে।
যতন করি রাখিয়াছি তথির কারণে॥
অশ্বত্থামা বলে ভাল বলিলা বিধান।
আজি ঘটোৎকচেরে করহ সমাধান॥

ইহার হাতেতে রক্ষা যদি পাও রণে।
তবে অর্জ্জুনেরে তুমি বধিও জীবনে॥
এত শুনি কর্ণ কহে আনন্দিত মন।
ভাল যুক্তি কহিলা হে গুরুর নন্দন॥
দুর্য্যোধন বলে শুন কর্ণ ধনুর্দ্ধর।
এই অস্ত্র এড়িয়া রাক্ষস বধ কর॥
হেন অস্ত্র আছে যদি তোমার সদনে।
তবে চিন্তা কর তুমি কিসের কারণে॥
অর্জ্জুনে বধিবা বলি রাখিয়াছ বাণ।
যে হয় পশ্চাৎ তার করিব বিধান॥
আজি রক্ষা কর ঝাঁট রাক্ষসের হাতে।
কেমনে দেখহ সেনা সংহারে সাক্ষাতে॥
এইকালে ঝাঁট কর রাক্ষসসংহার।
কোটি২ সৈন্য দেখ মারিল আমার॥
এত শুনি কর্ণ বীর চলিল সত্বর।
হাতে ধনু করি উঠে রথের উপর॥
মহাদম্ভ করি যায় রবির নন্দন।
দেখি দুর্য্যোধন হৈল আনন্দিত মন॥
তবে কর্ণ মহাবীর সন্ধান পূরিয়া।
ঘটোৎকচ সন্নিকটে উত্তরিল গিয়া॥
কোপে ঘটোৎকচ বীর গদা লয়ে করে।
হুহুঙ্কার করি ধায় সংগ্রাম ভিতরে॥
গদার প্রহারে মারে বড়২ রথী।
নলবন দলে যেন মদমত্ত হাতী॥
গলা ধরি ঘোড়া মারে করি কুম্ভে গদা।
গর্জ্জিয়া গজেন্দ্র পাড়ে পড়ে রণে পদা॥
রাহু যেন রাক্ষস রুষিয়া হুতাশন।
পদের চালন যার যুড়িয়া যোজন॥
পসারিলে মুখখান যেন সরোবর।
রবি যেন চক্ষু রাঙ্গা দেখি লাগে ডর॥
চরণের দপদপি বসুমতী কাঁপে।
সাগর লঙ্ঘিতে যার শক্তি একলাফে॥
বাণ নাহি বিন্ধে গায় উখড়িয়া পড়ে।
ঘন২ সংগ্রামেতে সিংহনাদ ছাড়ে॥
বিপরীত বীরের বিষম বক্রগতি।
দেখি মহাকোপে ধায় অঙ্গদেশপতি॥
লইয়া একঘ্নী অস্ত্র রবির তনয়।
সন্ধান পূরিয়া মারে তাহার হৃদয়॥
অনল সমান চলে একঘাতী অস্ত্র।
দেখি ঘটোৎকচ ভয়ে হৈল মহাত্রস্ত॥
অস্ত্র যেন আইসে অচলবৎ হয়ে।
পড়িছে অনলকণা তাহে বরষিয়া॥
বাণ দেখি রাক্ষসের উড়িল পরাণ।
নিতান্ত ইহার ঠাঁই নাহিক এড়ান॥
নানা অস্ত্র এড়ে বীর বাণ কাটিবারে।
মুষল মুদ্গর মারে অস্ত্রের উপরে॥
সর্ব্ব অস্ত্র ব্যর্থ করি ধায় বাণপতি।
বক্ষোদেশে বিন্ধিলেক ঘটোৎকচ রথী॥
বাণাঘাতে ব্যথিত হইয়া বীরবর।
ডাকিয়া বলিল শুন বাপ বৃকোদর॥
হেন বুঝি অন্তকাল হইল আমার।
মৃত্যুকালে কি করিব তব উপকার॥
এত শুনি বৃকোদর শোকেতে আকুল।
ডাকিয়া বলিল চাপি পড় কুরুকুল॥
বীরকর্ম্ম কৈলা পুত্র অতুল সংসারে।
সম্মুখ সংগ্রামে পড়ি যাহ স্বর্গপুরে॥
এত শুনি ঘটোৎকচ হইল ভয়ঙ্কর।
দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ কৈল কলেবর॥
কুরুবল চাপিয়া পড়িল মহাশূর।
লক্ষ২ রথ অশ্ব করিলেক চূর॥
শত২ হস্তী পড়ে দীর্ঘ২ দন্ত।
পদাতিক যত পড়ে নাহি তার অন্ত॥
কুরুবল ক্ষয় করে ভীমের নন্দন।
দেখি শোকাকুল হৈল যত বন্ধুজন॥
দুই দলে হইল ক্রন্দন কোলাহল।
প্রলয়ের কালে যেন সমুদ্র কল্লোল॥
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি ঘোর অন্ধকার।
এই কালে ঘটোৎকচ হইল সংহার॥
রোদন করয়ে যত পাণ্ডবের সেনা।
কুরুকুলে জয়২ বাজিছে বাজনা॥
দ্রোণ পর্ব্ব সুধারস ঘটোৎকচ বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে॥

## অথ কর্ণের নিকটে কপটে ইন্দ্রের কবচ গ্রহণোপাখ্যান।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
হেনমতে ঘটোৎকচ হইল নিধন॥
পুত্র হত দেখি ভীম করয়ে রোদন।
হাতে গদা করি ধায় মহারুষ্ট মন॥
সৃষ্টি নাশ হেতু যেন দীপ্তিমান চণ্ড।
সেই মত করে বীর সৈন্য লণ্ডভণ্ড॥
শত২ হস্তী পড়ে গদার প্রহারে।
নিমিষেকে পদাতিকে নিল যমঘরে॥

ভীমকে দেখিয়া কাল শমন সমান।
ভয়েতে পলায় সভে লইয়া পরাণ॥
সমস্ত রজনি যুদ্ধ করি সেনাগণ।
গদাঘাতে খণ্ড২ হৈল সর্ব্বজন॥
ক্ষুধা তৃষ্ণায় অবসন্ন হৈল কলেবর।
রথিগণ সেনাগণ নিদ্রায় কাতর॥
দুর্য্যোধন ভয়ে কেহ না পারে যাইতে।
হাতে অস্ত্র করি রথী পড়ি যায় রথে॥
এতেক দেখিয়া তবে বীর ধনঞ্জয়।
সৈন্যের দুর্গতি দেখি ব্যথিত হৃদয়॥
ডাকিয়া বলেন পার্থ শুন সর্ব্ব জন।
আজিকার মত যুদ্ধ কর নিবারণ॥
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সবে হইল পীড়িত।
এত শুনি সর্ব্ব জন হৈল আনন্দিত॥
ধন্য২ বলি পার্থে বলে সর্ব্ব জন।
মহাধর্ম্মশীল তুমি ইন্দ্রের নন্দন॥
দয়াশীল ধর্ম্মশীল তুমি মহাশয়।
অচিরে হইবে পার্থ তোমার বিজয়॥
এত বলি আনন্দিত হৈল সেনাগণ।
নিদ্রাযুক্ত হয়ে সভে পড়ে সেইক্ষণ॥
রণস্থলে পড়ে সভে হইয়া কাতর।
রথিগণ পড়ি গেল রথের উপর॥
গজেতে মাহুত পড়ে অশ্বে আসোয়ার।
ভূমিতলে সৈন্য পড়ে শবের আকার॥
নিদ্রাযুক্ত হয়ে সভে পড়ে রণস্থলে।
অপূর্ব্ব হইল শোভা ধরণির তলে॥
রাজগণ রথে পড়ে মৃতপ্রায় হয়ে।
রতন মুকুট সব পড়িল খসিয়া॥
কন্দর্প সমান রূপ কোমল শরীর।
রূপবন্ত বলবন্ত সভে মহাবীর॥
বিনা খাট পালঙ্গ সুনিদ্রা নাহি হয়।
রাজচক্রবর্ত্তি সভে রাজার তনয়॥
সুবর্ণ প্রদীপ জ্বলে রত্ন গৃহমাঝে।
কুসুম শয্যায় নিদ্রা যায় মহারাজে॥
মনোহর নারীগণ করয়ে সেবন।
এমত করিলে নিদ্রা যায় কদাচন॥
হেনমতে রাজপুত্র নবীন যৌবন।
রণস্থলে নিদ্রা যায় হয়ে অচেতন॥
সৈন্যের শোণিতে সব হইয়া কর্দ্দম।
হেনমতে রণস্থলে দেখি হয় ভ্রম॥
শিবাগণ চতুর্দ্দিগে বিপরীত ডাকে।
প্রেত ভূত পিশাচ আইসে ঝাকে২॥
দুর্গন্ধ কারণে লোক পথ নাহি চলে।
দেবগণ ভয় করে সেই রণস্থলে॥
নিদ্রা যায় রাজগণ হয়ে অচেতন।
শবের উপরে সভে করিল শয়ন॥
এতেক দেখিয়া পার্থ কুন্তীর নন্দন।
দুর্য্যোধনে নিন্দা করি বলিছে বচন॥
ধিক২ দুর্য্যোধন তোমার জীবনে।
এতেক দুর্গতি দুষ্ট কৈল জ্ঞাতিগণে॥
এতেক বলিয়া তবে ইন্দ্রের নন্দন।
শিবিরেতে চলিলেন লয়ে নারায়ণ॥
ঘটোৎকচ শোকে কান্দে বীর বৃকোদর।
বিলাপ করেন পার্থ অতিদুঃখাকর॥
অভিমন্যু শোকে মম বিকল শরীর।
মহাশোক দিয়া গেল ঘটোৎকচ বীর॥
বলেন কৃষ্ণেরে চাহি বীর ধনঞ্জয়।
কি করিব আজ্ঞা মোরে কহ মহাশয়॥
দুই পুত্র শোকে মম পুড়িছে শরীর।
কি কর্ম্ম করিব আজ্ঞা কর যদুবীর॥
এমত শুনিয়া কহিছেন ভগবান।
বড় কর্ম্ম কৈল তব ভীমের সন্তান॥
তাহার কারণে মৃত্যু নহিল তোমার।
শুনহ কহি যে তার পূর্ব্ব সমাচার॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন অর্জ্জুন বৃত্তান্ত।
তোমার লাগিয়া সে আইল শচীকান্ত॥
অক্ষয় কবচ ধরে কর্ণ মহাবীর।
শ্রবণে কুণ্ডল যুগ্ম সমান মিহির॥
কর্ণের সমান দাতা নাহিক ভুবনে।
যে যাহা মাগয়ে তাহা দেয় সেইক্ষণে॥
তব হিত হেতু আইল সহস্রলোচন।
উত্তরিল ইন্দ্র যথা রবির নন্দন॥
দ্বিজরূপে যান ইন্দ্র কর্ণের নিকটে।
দ্বিজ দেখি কর্ণ প্রণমিল করপুটে॥
প্রণাম করিয়া কহে রবির তনয়।
কোন দেশে ঘর তব কহ মহাশয়॥
কিসের কারণে এথা গমন তোমার।
বিবরিয়া কহ মোরে সব সমাচার॥
আশীর্ব্বাদ করিলেন সহস্রলোচন।
এক দান দেহ মোরে সূর্য্যের নন্দন॥
এত শুনি কর্ণ বলে কহ দ্বিজবর।
কোন দ্রব্যে অভিলাষ মাগহ সত্বর॥
ইন্দ্র বলে সত্য আগে কর ধনুর্দ্ধর।
তবে সে মাগিব আমি তোমার গোচর॥

এতেক শুনিয়া কর্ণ ভাবে মনে২ ।
নাহি জানি দ্বিজরূপে আইল কোন জনে ॥
যে হউক সে হউক মম সত্য অঙ্গীকার ।
যেই যাহা মাগে দিব প্রতিজ্ঞা আমার ॥
এত বলি কহে কর্ণ শুন দ্বিজবর ।
দিবত সর্ব্বথা আমি কহিনু সত্বর ॥
জানহ আমার এই সত্য অঙ্গীকার ।
প্রাণ চাহ যদি দিব না করি বিচার ॥
এত শুনি কহে ইন্দ্র কর্ণের গোচর ।
কবচ কুণ্ডল দান করহ সত্বর ॥
বিস্মিত হইয়া কর্ণ ভাবে মনে মন ।
হেনকালে সূর্য্যবাক্য হইল স্মরণ ॥
যোড় হাতে কর্ণ বলে করি নিবেদন ।
জানিনু আপনি তুমি সহস্রলোচন ॥
অর্জ্জুনের হেতু তুমি আসিয়াছ হেতা ।
কুণ্ডল কবচ দিব কত বড় কথা ॥
প্রাণ যদি চাহ তবু না করিব আন ।
এত বলি কর্ণ বীর করিল প্রণাম ॥
পুনরপি কর্ণ বলে শুন মহাশয় ।
অর্জ্জুনের হেতু তুমি কেন কর ভয় ॥
অর্জ্জুনের সখা কৃষ্ণ কমললোচন ।
তাহারে মারিবে হেন আছে কোন জন ॥
আমারে মারিবে পার্থ না যায় খণ্ডন ।
কুরুক্ষেত্রে যখন হইবে মহারণ ॥
এত বলি কর্ণ বীর হাতে খড়্গ লৈয়া ।
অঙ্গ কাটি কবচ দিলেক ফেলাইয়া ॥
কর্ণের সাহস দেখি দেব পুরন্দর ।
তুষ্ট হয়ে বলিলেন মাগি লহ বর ॥
কর্ণ বলে বর যদি দিবা দিব্যবাণ ।
একঘাতি অস্ত্র দেব মোরে দেহ দান ॥
কর্ণেরে একঘ্নী অস্ত্র দিয়া পুরন্দর ।
কবচ কুণ্ডল লয়ে গেল নিজঘর ॥
বজ্রসম বাণ সেই নহে নিবারণ ।
যাহারে প্রহারে তার অবশ্য মরণ ॥
তোমারে মারিতে কর্ণ রাখিল যতনে ।
বহুদিন গুপ্ত রাখে কেহ নাহি জানে ॥
ঘটোৎকচ হস্তে দেখি সকল সংহার ।
অতএব কর্ণ তারে করিল প্রহার ॥
ঘটোৎকচ হেতু মৃত্যু নহিল তোমার ।
নিশ্চয় জানহ এই কুন্তীর কুমার ॥
অতএব শোক না করিহ ধনঞ্জয় ।
আপনার বীর্য্য জানি শত্রু কর ক্ষয় ॥
কৃষ্ণের বচনে সভে হরষিত মন ।
শিবিরেতে গিয়া সভে করিল শয়ন ॥
মহাভারতের কথা অপূর্ব্ব কাহিনী ।
সংসার সাগর ঘোর তরিতে তরণি ॥
অবহেলে যেই জন শুনে মন দিয়া ।
অন্তকালে স্বর্গ যায় চতুর্ভুজ হৈয়া ॥
কাশীরাম দাসের প্রণাম সাধু জনে ।
দৃঢ় করি ভজ ভাই গোবিন্দ চরণে ॥

অথ যুদ্ধে দ্রুপদ রাজার মৃত্যু ।

মুনি বলে অনন্তরে শুনহ রাজন ।
প্রভাতে আইল সভে হয়ে এক মন ॥
সংশপ্তকে চলি যান কৃষ্ণ ধনঞ্জয় ।
দুই সৈন্য কোলাহলে হইল প্রলয় ॥
মহাকোপে যোদ্ধাগণ করয়ে সমর ।
বাণ বৃষ্টি করে যেন বর্ষে জলধর ॥
ভীম দুর্য্যোধনে যুদ্ধ হয় ঘোরতর ।
সাত্যকি সহিত কর্ণ করয়ে সমর ॥
দ্রোণের সহিত যুঝে পঞ্চালনন্দন ।
বিরাটের সহ সোমদত্ত করে রণ ॥
সহদেব শকুনি করয়ে ঘোর রণ ।
নকুলের সহ যুদ্ধ করে দুঃশাসন ॥
ভগদত্ত সহ যুঝে পঞ্চালরাজন ।
যুধিষ্ঠির সহ মদ্রপতি করে রণ ॥
শিখণ্ডি সহিত যুঝে দ্রোণের নন্দন ।
সমানে সমানেতে বাধিল মহারণ ॥
প্রলয় কালেতে যেন মেঘের গর্জ্জন ।
সেই মত যোদ্ধাগণ করয়ে তর্জ্জন ॥
কৃপাচার্য্য সহ জরাসন্ধের তনয় ।
কৃতবর্ম্মা চেকিতানে মহাযুদ্ধ হয় ॥
কাশীরাজসহ যুঝে সুমন্ত নৃপতি ।
শতানীক করে যুদ্ধ পৌরবসংহতি ॥
হেনমতে যুদ্ধ করে সব যোদ্ধাগণ ।
মহাকোপে করে সভে অস্ত্র বরিষণ ॥
ভীম সহ গদাযুদ্ধ করে দুর্য্যোধন ।
অদ্ভুত দেখিয়া সভে চমকিত মন ॥
মহাকলরব যেন দুই গিরিবর ।
তাল বৃক্ষ সম গদা অতিভয়ঙ্কর ॥
ভীমের সদৃশ দুর্য্যোধন নহে বাণে ।
গদাযুদ্ধে দুর্য্যোধন সমান দুজনে ॥

দোঁহে দোঁহাকারে গদা করয়ে প্রহার।
গদার প্রহার শুনি লাগে চমৎকার॥
চারি ভিতে ফিরে দোঁহে করিয়া মণ্ডলী।
কোপে হুহুঙ্কার ছাড়ে দোঁহে মহাবলী॥
তবে ক্রোধে বৃকোদর পবনকোঙর।
গদা প্রহারিল দুর্য্যোধনের উপর॥
গদাঘাতে দুর্য্যোধন হৈল কম্পমান।
মর্ম্মে ব্যথা পায়ে বীর হইল অজ্ঞান॥
পুনরপি স্থির হয় রাজা দুর্য্যোধন।
ভীমের উপরে গদা করিল ক্ষেপণ॥
মহাবলী বৃকোদর পবননন্দন।
লাফ দিয়া বীর গদা করিল হেলন॥
পুনঃ দুর্য্যোধন রাজা গদা লয়ে হাতে।
দোহাতিয়া বাড়ি মারে ভীমের মাথাতে॥
গদার প্রহারে ভীম হইল জর্জ্জর।
দেখি দুর্য্যোধন বীর হরিষ অন্তর॥
ক্রোধে বৃকোদর বীর অনল সমান।
দুর্য্যোধনে মারে গদা বজ্র অধিষ্ঠান॥
গদাঘাতে দুর্য্যোধন হইয়া কাতর।
বেগে পলাইয়া গেল সৈন্যের ভিতর॥
দুর্য্যোধনভঙ্গ দেখি যত যোদ্ধাগণ।
ভীমের উপরে করে বাণ বরিষণ॥
তবে ক্রোধে বৃকোদর পবননন্দন।
গদা হাতে করি বীর করে মহারণ॥
শত২ হস্তী মারে অশ্ব লক্ষ লক্ষ।
দেখি যত যোদ্ধাগণ মানিল অশক্য॥
তবে কর্ণ সাত্যকি হইল মহারণ।
দোঁহাকারে দোঁহে বিন্ধে অতিবিচক্ষণ॥
প্রাণপণে কর্ণ বীর এড়ে নানা বাণ।
কাটি পাড়ে সাত্যকি করিয়া খান২॥
বাণ ব্যর্থ দেখি তবে রবির নন্দন।
সন্ধান পূরিয়া এড়ে নানা অস্ত্রগণ॥
এড়িল বিংশতি অস্ত্র কর্ণ মহাবীর।
বাণাঘাতে শিনিপুত্র হইল অস্থির॥
পুনরপি সাত্যকি হইল সচেতন।
কর্ণের উপরে করে বাণ বরিষণ॥
সন্ধান পূরিয়া এড়ে তীক্ষ্ণ দশ বাণ।
বাণে কাটি কর্ণ তাহা করে খান২॥
অস্ত্র ব্যর্থ করি কর্ণ এড়ে পঞ্চ বাণ।
সাত্যকির অঙ্গে ফুটে বজ্রের সমান॥
অঙ্গেতে ফুটিয়া বাণ বহিছে রুধির।
অজ্ঞান হইয়া পড়ে রথে মহাবীর॥

অচেতন দেখি রথ ফিরায় সারথি।
সাত্যকি লইয়া পলাইল শীঘ্রগতি॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ দ্রোণ করয়ে সমর।
বিস্ময় মানিয়া চাহে যতেক অমর॥
বাণবৃষ্টি করে দোঁহে নাহি লেখা জোখা।
প্রাণপণে যুদ্ধ করে নাহিক উপেক্ষা॥
মহাকোপে দ্রোণ ভরদ্বাজের নন্দন।
গগণ ছাইয়া করে বাণ বরিষণ॥
শত২ বাণ এড়ে পূরিয়া সন্ধান।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর তাহা করে খান২॥
বাণ ব্যর্থ দেখি বীর কুপিত হইল।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া সন্ধান পূরিল॥
দশ গোটা বাণ গুরু রোষে প্রহারিল।
কবচ ভেদিয়া তার অঙ্গে প্রবেশিল॥
বাণাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন হৈল কম্পমান।
হাতহৈতে খসিয়া পড়িল ধনুর্বাণ॥
অচেতন হয়ে বীর রথেতে পড়িল।
দেখি কুরুযোদ্ধাগণ সানন্দ হইল॥
পুনরপি ধৃষ্টদ্যুম্ন হইল সচেতন।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া করে মহারণ॥
সন্ধান পূরিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন অস্ত্র এড়ে।
খণ্ড২ করি দ্রোণ বাণে কাটি পাড়ে॥
বাণ ব্যর্থ করি দ্রোণ পূরিল সন্ধান।
পুনরপি প্রহারিল তীক্ষ্ণ পঞ্চ বাণ॥
নিবারিতে না পারিল পঞ্চালনন্দন।
বাণাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন হইল অচেতন॥
রথেতে পড়িল বীর নাহিক সম্বিত।
রথ লয়ে সারথি হইল একভিত॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন পলাইল দেখি দ্রোণ বীর।
বাণবৃষ্টি করে বীর নির্ভয় শরীর॥
শকুনি সহিত যুঝে সহদেব বীর।
কন্দর্প সমান রূপ কোমল শরীর॥
শকুনি যতেক এড়ে তীক্ষ্ণ অস্ত্রগণ।
নিবারয়ে সহদেব মাদ্রীর নন্দন॥
তবে কোপে সহদেব পূরিল সন্ধান।
শকুনির ধনু কাটি কৈল খান২॥
আর ধনু ধরি বীর গন্ধারনন্দন।
সন্ধান পূরিয়া বিন্ধে তীক্ষ্ণ অস্ত্রগণ॥
পুনরপি সহদেব পূরিয়া সন্ধান।
শকুনিরে প্রহারিল পঞ্চ দশ বাণ॥
দুই বাণে ধ্বজ কাটি কৈল খণ্ড২।
আর দুই বাণে কাটে সারথির মুণ্ড॥

চারি বাণে চারি অশ্ব করিলেক ক্ষয়।
সপ্তবাণে বিন্ধিলেক শকুনিহৃদয় ॥
অচেতন হয়ে পড়ে গন্ধারতনয়।
দেখিয়া ধাইল তবে সব যোদ্ধাচয় ॥
আর রথে শকুনি করিয়া আরোহণ।
পলাইয়া গেল শীঘ্র লইয়া জীবন ॥
নকুলেতে দুঃশাসনে হয় মহারণ।
কোপে দোঁহাকারে দোঁহে করে প্রহরণ ॥
সন্ধান পূরিয়া বীর মদ্রসুতাসুত।
দুঃশাসনের অঙ্গে বাণ মারিল বহুত ॥
কবচ ভেদিয়া অঙ্গে করিল প্রবেশ।
শোণিত পড়য়ে অঙ্গে প্রাণমাত্র শেষ ॥
অজ্ঞান হইয়া বীর রথের উপর।
হাতেহইতে খসিয়া পড়িল ধনুঃশর ॥
তবে কতক্ষণে বীর পাইল চেতন।
ধনু ধরি দুঃশাসন এড়ে অস্ত্রগণ ॥
দুই জনে বাণ এড়ে দোঁহে ধনুর্দ্ধর।
দোঁহাকার বাণে দোঁহে হইল জর্জ্জর ॥
তবে কোপে নকুল এড়িল দুই বাণ।
রথধ্বজ কাটি তার কৈল খান২ ॥
আর দুই বাণ বীর এড়ে আচম্বিতে।
সারথির মাথা কাটি পাড়িল ভূমিতে ॥
সারথি পড়িল রথ হইল অচল।
দেখি দুঃশাসনভয়ে হইল বিকল ॥
রথ ছাড়ি দুঃশাসন বেগে পলাইল।
দেখি যত যোদ্ধাগণ হাসিতে লাগিল ॥
ভগদত্ত সহ যুঝে পঞ্চালঈশ্বর।
বাণ বৃষ্টি করে দোঁহে দোঁহার উপর ॥
পর্ব্বত আকার হস্তী করি আরোহণ।
দ্রুপদ সহিত যুঝে নরকনন্দন ॥
প্রাণপণে দিব্য অস্ত্র এড়িল দ্রুপদ।
কাটি পাড়ে ভগদত্ত যেন জলবৎ ॥
বাণ ব্যর্থ দেখি তবে পঞ্চালঈশ্বর।
ভগদত্তে প্রহারিল তীক্ষ্ণ পঞ্চ শর ॥
কবচ ভেদিয়া বাণ অঙ্গে প্রবেশিল।
ভগদত্ত অঙ্গে তবে শোণিত বহিল ॥
স্থির হয়ে ভগদত্ত পূরিল সন্ধান।
দ্রুপদের ধনু কাটি কৈল খান২ ॥
শীঘ্র গতি ভগদত্ত এড়ে দিব্য বাণ।
সারথি তুরঙ্গ কাটি পাড়ে বলবান ॥
অর্দ্ধচন্দ্র এড়ে ভগদত্ত নৃপবর।
দুইখান করি কাটে পঞ্চালঈশ্বর ॥
দ্রুপদ পড়িল দেখি রাজা যুধিষ্ঠির।
মহাশোকে হইলেন নিতান্ত অস্থির ॥
হাহাকার শব্দ করে যত সেনাগণ।
পিতৃশোকে ধৃষ্টদ্যুম্ন হইল অচেতন ॥
আনন্দিত কুরু সৈন্য ছাড়ে সিংহনাদ।
পাণ্ডবের দলে বড় হইল বিষাদ ॥
শিখণ্ডী সহিত যুঝে অশ্বত্থামা বীর।
বাপের সদৃশ শিক্ষা সুন্দর শরীর ॥
শিখণ্ডী যোড়য়ে বাণ পূরিয়া সন্ধান।
বাণে কাটি অশ্বত্থামা করে খান২ ॥
বাণ ব্যর্থ দেখি বীর কুপিত অন্তর।
পঞ্চ বাণ এড়ে অশ্বত্থামার উপর ॥
বক্ষস্থলে প্রহারিল তীক্ষ্ণ দশ বাণ।
রথে পড়ে অশ্বত্থামা হইয়া অজ্ঞান ॥
কতক্ষণে চেতন পাইয়া বীরবর।
হাতে ধনু করি বীর কুপিত অন্তর ॥
যমদণ্ড হেন বাণ পূরিয়া সন্ধান।
দেখিয়া শিখণ্ডী ভয়ে হইল কম্পমান ॥
বায়ুগতি ছোটে বাণ কি কহিব কথা।
সকুণ্ডল কাটি পাড়ে শিখণ্ডির মাথা ॥
শিখণ্ডী পড়িল দেখি লাগে চমৎকার।
যতেক পাণ্ডব বল করে হাহাকার ॥
যুধিষ্ঠির হইলেন শোকাকুল মন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন দেখি বহু করয়ে রোদন ॥
কৃপাচার্য্য সহ যুঝে সহদেব রাজা।
জরাসন্ধপুত্র সেই বলে মহাতেজা ॥
অনুপম যুদ্ধ করে সংগ্রাম স্থিতর।
ধন্য২ করি সভে বাখানে বিস্তর ॥
মহাকোপে কৃপাচার্য্য যত বাণ এড়ে।
তত অস্ত্র সহদেব বাণে কাটি পাড়ে ॥
বাণ ব্যর্থ করি বীর পূরিল সন্ধান।
কৃপাচার্য্য হৃদয়ে মারিল পঞ্চ বাণ ॥
কবচ ভেদিয়া অঙ্গ করিল ছেদন।
শোণিত পড়য়ে ধারে হৈল অচেতন ॥
মুর্চ্ছিত হইয়া রথে পড়ে বীরবর।
রথ লয়ে সারথি পলায় শীঘ্রতর ॥
কৃপাচার্য্য ভঙ্গ দেখি রবির নন্দন।
সহদেব সহিত করয়ে মহারণ ॥
কৃতবর্ম্মা চেকিতানে মহাযুদ্ধ করে।
বাণ বৃষ্টি করে দোঁহে দোঁহার উপরে ॥
দুই জনে বাণ এড়ে যত শিক্ষা জানে।
দুই জনা বিন্ধে দোঁহে চোখ২ বাণে ॥

তবে কৃতবর্ম্মা বীর পূরিয়া সন্ধান।
রথ ধ্বজ কাটি তার করে খানখান॥
দুই বাণে ধনু কাটি পাড়ে সেইক্ষণ।
চারি বাণে চারি অশ্ব করিল ছেদন॥
দুই বাণ কৃতবর্ম্মা এড়ে আচম্বিত।
চেকিতানের মাথা কাটি পাড়িল ত্বরিত॥
চেকিতান পড়ে সৈন্য পলাইল ভয়ে।
দেখিয়া ধর্ম্মের পুত্র ব্যথিত হৃদয়ে॥
কাশীরাজ সহ যুঝে যুযুৎসু ভূপতি।
বাণ বৃষ্টি করে দোঁহে প্রাণের শকতি॥
যুযুৎসু নৃপতি যোড়ে চোক২ বাণ।
কাশী রাজের ধনু কাটি কৈল খান২॥
আর ধনু লয়ে কাশীরাজ এড়ে বাণ।
সেহ বাণ যুযুৎসু করিল খান২॥
তবে কোপে কাশীরাজ কম্পমান হয়ে।
রথ এড়ি ধায় বীর অসি চর্ম্ম লয়ে॥
খড়্গের প্রহারে মারিলেক চারি হয়।
সারথির মাথা কাটি নিল যমালয়॥
এক লাফে রথে চড়ে কাশীর ঈশ্বর।
এক চোটে যুযুৎসুরে নিল যমঘর॥
যুযুৎসুরে মারি তবে কাশীরাজ গেল।
দেখিয়া পাণ্ডব বল সশঙ্ক হইল॥
ত্রাসযুক্ত হয়ে সৈন্য সকল পলায়।
দুর্য্যোধন রাজা দেখি মহানন্দ পায়॥
দেখি যুধিষ্ঠির রাজা শোকাকুল মন।
রথে চড়ি চলিলেন করিবারে রণ॥
হেনকালে রথে চড়ি আইল শল্য রাজা।
মুখামুখি সম্মুখ হইল মহাতেজা॥
কোপে যুধিষ্ঠির রাজা পূরিয়া সন্ধান।
দুই বাণে কাটেন শল্যের ধনুখান॥
আর ধনু লয়ে শল্য গুণ দিয়া টানে।
যুধিষ্ঠির তাহা কাটিলেন সেইক্ষণে॥
পুনঃ২ শল্য রাজা যত ধনু লয়।
খণ্ড২ করি কাটেন ধর্ম্মের তনয়॥
দেখিয়া হইল শল্য কোপাবিষ্ট মন।
হাতে গদা করিয়া ধাইল সেইক্ষণ॥
ত্রস্ত হয়ে যুধিষ্ঠির যোড়ি অস্ত্রগণ।
কবচ কাটিয়া অঙ্গে করেন ছেদন॥
বাণাঘাতে শল্য রাজা ব্যথিত অন্তর।
দোহাতিয়া বাড়ি মারে রথের উপর॥
গদার প্রহারে রথ চূর্ণ গেল হয়ে।
যুধিষ্ঠির ভূমিতে পড়েন লাফ দিয়া॥

ভয়ে পলাইয়া যান পাণ্ডবের নাথ।
প্রাণপণে ধান রাজা না চান পশ্চাৎ॥
দেখি শল্য রাজা তবে কহিল হাসিয়া।
ওহে মহারাজ কেন যাও পলাইয়া॥
স্থির হয়ে যুদ্ধ আসি কর মহাশয়।
ক্ষত্র হয়ে কেন কর মরণের ভয়॥
এতেক বলিয়া শল্য গেল নিজরথে।
গদা এড়ি পুনরপি ধনু নিল হাতে॥
তবে শতানীক সহ পৌরবরাজন।
করয়ে অতুল যুদ্ধ বাণ বরিষণ॥
দোঁহাকারে দোঁহে তবে অস্ত্র প্রহারিল।
বাণ বৃষ্টি করি তবে সূর্য্য আচ্ছাদিল॥
তবে শতানীক বীর এড়ে দিব্য বাণ।
পৌরবের ধনু কাটি কৈল খান২॥
চারি বাণে চারি অশ্ব কাটিল তাহার।
দুই বাণে সারথিরে করিল সংহার॥
দেখিয়া পৌরব বড় হইল ফাফর।
রথ এড়ি পলাইল হইয়া কাতর॥
তবে বৃকোদর বীর গদা লয়ে করে।
মহাকোপে সান্ধাইল সৈন্যের ভিতরে॥
পদ্মবন ভাঙ্গে যেন মত্ত যূথপতি।
সেই মতে সৈন্য মারে পবনসন্ততি॥
শত২ রথ ভাঙ্গে গদার প্রহারে।
লক্ষ২ সৈন্য বীর নিমিষে সংহারে॥
দেখি ভগদত্ত বীর কুপিত অন্তরে।
হাতি টুয়াইয়া দিল ভীমের উপরে॥
বাণ বৃষ্টি করে যেন মেঘে ফেলে জল।
মহাকোপে ধায় তবে ভীম মহাবল॥
গদা ফিরাইয়া যায় যমের সমান।
দেখি ভগদত্ত বীর এড়ে দিব্য বাণ॥
দশ বাণে গদা কাটি কৈল খান২।
কোপে ধায় বৃকোদর অনল সমান॥
যোজনেক পদ হস্তী মহাভয়ঙ্কর।
ঈষাসম দন্তগুলা দেখি লাগে ডর॥
ভীমেরে ধরিতে যায় শুণ্ড পসারিয়া।
বেগে ধায় হস্তিগোটা তর্জ্জন করিয়া॥
তবে কোপে বৃকোদর ধরে দুই পায়।
অচল সমান করী স্থাবরের প্রায়॥
মহাকোপে ধরি বীর টানে বৃকোদর।
তুলিতে নারিল হস্তী যেন গিরিবর॥
মহাকোপে হস্তী যদি টানে বৃকোদরে।
অঙ্গুলিপর্য্যন্ত তার লাড়িতে না পারে॥

এড়িলে এড়ান নাহি তুলি দেয় পদ।
বিপাকে ঠেকিয়া ভীম হৈল বুঝি বধ॥
সঙ্কটে পড়িয়া ভীম না পায় এড়ান।
হারিয়া গজের ঠাঁই মৃতের সমান॥
ভীমের সঙ্কট দেখি ধর্ম্মের নন্দন।
হাহাকার করি ধান সহ যোদ্ধাগণ॥
তবে কতক্ষণে বৃকোদর মহাবলে।
মুষ্টির প্রহার কৈল করিকুম্ভ স্থলে॥
দারুণ প্রহার করি বিকল অন্তর।
পলাইয়া গেল শীঘ্র ছাড়ি বৃকোদর॥
তবে বৃকোদর বীর চড়ি নিজরথে।
করয়ে দারুণ যুদ্ধ ধনু লয়ে হাতে॥
অতিক্রোধে ভগদত্ত করয়ে সংগ্রাম।
লিখন না যায় তার যুদ্ধ অনুপম॥
লক্ষ২ সেনা মারে চক্ষের নিমিষে।
ভগদত্ত যুদ্ধ দেখি দুর্য্যোধন হাসে॥
পাণ্ডবের সেনাগণ হইল অস্থির।
দেখি মহাভয় পান রাজা যুধিষ্ঠির॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

### অথ বৈষ্ণবাস্ত্রের উপাখ্যান ও ভগদত্তের বধ।

অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ কর অবধান।
হের দেখ ভগদত্ত অনল সমান॥
সৈন্যগণ ক্ষয় মোর করিল বিস্তর।
অতএব রথ তুমি চালাও সত্বর॥
আজি আমি রণে তারে করিব নিধন।
নিশ্চয় কহিনু আমি শুন নারায়ণ॥
এত শুনি গোবিন্দ হইয়া আনন্দিত।
ভগদত্ত অগ্রে রথ চালান ত্বরিত॥
বায়ুবেগে চলে রথ পবনগমন।
ভগদত্ত সম্মুখে আইল সেইক্ষণ॥
অর্জ্জুনে দেখিয়া ধায় ভগদত্ত বীর।
বাণ বৃষ্টি করে যেন মেঘে ফেলে নীর॥
তর্জ্জন করিয়া বলে অর্জ্জুনের প্রতি।
আজি যুদ্ধ কর পার্থ আমার সংহতি॥
অবশ্য করিব আজি তোমারে সংহার।
নিতান্ত প্রতিজ্ঞা এই জানিহ আমার॥
এত শুনি কোপবন্ত পার্থ ধনুর্দ্ধর।
ডাকিয়া বলেন গর্ব্ব ত্যজহ বর্ব্বর॥
কোন যুদ্ধ করি তোর এত অহঙ্কার।
আমার অগ্রেতে হেন প্রতিজ্ঞা তোমার॥
এইক্ষণে সাক্ষাতে দেখিবে যোদ্ধাগণ।
অবশ্য পাঠাব তোমা যমের সদন॥
অর্জ্জুনের কটুবাক্য শুনি ভগদত্ত।
মহাকোপে চালাইয়া দিল গজমত্ত॥
বায়ুবেগে হস্তী পড়ে রথের উপর।
দেখিয়া চিন্তিত হইলেন দামোদর॥
তথাহইতে রথ রাখিলেন এক ভিত।
রাজা যুধিষ্ঠির হইলেন আনন্দিত॥
পুনরপি দুই জনে হইল সমর।
তীক্ষ্ণ অস্ত্র এড়ে দোঁহে দোঁহার উপর॥
কোপে ভগদত্ত বীর পূরিল সন্ধান।
অর্জ্জুনেরে প্রহারিল চোখ২ বাণ॥
তবে ধনঞ্জয় বীর পূরিয়া সন্ধান।
ভগদত্ত বাণ করিলেন খানখান॥
কাটেন সকল অস্ত্র পার্থ কুতূহলে।
নারাচ মারিল বীর করি কুম্ভস্থলে॥
দারুণ প্রহারে করী বিকল হইল।
বজ্রাঘাতে যেন গিরিশৃঙ্গ বিদারিল॥
হস্তী যদি পড়িল দেখিল ভগদত্ত।
হেনকালে সারথি যোগায় একরথ॥
যাটি২ হস্তী যেই রথখান বহে।
বিস্ময় মানিয়া সব যোদ্ধাগণ চাহে॥
হেন রথে ভগদত্ত চড়ে সেইক্ষণ।
অতিকোপে করে বীর বাণ বরিষণ॥
যত বাণ এড়ে বীর পূরিয়া সন্ধান।
নিমিষে করেন পার্থ তাহা খান২॥
বাণ ব্যর্থ দেখি ভগদত্ত বীরবর।
অর্জ্জুনউপরে মারে চৌষট্টি তোমর॥
অন্ধকার করি পড়ে অর্জ্জুনউপর।
নিবারিতে না পারেন পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
বাণাঘাতে হইলেন অর্জ্জুন অস্থির।
খরতর স্রোতে বহে অঙ্গের রুধির॥
অচেতন হইলেন রথের উপর।
ক্রোধকরি তখন কহেন দামোদর॥
কিহেতু অশক্ত তোমা দেখি আজি রণে।
অন্য মন কর তুমি কিসের কারণে॥
প্রতিজ্ঞা করিলা ভগদত্ত মারিবারে।
তবে কেন অচেতন হইলা একেবারে॥
ভগদত্ত ক্ষয় কর এড়ি দিব্যবাণ।
আকর্ণ পূরিয়া তুমি করহ সন্ধান॥

আশ পায়ে হাসে আর দেখি দুর্য্যোধন।
দেখ কুরুকুল সব প্রফুল্ল বদন॥
কৃষ্ণের বচনে পার্থ লজ্জিত হইয়া।
দিব্য অস্ত্র লইলেন ধনু টঙ্কারিয়া॥
গগণ ছাইয়া বাণ এড়েন তখন।
মুষলের ধারে যেন বর্ষে নবঘন॥
অস্ত্র বিনা সৈন্যমধ্যে নাহি দেখি আর।
দিবসে হইল যেন ঘোর অন্ধকার॥
শীঘ্রগতি ভগদত্ত পূরিয়া সন্ধান।
নিমিষেকে নিবারিল অর্জ্জুনের বাণ॥
তবে কোপে ভগদত্ত কহে অর্জ্জুনেরে।
এই অস্ত্রে ধনঞ্জয় বিনাশিব তোরে॥
দেখিব কেমনে অস্ত্র কর নিবারণ।
এত বলি ভগদত্ত করয়ে তর্জ্জন॥
বৈষ্ণব নামেতে বাণ বসাইল চাপে।
অস্ত্র দেখি ইন্দ্র আদি দেবগণ কাঁপে॥
সন্ধান পূরিয়া বীর এড়িলেক বাণ।
চলিল বৈষ্ণব অস্ত্র অনল সমান॥
দেখিয়া বৈষ্ণব অস্ত্র দেব নারায়ণ।
চিন্তান্বিত হইলেন অর্জ্জুন কারণ॥
অর্জ্জুনে পশ্চাৎ করি দেব নারায়ণ।
বুক পাতি আপনি দিলেন সেইক্ষণ॥
কৃষ্ণের শরীরে আসি লিপ্ত হৈল বাণ।
দেখি যত যোদ্ধাগণ হৈল কম্পমান॥
এতেক দেখিয়া পার্থ লজ্জিত বদন।
কৃতাঞ্জলি করিয়া করেন নিবেদন॥
অর্জ্জুন বলেন দেব কর অবধান।
কিকারণে হৃদয়ে ধরিলা তুমি বাণ॥
কোন অর্থে ন্যূন মোরে দেখিলা কখন।
এবে অস্ত্র ধর তুমি কিসের কারণ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সখে কহিলা প্রমাণ।
তোমাহৈতে নিবারণ নহে এই বাণ॥
বৈষ্ণব অস্ত্রের তুমি না জান মহিমা।
মহাতেজোময় অস্ত্র নাহি তার সীমা॥
অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ কহিবা আমারে।
হেনমত অস্ত্র কে বা দিলেক উহারে॥
নিবারণ নহে অস্ত্র কিসের কারণ।
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহ নারায়ণ॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন পার্থ কহি তব স্থান।
চারি মুর্ত্তি মম তুমি জানহ প্রমাণ॥
এক মুর্ত্তি তপস্যা করয়ে অনুক্ষণ।
আর মুর্ত্তি ত্রিভুবন করয়ে পালন॥
আর মুর্ত্তি ধরি সৃষ্টি করি যে সৃজন।
অন্তরূপে এক মুর্ত্তি সংহারি কারণ॥
নরক পাইল অস্ত্র আমার সদনে।
তাহাহৈতে পাইল পৃথ্বী সে দিল নন্দনে॥
পৃথিবীর পুত্র ভগদত্ত মহারাজা।
অস্ত্রে শস্ত্রে বিচক্ষণ বলে মহা তেজা॥
এই অস্ত্র প্রতাপে জিনিল ভূমণ্ডল।
ভগদত্ত সহ সখ্য কৈল আখণ্ডল॥
তোমাহইতে অস্ত্র জানি নহে নিবারণ।
আপনি ধরি যে আমি তথির কারণ॥
ত্রৈলোক্যবিজয়ী বাণ বৈরি বিনাশিতে।
ব্রহ্মাআদি রক্ষা নাহি পায় যাহাহৈতে॥
কদাচিৎব্যর্থ যদি চক্র মম হয়।
অব্যর্থ বৈষ্ণব বাণ ব্যর্থ কভু নয়॥
না পারিতা তুমি এই বাণ নিবারিতে।
অমর হইলে মৃত্যু তবু ইহাহইতে॥
এতেক শুনিয়া পার্থ লজ্জিত অন্তর।
পুনরপি পার্থেরে কহেন গদাধর॥
এড়িল বৈষ্ণব অস্ত্র ভগদত্ত বীর।
এই কালে ঝাঁট কাটি পাড় তার শির॥
নিক্ষেপ করিতে বাণ না ছিল প্রস্তুত।
শত জন আইলে নাহি হইত শকত॥
তবে ভাগ্যে রাজা বাণ করিল ক্ষেপণ।
বিনা ক্লেশে বধ তারে করহ এখন॥
আছিল বাণের তেজ বিষ্ণুর সমান।
সমরে হইত কার শক্তি আগুয়ান॥
কোন অর্থে চিন্তা না করিহ ধনঞ্জয়।
এক্ষণে হইবে জয় জানহ নিশ্চয়॥
এত শুনি ধনঞ্জয় হরষিত মন।
সন্ধান পূরিয়া এড়িলেন অস্ত্রগণ॥
কোপে ধনঞ্জয় বীর এড়ি পঞ্চ বাণ।
ভগদত্ত ধনুক করেন খান২॥
আর ধনু ধরি ভগদত্ত করে রণ।
সেহ ধনু ধনঞ্জয় কাটেন তখন॥
পুনঃ২ ভগদত্ত যত ধনু লয়।
ক্রমে২ কাটিলেন বীর ধনঞ্জয়॥
কোপে ভগদত্ত বীর শক্তি নিল হাতে।
ফেলিয়া মারিল শক্তি অর্জ্জুনের মাথে॥
ধনু টঙ্কারিয়া পার্থ মারিলেন বাণ।
কাটিলেন তার শক্তি হেন শক্তিমান॥
অর্দ্ধচন্দ্র এড়ি বীর পূরিয়া সন্ধান।
ভগদত্তে মারিলেন কুলিশসমান॥

দুইখান হয়ে পড়ে রথের উপর।
এক ঘায় ভগদত্ত গেল যমঘর ॥
রণেতে পড়িল ভগদত্ত মহাবীর।
দেখি দুর্য্যোধন রাজা হইল অস্থির ॥
ভগদত্তরথ লয়ে সারথি সত্বর।
ভ্রমণ করিয়া বুলে সংগ্রাম ভিতর ॥
শত২ সেনা পড়ে রথের চাপনে।
হেন বীর নাহি নিবারয়ে রথখানে ॥
দেখি কোপে ধায় বীর পবননন্দনে।
সাবধানে সাপটিয়া ধরে রথখানে ॥
বায়ুবেগে বৃকোদর ফেলে রথখান।
দেখিয়া কৌরব বল হইল কম্পমান ॥
দ্রোণপর্ব্ব পুণ্যকথা ভগদত্তবধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে ॥

## অথ দ্রোণাচার্য্যমৃত্যু।

### ত্রিপদী।

মুনি বলে মহাশয় শুনহ জনমেজয়
হেন মতে পড়ে ভগদত্ত।
দেখি রাজা দুর্য্যোধন শোকেতে আকুলমন
আরোহণ কৈল গজ মত্ত ॥
অশ্বত্থামা নামে হস্তী তার তুল্য অন্য নাস্তি
এমনি উত্তম গজবর।
বর্ণে জিনে জলধর ঈষা দন্ত সমশর
দেখিতে বড়ই ভয়ঙ্কর ॥
তাহে আরোহণ করি আইল কুরুঅধিকারী
যথা আছে বীর বৃকোদর।
হাতে গদা ঘোরতর দুর্য্যোধন নৃপবর
ভীম সনে করিতে সমর ॥
দেখি ধায় বৃকোদর হাতে গদা ভয়ঙ্কর
শমনসমান মহাবীর।
মহাকোপে অঙ্গ কাঁপে দশনে অধর চাপে
বজ্রসম কঠিন শরীর ॥
গদা যেন কালদণ্ড সৈন্য করে লণ্ডভণ্ড
এক ঘায় মারে শত২।
হস্তী অশ্ব পড়ে যত লিখিতে না পারি তত
শত২ চূর্ণ করে রথ ॥
আনন্দিত বৃকোদর যুদ্ধ করে ঘোরতর
বায়ুবেগে ধায় মহাবীর।
কোপে ভয়ঙ্কর তনু মূর্ত্তি যেন বৃহদ্ভানু
দেখি আনন্দিত যুধিষ্ঠির ॥

হেনকালে দুর্য্যোধন করিবরে আরোহণ
গদা লয়ে ধায় বীরবর।
দেখি যত যোদ্ধাগণ সভে সশঙ্কিত মন
সংগ্রাম হইল ঘোরতর ॥
তবে কোপে বায়ুসুত দেখি যেন যমদূত
গদাতে ভাঙ্গিল করিমুণ্ড।
বজ্রাঘাতে যেন গিরি সেইমত পড়ে করী
মস্তক হইল খণ্ডখণ্ড ॥
ভয়েতে কম্পিত মন এক লাফে দুর্য্যোধন
হস্তী এড়ি পড়িল ধরণি।
গদা লয়ে দুই করে প্রহারিল বৃকোদরে
বজ্রের সদৃশ শব্দ শুনি ॥
গদাঘাতে বৃকোদর ক্রোধে কাঁপে থর২
নিজ গদা ধরে দৃঢ়মুষ্টি।
ভানু বর্ণ জিনি মূর্ত্তি যুগান্তের সমবর্ত্তী
সংহার করিতে যেন সৃষ্টি ॥
অতিক্রোধে বৃকোদর মারে গদা বজ্রতর
দুর্য্যোধন রাজার উপর।
গদাঘাতে দুর্য্যোধন অঙ্গ কাঁপে ঘনেঘন
পলাইল ত্যজিয়া সমর ॥
দুর্য্যোধনভঙ্গ দেখি ভীমসেন হয়ে সুখী
সংহারিল বহু সৈন্যগণ। [বীর
সৈন্য কেহ নহে স্থির দেখি কোপে দ্রোণ
দ্রুতগতি আইল তখন ॥
আকর্ণ পূরিয়া দ্রোণ এড়ে যত অস্ত্রগণ
বিন্ধিলেক ভীমের হৃদয়।
মূর্চ্ছিত হইল বীর অঙ্গে বহিছে রুধির
পলাইল পবনতনয় ॥
পলাইল ভীমসেন দেখি আনন্দিত দ্রোণ
বাণ বৃষ্টি করে মহাবীর।
শত২ সৈন্য পড়ে কদলী যেমন ঝড়ে
যোদ্ধাগণ হইল অস্থির ॥
তবে কোপে ধনঞ্জয় দেখি সৈন্য অপচয়
শীঘ্র আইল দ্রোণের সম্মুখে। [সৃষ্টি
ক্রোধে করে বাণ বৃষ্টি যেন সংহারিতে
দিব্য অস্ত্র ফেলে লাখে লাখে ॥
অর্জ্জুনেরে দশ বাণ দ্রোণাচার্য্য বলবান
মারিলেক সমরভিতরে।
খাইয়া দ্রোণের বাণ পার্থ হয়ে হতজ্ঞান
পড়িলেন রথের উপরে ॥
অর্জ্জুনে বিমুখ করি দ্রোণাচার্য্য গেল ফিরি
সেনাগণে করিতে বিনাশ।

দারুণ দ্রোণের বাণে স্থির নহে কোন জনে
যুধিষ্ঠির গণেন হতাশ ॥ [ইসে
যেই বীর রণে পৈশে দ্রোণের সম্মুখে আ
তারে দ্রোণ করয়ে সংহার।
যেন যুগান্তের যম দেখি দ্রোণ নিরুপম
পাণ্ডবের নাহিক নিস্তার ॥
দেখি কৃষ্ণ সেনা নাশ কহেন মধুর ভাষ
শুন দ্রোণ আমার বচন।
অশ্বত্থামা পুত্র তব আজি হয়ে পরাভব
ভীম হস্তে হইল নিধন ॥
শুনি দ্রোণাচার্য্য বীর হইলেন অস্থির
মনেতে হইল বড় ত্রাস।
অশ্বত্থামা জন্ম যবে শূন্যবাণী হৈল তবে
চিরজীবী কহিলেন ব্যাস॥ [ছাড়ে
সুমেরু ভাঙ্গিয়া পড়ে চন্দ্র সূর্য্য স্থান
তবু মিথ্যা নাহি কহে মুনি।
অসম্ভব্য কথা হেন কহিলেন নারায়ণ
এ কথা বিস্ময় বড় মানি ॥
এত ভাবি কহে দ্রোণ শুন প্রভু নারায়ণ
তব মায়া বুঝিতে না পারি।
পূর্ব্বে ব্যাস দিজবর চারি যুগে সে অমর
এবে কেন হেন কহ হরি॥
পুনঃ কন দামোদর বিনাশিল বৃকোদর
হয় নয় বুঝ ভীমস্থানে।
মিথ্যা নাহি কহি আমি নিশ্চয় জানিহ তুমি
অশ্বত্থামা পড়িয়াছে রণে॥
এত শুনি দ্রোণাচার্য্য পুত্রশোকে হীনধৈর্য্য
পুনরপি কহিল তখন।
তবে আমি সত্য মানি যদি কহে নৃপমণি
যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের নন্দন ॥
তবে প্রভু নারায়ণ কহিলেন সেইক্ষণ
যুধিষ্ঠিরে ডাকি নিজপাশ।
অশ্বত্থামা হত বাণী দ্রোণে কহ নৃপমণি
দ্রোণ যেন জানে সত্য ভাষ ॥
কৃষ্ণের শুনিয়া বাণী কহেন পাণ্ডবমণি
কিমতে কহিব মিথ্যা বাণী। [হরি
আমাতে বিশ্বাস করি দ্রোণ জিজ্ঞাসিবে
মম বাক্য সত্য হেন জানি ॥
কিমতে কহিব মৃষা যুক্ত নহে এই ভাষা
যদি মম হয় সর্ব্বনাশ।
বিশ্বাসঘাতকী করি কিমতে কহিব হরি
মহাপাপ নাশিলে বিশ্বাস ॥

পুনরপি নারায়ণ করিছেন বিজ্ঞাপন
প্রকার করিয়া কহ দ্রোণে।
অশ্বত্থামা হত বাণী আমি তাহা সত্য জানি
ইতি গজ পড়ি গেল রণে ॥
পুন কন যুধিষ্ঠির শুন২ যদুবীর
তথাপিহ অধর্ম্ম বিস্তর।
মিথ্যা যদি কহি আমি হইব নরকগামী
উদ্ধারের বলহ উত্তর ॥
এত শুনি বৃকোদর ক্রোধে কাঁপে কলেবর
কহিতে লাগিল সেইক্ষণ।
হইয়া পাণ্ডবস্বামী সকল নাশিলা তুমি
তব সত্য না জানি কেমন ॥
অধর্ম্ম করিলে যদি হয় লোক অধোগতি
কি করিল রাজা দুর্য্যোধন।
অভিমন্যু গেল রণে বেড়ি যত যোদ্ধাগণে
একা শিশু করিল নিধন ॥
সত্যবাদী সদাধর্ম্ম তুমি কি করিলা কর্ম্ম
নাশিলা সকল রাজ্য ধন।
আমার বচন শুনি কহ তুমি নৃপমণি
এই কথা স্বরূপ বচন ॥
মোরে যদি পুছে দ্রোণ কহি আমি পুনঃ২
পুনঃ কহি এক শতবার।
ইহা বলি বৃকোদর কহিলেক দৃঢ়তর
অশ্বত্থামা হত সারোদ্ধার ॥
শুন দ্রোণ কহি সার সমরেতে আজিকার
মম হস্তে অশ্বত্থামা হত।
জানাই স্বরূপ আমি নিশ্চয় জানহ তুমি
এই কথা নহে অন্যমত ॥
এত বলি কহে দ্রোণ প্রত্যয় না হয় মন
তোমার বচনে বৃকোদর।
হত যদি মোর সুত কহ ধর্ম্ম সুচরিত
নিজ মুখে ধর্ম্ম নৃপবর ॥
শুনিয়াত নারায়ণ কুপিত হইল মন
কহিলেন রাজা যুধিষ্ঠিরে।
কহ তুমি নৃপমণি এই কথা সত্যবাণী
তবে বধ করিব দ্রোণেরে ॥
তাহা শুনি ধর্ম্মসুত হইয়া বিষাদযুত
কহিলেন দ্রোণের গোচর।
অশ্বত্থামা হৈল নাশ ইতি গজ সত্যভাষ
জানহ স্বরূপ এ উত্তর ॥
পুনরপি কহে দ্রোণ সত্য কহ হে রাজন
অশ্বত্থামা হইল বিনাশ।

কহেন ধর্ম্মের সুত অশ্বত্থামা হৈল হত
ইতি গজ সত্য এই ভাষ ॥
দ্রোণ পুছে যত বার কহিলেন ততবার
যুধিষ্ঠির সেমত উত্তর।
লঘুস্বরে নৃপমণি কহেন ইতি গজবাণী
পুনঃ২ দ্রোণের গোচর ॥
যুধিষ্ঠির মুখে শুনি সত্য হেন দ্রোণ জানি
পুত্রশোকে হইল আকুল।
ধনু ধরি বাম করে কান্দে দ্রোণ উচ্চৈঃস্বরে
লোহে ভিজে অঙ্গের দুকূল ॥
পুত্রের শোকেতে দ্রোণ হইলেন অচেতন
চেতন হারায় দ্বিজবর।
কণ্ঠ তলে ধনু রাখি কান্দে দ্রোণ হয়ে দুঃখী
অশ্রু পড়ে গুণের উপর ॥
হেনকালে রমাপতি বলেন অর্জ্জুনপ্রতি
হের দেখ বীর ধনঞ্জয়। [বাণে
কাল সর্পে দংশে দ্রোণে ঝাঁট কাটি পাড়
এই কালে কুন্তীর তনয় ॥
তবে পার্থ বীরবর অস্ত্র মারি দৃঢ়তর
সর্প বলি কাটেন ধনুর্গুণ।
কণ্ঠতল বিন্ধি ধনু অস্থির হইল তনু
রথেতে পড়িয়া গেল দ্রোণ ॥
হেনকালে ধৃষ্টদ্যুম্ন রথে পড়ে দেখি দ্রোণ
খড়্গ লয়ে ধাইল সত্বর।
যেন ধায় মৃগপতি তেন ধায় শীঘ্রগতি
উঠে গিয়া রথের উপর ॥
কাটিল দ্রোণের শির দেখে যত কুরুবীর
হাহাকার করে সর্ব্বজন।
লইয়া দ্রোণের শির ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবীর
নিজরথে আইল তখন ॥
দ্রোণের নিধন দেখি দুর্য্যোধন হয়ে দুঃখী
বিলাপ করয়ে বহুতর।
হাহাকার শব্দ করি কান্দে কুরুঅধিকারী
পড়ি গেল ধরণি উপর ॥
ব্যাস বিরচিত গাথা অপূর্ব্ব ভারত কথা
শ্রবণেতে কলুষনাশন।
যজ্ঞ ব্রত হোম দান নহে ইহার সমান
মুক্ত হয় শুনে যেই জন ॥
গোবিন্দের গুণকর্ম্ম শ্রবণে বাড়য়ে ধর্ম্ম
ইহা বিনা সুখ নাহি আর।
রক্ত পদ কোকনদ ভক্তজন সিদ্ধ পদ
অখিলের আপদ সংহার ॥
নানারূপে অবতরি দৈত্যগণে ক্ষয় করি
পাতকির পরিত্রাণ হেতু।
এঘোর সাগর মাঝে উদ্ধারিতে দেবরাজে
নিজ নামে বান্ধি দিলা সেতু ॥
অভয় চরণে মম ভক্তি রহে ত্রিবিক্রম
এইমাত্র করি নিবেদন। [মোরে
সংসার সাগরে ঘোরে উদ্ধার করিবা
কাশীরাম দাস বিরচন ॥

### পয়ার।

মুনি বলে শুন জনমেজয় নৃপবর।
দ্রোণাচার্য্য পড়িগেল সংগ্রাম ভিতর ॥
সন্ধ্যার সময় দ্রোণ পড়ি গেল রণে।
রোদন করয়ে তবে যত কুরুগণে ॥
দুর্য্যোধন রাজা কান্দে করি হাহাকার।
সৈন্যমধ্যে মহাশব্দ ক্রন্দন অপার ॥
দুর্য্যোধন কান্দি বলে শুন যোদ্ধাগণ।
কোন জন কোনরূপে করিবে তারণ ॥
এমন গুরুকে শত্রু সংহারিল রণে।
কে তারিবে কে মারিবে পাণ্ডবের গণে ॥
পিতামহ বীর ছিল ভুবনদুর্জ্জয়।
তাহাকে পাণ্ডবগণ করিল সংশয় ॥
যাহার বিক্রমে ভৃগুরাম নহে স্থির।
হেন পিতামহে মারে ধনঞ্জয় বীর ॥
বহু শোকাকুল হয়ে কান্দে দুর্য্যোধন।
হেনকালে তথা আইল সূর্য্যের নন্দন ॥
কর্ণে দেখি দুর্য্যোধন বলে অভিমানে।
ভীষ্ম দ্রোণ সেনাপতি পড়ি গেল রণে ॥
এখন কি বল সখে আছে কি উপায়।
কর্ণ বলে শুন রাজা বলি হে তোমায় ॥
বড়ই দুর্ব্বল পুরাতন বৃদ্ধ ছিল।
বাণশিক্ষা ছিল তেঁই সমর করিল ॥
দোঁহাহেতু শোক না করিহ দুর্য্যোধন।
আমিত বান্ধিয়া দিব পাণ্ডবের গণ ॥
যুধিষ্ঠিরে ধরি দিব সমরভিতর।
রণস্থলে শোক না করিহ নৃপবর ॥
হেনকালে তথা আইলেন অশ্বত্থামা।
কৃতবর্ম্মা সঙ্গে আর কৃপাচার্য্য মামা ॥
পিতার বিনাশ শুনি হইল অস্থির।
শোকে অচেতন হৈল অশ্বত্থামা বীর ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন হস্তে শুনি পিতার নিধন।
মহাকোপে কাঁপে বীর দ্রোণের নন্দন ॥

দুর্য্যোধন চাহি বলে দ্রোণের তনয়।
আমি যাহা কহি তাহা শুন মহাশয়॥
বিনা ধৃষ্টদ্যুম্নবধে ধনু যদি এড়ি।
সর্ব্ব ধর্ম্ম নষ্ট হয় নরকেতে পড়ি॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন না মারিয়া না আসিব ঘর।
করিনু প্রতিজ্ঞা আমি সভার গোচর॥
গোবধেতে ব্রহ্মবধে যত পাপ হয়।
সেই পাপ মোরে যদি না মারি নিশ্চয়॥
এত শুনি আনন্দিত কৌরবকুমার।
যুদ্ধ নিবারিয়া গেল স্থানে আপনার॥
পাণ্ডবের দলে হৈল আনন্দ অপার।
সভে বলে কুরু আজি হইল সংহার॥
বাদ্যের নিনদ হৈল না যায় লিখন।
আনন্দেতে নৃত্য করে নট নটীগণ॥
রত্ন সিংহাসনেতে বৈসেন যুধিষ্ঠির।
ভ্রাতৃগণ সহিত সানন্দ যত বীর॥
বলেন বৈশম্পায়ন জনমেজয় শুনে।
কাশীরাম দাস কহে শুনে সর্ব্ব জনে॥

### ত্রিপদী।

গোবিন্দ চরণে মন নিবেদিয়া অনুক্ষণ
রচিলাম দ্রোণ পর্ব্ব পুথি।
সৃষ্টি কৈল ব্যাস মুনি অমৃত সমান জানি
শ্রবণে নাশয়ে অধোগতি॥
গোবিন্দের লীলারস যাহাতে সংসার বশ
ত্রিভুবনে এইমাত্র সার।
ভজ সাধু অনুক্ষণ নিবিষ্ট করিয়া মন
নাহি ভয় হয় যমদ্বার॥
পূর্ণ হিমকর সম মুখচন্দ্র নিরুপম
পদ নখ যেন দশ বিধু।
রক্তোৎপল জিনি পদ ভুবনে অতুল্য পদ
প্রেমরসে বৃষ্টি করে মধু॥
চতুর্ভুজ পীতাম্বর বনমালা মনোহর
কৌস্তুভ শোভিত বক্ষোদেশ।
মুকুট কুণ্ডল শোভা দীপ্ত দিনকর আভা
বিচিত্র আসন নাগ শেষ॥
ক্ষীরোদ সাগরজলে নিদ্রাকৃষ্ট হন ছলে
নাভিপদ্মে সৃষ্টি করে ধাতা।
ত্রিভুবন করি সৃষ্টি করেন পীযূষ বৃষ্টি
ব্রহ্মারে করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা॥
মুখচন্দ্র যার দীপ্ত ত্রিভুবন হইল তৃপ্ত
চন্দ্ররূপে ভুবন প্রকাশ।
স্থিতি যার অন্তরীক্ষে শূন্যভরে দুইপক্ষে
নিজ গুণে তম হয় নাশ॥
নানারূপ মূর্ত্তি ধরি বিষ্ণুমায়া সৃষ্টি করি
মোহিত করেন সর্ব্বজনে।
মায়াতে আছন্ন হয়ে নানারূপে ক্লেশপায়ে
যায় লোক যমের ভবনে॥
গোবিন্দ সেবক যেই সর্ব্বত্র বিজয়ী সেই
নাহি তার শমনের ভয়।
নিজরথ আরোহণে পাঠাইয়া ভক্তজনে
লয়ে যান আপন আলয়॥
অনুক্ষণ ধ্যান করি একমনে ভাবি হরি
রচিলাম ভারত আখ্যান।
দ্রোণপর্ব্ব সুধারস শুনিলে কলুষ নাশ
এত দূরে হইল সমাধান॥
ইতি দ্রোণ পর্ব্ব সমাপ্তং।

# মহাভারত।

---

## অথ কর্ণ পর্ব্ব।

### অথ কর্ণকে সেনাপতি করিয়া কৌরবেরদের যুদ্ধযাত্রা।

প্রবীণ পুরুষ সব পড়িল সমরে।
দৈবের বিপাকে যেন বিধাতা সংহারে॥
শকুনি কহিল কর্ণ আছে মহামতি।
সেনাপতি অভিষেক কর শীঘ্রগতি॥
কর্ণ যুদ্ধ করুক বলিল বীরগণ।
কর্ণ সহ যুঝিবে পাণ্ডব কোন জন॥
কর্ণ যুদ্ধে জিনিবে চিন্তিল দুর্য্যোধন।
সেনাপতি অভিষেক করে সেইক্ষণ॥
আর দিন প্রভাতে কর্ণের আজ্ঞা ধরি।
অস্ত্র লয়ে বীর সব গেল আগু সরি॥
গজ বাজি ধ্বজ ছত্র শত শত যায়।
সাজিল কৌরবগণ সমুদ্রের প্রায়॥
নানা অস্ত্রে সাজি কর্ণ চড়ে গিয়া রথে।
চলিল সংগ্রামভূমি ধনুঃশর হাতে॥
কটক চলিল বহু রথি হইল কর্ণ।
বাসুকি জিনিতে যেন চলিল সুপর্ণ॥
দ্রোণের নন্দন চলে মহাধনুর্দ্ধর।
অস্ত্র ধরি অশ্বত্থামা সংগ্রামে প্রখর॥
অবশিষ্ট রাজার যতেক অনুচর।
চলিল সংগ্রামভূমি মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর॥
মধ্যে রাজা দুর্য্যোধন সংগ্রামে প্রচণ্ড।
কৃতবর্ম্মা রহিলেক বামপাশে দণ্ড॥
নারায়ণী সেনা আর কৃপ মহাশয়।
দক্ষিণ দিগেতে আছে সংগ্রামে নির্ভয়॥
ত্রিগর্ত্ত সৌবলআদি যত মহাবীর।
বাম ভাগে রহিলেক নির্ভয় শরীর॥
সাজিল কৌরববল দেখি যুধিষ্ঠির।
অর্জ্জুনে কহেন তবে ধর্ম্মমতি ধীর॥
দেবাসুর নাহি সহে যাহার প্রতাপ।
সেই কর্ণ আইল করিয়া বীর দাপ॥
এই যে আইসে কর্ণ করিতে সংগ্রাম।
দেবাসুর ভয় করে শুনি যার নাম॥
কর্ণেরে জিনিয়া ভাই ঝাঁট যশ লও।
ত্রিভুবনমধ্যে যদি মহাবীর হও॥
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি ধনঞ্জয় বীর।
অর্দ্ধচন্দ্র নামে ব্যূহ করিলেন স্থির॥
বাম শৃঙ্গে ভীমসেন সমরে দুর্জ্জয়।
দক্ষিণ শৃঙ্গেতে ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাশয়॥
মধ্যবর্ত্তী ধনঞ্জয় বীর ধনুর্দ্ধর।
পৃষ্ঠে রাজা যুধিষ্ঠির দুই সহোদর॥
যুদ্ধসাজে রহিলেন দুই মহাবীর।
অর্জ্জুনের কাছে রহে নির্ভয় শরীর॥
ব্যূহমুখে বীর সব করে সিংহনাদ।
দুই দলে বাদ্য বাজে নাহি অবসাদ॥
কর্ণের বিক্রম দেখি কুরু করে গর্ব্ব।
দ্রোণের বীরত্ব যত করিলেক খর্ব্ব॥
দুই দলে যুদ্ধ হয় অতি অসম্ভব।
দুই দলে হানাহানি উঠে কলরব॥
রথে রথে গজে গজে পদাতি পদাতি।
আসোয়ারে আসোয়ারে অব্যাহতগতি॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ আর ক্ষুর তীক্ষ্ণ শর।
অক্ষয় সন্ধান করি এড়িছে তোমর॥
ঝাঁকে২ অস্ত্র পড়ে ভরিয়া গগণ।
পৃথিবী যুড়িয়া পড়ে যত যোদ্ধাগণ॥
যেন পূর্ণ মহীতলে অবতার ভানু।
যেমন পোড়ায় বন জ্বলন্ত কৃশানু॥

ঝাঁকে২ বাণ বৃষ্টি পূরিল ধরণী।
ধূলায় ধূসর নাহি দেখি দিনমণি॥
ক্রোধ করি ভীমসেন ধরে ধনুঃশর।
লম্ফ দিয়া উঠে বীর হস্তির উপর॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি শিখণ্ডী চেকিতান।
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র বিক্রমে প্রধান॥
ভীমসেন বেড়ি ডাকে সিংহনাদ করি।
রোষে বীর ধায় যেন হস্তিকে কেশরী॥
বাহিনী মথিয়া আইসে বীর বৃকোদর।
দেখিয়া রুষিল ক্ষেমধূর্ত্তি নৃপবর॥
কুলূত দেশের রাজা ক্ষেমধূর্ত্তি নাম।
বিক্রমে সিংহের প্রায় রণে অভিরাম॥
মহাগজ আরোহিয়া আইসে ক্রোধমনে।
প্রথমে তোমর বাণ মারে ভীমসেনে॥
শর মারি তোমর করিল খণ্ড২।
ছয় বাণ বিন্ধে বীর সমরে প্রচণ্ড॥
ক্রোধ করি ভীমসেন বরিষয়ে শর।
বাণ মারে ক্ষেমধূর্ত্তি হস্তির উপর॥
শরাঘাতে ভঙ্গ দিল গজেন্দ্র বিশাল।
রাখিতে না পারে ক্ষেমধূর্ত্তি মহীপাল॥
কতক্ষণে ক্ষেমধূর্ত্তি সুযোগ পাইল।
ভীমের মাতঙ্গ বিন্ধে সমরে ধাইল॥
খর বাণে ভীমের কাটিল শরাসন।
আর ধনু নিল হাতে ভীম বিচক্ষণ॥
নারাচ মারিয়া কৈল হস্তির নিধন।
লাফ দিয়া এড়াইল বীর বিচক্ষণ॥
ধন্য২ করি সভে বাখানে তখন।
ধন্য বীর ক্ষেমধূর্ত্তি বলে কুরুগণ॥
গদাঘাতে ভীমসেন পায়ে বড় লাজ।
ক্ষেমধূর্ত্তি রাজার মারিল গজরাজ॥
লাফ দিয়া ক্ষেমধূর্ত্তি হস্তি এড়াইল।
গদা মারি ভীমসেন ভূমিতে পাড়িল॥
সিংহের প্রতাপ যেন পড়িল মাতঙ্গ।
ক্ষেমধূর্ত্তি পড়িল বাহিনী দিল ভঙ্গ॥
তবে কর্ণ মহাবীর পাণ্ডবে ধাইল।
অতিক্রোধে পাণ্ডব সৈন্যেতে প্রবেশিল॥
বাছিয়া২ বাণ বরিষয়ে কর্ণ।
সর্পের সভায় যেন পশিল সুপর্ণ॥
ভঙ্গ দিল বাহিনী পড়িল সব গজ।
ছয় বাণে কাটি পাড়ে যত রথধ্বজ॥
নিরন্তর কর্ণ বীর বরিষয়ে বাণ।
লক্ষ২ বীর পড়ে ভীম বিদ্যমান॥

অশ্বত্থামা বীর সনে যুঝে বৃকোদর।
শ্রুতকর্ম্মা সনে চিত্রসেন ধনুর্দ্ধর॥
বিন্দ অনুবিন্দ সহ সাত্যকির রণ।
প্রতিবিন্ধ্য সহ যুঝে চিত্র যশোধন॥
দুর্য্যোধন সহিত যুঝেন যুধিষ্ঠির।
নারায়ণী সেনার সহিত পার্থ বীর॥
কৃপ আর ধৃষ্টদ্যুম্নে সমর দুর্জয়।
কৃতবর্ম্মা সহিত শিখণ্ডী মহাশয়॥
মদ্রপতি প্রতি শ্রুতকীর্ত্তির বিক্রম।
দুঃশাসন সহ সহদেব যমসম॥
বিন্দ অনুবিন্দ সহ হইল সংগ্রাম।
মহাবীর সাত্যকি রণেতে অনুপম॥
দুই বীরে হানাহানি ছাড়ে হুহুঙ্কার।
দুই বীরে মহাযুদ্ধ বলে মার মার॥
বিন্দ অনুবিন্দ বীর বাণ বরিষয়।
শত২ বাণ পড়ে নাহি করে ভয়॥
কাটিলেক সাত্যকির দিব্য শরাসন।
আর ধনু হাতে নিল বীর বিচক্ষণ॥
ক্ষুরপা বাণেতে তবে সাত্যকি প্রবীর।
তৃণবৎ করি কাটি পাড়ে তার শির॥
অনুবিন্দ পড়িল দেখিল সহোদর।
মহাকোপে বিন্দ বীর বরিষয়ে শর॥
সাত্যকির শরীরে রুধির পড়ে ধারে।
দুই জনে মহাযুদ্ধ সংগ্রাম ভিতরে॥
পরস্পর সারাথি কাটিল অশ্ব রথ।
দোঁহে মহাবীর্য্যবান বিখ্যাত জগত॥
দোঁহে হৈল বিবর্ণ করিয়া বহুরণ।
পরস্পর মহাযুদ্ধ করে দুই জন॥
বাণে হানাহানি দোঁহে করে মহাবীর।
বলহীন হৈল দোঁহে নিস্তেজ শরীর॥
দুই জনে মিশামিশি দৃঢ় বাজে রণ।
বাণেতে জর্জ্জর তনু হৈল অচেতন॥
শ্রুতকর্ম্মা বিচিত্রে হইল মহারণ।
দুই বীরে যুদ্ধ করে যুদ্ধ বিচক্ষণ॥
ধ্বজ কাটা গেল তবে পরস্পর শরে।
দুই বীরে মিশামিশি সংগ্রামভিতরে॥
তবে শ্রুতকর্ম্মা বীর মহাধনুর্দ্ধর।
মাথা কাটি বিচিত্রের পাড়ে ভূমিপর॥
পড়িল বিচিত্রসেন কৌরবের ত্রাস।
প্রতিবিন্ধ্য মহাবীর পাইল প্রকাশ॥
পড়িল বিচিত্রসেন চিত্রসেন রোষে।
তাহার বিক্রম দেখি প্রতিবিন্ধ্য হাসে॥

রথের কাটিল ধ্বজ বিন্ধিল সারথি।
রণেতে ফাফর হইল চিত্রসেন রথী॥
তবে শক্তি ফেলিয়া মারিল তার মাথে।
প্রতিবিন্ধ মহাবীর কাটে অর্দ্ধপথে॥
মহাগদা লয়ে বীর মারে আর বার।
রথের সারথি তবে করিল সংহার॥
পুনরপি রথে চড়ে মহাধনুর্দ্ধর।
বিংশতি তোমর মারি ভেদিল অন্তর॥
দুই বাহু পসারি পড়িল মহাবীর।
প্রতিবিন্ধ মহাবীর সমরে সুধীর॥
শরে শর নিবারিয়া মারে কুরুবল।
ক্রোধেতে আইসে অশ্বত্থামা মহাবল॥
সেইক্ষণে ভীমসেন হাতে নিল ধনু।
শরবৃষ্টি করি বিন্ধে দ্রোণপুত্রতনু॥
বলি সঙ্গে ইন্দ্র যেন করিল সংগ্রাম।
দুই বীর মহাসত্ত্ব যুঝে অবিশ্রাম॥
দিব্য অস্ত্র সন্ধান করয়ে দুই বীর।
নানা অস্ত্র বিন্ধে দোঁহে নির্ভয় শরীর॥
সর্ব্ব দিকে বিজুলি চমকে হেন দেখি।
তারা যেন গগণেতে ছোটয়ে নিরখি॥
বাণে আবরিল আর নাহিক সঞ্চার।
দুই বীরে মহাযুদ্ধ হয় অন্ধকার॥
মহারণ দুই বীরে করে মহাবলে।
প্রলয় সময়ে যেন সমুদ্র উথলে॥
সাধু২ প্রশংসা করয়ে মহাজন।
আকাশ বিমানে দেখে যত দেবগণ॥
দুই বীর বিকল হইল অচেতন।
কেহ কারে নাহি পারে সম দুই জন॥
বাসুদেব সারথি অর্জ্জুন হাতে ধনু।
নবজলধর যেন ধরিলেক তনু॥
বরিষা কালেতে যেন বরিষে নির্ঝর।
শর বৃষ্টি করেন অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর॥
নারায়ণী সেনারে মারেন পার্থ রোষে।
দিবাকর যেমন খদ্যোতগণে নাশে॥
লক্ষ২ বীরের কাটেন পার্থ মাথা।
কাটা গেল ধনুঃশর কত দণ্ড ছাতা॥
বাণেতে কাটিয়া বাণ করিলেন রাশি।
সারি২ মাথা পড়ে গগণ পরশি॥
গজ বাজি পড়ে সব রথী সারি২।
পড়িল যতেক সৈন্য লিখিতে না পারি॥
ক্রুদ্ধ হয়ে আইল অশ্বত্থামা মহাবীর।
দিব্য অস্ত্র আরোপিয়া সৈন্য কৈল স্থির॥
তবে দুই মহাবীর কৈল মহারণ।
শরে অন্ধকারাচ্ছন্ন নর নারায়ণ॥
অতিক্রোধে অর্জ্জুন করেতে লয়ে শর।
দ্রোণনন্দনের তনু করেন জর্জ্জর॥
মগধের পতি তার দণ্ডধার নাম।
হস্তি অশ্ব লইয়া আইল অনুপম॥
মহাবীর দণ্ডধার করে মহারণ।
সেইক্ষণে অর্জ্জুন কাটেন হস্তিগণ॥
বজ্রাঘাত পড়ে যেন পর্ব্বতউপর।
অর্জ্জুনের বাণে গজ পড়িল বিস্তর॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তারে করেন সংহার।
হস্তিহইতে ভূমিতে পড়িল দণ্ডধার॥
অনিবার মহাযুদ্ধ করয়ে অর্জ্জুন।
যুগান্ত প্রলয় যেন সংগ্রামে নিপুণ॥
পাণ্ডবের সেনাপতি আর বীরবর।
যুঝিতে লাগিল সবে করিয়া নির্ভর॥
অশ্বত্থামা বীর করে পাণ্ডব সংহারি।
ক্রোধ করি আইলেন অর্জ্জুনদুর্বার॥
দুই জনে মহাযুদ্ধ বাণ বরিষণ।
কর্ণ সহ কুরুবল আইল তখন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

## অথ কর্ণের সহিত যুদ্ধে নকুলের পরাভব।

দুঃশাসনে জিনিয়া নকুল মহাবীর।
কর্ণের অগ্রেতে গেল নির্ভয় শরীর॥
বুভুক্ষু ভুজঙ্গ যেন নকুলপ্রচণ্ড।
তীক্ষ্ণ বাণে মহাবীরে কৈল খণ্ড২॥
আপনা নিরোধে বীর অস্ত্র হাতে করি।
দর্প করি নকুল বলয়ে আগু সরি॥
যাহা ছিল কর্ণ তুই করিলি প্রকাশ।
তোমাহইতে ক্ষত্র কুল হইল বিনাশ॥
আজি রণমধ্যে তোরে করিব সংহার।
কৃতকৃত্য হইবেন ধর্ম্মঅবতার॥
হাসিয়া বলিল কর্ণ তুই অল্প বুদ্ধি।
কিছু না জানিস তুই বিক্রমের শুদ্ধি॥
কি কর্ম্ম করিয়া প্রশংসহ আপনাকে।
আজি ছন্ন হইবেক কর্ম্মের বিপাকে॥
এত বলি নকুলে রুষিল কর্ণবীর।
পঞ্চ শত শরে বিন্ধে তাহার শরীর॥
শর হানি কর্ণ তার কাটিলেক ধনু।
আর শত বাণে তার বিন্ধিলেক তনু॥

আর ধনু লয়ে বীর নকুল সুমতি।
ত্রিশ বাণ কর্ণ বীরে বিন্ধে শীঘ্রগতি ॥
তিন বাণ সারথিরে মারিল প্রচণ্ড।
ক্ষুরবাণ মারি তারে কৈল খণ্ড২ ॥
ঊনত্রিশ বাণ তারে মারিলেক কর্ণ।
সর্ব্ব গাত্রে রক্ত পড়ে দেখিতে বিবর্ণ ॥
আশ্বস্ত হইয়া বাণ মারিল নকুল।
কর্ণের ধনুক কাটি করিল আকুল ॥
আর ধনু নিল কর্ণ সংগ্রাম ভিতর।
সেই ধনু কাটিলেক নকুল সুন্দর ॥
আর ধনু লয়ে কর্ণ যুড়িলেক শর।
শরে২ আছন্ন নকুল ধনুর্দ্ধর ॥
শরে শর নিবারয়ে নকুল প্রচণ্ড।
মহাবীর কর্ণ শর করে খণ্ড২ ॥
কর্ণবাণে গগণে হইল অন্ধকার।
সূর্য্যের কুমার বীর সূর্য্যঅবতার ॥
কাটিল হাঁতের ধনু রথের সারথি।
সচিন্তিত হইল নকুল মহামতি ॥
চারি ঘোড়া কাটে বীর সমরে প্রচণ্ড।
তৃণবৎ করি রথ কৈল খণ্ড২ ॥
কাটে ধ্বজ পতাকা গাত্রের যত স্বর্ণ।
শর হানি কর্ণ বীর করিল বিবর্ণ ॥
নকুল পরিঘ লয়ে ধাইল সত্বর।
পরিঘ কাটিল শরে কর্ণ ধনুর্দ্ধর ॥
ভয় পায়ে নকুল চাহয়ে চারি ভিত।
পরিহাস করে কর্ণ সংগ্রামে পণ্ডিত ॥
গলায় ধনুক দিয়া বান্ধিয়া রাখিল।
মনে২ নকুলের সঙ্কট হইল ॥
হাসিয়া বলয়ে কর্ণ শুন শিশুমতি।
যুদ্ধ না করিহ আর গুরুর সংহতি ॥
আপনার সমান সহিত কর রণ।
বলবান সহ নাহি যুঝ কদাচন ॥
কভু না করিহ রণ চলি যাহ ঘরে।
কহ গিয়া তোমার যতেক সহোদরে ॥
এত বলি কর্ণ বীর নকুলে এড়িল।
কুন্তীর বচন মানি তারে না মারিল ॥
লজ্জিত নকুলবীর কর্ণের বচনে।
চলিল আপন দলে বিরস বদনে ॥
পঞ্চালে দেখিয়া তবে সূর্য্যের নন্দন।
হাতে যমদণ্ড ধায় করিয়া গর্জন ॥
পাণ্ডবের সেনাপতি পাঞ্চাল নৃপতি।
কৌরবের সেনাপতি উলূক সুমতি ॥
দুই দলে মহারণ করে দুই জন।
পশিল সমর মাঝে পঞ্চাল রাজন ॥
তুমুল বাধিল রণ বীর দুই জনে।
সকল পাঞ্চালগণ ধায় একমনে ॥
নিবারিল শর জালে কর্ণ বীরবর।
সন্ধান করিল বাণ নির্ভয় অন্তর ॥
একে২ করে কর্ণ বাণের প্রহার।
রথধ্বজ পতাকাদি করিল সংহার ॥
ভঙ্গ দিয়া সব দল চারি ভিতে ধায়।
মৃগেন্দ্র দেখিয়া যেন গজেন্দ্র পলায় ॥
কেহ কারে না চায় পলায় সর্ব্বজন।
রাখিতে না পারিলেন অর্জ্জুন তখন ॥
ক্রোধমুখে অর্জ্জুন কর্ণের পানে চান।
সিংহ যেন গজরাজে ধায় ক্ষুধাবান ॥
কর্ণ বাণ বরিষয়ে বারেন অর্জ্জুন।
শিশির পাইয়া যেন শোষেন তপন ॥
অর্জ্জুন মারেন বাণ উঠয়ে আকাশে।
অন্ধকার হইল সূর্য্য নাহিক প্রকাশে ॥
কোথায় মুষল বৃষ্টি পরিঘ বিশাল।
কোথায় বা শেল পড়ে কোথা ভিন্দিপাল ॥
অর্জ্জুনের বাণ পড়ে যমের সোসর।
ভয়ে চক্ষু বুজিল সকল কুরুবর ॥
নর অশ্ব গজ রথ পড়ে সারি২।
কুরুবল ভাঙ্গিল সহিতে নাহি পারি ॥
যুগান্ত কালেতে যেন প্রলয় তরঙ্গ।
ত্রাস পায়ে কুরুবল রণে দিল ভঙ্গ ॥
দিন অবশেষ হইল রজনী প্রবেশে।
সকল কৌরব গেল আপনার বাসে ॥
বিজয় দুন্দুভি বাজে পাণ্ডবের দলে।
শিবিরে চলিল রাজা মন কুতূহলে ॥
শিবিরেতে গেল দুর্য্যোধন মহারাজ।
অর্জ্জুনের যুদ্ধেতে পাইয়া বড় লাজ ॥
কার নাহি বাহন কাহারো নাহি ধনু।
অর্জ্জুনের বাণে সভে ছিন্ন ভিন্ন তনু ॥
মুখে গদ২ বাণী বদন বিবর্ণ।
অপমানে বসিলেক ভূমিতলে কর্ণ ॥
দশন ভাঙ্গিয়া যেন গজ পলাইল।
মহাভুজঙ্গম যেন চরণে দংশিল ॥
সেমত কৌরবগণ লজ্জিত হইল।
মনোদুঃখী দুর্য্যোধন শিবিরে বসিল ॥
নিশ্বাস ছাড়িয়া রাজা দুর্য্যোধন বলে।
কি করিব কি হইবে বলহ সকলে ॥

দেখিয়া শুনিয়া বীর কর্ণ মহাবল।
ক্রোধেতে জ্বলয়ে যেন জ্বলন্ত অনল॥
হাতে হাত কচালয়ে সর্প যেন ভাসে।
অহঙ্কারে কর্ণ বীর আকাশ পরশে॥
দুর্য্যোধন মুখ চাহি ভাবে বীর কর্ণ।
দেবাসুর মধ্যে যেন রুষিল সুপর্ণ॥
যোদ্ধামধ্যে বুদ্ধিমন্ত অর্জ্জুন বিশেষ।
কৃষ্ণ তার সহায় মন্ত্রণা উপদেশ॥
কর যোড়ে বলে কর্ণ শুন মহাশয়।
আজি তার গর্ব্ব আমি খণ্ডাব নিশ্চয়॥
কর্ণের বচনে হৃষ্ট হইল দুর্য্যোধন।
উল্লাসিত হইলেক কৌরবের গণ॥
মহাবীর কর্ণ যুদ্ধে অপমান গণি।
ফুকারি২ চিন্তে গোঙায় রজনী॥
প্রভাতে চলিয়া গেল সভা বিদ্যমানে।
মুর্ত্তিমন্ত সর্প যেন আপনা বাখানে॥
মোর সম বীর নাহি ভুবনভিতরে।
কোন গুণে অর্জ্জুন অধিক ধনু ধরে॥
আজি তারে মারি পাঠাইব যমঘরে।
কিম্বা সে মারুক মোরে সংগ্রামভিতরে॥
গাণ্ডীব নামেতে ধনু আছে তার করে।
বিজয় নামেতে ধনু রাম দিল মোরে॥
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত বিজয় শরাসন।
ইন্দ্র যারে ধরি কৈল অসুর নিধন॥
বাসবেরে সেবিয়া পাইল ভৃগুরাম।
রাম মোরে দিলেন ধনুক অনুপম॥
দিব্য২ অস্ত্র দিল রাম মহাবীর।
অক্ষয় কবচ যাহে অভেদ্য শরীর॥
অর্জ্জুনেরে মারিয়া তোমারে দিব যশ।
সাগরান্ত পৃথিবী করিয়া দিব বশ॥
অর্জ্জুনের সারথি আপনি নারায়ণ।
আমাহইতে অধিক সে সেইসে কারণ॥
কৃষ্ণের সমান গুণ সেইসে বিশাল।
আমার সারথি হউক শল্য মহীপাল॥
কর্ণের বচনে তুষ্ট হৈল দুর্য্যোধন।
আপনি চলিল রাজা শল্যের সদন॥
সবিনয় তাহারে বলিল স্তুতি করি।
কর্ণের সারথি হও বৈস রথোপরি॥
শল্য রাজা বলে আমি ভুবনে বিখ্যাত।
সে কোন মনুষ্য কর্ণ রথি অবিখ্যাত॥
রথেতে সারথি আমি হইব তাহার।
হেন অপযশ আর না কর আমার॥

পৃথিবী সহিতে নারে মোর অস্ত্র বল।
প্রতাপে শুষিতে পারি সমুদ্রের জল॥
মোর অপমান না করিহ দুর্য্যোধন।
আজ্ঞা কর মহারাজ যাই নিকেতন॥
এত বলি শল্য রাজা উঠিয়া চলিল।
স্তুতি করি দুর্য্যোধন কহিতে লাগিল॥
আপনাহইতে যার হয় শ্রেষ্ঠ গুণ।
তাহারে সারথি করি সংগ্রামে নিপুণ॥
ত্রিপুর দহিতে যবে যান শূলপাণি।
ব্রহ্মারে সারথি করিলেন তত্ত্ব জানি॥
জানি তুমি মহাবীর পুরুষ প্রধান।
মোর দলে বীর নাই তোমার সমান॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ শকুনি সৌবল।
অশ্বত্থামা ভগদত্ত তুমি মহাবল॥
এই সব বীর লয়ে মোর অহঙ্কার।
ছলযুদ্ধে তাসভায় করিল সংহার॥
তুমি আর কর্ণবীর দুই অবশেষ।
অর্জ্জুন মারিতে যত্ন করহ বিশেষ॥
দুর্য্যোধন রাজার শুনিয়া পরিহার।
সারথি হইতে শল্য করে অঙ্গীকার॥
নানা অস্ত্র পরিপূর্ণ পতাকা নিশ্চয়।
চড়িল কর্ণের রথে শল্য মহাশয়॥
হাতেতে পাঁচনি লৈয়া হইল সারথি।
যুদ্ধ করিবারে যায় কর্ণ মহামতি॥
শল্যের অগ্রেতে কর্ণ আপনা বাখানে।
চিত্ররথ সহিত দহিব একবাণে॥
যদি যম সহিত কুবের দেবরাজ।
জিনিব সভারে আজি সংগ্রামের মাঝ॥
সভারে মারিয়া আজি মারিব অর্জ্জুন।
দুই দলে দেখিবেক আজি মোর গুণ॥
শুনিয়া কর্ণের বাণী বলে শল্যপতি।
বিষম বীরত্ব তোর অহঙ্কার অতি॥
অশক্ত দুর্ব্বল তুমি নহ পার্থসম।
ধনঞ্জয় মহাবীর পুরুষউত্তম॥
যদুসেনা জিনিয়া সুভদ্রা আনে হরি।
হিমালয়ে শঙ্করে তুষিল যুদ্ধ করি॥
দহিল খাণ্ডব বন জিনি দেবগণে।
গন্ধর্ব্ব জিনিয়া রাখে রাজা দুর্য্যোধনে॥
আপনি হারিলা তুমি উত্তর গোগৃহে।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপআদি প্রতাপ না সহে॥
প্রাণপণে পার্থ সহ যদি কর রণ।
জানি যে নিশ্চয় আজি তোমার মরণ॥

অনাদরে শল্যেরে চাহিল কর্ণ বীর।
জয়২ করি চলে রণকর্ম্মে ধীর॥
রথ চালাইল বীর পবনের বেগে।
প্রবেশিল কর্ণ বীর সংগ্রামের আগে॥
পাণ্ডবের বাহিনী সম্মুখে রথ দেখে।
অহঙ্কারে কর্ণ বীর বলয়ে কৌতুকে॥
যে মোরে দেখায় আজি ধনঞ্জয় বীর।
সুবর্ণে ভূষিত তার করিব শরীর॥
যে মোরে দেখায় আজি পার্থ ধনুর্দ্ধর।
এক শত গ্রাম দিব পরম সুন্দর॥
যে মোরে দেখাবে পার্থে সংগ্রামভিতর।
সুবর্ণে মণ্ডিত হস্তী দিব মনোহর॥
পঞ্চ শত অশ্ব দিব মণিতে মণ্ডিত।
চারি শত গবী দিব বৎসের সহিত॥
ছয় শত রথ দিব রত্ন সুশোভিত।
এক শত দাসী দিব রত্নেতে ভূষিত॥
যে আমারে দেখাইবে অর্জ্জুন দুর্জয়।
যাহা চাহে তাহা দিব বলিনু নিশ্চয়॥
অর্জ্জুন সহিত কৃষ্ণে করিব সংহার।
যত ধন পাই আমি সকলি তাহার॥
এত বলি কর্ণ বীর করে সিংহনাদ।
সকল কৌরব করে জয়২ বাদ॥
তবল দুন্দুভি বাজে মৃদঙ্গ বহুল।
সৈন্য করে সিংহনাদ শব্দেতে তুমুল॥
পুন বলে শল্যরাজ শুন কর্ণ বীর।
দেখিবা অর্জ্জুন বীরে না হও অস্থির॥
কি কারণে দিবা ধন অশ্ব হস্তিগণে।
কৃষ্ণসহ অর্জ্জুনে দেখিবা বিদ্যমানে॥
বল কৃষ্ণার্জ্জুনে আমি করিব সংহার।
হেন ছার বাক্য কহ করি অহঙ্কার॥
বন্ধুগণ তোমারে না করে নিবারণ।
কাল পরিপূর্ণ হইল তোমার মরণ॥
গলায় বান্ধিয়া শিলা সমুদ্র তরিস।
একেশ্বর যুদ্ধ কর কিসে প্রশংসিস॥
একত্র হইয়া যুঝে সকল কৌরবে।
অর্জ্জুনের ঠাঁই তবু পরাভব পাবে॥
দুর্য্যোধনআদি কারে বলি সভাকারে।
শুন কর্ণ যদি বাঞ্ছা আছে বাঁচিবারে॥
সবান্ধবে লও গিয়া ধর্ম্মের শরণ।
তবে সে অর্জ্জুনহাতে এড়াবা মরণ॥
শল্যের বচনে পুন কর্ণ বীর রোষে।
না বুঝিয়া জ্ঞানহীন মহাজনে দোষে॥
অর্জ্জুনে প্রশংসা করে মোরে নাহি বলে।
আজি অর্জ্জুনেরে আমি মারিব সমূলে॥
যদি বজ্রহস্তে আইসে দেবের ঈশ্বর।
সেহ নিবারিতে নারে কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
শল্য বলে কর্ণ বীর না করহ দাপ।
আপনি জানহ মনে অর্জ্জুনপ্রতাপ॥
দুই জনে বিসম্বাদ হইল বিস্তর।
ক্রুদ্ধ হয়ে কর্ণ যায় সংগ্রামভিতর॥
সৈন্যগণ সহ গেল রাজা দুর্য্যোধন।
শকুনি সৌবল কৃপ দ্রোণের নন্দন॥
দুঃশাসন কৃতবর্ম্মা উলূক নৃপতি।
সাজিয়া আইল তবে সব নরপতি॥
ব্যূহ করি কর্ণ বীর হৈল আগুয়ান।
দুই পার্শ্বে দুই বীর কর্ণের সমান॥
অর্জ্জুনে কহিল তবে রাজা যুধিষ্ঠির।
সংগ্রামে সাজিয়া আইল কর্ণ মহাবীর॥
প্রতিব্যূহ করি ঝাট কর নিবারণ।
সৈন্য যেন না লঙ্ঘয়ে রাধার নন্দন॥
রাজার আদেশ পায়ে বীর ধনঞ্জয়।
প্রতিব্যূহ করিলেন বিপক্ষবিজয়॥
অগ্নিদত্ত রথে বীর আরোহণ করি।
কৃষ্ণসঙ্গে সাজিলেন নানা অস্ত্রধরি॥
দুন্দুভি মৃদঙ্গ শঙ্খ বাজয়ে মাদল।
সিংহনাদ করি সৈন্য করে কোলাহল॥
নারায়ণী সেনা আর সংশপ্তকগণ।
চতুর্দ্দিগে বেড়ি অস্ত্র করে বরিষণ॥
সংশপ্তক সাগরে মজেন ধনঞ্জয়।
সেই যুদ্ধে অর্জ্জুনের পরাভব হয়॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

## অথ কর্ণের সহিত যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরের পরাভব।

কর্ণের বচন শুনি শল্য বলে দাপে।
বিস্তর কহিলা তুমি অতুল প্রতাপে॥
এই দেখ রণে আইসে সর্ব্ব সৈন্যগণ।
কাহার সামর্থ্য করে পার্থে নিবারণ॥
হোর দেখ ভীমসেন নকুল কুমার।
সহদেব বীর দেখ পর্ব্বতের সার॥
মহারাজ যুধিষ্ঠির দেখ বিদ্যমান।
ধৃষ্টদুম্ন সেনাপতি অগ্নির সমান॥

দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র কি দিব তুলনা।
ইহাদের অগ্রসর হবে কোন জনা॥
শিখণ্ডী সাত্যকি দেখ রাজার আগুয়ান।
চলহ সমরে আজি হয়ে সাবধান॥
সিদ্ধ হৈল মনোরথ দেখ ধনঞ্জয়।
সংগ্রামে করহ আজি অর্জ্জুনের ক্ষয়॥
এই কথা কহিতে মিশিল দুই দল।
মহাযুদ্ধ বাধিল হইল কোলাহল॥
ক্রোধ করি কর্ণ বীর প্রবেশিল রণে।
সিংহ যেন চলি যায় কুতূহল মনে॥
প্রবেশিয়া কর্ণ বীর করে মহারণ।
বাছিয়া২ মারে বড় বীরগণ॥
সংগ্রামেতে প্রবেশিল কর্ণের কুমার।
দশ বাণে ভীম তারে করিল সংহার॥
সাক্ষাতে দেখিয়া কর্ণ আপনা পাসরে।
পুত্রের কাটিল মাথা বীর বৃকোদরে॥
কর্ণপুত্রে কাটিয়া কৃপের কাটে ধনু।
তিন বাণে কাটিলেন দুঃশাসনতনু॥
ছয় বাণে শকুনিরে করিল বিকল।
রথ কাটি বিন্ধিল উলূক মহাবল॥
থাক২ সুষেণ কাটিব তব শির।
এত বলি বাণ মারে ভীম মহাবীর॥
তিন বাণে বিন্ধিলেক কর্ণ বীর তাকে।
সুষেণ প্রবীর অস্ত্র মারে ঝাঁকে২॥
নকুল সহিত যুদ্ধ বাড়িল বহুল।
দুঃশাসন সাত্যকিতে সংগ্রাম তুমুল॥
অতিক্রোধে কর্ণ বীর রণে প্রবেশিল।
ইন্দ্র দেবরাজ যেন সমরে আইল॥
একে কর্ণ মহাবীর পায়ে অপমান।
নিজপুত্র পড়িল আপন বিদ্যমান॥
যুধিষ্ঠির বধে যুক্তি কৈল কর্ণ বীর।
ক্রোধে উতরোল কর্ণ কাঁপয়ে শরীর॥
একবারে যুড়ি মারে শত২ বাণ।
পাণ্ডবের সৈন্য বিন্ধি করে খান২॥
মহাধনুর্দ্ধর বীর বরিষয়ে শর।
বিচিত্র বিক্রম দেখি কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
মহারথিগণে বিন্ধে নিবারিতে নারে।
একেশ্বর কর্ণ যুঝে পাণ্ডব সমরে॥
গজ বাজি ধ্বজ ছত্র রথ সারি২।
অযুত২ পড়ে লিখিতে না পারি॥
মুণ্ড কাটি পাড়ে কারে কুণ্ডলসহিত।
অস্ত্র সহ হস্ত কাটি পাড়িল ত্বরিত॥

যুধিষ্ঠিরে রাখিতে ধাইল বহু দল।
দৃষ্টিমাত্রে কাটি পাড়ে কত মহাবল॥
যুধিষ্ঠির কর্ণে বলিলেন উচ্চৈঃস্বরে।
শুন কর্ণ এক কথা বলি যে তোমারে॥
দুর্য্যোধনবাক্যে কর মম সহ রণ।
যুদ্ধ অভিলাষ তোর খণ্ডাব এখন॥
এত বলি ধর্ম্ম মারিলেন দশ বাণ।
তাঁর শরাসন কাটে কর্ণ ধনুষ্মান্॥
ক্রোধভরে যুধিষ্ঠির যেন হুতাশন।
টঙ্কারিয়া লইলেন অন্য শরাসন॥
যমদণ্ড সমান প্রখর ভয়ঙ্কর।
মহেশের শূল যেন জ্বলে বৈশ্বানর॥
বজ্রের সমান সেই বাণে যুধিষ্ঠির।
কর্ণের দক্ষিণ ভাগে বিন্ধিলেন বীর॥
বেদনা পাইল তবে কর্ণ ধনুর্দ্ধর।
মুর্চ্ছিত হইয়া পড়ে রথের উপর॥
অবশ হইল তনু খসি পড়ে ধনু।
অশোক কিংশুক যেন রক্তে বহে তনু॥
হাহাকার কুরুবলে প্রচুর হইল।
পাণ্ডবের সৈন্যে জয়ধ্বনি প্রকাশিল॥
মহাসিংহনাদ করে পাণ্ডবের দল।
চেতন পাইয়া উঠে কর্ণ মহাবল॥
যুধিষ্ঠির নিধন চিন্তিল মনে মন।
টঙ্কারিয়া হাতে নিল দিব্য শরাসন॥
বিজয় নামেতে ধনু নিল আরবার।
যাহাতে আছয়ে চন্দ্র সূর্য্যের আকার॥
সত্যসেন সুষেণ কর্ণের দুই সুত।
তিন বাণে ধর্ম্মে বিন্ধে বিক্রমে অদ্ভুত॥
বিন্ধেন নৃপতি সত্যসেনের শরীরে।
তিন বাণে বিন্ধিলেন কর্ণ মহাবীরে॥
সব অস্ত্র নিবারিল কর্ণ একেশ্বরে।
সপ্তবাণে বিন্ধিলেক ধর্ম্ম নৃপবরে॥
রাজারে রাখিতে আইল যত যোদ্ধাগণ।
ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেন দ্রুপদনন্দন॥
সহদেব সুষেণ নকুল কাশীপতি।
শিশুপালতনয় আইল শীঘ্রগতি॥
একবার অস্ত্র এড়ে কর্ণের উপর।
সব অস্ত্র নিবারিল কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
পাণ্ডবের সৈন্য সব করে পরাজয়।
কালান্তক যম যেন কর্ণ মহাশয়॥
যুধিষ্ঠির রাজার হাতের কাটে ধনু।
সন্ধান পূরিয়া বীর বিন্ধিলেক তনু॥

কবচ কাটিয়া পাড়ে ধরণিউপরে।
রুধির পড়িছে ধারে ধর্ম্মকলেবরে॥
শক্তি অস্ত্র মারিলেন রাজা যুধিষ্ঠির।
শক্তি হানি ভেদিলেন কর্ণের শরীর॥
অতিক্রোধে কর্ণবীর মারে তীক্ষ্ণ শর।
সেই শরে বিন্ধিলেক ধর্ম্ম কলেবর॥
হৃদয়ে বিন্ধিল বাণ বিন্ধিল কপাল।
ধ্বজ ছত্র কাটে বীর বিক্রমে বিশাল॥
গজ অশ্ব কাটা গেল হইল প্রমাদ।
ছিন্নভিন্ন কৈল সৈন্য করে আর্ত্তনাদ॥
আর রথে চড়িলেন ধর্ম্ম নৃপবর।
রথ চালাইয়া দেন কর্ণের গোচর॥
জিনিলেক কর্ণ বীর পাণ্ডবের নাথে।
উপহাস করে কর্ণ ধর্ম্মের সাক্ষাতে॥
ক্ষত্র কুলে জন্মিয়াছ তুমি মহাজন।
বাণেতে কাতর হয়ে পরিহর রণ॥
ক্ষত্র ধর্ম্মে কুশল তোমারে নাহি গণি।
ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মেতে যে তোমাকে বাখানি॥
আর যুদ্ধ না করিহ কর্ণ বীর সনে।
যদি প্রাণে রক্ষা পাও যাও নিজস্থানে॥
এত বলি কর্ণ বীর ছাড়িল নৃপতি।
ক্ষমিল সকল বীরে কর্ণ সেনাপতি॥
ক্রোধেতে আইল ভীম মহাবলধর।
রাজারে করিল পাছু দুই সহোদর॥
কর্ণ বীর সমাগমে হইল মহারণ।
বিমানে চড়িয়া দেখে দেব ঋষিগণ॥
কালদণ্ড সম যেন বিজুলি ঝঙ্কার।
কর্ণেরে মারিল ভীম যম অবতার॥
শরে কর্ণ বীরেরে করিল ছারখার।
মহাশব্দে ভীমসেন করে মার২॥
হাতে ধনু লয় ভীম সমরে প্রচণ্ড।
হানিয়া রাধার পুত্র করে খণ্ড২॥
দুই বীরে শরবৃষ্টি করিল প্রকাশ।
অন্ধকারময় শূন্যে না চলে বাতাস॥
আকর্ণ পূরিল কর্ণ পূরিয়া সন্ধান।
ভীমের হাতের ধনু করে খান২॥
গদাঘাত কর্ণেরে করিল বৃকোদর।
মূর্চ্ছিত হইল কর্ণ রথের উপর॥
রথ বাহুড়িল তবে সারথি সত্বর।
ক্ষণেকে চেতন পায় কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
বাহুযুদ্ধ করে দোহেঁ নির্ভয় শরীর।
দোহেঁ মহাবীর্য্যবন্ত দোহেঁ মহাবীর॥

অশ্বত্থামা বীর তবে প্রতিজ্ঞা করিল।
রাজার গোচরে গিয়া এমত বলিল॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর বটে মোর পিতৃবৈরী।
তোমারে তুষিব আজি তাহারে সংহারি॥
বিনা ধৃষ্টদ্যুম্ন বধে যুদ্ধ নাহি করি।
আজিকার যুদ্ধে আমি পিতৃবৈরি মারি॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া বীর আইলেক রণে।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনাপতি আইল তখনে॥
হুহুঙ্কার করি যুঝে দ্রোণপুত্র সনে।
অশ্বত্থামা মহাবীর মিলিল সমানে॥
মহাবীর অশ্বত্থামা সংগ্রামে নিপুণ।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বীরের কাটিল ধনুর্গুণ॥
অশ্ব সহ সারথিরে করিল সংহার।
নাহিক সম্ভ্রম কিছু দ্রোণের কুমার॥
ক্রোধভরে আইসে অশ্বত্থামা মহাবীর।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বীরের কাটিতে মহাশির॥
ভীমসেন করিল তাহার পরিত্রাণ।
আকাশে অমরগণ করয়ে বাখান॥
মহাবীর কর্ণ তবে বরিষয়ে শর।
বরিষার মেঘ যেন বরিষে নির্ঝর॥
ভাঙ্গিল পাণ্ডবসৈন্য কর্ণ বীর শরে।
রাখিতে নারেন সৈন্য ধর্ম্ম নৃপবরে॥
পুন যুধিষ্ঠিরে ধায় কর্ণ মহাবীর।
নারাচ বাণে রাজার বিন্ধিল শরীর॥
যুধিষ্ঠিরহৃদয়ে বিন্ধিল সাত বাণ।
ধর্ম্মের শরীর বিন্ধি কৈল খান২॥
রাখিবারে রাজারে আইল যোদ্ধাগণ।
কর্ণ বীর বাণেতে করিল নিবারণ॥
সহদেব নকুল ধর্ম্মের পাশে থাকে।
দুই ভাই বিপক্ষ মারিল লাখে২॥
ত্রিভুবনে বীর নাহি কর্ণের সোঁসর।
কাটিল রাজার ধনু কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
এক বাণে কাটিল হাতের শরাসন।
শর ধনু কাটিয়া পাড়িল সেইক্ষণ॥
অবিলম্বে অশ্ব রথ কাটে কর্ণ বীরে।
নিরন্তর অস্ত্র মারে ধর্ম্মের উপরে॥
দুই ভাই চড়িলেন সহদেবরথে।
পুনরপি কর্ণ বীর ধনু নিল হাতে॥
পাণ্ডবের মাতুল মদ্রের অধিপতি।
কর্ণের সারথি শল্য বীর মহামতি॥
ভাগিনার দুঃখ দেখি কৃপায় আকুল।
বিস্তর বলিল পাণ্ডবের অনুকূল॥

শুন কর্ণ মহাশয় আমার বচন।
আপন প্রতিজ্ঞা কৈলা বিরস এখন ॥
অর্জ্জুনের সঙ্গে রণ প্রতিজ্ঞা করিলা।
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির সঙ্গে আরম্ভিলা ॥
হীনঅস্ত্র যুধিষ্ঠির কবচরহিত।
তাহাকে বিন্ধিতে কর্ণ না হয় উচিত ॥
পার্থে এড়ি যুধিষ্ঠিরে মারিবারে আশ।
কৃষ্ণ সনে অর্জ্জুন করিবে উপহাস ॥
শল্যের বচন শুনি ফিরে কর্ণ বীর।
লজ্জা পায়ে শিবিরে গেলেন যুধিষ্ঠির ॥
রথহইতে উলাইল ধর্ম্ম নরপতি।
সরক্ত শরীর রাজা সবিকল মতি ॥
সহদেব নকুলেরে পাঠান সত্বর।
যথা যুদ্ধ করে মহাবীর বৃকোদর ॥
যুধিষ্ঠির এড়ি কর্ণ অন্যকে ধাইল।
মৃগযূথমধ্যে যেন গজেন্দ্র পশিল ॥
যত অস্ত্র ভৃগুরাম দিল মহাবীরে।
অস্ত্র মারে কর্ণ বীর নির্ভয় অন্তরে ॥
পাণ্ডবের সৈন্যেতে পড়িল হাহাকার।
যুগান্তের যম যেন করিল সংহার ॥
অর্জ্জুন২ করি মহানাদ করে।
ধনঞ্জয় ধনুর্দ্ধর গেল কোথাকারে ॥
সংশপ্তকগণ সঙ্গে সংগ্রাম দুষ্কর।
আসিতে অর্জ্জুন নাহি পান অবসর ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন ধনঞ্জয় ধীর।
সৈন্য সব সংহার করিল কর্ণ বীর ॥
পরশুরামের অস্ত্র করিল সন্ধান।
লক্ষ কোটি বাণ মারে দেখ বিদ্যমান ॥
যুগান্তের যম যেন কর্ণ বীর ধায়।
হোর দেখ সৈন্য সব সম্ভ্রমে পলায় ॥
কৌরবের সৈন্য সব করে সিংহনাদ।
পাণ্ডবের সৈন্য করে বহুল বিষাদ ॥
প্রাণ উপেক্ষিয়া যুদ্ধ করে বৃকোদর।
যুধিষ্ঠিরে নাহি দেখি সংগ্রামভিতর ॥
শুনিয়া কহেন ধনঞ্জয় গদাধরে।
ঝাঁট রথ চালাহ দেখিব যুধিষ্ঠিরে ॥
সংশপ্তকগণ মম আছে অবশিষ্ট।
শীঘ্রগতি চল প্রভু দেখি মোর জ্যেষ্ঠ ॥
অর্জ্জুন বচনে কৃষ্ণ দেন অনুমতি।
যুধিষ্ঠির স্থানে তবে যান শীঘ্রগতি ॥
শঙ্খনাদ করিয়া চলেন ধনঞ্জয়।
অর্জ্জুনে ধাইল অশ্বত্থামা মহাশয় ॥
দিব্য অস্ত্র দুই বীর করিল সন্ধান।
দেবাসুর যুদ্ধ যেন নাহিক বিশ্রাম ॥
দ্রোণপুত্রে জিনিয়া অর্জ্জুন মহাবীর।
ভীমের পশ্চাতে আইলেন অতিধীর ॥
জিজ্ঞাসেন ভীমসেনে রাজার বৃত্তান্ত।
কর্ণ যুদ্ধকথা ভীম কহে আদ্যোপান্ত ॥
কর্ণ শরে বিহ্বল হইল কলেবর।
গেলেন বিষাদে রাজা শিবিরভিতর ॥
দৈবে বাঁচিলেন ভাই ধর্ম্ম নরপতি।
এত বলি নিশ্বাস ছাড়িল মহামতি ॥
শুনিয়া বিকল কৃষ্ণ অর্জ্জুন দুর্জ্জয়।
ভীমেরে বলেন তবে বীর ধনঞ্জয় ॥
কৃপ কর্ণ দ্রোণপুত্র রাজা দুর্য্যোধন।
ইহারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিব এখন ॥
আমি হেথা যুদ্ধ করি তুমি যাও তথা।
বৃত্তান্ত কহিয়া আইস রাজা আছেন যথা ॥
তবে ভীমসেন বলে আমি আছি রণে।
যুদ্ধ হইতেছে মোর কুরুসৈন্য সনে ॥
হেনকালে এড়ি যদি যাই আমি রণ।
ভীম পলাইল বলিবেক কুরুগণ ॥
যুদ্ধ ছাড়িবার এই নহেত সময়।
দেখিয়া আইস যুধিষ্ঠির মহাশয় ॥
ভীমেরে রাখিয়া তবে সংগ্রামভিতরে।
কৃষ্ণ পার্থ আইলেন দেখিতে রাজারে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

### অথ যুধিষ্ঠিরের নিকটে অর্জ্জুনের কর্ণ বধে প্রতিজ্ঞা।

গৃহমধ্যে শুয়িয়া আছেন যুধিষ্ঠির।
চরণ বন্দেন গিয়া ধনঞ্জয় বীর ॥
উল্লাসেতে উঠি বসিলেন যুধিষ্ঠির।
প্রত্যয় জন্মিল পড়িয়াছে কর্ণ বীর ॥
মহারাজ যুধিষ্ঠির চিন্তিলেন মনে।
কর্ণ মোরে মহাদুঃখ দিল মহারণে ॥
হরষিত এথায় আইল দুই জন।
বিনা কর্ণ মারি নহে হেথা আগমন ॥
এত চিন্তি যুধিষ্ঠির নিবারিয়া দুঃখ।
হরিষে দেখেন কৃষ্ণ অর্জ্জুনের মুখ ॥
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করেন বারবার।
কহ ভাই অর্জ্জুন যুদ্ধের সমাচার ॥

দেবাসুরজয়ী বীর সূর্য্যের নন্দন।
সভামধ্যে যারে পূজে মানী দুর্য্যোধন॥
যাহারে পরশুরাম দিল দিব্য ধনু।
অভেদ্য কবচ যার আবরিল তনু॥
যার ভুজবীর্য্যে দগ্ধ হই রাত্রি দিনে।
ত্রয়োদশ বৎসর আছিনু বনে২॥
মন স্থির নহে মোর না ঘুচে তরাস।
নিরন্তর দেখি কর্ণ আইসে মম পাশ॥
হেন কর্ণে আজি বুঝি মারিলা সমরে।
আনন্দ পূরিল আজি আমার অন্তরে॥
মহাবীর কর্ণে তুমি কেমনে মারিলা।
মহীসিন্ধু হইতে তুমি কেমনে তরিলা॥
যুধিষ্ঠিরবাক্য শুনি অতিভয়ঙ্কর।
সশঙ্কিত ধনঞ্জয় দিলেন উত্তর॥
আমারে অরিষ্ট ছিল সংশপ্তকগণ।
তার সনে আমার আছিল মহারণ॥
তবে অশ্বথামা সনে আছিল বিরোধ।
শরবৃষ্টি করি করি তাহারে নিরোধ॥
কর্ণে মারিবারে যাই করিয়া সন্ধান।
ভীমমুখে শুনিলাম তব অপমান॥
তোমার কুশল জানি যাই আরবার।
অবশ্য করিব আজি কর্ণেরে সংহার॥
অক্ষয় আছয়ে কর্ণ শুনিয়া বচন।
মহাক্রুদ্ধ হইলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
কর্ণ শরে ত্রাসিত যে পাণ্ডবের পতি।
অর্জ্জুনেরে ভর্ৎসিয়া বলেন মহামতি॥
মোরে পরাজিয়া সৈন্য করে লণ্ডভণ্ড।
মায়াযুদ্ধ করে কর্ণ সমরে প্রচণ্ড॥
একেশ্বর যুদ্ধ করে বীর বৃকোদর।
আইলা তাহারে যুদ্ধে রাখিয়া সত্বর॥
কর্ণেরে মারিবা বলি করিয়াছ পণ।
তারে দেখি এখন পলাও কি কারণ॥
তোর জন্মদিনেতে হইল দৈববাণী।
পৃথিবী জিনিয়া মোরে দিবা রাজধানী॥
দৈবের বচন মিথ্যা হইল হেন দেখি।
তোমাপুত্রে পুত্রবতী কুন্তী কেন লিখি॥
গর্ভহইতে কেন না পড়িলি পঞ্চমাসে।
বিফল ধরিল কুন্তী তোরে গর্ভবাসে॥
যক্ষরাজ ধনু দিল ইন্দ্র দিল শর।
ভুবনসংহার অস্ত্র দিল মহেশ্বর॥
মায়ারথ দিল তোরে গন্ধর্ব্বের পতি।
অস্ত্র সব আছে তোর পবনের গতি॥
রথধ্বজে হনূমান মহাবলবন্ত।
আপনি সারথি কৃষ্ণ প্রতাপে অনন্ত॥
হাতে তোর গাণ্ডীব অক্ষয় ধনুঃশর।
পলাইলা কর্ণভয়ে প্রাণেতে কাতর॥
গাণ্ডীবের যোগ্য তুমি নহ ধনুর্দ্ধর।
কৃষ্ণেরে গাণ্ডীব দেহ শুন রে বর্ব্বর॥
আগে কৃষ্ণে দিতা যদি গাণ্ডীব তোমার।
এত দিনে কুরুগণ হইত সংহার॥
কৃষ্ণেরে গাণ্ডীব দেহ কৃষ্ণ হউন রথী।
রথের উপরে তুমি হওত সারথি॥
এতেক দুর্ব্বাণী শুনি পার্থ বারেবারে।
খড়্গ লয়ে উঠেন রাজারে কাটিবারে॥
নিবারিয়া কৃষ্ণ তাঁরে করেন ভর্ৎসন।
জ্যেষ্ঠ ভাই কাটিবারে চাহ কি কারণ॥
অর্জ্জুন বলেন মম প্রতিজ্ঞা নিশ্চয়।
হেনবাক্য বলে যেই তারে করি ক্ষয়॥
গাণ্ডীব ছাড়িতে মোরে যে জন বলিবে।
অবশ্য কাটিব তারে গুরু যদি হবে॥
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিলে হয় নরক অনন্ত।
গুরু বধ কৈলে হয় নরক দুরন্ত॥
দুই কর্ম্মে নরকেতে হইবে প্রয়াণ।
তুমি দেব জান বেদ শাস্ত্রের বিধান॥
হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ শুন ধনঞ্জয়।
গুরু জনে না বধিও আছয়ে উপায়॥
ক্ষান্ত হও ধনঞ্জয় স্থির কর মন।
শুনিয়া কহেন পার্থ বিনয় বচন॥
দোষ না জানিয়া যে বা করে অপমান।
শাস্ত্রেতে কহিল তার মরণ বিধান॥
গোসাঁই রাখিল তেঁই রহিল পরাণ।
নিজে ভয় পাইয়া করেন অপমান॥
আপনি ভয়ার্ত্ত হও কর্ণ যুদ্ধ দেখি।
হারিয়া আইলা তুমি সংগ্রাম উপেক্ষি॥
ভীম নাহি দেয় কার মনে অনুতাপ।
দুর্নিবার রণে যার অতুল প্রতাপ॥
শত২ হস্তি মারে গদার প্রহারে।
যূথে২ অশ্ব বীর বৃকোদর মারে॥
করয়ে দুষ্কর কর্ম্ম ভাই বৃকোদর।
সে নাহি নিন্দয়ে মোরে বলিয়া বর্ব্বর॥
তুমি কর অপকর্ম্ম সভার ভিতর।
পাশাতে হারিলা যত ধন রত্ন ঘর॥
তোমার কারণে মোরা চারি সহোদর।
নানা দুঃখ ভুঞ্জিলাম বনের ভিতর॥

তোমার কারণে নষ্ট হইল বন্ধুজন।
তোমার কারণে নষ্ট হইল ক্ষত্রগণ ॥
তুমি বিপদের হেতু হইলা জ্যেষ্ঠভাই।
তোমার কারণে মোরা এত দুঃখ পাই ॥
আপনা কাটিতে চান বীর ধনঞ্জয়।
হাতেইইতে খড়্গ লন কৃষ্ণ মহাশয়॥
অর্জ্জুন বলেন করিলাম কোন কর্ম্ম।
গুরুনিন্দা করিলাম যাহাতে অধর্ম্ম ॥
আপনারে বধ করি প্রায়শ্চিত্ত বিধি।
আজ্ঞা কর নিষেধ না কর গুণনিধি ॥
হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ শাস্ত্রের প্রমাণ।
আপনা প্রশংসা কর মরণ সমান ॥
আপনার প্রশংসা করিলে বারবার।
তবে তব প্রতিজ্ঞায় হইবা উদ্ধার ॥
আপনা প্রশংসা তবে করেন অর্জ্জুন।
আমার সমান কে বা কত ধরে গুণ ॥
মম সম ধনুর্দ্ধর নাহিক সংসারে।
বাহুবলে চারি দিগ জিনেছি সমরে ॥
সংশপ্তকগণে আমি করেছি সংহার।
কর্ণ বীর সঙ্গে যুদ্ধ করি বারবার ॥
মম সম বীর নাহি পৃথিবীভিতর।
ভুবন বিখ্যাত আমি এক ধনুর্দ্ধর ॥
এত বলি ধনঞ্জয় যুড়ি দুই কর।
অপরাধ ক্ষমা চান ধর্ম্মের গোচর ॥
লজ্জায় কহেন পার্থ পড়িয়া চরণে।
নিন্দা করিয়াছি আমি ধর্ম্মের কারণে ॥
অপরাধ ক্ষমা কর হরষিত মনে।
ক্ষমহ সকল দোষ প্রসন্ন বদনে ॥
বিস্তর বলেন তবে কৃষ্ণ মহামতি।
অর্জ্জুনেরে প্রসন্ন হৈলেন নরপতি ॥
করিলেন প্রতিজ্ঞা অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর।
আজি কর্ণে সংহারিব সংগ্রামভিতর ॥
এই চাপ ধরি কর্ণে সংহারিব শরে।
কর্ণে না মারিয়া আমি না আসিব ঘরে ॥
তব পদ পরশিয়া কহিলাম সার।
সত্যভ্রষ্ট হই যদি কর্ণে রাখি আর ॥
ধনঞ্জয় গোবিন্দে রাখিয়া মনোরথে।
গোবিন্দ সারথি সহ উঠিলেন রথে ॥
শ্রীকৃষ্ণেরে বলিলেন বীর ধনঞ্জয়।
তোমার প্রসাদে আমি করিব বিজয়॥
রাজা ধৃতরাষ্ট্র হবে পুত্র পৌত্র হীন।
আজি বসুমতী হবে ধর্ম্মের অধীন॥
আজি দুর্য্যোধন রাজা হইবে নিধন।
পাশা না খেলিবেক শকুনি দুর্য্যোধন ॥
আজি সুখে নিদ্রা যাইবেন যুধিষ্ঠির।
আজি যুদ্ধে পড়িবেক কর্ণ মহাবীর ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

### অথ নানা যুদ্ধের পর ভীমকর্ত্তৃক দুঃশাসনের রক্তপান।

হেনমতে চলিলেন সংগ্রামভিতর।
বাসুদেব সহিত অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর ॥
সহদেব নকুল সহিত বৃকোদর।
নিরখিয়া কুরুবল বরিষয়ে শর ॥
সারথি বিশোক নামে তারে ভীম পুছে।
আমার রথেতে দেখ কত অস্ত্র আছে॥
আজি রণে পাড়িব সকল কুরুগণ।
নতুবা আমারে মারিবেক দুর্য্যোধন ॥
ভীমের বচনে তবে বিশোক দেখিল।
যাটি সহস্র বাণ আছে গণিয়া বলিল ॥
ক্ষুর বাণ আছে বীর অযুতে অযুত।
নারাচ সহস্র ত্রিশ আছয়ে প্রস্তুত॥
দশ সহস্র বাণ আছে বজ্রের সমান।
আর যত বাণ আছে কে করে সংখ্যান ॥
অবশিষ্ট বাণ আছে আর রথে বহে।
বিশোক সারথি তবে ভীমপ্রতি কহে ॥
তবে ভীমসেন বীর প্রতিজ্ঞা করিল।
আজিকার রণেতে কৌরব হত হইল ॥
যতক্ষণ না আইসে কৃষ্ণ ধনঞ্জয়।
সসজ্জ করহ রথ করিতে বিজয় ॥
হেনকালে উত্তরে হইল কোলাহল।
ছাইল অর্জ্জুন বাণ গগণ মণ্ডল ॥
চতুরঙ্গ সেনা পড়ে অর্জ্জুনের বাণে।
হাহাকার শব্দ করে যত কুরুগণে ॥
সৌবল বলিল শুন রাজা দুর্য্যোধন।
দেখ হোর সৈন্য ক্ষয় করিল অর্জ্জুন ॥
আমি আগু সরি করি ভীমের সংহার।
মজিল কৌরব সেনা নাহিক নিস্তার ॥
মহাবল সৌবল ভীমের প্রতি ধায়।
মহাযুদ্ধ ঘোরতর হইল তথায়॥
শক্তি ফেলি হানিলেক সৌবলের মাথে।
সেই শক্তি সৌবল ধরিল বাম হাতে ॥

সেই শক্তি ফেলি মারে ভীমের উপরে।
বাহু বিন্ধি রথোপরে পাড়িল ভীমেরে॥
পুন উঠি ভীমসেন বিন্ধিল সৌবলে।
মূর্চ্ছিত সৌবল রাজা পড়িল ভূতলে॥
রথ ফিরাইয়া নিল রথের সারথি।
ভঙ্গ দিল কুরুবল যত সেনাপতি॥
ভঙ্গ দিল আপনি নৃপতি দুর্য্যোধন।
যত সৈন্যগণ নিল কর্ণের শরণ॥
যুদ্ধেতে আইল কর্ণ দেখি সৈন্যভঙ্গ।
জ্বলন্ত অনল যেন দেখিতে তরঙ্গ॥
পাণ্ডবের সৈন্য সব বরিষয়ে শর।
বেড়িয়া মারয়ে সব কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
সাত্যকিরে বিন্ধিল বিংশতি মহাশরে।
শিখণ্ডিরে দশ বাণ পঞ্চ বৃকোদরে॥
ধৃষ্টদ্যুম্নে শত বাণ মারে বজ্রশরে।
সপ্তদশ বাণ মারে দ্রুপদকুমারে॥
সংশপ্তকে মারে সহদেব দশ শর।
সাত বাণ মারিল নকুল ধনুর্দ্ধর॥
ক্রমেতে বিন্ধিল ভীম ত্রিশ মহাশর।
সব শর নিবারিল কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
হাসিয়া বিজয় ধনু লইলেক হাতে।
বাণাঘাতে সর্ব্ব সৈন্য যায় চতুর্ভিতে॥
সাত্যকির ধ্বজ কাটি কাটে শরাসন।
আর বাণ হৃদয়ে বিন্ধিল সেইক্ষণ॥
তিন বাণে সারথিরে করিল নিধন।
রথশূন্য হইলেন সাত্যকি তখন॥
নিমিষে বিমুখ কৈল সব ধনুর্দ্ধর।
ভীত হয়ে সব সৈন্য পলায় সত্বর॥
ত্রাসেতে পাণ্ডবসৈন্য পলায় সকল।
খণ্ড২ করিলেক পাণ্ডবের দল॥
অগ্নি যেন জ্বলিয়া দহয়ে তুলরাশি।
রণভূমি চাপি যেন বিপক্ষ গরাশি॥
দূরে থাকি দেখেন অর্জ্জুন মহাবীর।
দেবাসুর যুদ্ধে যার নির্ভয় শরীর॥
কৃষ্ণেরে বলেন মহাবীর ধনঞ্জয়।
হোর দেখ কর্ণ বীর যুঝয়ে নির্ভয়॥
ভাঙ্গিল পাণ্ডব দল সৈন্য দিল ভঙ্গ।
পলাইয়া যায় যেন আকুল কুরঙ্গ॥
ঝাঁট রথ চালাহ গোবিন্দ মহাবল।
সংগ্রামে মারিব আজি কৌরব সকল॥
হাসিয়া চালান রথ গোবিন্দ সারথি।
দূরে থাকি রথ দেখে কুরু নরপতি॥

কর্ণেরে বলিল তবে রাজা দুর্য্যোধন।
হোর দেখ আসিতেছে নরনারায়ণ॥
ক্রোধভরে আইসে অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর।
উহাসম বীর নাহি সংগ্রামভিতর॥
সর্ব্ব সৈন্যে আদেশিল কর্ণ মহামতি।
সভে মেলি মারহ অর্জ্জুন মহারথি॥
অশ্বত্থামা দুঃশাসন বীরআদি করি।
অর্জ্জুনেরে বেড়িল কর্ণের আগু সরি॥
হইল দারুণ রণ দেবাসুরতুল।
দুই দলে মহাযুদ্ধ বাধিল তুমুল॥
অর্জ্জুনের বাণে সভে বিমুখ হইল।
হাতে অস্ত্র কর্ণবীর রণে প্রবেশিল॥
সাত্যকি বিন্ধিল বাণ কর্ণ বিদ্যমান।
কাটিয়া সকল সৈন্য করে খান২॥
গদা লয়ে ভীমসেন করে মহারণ।
সহস্র২ পড়ে অশ্ব গজগণ॥
তবে দুঃশাসন বীর বাছি মারে শর।
তিন বাণে বিন্ধিল ভীমের কলেবর॥
কাটিল হাতের ধনু রথের সারথি।
শরেতে জর্জর হৈল ভীম মহামতি॥
মত্ত গজ সম ভীম গদা লয়ে হাতে।
যম সম আইলেক সংগ্রাম করিতে॥
গদা ফেলি মারিলেক দুঃশাসন শিরে।
দুঃশাসন পড়ে শত ধনুক অন্তরে॥
সারথি কবচ অশ্ব আর শরাসন।
গদার প্রহারে চূর্ণ কৈল সেইক্ষণ॥
রণেতে পড়িল যদি বীর দুঃশাসন।
পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা ভীম করিল স্মরণ॥
শীঘ্র গেল যথায় পড়িল দুঃশাসন।
রথেহইতে লাফ দিয়া গেল সেইক্ষণ॥
দাণ্ডাইয়া দেখে যত কৌরবকুমার।
বাহু আস্ফালিয়া ভীম বলে বারবার॥
আমি দুঃশাসনের যে রক্ত করি পান।
কার শক্তি ইহারে করিবে পরিত্রাণ॥
ক্রোধমনে ভীমসেন কহে উচ্চৈঃস্বরে।
হইল রাক্ষস মূর্ত্তি সংগ্রামভিতরে॥
অতিক্রোধে ভীমসেন বিক্রমে অপার।
খড়্গ লয়ে বিদারিল হৃদয় তাহার॥
করিয়া শোণিত পান কহে বৃকোদর।
অমৃতে পূরিল আজি মোর কলেবর॥
ঘৃত মধু শর্করাতে নাহি যত তোষ।
মায়ের দুগ্ধেতে যত না হয় সন্তোষ॥

দুর্য্যোধন কর্ণ বীর দেখে বিদ্যমান।
ভীমসেন করে দুঃশাসন রক্ত পান॥
রক্ত পীয়ে ভীমসেন সংগ্রাম ভিতরে।
রাক্ষস বলিয়া লোক পলাইল ডরে॥
দেখিয়া ধাইল বীর কর্ণ মহামতি।
ভীমের উপরে বাণ মারে শীঘ্রগতি॥
যুধামন্যু মহাবীর যুড়ি শর মারে।
চিত্রসেন মহাবীর পড়িল সমরে॥
দুঃখী হয়ে কর্ণ বীর ভাইর মরণে।
পাণ্ডব সৈন্যেতে তবে আইল আপনে॥
মহাভারতের কথা অমৃত যেমন।
কাশী কহে কর্ণপর্ব্বে মরে দুঃশাসন॥

## অথ অর্জ্জুনের হাতে কর্ণপুত্র বৃষসেনের মৃত্যু।

জিজ্ঞাসে জনমেজয় যুদ্ধ বিবরণ।
ব্যক্ত করি যুদ্ধকথা কহে তপোধন॥
কর্ণেরে বলিল দুর্য্যোধন মহাশয়।
গাণ্ডীব লইয়া আইসে বীর ধনঞ্জয়॥
রক্তপান করিয়াত বীর বৃকোদর।
দুঃশাসন রক্তেতে লেপিল কলেবর॥
দুর্য্যোধন যথা আছে ভ্রাতৃগণ সঙ্গে।
অস্ত্র লয়ে তথা ভীম ধায় মনোরঙ্গে॥
দশ বাণ মারিয়া কাটিল পাঁচ জন।
সেই শোকে ভয়েতে পলায় দুর্য্যোধন॥
দেখি কর্ণ আইলেক করিবারে রণ।
কর্ণে দেখি পলায় পাণ্ডব সৈন্যগণ॥
সর্ব্ব সৈন্য ভঙ্গ দিল নাহি চায় পাছে।
ভ্রাতৃশোকে দুর্য্যোধন প্রাণেমাত্র আছে॥
সর্ব্ব মুখ্য কর্ণ বীর খ্যাত ধনুর্দ্ধর।
মুখ্য বীর বৃষসেন হাতে নিল শর॥
কর্ণপুত্রে নকুলে হইল মহারণ।
নকুলের রথ কাটি ফেলে সেইক্ষণ॥
ভীমরথে চড়িলেন নকুল দুর্জ্জয়।
মহাবলবন্ত বীর রণেতে নির্ভয়॥
সহদেব নকুল আর ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর।
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র নির্ভয় শরীর॥
ভীমে খেদাড়িয়া চলে বীর বৃষসেনে।
কিঞ্চিৎ নাহিক ভয় কর্ণের নন্দনে॥
অশ্বত্থামা কৃপ দুর্য্যোধন নরপতি।
বৃষসেনে রাখিতে আইল শীঘ্রগতি॥

দুই দলে মহাযুদ্ধ অস্ত্রের নির্ঘাত।
চতুরঙ্গ দলে হৈল বহুত নিপাত॥
তবে বৃষসেন বীর কর্ণের নন্দন।
তিন বাণে অর্জ্জুনে বিন্ধিল সেইক্ষণ॥
মারিল দ্বাদশ শর কৃষ্ণ কলেবরে।
মহাবীর বৃকোদরে বিন্ধিলেক শরে॥
সাত বাণে নকুলের নাশে অহঙ্কার।
মহাবীর বৃষসেন সংগ্রামে দুর্ব্বার॥
রুষিয়া অর্জ্জুন বীর হাতে লয়ে শর।
তাহাতে বিন্ধেন বৃষসেনকলেবর॥
ক্ষুর বাণে ধনঞ্জয় কাটি ধনুর্ব্বাণ।
মাথা কাটি পাড়িলেন কর্ণবিদ্যমান॥
পুত্রশোকে কর্ণের লোচনে জল ঝরে।
উল্কাপাত পড়ে যেন পৃথিবীউপরে॥
পুত্রশোকে কর্ণ বীর ধাইল সত্বর।
যুগান্তের যম যেন হাতে ধনুঃশর॥
সিংহনাদ ছাড়ে বীর বলে ধর ধর।
দেখিয়া পাণ্ডবসৈন্য পলায় সত্বর॥
অর্জ্জুনে বলেন কৃষ্ণ শুন মহামতি।
পুত্রশোকে ধায় দেখ কর্ণ সেনাপতি॥
দেবাসুরজয়ী জান কর্ণ মহাবীর।
সাবধানে যুদ্ধ কর না হও অস্থির॥
হের দেখ শরজাল করে কর্ণ বীর।
বরিষার মেঘ যেন বরিষয়ে নীর॥
ইন্দ্রের ধনুক যেন দেখ বিদ্যমান।
কর্ণ হাতে শোভে যে বিজয় ধনুর্ব্বাণ॥
দুর্য্যোধন মহাবীর করে সিংহনাদ।
ধনুক টঙ্কার শুনি জয়২ বাদ॥
রণ করি কর্ণ বীরে করহ নিধন।
তোমার সমান বীর নাহি কোন জন॥
বর দিল তোমারে প্রসন্ন শূলপাণি।
কর্ণে সংহারিবা তুমি ইহা আমি জানি॥
অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ না কর বিস্ময়।
কর্ণেরে মারিব আজি জানহ নিশ্চয়॥
হেন কালে কর্ণ আইল সংগ্রামভিতরে।
পুত্র শোকে তাহার নয়নে জল ঝরে॥
দুই বীরে দেখাদেখি হইল সত্বর।
রণেতে শোভিল যেন দুই দিবাকর॥
দুই রথে দীপ্তিমান উভয়ের ধ্বজ।
এক ধ্বজে কপি শোভে আর ধ্বজে গজ॥
কর্ণ বেড়ি কৌরব করয়ে সিংহনাদ।
শঙ্খ ভেরী বাজে আর জয়২ বাদ॥

অর্জ্জুনেরে বেড়িয়া বিচিত্র বাদ্য বাজে।
সিংহনাদ শব্দ করে পাণ্ডবের মাঝে॥
নানা অস্ত্র মারি সৈন্য করয়ে নিধন।
মহাবজ্রাঘাতে যেন পড়ে তরুগণ॥
অন্য গজ দেখি যেন গজেন্দ্র রুষিল।
ঊর্দ্ধমুখ করি সৈন্য সংগ্রামে পশিল॥
দুই দলে মিশাইয়া চাহে কুতূহলে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব আইল গগণমণ্ডলে॥
যতেক দানব যক্ষ পিশাচ রাক্ষস।
অসুর চাহিল সদা রাধেয়ের যশ॥
চাহেন অর্জ্জুনযশ সকল অমর।
অন্তরীক্ষে পুত্র যশ চাহে দিবাকর॥
অর্জ্জুনের যশ চান ত্রিদশঈশ্বর।
দুই বীর যুদ্ধ করে অতি ঘোরতর॥
শল্যেরে জিজ্ঞাসে তবে কর্ণ ধনুর্দ্ধর।
আমারে স্বরূপ কহ শল্য বীরবর॥
অর্জ্জুনের যুদ্ধে যদি আমি পড়ি রণে।
তবে তুমি কোন কর্ম্ম করিবা আপনে॥
হাসিয়া বলিল শল্য আমি একেশ্বরে।
কৃষ্ণসহ সংহারিব পার্থ ধনুর্দ্ধরে॥
গোবিন্দেরে জিজ্ঞাসেন বীর ধনঞ্জয়।
যদ্যপি আমারে কর্ণ করে পরাজয়॥
কোন কর্ম্ম করিবা আপনি নারায়ণ।
কেমনে হইবে তবে কর্ণের নিধন॥
হাসিয়া বলেন তবে কৃষ্ণ মহাশয়।
শুন বীর ধনঞ্জয় কহিব নিশ্চয়॥
শূন্যহইতে ভ্রষ্ট যদি হয় দিবাকর।
খণ্ড২ হয় যদি পৃথিবীমণ্ডল॥
কহিলাম এত যদি হয় বিপরীত।
তোমারে জিনিতে কর্ণ নারে কদাচিত॥
অর্জ্জুন বলেন তবে করি অহঙ্কার।
অবশ্য করিব আজি কর্ণের সংহার॥
শঙ্খ ভেরী দুন্দুভি যে ঘন২ বাজে।
দুই দলে মহাযুদ্ধ হয় রণমাঝে॥
শরে শর নিবারিল দুই মহাবীরে।
চারিদিগে বীরগণ ছাইলেক শরে॥
অর্জ্জুনে বিন্ধিল দশ বাণে কর্ণ বীর।
হাসেন অর্জ্জুন বীর অক্ষয় শরীর॥
আকর্ণ পূরিয়া তবে বীর ধনঞ্জয়।
দশ বাণ মারিলেন কর্ণের হৃদয়॥
এই মতে বাণ যুদ্ধ হইল বিস্তর।
অক্ষয় শরীর দোঁহে মহাধনুর্দ্ধর॥
নারাচ বরিষে বাণ অতি খরশান।
অর্দ্ধচন্দ্র ক্ষুরপ্রাদি আর নানা বাণ॥
অস্ত্রগণ পড়ে যেন পক্ষী ঝাঁকে২।
ভ্রুকুটি কটাক্ষে যেন বিজুলি ঝলকে॥
কর্ণেরে পরশুরাম ব্রহ্মঅস্ত্র দিল।
হেন অস্ত্র কর্ণ বীর সন্ধান পূরিল॥
যুগান্তের যম যেন উড়ি যায় শর।
নিবারিতে নারিলেন পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
সিংহবেগে যায় বাণ নিবারিতে নারে।
বাণ খায়ে পড়ে সৈন্য অশ্ব হস্তি পরে॥
কর্ণের প্রতাপে স্থির নহে সৈন্যগণ।
ভীম কৃষ্ণ অর্জ্জুনেরে বলিল বচন॥
উপরোধ ছাড় ভাই না করিহ হেলা।
কর্ণবধ কর অস্ত্র যোড় এই বেলা॥
সাবধানে মার অস্ত্র না হও বিমন।
তব বিদ্যমানে পড়ে তব সৈন্যগণ॥
অযুতে২ অস্ত্র এড়েন ধনঞ্জয়।
মহাসত্ত্ব কর্ণ বীর নাহি করে ভয়॥
বাণে অন্ধকার করিলেক কর্ণ বীর।
পাণ্ডবের সৈন্যগণ হইল অস্থির॥
নিরন্তর বিন্ধিল অর্জ্জুন কলেবর।
সব বাণ কাটেন অর্জ্জুনধনুর্দ্ধর॥
বাসুদেবে বিন্ধিল নারাচ বাণ মারি।
আর যত বাণ পড়ে লিখিতে না পারি॥
সর্ব্ব লোক চিন্তিত চাহিয়া দুই জনে।
কৃষ্ণার্জ্জুনে নিবারিল কর্ণ মহাবাণে॥
সর্ব্বাঙ্গ হইল ক্ষয় পার্থ ধনুর্দ্ধর।
অজস্র এড়েন বাণ কর্ণের উপর॥
কর্ণ শল্য কুরুবল বাণে আবরিল।
অন্ধকার করি সভে বাণ বরিষিল॥
শল্যকে বিন্ধেন পার্থ তীক্ষ্ণ দশ শরে।
বিন্ধেন দ্বাদশ বাণ কর্ণের শরীরে॥
রুধির পড়িছে ধারে কর্ণের শরীরে।
পুনঃ সপ্ত বাণ বিন্ধে কর্ণ মহাবীরে॥
সহস্র২ বাণ নিমিষে চলিল।
অন্ধকার করি অস্ত্র গগণ ভরিল॥
অর্জ্জুনের বাণ যেন বিজুলি তরঙ্গ
ভ্রষ্ট হইল কুরুবল রণে দিল ভঙ্গ॥
ভঙ্গ দিল কুরুবল কর্ণ একেশ্বর।
মহারথি সারথি দুর্জ্জয় ধনুর্দ্ধর॥
জয়নাদ করে অস্ত্র ধরি করে বীর।
দেবাসুর যুদ্ধে যার অক্ষত শরীর॥

কর্ণ বীর অর্জ্জুনের বধ মনে করি।
অর্জ্জুনে মারিতে এড়ে অস্ত্র সারি২॥
শরজালে কর্ণ বীর পূরিল গগণ।
কম্পমান হইল পাণ্ডব সৈন্যগণ॥
হেন কালে এক সর্প রাক্ষস সমান।
পাতালহইতে সে হইল আগুয়ান॥
যুদ্ধ করে কর্ণ বীর পার্থের সহিতে।
দাণ্ডাইয়া কহে সর্প কর্ণের সাক্ষাতে॥
মোর মাতৃ বধ কৈল কুন্তীর কুমার।
এই কালে করি আমি পার্থেরে সংহার॥
কোনরূপে করি আজি অর্জ্জুনে সংহার।
অতিক্রোধে সর্প তবে বলে বারবার॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

## অথ কর্ণের বধ।

### ত্রিপদী ছন্দঃ॥

দহিতে খাণ্ডব বন মোর মায়ে বিনাশন
করিলেক পাণ্ডুর নন্দন।
আজি বৈরি উদ্ধারিব অর্জ্জুনেরে সংহারিব
কর্ণ সনে করিব মিলন॥
এতেক ভাবিয়া নাগ মনেতে করিয়া রাগ
আকাশে উঠিল সেইক্ষণ।
জননীর বৈরি শোধি কিরূপে অর্জ্জুনে বধি
এই যুক্তি ভাবে মনে মন॥
আপনি সুবুদ্ধি বীর সঙ্কুচিয়া স্বশরীর
রণমধ্যে করিল প্রবেশ।
মুখেতে অনল জ্বলে উল্কা যেন ভূমিতলে
যোগবলে হইল বাণ বেশ॥
হেনকালে দিব্য বাণ কর্ণ পূরিল সন্ধান
অর্জ্জুনের বধ যত্ন করি।
সুবিখ্যাত কর্ণ বীর ক্রোধভরে নহে স্থির
রুদ্রবাণ নিজ করে ধরি॥
রুদ্রবাণ লয়ে হাতে মহাবীর অঙ্গনাথে
অধিষ্ঠাতা তাহে হইল সূর্য্য।
সন্ধান করিল বীর বিনাশিতে পার্থধীর
পরশুরামের যত বীর্য্য॥
ভুবন কাঁপয়ে ডরে উল্কাপাত মহীপরে
মহাশব্দ শুনিতে নির্ঘাত।
হাহাকার করে লোক দিকপাল করে শোক
আজি হইল অর্জ্জুন নিপাত॥
বুঝিয়া বিষম কায মানা করে শল্যরাজ
ভাগিনারে করিবারে ত্রাণ।
শুন কর্ণ বীরবর পুনশ্চ সন্ধান কর
শরাশন নহে পরিমাণ॥
ক্রোধমুখে কহে কর্ণ নয়ন অরুণবর্ণ
না করিব সেই শর বৃষ্টি।
মারে আর দুই শর বিন্ধি করে জর২
উপদেশ না করে অনিষ্টি॥
মারিব অর্জ্জুন তোকে দেখিবে সকললোকে
এত বলি কর্ণ এড়ে শর।
আকাশে আইসে বাণ অগ্নি যেন দীপ্তিমান
ব্যগ্র হইলেন দামোদর॥
পায়ে চাপি রথবর বসায়েন ভূমিপর
আঁটু গাড়ি তুরঙ্গ পশিল।
প্রশংসয়ে দেবগণ সুশিক্ষিত জনার্দ্দন
এক হস্তে পৃথিবী ধরিল॥
পার্থ মহাবীরবর নাশিতে নারেন শর
মাথার কিরীট কাটা গেল।
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাইল নানারত্ন শোভাছিল
যে কিরীট ইন্দ্র দিয়াছিল॥
যেন অস্ত গিরিবর একা রহে দিনকর
গিরিহইতে চূড়া পড়ে খশি।
সে হেন কিরীট পড়ি ভূমে যায় গড়াগড়ি
প্রভাউঠি গগণ পরশি॥
পুনঃ গেল সর্প বাণ কর্ণবীর বিদ্যমান
বিনয়ে বলিল বহুতর।
না পাই সন্ধান যোগ বিফল হইল ভোগ
এড় পুন উল্কাসমসর॥
পুছে কর্ণ মহাশয় সর্প দিল পরিচয়
পুনঃ রণে কর্ণ মহাশয়।
পূর্ব্বের সংগ্রাম যত সকলি হইল হত
এবে করি অর্জ্জুনের ক্ষয়॥
জানিয়া কর্ণের দর্প পুনঃ গেল কালসর্প
অর্জ্জুনেরে করিতে সংহার।
মুখেতে অনল বৃষ্টি ধাইলেক উর্দ্ধদৃষ্টি
সর্ব্বলোক দেখে ভয়ঙ্কর॥
জানিয়া সর্পের তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ কহেন সত্য
সন্ধান করহ ধনঞ্জয়।
সত্বরে আইসে সর্প অগ্নি সম মহাদর্প
ঝাঁট তারে কর পরাজয়॥

ছয় বাণ যুড়ি বীর কাটেন সর্পের শির
খণ্ড২ হইয়া পড়িল।
সর্পে পরাজয় করি কৃষ্ণ দুই হাতে ধরি
ভূমিহইতে রথ উদ্ধারিল॥
পুনঃকর্ণ ধরি ধনু বিন্ধে অর্জ্জুনের তনু
বাছিয়া২ এড়ে বাণ।
বাণে নিবারিয়া বাণ ধনঞ্জয় ধনুষ্মান
নিজ বাণ করেন সন্ধান॥
কর্ণের শরীর ভেদি রক্তে যেন বহে নদী
সর্ব্বগায়ে বহিছে রুধির।
কর্ণবীর অস্ত্র মারি সব অস্ত্র নাশ করি
পুন অস্ত্র এড়ে মহাবীর॥
ভেদিল দ্বাদশ শরে দামোদর কলেবরে
আর বাণ মারে শীঘ্রগতি।
সন্ধান করিয়া শরে বিন্ধিলেক পার্থবীরে
হাসে বীর কর্ণ যোদ্ধাপতি॥
ইন্দ্র যেন এড়ে শর ক্রোধে পার্থ ধনুর্দ্ধর
কর্ণের বিন্ধেন কলেবর।
রুদ্র পরাক্রমে বীর সঘনে ছাড়েন তীর
রবিসুত হইল কাতর॥
ব্যথা পায় কর্ণ বীর তিল অর্দ্ধ নহে স্থির
মাথার মুকুট পড়ে খসি।
অর্জ্জুন কাটিয়া পাড়ে মুকুট ভূমিতে পড়ে
প্রভা উঠে গগণ পরশি॥
দৃঢ়তর সুসন্ধানে কবচ কাটেন বাণে
নিবারিতে নারে কর্ণ বীর।
বাছিয়া মারেন শর ধনঞ্জয় ধনুর্দ্ধর
পুনঃপুন মারিছেন তীর॥
হৈল যেন বজ্রাঘাত কম্পে যেন দিননাথ
কর্ণবীর সহিতে না পারে।
বাছিয়া মারিয়া শর ধনঞ্জয় ধনুর্দ্ধর
সত্বরে বিন্ধেন কর্ণবীরে॥
অবশ হইল তনু খসিল হাতের ধনু
মুর্চ্ছিত হইল কর্ণবীর।
কর্ণেরে মুর্চ্ছিত দেখি কহেন শ্রীকৃষ্ণ ডাকি
শুন ধনঞ্জয় মহাবীর॥
সাবধানে কর রণ আজি কর নিপাতন
ঝাট বিন্ধ কর্ণের শরীর।
প্রকাশিয়া নিজ শৌর্য্য কর কর্ণ বধ কার্য্য
যাহা কহিলেন যুধিষ্ঠির॥
শুনিয়া কৃষ্ণের বাক্য নাশিতে বিপক্ষ পক্ষ
পার্থ মারিলেন বজ্র শর।
আবরিল অশ্বরথ ছাইল গগণপথ
অন্ধকার কৈল দিনকর॥
যেন শত কুঞ্জতরু জড়িত পর্ব্বত গুরু
সেইরূপ কর্ণ মহাবল।
মহাঅস্ত্র যত ছিল সে সকল পাসরিল
গুরুশাপে হইয়া বিকল॥
মহাসত্ত্ব কর্ণ বীর চৈতন্য পাইল ধীর
নানা অস্ত্র করে বরিষণ।
খরতর সুসন্ধানে অশ্ব হস্তী সেনাগণে
কর্ণ বীর করিল নিধন॥
তিন বাণে জনার্দ্দনে বিন্ধিলেক সেইক্ষণে
সাত বাণ মারে ধনঞ্জয়ে।
পুনর্ব্বার দশ বাণে বিন্ধিলেক সেইক্ষণে
মহাবীর পার্থ মহাশয়ে॥
তবে তেজোময় বাণ পার্থ করেন সন্ধান
বিন্ধিলেন কর্ণ ধনুর্দ্ধরে।
অর্জ্জুনের অস্ত্র যত নিবারিল শত২
শর ব্যর্থ ভাবে পার্থ বীরে॥
কাটাগেল ধনুর্গুণ লজ্জিত হইয়া পুন
আর গুণ দিয়া যোড়ি শরে।
অর্জ্জুন মারেন শর কাটে কর্ণ ধনুর্দ্ধর
হাসি পুন বাণ নিল করে॥
ধরিয়া বিজয় ধনু বিন্ধিল অর্জ্জুনতনু
শরে কর্ণ করে অন্ধকার।
অর্জ্জুনে ফাফর দেখি শ্রীকৃষ্ণ কহেন ডাকি
ঝাঁট কর কর্ণের সংহার॥
কৃষ্ণবাক্যে রুদ্রবাণ পার্থ করেন সন্ধান
বজ্র যেন হাতে লইল শক্র।
ব্যক্ত হয় ব্রহ্মশাপ কর্ণ পায় অনুতাপ
পৃথিবী গ্রাসিল রথচক্র॥
ক্রন্দন করয়ে বীর নয়নেতে বহে নীর
অর্জ্জুনে কহিল উচ্চৈঃ স্বরে।
মুহূর্ত্তেক ক্ষমা কর অহে পার্থ ধনুর্দ্ধর
রথচক্র উদ্ধারিব করে॥
যেই জন মুক্ত কেশ প্রহারে বিকল বেশ
শরণ মাগয়ে যদি রণে।
কবচ রহিত জনে না ধরয়ে অস্ত্রগুণে
তারে মারে কাপুরুষ জনে॥
তুমি লোকে নরোত্তম তব কীর্ত্তি অনুপম
ধর্ম্ম জ্ঞানে তোমারে বাখানি।
রথের উপরে তুমি অভাগ্যেতে আমি ভূমি
মুহূর্ত্তেক ক্ষমা কর জানি॥

কৃষ্ণ হইতে নাহি ভয় তোমাতে সংশয় হয়
সেকারণে সাধি হে তোমাকে।
বিধি মোরে হইল বক্র পৃথিবী গিলিল চক্র
ক্ষমা কর উদ্ধার আমাকে॥
শুনিয়া কর্ণের বাণী ক্রোধে কন চক্রপাণি
বিপদ কালেতে স্মর ধর্ম্ম।
এক বস্ত্রা রজস্বলা দ্রুপদনন্দিনী বালা
সভামধ্যে কৈলা কোন কর্ম্ম॥
শকুনি সৌবল সনে দুর্য্যোধন নরাধমে
কপটে রচিল পাশা সারি।
ক্ষত্র ধর্ম্ম ছাড়ি কার্য্য কপটে লইল রাজ্য
কোন শাস্ত্রে পাইলা বিচারি॥ [শেষে
সন্দেশমিশ্রিত বিষে ভীমে খাওয়াইলা
বান্ধিয়া সকল কলেবর।
ফেলাইয়া দিলা জলে রক্ষা পায় ধর্ম্মবলে
সেই কথা কহিতে বিস্তর॥
জৌগৃহ নির্ম্মাণ করি তাহাতে পাণ্ডব ভরি
অগ্নি দিলা কি বিচার করি।
কোন শাস্ত্রে হেন ধর্ম্ম বিচারিয়া কহ মর্ম্ম
দৈবে তাহা আনিল উদ্ধারি॥
দ্বাদশ বৎসর বনে বঞ্চিলেক পঞ্চ জনে
বৎসরেক রহে অজ্ঞাতেতে।
সভাতে মাগিল যবে রাজ্য নাহি দিলা তবে
হেন ধর্ম্ম বুঝাও কিমতে॥
অভিমন্যু গেল রণে বেড়ি মারে সপ্তজনে
দুগ্ধপোষ্য শিশুত কুমার।
কোন ধর্ম্মে মার তারে কহিবা স্বরূপ মোরে
কোথা ছিল ধর্ম্মের বিচার॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা অর্জ্জুনের বাড়ে ব্যথা
পূর্ব্ব২ কথা মনে হয়।
বাড়িল পার্থের ক্রোধ না মানেন উপরোধ
রক্ত চক্ষু ওষ্ঠ কম্পময়॥
তবে কর্ণ মহাক্রোধে নিতান্ত মরিব বোধে
ব্রহ্মঅস্ত্র এড়ে সেইক্ষণে।
অর্জ্জুন ব্রহ্মাস্ত্র মারি কর্ণ বাণ ব্যর্থ করি
দিব্য অস্ত্র যোড়েন শরাসনে॥
পার্থ যুড়ি অগ্নিবাণ যেন অগ্নি দীপ্তিমান
কর্ণপানে চান এক দৃষ্টি।
বরুণ বাণেতে কর্ণ জলে করে পরিপূর্ণ
অনল নিভায় করি বৃষ্টি॥
অর্জ্জুনের বায়ুবাণ মেঘ করে খান২
পুনঃ কর্ণ যোড়ে মহাশর।
হাহাকার দেবগণে ভূমিকম্প ক্ষণে২
বাণ এড়ে কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
হৃদয়ে বিন্ধিল শর রক্ত পড়ে নিরন্তর
আপনা বিস্মৃত ধনঞ্জয়।
খসিল হাতের ধনু স্তব্ধ হৈল সর্ব্বতনু
অতিব্যগ্র কৃষ্ণ মহাশয়॥
এই পায়ে অবসর কর্ণ মহাধনুর্দ্ধর
রথ উদ্ধারিতে বীর চলে।
না পারিল দুই হাতে ভুম হইল অঙ্গনাথে
পুন রথ পশিল ভূতলে॥
সচেতন ধনঞ্জয় দেখি কৃষ্ণ মহাশয়
অর্জ্জুনে কহেন কুতূহলে।
আমার বচন ধর ধনঞ্জয় ধনুর্দ্ধর
কাটি পাড় কর্ণ মহাবলে॥
কৃষ্ণের বচন শুনি অর্জ্জুন হৃদয়ে গণি
গাণ্ডীবে যুড়েন ক্ষুরবাণ।
ক্ষুর প্রবেশিল চণ্ড কাটি পাড়িলেক দণ্ড
লজ্জা পাইল কর্ণ বলবান॥
ঝাঁকে২ শৌর্য্যবান পার্থ ছাড়িছেন বাণ
বজ্র যেন ছাড়ে পুরন্দর।
সর্ব্ব ভূত ভয়ঙ্কর দেখি দিব্য মহাশর
বেগে ধায় শব্দ ঘোরতর॥
নিক্ষেপিয়া মহাশর ভাবিলেন ধনুর্দ্ধর
সর্ব্ব কথা আছয়ে স্মরণে।
যদি হই পার্থ বীর কাটি পাড়ি কর্ণশির
নাশিব কর্ণেরে আজি রণে॥
ছেদিব কর্ণের শির এত বলি পার্থ বীর
মহাশর মারেন কর্ণেরে।
সর্ব্ব লোক ভয়ঙ্কর দেখি যেন রুদ্রশর
বেগে পড়ে কর্ণের শরীরে॥
সন্ধ্যা কালে পড়ে কর্ণ গগণ লোহিত বর্ণ
সর্ব্ব লোক চাহিয়া বিস্ময়।
উঠিয়া গগণ পরে প্রবেশিল দিনকরে
কর্ণের যতেক তেজশ্চয়॥
কর্ণ হৈল অপচয় পৃথিবী শয়ন কায়
রথ লয়ে গেল সূদপতি।
কুরুবলে হাহাকার সব হইল অন্ধকার
কর্ণ বিনা কি হইবে গতি॥
হাহা কর্ণ বীরবর মোর প্রাণ সমশর
হারাইল ভুবন দুর্জ্জয়ে।
এত বলি দুর্য্যোধন শ্বাস ছাড়ে ঘনেঘন
কুরুবল ভঙ্গ দিল ভয়ে॥

ভীম করে সিংহনাদ শুনি জয়২ বাদ
বিজয় দুন্দুভি বাজে দলে।
সর্ব্ব সেনাপতিগণ আশ্বাসিয়া ঘনেঘন
নাচে গায় সবে কুতূহলে॥
সিংহ যেন মারে গজ কর্ণ মারি কপিধ্বজ
প্রতিজ্ঞা পূরান বাহুবলে।
উৎসব কোলাহল উল্লসিত পাণ্ডুবল
নানা বাদ্য বাজে কুতূহলে॥
শল্যমুখে রাজা শুনি কর্ণের নিধনবাণী
দুর্য্যোধন করে অশ্রুপাত।
হাহা কর্ণ বীরবর আমি হইনু একেশ্বর
সঘনে হৃদয়ে হানে ঘাত॥ [গণ
কোপে রাজা দুর্য্যোধন আদেশিল সৈন্য
কর গিয়া পাণ্ডব সংহার।
যুদ্ধ করি সর্ব্বজন কৃষ্ণার্জ্জুন দুই জন
বিনাশেতে করহ বিচার॥
রাজার আদেশ পায়ে সৈন্যগণ গেল ধায়ে
সাগর কল্লোল শব্দ করে।
গদাহস্ত বৃকোদর ক্রোধে অতিভয়ঙ্কর
ক্ষণমাত্রে বহু সৈন্য মারে॥
আপনি নৃপতি সাজে নিষেধিল শল্যরাজে
আজি ক্ষমা কর নৃপবর।
পড়ে মহাবীর কর্ণ সৈন্য হইল ছিন্নভিন্ন
নাহি হয় যুদ্ধ অবসর॥
আকর্ষিল কর্ণ শোকে শান্তাইল রাজলোকে
শিবিরে চলিল দুর্য্যোধন।
দেব ঋষি গেল ঘর হরষিত পাণ্ডুবর
শিবিরেতে গেল সর্ব্বজন॥ [বোল
অর্জ্জুনেরে দিয়া কোল গোবিন্দ বলেন
তোমাতে সদয় পুরন্দর।
কাটিলা কর্ণের শির ত্রিভুবনমধ্যে বীর
ধন্য তুমি ভুবনভিতর॥
শিবিরেতে গেল সব কর্ণ হইল পরাভব
সভাই কহিল যুধিষ্ঠিরে।
কর্ণের মরণ শুনি আনন্দিত নৃপমণি
প্রশংসা করেন অর্জ্জুনেরে॥
রথে চড়ি যুধিষ্ঠির দেখিলেন কর্ণ বীর
পুত্র সনে পড়িয়াছে রণে।
চন্দ্র সনে যেন ভানু তেজে যেন বৃহদ্ভানু
বার২ দেখেন নয়নে॥
কৃষ্ণেরে করেন স্তুতি যুধিষ্ঠির নরপতি
আজি মোর সুখি হইল মন।
তুমি যার সুসারথি ভাগ্যবান সেই রথী
জিনিতে পারয়ে ত্রিভুবন॥ [হব
আজি আমি রাজ্য পাব আজি নরপতি
আজি সে সফল পরিশ্রম।
কর্ণ বীর মহাবল পড়িল অবনীতল
সংগ্রামে সাক্ষাৎ ছিল যম॥
হেনমতে মনোরঙ্গে রাজা যুধিষ্ঠির সঙ্গে
সর্ব্ব লোক শিবিরে আইল।
আনন্দিত পাণ্ডু দলে নৃত্য গীত কুতূহলে
যে যার শিবিরে প্রবেশিল॥
ইহকালে শুভ যোগ পরকালে স্বর্গ ভোগ
ভারতের পুণ্য কথা শুনি।
শ্রবণেতে পাপ ক্ষয় সংগ্রামে বিজয় হয়
কাশীরাম বিরচিল গণি॥

ইতি কর্ণ পর্ব্ব সমাপ্তং।

# মহাভারত।

---

## অথ শল্য পর্ব্ব।

### অথ শল্যের সেনাপতিত্ব।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয়।
সমরে পড়িল যদি কর্ণ মহোদয়॥
দুই দিন যুদ্ধ করি মারি সেনাগণ।
অর্জ্জুনের হাতে কর্ণ হইল নিধন॥
কর্ণ যদি পড়িল আকুল দুর্য্যোধন।
হাহাকার শব্দে তবে কর য়ে রোদন॥
মহানাদে রোদন করয়ে সেনাগণ।
শল্য চাহি বলিতে লাগিল দুর্য্যোধন॥
কি করিব কহ শল্য ইহার বিচার।
কারে সেনাপতি করি কে করিবে পার॥
তোমা বিনা যোদ্ধাপতি নাহিক আমার।
কেবল ভরসা আমি করি হে তোমার॥
সেনাপতি হয়ে আজি তুমি কর রণ।
তুমি মোরে ধরি দেহ কুন্তীর নন্দন॥
পাণ্ডবে করিয়া ক্ষয় তুমি লও জয়।
এতেক শুনিয়া কহে শল্য মহাশয়॥
দর্প করি কহে শল্য নির্ভয় শরীর।
কোন প্রয়োজন ইহা মন কর স্থির॥
ওহে মহাশয় চিন্তা না করিহ তুমি।
একেলা পাণ্ডবগণে বিনাশিব আমি॥
কোন কর্ম্ম হেতু চিন্তা কর মহাশয়।
আমি সব বিনাশিব জানহ নিশ্চয়॥
এত শুনি দুর্য্যোধন হরষিত মন।
শল্যরাজে দিল বহু মান আর ধন॥
বিজয়ি দুন্দুভি বাজে মৃদঙ্গ কাহাল।
ঝাঝরি মহুরি বাজে কংস করতাল॥
ভেয়ুর ভুরঙ্গ বাজে সানি জগঝম্প।
বরাক খবাক বাজে কোটি২ ডম্ফ॥
শঙ্খনাদ সিংহনাদ গজের গর্জ্জন।
ধ্বজ পতাকায় সব ঢাকিল গগণ॥
বাদ্যের নিনদে ঘন কম্পে বসুমতী।
সর্ব্ব সৈন্য সমাবেশ করিল ভূপতি॥
কর্ণের মরণ দুঃখ সব গেল দূর।
সাজিল কৌরব সেনা সমরে অসুর॥
প্রলয় অনল যেন মহাযোদ্ধাময়।
ততোধিক সেনাগণ প্রলয় দুর্জ্জয়॥
এতেক জানিয়া কৃষ্ণ কহেন তখন।
সাজিল কৌরব সেনা সমুদ্র যেমন॥
দেখ রাজা যুধিষ্ঠির কুরুসৈন্য আইল।
সৈন্য সমাবেশ করি কুরুক্ষেত্রে গেল॥
শল্য শীঘ্র সাজিল না করহ বিলম্ব।
কুরুক্ষেত্রে গিয়া কর যুদ্ধের আরম্ভ॥
নিধন করহ শল্যে নাহি কালাকাল।
সাহায্য করুক আসি বিরাট পঞ্চাল॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি বিনাশিলা রণে।
কি করিতে পারে শল্য যুঝ তার সনে॥
শত্রুবেশ আপ্তজ্ঞান না করিহ মনে।
বিনাশ করহ শল্যে আজিকার রণে॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির আনন্দিত মন।
তবে অর্জ্জুনেরে ডাকি কহেন রাজন॥
প্রভাতে উঠিয়া কালি কর যুদ্ধ ক্রম।
তবেত জানিব আমি তোমার বিক্রম॥
হেন মতে যুধিষ্ঠির বলেন বচন।
শুনিয়া অর্জ্জুন বীর কহেন তখন॥
কি কারণে চিন্তা তুমি কর মহাশয়।
কেবল ভরসা কৃষ্ণ সংগ্রামের জয়॥
এই মতে সর্ব্বজন রজনি বঞ্চিয়া।
সৈন্য সমাবেশ করে প্রভাতে উঠিয়া॥

যুধিষ্ঠির আজ্ঞা করিলেন যোদ্ধাগণে।
রাজায় বিবিধ বাদ্য না যায় লিখনে॥
ঢাল ঢোল কাড়া পড়া দুন্দুভি বিশাল।
খমক টমক বাজে কাংস্য করতাল॥
বাদ্যের নিনাদে সৈন্যে হৈল কোলাহল।
শব্দ শুনি কম্প হৈল সব চলাচল॥
দুই দলে মিশামিশি হৈল মহারোল।
প্রলয় কালেতে যেন সমুদ্র কল্লোল॥
করিল বিচিত্র ব্যূহ শল্য মহারাজে।
ভুজঙ্গম ব্যূহ কৈল পাণ্ডব সমাজে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে কহ সঞ্জয় বিশেষ।
উভয় দলেতে সৈন্য কিবা আছে শেষ॥
শল্য দুর্য্যোধন তবে কি কর্ম্ম করিল।
আপন বুদ্ধিতে পুত্র সব বিনাশিল॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি যে নাশিল রণে।
হেন জন সঙ্গে যুদ্ধ করে কি কারণে॥
সঞ্জয় বলেন রাজা ইথে দেহ মন।
আত্ম শেষ সৈন্য লয়ে যুঝে দুর্য্যোধন॥
একাদশ সহস্র অযুত আছে রথ।
তিন কোটি মত্ত হস্তী সমান পর্ব্বত॥
দুই পদ্ম অশ্ব আছে রণে অনিবার।
পবন গমন জিনি গমন যাহার॥
তিন কোটি পদাতিক আছে যমসম।
সৈন্যের সহিত যুঝে করিয়া বিক্রম॥
পাণ্ডবের শেষ সেনা আছে মহামতি।
আছয়ে গণনে রাজা সহস্রেক হাতী॥
অশ্ব আছে এক লক্ষ লক্ষ পদাতিক।
ন্যূন নহে ইহাহৈতে বরঞ্চ অধিক॥
যুধিষ্ঠির যোদ্ধাপতি পাণ্ডববাহিনী।
দুই দলে মহাযুদ্ধ শুন নৃপমণি॥
যুধিষ্ঠির পরাক্রমে সৈন্য ভঙ্গিয়ান।
দেখি শল্য ভূপতি হইল আগুয়ান॥
দিব্য রথ সাজিয়া আইল সেইক্ষণে।
শল্য বলে সেনাগণ যুঝ এক মনে॥
নকুলের যুদ্ধ কর্ণপুত্র চিত্রসেনে।
কাটিল নকুলধনু চিত্রসেন বাণে॥
সারথি কাটিয়া রথ করিল বিরথী।
বাণে ফুটি মনে চিন্তে নকুল সুমতি॥
তবে খড়্গ চর্ম্ম হাতে তার রথে চড়ি।
চিত্রসেন কবচ ধরি মুণ্ড কাটি পাড়ি॥
নকুলের পরাক্রমে ধন্য২ ধ্বনি।
সত্যসেন সুষেণ আইল বীরমণি॥
নকুল সহিত যুদ্ধ করে বীরবর।
দুই বীরে মহাযুদ্ধ সংগ্রামভিতর॥
সত্যসেন শক্তি মারে সহিল নকুল।
নিজ শক্তি মারি তারে করিল আকুল॥
সত্যসেন পড়িল সুষেণ যুঝে বেগে।
নকুলের অশ্ব রথ কাটি পাড়ে আগে॥
বিরথী হইয়া তবে মাদ্রীর নন্দন।
শীঘ্রগতি আর রথে কৈল আরোহণ॥
সন্ধান পূরিয়া কাটে সুষেণের শির।
সিংহনাদ করি উঠে নকুল প্রবীর॥
শুন মহারাজ তব বাহিনী সকল।
দলিয়া চলিল সব পাণ্ডবের দল॥
দেখি শল্য আগে হৈল ধরিয়া ধনুক।
পরাক্রম দেখি কেহ না রহে সম্মুখ॥
যুধিষ্ঠির রাজা সহ হইল মিলন।
দোঁহে দোঁহা প্রতি করে বাণ বরিষণ॥
যুঝিল নকুল ভীম রাজার পশ্চাতে।
যোদ্ধাগণ আগে যুঝে রথ রথী সাতে॥
কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মা আদি মহাবীর।
শল্যের নিকটে যুঝে হইয়া অস্থির॥
গদা হাতে ভীমসেন হৈল আগুসার।
মহাক্রোধে যায় যেন অগ্নি অবতার॥
নিবারিতে নারে শল্য ভীম গদাহাতে।
রথের সারথি ভীম মারে এক ঘাতে॥
লাফ দিয়া শল্য গিয়া চড়ে আর রথে।
অটল পর্ব্বত প্রায় আছে গদাহাতে॥
শল্য বলে ভীম তোর বড়ই সাহস।
অকস্মাৎ গদা হানি চাহ নিজ যশ॥
সহত আমার অস্ত্র দেখি পরাক্রম।
এত দিনে আজি তোরে লইবেক যম॥
এত বলি শক্তি ছাড়ি দিল শল্যরাজ।
পড়িল নির্ভরে গিয়া ভীম বক্ষ মাঝ॥
বুকহইতে ভীম শক্তি নিলেক কাড়িয়া।
শল্য প্রতি মারে বেগে হুহুঙ্কার দিয়া॥
বাজিয়া মুর্চ্ছিত তবে মদ্রঅধিপতি।
অন্তর হইয়া রথ রাখিল সারথি॥
কোপে শল্য রাজা গদা নিল তারপর।
আইস মাতুল বলি ডাকে বৃকোদর॥
আপ্ত পক্ষ ত্যাগ করি পর পক্ষে গিয়া।
এই অপরাধে মৃত্যু হইল আসিয়া॥

গদায় জানি যে তুমি বিক্রমে বিশাল।
তোমার সহিত যুদ্ধ বাঞ্ছি চিরকাল॥
এত বলি দুই বীরে হইল বোলচাল।
গদায়২ যুদ্ধ বিক্রমে বিশাল॥
কুম্ভকার চক্র প্রায় ফেরে দুই গদা।
ঘূর্ণাকার দেখিয়া লোকের লাগে ধান্দা॥
গদাযুদ্ধে বিশারদ দোঁহে মহাবীর।
বদন ভ্রূকুটি নাদে বাহিনী অস্থির॥
গদাঘাতে কম্পমান দোঁহাকার অঙ্গ।
ইন্দ্র বজ্রাঘাতে যেন ভাঙ্গে গিরিশৃঙ্গ॥
প্রথমে বিহ্বল দোঁহে সম দেখি বল।
স্বর্গেতে প্রশংসা করে অমর সকল॥
ধরণি কম্পিত হয় ভীম সিংহনাদে।
কৃপআদি যোদ্ধাগণ পড়িল প্রমাদে॥
গদা এড়ি ধনু নিল মদ্রপতি রাজা।
মহাযুদ্ধ করে বীর ভীম মহাতেজা॥
তবে বৃকোদর বীর রথে চড়ি গিয়া।
দেখি কৃপাচার্য্য বীর আইল ধাইয়া॥
হইল তুমুল যুদ্ধ নাহি পরিমাণ।
দুর্য্যোধন শল্য আইল আর চেকিতান॥
মহাঘোর যুদ্ধ হইল না যায় বর্ণনা।
অশ্ব গজ রক্তে ভাসি বুলে সর্ব্ব জনা॥
শল্য সহ যুঝে পুনঃ প্রধান পাণ্ডব।
মহাযুদ্ধ হইল যেন উথলে অর্ণব॥
চন্দ্রসেন মদ্রসেন হইল আগুয়ান।
যুধিষ্ঠির সহ যুঝে হয়ে সাবধান॥
যুদ্ধ করি গেল তারা শমনসদন।
ধনু ধরি শল্য আসি পুনঃ করে রণ॥
ভীমসেন সাত্যকি সহিত পঞ্চ সাত।
শল্যের উপরে করে ঘন বাণ পাত॥
নিজ অস্ত্রে কাটি পাড়ে শল্য মহাবীর।
পুন আসি উপস্থিত যথা যুধিষ্ঠির॥
উভয়তো মহাযুদ্ধ বলে অপ্রমিত।
বৃষ্টিধারা যেন পড়ে দেখি চতুর্ভিত॥
কাটেন শল্যের ধ্বজ ধর্ম্মনরপতি।
ধর্ম্মের ধনুক শল্য কাটে শীঘ্রগতি॥
আর ধনু লইয়া যুঝেন যুধিষ্ঠির।
নিবারিয়া করে যুদ্ধ শল্য মহাবীর॥
ক্রোধে ধায় চতুর্ভিতে বাহিনী বিনাশে।
দেখি যুধিষ্ঠির রাজা ভাবেন বিশেষে॥
আপন ভাগিনা বধ কৈল মদ্রপতি।
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ যাহে না হইল কৃতী॥
ভীম সংহারিল দুর্য্যোধন সহোদর।
মদ্রপতি বিনাশিতে হইল দুষ্কর॥
শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা আছে শল্যের নিধনে।
প্রলয় দেখি যে শল্য আজিকার রণে॥
হারিলে কি গতি হবে পাব মহালাজ।
এইমত ভাবিয়া কহেন ধর্ম্মরাজ॥
চক্রব্যূহ করি মোর দোঁহে বল রাখ।
সহদেব নকুল আমার বামে থাক॥
দক্ষিণেতে ধৃষ্টদ্যুম্ন সহিত সাত্যকি।
ভীমসেন ধনঞ্জয় প্রধান ধানুকি॥
বিনাশিল শল্য আজি মাতুল প্রবল।
শুনি চারিদিগে রহে হয়ে অনুবল॥
হইল প্রলয় যুদ্ধ ধর্ম্মরাজভাগে।
শল্যের সহায় দ্রৌণি রহিলেন আগে॥
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল সর্ব্ব জনে।
দক্ষিণে নিবারে ভীম কৌরব প্রধানে॥
কৃপাচার্য্যে নিবারেন বীর ধনঞ্জয়।
এইরূপে মহাযুদ্ধ হইল প্রলয়॥
যুধিষ্ঠির শল্য যুদ্ধ সমান সন্ধান।
সর্ব্বাঙ্গে রুধির পড়ে দোঁহারি সমান॥
যুধিষ্ঠির কম্পমান দেখি শল্য রণে।
চারি দিগে রণে সভে যুঝে সাবধানে॥
গোবিন্দ সহায় পাছে বলেন ডাকিয়া।
নাশহ মাতুলে উপরোধ কি লাগিয়া॥
কৃষ্ণের বচনে যুধিষ্ঠির সাবধান।
আকর্ণ পূরিয়া বাণ করেন সন্ধান॥
ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মমতি যুদ্ধে ধর্ম্ম রাখে।
অন্যায় নাহিক দুই রথির সম্মুখে॥
অনুক্রমে বিশিখ ছাড়েন মহীপতি।
সেই মত কাটে শল্য ধর্ম্ম ক্রুদ্ধমতি॥
কাটেন শল্যের অস্ত্র মারি সাত বাণ।
রথধ্বজ সহ ছত্র হয় খানখান॥
রথ লণ্ডভণ্ড দেখি ক্রোধে মদ্রপতি।
সুসজ্জ করিয়া রথ আনে শীঘ্রগতি॥
শল্য বলে ভাগিনা সুবুদ্ধি ধর্ম্মবীর।
যুদ্ধেতে এমন কেন দেখি যুধিষ্ঠির॥
আপ্তমত বলে দেখি বুদ্ধি যত যার।
এত ক্ষণ যোঝ তুমি অগ্রেতে আমার॥
যুধিষ্ঠির বলেন যুদ্ধ করি উপরোধ।
সব জানি মাতুল অতুল মহাযোধ॥
বিধিমত যুদ্ধ আজি তোমার সংহতি।
তোমারে জিনিলে জয় হইবে সংপ্রতি॥

ক্ষত্রকুলে ধর্ম্মযুদ্ধ বিজয় ঘোষণা।
যমসম শত্রু আর না করি গণনা॥
মোর ভাগ্য হেতু তুমি হইলা রিপুগত।
ক্ষত্রধর্ম্ম রাখিবারে সব হৈল হত॥
এক্ষণে মাতুল তব হইবে বিনাশ।
শমন ভবন যাহ হইয়া নিরাশ॥
অপরাধ না লইবা অস্ত্রের ঘাতনে।
আশীর্ব্বাদ কর মামা যাবৎ জীবনে॥
শল্য বলে ধর্ম্মাচারে তুমি সে প্রধান।
তোমার বিজয় সত্য নাহিক এড়ান॥
পূর্ব্বে তব দরশনে ইচ্ছা মোর ছিল।
পথে পায়ে দুর্য্যোধন আমারে বরিল॥
সে সব বৃত্তান্ত দূত কৈল তব আগে।
অতএব হইলাম দুর্য্যোধন দিগে॥
ক্ষত্র ধর্ম্ম রাখিলে উভয়ে নাহি দোষ।
সম্বন্ধের উপরোধে দূর কর রোষ॥
কহিতে২ দোঁহে করে বাণবৃষ্টি।
প্রলয়ের মেঘ যেন মজাইতে সৃষ্টি॥
অসংখ্য বরিষে বাণ যেন জলধারা।
খসিয়া পড়য়ে যেন আকাশের তারা॥
ধর্ম্মরাজ ডাকিয়া বলেন যোদ্ধাগণে।
শল্যেরে মারহ বাণ পূরিয়া সন্ধানে॥
ন্যায় যুদ্ধ বিনা ধর্ম্মে নাহি অন্য মতি।
বাণে অন্ধকার হৈল তুল্য দিবা রাতি॥
দুই বীরে মহাযুদ্ধ হয় বহুতর।
দোঁহে দোঁহা বিন্ধিয়া করিল জর২॥
মহাবাণ বজ্র এড়িলেন ধর্ম্মসুত।
ধনু কাটি শল্যের কাটেন অশ্বরথ॥
আর ধনু লয়ে শল্য হৈল আগুসার।
হইল প্রলয় যুদ্ধ বাণে অন্ধকার॥
ধনু কাটাকাটি পুন হৈল পরস্পর।
পুনঃ ধনু নিল দোঁহে দোঁহেতে সমর॥
দোঁহে দোঁহা বাণবৃষ্টি সমরভিতর।
বাণে বাণ নিবারেন ধর্ম্ম নৃপবর॥
সমান সন্ধান দোঁহে পরম সন্ধানি।
দোঁহে দোঁহা বিনাশিব এই মনে জানি॥
অগ্নিমুখ বাণ শল্য এড়িলেক কোপে।
বুকে বাজি ধর্ম্ম রহিলেন মৃতরূপে॥
ক্ষণে মূর্চ্ছাভঙ্গ হয়ে উঠে ধর্ম্মকারী।
বাণগুটি ফেলেন কাটিয়া করে ধরি॥
ভীম ধনঞ্জয় আর সাত্যকিপ্রভৃতি।
বিনাশে কৌরব সেনা করিয়া দুর্গতি॥
যুধিষ্ঠির অবসন্ন দেখি ভীম বীর।
শল্যের সম্মুখে যুঝে হইয়া সুস্থির॥
ভীমের কবচ কাটি পাড়ে শল্য বাণে।
শল্যঅশ্ব কাটে ভীম করিয়া সন্ধানে॥
তাহা দেখি শল্য বীর মহাক্রোধ মনে।
পঞ্চ বাণ ভীমসেনে পূরিল সন্ধানে॥
শল্য বাণে ভীমসেনে করিল জর্জ্জর।
নিবারিতে নাহি পারে পবনকোঙর॥
তাহা দেখি পুনঃ যুধিষ্ঠির মহারাজ।
সন্ধান পূরিয়া আইল সমরের মাঝ॥
বাণেতে পীড়িল শল্য দেখি যদুপতি।
ধর্ম্মরাজে ডাকিয়া বলেন শীঘ্রগতি॥
বিনাশ করহ শল্যে কেন কর ব্যাজ।
যুদ্ধ কালে উপরোধ নহে ধর্ম্মরাজ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরি।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি॥

## অথ যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক শল্য বধ।

যুধিষ্ঠির বলিলেন মাতুল পীড়িত।
প্রহারের কাল কৃষ্ণ নহেত উচিত॥
গোবিন্দ বলেন রিপু পাই যবে পাশ।
কালাকাল নাহি চাহি করি যে বিনাশ॥
যাহার মরণে ভদ্র দেখি মহারাজ।
তাহে বিনাশিতে দোষ নাহি যুদ্ধমাঝ॥
গোবিন্দ বচনে শক্ত হয়ে যুধিষ্ঠির।
ডাকিয়া বলেন রে সামাল মদ্রবীর॥
শুনি শল্য ধনুকেতে বাণ যোড়ে বেগে।
ভীমআদি বাণ কাটে রহি চারিদিগে॥
হুঙ্কারে ছাড়েন শক্তি ধর্ম্মের নন্দন।
লক্ষ্মণেতে শক্তি যেন এড়িল রাবণ॥
গোবিন্দ রহেন তবে শক্তিশেলমুখে।
গমনে আগুন উঠে ঝলকে২॥
দেখিয়াত শল্য বীর বাণেতে তৎপর।
শক্তি নিবারিতে বাণ এড়িল সত্বর॥
শক্তিতে ঠেকিয়া বাণ খণ্ড২ হয়।
শল্য বলে মোর আজি জীবন সংশয়॥
পড়িলেক শক্তি আসি শল্যরাজবুকে।
শক্তিঘাতে শল্য পড়ে সংগ্রামসম্মুখে॥
বিষম প্রহারে প্রাণ ছাড়িল সত্বর।
ভূমিতে পড়িল তবে শল্য নৃপবর॥

বাহু পসারিয়া অধোমুখে শল্যরাজ।
ছিন্ন হয়ে বক যেন পড়ে ক্ষিতিমাঝ॥
জীবন ছাড়িল শল্য পাইয়া বেদনা।
সমরে পড়িল শল্য কটকে ঘোষণা॥
শল্যরাজানুজ আসি শোকেতে মিলিল।
ধর্ম্মরাজ সহিত সংগ্রামে প্রবেশিল॥
বাণ বৃষ্টি করি ধর্ম্মরাজে আচ্ছাদিল।
চতুর্দ্দিগে বাণবৃষ্টি অন্ধকার কৈল॥
দোঁহাকার বাণ কাটে দোঁহে বলবান।
বজ্রবাণ এড়ে দোঁহে পূরিয়া সন্ধান॥
বাণ দেখি মনে২ চিন্তিত হইয়া।
যুধিষ্ঠির বাণ এড়িলেন বিশেষিয়া॥
নির্ভরে পড়িল গিয়া তাহার শরীরে।
শল্যের অনুজবীর পড়ে ভূমিপরে॥
মদ্রুরাজ ধর্ম্মরাজ যুদ্ধেতে পড়িল।
সংগ্রামের স্থানে বহু কোলাহল হৈল॥
সমরে পড়িল শল্য হৈল কলরব।
কৌরব বাহিনী ভঙ্গ সানন্দ পাণ্ডব॥
পাণ্ডব দলেতে সব করে সিংহনাদ।
শুনি কুরুবলে হইল বড়ই বিষাদ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

ত্রিপদী।

শল্য যদি পড়ে রণে ভঙ্গ দিল কুরুগণে
বিমুখ হইয়া রণমাঝ।
বিজয়ি দুন্দুভি বাজে আনন্দিত ধর্ম্মরাজে
দেখি ক্রোধে বলে কুরুরাজ॥
রণে নাহি কর ক্ষমা কৃপ আর অশ্বত্থামা
কৃতবর্ম্মা কর গিয়া রণ।
শুনিয়া যতেক রথী বেড়িল পাণ্ডবপতি
আগুলিয়া রাখে যোদ্ধাগণ॥
কৃতবর্ম্মা মহাবীর রণে পায়ে যুধিষ্ঠির
ছিন্ন ভিন্ন করে বাণাঘাতে।
তবে যুধিষ্ঠির রণে সন্ধান পূরিয়া হানে
তার রথ কাটেন ত্বরিতে॥
অশ্ব লয়ে কৃতবর্ম্ম যুঝয়ে সহিত ধর্ম্ম
বাণে বাণ কাটে ধর্ম্মরাজ।
দেখিয়া সমর দুর্গ আইল অমরবর্গ
ধন্য২ করি সভামাঝ॥
গুরুপুত্র অশ্বত্থামা কৃপ আর কৃতবর্ম্মা
সকলে বেষ্টিত যুধিষ্ঠির।
দেখিয়াত ভীমসেন আইল ধর্ম্মের স্থান
মহাদম্ভে বাণ এড়ে বীর॥
দেখিয়া ভীমের বাণ অশ্বত্থামা ক্রোধবান
বাণে বাণ কাটি করে ক্ষয়। [শন
তাহা দেখি ভীমসেন ক্রোধে যেন হুতা
বাণ ছাড়ে বেগে অতিশয়॥
অন্য২ বীরগণ হইল প্রলয় রণ
যেন বৃষ্টি হয় বিপরীত।
দেখি বড় বিসম্বাদ দুই দলে পরমাদ
সকলে হইল চমকিত॥
অশ্বত্থামা মহাবীর গম্ভীর সংগ্রাম ধীর
বাণ এড়ে রাজার উপর। [হেন
তাহা দেখি ভীমসেন ক্রোধে হৈল অগ্নি
বাণে বাণ কাটেন সত্বর॥ [গেলা
মধ্যাহ্নকালের বেলা সৈন্য বিনাশিতে
দুই দলে নাহি ছাড়ে রণ।
সঞ্জয় বলেন বাণী শুন অন্ধ নৃপমণি
সব নষ্ট তুমি সে কারণ॥
শল্য হৈল রণে হত লইয়া সত্বর রথ
কৌরব প্রধান আগুয়ান।
চড়িয়া কুঞ্জরপর যেন শোভে পুরন্দর
কৃপআদি চলে পাছুআন॥
যুধিষ্ঠিরে বেড়ে আসি বাণবৃষ্টি অহর্নিশি
অন্ধকারে কিছু নাহি দেখি।
শকুনি হইল আগু রহ রহ ডাকে লঘু
আশ্বাসিয়া যোদ্ধাগণে রাখি॥
কেহ নাহি শুনে বোল সব হৈল উতরোল
আসি কহে রাজার নিকটে।
ভাঙ্গে সেনা প্রাণভয় নিবারণ নাহি হয়
কি করিব বিষম সঙ্কটে॥
শুনিয়াত কুরুপতি কহেন সঞ্জয় প্রতি
কোন কর্ম্ম কৈল দুর্য্যোধন।
সঞ্জয় কহেন বাণী অবধান নৃপমণি
পুনর্যুদ্ধ নহে নিবারণ॥
মহাভারতের কথা বিচিত্র ভারত গাঁথা
সর্ব্ব দুঃখ শ্রবণে বিনাশ।
কমলাকান্তের সুত হেতু সুজনের প্রীত
বিরচিল কাশীরাম দাস॥
মাতুল বচন শুনি দুর্য্যোধন রাজা।
সেনাভঙ্গ দেখিয়া ধাইল মহাতেজা॥

মহাযত্ন করি তাকে করিল আশ্বাস।
কি করিলা যায় সভে পাইয়া তরাস ॥
মাতুল বুঝাও তুমি সব সেনাগণে।
ত্যাগ করি কেন যায় অসমাপ্ত রণে ॥
সমর করহ সভে নাহি কর ভয়।
সংগ্রামে মরিলে বীর শীঘ্র স্বর্গে যায় ॥
জন্মিলে মরণ আছে এড়াবার নয়।
রণে ভঙ্গ দিয়া কেন হও নিন্দাশ্রয় ॥
পলাইয়া প্রাণ রাখে লজ্জা নাহি ছাড়ে।
স্থির হৈয়া যুদ্ধ কর যশ কীর্ত্তি বাড়ে ॥
সাহস করিয়া সভে যুদ্ধ কর সার।
জীবন মরণ ধন্য পাপে হবে পার ॥
আপনে বুঝিয়া আজি মারহ পাণ্ডবে।
দেখিবা কৌতুক পরে দাঁড়াইয়া সভে ॥
আশ্বাস পাইয়া সেনা হইল প্রবল।
কালপ্রাপ্ত মৃত্যু আসি হইল নিশ্চল ॥
শুনিয়া শকুনি বলে শুন কুরুরাজ।
উদু না দেখি যে আমি ছাড় যুদ্ধ কায ॥
আরম্ভহইতে হৈল রণ যত দিন।
দিন দিন সেনাগণ হইতেছে ক্ষীণ ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী বাহিনী গণিত।
অধিক হইবে কত না হয় লিখিত ॥
সকলি বিনাশ গেল অল্পমাত্র শেষ।
দেখিয়া না দেখ রাজা না বুঝ বিশেষ ॥
অসাধ্য প্রয়াসে তাত নাহি প্রয়োজন।
অতঃপর যুদ্ধ ক্ষমা দেহ দুর্য্যোধন ॥
দৈব বলে কুন্তীপুত্র হইল বলিষ্ঠ।
যাহার গোবিন্দ সখা সভাকার ইষ্ট ॥
পাণ্ডবের তেজ দেখি সেনারা আকুল।
দিনে২ দেখ সেনা হইল নির্ম্মূল ॥
নিষ্ফল আরম্ভ দম্ভ আর নাহি সাজে।
অমাত্য বান্ধব নষ্ট হইল এই কাযে ॥
দেখি ক্ষমা দেহ যদি তুমি কুরুরাজ।
শেষ রক্ষা করি থাক যুদ্ধে নাহি কায ॥
কর্ণআদি করি দর্প কি করিল তব।
আগু পাছু না গণিয়া নষ্ট কৈল সব ॥
পাণ্ডবের মূল হরি সাত্যকি পঞ্চাল।
কি কর্ম্ম সাধিলা তুমি হইয়া বিশাল ॥
কত যত্ন করিল আচার্য্য ভীষ্ম কত।
কি সাধিল তব কার্য্য সব হৈল হত ॥
বৃথা অভিলাষ কর চেষ্টা বিধিমতে।
কিছু না হইল কার্য্য কাল বিপরীতে ॥
কৃষ্ণআদি করি সভে করিল বারণ।
না শুনিলা তাহা বিধি ঘটায় তেমন ॥
ভয়ে যারা পলাইয়া গেল নানা স্থান।
এবে সে পাণ্ডব হৈল সভার প্রধান ॥
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডন।
অতঃপর ক্ষমা দেহ নাহি কর রণ ॥
ইন্দ্র দেবরাজ রিপু বলি মহাশয়।
কৃষ্ণ তারে কালক্রমে করিলেন ক্ষয় ॥
তুমি যদি অনুমতি দেহ এইক্ষণ।
আসিয়া ভজিবে পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন ॥
যে হইল সে হইল করহ বিচার।
আপন রাখহ শেষ না কর সংহার ॥
মাতুল বচন শুনি কহে কুরুরায়।
বুঝিনু মাতুল তুমি পাইয়াছ ভয় ॥
এই যুদ্ধে মৃত্যু যদি না হয় তোমার।
তবে বুঝি কদাচিত মৃত্যু নাহি আর ॥
মরণের হেতু ভয় কিসের কারণ।
কালপ্রাপ্তে স্ববুদ্ধি হারায় সাধু জন ॥
ভাবিয়া দেখহ মনে কিসের শোচন।
সংগ্রামে দেখাও তুমি নিজ পরাক্রম ॥
নিশ্চিত যদ্যপি থাকে এ যুদ্ধে মরণ।
কি মতে বাঁচিবা তবে গন্ধার নন্দন ॥
নীতি নাহি শুন তুমি কর মৃত্যুভয়।
সমর করিব যে বা ভাগ্যে মোর হয় ॥
এতেক বলিল রাজা মাতুলের প্রতি।
শুনিয়া রহিল মৌনে গন্ধারসন্ততি ॥
অনন্তর কহে রাজা সারথির প্রতি।
রথ সাজি আন যুদ্ধে যাব শীঘ্রগতি ॥
শুনিয়া রাজার বাক্য সারথি সত্বর।
রথ সাজি আনে শীঘ্র রাজার গোচর ॥
আজ্ঞামাত্র সারথি সাজায় রথখান।
মণিময় রথখান বিচিত্র নির্ম্মাণ ॥
রথ আরোহিয়া রাজা সংগ্রামের বেশে।
শকুনি জানিল মৃত্যু হইল বিশেষে ॥
ভারতের পুণ্যকথা শুনে পুণ্যবান।
কাশীরাম দাস কহে অমৃত সমান ॥*

অথ শকুনি বধের উপক্রমে নানাযুদ্ধ।

সেনাগণ আশ্বাসিয়া কহে দুর্য্যোধন।
আগু হয়ে যুঝ শত্রু করিব নিধন ॥

জয় পরাজয় মৃত্যু দৈবের ঘটন।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় বেদের বচন॥
এত বলি কুরুপতি রথ আরোহণে।
রথেতে ভেটিল আসি ভীমসেন সনে॥
দুই মত্ত হস্তী যেন করিছে গর্জ্জন।
দুই সিংহে যুদ্ধ যেন করে মহারণ॥
ভীম ডাকি বলে আইস কুরু কুলাধম।
করিলা সকল নাশ করি পরাক্রম॥
এবে বল বুদ্ধি কর্ণ গেল সেই কোথা।
দুঃশাসন দুর্ম্মতি মরিল দুষ্ট ভ্রাতা॥
দেখিয়া না দেখ চক্ষে তুমি অন্ধমতি।
কুলান্তক তোমারে সৃজিল হেন বিধি॥
রণে ক্ষমা দিয়া এবে ভজ ধর্ম্মরাজ।
জীবনের আশা যদি মনে কর কায॥
নতুবা চলহ যথা ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ।
দুই পথ কহিলাম যাহাতে প্রসন্ন॥
দুর্য্যোধন বলে ভীম সহ পরিবারে।
শমন সদনে আজি পাঠাইব তোরে॥
বারে২ অপমান কৈলা নানামতে।
এখন পূরিল কাল চল যমপথে॥
দ্রৌপদীর অপমান পাসরিলা কেনে।
কিরাত সমান হয়ে ফিরিলা কাননে॥
শুনি ভীম বলে তব জানেছি বিক্রম।
গন্ধর্ব্বে বান্ধিয়া তোরে লইল যখন॥
নিজ বল পরাক্রম কি জানাব তোমা।
ভজ ধর্ম্মরাজে তিনি করিবেন ক্ষমা॥
আপনা রাখহ রাখ অন্ধ পিতা মাতা।
হিত বাক্য কহিলাম না কর অন্যথা॥
শুনি দুর্য্যোধন রাজা ক্রোধে কটু কয়।
যুদ্ধ করি পাণ্ডবে করিব পরাজয়॥
মহাযুদ্ধ বাধিল তুমুল হেন কালে।
প্রলয় কালেতে যেন সমুদ্র উথলে॥
বাণ বৃষ্টি করি সৈন্য করিল অস্থির।
আষাঢ় শ্রাবণে যেন বরিষয়ে নীর॥
ভীমের নারাচ বাজে দুর্য্যোধনবুকে।
ব্যাকুল সারথি রথ ফিরায় বিমুখে॥
গদা হাতে ভীমসেন ধায় শীঘ্রগতি।
ক্ষণমাত্রে সংহারিল যত যোদ্ধাপতি॥
আথালি পাথালি বীর মারে গদাবাড়ি।
সহস্র২ রথ চূর্ণ হয়ে পড়ি॥
গদা হাতে ধায় বীর সমরে প্রচণ্ড।
বজ্র হাতে ইন্দ্র যেন যায় কাল দণ্ড॥
সম্মুখ বিমুখ নাই মারে খেদাড়িয়া।
পলায় সকল সৈন্য রণে ব্যস্ত হইয়া॥
দূরে থাকি ধায় সভে পাইয়া তরাস।
পাছু২ ধায় বীর করিয়া বিনাশ॥
যত যুদ্ধ করে বীর তত বল বাড়ে।
দেখিয়াত কুরুসৈন্য ধায় উভরড়ে॥
একা ভীম সংহারিল সহস্র পদাতি।
তুরঙ্গ সহস্র পঞ্চ সহস্রেক হাতি॥
সম্বিত পাইয়া তবে রাজা দুর্য্যোধন।
আশ্বাসিয়া বলে ভয় নাহি যোদ্ধাগণ॥
অর্জ্জুন সহিতে যুদ্ধে ধায় যোদ্ধাগণ।
কুঞ্জর সহিত আইল রাজা দুর্য্যোধন॥
উভয়তো মহাযুদ্ধ বাণ বরিষণ।
আকাশে প্রশংসা করে যত দেবগণ॥
কৌরবের যোদ্ধাপতি শাল্বনৃপবর।
হস্তিতে চড়িয়া আইল সংগ্রাম ভিতর॥
হস্তির বিনাশে বাণ পাঞ্চাল এড়িল।
বিষম প্রহারে হস্তী অবনি পড়িল॥
ক্রোধে বীর লাফ দিয়া ভূমিতে নামিল।
দেখিয়া সাত্যকি তবে তার আগু হৈল॥
কাটিল শাল্বের ধনু করি খণ্ড২।
তাহা দেখি কৃতবর্ম্মা হইল প্রচণ্ড॥
দুই জনে বাণবৃষ্টি ঘোর অন্ধকার।
মহাপ্রলয়েতে যেন সৃষ্টির সংহার॥
সাত্যকি এড়িল বাণ কৃতবর্ম্মা বীরে।
সেই বাণ বাজে তার বক্ষের উপরে॥
বাণে২ আচ্ছাদিল কৃতবর্ম্মা বীর।
রথ ফিরাইল তবে সারথি সুধীর॥
পুনঃ শাল্ব সাত্যকিতে বাধিল সমর।
দোঁহে দোঁহা বিন্ধিয়া করিল জরজর॥
সাত্যকির বাণে শাল্ব ত্যজিল জীবন।
তাহা দেখি কৃতবর্ম্মা আইল তখন॥
শাল্ব বীর পড়িল দেখিয়া মহাবীর।
কৃতবর্ম্মা আসি রণে হইল সুস্থির॥
পুনরপি কৃতবর্ম্মা সাত্যকিতে রণ।
দোঁহাকার সংগ্রামের কি দিব তুলন॥
উভয়ে হইল রণ নাহি পাঠান্তর।
রথে চড়ি আইল দোঁহে মহাধনুর্দ্ধর॥
ধ্বজ ছত্র কাটা গেল দেখি বিপরীত।
অশ্ব কাটা গেল রথ গমনরহিত॥
ভূমে নামে কৃতবর্ম্মা হইয়া বিরথী।
দেখি কৃপ নিজরথে তোলে শীঘ্রগতি॥

পুনরপি দুর্য্যোধন যুঝে ক্রোধমনে।
শরাসনে করে রণ পাণ্ডবের সনে॥
চতুর্দ্দিগে ভঙ্গ দিল পাণ্ডববাহিনী।
যুধিষ্ঠির সহ রণে মিলিল শকুনি॥
মুহূর্ত্তেকে যুদ্ধেতে হইল ঘোরতর।
দোঁহাকার বাণে দোঁহে হইল জর্জ্জর॥
ধর্ম্মের সারথি রথ কাটিল তখনি।
পেয়ে লাজ ধর্ম্মরাজ নামিল ধরণি॥
হেনকালে সহদেব ত্বরিতে আসিয়া।
আপনার রথে ধর্ম্মে লইল তুলিয়া॥
পুনঃ দিব্য রথ আনি যোগায় সারথি।
ধনু ধরি ধর্ম্মরাজ উঠিলেন তথি॥
সুসজ্জ হইয়া রাজা রহিয়া তথায়।
শকুনি বধিতে আজ্ঞা দিলেন ত্বরায়॥
চতুর্দ্দিগে সেনাগণ রহ সাবধান।
শকুনি মারিয়া কর যশের ব্যাখ্যান॥
সহস্র সামন্ত পঞ্চ সহস্র তুরঙ্গ।
সপ্ত শত মত্ত করি চলে তার সঙ্গ॥
পদাতি সহস্র ত্রিশ চলিল প্রধান।
এ সভার সহদেব কর্ত্তা আগুয়ান॥
জানিয়া সমরে ধায় গন্ধারনন্দন।
অনুবল পাছে থাকি দেয় দুর্য্যোধন॥
যষ্টিশত অশ্বরথ আছেত বিভাগ।
পদাতি পঞ্চাশ কোটি সহস্রেক নাগ॥
সকল যোদ্ধার মাঝে শকুনি প্রধান।
দুই দলে মিশামিশি বাধিল সংগ্রাম॥
প্রতিজ্ঞা আছয়ে পূর্ব্বে শকুনি বিনাশে।
সেইহেতে সহদেব অধিক আবেশে॥
সহদেব শকুনি হইল মিশামিশি।
বাণে অন্ধকার নাহি জানি দিবানিশি॥
অবিশ্রাম সংগ্রাম বাধিল দুই জনে।
বাণবৃষ্টি করে দোঁহে করিয়া গর্জ্জনে॥
রথে২ গজে২ তুরঙ্গে তুরঙ্গ।
বাধিল তুমুল যুদ্ধ দেখি যোদ্ধাভঙ্গ॥
কেশাকেশী মুখামুখী ভুজে যায় তাড়ি।
চরণে চরণ ছেদি যায় গড়াগড়ি॥
হেনমতে যোদ্ধাগণ করে মহারণ।
মার২ শব্দ করি করয়ে গর্জ্জন॥
বাণে অন্ধকার হৈল সংগ্রামের স্থলী।
রথী২ মহাযুদ্ধ সভে মহাবলী॥
শোণিতের বহে নদী অতিভয়ঙ্কর।
হস্তী ঘোড়া ভাসি চলে সংগ্রামভিতর॥
শ্বান শিবা কলরব পিশাচের ঘটা।
নানাবর্ণে পক্ষী উড়ে যেন মেঘ ছটা॥
বিষম সমরে বহু পড়িল বাহিনী।
সপ্তশত অশ্বশেষ রহিল শকুনি॥
রাজঅনুমতে যুঝে পরম সাহসে।
পাণ্ডববাহিনী ভঙ্গ দিল চারি পাশে॥
সাহসে শকুনি যুঝে ধরিয়া ধনুক।
বাণাঘাতে পাণ্ডুসেনা নাহি বান্ধে বুক॥
হস্ত পদ বক্ষ কার করে খণ্ড২।
কুণ্ডলসহিত কার কাটিপাড়ে মুণ্ড॥
যুদ্ধ করি শকুনি বাহিনী বিনাশিল।
তাহা দেখি সহদেব সত্বরে ধাইল॥
বাহিনীদুর্গতি দেখি কৃষ্ণ মহাশয়।
ডাকিয়া বলেন কেন সেনাভঙ্গ হয়॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি সমুদ্র তরিয়া।
শকুনির যুদ্ধে কেন মজিল আসিয়া॥
মারহ শকুনি আজি অনর্থের মূল।
তার অপরাধে ক্ষত্র হইল নির্ম্মূল॥
শুনিয়া অর্জ্জুন ক্রোধে গাণ্ডীব ধরিয়া।
যান মৃগে যায় যেন সিংহ খেদাড়িয়া॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অথ সহদেব হস্তে শকুনি বধ।

গাণ্ডীব ধরিয়া পার্থ যুঝেন তখন।
ছিন্ন ভিন্ন করিলেন কুরু সেনাগণ॥
কেহ ডাকে মাতা পিতা কেহ চাহে জল।
সাহসে শকুনি যুঝে বাহিনী বিকল॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ যুঝে নৃপ দুর্য্যোধন।
মহাঘোর যুদ্ধ হয় ঘোর দরশন॥
বাণে কাটি পাড়ে তাহা রাজা দুর্য্যোধন।
সৈন্যের উপরে করে বাণ বরিষণ॥
সন্ধান পূরিয়া আইল ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর।
অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া কাটে সারথির শির॥
পঞ্চ বাণে ধনু কাটে ধ্বজ ছত্র আর।
খণ্ড২ বাণে রথ করিল রাজার॥
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল দুর্য্যোধন।
লাফ দিয়া সৈন্যমধ্যে পড়িল তখন॥
ভঙ্গ দিয়া তুরঙ্গে চড়িয়া মহামতি।
পাছু নাহি ফিরে চাহে যায় শীঘ্রগতি॥

অপমান পায়ে ধায় রাজা দুর্য্যোধন।
শকুনির কাছে আসি দিল দরশন॥
তবে রাজা কৃতবর্ম্মা মহাবলবান।
ভীমসেন যুদ্ধ করে হয়ে সাবধান॥
ক্ষণেক রহিয়া তবে ভীম মহাবীর।
বাণেতে বিন্ধিল যোদ্ধাগণের শরীর॥
বাণে বাণ কাটে কৃতবর্ম্মা ক্রোধে মন।
মহাকোপে আইল বীর পবননন্দন॥
যুদ্ধ করে কৃতবর্ম্মা করিয়া বিক্রম।
মহাযুদ্ধ করে দোঁহে নাহি পরিশ্রম॥
দুই জনে মহাযুদ্ধ করে বারবার।
তাহা দেখি যোদ্ধাগণ হইল আগুসার॥
ভীমসেন করে যুদ্ধে অনেক বিশেষ।
নির্ম্মূল হইল সেনা অল্প অবশেষ॥
পদ্মবন ভাঙ্গে যেন মদ মত্ত হাতী।
কানন কাটিয়া যেন মুক্ত কৈল ক্ষিতি॥
একা ভীম সর্ব্ব সৈন্য করিল বিনাশ।
দেখিয়া কৌরব সৈন্য পাইল তরাস॥
সঞ্জয় বলেন রাজা শুন নিবেদন।
অশ্বআরোহণে রণে আছে দুর্য্যোধন॥
যোদ্ধাগণ কতগুলি আছয়ে সংহতি।
দেখিয়া কহেন পার্থ গোবিন্দের প্রতি॥
হের দেখ নির্লজ্জ পামর দুর্য্যোধন।
তবু ক্ষমা নাহি রণে বিনাশ কারণ॥
গোবিন্দ বলেন শুন পার্থ ধনুর্দ্ধর।
আগু হইয়া মারহ পাপিষ্ঠ কুরুবর॥
অর্জ্জুন দেখহ সেনা প্রায় ভঙ্গিয়ান।
ক্ষণেক করহ যুদ্ধ হয়ে সাবধান॥
সঞ্জয় বলিল রাজা কি কব বিশেষ।
সকল হইল নষ্ট কিছুমাত্র শেষ॥
অবশেষ আছে তব দুই শত রথ।
ত্রিসহস্র পদাতিক অশ্ব পঞ্চ শত॥
কৌরববাহিনী রাজা এইমাত্র শেষ।
জানিয়া অর্জ্জুন প্রতি কন্ হৃষীকেশ॥
মহাধনুর্দ্ধর পার্থ বাণে অনিবার।
তোমাহৈতে শত্রু সব হইল সংহার॥
আজি ভুজবলে যুধিষ্ঠির অধিকারী।
রহিল তোমার যশ ত্রিভুবন ভরি॥
আজি যুধিষ্ঠিরের উপরে রাজ্য ভার।
আজি হৈল ক্রূর কুরুবংশের সংহার॥
অর্জ্জুন বলিল প্রভু তব প্রসাদাৎ।
সমরে বিজয়ী আমি জগতে বিখ্যাত॥

কহিতে২ যুদ্ধ স্থলে ধনঞ্জয়।
বাণে২ করিলেক অন্ধকারময়॥
মহাপরাক্রম পার্থ যেন ধনুর্ব্বেদ।
পঞ্চ বাণে করেন সুশর্ম্মার শিরশ্ছেদ॥
তাহার তনয় কোপে রণে প্রবেশিল।
পার্থের নারাচ বাণে সেহ কাটা গেল॥
তবে ক্রোধে বীরবর ছাড়ে সিংহনাদ।
যুঝিয়া সমরে বীর নাহিক বিষাদ॥
দক্ষসেন বীর গেল সমরের মুখে।
তাহারে বধিল ভীম পরম কৌতুকে॥
তাহার অনুজ ছিল সমরে দুর্জ্জয়।
তাহারে মারিল বীর পবনতনয়॥
শকুনি সহিত যুঝে সহদেব বীর।
দুহাঁকার বাণে দুহেঁ জর্জ্জর শরীর॥
শকুনি নিকটে আইল সহদেব বীর।
বাণেতে জর্জ্জর কৈল শকুনিশরীর॥
সম্বিত পাইয়া উঠে পাইয়া চেতনা।
সিংহনাদ করে বীর পড়য়ে ঝঞ্জনা॥
ভয়ে ভীত ভঙ্গিয়ান দেখি কুরুবলে।
দুর্য্যোধন আশ্বাসিয়া রাখে সে সকলে॥
দেব অবতার বীর সহদেব রোষে।
অবিশ্রান্ত ক্ষান্ত নহে বিশিখ বরিষে॥
শকুনির ধনু কাটি ফেলে অবহেলে।
অন্য ধনু লয়ে যুদ্ধ করে সেহ বলে॥
শকুনির নন্দন উলূক নামধর।
পিতার সাহায্য হেতু আইল সমর॥
ভীমের সহিত যুদ্ধ করে অনিবার।
ক্ষুর বাণে ভীম তারে করিল সংহার॥
পুত্রশোকে যুঝে বীর মরণ ভাবিয়া।
নির্ভয়েতে ধনুর্গুণ সন্ধান পূরিয়া॥
বাণে আচ্ছাদন কৈল মাদ্রীর নন্দনে।
গলিত রুধির অঙ্গ ভয় নাহি মনে॥
মাদ্রীপুত্র মহাবীর মহাকোপ ভরে।
বাণে শকুনির তনু খণ্ড২ করে॥
কোপে শক্তি লয় তুলি গন্ধারকুমার।
নিক্ষেপ করিল তারে করিতে সংহার॥
দৃষ্টিমাত্র শক্তি কাটে সহদেব বীর।
শক্তি ব্যর্থ গেল দেখি শকুনি অস্থির॥
ভিন্দিপাল শক্তি ভল্ল পরশু তোমর।
শেল শূল জাঠি জাঠা যতেক অপর॥
সন্ধান পূরিয়া বাণ শকুনি মারিল।
মাদ্রীসুত সহদেব সকলি কাটিল॥

কাটিল সারথি রথ করি লণ্ডভণ্ড।
তীক্ষ্ণ বাণে কাটি পাড়ে তুরঙ্গের মুণ্ড॥
বিরথী হইয়া বীর রহে দাণ্ডাইয়া।
পরাক্রম গেল সব আতঙ্ক পাইয়া॥
রথহৈতে লাফ দিয়া পড়ে ভূমিতলে।
বিমুখ সংগ্রামে বীর পিঠ দিয়া চলে॥
চঞ্চল চরণ গতি নাহি বুদ্ধি বল।
করতালি দিয়া পাছু খেদাড়ে সকল॥
ধিক২ ক্ষত্র হৈয়া পলাইস কেনে।
ইহার অধিক ভাল সংগ্রামে মরণে॥
অবলার প্রায় যাইস ছাড়ি বীরপনা।
মরণ এড়ালি হেন না কর ভাবনা॥
অপমান বাক্য শুনি পুনঃ নেউটিল।
মরণ মানিয়া রণে আসিয়া পশিল॥
রণভূমে পড়িছিল যত অস্ত্র পাই।
প্রাণপণে করে যুদ্ধ লইয়া তাহাই॥
যত অস্ত্র ফেলি মারে কাটে মহাবীর।
অবসন্ন হয়ে থাকে গান্ধার সুধীর॥
আগু হয়ে মাদ্রীপুত্র চুলে ধরি আনে।
শকুনি দুঃখের মুল সর্ব্ব লোকে জানে॥
পশুর সদৃশ করি শকুনিরে আনে।
কম্পমান কলেবর হৈল হত জ্ঞানে॥
সহদেব বলে তুমি দুষ্টের প্রধান।
এই হেতু তোমা প্রতি নহি ক্ষমাবান॥
পাশায় যতেক দুঃখ দিলা দুষ্টমতি।
উপহাস করিলা যে রাজার সংহতি॥
ভুঞ্জাব তাহার সুখ আজিকার রণে।
যে হাতে ধরিলা পাশা কপট বিধানে॥
সেই হাত অগ্রে কাটি অন্য তার পরে।
আজি রণে শিখাইব নরাধম তোরে॥
শকুনি কহিল মোরে মার দিব্য বাণ।
বধ কর কিন্তু না করিহ অপমান॥
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু খণ্ডন না যায়।
কাটি পাড় মুণ্ড যদি ক্ষমা নাহি হয়॥
এত শুনি দর্প করি সহদেব বীর।
পূর্ব্ব দুঃখ মনে করি হইল অস্থির॥
অঙ্গুলিপর্য্যন্ত কাটি পাড়ে বাহু মুল।
পূরিল প্রতিজ্ঞা আজি শুন হে মাতুল॥
কাতর শকুনি বীর করে ছটফটি।
ক্রোধে সহদেব বীর তার মুণ্ড কাটি॥
কর্ম্ম অনুরূপ ফল বলে সর্ব্ব লোকে।
পূর্ব্বের বিধান ফল পাইল প্রত্যেকে॥
সময় পাইলে কর্ম্ম অবশ্য যে ফলে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম ফল যেন ভুঞ্জে এত কালে॥
শকুনি পড়িল রণে হৈল সিংহনাদ।
কুরু সৈন্য ভঙ্গ দিল গণিয়া প্রমাদ॥
পলাইতে মারে সভে যে পায় সম্মুখে।
প্রাণের সহিত মারে যারে আগে দেখে॥
সৈন্যগণ ভঙ্গ দিল যেবা ছিল শেষ।
একা দুর্য্যোধনমাত্র আছে অবশেষ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী সেনাগণ নাশি।
শোক অভিমানে দুর্য্যোধন হত হাসি॥
হইল পৃথিবী শূন্য জানি মহামতি।
অশ্ব ছাড়ি ভূমিতলে করিলেন গতি॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে কহ সঞ্জয় বিশেষ।
পাণ্ডবের সেনা কত আছে অবশেষ॥
সঞ্জয় বলেন শুন কুরু বংশপতি।
আছে যে পাণ্ডব দলে দুই সহস্র রথী॥
তুরঙ্গ অযুত শত সহস্র মাতঙ্গ।
লক্ষ পদাতিক আছে পাণ্ডবের সঙ্গ॥
যত সৈন্য ছিল সব বিনাশেরে গেল।
কৌরবের শেষ যেই এখন রহিল॥
কৃপ অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা দুর্য্যোধন।
শুনহ নৃপতি শেষ এই চারি জন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

## অথ দুর্য্যোধনের দ্বৈপায়ন হ্রদে প্রবেশ।

সঞ্জয় বলেন রাজা কর অবগতি।
আপন সমর শেষ দেখি মহীপতি॥
কুরুবলে সিংহ যেন ছিল মহারাজ।
দাবানল দহে যেন শুষ্কবন মাঝ॥
অগাধ শুষিল যেন মহোদধিজল।
পাণ্ডবে শুষিল তেন কৌরবের বল॥
অমাত্য বান্ধব যত সব হইল হত।
সমর সমাজে অনুকূল ছিল যত॥
শোক লাজে অভিমানে না দেখি উপায়।
শূন্য হইল বসুমতী জানিয়া নিশ্চয়॥
জয় পরাজয় কর্ম্ম বিধির ঘটন।
আপনার শক্য নহে কর্ম্ম নিবন্ধন॥
এত ভাবি দুর্য্যোধন চলিল সত্বর।
হাতে গদা ধায় যেন মত্ত করিবর॥

সর্ব্ব শূন্য অবশেষ দেখিয়া বিমন।
দ্বিতীয় বান্ধব নাহি সঙ্গে এক জন॥
চিন্তাযুক্ত দুর্য্যোধন করিল গমন।
কেহ না দেখিল কোথা গেল দুর্য্যোধন॥
দৈবাৎ সঞ্জয় রণে আসিয়া মিলিল।
দেখি ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকিরে আদেশিল॥
দেখহ কৌরবপক্ষ আইল সঞ্জয়।
রাখিয়া কি কার্য্য এরে শীঘ্র কর ক্ষয়॥
তাহা শুনি সাত্যকি লইল খড়্গ করে।
বিনাশিতে সঞ্জয়ে ধাইল ক্রোধভরে॥
অকস্মাৎ আসি সত্যবতীর নন্দন।
সাত্যকির প্রতি করিলেন নিবারণ॥
তথাহইতে সঞ্জয় আসিতেছে নগরে।
দেখিলেক পথে অতিদীন কুরুবরে॥
গদাহাতে দুর্য্যোধন অতিদীন বেশ।
নেত্রে নীর ঝরে মুখে নাহি বাক্যলেশ॥
দেখিয়া সঞ্জয়ে জিজ্ঞাসিল কুরুরায়।
কে আছে জীবিত কহ আমার সহায়॥
সঞ্জয় কহিল আছে এইমাত্র সার।
কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মা দ্রোণের কুমার॥
এতেক শুনিয়া রাজা ছাড়িল নিশ্বাস।
অচেতন হইল পুন মুখে নাহি ভাষ॥
গদ২ ভাষে রাজা কহে সকরুণে।
এমন করিবে বিধি নাহি ছিল মনে॥
জন্মিলে মরণ আছে নাহিক অন্যথা।
অপমান যত কিছু সেই কাটা মাথা॥
সঞ্জয় সকলি জান কি কহিব আর।
বিধিবিড়ম্বিল মোরে মজিল সংসার॥
সর্ব্বনাশ কৈল মোর দারুণ বিধাতা।
জনকের স্থানে সব কহিবা বারতা॥
কিছু না রহিল সেনা আমার সমাজ।
ত্বরিত গমনে যাহ যথা অন্ধরাজ॥
আমার দৈবের কথা কহিবা বিশেষ।
নির্ম্মূল হইল যত হইল আবেশ॥
বৃদ্ধকালে শোকে অন্ধ হইলেন তাত।
এখন আমার ভাগ্যে যে থাকে পশ্চাত॥
কালপ্রাপ্ত হৈলে লোক না শুনে বচন।
কালেতে সংহার করে দৈবের কারণ॥
সুখ দুঃখ কর্ম্ম ভোগ বিধাতার বশ।
অনিত্য সংসার এইধর্ম্ম কীর্ত্তি যশ॥
আমার বাসনা তাত ছাড়হ এখন।
পাত্র মিত্র জ্ঞাতি আর ইষ্ট বন্ধুগণ॥
সকল মরিল আমি জীবিত কেবল।
বংশনাশ হৈল মোর জীবন বিফল॥
বিফল জীবনে আর নাহিক বাসনা।
দৈবের নির্ব্বন্ধ এই না করি ভাবনা॥
যাহ তুমি সঞ্জয় কহিও সমাচার।
ইহ পরলোকে দেখা নাহি হবে আর॥
এত বলি হ্রদ জলে করিল গমন।
প্রবেশ করিল দুঃখে রাজা দুর্য্যোধন॥
তথাহৈতে আসিছে সঞ্জয় বিষাদিত।
হইল সাক্ষাৎ ঐ তিনের সহিত॥
কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মা অশ্বত্থামা আর।
জিজ্ঞাসিল সঞ্জয়ে কি কহ সমাচার॥
মহারাজ দুর্য্যোধন আছেন কোথায়।
কি করিব মন দহে না দেখি উপায়॥
শুষ্ক বন দহে যেন জ্বলন্ত আগুন।
কহত সঞ্জয় কোথা পাব দুর্য্যোধন॥
শুনিয়া সঞ্জয় কহে বচন বিশেষ।
দুর্য্যোধন রাজা হ্রদে করিল প্রবেশ॥
এত শুনি তিন বীর করিল প্রয়াণ।
উপনীত হৈল আসি হ্রদ সন্নিধান॥
উদ্দেশে চলিল তারা শুনিয়া বারতা।
ধর্ম্মরাজ না জানেন দুর্য্যোধন কোথা॥
নানামতে ভাই সব করে অনুমান।
কোথা গেল দুর্য্যোধন না জানি সন্ধান
দূত পাঠাইয়া দিল কৌরবের পুর।
আসি জিজ্ঞাসিল যথা আছয়ে বিদুর॥
ক্ষত্তা বলে নাহি জানি রণ হৈল শেষ।
কোথা গেল কুরুরাজ না জানি বিশেষ॥
দূত বলে রণ শেষ হইলেক যবে।
গদা হাতে পূর্ব্ব মুখে রাজা গেল তবে॥
ইহার অধিক আমি না জানি বারতা।
বিস্মিত বিদুর শুনি এই সব কথা॥
সমর জিনিয়া সভে চলিল শিবির।
দুর্য্যোধন হেতু চিন্তান্বিত যুধিষ্ঠির॥
আপন শিবিরে যান ধর্ম্মনরপতি।
ধৃতরাষ্ট্র প্রতি কহে সঞ্জয় সুমতি॥
শুনিয়া সঞ্জয়বাক্য অন্ধনরপতি।
শোকেতে ব্যাকুল হৈয়া ছন্ন হইল মতি॥
হাহা পুত্র কোথা গেল রাজা দুর্য্যোধন।
কেন প্রাণ আছে মোর না জানি কারণ॥
জন্মে২ কত পাপ করিনু বিস্তর।
সে কারণে হিয়া শোক ব্যথায় কাতর॥

দুর্য্যোধন বলি ডাকে কোথা দুঃশাসন।
কভু কর্ণ বলি ডাকে কভু ডাকে দ্রোণ॥
পুত্র পৌত্র বন্ধু আর অমাত্য সকল।
পড়িল সকল বীর রণে মহাবল॥
কতেক ডাকিব আর কত পড়ে মনে।
সমুদ্রের ঢেউ যেন বহে সমীরণে॥
একাদশ অক্ষৌহিণীপতি দুর্য্যোধন।
তাহার এ গতি হৈল দৈবের কারণ॥
ধৃতরাষ্ট্র শোকাকুল পড়িয়া অবনি।
এমন করিবে বিধি মনে নাহি জানি॥
বৃদ্ধ অন্ধ মাতা পিতা না করিল মনে।
নিষ্ঠুর হইয়া গেল রাজা দুর্য্যোধনে॥
পুত্রহীন বৃদ্ধকালে জীবনে মরণ।
সহায় সম্পত্তি নাহি কি করি এখন॥
অনাথ করিয়া গেল যতেক অবলা।
অমাত্য বান্ধব পুত্র সব স্বর্গে গেলা॥
পক্ষহীন পক্ষী যেন রহিল পড়িয়া।
জলহীন মীন যেন মরয়ে ভাবিয়া॥
পুণ্যহীন দেহ যেন ফলহীন বৃক্ষ।
বিষহীন সর্প যেন ধনহীন লোক॥
হস্তহৈতে রত্ন যেন গেল ছাড়াইয়া।
প্রাণহীন দেহ যেন রহিল পড়িয়া॥
রাজ্যভোগ তৃণ হেন ছাড়ি গেলা তুমি।
কি গতি হইবে সদা এই চিন্তি আমি॥
কেন না লইলা মোরে সঙ্গেতে করিয়া।
বৃদ্ধ পিতা মাতা কেন গেলে বিসর্জিয়া॥
বধূগণ অনাথিনী হারাইয়া কুল।
কেমনে ধরিবে প্রাণ হইয়া আকুল॥
সুরাসুরজয়ী যেই গঙ্গারনন্দন।
শিখণ্ডির হাতে হৈল তাহার নিধন॥
ভগদত্ত বীরআদি যত যোদ্ধাগণ।
কর্ণ মহাবীর যেই সংগ্রামে নিপুণ॥
তাহারে মারিল পার্থ সংগ্রামে দুর্জয়।
শত পুত্র মারে মোর পবনতনয়॥
যার যত পরাক্রম করিল সকল।
ভাগ্যহীন হেতু তাহা হইল বিফল॥
কতেক কহিব দুঃখ কহনে না যায়।
ভাবিতে চিন্তিতে মোর হৃদয় শুকায়॥
ভীমের বচন আর সহিতে না পারি।
শোকেতে জর্জর হইল গান্ধারকুমারী॥
শুনহ সঞ্জয় মোর এই দৃঢ় আশ।
অনলে পড়িব নহে যাব বনবাস॥

সঞ্জয় বলেন রাজা শুনহ বচন।
জয় পরাজয় দেখ বিধির ঘটন॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরি।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি॥

সঞ্জয় বলেন শুন অন্ধনরপতি।
কালবশে দুর্য্যোধন পাইল দুর্গতি॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণআদি সমরে দুর্জয়।
একে২ বিনাশিল বীর ধনঞ্জয়॥
যাহার সহায় কৃষ্ণ কমললোচন।
তাহার সর্ব্বদা বশ এ তিন ভুবন॥
কতেক মন্ত্রণা কৈল পাণ্ডব কারণ।
জৌগৃহ করিলেক বধিতে জীবন॥
তথাহইতে নিজদেশে আইল পুনর্ব্বার।
রাজসূয় যজ্ঞ কৈল পৃথিবীর সার॥
সম্পদ দেখিয়া তার দুঃখি হইল মন।
পাশা খেলাইল পুন হিংসার কারণ॥
পাশায় হারিয়া পুন গেল বনবাস।
ধন ছিল রাজ্য ছিল সকলি নিরাশ॥
কাম্য বনে বসতি করিল কত দিন।
দুঃখের নাহিক সীমা হয়ে ধনহীন॥
কত দিনে দুর্য্যোধন গেল সেই বনে।
ঘোষযাত্রা করি গেল প্রভাসের স্থানে॥
গন্ধর্ব্বের সনে তথা হইল সমর।
গন্ধর্ব্বে বান্ধিয়া নিল স্বর্গের উপর॥
যুধিষ্ঠির নিকটে আইল যত রাণী।
সবিনয় বচনে তুষিল ধর্ম্মমণি॥
সন্তুষ্ট হইয়া তবে কহিল পার্থেরে।
গন্ধর্ব্বে জিনিয়া আন দুর্য্যোধন বীরে॥
আজ্ঞামাত্র ধনঞ্জয় আনে সেইক্ষণে।
গন্ধর্ব্ব সহিত আনে রাজা দুর্য্যোধনে॥
যুধিষ্ঠির রাজা দেখি বলিল বিস্তার।
হেন কর্ম্ম কদাচিত না করিহ আর॥
দোঁহারে বিদায় করি দিল যুধিষ্ঠির।
অভিমানে গেল সভে আপন মন্দির॥
তবে কত দিনান্তরে রাজা দুর্য্যোধন।
জয়দ্রথ পাঠাইল দ্রৌপদী কারণ॥
শূন্য পথে জয়দ্রথ সদা ফিরে বনে।
রথ আরোহণ করি সদা চিন্তে মনে॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডন।
শূন্য বন দেখি দুষ্ট হরিল তখন॥
দ্রৌপদী হরিয়া লয়ে যায় দুষ্টমতি।
রথেতে ক্রন্দন করে কৃষ্ণা গুণবতী॥

হেন কালে আইলেন তথা ভীমসেন।
তথাহইতে দ্রৌপদীর স্বর শুনিলেন॥
দ্রৌপদী লইয়া যায় জয়দ্রুথ বীর।
দেখি তবে দুই ভাই হইল অস্থির॥
কপিধ্বজ রথে চড়ি ধরিল তাহারে।
অনেক ভর্ৎসনা কৈল বিবিধ প্রকারে॥
যথা ধর্ম্ম তথা জয় বেদের বচন।
যথা ধর্ম্ম তথা কৃষ্ণ আছে নিরূপণ॥
এইরূপে সঞ্জয় কহিল মহামতি।
শুনিয়া নিঃশব্দ হইল অন্ধ নরপতি॥
এইরূপে শোকাকুল্ অন্তঃপুর যত।
বিদুর প্রভৃতি কান্দে করি মৌনব্রত॥
তথা যুধিষ্ঠির রাজা করেন ভাবনা।
দুর্য্যোধন কোথা গেল কহ সর্ব্ব জনা॥
হেথা দুর্য্যোধন রাজা দ্বৈপায়ন হ্রদে।
সকলে নাশিয়া সেথা রহিল বিষাদে॥
একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য মোর ছিল।
একে২ভীম সব সংহার করিল॥
মুনি বলে অবধান কর নরপতি।
পরিণামে লাভ বিনা হয় হেন গতি॥
যথা ধর্ম্ম তথা জয় জানিহ রাজন।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় বেদের বচন॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাহার শকতি ইহা বর্ণিবারে পারি॥
শ্রুতমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালির মত।
এত দূরে শল্যপর্ব্ব হইল সমাপ্ত॥

ইতি শল্যপর্ব্ব সমাপ্তং।

# মহাভারত।

## অথ গদা পর্ব্ব।

### অথ সসৈন্য যুধিষ্ঠিরের হ্রদ নিকটে গমন।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
দ্বৈপায়ন হ্রদে লুকাইল দুর্য্যোধন॥
পাণ্ডবের সৈন্যগণ খুজিয়া বেড়ায়।
দুর্য্যোধন রাজারে দেখিতে নাহি পায়॥
আপন শিবিরে যান ধর্ম্ম নরবর।
দুর্য্যোধনে খুজিতে পাঠান নিজ চর॥
এত শুনি জিজ্ঞাসিল শ্রীজনমেজয়।
কহিলা অপূর্ব্ব কথা মুনি মহাশয়॥
কুরুকুলপতি মহারাজ দুর্য্যোধন।
হ্রদমধ্যে কি প্রকারে রহিল তখন॥
কি উপায় করিলেন পিতামহগণ।
শুনিবারে বাঞ্ছা বড় বল তপোধন॥
মুনি বলে অবধান কর নরপতি।
যেইমতে হত দুর্য্যোধন দুষ্টমতি॥
গদাপর্ব্ব কথা কহি শুন নৃপবর।
যেনমতে পুনরপি হইল সমর॥
সমর জিনিয়া যুধিষ্ঠির নরপতি।
বিচিত্র মন্দিরে গিয়া নৃত্য গীতমতি॥
রিপুজয় লোকে অপমান কোপ মন।
দ্বৈপায়ন হ্রদে প্রবেশিল দুর্য্যোধন॥
গদার প্রহারে বীর জলেরে বিদারি।
জলেতে পশিল রাজা হাতে গদা করি॥
ভ্রাতৃ বন্ধু সহিত নৃপতি যুধিষ্ঠির।
দুর্য্যোধন অন্বেষণে যান বহুবীর॥
বন উপবন খুজিলেন নানা দেশ।
না পাইয়া দুর্য্যোধনে ভাবেন বিশেষ॥
মারিয়া বিপক্ষ করিলাম কোন কার্য্য।
পুনরপি দুর্য্যোধন লইবেক রাজ্য॥
পুনর্ব্বার আসিয়া করিবে মহারণ।
পলাইয়া আছে কোথা রাজা দুর্য্যোধন॥
এত ভাবি বসিয়া আছেন ধর্ম্মরায়।
হেথা তিন বীর দুর্য্যোধনকাছে যায়॥
অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা কৃপ সুপণ্ডিত।
হ্রদের নিকটে গিয়া হৈল উপনীত॥
জলস্তম্ভে দুর্য্যোধন আছেন নির্জ্জনে।
হ্রদের উপরে থাকি ডাকে তিন জনে॥
উঠ২ রাজা যুদ্ধে না হও বিমুখ।
যুধিষ্ঠিরে জিনিয়া ভুঞ্জহ রাজ্যসুখ॥
পলাইয়া কেন তুমি হও অধোগতি।
রণেতে কাতর নহে ক্ষত্রিয় এমতি॥
পাণ্ডবের সৈন্য সব করিব সংহার।
রাখিতে নারিবে কৃষ্ণ সহায় তাহার॥
আমা সভা সঙ্গে করি কর তুমি রণ।
তোমারে জিনিবে হেন আছে কোন জন॥
তাসভার বাক্য শুনি বলে দুর্য্যোধন।
বড় ভাগ্যে সংগ্রামে তরিলা তিন জন॥
যে বলিলা সে সম্ভবে তোমা সভাকায়।
যুদ্ধে জয়ী হব তোমা সভার কৃপায়॥
আমার পড়িল সৈন্য নাহি এক জন।
পাণ্ডবের সৈন্য সব করে মহারণ॥
একেশ্বর সমর না হয় সমুচিত।
বলবন্ত সহিত সংগ্রাম নহে হিত॥
তবে অশ্বত্থামা বহু দর্পের আগার।
প্রতিজ্ঞা করিল করি মহাঅহঙ্কার॥
এই আমি মারিব সকল পরদল।
উঠ দুর্য্যোধন না হইও হীনবল॥

পঞ্চালক সোম বংশ করিব সংহার।
আমার প্রতিজ্ঞা এই শুন সারোদ্ধার॥
পঞ্চালে না মারি যদি কবচ এড়িব।
ধিক্ অকারণ ব্যর্থ শরীর ধরিব॥
এ নহে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম শুন মহারাজ।
প্রাণপণে চেষ্টায় সাধিব নিজ কায॥
শুন মহারাজ তুমি না করিহ ভয়।
চারি বীরে মারিব বিপক্ষ দুরাশয়॥
এই তিন থাকিতে তোমার কেন ডর।
পুনরপি চারি বীর করিব সমর॥
যদি ধনঞ্জয়ে জিনি পুন রাজ্য পাব।
নহে বা সমরে পড়ি সদ্যঃ স্বর্গে যাব॥
হেন জানি দুর্য্যোধন রণে দেহ মন।
চারি মহাবীরেতে করিব মহারণ॥
হেন কথা শুনি বলে রাজা দুর্য্যোধন।
শুন মহারথি সব আমার বচন॥
প্রাণেতে পীড়িত আমি শুন চারি বীর।
অস্ত্রাঘাতে ভগ্ন মোর সকল শরীর॥
রণে জিনিবারে যদি করিয়াছ মন।
আজি নিশি বঞ্চিয়া করিব কালি রণ॥
দুর্য্যোধন বচন শুনিয়া দ্রোণসুত।
আত্মশ্লাঘা দম্ভবাক্য বলিল বহুত॥
এই কথা আলাপে আছেন চারি জন।
পক্ষি মারিবারে ব্যাধ গেল সেই বন॥
ভীমের তোষণ লাগি মৃগয়া করিয়া।
সেই হ্রদে জলপানে গেল মৃগ লৈয়া॥
সেই ব্যাধ শুনিল সকল সমাচার।
ব্যাধ বলে বড় কর্ম্ম হইল আমার॥
যাহারে খোজেন সদা রাজা যুধিষ্ঠির।
হ্রদে পলাইয়া আছে সেই কুরুবীর॥
যুধিষ্ঠিরে কহিলে এ সব বিবরণ।
আনন্দিত হইবেন পাণ্ডুর নন্দন॥
এত ভাবি ব্যাধগণ হরষিত মনে।
দ্রুত গিয়া নিবেদিল ভীমের চরণে॥
শুনি ভীমসেন হৈল হরষিত চিত।
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরে কহিল ত্বরিত॥
জলমধ্যে আশ্রয় করিল দুর্য্যোধন।
কুলের কলঙ্ক পাপ বড়ই দুর্জ্জন॥
ভীমের বচন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির।
ভ্রাতৃ বন্ধু সহ রাজা আনন্দে অস্থির॥
যথা আছে জলমধ্যে রাজা দুর্য্যোধন।
তথাকারে সর্ব্ব বীরে করিল গমন॥
কৃষ্ণে আগু করি সভে তথা গেল চলি।
পাণ্ডুর নন্দন সব বলে মহাবলী॥
লোকের কল্লোল মহারোল কোলাহল।
ডিমডিম বাদ্য বাজে বাড়ে কুতূহল॥
সৈন্য সহ চলিলেন রাজা যুধিষ্ঠির।
যথা জলমধ্যে আছে দুর্য্যোধন বীর॥
কটকের নিনাদ হইল বিপরীত।
শব্দ শুনি চারি বীর হৈল বড় ভীত॥
কৃপ কৃতবর্ম্মা বলে হইল অকায।
সৈন্য সহ আইলেন যুধিষ্ঠির রাজ॥
কি করিব মহারাজ বলহ উপায়।
কোন আজ্ঞা হয় দুর্য্যোধন কুরুরায়॥
দুর্য্যোধন বলে হও তোমরা অন্তর।
আমি মায়া করি থাকি জলের ভিতর॥
রাত্রি অনুসারেতে হইব এক স্থান।
যুধিষ্ঠিরে মারি পুন সাধিব সম্মান॥
রাজার বচনে চলি গেল তিন বীর।
নরপতি ডুবাইল সলিলে শরীর॥
তিন জন বনমধ্যে করিল নিবাস।
রাজারে স্মরিয়া ঘন ছাড়িল নিশ্বাস॥
নানা শোকে সন্তাপ করয়ে তিন বীর।
হেন কালে তথা আইলেন যুধিষ্ঠির॥
হ্রদতীরে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণে জিজ্ঞাসেন।
জলমধ্যে দুর্য্যোধন কেমতে আছেন॥
যুধিষ্ঠিরবাক্য শুনি বলেন শ্রীহরি।
মায়াবন্ত দুর্য্যোধন আছে মায়া করি॥
মন্ত্রের প্রভাবে আছে সেই দুরাচার।
উপায়েতে রাজা দেখা পাইবা তাহার॥
মায়া করি ইন্দ্র সব দানবে দলিল।
বামন হইয়া হরি বলিরে ছলিল॥
উপায়েতে কার্য্যসিদ্ধি করে বিজ্ঞ জনে।
চিন্তহ উপায় রাজা আমার বচনে॥
তোমাহৈতে অভিমানী বড় দুর্য্যোধন।
সহিতে না পারে কভু নিন্দার বচন॥
মহাভারতের কথা সমান পীযূষ।
যাহার শ্রবণে নর হয় নিষ্কলুষ॥

### অথ দুর্য্যোধনের প্রতি যুধিষ্ঠিরের ভর্ৎসন।

এত শুনি যুধিষ্ঠির বলেন রাজাকে।
জলের ভিতরে কেন আছ মায়া পাঁকে॥

ভ্রাতৃ বন্ধু বান্ধবেরে মারিয়া পামর।
আপনার প্রাণ লাগি হইলি কাতর॥
উঠ২ দুষ্ট দুরাচার কুরুবর।
ভয় পরিহরি তুমি করহ সমর॥
দেশে২ গেল তোর পৌরুষ সুখ্যাতি।
সব পরিহরি লুকাইলি দুষ্টমতি॥
নিজ বাহুবলে তুই শাসিলি সংসার।
এবে সে হইলি তুই কুলের অঙ্গার॥
সভাকারে তর্জ্জিস গর্জ্জিস বারেবার।
তবে কেন জলে লুকাইলি দুরাচার॥
আপনি পণ্ডিত বট জান ধর্ম্মাধর্ম্ম।
নৃপতির যোগ্য নহে পলায়ন কর্ম্ম॥
সমর সাগরে যেই ক্ষত্র নহে পার।
মনে ভাবি দেখ তার জীবন অসার॥
ইষ্ট বন্ধু সখা সব সম্বন্ধী মাতুল।
সভারে মারিয়া তুই করিলি নির্ম্মূল॥
মরে তোর মহাযোদ্ধা ঊন শত ভাই।
আর জীবনের আশা কর মোর ঠাঁই॥
রিপুরে দেখিয়া কেন পরিহর রণ।
যত দর্প করিলি সকল অকারণ॥
উঠিয়া পুনশ্চ রণ কর নৃপমণি।
আপনার বীরত্ব বুঝহ মনে গণি॥
হইলি স্বধর্ম্ম ছাড়ি অধর্ম্ম আচারী।
প্রাণ লয়ে পলাইলি রণ পরিহরি॥
কর্ণ শকুনির যত শুনিলি বচন।
তার ফল ভুঞ্জ এবে পাপি দুর্য্যোধন॥
এতেক কটূক্তি যদি বলিলেন ধর্ম্ম।
শুনি দুর্য্যোধন কোপে জ্বলিলেক মর্ম্ম॥
ধিক মোর বীরত্ব নিষ্ফল ভুজ ভার।
হেন নিন্দা বাক্য কাণে না সহে আমার॥
বলে দুর্য্যোধন রাজা কম্পিত শরীর।
শুনহ আমার বাক্য রাজা যুধিষ্ঠির॥
সুরাসুর মনুষ্য সভার আছে ভয়।
স্বরূপ জানহ রাজা এ কথা নিশ্চয়॥
সংগ্রামে সারথি পদাতিক হৈল হত।
বন্ধু বান্ধবাদিগণ পড়িল বহুত॥
যোদ্ধাগণ নিপাত হইল মিছা কাযে।
হেন সখা নাই যে সমরে আসি যুঝে॥
নাহি ভয় আমার জীবনে নাহি আশ।
সংগ্রামে সকল গেল বড়ই হতাশ॥
সেই হেতু পশিলাম জলে মহারাজ।
সমর করিব পুন লইয়া সমাজ॥
তুমিবা তোমার চারি অনুজ উদ্ধত।
আর যত রথিগণ যুঝিতে উদ্যত॥
যে যুঝিবে তারে আমি দিবত সংগ্রাম।
মুহূর্ত্তেকে মহারাজ করহ বিশ্রাম॥
এত শুনি বলেন নৃপতি ধর্ম্মরাজ।
পাবা তুমি পাত্র মিত্র পদাতি সমাজ॥
যদ্যপি পাণ্ডবে রণে জিনিবা আপনি।
তবে পুনরপি তুমি লইবা ধরণী॥
সমরেতে হত যদি হও নরপতি।
তবে রাজা চলি যাবে অমরবসতি॥
এত শুনি বলে দুর্য্যোধন মহাবীর।
তুমি জ্যেষ্ঠ গরিষ্ঠ বলিষ্ঠ যুধিষ্ঠির॥
পৃথিবী শাসিলা যে তোমরা পঞ্চ ভাই।
গুণাগুণ বলাবল ইহাতে না চাই॥
ভাইহইতে যুদ্ধে ভঙ্গ নহে অন্য ঠাঁই।
পড়িল সমরে মোর ঊনশত ভাই॥
ধনে জনে সম্পূর্ণ হইলা মহীতলে।
হত হইল সকল ক্ষত্রিয় মহাবলে॥
অশোভন ভূমি হইল বিধবা সদৃশ।
রাজ্য করিবারে মম নাহিক হরিষ॥
অদ্যাপি করিব রণ জিনিব সকল।
পাণ্ডুসুত পঞ্চাল সোমক যত বল॥
দ্রোণ সেনাপতি মোর রণে হইল হত।
কহিবারে না পারি কর্ণের বল যত॥
পাণ্ডব যতেক তার অগ্রে নহে ডরে।
হেন কর্ণে মারিলেক অন্যায় সমরে॥
তাসভার শোকে কেন জীবন না যায়।
ছার রাজ্য সুখ মোর অরণ্যের প্রায়॥
অশ্ব গজ সৈন্য মৈল বান্ধব সকল।
ইহা দেখি আমার বাঢ়য়ে শোকানল॥
তপ সাধিবারে যাব ব্রত অনু সরি।
আপনি নৃপতি ভুঞ্জ লইয়া সুন্দরী॥
এত শুনি হাস্য করিলেন যুধিষ্ঠির।
কহিলেন তারে বাক্য জলদগম্ভীর॥
এবে দুর্য্যোধন তোর চিত্তে ক্ষমা হইল।
এমত বিবেক তোর আজি দেখাগেল॥
শৃগাল না পারে কভু মৃগেন্দ্র ধরিতে।
না পারিলা করিলা জানিলা এবে চিতে॥
শকুনির বাক্যেতে করিলা পারিচয়।
এখনে এ ধর্ম্মকথা কঁহ দুরাশয়॥
আপনার রাজ্য তোরে চাহিনু বিশেষ।
গেলেন তোমার স্থানে স্বয়ং হৃষীকেশ॥

তবু এক গ্রাম নাহি দিলা কুলাধম।
এবে রাজ্য ছাড়হ নিকটে দেখি যম॥
আপনি হইলা তুমি প্রাণেতে কাতর।
সসাগরা পৃথিবী এখনে পরিহর॥
তোমার বচন শুনি মনে হইল লাজ।
কত বার কর রাজা হাস্যাস্পদ কায॥
যবে বলিলাম রাজা বুঝি কার্য্য কর।
না বুঝিয়া প্রতিজ্ঞা করিলা নৃপবর॥
তীক্ষ্ণ সূচীঅগ্রে যত ভূমিভেদ করে।
তত ভূমি কদাচ না দিব পাণ্ডবেরে॥
এত বলি প্রতিজ্ঞা করিলা কত বার।
এবে কেন পৃথিবী করিলা পরিহার॥
রাজা হয়ে তপস্যা করিতে চাহ যোগ।
পুনরপি রণ জিনি কর রাজ্যভোগ॥
জলে বাস কর যদি সহস্রেকসমা।
তথাচ মারিব তোরে না করিব ক্ষমা॥
তোরে না মারিলে ক্ষমা নাহিক আমার।
হেন জানি যুদ্ধ আসি কর দুরাচার॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন যদি কুবচন।
নারিল সহিতে তাহা রাজা দুর্য্যোধন॥
গর্ব্বিত স্বভাব রাজা বলে মহাবল।
সহিতে নারিল নিন্দা বচনসকল॥
পুনঃপুনঃ শ্বাস ছাড়ে বলে কোপমনে।
নিষ্পাণ্ডবা পৃথিবী করিব আজি রণে॥
শুন যুধিষ্ঠির তুমি সৈন্যেতে বেষ্টিত।
একেশ্বর আমি আছি পদাতিরহিত॥
একাকী করিব রণ শুন ধর্ম্মরায়।
অনিয়ম সমর করিতে না যুয়ায়॥
একাকী সংগ্রাম করিবারে নাহি ভয়।
আসুক তোমার ভীম কিবা ধনঞ্জয়॥
অপর তোমার যত নৃপতি সকল।
একেশ্বর পাইলে বধিব পর দল॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির বলেন বচন।
আপনিত রাজনীতি জান দুর্য্যোধন॥
তব ভুজ পরাক্রম জানয়ে সভায়।
নৃপতি লক্ষণ গুণ কহনে না যায়॥
সাধু সাধু দুর্য্যোধন বীর শিরোমণি।
তোমার বীরত্ব গুণে ঢাকিল মেদিনী॥
একাকী উঠিয়া রণ কর দুর্য্যোধন।
দেবাসুর মনুষ্য দেখুক সর্ব্ব জন॥
পুনরপি বলে দুর্য্যোধন কুরুবীর।
শুন মোর বচন নৃপতি যুধিষ্ঠির॥

হয় হস্তী রথ রথী নাহি সৈন্য পদা।
সভেমাত্র মোর হস্তে আছে এক গদা।
গদাযুদ্ধ করিবারে কর নিরূপণ।
আমার সহিত তব কে করিবে রণ॥
এত শুনি পুনশ্চ বলেন যুধিষ্ঠির।
উঠিয়া করহ রণ দুর্য্যোধন বীর॥
গদা লয়ে রাজা তুমি করহ সমর।
যে বীর সহিত রণ বুঝি পণ কর॥
তারে যদি পরাজিবা পুন পাবা রাজ।
নহে রণে পড়িয়া যাইবা স্বর্গমাঝ॥
পুন বলে দুর্য্যোধন পাইয়া প্রবোধ।
গদাযুদ্ধ দেহ মোরে ভীম মহাযোধ॥
অর্জ্জুন নকুল সহদেব যুধিষ্ঠির।
নারিবে সহিতে গদা এই সব বীর॥
একাকী গদার যুদ্ধে ভীমকে বধিব।
রিপুকে মারিয়া রণে শল্য উদ্ধারিব॥
এত শুনি তাহারে বলেন নৃপবর।
উঠ শীঘ্র ভীমসঙ্গে গদাযুদ্ধ কর॥
এত শুনি দুর্য্যোধন হরিষ বদন।
হাতে গদা করি নাচে আনন্দিত মন॥
সুবর্ণে রচিত সানা হৃদয়েতে ধরি।
দীপ্যমান কুরুরাজ যেন হেমগিরি॥
ভুজবলে জল বিদারিয়া মহাশয়।
উঠিল মৈনাক যেন হইতে জলাশ্রয়॥
করে ধরি নিল রাজা গুরুতর গদা।
দেখি রিপুগণ ক্ষুব্ধ হয়ে রহে সদা॥
কঠিন কঠোর গদা লোহার গঠিত।
স্থানে২ শোভা করে কনক রচিত॥
হাতে গদা দীপ্ত যেন সূর্য্যের উদয়।
পাণ্ডব দেখিয়া তারে গণিল প্রলয়॥
যুধিষ্ঠির বলেন শুনহ নারায়ণ।
অসদৃশ সাহস করিল দুর্য্যোধন॥
মম চিত্তে না ছিল যুঝিবে কুরুবর।
তেঁই অসম্ভব বলিলাম কদুত্তর॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন মানী দুর্য্যোধন রায়।
কটুবাক্য তার মনে সহ্য নাহি হয়॥
ক্রোধেতে আইল রাজা একাকী সমরে।
অন্যের কি সাধ্য উহাসহ যুদ্ধ করে॥
অসম্ভব কথা রাজা সাহসে কহিলা।
দুর্য্যোধন সহ যুদ্ধ একক ইচ্ছিলা॥
তোমা আদি করিয়া যতেক বীরচয়।
দুর্য্যোধন সহ যুঝে নাহি মহাশয়॥

অন্যসহ যুদ্ধ যদি চাহিত দুর্জন।
তবে বল কি করিতা কহত রাজন॥
ভাগ্যে ভীমে আক্রমিল রাজা দুর্য্যোধন।
তেঁই কতক্ষণমাত্র রক্ষার কারণ॥
ভীম বিনা পাণ্ডবেতে নাহি কোন বীর।
দুর্য্যোধন সহিত সমরে হয় স্থির॥
মহাপরাক্রান্ত ভীম বিখ্যাত সংসারে।
সুরাসুর গন্ধর্ব্ব কম্পিত যার ডরে॥
তথাপি তাহার ভীম নহেত সদৃশ।
দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে অধিক সরস॥
যদি যথোচিত মতে করিবে সমর।
তবে জয় না পাইবা ধর্ম্মনৃপবর॥
শুন ওহে ধর্ম্মরায় পাণ্ডুর কুমার।
বুঝিলাম রাজ্য ভোগ না হয় তোমার॥
ইহা বলিলেন যদি দেব গদাধর।
বিনয় করিয়া বলে ভীম বীরবর॥
পাণ্ডবের দীক্ষা শিক্ষা বল বুদ্ধি হরি।
তুমি মহাবিপদ সাগরে আছ তরি॥
তুমি যদি পাণ্ডবের প্রতি দয়াময়।
ভকতবৎসল তবে না কর সংশয়॥
আজি মোর বীরত্ব দেখহ বাসুদেব।
সমরে বধিব দুর্য্যোধন কুরুদেব॥
দারুণ দুর্ব্বার মম গদার প্রহারে।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর সুরাসুর ভয় করে॥
সমর করিব প্রভু যাহে ঘুচে রিষ্ট।
এত শুনি শ্রীহরি হইলেন মনে হৃষ্ট॥
ভীমসেনে কহিলেন করি শ্লাঘ্যকার।
রিপু পরাজিয়া রাজ্য রাখ আপনার॥
অর্জ্জুন নকুল সহদেব পাণ্ডুসুত।
ভীমসেন বাহু পূজা করিল বহুত॥
হরির চরণে নতি করি ভীমসেন।
যুধিষ্ঠির নৃপতিরে বিনয় করেন॥
হৃদয়ের শল্য উদ্ধারিব যুদ্ধমুখে।
ধর্ম্মরাজ রাজ্য তুমি ভুঞ্জ নিজ সুখে॥
এত বলি ভীমসেন গদা ধরি ধায়।
বৃত্রাসুরে বধিবারে ইন্দ্র যেন যায়॥
তাহা দেখি সম্মুখ হইল কুরুবীর।
মাথায় ফিরায় গদা প্রকাণ্ড শরীর॥
গদা ধরি দুই বীর হইল সম্মুখ।
চাহিতে না পারে কেহ ভয়ঙ্কর মুখ॥
ভীমসেন বলে অরে পাপি দুর্য্যোধন।
আজি দেখিলাম তোর নিকট মরণ॥

পতিব্রতা সতী সেই পঞ্চালকুমারী।
সভামধ্যে তাহারে আনিলা পাপাচারী॥
শকুনির বাক্যে যে করিলা ব্যতিক্রম।
তার ফল ভুঞ্জ এবে শুন কুলাধম॥
ভীষ্ম দ্রোণ ভূরিশ্রবা আর সোমদত্ত।
কর্ণ বীরপ্রভৃতি বলিল জান তত্ত্ব॥
ইহা শুনি কহিতে লাগিল দুর্য্যোধন।
ভীমসেন তুমি দর্প কর অকারণ॥
দেখ রণে আজি তোর প্রাণ যদি থাকে।
তবেত করিহ দর্প লোকে যেন দেখে॥
সম্মুখ সংগ্রামে আছি প্রতিজ্ঞা করিয়া।
পাণ্ডব বিনাশ হেতু হাতে গদা লৈয়া॥
যদি তোর বল আছে কর আসি রণ।
নহে দর্প কর সব হবে অকারণ॥
যথোচিত বচন বলিল দুর্য্যোধন।
শুনিয়া প্রশংসা করে সর্ব্ব রাজগণ॥
একেশ্বর দুর্য্যোধন মনে ক্রোধ করি।
ভীমসেন সম্মুখে দাণ্ডায় গদা ধরি॥
সম্মুখ হইল ভীম রাজা দুর্য্যোধনে।
মহাক্রোধে দুই বীর গর্জিছে সঘনে॥
নৃপগণে বেষ্টিত দেখেন যুধিষ্ঠির।
হরিষেতে দেখিতে লাগিল যত বীর॥
গদা হস্তে দাণ্ডাইয়া আছে দুই জন।
হেনকালে শুন রাজা অপূর্ব্ব কথন॥
মিলিল দেখিতে যুদ্ধ শূন্যে দেবগণ।
হেনকালে তথা আইল রেবতীরমণ॥
তীর্থযাত্রা করি রাম পৃথিবী ভ্রমিয়া।
দ্বৈপায়ন হ্রদে রাম উপনীত গিয়া॥
মহাভারতের কথা সমান পীযূষ।
যাহার শ্রবণে নর হয় নিষ্কলুষ॥

অথ বলদেবের তীর্থযাত্রা।
বিবরণ।

শ্রীজনমেজয় কহে কহ মুনিবর।
তীর্থযাত্রা করিলেন কেন হলধর॥
কহেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
তীর্থযাত্রা কথা কহি এতে দেহ মন॥
নৈমিষ কাননে শৌনকাদি মুনিগণ।
বসিয়া করেন মহাভারত শ্রবণ॥
শ্রীসূত গোস্বামী গ্রন্থ করেন পঠন।
মুনি যাটি সহস্র করিছেন শ্রবণ॥

ব্যাসাসনে বসিয়া কথক সূত মুনি।
কহেন ভারত কথা বিজ্ঞচূড়ামণি॥
এই কালে সেখানে গেলেন বলরাম।
মুনিগণে সাদরেতে করেন প্রণাম॥
মুনিগণ দিল তারে দিব্য কুশাসন।
পরস্পর হইল কুশল জিজ্ঞাসন॥
সূত মুনি বসিয়াছে আসনউপর।
রামে অভ্যর্থনা না করিল মুনিবর॥
মনে করে সর্ব্ব মুনি নিত্য মোরে সেবে।
সভারে প্রণাম করে আসি বলদেবে॥
বিশেষে আছি যে ব্যাসআসনউপর।
মম সমাদর যোগ্য নহে হলধর॥
এই বিবেচনা করি রহিল আসনে।
সমাদর না করিল রেবতীরমণে॥
বলরাম জানিয়া সূতের অহঙ্কার।
মনে২ করিলেন এমত বিচার॥
কোন ছার সূত না করিল সম্বর্দ্ধনা।
মারিব উহারে দেখি রাখে কোন জনা॥
নীচ জাতি হয়ে নাহি সমাদর করে।
ডাকিয়া কহেন রাম অতিক্রোধভরে॥
অরে সূত নরাধম অতিনীচ জাতি।
এবে জানিলাম আমি তোমার প্রকৃতি॥
সমাদর আমারে না কর অহঙ্কারে।
মনে কর বসিয়াছ আসনউপরে॥
এখনি মারিব তোরে সভার সাক্ষাতে।
নিজ কর্ম্মদোষেতে ঠেকিলি মম হাতে॥
সূত বলে শুন প্রভু বচন আমার।
অপরাধ করিলাম কি অগ্রে তোমার॥
ব্যাসের আসনে আমি আছি যে বসিয়া।
কিমতে উঠিব আমি তোমারে দেখিয়া॥
ব্যাসাসনে থাকিয়া উঠিলে হয় দোষ।
এইহেতু মোরে নাথ কর না আক্রোশ॥
সূত যদি এতেক কহিল হলধরে।
কম্পমান হইয়া উঠেন ক্রোধভরে॥
'কাদম্বরী পানেতে ঘূর্ণিত দ্বিলোচন।
প্রভাতের ভানু যেন শোণিত বরণ॥
যুগল অধর কোপে কাঁপে থর২।
কদম্ব কুসুম যেন হৈল কলেবর॥
বসিয়াছিলেন রাম দেন এক লম্ফ।
দেখিয়া রামের কার্য্য সভাকার কম্প॥
প্রলয়ের মেঘ জিনি দারুণ গর্জ্জন।
ক্ষিতি টলমল করে কাঁপে নাগগণ॥
দিগ্গজ কাতর হৈল সমুদ্র উথলে।
সকল পর্ব্বত লড়ে রাম কোপানলে॥
সঘনে উৎপাত হয় রক্ত বরিষণ।
অমর সহিত কাঁপে সহস্রলোচন॥
হলে আকর্ষিয়া সূতে আনিয়া নিকটে।
খড়্গ দিয়া মস্তক কাটেন এক চোটে॥
দেখি হাহাকার করে যত মুনিগণ।
কি হৈল বলিয়া সবে করয়ে রোদন॥
হায়২ করে যত মুনির সমাজ।
সবে বলে রাম না করিলা ভাল কায॥
ব্রহ্মবধ তোমারে হইল মহাশয়।
করিলা দারুণ কর্ম্ম পাপে নাহি ভয়॥
পরম পণ্ডিত সূত ধর্ম্মেতে তৎপর।
সকল পুরাণ পাঠে ব্যাসের সোসর॥
ব্রাহ্মণ্য দিলেন ব্যাস দেখি জ্ঞানবান।
হেন জনে বধ কর অযুক্ত বিধান॥
তোমার না শোভে হেন কর্ম্ম দুরাচার।
ব্রহ্মবধ কর রাম কি বলিব আর॥
সূতের কারণে মুনিগণ ভাবে দুঃখ।
লজ্জাতে মলিন রাম হন অধোমুখ॥
অন্তর্যামী ব্যাস পরাশরের নন্দন।
অকস্মাৎ আইলেন নৈমিষ কানন॥
তাঁরে দেখি শৌনকাদি মুনির সমাজ।
পাদ্য অর্ঘ্য আসনে পূজিল মুনিরাজ॥
রাম আসি প্রণমেন মুনির চরণে।
আশীর্ব্বাদ করিলেন মুনি শান্তমনে॥
দেখিয়া রামের কর্ম্ম ব্যাস তপোধন।
লাগিলেন কহিবারে করুণাবচন॥
সূতে বধ করি রাম কি কার্য্য করিলা।
সূতের নিধনে রাম ব্রহ্মবধী হৈলা॥
অষ্টাদশ পুরাণ করিয়া আমি সার।
দিলাম সে সকলের পাঠে অধিকার॥
চৌদ্দ শাস্ত্র চারি বেদ আর যত শাখা।
ব্রাহ্মণ্য সূতেরে দিয়া করিলাম দীক্ষা॥
আগমপ্রভৃতি আর আছে তন্ত্র যত।
আমার বরেতে সূত ছিল অবগত॥
অকারণে বধ রাম করিলা তাহারে।
ব্রহ্মহত্যা হৈল পাপ তোমার শরীরে॥
রাম কন না জানিয়া হৈল দুরাচার।
এ পাপহইতে মম করহ উদ্ধার॥
কেমনে হইব পার এ পাপহইতে।
মোরে আজ্ঞা কর আমি করি সেইমতে॥

ব্যাস কহিলেন যত তীর্থ পৃথিবীতে।
অনুক্রমে পার যদি ভ্রমণ করিতে॥
যতি হয়ে ব্রহ্মচর্য্য আরম্ভ করিয়া।
চান্দ্রায়ণ করি তীর্থ আইস ভ্রমিয়া॥
কর যজ্ঞ হোম আর ব্রাহ্মণ ভোজন।
নানা দান দিবা দ্বিজে অতিথি সেবন॥
ইত্যাদি কহিয়া ব্যাস গেলেন স্বস্থান।
তীর্থযাত্রাহেতু রাম করেন বিমান॥
সূতের তনয় ছিল নাম তার সৌতি।
ডাকিয়া আনেন তারে রেবতীর পতি॥
কহিলেন কর পিতৃশ্রাদ্ধ যে তর্পণ।
শ্রাদ্ধ করি করাইল ব্রাহ্মণ ভোজন॥
পুন তারে বলদেব করিয়া আহ্বান।
পুরাণ পাঠের হেতু করেন প্রমাণ॥
ব্যাসাসনে সৌতিরে বসান হলধর।
দেখি মুনিগণ হৈল সহর্ষ অন্তর॥
মুনিগণে বিদায় হইয়া হলপাণি।
চলিলেন তীর্থযাত্রা করিতে আপনি॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
কহিব অপূর্ব্ব কথা অতিপুরাতন॥
কৌরব পাণ্ডবে পাশা খেলাইল যবে।
বলরাম তীর্থহেতু চলিলেন তবে॥
জনমেজয় বলেন কহ বিবরিয়া।
কোন২ তীর্থে রাম গেলেন ভ্রমিয়া॥
মহাভারতের কথা অমৃত পীযূষ।
যাহার শ্রবণে নর হয় নিষ্কলুষ॥
মনেতে ভাবিয়া ব্যাসদেবের চরণ।
কাশীরাম দাসের পয়ার বিরচন॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ নৃপতি।
যেই২ তীর্থে রাম করিলেন গতি॥
একমন হইয়া শুনহ নরবর।
ইহার শ্রবণেতে নিষ্পাপ হয় নর॥
গেলেন বশিষ্ঠ তীর্থে সরস্বতী তীরে।
স্নান করি দান করিলেন ধনার্থিরে॥
ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া বলরাম।
অতিথি সেবিয়া পূর্ণ করিলেন কাম॥
রাজা বলে সেই তীর্থ হৈল কি কারণ।
বশিষ্ঠ তীর্থের কথা কহ তপোধন॥
মুনি বলে অবগতি কর মহারাজ।
যেহেতু বশিষ্ঠতীর্থ শুন তার কায॥
বিশ্বামিত্রে বশিষ্ঠে বিবাদ অনুক্ষণ।
পূর্ব্বে কহিয়াছি আমি সে সব বচন॥
বড়ই তেজস্বী ক্রোধী মুনি বিশ্বামিত্র।
যুক্তিতে মারিল বশিষ্ঠের শত পুত্র॥
সৌদাস রাজারে ব্রহ্ম রাক্ষস করিয়া।
বশিষ্ঠের পুত্রে মুনি দেখাইল লৈয়া॥
শক্তিরে ধরিয়া রাজা করিল ভক্ষণ।
গর্ভমধ্যে আছিলেন শক্তির নন্দন॥
পরাশর হইলেন বংশের রক্ষণ।
তার পুত্র হইলেন ব্যাস তপোধন॥
এই বিসম্বাদ দোঁহে রাত্রি দিবা আছে।
বশিষ্ঠ করেন স্থিতি সরস্বতীকাছে॥
পূর্ব্ব কূলে বশিষ্ঠের আশ্রম সুন্দর।
তথা রহি তপস্যা করেন মুনিবর॥
বশিষ্ঠের সঙ্গে দ্বন্দ্ব সতত করিতে।
বিশ্বামিত্র রহিলেন পশ্চিম কূলেতে॥
কিছু কাল উভয়ে থাকেন দুই পারে।
বশিষ্ঠের ইচ্ছা নাহি দ্বন্দ্ব করিবারে॥
কলহে আসক্ত বড় বিশ্বামিত্র মুনি।
নিরন্তর বশিষ্ঠের চাহে ছিদ্র হানি॥
অগাধ সলিল বহে নাহি পারাপার।
দুজনে দেখিতে পান আশ্রম দোঁহার॥
বশিষ্ঠের মনে নাহি কলহ বিবাদ।
বিশ্বামিত্র চাহে বশিষ্ঠের অপরাধ॥
এক দিন বিশ্বামিত্র আশ্রমে বসিয়া।
সরস্বতী নদীরে ডাকিল আশ্বাসিয়া॥
বিশ্বামিত্রভয়ে ভীতা সদা সরস্বতী।
সাক্ষাৎ হইল গিয়া ধরিয়া আকৃতি॥
পরম তেজস্বী মুনি একান্ত জানিয়া।
বিশ্বামিত্র আগে গেল বুকে হাত দিয়া॥
বিশ্বামিত্র কহে শুন নদি সরস্বতি।
এক কথা কহি আমি কর অবগতি॥
বশিষ্ঠে আমাতে দ্বন্দ্ব আছে পূর্ব্বাপর।
বিশেষ জানহ তুমি সব অবান্তর॥
বশিষ্ঠ আছয়ে যোগে বসিয়া আসনে।
অন্তর্ব্বাহ্য জ্ঞান তার নাহিক কখনে॥
জলে একাকার করি ভাসাও মুনিরে।
অবিলম্বে বশিষ্ঠেরে আনহ এ পারে॥
শুনি সরস্বতী ভয়ে করিল স্বীকার।
কি জানি শাপিতে পারে মুনি দুরাচার॥
আপনার স্থানে যান নদী সরস্বতী।
নিশামধ্যে জল পূর্ণা হইলেন অতি॥
বশিষ্ঠের আশ্রম ভাঙ্গিয়া স্রোতো জলে।
ভাসাইয়া বশিষ্ঠে আনিল পর কূলে॥

বশিষ্ঠ আছেন ধ্যানে কিছু নাহি জ্ঞান।
উপনীত করিলেক বিশ্বামিত্র স্থান॥
দেখি বিশ্বামিত্র বড় আনন্দিত হৈয়া।
সরস্বতী প্রতি কহে আশ্বাস করিয়া॥
বশিষ্ঠেরে আপনি রাখহ এইখানে।
খড়্গ আনি গিয়া আমি ইহার নিধনে॥
ভয়ে সরস্বতী বড় হইল ফাফর।
অঙ্গীকার করিল করিয়া যোড় কর॥
বিশ্বামিত্র খড়্গ আনিবারে গেল যদি।
সভয় হইয়া মনে ভাবে পুণ্য নদী॥
বড়ই দুর্ব্বার বিশ্বামিত্র মুনিরাজ।
বশিষ্ঠেরে আনিয়া নহিল ভাল কায॥
আপন আশ্রমে মুনি আছিল বসিয়া।
এ পারে আনিনু আমি জলে ভাসাইয়া॥
আমাহৈতে মুনিবর ত্যজিবে পরাণ।
ব্রহ্মবধী হব আমি জানিনু বিধান॥
ব্রহ্মবধ পাপ নাহি খণ্ডে কদাচন।
হেন অসৎ কর্ম্ম করিলাম কি কারণ॥
বিশ্বামিত্র শাপ ভয়ে হৃদয় আকুল।
আপন কর্ম্মের দোষে হারানু দুকূল॥
বিশ্বামিত্র যেবা করে শাপিয়া আমার।
কৃপাবশে কোন দেব করিবে উদ্ধার॥
ব্রহ্মহত্যা পাপভয়ে কম্পিত অন্তর।
মুনিরে বাঁচাই আমি যে করে ঈশ্বর॥
এত ভাবি বশিষ্ঠেরে পুন ভাসাইয়া।
নিজাশ্রমে পুনর্ব্বার স্থাপিল লইয়া॥
মুনিরে রাখিয়া সরস্বতী লুকাইল।
খড়্গ লয়ে বিশ্বামিত্র সেখানে আইল॥
দেখিল বশিষ্ঠ গেল আপন আশ্রমে।
সরস্বতী নদী নাহি দেখিল সম্ভ্রমে॥
ক্রোধন হইয়া বলে বিশ্বামিত্র মুনি।
আমারে হেলন তুই করিলি পাপিনী॥
ইহার উচিত ফল দিব তোর তরে।
তোরে শাপ দিব কেহ খণ্ডাইতে নারে॥
রজস্বলা হও তুমি দিলাম এ শাপ।
শোণিত হউক সদা তোমার যে আপ॥
আজ্ঞামাত্রে সরস্বতী রক্তজলা হৈল।
দেখিয়া রাক্ষসগণ আনন্দ পাইল॥
প্রেত ভূত পিশাচ আনন্দ সবাকার।
অনায়াসে রক্ত পান করে অনিবার॥
রক্ত মাংসাহারি সব পৃথিবী ভ্রমিয়া।
রহিত শোণিত বিনা উপাস করিয়া॥

বিশ্বামিত্র প্রসাদে আহ্লাদ সবাকার।
শোণিত করয়ে পান নাহিক নিবার॥
বিশ্বামিত্রে প্রশংসা করয়ে সর্ব্বজন।
ধন্য২ বিশ্বামিত্র মহাতপোধন॥
যাহার প্রসাদে মোরা করি রক্তপান।
সকল মুনির মধ্যে তুমি ভাগ্যবান॥
তোমার চরিত্র যত হইল বিখ্যাত।
রক্তাহারিগণে তুমি ঈশ্বর সাক্ষাত॥
রাক্ষস আদির বড় হইল আনন্দ।
রাজঋষি দেবঋষিগণ নিরানন্দ॥
সরস্বতী স্নান নাহি করে মুনিগণ।
হাহাকার করিয়া বলয়ে সর্ব্বজন॥
ধর্ম্ম পথ বিনাশিল বিশ্বামিত্র মুনি।
সংসারে হইল হেন কুযশ কাহিনী॥
নারদাদি মুনি গিয়া ব্রহ্মারে কহিল।
সরস্বতী নদী বিশ্বামিত্র বিনাশিল॥
রজস্বলা হও বলি অভিশাপ দিল।
আদ্য প্রান্তপর্য্যন্ত শোণিত জল হৈল॥
স্নান তর্পণাদি না হইল সবাকার।
শোণিত হইল জল রাক্ষসআহার॥
ইহার উপায় প্রভু করহ আপনি।
শুনি নারদের বাক্য কন পদ্মযোনি॥
মহেশের সেবন করুন মুনিগণ।
উপায় না দেখি কিছু বিনা ত্রিলোচন॥
ত্রিলোচন তুষ্ট হৈলে সকল মঙ্গল।
রক্ত জল দূর হয়ে হবে পূর্ব্ব জল॥
এতেক শুনিয়া মুনি ব্রহ্মার বচন।
সরস্বতী তীরে গেল যথা মুনিগণ॥
ব্রহ্মার বচন সবে কহিল সাদরে।
আজ্ঞা করিলেন ব্রহ্মা শিব সেবিবারে॥
মহেশ সদয় হৈলে হইবেক জল।
আরাধনা কর সবে সেবকবৎসল॥
সেবাতে সন্তুষ্ট যদি হন পশুপতি।
তবে পূর্ব্বমতজলা হবে সরস্বতী॥
ইহা কহি দেবঋষি করেন গমন।
যতেক ব্রাহ্মণ করে শিবের সেবন॥
নিরাহারে নীরাহারে হরের চরণ।
করিয়া মৃন্ময় লিঙ্গ করয়ে পূজন॥
শর্করা তণ্ডুল ঘৃত মধু পুষ্প দিয়া।
শিব২ বলি কেহ বেড়ায় নাচিয়া॥
মুখবাদ্য করতালি ডম্বুর বাজন।
বিশ্বনাথ২ করে সর্ব্বজন॥

হর মহেশ্বর শিব অনাথের গতি।
শূলপাণি শঙ্কর পিনাকী পশুপতি॥
নীলকণ্ঠ উমাকান্ত ত্রিপুরনাশন।
পার্ব্বতীর প্রাণনাথ মদনদলন॥
অনাদিনিধন জ্ঞান যোগের ঈশ্বর।
ধুস্তূর কুসুম প্রিয় দেব জটাধর॥
প্রমথ ঈশ্বর হর প্রেত ভূত সঙ্গ।
হরিহর এক তনু গৌরী অর্দ্ধঅঙ্গ॥
বৃষভবাহন ত্রিনয়ন ভূতনাথ।
সত্ত্ব রজস্তমোগুণে তুমি অবদাত॥
ইত্যাদি অনেক স্তব করে মুনিগণ।
হইলেন প্রসন্ন প্রপঞ্চে পঞ্চানন॥
বলদবাহন হাতে ত্রিশূল ডম্বরু।
বিল্বপত্র ত্রিপত্র শিরেতে শোভে চারু॥
রজত পর্ব্বত জিনি শুভ্র কলেবর।
জটাবিভূষণ শোভে চারু শশধর॥
শুভ্র পদ্ম জিনি আভা বেষ্টিত অমর।
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান ভস্ম অঙ্গোপর॥
এইরূপে সাক্ষাত হৈলেন কৃত্তিবাস।
দেখি মুনিগণে বড় হইল উল্লাস॥
মহেশ কহেন বর মাগ মুনিগণ।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যেবা লয় মন॥
মুনিগণ বলে প্রভু যদি কর দয়া।
ইষ্ট বর মাগি দেহ ছাড়ি নিজমায়া॥
রক্তজলা হইয়াছে সরস্বতী নদী।
পূর্ব্বমত জল হউক আজ্ঞা কর যদি॥
তথাস্তু বলিয়া হর কহিলেন কথা।
তেমনি হইল জল পূর্ব্বে ছিল যথা॥
আদ্যপ্রান্ত হইল সলিল মনোহর।
তীর্থের মহিমা কহিলেন মহেশ্বর॥
এ বশিষ্ঠ তীর্থ হৈল ইহার আখ্যান।
এই পুণ্য জলে যেই করে স্নান দান॥
ব্রহ্মহত্যা সুরাপান করে যেই জন।
মিত্রদ্রোহ করে যেই স্থাপিত হরণ॥
গুরুদারা হরে যেই পাপিষ্ঠ দুর্ম্মতি।
কোনকালে নাহি যার পরলোকে গতি॥
ইত্যাদি পাতকী যদি এতে করে স্নান।
সর্ব্ব পাপ নষ্ট হয় ইথে নাহি আন॥
কোটি২ জন্ম পাপ খণ্ডয়ে প্রসঙ্গে।
ইহা কহি গেলেন স্বস্থানে হর রঙ্গে॥
শুনিয়া নীরক্ত হৈল সরস্বতী জল।
হাহাকার করি আইল রাক্ষস সকল॥
মুনিগণে আসিয়া কহিল ক্রোধবাণী।
আমাসবাকার ভক্ষে কেন কৈলা হানি॥
দুঃখ পাব মোরা সব আহার লাগিয়া।
তপোবনে তোমাসবে খাইব ধরিয়া॥
নতুবা আমার ভক্ষ্য করি দেহ মুনি।
অকার্য্য হবেক পাছু কহি হিত বাণী॥
রাক্ষস সকল শুন কহে মুনিগণ।
আজিহৈতে ভক্ষ্য তব হৈল নিরূপণ॥
যজ্ঞ শেষ দ্রব্য যত উদ্বৃত্ত হইবে।
সে সকল দ্রব্যজাত তোমরা খাইবে॥
পর্য্যুষিত ওদন হাঁড়িতে যাহা রাখে।
সেই সব ভক্ষ্য হৈল খাও গিয়া সুখে॥
এত কহি মুনিগণ হৈল অন্তর্ধান।
রাক্ষস সকল গেল আপনার স্থান॥
রাম তথা উত্তরিয়া করিলেন স্নান।
দ্বিজগণে ভুঞ্জাইয়া করিলেন দান॥
নানারূপে দ্বিজেরে করেন পরিতোষ
শুনিয়া জনমেজয় পাইল সন্তোষ॥
ভারতের পুণ্য কথা সমান পীযূষ।
যাহার শ্রবণে নর হয় নিষ্কলুষ॥

## অথ সোমতীর্থ প্রস্তাবে কার্ত্তিকের জন্ম কথা।

কহেন বৈশম্পায়ন শুন এক মনে।
সোমতীর্থে রাম চলিলেন পর্য্যটনে॥
তথা গিয়া স্নান দান করি বহুতর।
বসন কাঞ্চন গবী দিলেন বিস্তর॥
জিজ্ঞাসে জনমেজয় কহ তপোধন।
সোমতীর্থ নাম হৈল কিসের কারণ॥
মুনি কহে কহিব পুরাণ ইতিহাস।
একমনে শুন রাজা করিয়া বিশ্বাস॥
পূর্ব্বকালে শিব দুর্গা কৈলাশ শিখরে।
অত্যন্ত আকুল চিত্ত শয়ন মন্দিরে॥
বহুকাল দুই জনে হয় রতি রঙ্গ।
বিপরীত প্রেম বাড়ে নাহি হয় ভঙ্গ॥
মহেশের বীর্য্য যে পড়িল হেনকালে।
অসহ্য দেখিয়া গৌরী ফেলে গঙ্গাজলে॥
সহিতে নারিয়া গঙ্গা শিব বীর্য্যতাপ।
অকস্মাৎ তাহার হৃদয়ে হৈল কাঁপ॥
গঙ্গা ভাসাইয়া লৈয়া শরমুলে ফেলে।
ষণ্মুখ কুমার যে জন্মিল শুভকালে॥

রোহিণী প্রভৃতি যে চন্দ্রের ছয় নারী।
উত্তম কুমার দেখি নিল কোলে করি॥
সমান ধারাতে স্তন দিল ছয় মুখে।
কার্ত্তিক বলিয়া নাম রাখিলেন সুখে॥
কৃত্তিকা তাঁহারে আগে কোলে করেছিল।
এইহেতু কার্ত্তিক তাঁহার নাম হৈল॥
মহাবলবান শিশু শিবের কুমার।
দেবগণ আইলেন তাঁরে দেখিবার॥
দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈল যত দেবগণ।
হেনকালে শিবে কহে সহস্রলোচন॥
দেবসেনা কন্যা আছে পরম সুন্দরী।
কার্ত্তিকে বিবাহ দিব কহ ত্রিপুরারি॥
দেবসেনাপতি নাম হইবে ইহার।
তারকাদি অসুরেরে করিবে সংহার॥
অনুমতি দেন হর হয়ে হৃষ্টমনা।
কার্ত্তিকের অধীন হইল দেবসেনা॥
দেবসেনাপতি করি করিল বরণ।
নানা অস্ত্র তারে আনি দিল দেবগণ॥
কার্ত্তিক হইল যদি দেবসেনাপতি।
সর্ব্ব দেবগণ হৈল আনন্দিতমতি॥
তারকের যুদ্ধে ইন্দ্র হারিয়া আপনি।
কার্ত্তিক শরণাগত হৈল বজ্রপাণি॥
কার্ত্তিকে বিনয়ে কহে দেব সহস্রাক্ষ।
আপনি নিধন কর দৈত্য তারকাখ্য॥
ইন্দ্রবাক্যে কার্ত্তিক করেন অঙ্গীকার।
সমরে তারকে আমি করিব সংহার॥
এতেক কহিল যদি দেব ষড়ানন।
তাঁর পরাক্রম সব জানি দেবগণ॥
সবে মেলি অস্ত্র আনি দিল কার্ত্তিকেরে।
সহস্রলোচন বজ্র দিল তাঁর করে॥
শঙ্কর দিলেন শূল বিষ্ণু চক্রবাণ।
যাহার প্রতাপে দৈত্য নাহি ধরে টান॥
শমন দিলেন উৎক্রান্তিদা শক্তিনাম।
বরুণ দিলেন পাশ লোকে অনুপম॥
সর্ব্ব বলে যুক্ত হৈয়া যত দেবগণ।
কার্ত্তিকের সঙ্গে রণে করেন গমন॥
নানা বাদ্য বাজাইছে ঘন দেবগণ।
শুনিয়া তারকাসুর কোপাবিষ্ট মন॥
আপনার সেনাগণ সাজন করিয়া।
যুদ্ধ করিবার হেতু আইল ধাইয়া॥
মহাকোলাহল হৈল নাহিক অবধি।
দেবতাগণের হৈল অসুর বিবাদী॥
দুই দলে মহাযুদ্ধ হয় ঘোরতর।
ভয়ে পলাইয়া গেল সকল অমর॥
যুঝেন কার্ত্তিক একা মনে নাহি ভয়।
চারি দিগে দৈত্যগণ নিঃশঙ্কহৃদয়॥
আগে বাকযুদ্ধ শেষে করে অস্ত্রাঘাত।
সংগ্রামে তারকাসুর যুঝে দৈত্যনাথ॥
অস্ত্রে অস্ত্র নিবারয়ে যার যত শিক্ষা।
গুরুস্থানে যত অস্ত্র পাইলেক দীক্ষা॥
কার্ত্তিকের বাণে কারো নাহিক নিস্তার।
দৈত্যের সকল সেনা হইল সংহার॥
মন্ত্রপূত করি শক্তি লইলেন হাতে।
কার্ত্তিক মারেন তাহা তারকের মাতে॥
শক্তির আঘাতে দৈত্য চূর্ণ হৈল ঠায়।
শেষ সেনাপতি যত সকল পলায়॥
বাণ নামে সেনাপতি তারকের ছিল।
ভয়ে পলাইয়া ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতে রহিল॥
পর্ব্বতের মধ্যে ছিল অতুল গহ্বর।
গোপনে রহিল দৈত্য তাহার ভিতর॥
বাণ না মরিল দেবগণের হুতাশ।
অঞ্জলি করিয়া কহে কার্ত্তিকের পাশ॥
বাণ যদি না মরিল নহে ভাল কার্য্য।
কোন দিন দেবে মারি লবে দেবরাজ্য॥
এতেক কহিল যদি সব দেবগণ।
বাণেরে মারিতে চলিলেন ষড়ানন॥
বাণ ছিল ক্রৌঞ্চ গিরিগহ্বরে পশিয়া।
শরে শক্তিধর গিরি ফেলেন ভেদিয়া॥
বাণাঘাত ভয়ে বাণ দৈত্য পলাইল।
কার্ত্তিকের নাম ক্রৌঞ্চদারণ হইল॥
ব্রহ্মার বচনে সেই স্থান তীর্থ হয়।
স্নান দানে সেখানে অসংখ্য পাপক্ষয়॥
মুনি বলে শুনিলা কার্ত্তিক জন্ম কথা।
হলধর হইলেন উপনীত তথা॥
স্নান যজ্ঞ করিলেন দান বহুতর।
ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেন বিস্তর॥
বদরপাচন তীর্থে গেলেন লাঙ্গলী।
স্নান দান করিলেন হয়ে কুতূহলী॥
জিজ্ঞাসে জনমেজয় কহ তপোধন।
কেন হৈল তীর্থনাম বদরপাচন॥
ভারতের পুণ্য কথা সমান পীযূষ।
যাহার শ্রবণে নর হয় নিষ্কলুষ॥

### অথ বদরপাচন তীর্থের কথা।

বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
একমনা হয়ে রাজা করহ শ্রবণ॥
ভরদ্বাজ মুনির তনয়া সুরাবতী।
পরম সুন্দরী কন্যা যেন রম্ভাবতী॥
তাহার সমান রূপ তিন লোকে নাই।
মন স্থির করি তারে গঠিল গোঁসাই॥
যার পানে চাহে কন্যা হরে তার প্রাণ।
আপনার মনে কন্যা করে অনুমান॥
আমার সমান রূপ নাহি ত্রিজগতে।
মনুষ্য কি ছার হয় আমারে বরিতে॥
দেবের দুর্ল্লভ এই আমার যৌবন।
ইন্দ্রে স্বামি করি আমি করিব বরণ॥
এই বিবেচনা করি মুনির তনয়া।
শক্রের তপস্যা করে কঠোর করিয়া॥
গ্রীষ্ম কালে চতুর্দ্দিকে জ্বালিয়া আগুনি।
অধঃ শির উর্দ্ধপদে থাকয়ে ভাবিনী॥
বরিষাতে তৃণগুলি আসন করিয়া।
জপয়ে ইন্দ্রের নাম বৃষ্টিতে বসিয়া॥
শরত কালেতে রৌদ্র না করে বারণ।
অবিরত জপে নাম সহস্রলোচন॥
প্রবল শীতের কালে জলে রহে ডুবি।
কেবল ইন্দ্রের নাম মানসেতে ভাবি॥
জলাহার বাতাহার নিরম্বু করিয়া।
অস্থি চর্ম্ম সার হৈল তপ আচরিয়া॥
শচীপতি এ সব বৃত্তান্ত জানি ধ্যানে।
বশিষ্ঠের মুর্ত্তি ধরি আইল সে স্থানে॥
পাঁচটি বদর হাতে করিয়া লইল।
সুরাবতী নিকটে আসিয়া উত্তরিল॥
মুনিরে দেখিয়া কন্যা করে সমাদর।
পাদ্য অর্ঘ্য আসনে পূজিল বহুতর॥
মুনি বলে সুরাবতি কেন কর ক্লেশ।
করিলা যৌবন নষ্ট প্রথম বয়েস॥
এ রূপ যৌবনে কেন না কর বিবাহ।
কি ক্রমেতে বয়ঃক্রম করিবা নির্ব্বাহ॥
কন্যা বলে নিবেদন শুনহ গোঁসাই।
মনুষ্য লোকেতে মম যোগ্য বর নাই॥
ইন্দ্রেরে বরিব করি মনে অভিলাষ।
এইহেতু তাঁর তপ করি বার মাস॥
ছদ্মরূপী ইন্দ্র বলে শুন সুরাবতি।
কদাচিত তব স্বামী হয় সুরপতি॥
যাহা তব মনে হয় করহ আপনি।
আমি এক কথা কহি শুন সুবদনি॥
পাক করি দেহ মোরে পাঁচটি বদর।
স্নান সন্ধ্যা করি আমি আসিব সত্বর॥
বদর দিলেন তারে দেবতার নাথ।
সুরাবতী লইলেন যুড়ি দুই হাত॥
স্নান করি বলি ইন্দ্র করেন পয়াণ।
অন্তর্ধান হইয়া গেলেন নিজস্থান॥
হেতা সুরাবতী বনে কাষ্ঠ আহরিয়া।
বদর করেন পাক তপস্যা ত্যজিয়া॥
বনেতে যতেক শুষ্ক কাষ্ঠ সব ছিল।
একে২ সুরাবতী সব পোড়াইল॥
দ্বাদশ বৎসর এই রূপে পাক করে।
পাক না হইল কন্যা ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥
বদরী আমাকে দিয়া মুনি গেল স্নানে।
না হয় বদরী পাক বৃথা এ জীবনে॥
দ্বাদশ বৎসর গেল না হইল পাক।
হা কৃষ্ণ দ্বারকানাথ বলি ছাড়ে ডাক॥
বহুকাল গেল সে ব্রাহ্মণ না আইল।
এক দ্বিজ সেবনে ক্ষমতা না হইল॥
বৃথায় জীবন ধরি কি কার্য্য জীবনে।
কাষ্ঠাভাবে দুই পদ দিলেক আগুনে॥
ক্রমে২ তাহার জঘন পদ পোড়ে।
অমনি আছয়ে কন্যা পদ নাহি লাড়ে॥
নাভি দেশপর্য্যন্ত তাহার পুড়্যে গেল।
জানি শচীপতি তথা ত্বরায় আইল॥
নিজ বেশ ধরিয়া আইল শচীনাথ।
দেখি কন্যা প্রণমিল করি যোড় হাত॥
ইন্দ্র বলে সুরাবতি কি কর্ম্ম করহ।
এড়িয়া বদর পাক এখানে আইসহ॥
কন্যা বলে মুনি দিল পাঁচটি বদর।
করিতে না পারি পাক দ্বাদশ বৎসর॥
ইতোমধ্যে মুনি যদি এখানে আসিয়া।
বদর না পাইয়া যাইবে শাপ দিয়া॥
না দেখি উপায় আর নারায়ণ বিনে।
মুনি কোপানলে পার পাইব কেমনে॥
ইন্দ্র বলে শুন কন্যা আমার বচন।
বশিষ্ঠের বেশে সে আমার আগমন॥
সে ভয় করহ দূর শুন বরাননি।
আপন বাঞ্ছিত বর মাগহ এখনি॥
দুই পদ পোড়া গিয়া হইল সংহার।
ইন্দ্রের কৃপায় পদ হৈল পুনর্ব্বার॥

সুরাবতী বলে শুন ত্রিদশঈশ্বর।
আমারে বিবাহ কর এই মাগি বর॥
ইন্দ্র বলে জন্মান্তরে হব তব পতি।
শচীর সমান প্রেম হবে তোমাপ্রতি॥
বৃথা আর ক্লেশ কর এ নব যৌবনে।
তপস্যায় ক্ষমা দেহ আমার বচনে॥
কন্যা বলে এই জন্মে না হইলা স্বামী।
কি কর্ম্ম করিব মোরে আজ্ঞা কর তুমি॥
এই স্থানে আমার যে তপস্যা হইল।
মম কর্ম্মাধীন ফল তেমনি ফলিল॥
মোরে বর দেহ এই দেব সুরেশ্বর।
এই স্থানে পাপে মুক্ত হয় যেন নর॥
ইন্দ্র বলে সুরাবতি কর অবধান।
এই মহাতীর্থে যে করিবে স্নান দান॥
অনন্ত জন্মের পাপ থাকে যার যত।
ক্ষণমাত্রে সর্ব্ব পাপ হইবেক হত॥
বদরপাচন নাম হইল ইহার।
জন্মান্তরে স্বামী আমি হইব তোমার॥
এত বলি অন্তর্ধান হৈল সুরপতি।
সে শরীর ত্যাগ করিলেক সুরাবতী॥
শুনিলা জনমেজয় কথা পুরাতন।
এই হেতু নাম হৈল বদরপাচন॥
কামপাল সেই তীর্থে করিলেন স্নান।
ব্রাহ্মণেরে বহুবিধ করিলেন দান॥
তারপরে যান রাম দেবল তীর্থেতে।
দেবল মুনির স্থান ঘোষে ত্রিজগতে॥
দেবল হইল সিদ্ধ তপস্যা করিয়া।
সেই তীর্থ বলরাম পাইলেন গিয়া॥
রাজা বলে কোন রূপে সিদ্ধ হইল মুনি।
বিস্তার করিয়া মোরে বলহ আপনি॥
গদাপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব রচন।
কাশীরাম দাস কহে করহ শ্রবণ॥

### অথ দেবল তীর্থের কথা।

বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
ভারত শ্রবণে নর মোক্ষের ভাজন॥
দেবল করেন তপ থাকি নিরাহার।
তার তপে মুনিগণ করে হাহাকার॥
একাহারী কতদিন সেই তপোধন।
কতো দিন বৃক্ষ পত্র করেন ভক্ষণ॥
কতো কাল জলাহারে তপ আচরণ।
বাতাহারে কতো কাল শরীর ধারণ॥
কতো দিন উপবাসে যায় দুই পক্ষ।
মাসান্তেতে ফল মুল করিলেন ভক্ষ॥
এক মাস ফল মুল করি আহরণ।
এক দিন মুনি করেন শ্রাদ্ধ তর্পণ॥
ফল মূল অতিথি ব্রাহ্মণে দিয়া দান।
শেষ ফল মূলে তাঁর হয় জলপান॥
এইরূপে কতোদিন নির্ব্বাহেন মুনি।
তার পর শুন রাজা অপূর্ব্ব কাহিনী॥
মুনি শ্রাদ্ধ করেন যে দিনে ফলে মূলে।
তারপর দ্বিজ সেবা অতিথি সেবিলে॥
শেষ ফল মূল মুনি করিতে ভক্ষণ।
জৈগীষব্য তথায় আইল সেইক্ষণ॥
ডাকিয়া দেবলে কহে শুন মুনিবর।
ক্ষুধানলে দগ্ধ হয় আমার অন্তর॥
কিছু যদি আমাকে পারহ ভক্ষ্য দিতে।
তবে প্রাণ বাঁচে মম জানহ নিশ্চিতে॥
জৈগীষব্য বচন শুনিয়া মহামুনি।
নিজ ভক্ষণের ফল মূল দেন আনি॥
ভক্ষণ করিয়া জৈগীষব্য মহাশয়।
আশীর্ব্বাদ করি গেল আপন আলয়॥
মাস অন্তে সেই দিন আসি জৈগীষব্য।
ভক্ষণ করয়ে দেবলের ফল দ্রব্য॥
মুনিবর তপস্যা করেন অনাহারে।
জানেন আসিবে জৈগীষব্য মম ঘরে॥
ফল মূল যত কিছু প্রস্তুত করিয়া।
জৈগীষব্যহেতু মুনি রহে দাঁড়াইয়া॥
বিলম্ব হইল বহু না এলেন তিনি।
তাঁহার উদ্দেশে চলিলেন মহামুনি॥
সমুদ্রের কূলে গেল যথায় আলয়।
তথায় নাহিক জৈগীষব্য মহাশয়॥
সপ্ত পাতাল মুনি করেন ভ্রমণ।
কোথায় না পাইলেন তাঁর দরশন॥
ভূলোক ভুবোলোক স্বর্লোক আর।
অন্বেষণ করি ভ্রমে মুনির কুমার॥
তপ লোক সত্য লোক আর জন লোক।
গোলোকপর্য্যন্ত গেল অঙ্গিরার তোক॥
তথা না দেখিলেন জৈগীষব্য মুনিবরে।
ফিরিয়া আইসে মুনি আপনার ঘরে॥
পুনরপি জন লোকে আইল দ্রুতগতি।
তথায় দেখিল জৈগীষব্য মহামতি॥

তারপরে সত্য লোকে আইল ক্রমে২।
জৈগীষব্য তথা মুনি দেখিল সম্ভ্রমে ॥
তারপর ভুবোলোকে করিল গমন।
দেখিল তথায় জৈগীষব্য মহাজন ॥
ভবলোকে আইল মুনি হৈয়া ত্বরান্বিত।
জৈগীষব্য দেখিল সেখানে অধিষ্ঠিত ॥
ভূলোকে আইল পুন অঙ্গিরার সুত।
তথা দেখে জৈগীষব্য আছেন প্রস্তুত ॥
অতলেতে গেলেন দেবল মহামুনি।
তথা দেখে জৈগীষব্য আছেন আপনি ॥
তারপরে বিতলেতে করিল গমন।
তথায় পাইল জৈগীষব্যদরশন ॥
তারপর দেবল গেলেন যে সুতল।
তথায় দেখেন জৈগীষব্য মহাবল ॥
তারপর মহামুনি গেল মহাতল।
জৈগীষব্য সেখানে দেখিলেন দেবল ॥
তলাতল দেবল করেন আগুসার।
জৈগীষব্য তথা দেখে অঙ্গিরাকুমার ॥
রসাতল গেলেন দেবল মহাশয়।
সেথা জৈগীষব্যেরে দেখেন তেজোময় ॥
তারপরে পাতাল প্রবেশ করে মুনি।
জৈগীষব্য তথা আছে বসিয়া আপনি ॥
তারপর আইলেন সমুদ্রের তীরে।
জৈগীষব্য তথা দেখে আপনার ঘরে ॥
তবে মুনি আইলেন নিজ নিকেতন।
তথা পাইলেন জৈগীষব্য দরশন ॥
দিব্য কুশাসনে জৈগীষব্য বসিয়াছে।
সম্ভ্রমে দেবল মুনি গেল তার কাছে ॥
প্রণাম করিয়া বহু করিল স্তবন।
কহিল দেবল মুনি সব বিবরণ ॥
দেবল বলেন মুনি তোমারে খুজিয়া।
ভ্রমিলাম চতুর্দ্দশ ভুবন ভ্রমিয়া ॥
সর্ব্বত্র তোমারে দেখিলাম মহাশয়।
অচিন্ত্য তোমার রূপ না হয় নির্ণয় ॥
জৈগীষব্য বলে বাপু নাহি যাই কোথা।
ভিক্ষার কারণে আমি বসিয়াছি হেতা ॥
যে কিছু সামগ্রী আছে আন শীঘ্রতর।
জঠর অনলে মম কাঁপে কলেবর ॥
দেবল আনিল যে যতেক ফল মূল।
জৈগীষব্য দেবলে হইল অনুকূল ॥
জৈগীষব্য প্রিয়ভাবে বলেন বচন।
তোমার সমান কেহ নাহি তপোধন ॥

বহুকাল তপ কৈলা করি অনাহার।
বর মাগ দেবল যে বাঞ্ছিত তোমার ॥
দেবল বলেন প্রভু করি হে প্রার্থনা।
মম মনে নাহি কিছু সংসার বাসনা ॥
ব্রহ্মজ্ঞান আমারে অর্পহ মহাশয়।
অন্তে যেন ব্রহ্ম জ্ঞানে ব্রহ্মে হয় লয় ॥
জৈগীষব্য বলে তুমি তার যোগ্য হও।
ব্রহ্ম জ্ঞান দিব তুমি এইক্ষণে লও ॥
জৈগীষব্য দেবলে যাচেন ব্রহ্মজ্ঞান।
যত জীব আইলেক জৈগীষব্য স্থান ॥
রোদন করিয়া সবে করে কাকুবাদ।
মোসবার বধভাগী হৈলা অচিরাত ॥
দেবলেরে ব্রহ্মজ্ঞান তুমি দিলা যদি।
আমাসবাকার মৃত্যু ঘটাইল বিধি ॥
পরম সরল চিত্ত দেবল মুনির।
সর্ব্ব জীবে দয়া করে স্বচ্ছল সুধীর ॥
দেবল সমান দয়া কেহ নাহি করে।
জ্ঞান যদি পাইল দেবল মুনিবরে ॥
অন্তর্ব্বাহ্য জ্ঞান নাহি রহিবে ইহার।
আমাসবা দয়া করে কেহ নাহি আর ॥
রোদন করয়ে প্রাণি হইয়া কাতর।
দেবলেরে জৈগীষব্য কহেন তৎপর ॥
শুনহ দেবল মুনি কহি এক মনে।
এ চারি আশ্রম ধাতা সৃজিল যতনে ॥
গৃহী বাণপ্রস্থ উদাসীন অবধূত।
এ চারি আশ্রমমধ্যে গৃহস্থ মহত ॥
পুরাণ ভারত স্মৃতি বেদের বচন।
গৃহস্থের সর্ব্ব ধর্ম্ম শুন তপোধন ॥
পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ আর অতিথি সেবন।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব দুঃখী করাবে ভোজন ॥
নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিবে সংযত।
কুটুম্ব বান্ধবে স্নেহ করিবে সতত ॥
অতিথি আইলে অগ্রে দিবে পীঠ জল।
বিনয় বচন কহে হইয়া স্বচ্ছল ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিবে বিনয়।
গৃহমধ্যে যেই দ্রব্য উপস্থিত হয় ॥
অতিথির নিকটে আনিবে ত্বরান্বিত।
বিধিমতে সেবা করিবেক যথোচিত ॥
গৃহে যদি কিছু নাহি অতিথি সেবনে।
ভিক্ষা করিবেক গিয়া প্রতিবাসি জনে ॥
যদি ভিক্ষা করিলে নাহিক কিছু পায়।
অতিথি নিকটে পুনঃ আসিবে ত্বরায় ॥

রোদন করিবে আসি অতিথি নিকটে।
বিনয় বচন কহিবেক করপুটে ॥
তবে ধর্ম্ম রক্ষা হয় পাপ নাহি থাকে।
সর্ব্ব পাপ মুক্ত হয়ে যায় স্বর্গলোকে ॥
এতেক কহিল জৈগীষব্য মহাশয়।
শুনিয়া দেবল মুনি মানিল নিশ্চয় ॥
জৈগীষব্য কহে শুন দেবল সুজন।
সকল আশ্রমহইতে গৃহস্থ উত্তম ॥
জৈগীষব্য বলে বর মাগ মুনিবর।
বিদায় হইয়া আমি যাইব সত্বর ॥
দেবল বলেন প্রভু কর অবধান।
এই ইষ্ট বর আমি চাহি তব স্থান ॥
এইস্থানে তপ করিলাম বহুতর।
পুণ্যতীর্থ হবে এই মোরে আজ্ঞা কর ॥
জৈগীষব্য বলে সিদ্ধ হইলা দেবল।
পরম দুর্লভ তীর্থ হৈল এইস্থল ॥
ইহাতে আসিয়া যে করিবে দান স্নান।
যজ্ঞ ব্রত করিয়া ব্রাহ্মণে দিবে দান ॥
অসংখ্য জন্মের পাপ হইবেক ক্ষয়।
সত্য২ পুনঃ সত্য জানহ নিশ্চয় ॥
এত কহি জৈগীষব্য হইল অন্তর্ধান।
দেবল আপন গৃহে করিল প্রয়াণ ॥
সেই মহাতীর্থেতে গেলেন হলধর।
স্নান দান করিলেন যজ্ঞ নিরন্তর ॥
অনেক ব্রাহ্মণ তথা করান ভোজন।
বস্ত্র অলঙ্কার দিয়া করেন পূজন ॥
দিলেন গো অশ্ব হস্তি স্বর্ণ রূপ্য দান।
নমুচি তীর্থেতে রাম করেন প্রয়াণ ॥
জিজ্ঞাসে জনমেজয় শুন তপোধন।
নমুচি তীর্থের কথা কহ বিবরণ ॥
গদাপর্ব্ব তীর্থযাত্রা অপূর্ব্ব কথন।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যজন ॥

### অথ নমুচি তীর্থবিবরণ।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন কুরুরায়।
নমুচি তীর্থের কথা কহিব তোমায় ॥
নমুচি দানব ছিল কশ্যপতনয়।
বাল্য কালে ছিল সেই অতি তেজোময় ॥
ব্রহ্মার তপস্যা আরম্ভিল দৈত্যবর।
অনাহারে তপ করে সহস্র বৎসর ॥
তুষ্ট হৈয়া প্রজাপতি দিতে আসি বর।
কহিলেন মাগ বর দানবঈশ্বর ॥
নমুচি বলিল শুন দেব পিতামহ।
বর দিয়া আমারে যে অমর করহ ॥
ব্রহ্মা বলিলেন বৎস মাগ অন্যবর।
অমর নাহিক কেহ ভুবন ভিতর ॥
আমি সৃষ্টিকারণ সকল সৃষ্টি মোর।
আমার আয়ুর আছে দেখ অন্ত ওর ॥
অষ্টাদশ নিমিষেতে এক কাষ্ঠা হয়।
ত্রিংশত কাষ্ঠাতে কলা জানহ নিশ্চয় ॥
ত্রিংশত কলায় হয় জান একক্ষণ।
দ্বাদশ ক্ষণেতে হয় মুহূর্ত্ত গণন ॥
ত্রিংশত মুহূর্ত্তে হয় এক অহোরাত্র।
পঞ্চদশ অহোরাত্রে এক পক্ষমাত্র ॥
শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষ নিরূপণ তার।
দুই পক্ষে এক মাস সৃজন ধাতার ॥
বার মাসে মনুষ্যের একটি বৎসর।
মনুষ্যের মাসে পিতৃলোকের বাসর ॥
পিতৃলোক বৎসরে দেবের এক দিন।
ত্রিশ দিনে এক মাস শুনহ প্রবীণ ॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি যে যুগ চারি।
এক মন্বন্তর হয় যুগ একত্তরি ॥
চতুর্দ্দশ মন্বন্তর আমার এক দিন।
ত্রিশ দিনে এক মাস এতে নহে হীন ॥
দ্বাদশ মাসেতে বর্ষ ইতে নাহি আন।
ষাটি সহস্র বর্ষ মম আয়ুপরিমাণ ॥
তারপর হইবেক আমার পতন।
আমার পতন আছে তুমি কোন জন ॥
শরীর ধরিলে মৃত্যু অবশ্য আছয়।
অমর নাহিক কেহ কহিনু তোমায় ॥
অন্য বর মাগ তুমি সম্ভব যে হয়।
আপন অভীষ্ট মাগ মনে যেবা লয় ॥
নমুচি বলিল প্রভু শুনহ বচন।
যুদ্ধস্থলে মম যেন না হয় মরণ ॥
যুদ্ধে যেন আমারে জিনিতে নারে কেহ।
মম মনোনীত এই বর প্রভু দেহ ॥
কপট করিয়া যদি কেহ আসি মারে।
মম মুণ্ড দুঃখ দিবে প্রচুর তাহারে ॥
মোরে পিতামহ তুমি দেহ এই বর।
তথাস্তু বলিয়া ব্রহ্মা গেল নিজঘর ॥
নমুচি আপন গৃহে দিল দরশন।
সর্ব্বদেব জিনি সেই হইল রাজন ॥

ইন্দ্রআদি দেবগণ হইয়া বিকল।
মনুষ্য আকার হয়ে ভ্রমে মহীতল॥
এই রূপে তথা দেখ দীর্ঘ কাল যায়।
নিজ মনে বিচার করিল দেবরায়॥
নমুচি থাকিতে মম নাহিক কল্যাণ।
ছল করি ইহার লইব আমি প্রাণ॥
নমুচি সহিত প্রীতি করে পুরন্দর।
বন্ধু প্রীত দুই জন এক কলেবর॥
এইরূপে কত কাল দোঁহে গোঙাইল।
দৈবে ইন্দ্র এক দিন একান্তে পাইল॥
পথমাঝে মুণ্ডকাটি করে দুইখান।
স্কন্ধ পড়ে মুণ্ড ধায় অগ্নির সমান॥
মুখ প্রসারিয়া যায় মুণ্ড গিলিবারে।
প্রাণ ভয়ে দেবরায় পলায় সত্বরে॥
ভ্রমিল পাতাল সপ্ত ভয়ে পুরন্দর।
পাছে২ খেদাড়িয়া যায় মুণ্ডবর॥
সপ্ত স্বর্গ ক্রমে২ করিল ভ্রমণ।
ধায়ে গিয়া ইন্দ্র কহে ব্রহ্মার সদন॥
রক্ষা কর পিতামহ লইনু শরণ।
ত্বরায় করহ রক্ষা দেব বেদানন॥
ছল করি নমুচিরে করিলাম বধ।
নমুচির মুণ্ড মম ঘটায় আপদ॥
ভ্রমি সপ্ত স্বর্গ আর পাতাল বেড়াই।
চতুর্দ্দশ ভুবনেতে রক্ষা নাহি পাই॥
কিরূপে পাইব রক্ষা কহ মহাশয়।
নমুচির মুণ্ড মোরে গিলিবে নিশ্চয়॥
অতএব কর প্রভু ইহার উচিত।
ব্রহ্মা বলিলেন ইন্দ্র যাও ত্বরান্বিত॥
সরস্বতী স্নান গিয়া কর সুরপতি।
পতন হইবে মুণ্ড ঘুচিবে দুর্গতি॥
এই কথা ইন্দ্রে কহিছেন পদ্মাসন।
হেনকালে মুণ্ড তথা আইল তখন॥
বিকৃতি আকার মুণ্ড মুখ পরিসর।
প্রলয় কালেতে যেন দীপ্ত বৈশ্বানর॥
দেখিয়া পলায় ইন্দ্র নাহি বান্ধে কেশ।
ইন্দ্রের দুর্গতি দেখি দুঃখী সর্ব্ব দেশ॥
বেগে ধায় ইন্দ্র নাহি পাছু পানে চায়।
নমুচি দৈত্যের মুণ্ড পশ্চাতে গোড়ায়॥
কত ক্ষণে উত্তরিল সরস্বতী তীরে।
অতিবেগে উপনীত মুণ্ড তথাকারে॥
মুণ্ড দেখি দেবরাজ জলে ডুব দিল।
সেইখানে মুণ্ড বেগে ভূমিতে পড়িল॥
নিস্তার পাইল ইন্দ্র মহাপাপহৈতে।
মুনিগণে সম্বোধিয়া লাগিল কহিতে॥
তোমরা শুনহ যত মহামুনিগণ।
এই তীর্থবর আমি করিনু সৃজন॥
বলিবা নমুচিতীর্থ এবে সর্ব্বজন।
ইহার স্নানের কথা শুন দিয়া মন॥
কোটি২ জন্মেতে যতেক পাপ হয়।
ইহার স্নানেতে সর্ব্ব খণ্ডিবে নিশ্চয়॥
তীর্থ নিরূপণ করিলেন দেবরায়।
নমুচি তীর্থের কথা কহিনু তোমায়॥
তথা উপনীত হয়ে রোহিণীনন্দন।
স্নান করি তুষিলেন ভোজনে ব্রাহ্মণ॥
যজ্ঞ হোম করিয়া ব্রাহ্মণে দিয়া দান।
তথাহৈতে করিলেন মুষলী প্রয়াণ॥
বৃদ্ধ কন্যা আশ্রমে হৈলেন উপনীত।
জিজ্ঞাসে জনমেজয় মুনিরে ত্বরিত॥
বৃদ্ধ বলি বলহ অথচ কহ কন্যা।
আশ্চর্য্য হইল মম এই কথা শুন্যা॥
বিস্তারিয়া সব কথা কহ তপোধন।
শুনিবারে ইচ্ছা বড় ইহার কারণ॥
মহাভারতের কথা সমান পীযূষ।
যাহার শ্রবণে নর হয় নিষ্কলুষ॥
গদাপর্ব্ব তীর্থযাত্রা অপূর্ব্ব কথন।
পাঁচালি প্রবন্ধে কাশীরাম বিরচন॥

অথ বৃদ্ধ কন্যা তীর্থ বিবরণ।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন নৃপবর।
বৃদ্ধ কন্যা উপাখ্যান অতিমনোহর॥
কন্যা গর্গমুনির হইল রূপবতী।
তার তুল্য রূপবতী না দেখি সম্প্রতি॥
যৌবন সময়ে কন্যা ভাবিল হৃদয়ে।
তপ করি দেব ভর্ত্তা লভিব নিশ্চয়ে॥
এত চিন্তি প্রতিদিন করি অনাহার।
বহুকাল তপ করে অস্থি চর্ম্ম সার॥
অনেক কঠোর কৈল নাহি পরিমাণ।
দেখিয়া তাহার তপ সবে কম্পমান॥
যুবকাল গেল তার বার্দ্ধক সময়।
তথাপিহ তপ করে নাহি কোন ভয়॥
আইলেন নারদ সে কন্যার নিকটে।
দেখি কন্যা মুনিরে প্রণমে করপুটে॥

নারদ বলেন কন্যা কি কর্ম্ম করিলা।
তপস্যা করিয়া রূপলাবণ্য নাশিলা॥
বৃথা এ যৌবন বিনাশিলা কি কারণ।
তপ করি না হইলা মোক্ষের ভাজন॥
বৃদ্ধা হৈলা যুবকাল গেল নিবড়িয়া।
এ সময়ে কে তোমারে করিবেক বিয়া॥
বিবাহ নহিলে তার নহে কোনগতি।
বিবাহ হইলে হয় স্বর্গেতে বসতি॥
শুনিয়া মুনির বাক্য কন্যা বিধুমুখী।
মুনির চরণ ধরে উপায় না দেখি॥
আমার উপায় মুনি করহ আপনি।
বিবাহ নহিলে আমি নহি স্বর্গগামী॥
কে আমারে বিবাহ করিবে মহাশয়।
আপনি নির্ব্বচি মোরে বলহ নিশ্চয়॥
নারদ কহেন কন্যা আর কি বা বল।
কে করিবে বিবাহ যৌবনকাল গেল॥
তপোবনে আছে বহু মুনির সন্তান।
বর গিয়া পাও যদি করিয়া সন্ধান॥
এত বলি নারদ গেলেন নিজঘর।
বিবাহ কারণে কন্যা অন্বেষয়ে বর॥
তপোবনে ছিল এক মুনি শৃঙ্গবান।
তাহার নিকটে কন্যা করিল প্রস্থান॥
অনেক বিনয় স্তুতি করে শৃঙ্গবানে।
কহিতে লাগিল কন্যা করুণাবচনে॥
বৃথা মম জন্ম যায় শুন তপোধন।
আমারে বিবাহ কর মুনির নন্দন॥
শৃঙ্গবান বলে কন্যা না কহিলা ভাল।
বার্দ্ধক্য হইল তব গেল যুবকাল॥
বিবাহ করয়ে যুবা যুবতি দেখিয়া।
তোমাকে বিবাহ করি কিসের লাগিয়া॥
যৌবন থাকিলে স্বামী করয়ে আদর।
যৌবনবিহনে নারী হয় হতাদর॥
বিবাহ কিমতে আমি করিব তোমাকে।
করি যদি পিতৃলোক পড়িবে নরকে॥
বিবাহ না হইতে হইলা ঋতুমতী।
রজস্বলা বিবাহেতে কুযশ অখ্যাতি॥
ঋতুমতী বিবাহ করয়ে যেই জন।
কন্যাপিতা তার পিতা নরকে গমন॥
বিশেষ কন্যার যদি থাকে যুবদশা।
পুরুষ বিবাহ করে যৌবনের আশা॥
কদাচিত শৃঙ্গবান না হয় সম্মত।
পুনঃ২ কন্যা তার হয় পদানত॥
সম্মত না হয় মুনি কহে কটুভাষে।
হেনকালে দৈববাণী হইল আকাশে॥
দৈব বশে দৈব বাণী কেহ নাহি শুনে।
দেবগণ ডাকিয়া কহেন শৃঙ্গবানে॥
শুন শৃঙ্গবান মুনি আকাশ ভারতী।
পরম পবিত্র কন্যা পতিব্রতা সতী॥
তপস্যাতে সিদ্ধা হৈল নাহি কোন দোষ।
বিবাহ করিয়া এরে করহ সন্তোষ॥
শুনিয়াত শৃঙ্গবান ভাবিল হৃদয়।
অঙ্গীকার করি কহে করি পরিণয়॥
কিন্তু এক রাত্রি আমি তোমার সংহতি।
বঞ্চিব বাসর এই শুন রসবতি॥
ইতে যদি অভিলাষ থাকয়ে তোমার।
করহ আমার অগ্রে সত্য অঙ্গীকার॥
কন্যা বলে যে আজ্ঞা করিলা মহাশয়।
মম নিরূপণ এই শুনহ নিশ্চয়॥
পুন তথা আইলেন নারদ আপনি।
উভয়ের বিবাহ দিলেন মহামুনি॥
অনন্তর নারদ গেলেন নিজঘর।
বৃদ্ধ কন্যা শৃঙ্গবানে করেন বাসর॥
তপোবলে হৈল কন্যা পরম রূপসী।
বদন সুন্দর যেন শরদের শশী॥
নয়ন হেরিয়া হারে কুরঙ্গবালক।
ভুরু যুগ ধনু ধরে কুসুমশায়ক॥
চামর জিনিয়া কেশ শুক চঞ্চু নাসা।
শ্রবণ বিষম ফান্দ পিক জিনি ভাষা॥
সুপক্ক দাড়িম্ব বীজ জিনিয়া দশন।
কম্বু জিনি যুগ স্কন্ধ অতিনিরুপম॥
মৃণাল জিনিয়া দুই ভুজ মনোহর।
কদম্বকোরক জিনি দুই পয়োধর॥
কূপনিন্দি নাভি মাজা মৃগপতি জিনি।
কনক কলস দুই নিতম্বধারিণী॥
করিকর জিনি উরু অতি অনুপম।
কিবা চারু পদযুগ কোকনদসম॥
দশনখে দ্বিতীয়ার চন্দ্র বিরাজিত।
রূপেতে নাহিক সীমা মদন মোহিত॥
নানা অলঙ্কার অঙ্গে অনঙ্গমোহিনী।
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর যেন ইন্দ্রের নর্ত্তনী॥
বিচিত্র কুসুম শয্যা করিয়া রচন।
বৃদ্ধ কন্যা শৃঙ্গবান করিল শয়ন॥
নানা ভক্ষ্য দ্রব্য রাখে শয়ন মন্দিরে।
বঞ্চেন সুরতি সুখ কুসুম বাসরে॥

ভ্রমর ভ্রমরী গায় মধুর সঙ্গীত।
এক ফুলে মধু পীয়ে নহে বিচলিত ॥
কোকিল সঘনে ডাকে মধুর সুস্বর।
সুশীতল সমীরণ বহে নিরন্তর ॥
ষড়ঋতু এক কালে হৈল উপনীত।
ডাহুক ডাহুকী ধ্বনি করে সুললিত ॥
চাতক চাতকী ডাকে জলের আশ্বাসে।
মন্দ২ মেঘগণ ডাকয়ে আকাশে।
মাতিল দোঁহার মন অনঙ্গআবেশে।
অবশে আকুল চিত্ত মন্দ২ হাসে ॥
এইরূপে প্রভাত হইল বিভাবরী।
পূর্ব্বমত বৃদ্ধ রূপা হইলেক নারী ॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া শেষে ভাবে শৃঙ্গবান।
এ প্রতিজ্ঞা কেমনে করিব আমি আন ॥
যদি কন্যা আমারে করয়ে অনুমতি।
একত্র নিবাস করি ইহার সংহতি ॥
কন্যারে জিজ্ঞাসে শৃঙ্গবান মুনিবর।
কি কর্ম্ম করিব প্রিয়ে কহ অতঃপর ॥
কন্যা বলে শুন প্রভু তপের গোঁসাই।
তোমার সহিত মম আর দায় নাই ॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া বিয়া করিলা আমারে।
আমার কি শক্তি আছে রাখিতে তোমারে॥
আমার প্রতিজ্ঞা জান তোমার সাক্ষাতে।
হইবে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ রাখিব কিমতে॥
তোমারে বিদায় করিলাম মহামুনি।
তোমারে রাখিলে হবে কুযশ কাহিনী ॥
শৃঙ্গবান বিদায় হইল তপোবনে।
নারদ আগত শেষে কন্যার সদনে ॥
তুষ্ট হৈয়া কহেন নারদ তপোধন।
ইষ্টবর মাগ কন্যা যাহা লয় মন ॥
বৃদ্ধ কন্যা বলে অবধান মুনিবর।
এই বর মাগি আমি তোমার গোচর ॥
বহুকাল তপ করিলাম এই স্থানে।
বৃদ্ধ কন্যা আশ্রম বলিবে সর্ব্বজনে ॥
পুণ্য তীর্থ বলি এই থাকুক ঘোষণা।
ইতে আসি করিবেক স্নান যেই জনা ॥
অসংখ্য জন্মের পাপ খণ্ডে সেইক্ষণে।
আজ্ঞা কর এই বর চাহি তব স্থানে ॥
তথাস্তু বলিয়া মুনি হৈল অন্তর্ধান।
যোগবলে বৃদ্ধ কন্যা ত্যজিলেক প্রাণ ॥
বিষ্ণুলোকে গেল বৃদ্ধ কন্যা গুণবতী।
সেই তীর্থে উপনীত রেবতীর পতি ॥
স্নান দান করিলেন তথা বহুতর।
ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেন বিস্তর ॥
ভিক্ষুকেরে বহু দান করিয়া অব্যর্থে।
তথাহৈতে যান রাম দধীচির তীর্থে ॥
শুনিয়া জনমেজয় বলে তপোধন।
দধীচি তীর্থের কথা কহ বিবরণ ॥
মহাভারতের কথা সমান পীযূষ।
যাহার শ্রবণে হয় নর নিষ্কলুষ ॥
গদাপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব কথন।
কাশীরাম দাসের এ পয়ার রচন ॥

### অথ দধীচি তীর্থের বিবরণ।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন কুরুরায়।
দধীচি তীর্থের কথা জানাই তোমায় ॥
অষ্টানামে মুনি এক বিরিঞ্চিনন্দন।
মহাতেজোময় ছিল তপে তপোধন ॥
অসুরের এক কন্যা বিবাহ করিল।
ত্রিশিরানামেতে পুত্র তাহাতে জন্মিল ॥
তিন মুণ্ড হৈল তার দেখিতে সুন্দর।
এক মুখে বেদ পাঠ করে নিরন্তর ॥
আর মুখে রাম নাম করে অহর্নিশি।
অন্য মুখে মদ্যপান করে মহাঋষি ॥
মুনিপুত্র যজ্ঞ করে যখন যেখানে।
লুকাইয়া যজ্ঞ ভাগ দেয় দৈত্যগণে ॥
মাতামহকুলে তার বড়ই আদর।
দেবগণ জানিল সকল অবান্তর ॥
ইন্দ্রেরে কহিল শুন দেবতার পতি।
দেখ অষ্টা মুনিপুত্র করিছে অনীতি ॥
লুকাইয়া যজ্ঞভাগ দেয় মাতামহে।
এতেক বচন ইন্দ্রে দেবগণ কহে ॥
শুনিয়া কুপিল ইন্দ্র অগ্নির সমান।
দেবগণ সাম্য বাক্যে নৈল সমাধান ॥
খড়্গ দিয়া ত্রিশিরার কাটিলেক মাথা।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল সকল দেবতা ॥
অষ্টা মুনি পাইল সকল সমাচার।
শচীপতি প্রতি কোপ করিল অপার ॥
যজ্ঞ করে অষ্টামুনি ইন্দ্রে কোপ করি।
সঘনে অমরগণ কাঁপে হরহরি ॥
যজ্ঞে পূর্ণা দিতে এক জন্মিল নন্দন।
বৃত্রাসুর নাম তার অতিসুলক্ষণ ॥

পরম তেজস্বী হৈল বৃত্র মহাশয়।
ত্রিভুবনে কোন জনে নাহি করে ভয়॥
বিষ্ণুপরায়ণ হৈল পরম বৈষ্ণব।
তার কর্ম্ম দেখি ভয়ে কাঁপয়ে বাসব॥
মিলিল অনেক সেনা বৃত্রের সংহতি।
ইন্দ্রত্ব লইল খেদাড়িয়া সুরপতি॥
সকল অমরগণে লণ্ডভণ্ড কৈল।
স্বর্গের দেবতাগণ ভয়ে লুকাইল॥
পলাইয়া গেল সব ব্রহ্মার সদন।
ব্রহ্মারে কহিল গিয়া সব বিবরণ॥
বৃত্রাসুর লইল সকল অধিকার।
আপনি ইহার প্রভু কর প্রতিকার॥
প্রজাপতি বলেন শুনহ দেবগণ।
দেবের অবধ্য অষ্টা মুনির নন্দন॥
নারায়ণস্থানে সবে করহ গমন।
নিজ২ দুঃখ কথা কর নিবেদন॥
এত বলি দেবগণে লইয়া সংহতি।
নারায়ণ সমীপে গেলেন প্রজাপতি॥
গোলোক ধামেতে যথা দেব নারায়ণ।
উপনীত হইলেন সহদেবগণ॥
প্রণাম করেন গিয়া অমর নিকর।
বসিতে আদেশ করিলেন বিশ্বম্ভর॥
আদেশ পাইয়া সবে বৈসে সন্নিধানে।
কহেন চতুরানন বিনয় বচনে॥
শুন প্রভু নারায়ণ মম পরিহার।
নিবেদন করি কিছু চরণে তোমার॥
মহাভারতের কথা সমান পীযূষ।
যাহার শ্রবণে নর হয় নিষ্কলুষ॥
গদাপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব কথন।
কাশীরাম দাসের পয়ার বিরচন॥

### দীর্ঘ ত্রিপদী।

ব্রহ্মাআদি সুরগণ একান্ত একাগ্রমন
স্তুতি করে হরির চরণে।
শুন প্রভু নারায়ণ যতেক দেবতাগণ
নিবেদন করে একমনে॥
শুনহ কৈটভশত্রু বাড়িল পরম শত্রু
বৃত্রাসুর নিল অধিকার।
বৈসে ইন্দ্রসিংহাসনে খেদাড়িল দেবগণে
অমরের নাহিক নিস্তার॥
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব নিল ভয়ে ইন্দ্র পলাইল
অমরের নিল রাজ্যখণ্ড।
দেবতা ছাড়িল ধর্ম্ম লইল অগ্নির কর্ম্ম
বরুণে করিল লণ্ডভণ্ড॥
পবনের অধিকার লইলেক দুরাচার
চন্দ্রার্কের কি কব দুর্গতি।
বৃত্র করে পরাভব ইদানী দেবতাসব
মনুষ্য সমান ভ্রমে ক্ষিতি॥
দারুণ দৈত্যের ভয় প্রাণ নাহি স্থির হয়
দেবতার নাহিক নিস্তার।
তুমি ত্রিলোকের পতি সকল দেবের গতি
চিন্তহ ইহার প্রতিকার॥
অবল দেবতাসবে তুমি নারাখিলে তবে
কে করিবে বিপদউদ্ধার।
প্রকাশি সদয় মন শুন শ্রীমধুসূদন
বধ তারে করিয়া প্রকার॥
রজোগুণে দিয়া দৃষ্টি আপনি করিলা সৃষ্টি
সত্ত্বগুণে করহ পালন।
সৃজন পালন নাশ তব কর্ম্ম সুপ্রকাশ
তমোগুণে কর সংহরণ॥
ইত্যাদি অনেক স্তব করিল দেবতা সব
শুনিয়া দুঃখিত ভগবান।
সম্বোধিয়া দেবগণে কহেন সরস মনে
দেবগণ করে অবধান॥
ভারত মঙ্গল কথা শুনিলে খণ্ডয়ে ব্যথা
সকলের কলুষ বিনাশ।
গদাপর্ব্ব সুধাধার ব্যাসের রচন সার
পাঁচালি রচিল কাশীদাস॥

### পয়ার।

গোবিন্দ কহেন শুন সকল দেবতা।
খণ্ডিবে সকল দুঃখ দূর কর ব্যথা॥
আমার অবধ্য বৃত্র শুন দেবগণ।
আমার পরম ভক্ত শুনহ বচন॥
দধীচি মুনির অস্থি আন সর্ব্বজন।
তাহাতে করহ বজ্র অস্ত্র সুগঠন॥
সেই অস্ত্রে বৃত্রাসুর হইবে পতন।
এই তার বধোপায় আছে নিরূপণ॥
শুনি ইন্দ্র কহিতে লাগিল যুড়ি কর।
দধীচি ছাড়িবে কেন নিজ কলেবর॥

অনেক পুণ্যেতে হয় মনুষ্যের কায়।
নিজ কায় কেমনে ছাড়িবে মুনি তায়॥
তাহাতে ব্রাহ্মণ অঙ্গ শ্রেষ্ঠতম গণি।
ব্রাহ্মণ শরীর হইলে মুক্ত হয় প্রাণী॥
চৌরাশী সহস্র যোনি ভ্রমণ করিয়া।
পশ্চাৎ ব্রাহ্মণ অঙ্গ লভয়ে আসিয়া॥
কর্ম্মক্রমে পারে যদি সাবধান হৈতে।
দুই জন্মে মুক্ত হয় কহে বেদমতে॥
তপস্যাতে মহাতেজা দেবের সমান।
আমার লাগিয়া কেন ছাড়িবেন প্রাণ॥
কহ প্রভু ইহার বিধান অনুসারে।
কোন্ মতে নিধন করিব বৃত্রাসুরে॥
গোবিন্দ কহেন শুন সকল দেবতা।
দধীচির পূর্ব্বকার কহি এক কথা॥
পরম দয়ালু মুনি উপকারে রত।
পর উপকারে প্রাণ ত্যজে অতিক্রত॥
স্বর্গ বৈদ্য অশ্বিনীকুমার দুই জন।
উপাসনা হেতু গেল দধীচিসদন॥
অনেক বিনয় স্তব কৈল মুনিবরে।
সদয় হইয়া মুনি জিজ্ঞাসে দোঁহারে॥
কিহেতু আইলা দোঁহে আমার সদন।
কি কার্য্য সাধিব শীঘ্র কহ দুই জন॥
আপনার প্রাণ দিলে তব কার্য্য হয়।
অবশ্য কর্ত্তব্য এই কহিনু নিশ্চয়॥
অশ্বিনীকুমার বলে শুন মুনিবর।
তোমার হইব শিষ্য দুই সহোদর॥
শুনিয়া কহেন মুনি করিব অবশ্য।
উপাসনা করাব করিব দোঁহে শিষ্য॥
অঙ্গীকার করি আমি নাহিক সন্দেহ।
আজি দিন ভাল নহে যাহ নিজগৃহ॥
এ বাক্য শুনিয়া দোঁহে প্রণাম করিয়া।
আপন ভবনে গেল বিদায় হইয়া॥
এ কথা শুনিয়া ইন্দ্র নারদের স্থানে।
তখনি গেলেন দধীচির সন্নিধানে॥
ইন্দ্রেরে দেখিয়া মুনি করিল আদর।
পাদ্য অর্ঘ্য আসনেতে পূজিল বিস্তর॥
সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র বৈসেন আসনে।
দধীচি জিজ্ঞাসে তাঁরে মধুর বচনে॥
কি বা হেতু আগমন হৈল সুরেশ্বর।
কি কার্য্য সাধিব আজ্ঞা করহ সত্বর॥
পুরন্দর কহে শুন মুনি মহাশয়।
হেতায় আসিয়াছিল অশ্বিনীতনয়॥
শুনিলাম আপনি করাবা উপাসনা।
এই হেতু আইলাম করিতে যে মানা॥
কোন ছার দুই বেটা অশ্বিনীকুমার।
স্বর্গবৈদ্য হৈয়া ইচ্ছা সমান আমার॥
তবে যদি তাহারে করিবা তুমি শিষ্য।
তোমার মস্তক আমি কাটিব অবশ্য॥
মুনিবর আখণ্ডলে নিষেধ করিল।
না করিব সেই কর্ম্ম নিশ্চয় কহিল॥
এত শুনি বিদায় হইল সুরপতি।
জিজ্ঞাসে জনমেজয় মুনিবরপ্রতি॥
কহ মুনি ইহার কারণ মোরতরে।
ইন্দ্র কেন নিষেধ করিল দধীচিরে॥
কোন শাস্ত্রে বড় ইন্দ্র অশ্বিনীকুমারে।
বিশেষ করিয়া মুনি কহিবা আমারে॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
যেহেতু নিষেধ করে সহস্রলোচন॥
ইন্দ্র উপাসিতা যেই বিদ্যা সারাৎসার।
মুনিরে মাগিল তাহা অশ্বিনীকুমার॥
সেই বিদ্যা প্রভাবে বাসব স্বর্গপতি।
মম বিদ্যা গ্রহণ করিবে মূঢ়মতি॥
সে বিদ্যাগ্রহণে হবে সমান আমার।
মন্ত্র বলে নিতে পারে মম রাজ্যভার॥
এতেক ভাবিয়া ইন্দ্র করিল নিষেধ।
রাজা শুন পূর্ব্বকার বৃত্তান্ত বিভেদ॥
শুনি জনমেজয় হইল হৃষ্টমন।
হরি পুন কি কহেন কহ তপোধন॥
বিদায় হইয়া যদি আখণ্ডল গেল।
দোঁহে মুনি সন্নিধানে প্রভাতে আইল॥
মুনিবরে প্রণমিয়া দুই সহোদর।
নিকটে বসিল দোঁহে হরিষঅন্তর॥
কথোপকথন বহু হইল মুনিসনে।
ইন্দ্রের সংবাদ মুনি কহে দুই জনে॥
উপাসনা তোমায় করাই যদি আমি।
মম শির ছেদন করিবে সুরস্বামী॥
তোরে মন্ত্র দিয়া আমি হারাইব প্রাণ।
বুঝি দুই জনে ইহা কর সমাধান॥
অশ্বিনীকুমার বলে শুন মহাশয়।
এইবাক্যে মুনিবর না করিহ ভয়॥
অনেক ঔষধ মোরা জানি মুনিবর।
ক্ষণে জীয়াইতে পারি মৃতকলেবর॥
স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমার দুই ভাই।
যতেক ঔষধি মোর অগোচর নাই॥

প্রতিজ্ঞা করিল ইন্দ্র কাটিবে তোমায়।
মম এক নিবেদন শুন মহাশয়॥
কাটিয়া তোমার মুণ্ড রাখি গুপ্তস্থানে।
গুপ্ত মুণ্ড কথা যেন ইন্দ্র নাহি শুনে॥
অশ্বমুণ্ড তব স্কন্ধে করিয়া যোড়ন।
সেই মুণ্ডে মন্ত্র মোরা দিব দুই জন॥
মন্ত্র দিলে দেবরাজ কুপিত হইয়া।
তোমার অশ্বের মুণ্ড যাবেক কাটিয়া॥
তোমার স্বকীয় মুণ্ড মোরা দুই জন।
পুনরপি তব স্কন্ধে করিব যোজন॥
শুনিয়া দধীচি মুনি করিল স্বীকার।
মুনিশির কাটিলেক অশ্বিনীকুমার॥
অশ্বমুণ্ড যোড়া দিল মুনিবরস্কন্ধে।
পরাণ পাইল মুনি নাহি কোন সন্দে॥
অশ্বমুণ্ড পরিগ্রহ করি মুনিবরে।
উপাসনা করাইল অশ্বিনীকুমারে॥
বিদায় হইয়া দোঁহে গেল নিকেতন।
নারদ জানিয়া গেল সব বিবরণ॥
সকল সংবাদ কহিলেক পুরন্দরে।
খড়্গ হাতে করি ইন্দ্র ধায় ক্রোধভরে॥
যোগে যথা আছে বসি সে দধীচি মুনি।
তথা গিয়া উপনীত হইল বজ্রপাণি॥
দেখিল ধেয়ানে মুনি আছয়ে বসিয়া।
মুনির অশ্বের মুণ্ড ফেলিল কাটিয়া॥
অশ্বমুণ্ড লইয়া ইন্দ্র করিল গমন।
দধীচি মুনির স্কন্ধ আছয়ে তেমন॥
অশ্বিনীকুমারচর ছিল সেইখানে।
দ্রুতগতি বার্ত্তা গিয়া দিল দুই জনে॥
অশ্বিনীকুমার তথা গেল শীঘ্রতর।
মুনিমুণ্ড যুড়িলেক স্কন্ধের উপর॥
ঔষধ পরশে মুনি পাইল পরাণ।
অশ্বনীকুমারে বহু করিল ব্যাখ্যান॥
শুন সবে দধীচি মুনির অবান্তর।
পরকার্য্যে দিল মুনি নিজ কলেবর॥
পরউপকারে যদি যায় নিজপ্রাণ।
মোক্ষের ভাজন সেই ইথে নাহি আন॥
সকলে চলিয়া যাহ দধীচির স্থান।
দেবের কারণে মুনি ছাড়িবে পরাণ॥
এতেক কহেন যদি দেব নারায়ণ।
বিদায় হইল তবে যত দেবগণ॥
প্রণাম করিয়া সভে চলিল সত্বরে।
সঙ্গেতে করিয়া নিল অশ্বিনীকুমারে॥
উপনীত হইল যথা মুনি মহাশয়।
প্রণাম করিল গিয়া দেবতানিচয়॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া মুনি পূজিল সবারে।
বসিল সকল দেব আসনউপরে॥
জিজ্ঞাসিল মুনিবর গমন কারণ।
কহিতে লাগিল তবে সহস্রলোচন॥
অবধান কর মুনি তপের গোঁসাই।
নিজ নিবেদন কথা কহিতে ডরাই॥
বৃত্রাসুর হইল ত্রিদিবঅধিকারী।
নারায়ণ স্থানে সবে করিনু গোহারি॥
কহিলেন কৃষ্ণ বৃত্রবধের কারণ।
সকল দেবতা যাহ দধীচিসদন॥
দেবউপকার হেতু মুনির কুমার।
দয়া করি ছাড়িবেন প্রাণ আপনার॥
তার অস্থি লয়ে অস্ত্র রচ আখণ্ডল।
বজ্রাঘাতে মারহ দানব মহাবল॥
শুন মুনি রক্ষা হয় নাহিক অন্যথা।
আপনার প্রাণ যদি ছাড়হ সর্ব্বথা॥
মুনি বলে হেন বাক্য নাহি শুনি কাণে।
পরের লাগিয়া কেহ ছাড়ে নিজ প্রাণে॥
অনেক পুণ্যেতে প্রাণী নরযোনি পায়।
কেমনে ছাড়িতে তাহা বল দেবরায়॥
দুর্লভ জনম এই মনুষ্য উত্তম।
আর যত দেহ দেখ সকলি অধম॥
শূকর জনম হইয়া বিষ্ঠা মূত্র খায়।
শরীর ছাড়িতে তার মনে ব্যথা হয়॥
মারিতে উদ্যম যদি কেহ করে তায়।
শরীরমমতা হেতু সঘনে পলায়॥
কাক গৃধ্র শিবা শ্বান খচর গর্দ্দভ।
পিপীলিকা সর্প ভেক দেখ যত সব॥
অধম যোনির মধ্যে যেই প্রাণ ধরে।
ইচ্ছাবশে কোন জন ছাড়ে কলেবরে॥
সকল প্রাণির মধ্যে উত্তম মনুজ।
বহু পুণ্যে পাইয়াছি দেখ মুখ ভুজ॥
বিশেষে ব্রাহ্মণদেহ হয়েছে আমার।
বহু পুণ্যে দ্বিজতনু পাইনু এ বার॥
সকল প্রাণিতে জ্ঞান আছয়ে নিশ্চয়।
আহার মৈথুন নিদ্রা আর আছে ভয়॥
মনুষ্য সমান জ্ঞানী নাহি কোনজন।
এ দেহ অনেক কর্ম্ম ভজন ভাজন॥
হেন দেহ ছাড়িবারে কহ দেবরাজ।
আমি যদি মরি তবে হবে সিদ্ধ কায॥

না হইল তোমার কার্য্য মম কি বা দায়।
না বুঝিয়া আদেশ করিলা দেবরায়॥
না ছাড়িব প্রাণ আমি শুনহ বিচার।
শুনিয়া সবার মনে লাগে চমৎকার॥
ইন্দ্রআদি দেবগণ অধোমুখ হইয়া।
ক্ষিতি লিখে সর্ব্ব জন মৌনেতে বসিয়া॥
ত্রাসে কার মুখে নাহি বচন নিঃসরে।
সদয় হৃদয় মুনি জানিল অন্তরে॥
কহিতে লাগিল মুনি করুণা বচন।
ভয় ত্যজ শুনহ সকল দেবগণ॥
আমি মৈলে রক্ষা পায় দেবের সমাজ।
এ ছার শরীরে মম আর কোন কায॥
অবশ্য মরিব আমি দেবের কারণ।
মম অস্থি লৈয়া ইন্দ্র সাধ প্রয়োজন॥
যত২ কর্ম্ম করিলাম বহু পুণ্য।
আমার সার্থক জন্ম হইল ধন্য২॥
আশ্বাস পাইয়া ইন্দ্র কহে যুড়ি কর।
কত কল্প অমর হইলা মুনিবর॥
তোমার অস্থিতে হবে অস্ত্র বলবান।
এ তোমার মৃত্যু নহে জীবন সমান॥
এতেক শুনিয়া মুনি করিল স্বীকার।
যোগাসনে বসি প্রাণ ত্যজে আপনার॥
ইন্দ্রাদি দেবতাগণ হইল উল্লাসিত।
পুষ্পবৃষ্টি মুনিপরে করে অপ্রমিত॥
নাচিতে লাগিল দেবগণ ঊর্দ্ধ বাহু।
কার্য্যসিদ্ধি করিয়া আনন্দ করে বহু॥
শঙ্খ ভেরী দুন্দুভি বাজায় সুবিশাল।
বীণা ডম্ফ ঘন বাজে ফুকারে কাহাল॥
তেঘাই কাঁসর শানি বাজে মধুরিম।
মৃদঙ্গ পটহ ঢাক বাজায়ে ডিণ্ডিম॥
মধুর সুনাদ বাঁশী বাজে শত২।
উৎসব করয়ে আসি অপ্সরাদি যত॥
মেনকা উর্ব্বশী রম্ভা আর তিলোত্তমা।
জানপদী সহজন্যা রূপে অনুপমা॥
নানা রঙ্গে নৃত্য করে যত বারাঙ্গনা।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর গায় হরষিত মনা॥
মহামহোৎসব হৈল না পারি বর্ণিতে।
ডাক দিয়া দেবরাজ লাগিল কহিতে॥
হরিষ বিধানে কহে দেব আখণ্ডল।
আজিহৈতে পুণ্য তীর্থ হৈল এই স্থল॥
দধীচির তীর্থ নাম করি নিরূপণ।
আমার ভারতী এই শুন দেবগণ॥

অনন্ত জন্মের পাপ খণ্ডিবেক ইহাতে।
স্নান দান করে যেই দধীচিতীর্থেতে॥
তথাস্তু বলিয়া চলিলেন দেবগণ।
দধীচির অস্থি লয়ে সহস্রলোচন॥
ডাকি বিশ্বকর্ম্মারে কহেন শীঘ্রগতি।
বজ্র নির্ম্মাইয়া মোরে দেহ মহামতি॥
আজ্ঞা পায়ে বিশ্বকর্ম্মা বজ্র নিরমিল।
সকল অস্ত্রের তেজ তাহে সমর্পিল॥
হইল অব্যর্থ অস্ত্র বিশ্বকর্ম্মা দেখি।
বাসবেরে সমর্পিল হইয়া কৌতুকী॥
ব্রহ্মার নিকটে লয়ে গেলেন মঘবা।
প্রণাম করিলেন করিয়া নতগ্রীবা॥
বজ্র দেখি হরষিত হয়ে পদ্মযোনি।
ব্রহ্মমন্ত্রে অভিষেক করেন তখনি॥
জীবন্যাস দিয়া ইন্দ্রে বলেন বচন।
এই অস্ত্র লয়ে কর দানবমর্দ্দন॥
ইন্দ্র বজ্র পাইয়া হইয়া আনন্দিত।
ব্রহ্মারে প্রণাম করি চলেন ত্বরিত॥
দেবসৈন্য সমস্ত করিয়া সমাবেশ।
নিজ রাজ্য প্রাপ্তি হেতু উদ্যোগী সুরেশ॥
যুঝিতে চলিল বৃত্রাসুরের সংহতি।
ইন্দ্রের নিনাদ পাইলেক দৈত্যপতি॥
নিজ সৈন্য সাজিয়া চলিল দৈত্যবর।
দুই দলে মহাযুদ্ধ হয় ঘোরতর॥
রথি২ মহাযুদ্ধ হৈল বাণে২।
পদাতি২ যুদ্ধ হইল সঘনে॥
ঘোড়ায়২ যুদ্ধ হয় মহামার।
বাণে২ গগণে হইল অন্ধকার॥
অনল বায়ব্য বাণ দোঁহে এড়ে রণে।
দুই বাণ নষ্ট হয় দোঁহাকার বাণে॥
মুখ মেলি দৈত্য ইন্দ্রে গিলিবারে যায়।
দেখিয়া বৃত্রের বল বাসব পলায়॥
ইন্দ্র পলাইল দূরে লয়ে সব দেবে।
বিষ্ণুর শরণ লইলেন গিয়া সবে॥
যুদ্ধ সমাচার কহে দেব নারায়ণে।
বিষ্ণু বলিলেন ইন্দ্র শুন সাবধানে॥
বিষ্ণু তেজ নাহি কিছু তোমার শরীরে।
এই মম তেজ ধর দিলাম তোমারে॥
বিষ্ণু তেজ পায়ে তবে হইল বলবান।
পুন যুদ্ধ করিবারে গেল মরুত্বান॥
মহাযুদ্ধ সুরাসুরে হয় ঘোরতর।
পড়িল অনেক সেনা সংগ্রাম ভিতর॥

যুদ্ধকালে বৃত্রাসুর ইন্দ্রে বলে বাণী।
আমারে করহ বধ দেব বজ্রপাণি॥
ধর্ম্মপরায়ণ বৃত্র পরম বৈষ্ণব।
নানাবিধ বৃত্রাসুর শক্রে করে স্তব॥
সুরপতি বলে বৃত্র তুমি বলবান।
তোমারে ক্ষমিয়া আমি সম্বরিনু বাণ॥
বৃত্র বলে কার্য্যসিদ্ধি নহিল আমার।
ইন্দ্র মোরে ক্ষমিলা করিয়া পরিহার॥
শুন মুর্খ রণে পড়ি যাব স্বর্গলোক।
এই কর্ম্ম না করিয়া বৃথা করি শোক॥
এত বলি বৃত্রাসুর ইন্দ্রে দেয় গালি।
শুন রে পামর ইন্দ্র তোর প্রতি বলি॥
গুরুদারা হরিলি করিলি মহাপাপ।
তোরে মারি গৌতমের খণ্ডাই সন্তাপ॥
এতেক কুবাক্য বৃত্র বাসবেরে বলে।
শুনি সুরপতি কোপে অগ্নি হেন জ্বলে॥
কুলিশ ধরিয়া ইন্দ্র বৃত্রাসুরে মারে।
চুর্ণ হৈল বৃত্রাসুর বজ্রের প্রহারে॥
অপর সকল দৈত্য পলাইল রণে।
ইন্দ্র পুন রাজা হৈল অমরভুবনে॥
যার যেই কার্য্য সেই লভিল সত্বর।
সকল অমর হৈল সুস্থির অন্তর॥
শুনহ ভূপাল কুরুবংশচূড়ামণি।
কহিলাম দধীচির তীর্থের কাহিনী॥
সেই তীর্থে বলরাম হৈয়া উপনীত।
স্নান দান যজ্ঞ করিলেন নিয়মিত॥
মহাভারতের কথা সমান পীযূষ।
যাহার শ্রবণে নর হয় নিষ্কলুষ॥

## অথ শাণ্ডিল্য আশ্রমে নারদ বলরামের সংবাদ।

জিজ্ঞাসে জনমেজয় শুন মুনিবর।
পুনঃ কোন্ তীর্থে চলিলেন হলধর॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
হইয়া একাগ্রমনা করহ শ্রবণ॥
পৃথিবীর যত তীর্থ ভ্রমণ করিয়া।
শাণ্ডিল্য আশ্রমে রাম উত্তরেন গিয়া॥
শাণ্ডিল্য আশ্রম সেই যমুনার তীরে।
তথায় দেখেন রাম নারদ মুনিরে॥
তথা স্নান দান করি মনের হরিষে।
ব্রাহ্মণ ভোজনআদি করান বিশেষে॥
নারদ সহিত তথা হইল দর্শন।
বলদেবে মুনিবর কহেন বচন॥
তীর্থযাত্রা হেতু তুমি গেলা দেশান্তর।
কৌরব পাণ্ডবে যুদ্ধ হৈল ঘোরতর॥
একাদশ অক্ষৌহিণী দুর্য্যোধনসেনা।
মরিল নৃপতি বহু কে করে গণনা॥
সপ্ত অক্ষৌহিণীপতি রাজা যুধিষ্ঠির।
তাহার সহায় হৈল মহামহাবীর॥
আপনি হৈলেন কৃষ্ণ অর্জ্জুনসারথি।
সেই যুদ্ধে নষ্ট হয় সকল নৃপতি॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণআদি পড়িল সমরে।
আরো তব ভাগিনেয় অভিমন্যুমরে॥
দুর্য্যোধন একামাত্র কৃপ অশ্বত্থামা।
অবশেষ এইমাত্র কহিলাম সীমা॥
পঞ্চ ভাই পাণ্ডব দ্রৌপদীপঞ্চসুত।
অবশেষ আর কিছু নাহিক প্রস্তুত॥
হত সেনা দেখি পলাইল দুর্য্যোধন।
দ্বৈপায়ন হ্রদে গিয়া পশিল রাজন॥
তথাপি কৃষ্ণের মনে না হইল দয়া।
হ্রদহৈতে উঠাইল তথাকারে গিয়া॥
ভীম দুর্য্যোধনে হবে গদার সমর।
দেখিতে বাসনা যদি থাকে হলধর॥
এইক্ষণে সেই স্থানে করহ গমন।
বাঁচাইতে পার যদি রাজা দুর্য্যোধন॥
চক্র করি চক্রী তারে করিবেন নাশ।
চক্রির চক্রেতে পড়ি কার থাকে শ্বাস॥
শুনিয়া নারদবাক্য দেব বলরাম।
সেখানে গেলেন দ্রুত না করি বিশ্রাম॥
দ্বৈপায়নহ্রদে হইলেন উপনীত।
দেখিয়া গোবিন্দ উঠিলেন ত্বরান্বিত॥
যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
সংভ্রমে করিল সবে চরণ বন্দন॥
গোবিন্দেরে আলিঙ্গন দেন বলরাম।
কৃষ্ণ বলরাম শোভা দেখি অনুপম॥
প্রেমঅশ্রু জলে দোঁহে করিলেন স্নান।
প্রীতিবাক্যে জিজ্ঞাসেন সবার কল্যাণ॥
যুধিষ্ঠির পঞ্চ জনে করি আশীর্ব্বাদ।
শুভ জিজ্ঞাসেন রাম হরিষ বিষাদ॥
গোবিন্দে কহেন রাম শুন জগন্নাথ।
পৃথিবীর রাজগণে করিলা নিপাত॥
যতেক নৃপতিগণ হইল সংহার।
তব অবতার ক্ষিতি উদ্ধারিতে ভার॥

উত্তম করিলা ভাই ইথে নাহি দোষ।
এই কর্ম্মে সবাকার হইল সন্তোষ॥
রামের বচন শুনি কৃষ্ণ মহাশয়।
নিবেদন করিতে করেন অভিপ্রায়॥
হেনকালে দুর্য্যোধন কান্দিতে২।
প্রণাম করিল রামে ব্যাকুল মনেতে॥
দুর্য্যোধনে কোল দিয়া বহে নেত্রজল।
বলরাম জিজ্ঞাসেন তাহারে কুশল॥
কহিল সকল দুর্য্যোধন নৃপমণি।
শুনিয়া ভর্ৎসেন কৃষ্ণে দেব হলপাণি॥
তুমি বিদ্যমানেতে এমত না যুয়ায়।
সামঞ্জস্য কেন নাহি করিলা দোঁহায়॥
জগন্নাথ কহেন করিয়া যোড় হাত।
নিবেদন করি শুন রেবতীর নাথ॥
শিশুকালে পাণ্ডবে যে কৈল দুরাচার।
সকল আছয়ে দেব গোচর তোমার॥
ত্রয়োদশ বৎসর না ছিলা তুমি দেশে।
যতেক করিল দুষ্ট শুনহ বিশেষে॥
কপটে খেলিয়া পাশা নিল রাজ্যধন।
কপট পাশাতে কৈল দ্রৌপদীরে পণ॥
শকুনির বশেতে আছিল পাশা সারি।
যুধিষ্ঠির রাজা হারিলেন নিজ নারী॥
দুঃশাসন দ্রৌপদীরে আনে সভামাঝে।
তাহারে আদেশ কৈল দুর্য্যোধনরাজ॥
দ্রৌপদী হইল দাসী নাহিক বিচার।
শীঘ্রগতি আনহ বসন অলঙ্কার॥
সভামাঝে দ্রৌপদীর বস্ত্র কাড়ি লয়।
কুলবধূ জনেরে এমত যুক্তি হয়॥
তবে অন্ধ বর দিয়া কৈল পরিত্রাণ।
পুন পাশা খেলিবার করিল বিধান॥
যে হারিবে দ্বাদশ বৎসর যাবে বন।
অজ্ঞাত বৎসর এক কৈল নিরূপণ॥
আজ্ঞাকারি পাশা যেই ছিল শকুনির।
সেই পণে হারিলেন রাজা যুধিষ্ঠির॥
দ্বাদশবৎসর বনে ভ্রমিয়া পাণ্ডব।
যত দুঃখ পাইল বনে কি কহিব সব॥
অজ্ঞাত বৎসর বঞ্চিলেন মৎস্যদেশে।
অজ্ঞাতে উদ্ধার হৈল উপায়বিশেষে॥
যুধিষ্ঠির চাহিলেন স্বীয় রাজ্যভার।
কদাচিত রাজ্য নাহি দিল দুরাচার॥
যুধিষ্ঠির চাহিলেন গ্রাম পঞ্চখানি।
দুর্য্যোধন নাহি দিল হেন অভিমানী॥
দূত হৈয়া আইলাম যথা দুর্য্যোধন।
আমারে রাখিতে চাহে করিয়া বন্ধন॥
কটুবাক্য আমারে কহিল দুর্য্যোধন।
বিনা যুদ্ধে রাজ্য নাহি দিব কদাচন॥
তবে সে হইল নাথ যুদ্ধসমাবেশ।
যুদ্ধে রাজগণ সব হৈল অবশেষ॥
মম অপরাধ ইতে কি হৈল গোসাঁই।
দুর্য্যোধন তুল্য দুষ্ট পৃথিবীতে নাই॥
আমারে যে দোষ দেহ না জানি কারণ।
সকল করিল নষ্ট দুষ্ট দুর্য্যোধন॥
উহারে করহ শান্ত রেবতীরমণ।
তব প্রিয় শিষ্য বটে রাজা দুর্য্যোধন॥
যুধিষ্ঠির এখনো চাহেন পঞ্চগ্রাম।
সামঞ্জস্য করিয়া আপনি দেহ রাম॥
তব আজ্ঞা যুধিষ্ঠির না করে লঙ্ঘন।
উহারে কহিয়া দ্বন্দ্ব কর নিবারণ॥
সকল গিয়াছে একা আছে দুর্য্যোধন।
তবু পঞ্চগ্রাম মাগে ধর্ম্মের নন্দন॥
শুনিয়া কৃষ্ণের বাক্য রোহিণীনন্দন।
দুর্য্যোধন প্রতি কিছু বলেন বচন॥
শুন ভাই দুর্য্যোধন মম হিত কথা।
যুদ্ধ না করিহ তুমি শুনহ সর্ব্বথা॥
সর্ব্ব সৃষ্টি নাশ হৈল আর নাহি কেহ।
যুদ্ধে কিছু কার্য্য নাহি চিত্তে ক্ষমা দেহ॥
হৃদ্যতা করাই তোমা পাণ্ডবসহিতে।
অর্দ্ধ রাজ্য দেহ তুমি পাণ্ডবে সম্প্রীতে॥
এতেক কহিল যদি দেব হলধর।
কতক্ষণে দুর্য্যোধন করিল উত্তর॥
মোরে আর হিত বাণী কি বল গোঁসাই।
পাণ্ডবের সহ আর মম প্রীতি নাই॥
যত দুঃখ দিলাম পাণ্ডুর পুত্রগণে।
ভগ্নস্নেহে প্রীতি আর হইবে কেমনে॥
সব দুঃখ পাণ্ডব পারিবে পাসরিতে।
অভিমন্যুশোক না ভুলিবে কদাচিতে॥
সপ্ত রথী একত্র হইয়া আসি রণে।
মারিল অন্যায় যুদ্ধে সুভদ্রানন্দনে॥
মম আর রাজ্য ভার কিছু নাহি মনে।
সৌহৃদ্য করিতে দেব বল অকারণে॥
পূর্ব্বে পণ করিয়াছি সভার ভিতরে।
বিনা যুদ্ধে রাজ্য নাহি দিব পাণ্ডবেরে॥
সূচিকাগ্রে যতখানি উঠিবেক ভূমি।
বিনা যুদ্ধে ততখানি নাহি দিব আমি॥

সমরে আমারে ভীম করিবে সংহার।
যুধিষ্ঠির পাইবেন সর্ব্ব রাজ্যভার॥
সসাগরা ধরা শাসিলাম বাহুবলে।
সকল নৃপতি ছিল মম করতলে॥
সভার ঈশ্বর হয়ে ভুঞ্জিলাম ক্ষিতি।
যুদ্ধে মরি স্বর্গে গিয়া হইব তেমতি॥
রাজত্ব আমারে আর শোভা নাহি পায়।
যুদ্ধে মম প্রাণ পণ করেছি নিশ্চয়॥
এত যদি দুর্য্যোধন কহিল ভারতী।
তাহারে কহেন তবে রেবতীর পতি॥
যাহা ইচ্ছা মনে হয় তাহা কর তুমি।
যুদ্ধ কর দোঁহে দ্বারাবতী যাই আমি॥
গোবিন্দ বলেন দেব শুনিলা আপনি।
পাণ্ডবের অপরাধ শুনিলা এখনি॥
এইক্ষণে দ্বারকায় যাওয়া যুক্তি নয়।
দোঁহাকার গদাযুদ্ধ দেখ মহাশয়॥
বলরাম কহেন শুনহ দামোদর।
দেখিতে হইল তবে গদার সমর॥
যুধিষ্ঠিরে চাহিয়া বলেন বলরাম।
এ ভূমিতে না করাহ দোঁহার সংগ্রাম॥
সমন্তপঞ্চক নাম কুরুক্ষেত্রে জানি।
মহামুনিগণ মুখে শুনি সে কাহিনী॥
সেইখানে হয় যার সমরে বিনাশ।
চিরকাল হয় তার স্বর্গেতে নিবাস॥
হ্রদতীরে নহে শুন সংগ্রামের স্থান।
এইমত ধর্ম্মেরে কহেন ভগবান॥
সাধুবাদ করিয়া সকলে হলধরে।
তখনি গেলেন কুরুক্ষেত্র তীর্থবরে॥
সমর আরম্ভ হৈল ভীম দুর্য্যোধনে।
বসিল সকল লোক যথা যোগ্য স্থানে॥
মহাভারতের কথা সমান পীযূষ।
যাহার শ্রবণে নর হয় নিষ্কলুষ॥

### অথ কুরুক্ষেত্রের বিবরণ।

জিজ্ঞাসে বৈশম্পায়নে শ্রীজনমেজয়।
কুরুক্ষেত্র মহিমা বলহ মহাশয়॥
পুণ্যক্ষেত্র কেমনে হইল সেই স্থান।
আমারে বলহ মুনি করিয়া ব্যাখ্যান॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
তোমারে জানাই কুরুক্ষেত্র বিবরণ॥
তব পূর্ব্ব পুরুষ আছিল কুরুরাজা।
পুত্রবৎ করিয়া পালিত সব প্রজা॥
প্রতাপে আছিল রাজা মহাধনুর্দ্ধর।
সসাগরা পৃথিবীর হইল ঈশ্বর॥
দানেতে সমান কেহ না ছিল তাহার।
ব্রাহ্মণ অদৈন্য হৈল দানেতে যাহার॥
বিপক্ষ দলন মহারাজ চক্রবর্ত্তী।
পৃথিবী পূরিল যার যশ আর কীর্ত্তি॥
ধনুকে অভ্যাস ভৃগুরামের সমান।
পরম যোগীন্দ্র শুকদেব সম জ্ঞান॥
প্রভাতে উঠিয়া নিত্য করে স্নান পূজা।
পুরট লাঙ্গল এক স্কন্ধে লৈয়া রাজা॥
নীল দুই বৃষ নিজ যুড়িয়া লাঙ্গলে।
প্রহরপর্য্যন্ত চসে মহাকুতূহলে॥
প্রহরপর্য্যন্ত বৃষ যত দূর যায়।
সেইক্ষণে চাসে ক্ষমা দেয় কুরুরায়॥
তারপরে রাজকার্য্য করে নৃপবর।
দরিদ্র দুঃখিরে দান করে নিরন্তর॥
প্রতিদিন এইমতে চসেন ভূপতি।
সহস্র বৎসরাবধি চসে সেই ক্ষিতি॥
এক দিন চসে রাজা আপনার মনে।
ছদ্মবেশে সহস্রাক্ষ গেলেন সেখানে॥
রাজারে জিজ্ঞাসে ইন্দ্র চাতুরী করিয়া।
এই ক্ষেত্র নৃপবর চস কি লাগিয়া॥
রাজা হয়ে কর কেন কৃষকের কর্ম্ম।
ইহার কি মর্ম্ম রাজা ইতে কোন ধর্ম্ম॥
রাজা বলে স্বর্গমধ্যে ইন্দ্রের শাসন।
ধর্ম্মাধর্ম্ম করয়ে যতেক রাজগণ॥
যজ্ঞে অগ্রভাগ আগে পান সুরপতি।
তার অংশে যত রাজা বৈসে বসুমতী॥
পুরন্দর তুষ্ট হৈলে সর্ব্ব ধর্ম্ম হয়।
চারি বেদে এই কথা বিদিত নিশ্চয়॥
স্বর্গেতে অধিপ হৈল কশ্যপের সুত।
তার অংশে রাজগণ ভূমি পুরুহূত॥
যত কর্ম্ম করিবেক ক্ষিতির রাজন।
তার ধর্ম্মাধর্ম্ম পান সহস্রলোচন॥
আমি যজ্ঞ করিব যে এই ক্ষেত্রমাঝে।
অগ্র যজ্ঞ ভাগেতে তুষিব দেবরাজে॥
রাজার এতেক শুনি ধার্ম্মিক বচন।
তুষ্ট হয়ে কহিলেন সহস্রলোচন॥
আমি ইন্দ্র শুন রাজা করি পরিচয়।
বর মাগি লহ রাজা যেবা মনে লয়॥

লাঙ্গল ছাড়িয়া রাজা গলে বস্ত্র দিয়া।
ইন্দ্রের চরণ যুগে পড়িল লুটিয়া॥
তুমি ছদ্মরূপধারী দেব সুরপতি।
চর্ম্মচক্ষে চিনিতে না পারি মূঢ়মতি॥
কত দোষ করিলাম তোমার চরণে।
অপরাধ ক্ষমা কর জ্ঞানহীন জনে॥
ইন্দ্র বলে রাজা তব নাহি কিছু পাপ।
কাকুবাদ করি কেন বাড়াহ সন্তাপ॥
বর মাগ রাজা তব যেবা লয় মন।
মনোনীত বর দিব শুনহ রাজন॥
রাজা বলে সুরপতি কর অবধান।
মোরে বর দিয়া প্রভু কর সমাধান॥
সহস্রবৎসর আমি চাস দিনু ভূমে।
কুরুক্ষেত্র বলিয়া হউক মম নামে॥
এ ক্ষেত্রের ধূলি উড়ি লাগে যার গায়।
অসংখ্য জন্মের পাপ সে জন এড়ায়॥
অনিচ্ছায় ইচ্ছায় বা মরে যে এ স্থানে।
পায় যেন সে নির্ব্বাণ মুক্তি সেইক্ষণে॥
পৃথিবীতে যতেক আছয়ে তীর্থগণ।
তীর্থ চূড়ামণি নামে ইহার গণন॥
এই বর দেহ মোরে দেব দৈত্যভেদি।
এই তীর্থ রহিবেক চন্দ্র সূর্য্যাবধি॥
তথাস্তু বলিয়া ইন্দ্র হৈল অন্তর্ধান।
কুরুরাজা নিজ গৃহে করিল প্রয়াণ॥
এইহেতু কুরুক্ষেত্র শুন নৃপমণি।
তোমারে জানাই কুরুক্ষেত্রের কাহিনী॥
শ্রীজনমেজয় বলে কহ তপোধন।
তারপর কি করিল ভীম দুর্য্যোধন॥
মুনি বলে শুন তবে অপূর্ব্ব কথন।
দুই জনে যুদ্ধ হয় শুনহ রাজন॥
হোথায় সঞ্জয় কহে অন্ধনৃপতিরে।
দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে পড়িল সমরে॥
শুনি হাহাকার করি করয়ে ক্রন্দন।
মহাশোকাকুল রাজা হয়ে অচেতন॥
সঞ্জয় বলেন রাজা কেন কান্দ আর।
সর্ব্বনাশ হৈল রাজা কপটে তোমার॥
কহ রাজা কি হইবে এখন কান্দিলে।
কিং জিতং২ বলি তুমি জিজ্ঞাসিলে॥
পাণ্ডবেরে যত তুমি কর ভিন্নভাব।
সে সকল কর্ম্মেতে এখন হৈল লাভ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে শুন সূতের নন্দন।
কিমতে করিল যুদ্ধ ভীম দুর্য্যোধন॥
সঞ্জয় বলেন রাজা শুন মন দিয়া।
ভীম দুর্য্যোধনে যুদ্ধ কহি বিস্তারিয়া॥
মহাভারতের কথা সমান পীযূষ।
যাহার শ্রবণে নর হয় নিষ্কলুষ॥
ব্যাসের বচন শিরে করিয়া বন্দন।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যজন॥

লঘু ত্রিপদী।

ভীম দুর্য্যোধন করে মহারণ
দেখে সবে কুতূহল।
দেখিতে সমর লইয়া অমর
আইলেন আখণ্ডল॥
চড়িয়া বাহন করে আগমন
তেত্রিশ কোটি অমর।
যার যেই বেশ করিয়া বিশেষ
বসিল যুড়ি অম্বর॥
অপ্সরী অপ্সর কিন্নরী কিন্নর
গন্ধর্ব্ব পিশাচ রক্ষ।
প্রেত ভূতগণ না যায় গণন
আইলেক লক্ষ২॥
হংসে পদ্মাসন বৃষে পঞ্চানন
পার্ব্বতী কেশরিযানে।
দেব জলেশ্বর আইল সত্বর
চড়িয়া নিজবাহনে॥
হরিণে পবন নরে বৈশ্রবণ
মূষকে বিঘ্ননাশন।
হইয়া কৌতুকী চাপি মত্ত শিখী
আইল দেব ষড়ানন॥
শমন মহিষে পরম হরিষে
আইল দেখিতে রণ।
অষ্ট লোক পাল সজ্জা করি ভাল
করিলেন আগমন॥
দিবা নিশা পতি রমণী সংহতি
করি রথে আরোহণ।
যত সিদ্ধগণ না যায় গণন
আইল যুদ্ধসদন॥
দেবঋষিআদি নাহিক অবধি
নারদাদি মুনি আর।
ঊর্দ্ধরেতা যত হয়ে উল্লাসিত
করিলেন আগুসার॥

সবে স্থানে২ বসিলেন যানে
 দেখেন সমররঙ্গ।
ভীম দুর্য্যোধন দোঁহে করে রণ
 উঠিল রণতরঙ্গ॥
দুই মহাবলী গদা স্কন্ধে তুলি
 ফিরায় মণ্ডলী করি।
সঘনে গর্জন করে দুই জন
 যেমন দুই কেশরী॥
যেন দুই হাতী ধায় দ্রুতগতি
 পদভরে কাঁপে ক্ষিতি।
দুই বৃষে যেন করয়ে গর্জন
 কম্পিত শেষাহিপতি॥
ভীম বামাবর্ত্তে ফিরে মহাসত্ত্বে
 দক্ষিণে কৌরবপতি।
পর্ব্বত সমান দুই বলবান
 ফিরিছে পবনগতি॥
বাক্যযুদ্ধ আগে করে দোঁহে রাগে
 কেহ কারো নহে ঊন।
ভীম মহাযোধা ফিরাইছে গদা
 দুর্য্যোধন পুনঃ পুন॥
সাক্ষি২ ডাকে গদা ঘন পাকে
 দুজনে ভ্রময়ে কোপে।
দুই পদভরে থর২ করে
 সঘনে অবনি কাঁপে॥
পূরিয়া সন্ধান কৌরবপ্রধান
 ভীমেরে মারিল গদা।
পুষ্পমালাপ্রায় বৃকোদর তায়
 নাহি কিছু পায় ব্যথা॥
দুই গদাঘাত যেন বজ্রপাত
 ঠনঠনি শব্দ শুনি।
দুর্য্যোধনঅঙ্গে ভীম মহারঙ্গে
 করে গদার ঘাতনি॥
মহাগদাঘাত খায়ে কুরুনাথ
 পড়িল ধরণিতলে।
পড়ি ক্ষণমাত্র ধৃতরাষ্ট্রপুত্র
 সেইক্ষণে উঠে বলে॥
পুন দুই বীরে গদা লয়ে করে
 মণ্ডলি করিয়া ফিরে।
গদার প্রহার করে মহামার
 দুজনে মারে দোঁহারে॥
রাজা দুর্য্যোধন হয়ে কোপমন
 গদা প্রহারিল ভীমে।
বীর বৃকোদর হয়ে থরথর
 সঘনে পড়িল ভূমে॥
হয়ে অচেতন পবননন্দন
 ভূতলে পড়িল ঠায়।
দেখি নারায়ণে বিনয় বচনে
 জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মরায়॥
কহ দামোদর কৌরবঈশ্বর
 ভীমে গদা প্রহারিল।
ভীম মহাবল হইয়া বিকল
 যুদ্ধে অচেতন হৈল॥
মহাবলবন্ত কৌরব দুরন্ত
 ভীমহৈতে বলবান।
প্রলয় সংগ্রাম করে অবিরাম
 কহ হেতু ভগবান॥
গোবিন্দ কহেন নৃপবর শুন
 দুর্য্যোধন রণে কৃতী।
জানাই তোমাতে ভীমসেনহৈতে
 বলাধিক কুরুপতি॥
শুনি যুধিষ্ঠির হইয়া অস্থির
 জিজ্ঞাসেন হরিস্থানে।
দুর্য্যোধন কৃতী বলিলা শ্রীপতি
 বুঝি জয় নাহি রণে॥
কহেন শ্রীকান্ত রাজা হও শান্ত
 ভয় না করিহ মনে।
উপায় ইহার আছে সারোদ্ধার
 কহিব দেখ রাজনে॥
গোবিন্দবচনে স্থির হয়ে মনে
 রহিলেন ধর্ম্মসুত।
পবননন্দন পাইয়া চেতন
 উঠিলেন অতিদ্রুত॥
পুন গদা তুলি করিয়া মণ্ডলী
 ভ্রমে ভীম দুর্য্যোধন।
নিজ উরুতলে করাঘাত ছলে
 মারিলেন নারায়ণ॥
পবননন্দন ছিল বিস্মরণ
 আপন প্রতিজ্ঞা কথা।
কৃষ্ণের সঙ্কেতে স্মৃতি হৈল চিতে
 হইলেক সব জ্ঞাতা॥
বলরাম কাছে যুদ্ধস্থলে আছে
 নাহিক অন্যায় রণ।
নাভির অধতে গদা প্রহারিতে
 শাস্ত্রে নাহি কদাচন॥

এই ভয় মনে পবননন্দনে
অন্যায় করিতে নারে।
হলধরভয় ভাবিল হৃদয়
রাম যদি ক্রোধ করে॥
সাত পাঁচ মনে ভাবে ক্ষণে২
যে করুন হলধরে।
প্রতিজ্ঞাপালন করিব আপন
প্রহারিব উরুপরে॥
এইরূপে দোঁহে গদা লয়ে তাহে
মণ্ডলী করিয়া ভূমে।
দুর্য্যোধন গদা মারিতে সর্ব্বদা
উদ্যম করিল ভীমে॥
উরুর উপর বীর বৃকোদর
মারিতে না করে মন।
মস্তকউপর মারিতে সত্বর
ভাবিলেক দুর্য্যোধন॥
এক লাফ দিয়া শূন্যেতে উঠিয়া
বারিব ভীমের গদা।
এই অনুমানি কুরু নৃপমণি
লাফ দিয়া উঠে তথা॥
দৈবের কারণ না যায় খণ্ডন
দুর্য্যোধন লাফ দিতে।
ভীম গদাঘাত যেন বজ্রপাত
বাজে তাহার উরুতে॥
লোক দেখে রঙ্গে দুই উরু ভঙ্গে
ভূমে পড়ে দুর্য্যোধন।
দেখে দেবগণ চমৎকৃত মন
ভীম করে আস্ফালন॥
ব্যাসের বচন ভাবি অনুক্ষণ
পাঁচালি কৈল রচন।
গদাপর্ব্ব বাণী অপূর্ব্ব কাহিনী
কাশীদাসের কথন॥

অথ দুর্য্যোধনের মস্তকে ভীমের পদাঘাত।

পয়ার।

ইন্দ্র যেন গিরিভেদ করে বজ্রাঘাতে।
উরুভঙ্গে কুরুবীর পড়িল তেমতে॥
কুরুপতি উরুযুগ দেখিয়া নয়নে।
কামের অধীন হয়ে ভজে নারীগণে॥
হেন উরুভঙ্গেতে পড়িল কুরুপতি।
দুর২ শবদে কাঁপয়ে বসুমতী॥
অন্যায় সমরেতে পড়িল কুরুসুত।
উৎপাত হইল তবে দেখিতে অদ্ভুত॥
বিপরীত বাত বহে নির্ঘাত সদৃশ।
শিবাগণ কান্দে রক্ত বৃষ্টি অসদৃশ॥
দুর্য্যোধনে চাহি ভীম বলিল বচন।
শুন ওহে কুরুপতি মূঢ় দুর্য্যোধন॥
যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদীর কৈলা অপমান।
তার ফল ভুঞ্জ এবে শুন রে অজ্ঞান॥
এত বলি তার মাথে মারিলেক লাথি।
উরুভঙ্গে মানভঙ্গে স্তব্ধ কুরুপতি॥
রাজার মুকুটমণি ভাঙ্গিল চরণে।
পাষাণ হৃদয় ভীম দয়া নাহি মনে॥
হেট মাথা করিয়া আছেন মহাবীরে।
ভীম বামপদে লাথি মারিলেক শিরে॥
কৃপার সাগর যুধিষ্ঠির সাধু জন।
অশেষ বিলাপ করি ভীমসেনে কন॥
অরে ভীম কি করিলা কর্ম্ম বিগর্হিত।
এত অপমান কর্ম্ম করা অনুচিত॥
সমস্ত পৃথিবীপতি রাজা দুর্য্যোধন।
জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র রাজার নন্দন॥
কেন তারে চরণে হানিলা কুলাধম।
কুরুপতি মারিলা করিয়া অনিয়ম॥
সসাগরা পৃথিবীর রাজচক্রপতি।
তাহারে এমন কেন করিলা দুর্গতি॥
মৃগমদচন্দন সুগন্ধি সুবাসিত।
পদ্মমালা শোভে শিরে কাঞ্চনরচিত॥
ভাস্বর মুকুট মণি দিনকর প্রায়।
দুর্য্যোধনশিরোমণি ধরণী লোটায়॥
অরে দুষ্ট ভীমসেন বড় দুরাচার।
কেমনে করিলা বামপদের প্রহার॥
কৃপাবন্ত যুধিষ্ঠির করয়ে ক্রন্দন।
দেখিয়া বিস্মিত হইল যত সভাজন॥
আপনি মরিলে ভাই বান্ধবে মারিলা।
নিজ কর্ম্ম দোষে ভাই রাজ্য হারাইলা॥
সসাগরা পৃথিবীর ছিলা অধিকারী।
ভূমিতলে পড়িয়াছ রণ পরিহরি॥
ইন্দ্রের সমান তব প্রচণ্ড প্রতাপ।
সিংহাসন ছাড়ি ভূমে এই বড় তাপ॥
মহারাজগণ নাহি পায় দরশন।
রাজ্যেশ্বর হয়ে কেন ভূমিতে শয়ন॥

সহস্রেক বিদ্যাধরী তব সেবা করে।
মোহন পুরুষ তুমি সংসারভিতরে॥
হেন তুমি লোটাহ পড়িয়া ভূমিতলে।
পৃথিবী শাসিলা ভাই নিজ ভুজবলে॥
মাগিলাম পঞ্চগ্রাম কৃষ্ণে পাঠাইয়া।
পাপিষ্ঠ শকুনিবাক্যে না দিলা ছাড়িয়া॥
ভাই হয়ে চণ্ডাল হইলা মহারাজ।
এতেক করিয়া ভাই কি সাধিলা কায॥
রাজার ক্রন্দন শুনি সকল সমাজ।
পঞ্চালক সোম আর যত মহারাজ॥
কান্দয়ে সকল লোক যুধিষ্ঠির সনে।
ভূমে গড়াগড়ি যায় রাজা দুর্য্যোধনে॥
কান্দে রাজা যুধিষ্ঠির শোকে মন দুঃখে।
জানুপরে শির দিয়া কান্দে অধোমুখে॥
ভ্রাতৃবধ তাপে হিয়া ধরণ না যায়।
ভাই২ বলি রাজা কান্দে উভরায়॥
খাটপাট সিংহাসন সকল ত্যজিয়া।
ভূমেতে লোটাহ ভাই জ্ঞান হারাইয়া॥
কুবুদ্ধি লাগিল ভাই না শুনিলা বোল।
গুরুবাক্য না শুনিয়া যমে দিলা কোল॥
রাজার লক্ষণ ভাই আছিল তোমাতে।
তোমা হেন সত্যবন্ত নাহি পৃথিবীতে॥
সমর সাগর ঘোর দেখি লাগে ভয়।
একাকী করিলা রণ তুমি মহাশয়॥
তব যশ ঘুষিবেক এ তিন ভুবনে।
পুত্রশোক ধৃতরাষ্ট্র সহিবে কেমনে॥
কি বলিয়া প্রবোধিব গান্ধারী জননী।
কি বলিয়া আশ্বাসিব যতেক রমণী॥
এতেক বিলাপ করে ধর্ম্ম নরপতি।
যুধিষ্ঠিরে প্রবোধেন আপনি শ্রীপতি॥
কি কারণে ক্রন্দন করহ গুণনিধি।
এই দুর্য্যোধন রাজা দুষ্টতাজলধি॥
সে কালে এ দুষ্ট না ধরিল কারো বোল।
এখন সে মহাতাপে মৃত্যু দিল কোল॥
একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রুপদকুমারী।
সভামধ্যে আনে তারে উপহাস করি॥
জতুগৃহে পোড়াইল তোমা পঞ্চজনে।
ভীমে বিষ দিল দুষ্ট নিধন কারণে॥
বহু মিত্র বান্ধব মারিল কুরুরায়।
দুর্য্যোধনচরিত্র কহন নাহি যায়॥
অনেক প্রবন্ধে রিপু গেল রসাতল।
হেন ছারে বল ধর্ম্ম ভাই মহাবল॥

এতেক বলেন যদি দেব নারায়ণ।
শুনি দুর্য্যোধনের হইল ক্রুদ্ধ মন॥
বাহুযুগ পৃথিবীতে জাঁতি দিল ভর।
আঁটু আরোপিয়া বসি বলে নৃপবর॥
কহিতে লাগিল চাহি কৃষ্ণের বদন।
বুঝিনু আপনি যন্ত্রী তুমি নারায়ণ॥
কহিলা অর্জ্জুনে তুমি উপদেশবাণী।
ভীমে জানাইল পার্থ চক্ষু কোণে হানি॥
তোমার বচনেতে পাপিষ্ঠ পাণ্ডুসুত।
অন্যায় সমরে বীর মারিল বহুত॥
কর্ণ ভূরিশ্রবা সোমদত্ত গুরু দ্রোণ।
অন্যায় সমরেতে মারিলা নারায়ণ॥
তোমার চরিত্র আমি ভালমতে জানি।
পাণ্ডবের পক্ষ তুমি চিন্ত মম হানি॥
ধিক থাকু তোমার জীবন অকারণ।
যথা আমি তথা তব পাণ্ডুর নন্দন॥
তুমি সে মারিলা মোর সকল সমাজ।
আমারে মারিয়া তুমি সাধিলা কি কায॥
এত শুনি কেশব বলেন অতিশয়।
শুন দুষ্ট দুরাশয় গান্ধারীতনয়॥
আপনি মরিলা তুমি অধর্ম্মের ফলে।
দ্রৌপদী সতীরে চাহ করিবারে কোলে॥
তোর যত অধর্ম্মে মরিল রাজগণ।
ভূরিশ্রবা দ্রোণ ভীষ্ম কর্ণ মহাজন॥
করিলা অধর্ম্ম যত তাহা পড়ে মনে।
অভিমন্যু সপ্তরথী মারিলে যখনে॥
আপনি তোমার ঠাঁই গেলাম যখন।
যুধিষ্ঠির লাগি পঞ্চ গ্রামের কারণ॥
অঙ্গুলি প্রমাণে নাহি দিলা বসুমতী।
এখন বান্ধব হৈল ধর্ম্ম নরপতি॥
কৃষ্ণের বচন শুনি বলে দুর্য্যোধন।
না জানি মাধব তোর বীরত্ব কেমন॥
বেদ শাস্ত্র পুরাণ জানিনু ধর্ম্মাধর্ম্ম।
জগতে নাহিক কেহ করে মম কর্ম্ম॥
করিলাম নানা যজ্ঞ আর বহুদান।
সসাগরা ধরা শাসিলাম বিদ্যমান॥
ক্ষত্র হয়ে ক্ষত্রধর্ম্ম পালিনু সকল।
রাজাগণ সঙ্গে লয়ে যাই অবিকল॥
বিধবা লইয়া রাজ্য কর যুধিষ্ঠির।
স্বর্গেতে লইয়া যাই যত সব বীর॥
মম বাহু খ্যাত সর্ব্ব লোকে করে পূজা।
এত বলি নিঃশব্দ হইল কুরুরাজা॥

শুনি কিছু না বলেন কেশবপ্রভৃতি।
লজ্জিত হৈলেন বড় ধর্ম্ম নরপতি॥
দুর্য্যোধন নৃপতির শুনিয়া উত্তর।
মহাকোপে বলিলেন দেব হলধর॥
অন্যায় সমরেতে করিয়া আকর্ষণ।
দুর্য্যোধন মহারাজে করিলা নিধন॥
এত বলি ক্রোধে কম্পে নাহি পরিমাণ।
লাঙ্গল ধরেন হাতে সুমেরু সমান॥
দারুণ প্রহারে মারে ভীম দুরাচার।
অনিয়ম যুদ্ধ করে অগ্রেতে আমার॥
এত বলি লাঙ্গল ঘুড়িল হলধর।
দেখিয়া পাইল ভয় যত চরাচর॥
সশঙ্ক হইয়া কহিলেন নারায়ণ।
কোপ দূর কর প্রভু করি নিবেদন॥
পাণ্ডব কিসের বন্ধু হয়েন আমার।
কি কহিব দুর্য্যোধন দুষ্ট দুরাচার॥
একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রৌপদী সুন্দরী।
সভামধ্যে তাহারে আনিল কেশে ধরি॥
আনিয়া বসাবে বলি নিজ উরুপর।
সেই দিনে প্রতিজ্ঞা করিল বৃকোদর॥
হেন কর্ম্ম করে দুষ্ট গোচরে আমার।
সেই হেতু ভীম উরু ভাঙ্গিল ইহার॥
পাতকের প্রায়শ্চিত্ত হইল উচিত।
আপনি এ সব কথা না আছ বিদিত॥
আর কিছু পূর্ব্বকথা শুন হলধর।
মৈত্রেয় নামেতে ছিল এক ঋষিবর॥
তার স্থানে অপরাধী ছিল দুর্য্যোধন।
মৈত্র ঋষি অভ্যন্তরে ছিল কোপমন॥
তেজস্বী মৈত্রেয় ঋষি দিল তারে শাপ।
ভীম তোর উরু ভাঙ্গি ঘুচাইবে তাপ॥
সত্য অঙ্গীকার ভীম কৈল সে কারণ।
কুরুপতি উরু ভাঙ্গি করিল নিধন॥
ক্ষত্র হয়ে ক্ষত্রধর্ম্ম রাখে আপনার।
ইহাতে করিতে ক্রোধ না হয় তোমার॥
এতেক শুনিয়া ক্রোধ সম্বরেন রাম।
দুর্য্যোধন প্রশংসা করেন অবিশ্রাম॥
নিন্দা করি ভীমেরে বলেন বারেবার।
ধিক২ ভীমসেন জীবন তোমার॥
আপনার বীরত্ব দেখালি ভালমতে।
অন্যায় সমরে খ্যাতি রাখিলি জগতে॥
আছিলেন দুর্য্যোধন রণ পরিহরি।
তুমি তারে মারিলা অন্যায় যুদ্ধ করি॥
হেন ছার সভাতে বসিতে না যুয়ায়।
এত বলি রথে চড়ি যান যদুরায়॥
নিন্দা করি ভীমেরে চলেন হলধর।
একেশ্বর যান রাম দ্বারকানগর॥
দুর্য্যোধনরণ দেখি দেবগণতুষ্টি।
হরিষে সঘনে করিলেন পুষ্পবৃষ্টি॥
নৃপগণে লইয়া গেলেন ধর্ম্মরাজ।
বিষণ্ণবদনে যান শিবিরের মাঝ॥
যার যেই শিবিরে গেলেন সর্ব্বজন।
বেলা অবসান অস্ত হইল তপন॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত সমান।
অবহেলে শুনিলে বাড়য়ে দিব্য জ্ঞান॥
যতেক আছয়ে তীর্থ পৃথিবীমণ্ডলে।
তার ফল লভে মহাভারত শুনিলে॥
অমৃত অর্ণব যেই নিগূঢ় রতন।
ইহলোকে সুখ অন্তে বৈকুণ্ঠে গমন॥
ইহা জানি শুন সর্ব্বে না করিহ হেলা।
কলি ঘোর সাগর তরিতে এই ভেলা॥
শ্লোক ছন্দে রচিলেন মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস॥

ইতি গদাপর্ব্ব সমাপ্তং।

# মহাভারত।

## অথ সৌপ্তিক পর্ব্ব।

### অথ অশ্বত্থামার পাণ্ডবনাশার্থ প্রতিজ্ঞা।

শ্রীজনমেজয় কহে কহ মুনিবর।
কোন জন কি কর্ম্ম করিল অতঃপর॥
মুনি বলে দ্রোণপুত্র রাজার সাক্ষাতে।
মহাঅহঙ্কার করি লাগিল বলিতে॥
অবধান মহারাজ কৌরবঈশ্বর।
এক কথা কহি আমি তোমার গোচর॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আর শল্য আদি বীরে।
সেনাপতি করিয়া পূজিলা সমাদরে॥
কোন কর্ম্ম তোমার করিল কোন জন।
সভে পাণ্ডবের পক্ষ জানহ রাজন॥
সেকারণে তোমার না হৈল কিছু হিত।
মম ইচ্ছা হয় কিছু করিব বিহিত॥
তব অপমান আমি সহিতে না পারি।
সেনাপতি কর মোরে কুরুঅধিকারী॥
রণে যদি সেনাপতি করিতা আমারে।
সবংশে সংহার করিতাম পাণ্ডবেরে॥
আমার বীরত্ব তুমি জান ভাল মতে।
কোন জন যুঝিবেক আমার অগ্রেতে॥
ইন্দ্র যম বরুণ কুবের হুতাশন।
মম সঙ্গে বিবাদে তরিবে কোন জন॥
এক দিন যুক্তি না করিলা মম সনে।
আপন বৈভব তুমি নাশিলা আপনে॥
জনমঅবধি আমি তোমার পালিত।
সেকারণে করিবারে চাহি তব হিত॥
এখনও সেনাপতি করহ আমারে।
আজি আমি পাণ্ডবে পাঠাব যমঘরে॥
পাঞ্চাল পাণ্ডব আজি করিব নিপাত।
আমার প্রতিজ্ঞা এই শুন নরনাথ॥
দ্রৌণির বচন শুনি রাজা দুর্য্যোধন।
সাধু২ বলিয়া করেন নিবেদন॥
যে সব কহিলা মোরে গুরুর নন্দন।
পাণ্ডবের প্রিয় সবে বুঝিনু এখন॥
আর কেহ নাহি মম শুন মহাশয়।
আপনি যদ্যপি মম ঘুচাও সংশয়॥
সেনাপতি তোমারে করিব আজি আমি।
যদবধি আছি কিছু হিত কর তুমি॥
রাজার বিনয় শুনি দ্রোণের নন্দন।
গর্ব্ব করি বলিল নাশিব সর্ব্বজন॥
কৌরবের পতি শুনি এতেক বচন।
কৃপেরে চাহিয়া তবে বলিছে তখন॥
শীঘ্রগতি জল আনি দেহ মহামতি।
আজি গুরুপুত্রেরে করিব সেনাপতি॥
এতেক বলিল যদি রাজা দুর্য্যোধন।
দুই বীর চলিলেক জলের কারণ॥
কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মা চলিল তখনি।
জলঅন্বেষণ করে আন্ধার রজনি॥
স্থানে২ ভ্রমে জল খুজিয়া না পায়।
একত্র হইয়া দোঁহে ভাবেন উপায়॥
রাজার বচনে আসি জলঅন্বেষণে।
জল নাহি পাই কি করিব দুই জনে॥
কৃপাচার্য্য বলে শুন আমার বচন।
যুদ্ধকালে আনেছিল জল সৈন্যগণ॥
সেই জল বিনা আর না দেখি উপায়।
এত বলি দুই জন চলিল তথায়॥
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধুবত।
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালির মত॥

### অথ অশ্বত্থামার সৈনাপত্যে অভিষেক।

হেম কলসেতে বারি লয়ে দুই জন।
রাজার নিকটে যায় আনন্দিত মন॥
যথায় আছেন রাজা তথায় চলিল।
দুর্য্যোধন নিকটেতে জল আনি দিল॥
দেখি আনন্দিত অতি কৌরবের পতি।
অভিষেক করিতে উঠেন শীঘ্রগতি॥
উরু ভাঙ্গি পড়ি আছে উঠিতে না পারে।
স্পর্শ করি দিল বারি অশ্বত্থামাকরে॥
আপনি লইয়া বারি ঢালিলেক শিরে।
এইরূপে সেনাপতি করিল দ্রৌণিরে॥
বিদায় হইয়া তবে বীর তিন জন।
পাণ্ডব শিবিরে যায় সত্বর গমন॥
ঘোর অন্ধকার নিশা পথ নাহি চিনি।
ধীরে২ চলি যায় শব্দ নাহি শুনি॥
হেনমতে কত দূর যায় তিন জন।
বৃক্ষতলে বসি করে কথোপকথন॥
হেনকালে তারা সেই বৃক্ষের উপরে।
দারুণ সঞ্চান পক্ষী পায় দেখিবারে॥
জাগিয়া রয়েছে সেই ভক্ষণের তরে।
নিদ্রিত সকল পক্ষী সকল সংসারে॥
দেখিয়া উপায় পায়ে বলে অশ্বত্থামা।
এক বুদ্ধি পাইলাম কৃপাচার্য্য মামা॥
কহিতে লাগিল বীর দ্রোণের কুমার।
পাঞ্চাল পাণ্ডব আজি করিব সংহার॥
এইমত অশ্বত্থামা কহি দুই বীরে।
হরষিত হয়ে যায় পাণ্ডব শিবিরে॥
রণ জয় করিয়া হরিষ বড় মনে।
সুখে নিদ্রা যায় সব পাণ্ডবনন্দনে॥
এইকালে তিন জন উত্তরিল তথা।
বীরদর্প করি অশ্বত্থামা কহে কথা॥
সবংশে পাণ্ডবে আজি মারিব সমূলে।
এক জন না রাখিব পাণ্ডবের কুলে॥
কৃপ বলে এই কর্ম্ম না হয় উচিত।
নিদ্রিত জনেরে নাহি মারি কদাচিত॥
ভয়ার্ত্ত শরণাগত নিদ্রিত যে জন।
কখন না হেন জনে করি প্রহরণ॥
নিষেধ না মানি ইহা যেই জন করে।
পঞ্চম পাতকিমধ্যে গণি যে তাহারে॥
আমার বচন তুমি শুন সাবধানে।
হেন কর্ম্ম বাসনা না কর কদাচনে॥
আপন কুকর্ম্মে মরিবেক দুর্য্যোধন।
ধার্ম্মিক পাণ্ডবে হিংসা করে অনুক্ষণ॥
পাণ্ডবের সহায় সম্পদ নারায়ণ।
তাহার অহিত করি জীবে কোন জন॥
দুর্য্যোধন হিত হেতু বিচারিয়া মনে।
যত শক্তি আছিল যুঝিলা প্রাণপণে॥
তখন নারিলা যুদ্ধ করিবা এখন।
দুর্ব্বুদ্ধি ছাড়িয়া তাত স্থির কর মন॥
পিতৃবৈরি যদি চাহ করিতে নিধন।
রণমধ্যে ধরি বাপু কর নিপাতন॥
সৎকর্ম্ম করিবা তাত মনে বিচারিলা।
অসত পথে পদার্পণ কিহেতু করিলা॥
সৎকর্ম্ম সাধন তাত করহ যতনে।
অসত কর্ম্ম করিবারে ইচ্ছা কেন মনে॥
এখন যে কহি আমি শুন সাবধানে।
তিন জন চল যাই ধৃতরাষ্ট্রস্থানে॥
সভাকার অধিকারী হয় অন্ধরাজ।
সে যেমত কহিবে করিব সেই কায॥
সৌপ্তিক পর্ব্বের কথা অমৃতের ধার।
কাশী কহে শুনিলে এ ভব হবে পার॥

### অথ শিবির দ্বারে অশ্বত্থামার শিব দর্শন।

কৃপের বচন শুনি দ্রোণের নন্দন।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ কহিছে বচন॥
করিয়াছি প্রতিজ্ঞা রাজার বিদ্যমানে।
সকল করিব নষ্ট তোমার বচনে॥
ক্ষত্রধর্ম্মে আছে হেন কহে জ্ঞানি জন।
ক্ষত্র হয়ে করিবেক প্রতিজ্ঞা পালন॥
শত্রুরে করিবে ক্ষয় অশেষ প্রকারে।
বলে ছলে কৌশলে নাশিবে অকাতরে।
ক্ষত্রধর্ম্ম লইয়াছি ব্রাহ্মণ হইয়া।
রাখিব ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম রিপু সংহারিয়া॥
আমারে মন্ত্রণা দিলা নিজ শক্তিমত।
কেবা এত অজ্ঞান করিবে সেইমত॥
দুরাচার রিপু মম দ্রুপদনন্দন।
অন্যায়ে আমার তাতে করিল নিধন॥
সেই কোপে অদ্যাপি আমার তনু জ্বলে।
নিতান্ত বধিব আজি নিজ বাহুবলে॥

তাহে যেই জন তার হইবে সহায়।
তার সহ মারিয়া পাঠাব যমালয়॥
যেই দিন ধৃষ্টদ্যুম্ন নাশিলেক তাতে।
প্রতিজ্ঞা করেছি আমি সভার সাক্ষাতে॥
ব্রহ্মবধী পাতকী অধম দুরাচার।
তাহারে মারিতে হেন উত্তর তোমার॥
পাঞ্চাল পাণ্ডবে আজি করিব নিধন।
পরিতুষ্ট হইবে নৃপতি দুর্য্যোধন॥
হর্ত্তা কর্ত্তা অন্নদাতা জনমঅবধি।
প্রাণপণ করিয়া তাহার কার্য্য সাধি॥
গৃহিমধ্যে শ্রেষ্ঠ সে যে জন অন্নদাতা।
তাহারে তুষিতে পাপ নাহিক সর্ব্বথা॥
দুর্য্যোধনে তুষিব মারিব পিতৃবৈরি।
সন্তুষ্ট হইবে মোরে কুরুঅধিকারী॥
এত বলি গর্জ্জে বীর দ্রোণের নন্দন।
নিঃশব্দে রহিল কৃপ না কহে বচন॥
মহাবেগে চলে দ্রৌণি অতিক্রোধমনে।
পাছু২ দুই জনে চলে তার সনে॥
শিবির নিকটে উত্তরিল তিন জন।
পশিতে বিরোধী হৈল নর এক জন॥
বিভূতি ভূষণ তাঁর অঙ্গে ফণিহার।
চতুর্ভুজ ত্রিলোচন শিরে জটাভার॥
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করেতে ডম্বুর।
দিব্যরূপ দ্বারে বসি আছে মহাশূর॥
এইরূপে দ্বার রক্ষা করেন শঙ্কর।
নিষেধ করেন তারে যাইতে ভিতর॥
দ্রৌণি বলে যাব আমি শিবিরভিতর।
দ্বার ছাড়ি দেহ যদি প্রাণে আছে ডর॥
শুনিয়া কহেন শিব ছদ্মবেশধারী।
পুরী রক্ষা করি আমি হইয়া দুয়ারী॥
একেশ্বর আছি আমি দ্বারের রক্ষণে।
আমা না জিনিয়া পুরে যাইবা কেমনে॥
শুনিয়া কুপিল দ্রৌণি মারে নানা বাণ।
মুখ মেলি সে সব গিলেন ভগবান॥
যত বাণ এড়ে দ্রৌণি খান ত্রিলোচন।
দেখিয়া বিস্ময় মানে দ্রোণের নন্দন॥
শূন্য তূণ হৈল আর অস্ত্র নাহি হাতে।
বিস্ময় মানিয়া দ্রৌণি লাগিল ভাবিতে॥
সামান্য মনুষ্য না হইবে এই জন।
বাণ গিলে নর হয়ে না দেখি এমন॥
জিজ্ঞাসা করিল তবে দ্রোণের নন্দন।
এক নিবেদন মম শুন মহাজন॥
দারুণ আমার অস্ত্র আপনি গিলিলা।
এত বাণ খায়ে কিছু ব্যথিত নহিলা॥
শূন্য হৈল তূণ মম বাণ নাহি আর।
তোমার চরিত্র দেখি লাগে চমৎকার॥
কোন দেব আপনি কহিবা মহাশয়।
অনুগ্রহ করি নাশ করহ সংশয়॥
এতেক বলিল যদি দ্রোণের নন্দন।
প্রবোধিয়া তাহারে কহেন ত্রিলোচন॥
নাহি জান দ্রোণপুত্র আমি কোন জন।
বিশ্বনাথ নাম মম জানে বিশ্বজন॥
এত শুনি কহে দ্রৌণি যোড় করি হাত।
কৃপা করি মোরে দ্বার ছাড় বিশ্বনাথ॥
ধূর্জটি বলেন ইহা কেমনে পারিব।
পাণ্ডবের আজ্ঞা বিনা ছাড়িতে নারিব॥
চিন্তিত হইল দ্রৌণি শুনিয়া বচন।
ভাবে মনে উপায় কি করিব এখন॥
কি করিব কি হইবে ভাবে দ্রৌণি বীর।
শিবপূজা করিব অন্তরে করে স্থির॥
এত বলি গড়ে লিঙ্গ মৃত্তিকা লইয়া।
শিবের অর্চ্চনা করে বিল্বপত্র দিয়া॥
গঙ্গাজলে পুষ্প দিয়া করিল অর্চ্চন।
পূজা সারি স্তব করে দ্রোণের নন্দন॥
কাশীরাম দাস কহে শুন সর্ব্ব জন।
যেরূপে করিল স্তব দ্রোণের নন্দন॥

## দীর্ঘ ত্রিপদী।

শুন প্রভু দিগম্বর   বাঞ্ছা পূর্ণ কর হর
   আমি দীন হীন অভাজন।
ক্ষমা কর দোষ যত   আমি তব অনুগত
   নাহি জানি ভজন পূজন॥
আকাশ পাতাল ভূমি   স্থাবর জঙ্গম তুমি
   দশদিক অষ্ট কুলাচল।
ক্ষিতি অপ তেজ ব্যোম   পবন ভাস্কর সোম
   তব মূর্ত্তি বিশেষ সকল॥
কি কব তোমার তত্ত্ব   তুমি রজ তুমি সত্ত্ব
   তমোগুণে করহ সংহার।
পড়িয়াছি এই দায়   উদ্ধার করহ তায়
   তোমা বিনা কেবা আছে আর॥
ভজন বিহীন জনে   হের প্রভু ত্রিনয়নে
   লজ্জা রক্ষা কর এই বার।

কাতর এ দীন জানি কৃপা কর শূলপাণি
তোমা বিনা গতি কি আমার ॥
সুমতি কুমতিদাতা তুমি সবাকার ধাতা
পাষণ্ড কি জানিবে মহিমা।
ভক্ত জন জানে তত্ত্ব ওচরণে সদা মত্ত
গুণাতীত গুণের যে সীমা ॥
তব ভক্ত যেই জন তার নহে দুঃখি মন
সদা সুখে বঞ্চে চিরকাল।
অভক্ত তোমার যেই সদা দুঃখে মরে সেই
বদ্ধ থাকে নাহিঁ কাটে কাল ॥
জ্ঞানোদয় নাহি হয় সদা অন্ধকারময়
বৃথা সেই ভ্রমে অবিরত।
না বুঝে ধর্ম্মের মর্ম্ম সেমত আপন কর্ম্ম
ফল পায় সেই সেইমত ॥
যদি জ্ঞান হয় তার তবে ঘুচে অন্ধকার
তব পদে আশ্রয় করিলে।
দিনে২ বাড়ে মান পুন হয় পুণ্যবান
ভক্তিতে কেবল ইহা মিলে॥
এমন নামের গুণ নির্গুণের জন্মে গুণ
গুণিগণে অধিক বাহুল্য।
অনায়াসে মুক্ত হয় যেই জন নাম লয়
পৃথিবীতে নাহি তার তুল্য ॥
এত বলি দ্রোণপুত্র স্তব করি শুদ্ধচিত্ত
মহেশ্বের ভুলাইল মন।
সদয় হইয়া হর তাহারে যাচেন বর
কি বাসনা বলহ এখন ॥
দ্রৌণি বলে এই বর দেহ দেব দিগম্বর
বাঞ্ছা পূর্ণ যেন মম হয়।
করি গিয়া শত্রুনাশ দ্বার ছাড় কৃত্তিবাস
এই বর দেহ মহাশয় ॥

### অথ অশ্বত্থামার শিবিরে প্রবেশ ও ধৃষ্টদ্যুম্নাদির বধ।

#### পয়ার।

গিরীশ বলেন ইহা করিতে না পারি।
পুর রক্ষা করি আমি হইয়া যে দ্বারী ॥
এ বর ছাড়িয়া আর যাহা লয় মন।
দ্রৌণি বলে অন্যবরে নাহি প্রয়োজন ॥
যদি কদাচিত এই বর নাহি দিবে।
বলিদান গ্রহণ করহ আমাসবে ॥
দিব্য অস্ত্র যুড়ি অগ্রে জ্বালিল অনল।
পুড়িয়া মরিতে যায় দ্রৌণি মহাবল ॥
বহু স্তব করিতে সে না করিল ত্রুটি।
নিবারিয়া বর মাগ বলেন ধূর্জ্জটি ॥
দ্রৌণি বলে যদি বর দিবা ত্রিলোচন।
কৃপায় করহ মম প্রতিজ্ঞা পূরণ ॥
স্তবে বশ শঙ্কর দিলেন সেই বর।
পুনরপি বলে দ্রৌণি যুড়ি দুই কর ॥
আর এক অনুগ্রহ কর শূলপাণি।
কৃপা করি দেহ মোরে তব খড়্গখানি ॥
খড়্গ দিয়া অন্তরে গেলেন পশুপতি।
কৃপেরে চাহিয়া বলে দ্রৌণি মহামতি ॥
দ্বার আগুলিয়া দোঁহে রহ এইখানে।
কাটিহ তাহার মাথা আসিবে যে জনে ॥
খড়্গহস্তে শিবিরে পশিল বীরবর।
নিদ্রাগত ধৃষ্টদ্যুম্ন খট্টার উপর ॥
পিতৃবৈরি পায়ে বীর মহাকোপ মনে।
হাসিয়া ধরিল তবে পঞ্চালনন্দনে ॥
দ্রৌণিরে দেখিয়া বীর বিষণ্ণবদন।
গদ২ স্বরে বলে পঞ্চালনন্দন ॥
খড়্গে মুণ্ড কাটি মোর না কর নিধন।
যুদ্ধ করি কর বীর স্বকার্য্যসাধন ॥
দ্রৌণি বলে ব্রহ্মবধী দুষ্ট দুরাচার।
পশুবৎ করি তোরে করিব সংহার ॥
এত শুনি ধৃষ্টদ্যুম্ন কহে আরবার।
বিনা যুদ্ধে না মারহ দ্রোণের কুমার ॥
যুদ্ধেতে হইলে মৃত্যু স্বর্গেতে গমন।
এই কার্য্য কর বীর দ্রোণের নন্দন ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বচন শুনিয়া নাহি শুনে।
বজ্রমুষ্টিকীর ঘায় মারে ক্রোধমনে ॥
হস্ত পদ উদরেতে করিল প্রবেশ।
পশুবৎ করিয়া ভাঙ্গিল মধ্যদেশ ॥
ভীম যেন কীচকেরে করিল সংহার।
সেই মত করিলেক কুষ্মাণ্ডআকার ॥
একেশ্বর দ্রোণপুত্র মারে সভাকারে।
নিশাযোগে ঘোর রণ শিবিরভিতরে ॥
হাহাকার শব্দ যে হইল আচম্বিতে।
প্রাণভয়ে পলাইতে চাহে দ্বারপথে ॥
খড়্গ হস্তে দুই জন রক্ষা করে দ্বার।
বাহির হইতে তারা করয়ে সংহার ॥
বিপাকে পড়িয়া তারা না দেখে নিষ্কৃতি।
ঘোর রণ করে তারা দ্রৌণির সংহতি ॥
দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা রণেতে প্রচণ্ড।
কাটিল সকল সেনা করি খণ্ড২ ॥

দাবানলে বন যেন করয়ে দহন।
এই মত কাটে সেনা দ্রোণের নন্দন ॥
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ছিল এক ঘরে।
এক ঠাঁই শুয়েছিল পঞ্চ সহোদরে ॥
হাত বুলাইয়া দেখে দ্রোণের নন্দন।
ভাবিল পাণ্ডব এই ভাই পঞ্চ জন ॥
মুখে বস্ত্র বান্ধিয়া কাটিয়া পাড়ে শির।
একে২ পঞ্চ মুণ্ড কাটে দ্রৌণি বীর ॥
পঞ্চমুণ্ড বসনে বান্ধিয়া দ্রোণসুত।
পাণ্ডব জানিয়া মনে বড় হর্ষযুত ॥
জাগিয়া শিখণ্ডী ধনুর্ব্বাণ নিল হাতে।
করয়ে দারুণ যুদ্ধ দ্রৌণির সহিতে ॥
বাণে বাণ নিবারয়ে দ্রোণের নন্দন।
এইরূপে বহু যুদ্ধ করে দুই জন ॥
তীক্ষ্ণ খড়্গ লয়ে বীর দ্রোণের কুমার।
মণ্ডলি করিয়া যুঝে বীর অবতার ॥
ধরাধরি করি দোঁহে করে মহারণ।
মুণ্ডে২ বুকে২ চরণে চরণ ॥
মল্ল যুদ্ধ করি দোঁহে ক্ষিতিতলে পড়ি।
করয়ে অতুল যুদ্ধ যায় গড়াগড়ি ॥
কখন উপরে দ্রৌণি শিখণ্ডী কখন।
দোঁহারে প্রহার দোঁহে করে ক্রোধমন ॥
প্রাণপণে শিখণ্ডী মারয়ে দ্রোণসুতে।
নাহি ফুটে অঙ্গে তার দৈব বলহৈতে ॥
বজ্রমুষ্ট্যাঘাত মারে শিখণ্ডির মাথে।
ভাঙ্গিল মস্তকখান বজ্র মুষ্ট্যাঘাতে ॥
এইমতে শিখণ্ডিকে করিয়া সংহার।
এক জন অবশেষ না রাখিল আর ॥
পঞ্চ মুণ্ড লয়ে দ্রৌণি চলে হরষেতে।
দোঁহাকার সঙ্গে আসি মিলিল দ্বারেতে ॥
দ্রৌণি বলে হৈল মম প্রতিজ্ঞা পূরণ।
পাণ্ডবপ্রভৃতি আর নাহি এক জন ॥
পঞ্চ পাণ্ডবের মুণ্ড দেখহ সাক্ষাতে।
দুর্য্যোধনে দিব লয়ে চলহ ত্বরিতে ॥
শুনিয়া হইল সবে আনন্দিত মন।
নির্ভয় হৃদয় তবে করিল গমন ॥
মহানন্দে মগ্ন হয়ে দ্রোণের নন্দন।
দুর্য্যোধনে চাহিয়া বেড়ায় বহুক্ষণ ॥
রাজা দুর্য্যোধন বলি ডাকে রণস্থলে।
ঘোর অন্ধকার নিশা দৃষ্টি নাহি চলে ॥
রাজা২ বলি ডাকে খোজে বহুতর।
শব্দ শুনি কুরুবর দিলেক উত্তর ॥
রাজার নিকট আসি বীর তিন জন।
দর্প করি কহে কথা দ্রোণের নন্দন ॥
অবধানে কথা শুন রাজা দুর্য্যোধন।
মারিলাম তব শত্রু পাণ্ডুর নন্দন ॥
পাঞ্চাল বিরাটআদি যত বীর ছিল।
সকলে আমার হাতে আজি মারা গেল ॥
যে প্রতিজ্ঞা করিলাম সাক্ষাতে তোমার।
আজি আমি করিলাম পালন তাহার ॥
পঞ্চ পাণ্ডবের মুণ্ড দেখহ সাক্ষাতে।
এক জন না রাখিলাম পাণ্ডব সৈন্যেতে ॥
এত শুনি হরষিত হৈল দুর্য্যোধন।
সাধু২ বলি রাজা বলিল বচন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

## অথ হর্ষ বিষাদে দুর্য্যোধনের মৃত্যু।

পড়িয়া আছিল রাজা ভূমির উপর।
বাহু যুগ্মে ভর দিয়া উঠিল সত্বর ॥
রিপুনাশ শুনি রাজা তুষ্ট হৈল চিতে।
পাণ্ডবের মুণ্ড রাজা চাহিল দেখিতে ॥
ধন্য মহাবীর তুমি গুরুর নন্দন।
আমার পরম কার্য্য করিলা সাধন ॥
পঞ্চ মুণ্ড দেহ আমি দেখিব নয়নে।
ভীমের মস্তক আমি ভাঙ্গিব চরণে ॥
শুনি পঞ্চ মুণ্ড দ্রৌণি দিল সেই ক্ষণ।
হাত বুলাইয়া দেখে রাজা দুর্য্যোধন ॥
কৃষ্ণার দ্বিতীয় পুত্র ভীমের আকৃতি।
ভীম বলি সেই মুণ্ড নিল কুরুপতি ॥
দুই করে সেই মুণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিল।
তিলবৎ মুণ্ড গোটা গুঁড়া হয়ে গেল ॥
দেখিয়া কৌরবপতি মানিল বিস্ময়।
পাণ্ডবের মুণ্ড নহে জানিল নিশ্চয় ॥
একে২ পঞ্চ মুণ্ড ভাঙ্গে দুর্য্যোধন।
জানিল পাণ্ডব নহে এই পঞ্চ জন ॥
পর্ব্বত সদৃশ মম গদা গুরুতর।
কত প্রহারিনু তার মস্তকউপর ॥
পর্ব্বত ভাঙ্গিতে পারে করিয়া আঘাত।
দুরন্ত রাক্ষসগণে করিল নিপাত ॥
মারে বক হিড়িম্ব কির্ম্মীর নিশাচর।
জটাসুর কীচক শতেক সহোদর ॥

হেন ভীমে কাটিতে কি দ্রৌণির শকতি।
এত বলি নিশ্বাস ছাড়িল কুরুপতি॥
বিষাদ ভাবিয়া কহে দ্রোণের নন্দনে।
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র এই পঞ্চ জনে॥
শিশুগণে সংহারিয়া কি কার্য্য সাধিলা।
কুরুকুলে জলপিণ্ড দিতে না রাখিলা॥
পাণ্ডবে মারিতে পারে কাহার শকতি।
যাহার সহায় হরি কমলার পতি॥
নির্ব্বংশ করিলা তুমি ভাই পঞ্চ জনে।
কুরুকুল বংশহীন হইল এত দিনে॥
এতবলি বিষাদ করিল বহুতর।
হরিষ বিষাদে রাজা ত্যজে কলেবর॥
দেখিয়া ব্যাকুল হইল বীর তিন জন।
হাহাকার করি বহু করিল রোদন॥
দ্রৌণিরে চাহিয়া বলে কৃপমহামতি।
কি কর্ম্ম সাধিলা তুমি বধি কুরুপতি॥
হাহা দুর্য্যোধন রাজা বীর শিরোমণি।
তোমাহেন মহারাজ লোটায় ধরণি॥
মৃগমদ চন্দনে ভূষিত কলেবর।
হেন তনু দেখি এবে ধূলায় ধূসর॥
উঠ২ দুর্য্যোধন কুরুকুলপতি।
পাণ্ডবে জিনিয়া রণে ভুঞ্জ বসুমতী॥
উঠিয়া সমর কর রাজা দুর্য্যোধন।
নিঃশব্দ হইয়া তুমি আছ কি কারণ॥
পূর্ব্বে যে প্রতিজ্ঞা কৈলা পাসরিলা কেনে।
রাজসূয় করিবা পাণ্ডবে জিনি রণে॥
প্রতিজ্ঞা পালন কর উঠ দুর্য্যোধন।
সমরে মারহ আজি পাণ্ডুপুত্রগণ॥
শূচ্যগ্রে যতেক ভূমি পারে বিন্ধিবারে।
ততোধিক ভূমি নাহি দিবা পাণ্ডবেরে॥
সকল পৃথিবী ত্যাগ করিলা এখন।
ভূমিতে লোটাও ত্যজি রত্ন সিংহাসন॥
সহস্র২ রাজা বেড়িয়া চৌপাশে।
সভামধ্যে বসিতা যে মনোহর বেশে॥
সুত২ মহারাজ মুখ্য মন্ত্রিগণ।
ইহকালে অনুগত ছিল সর্ব্ব জন॥
অন্তকালে তাসভারে সংহতি লইলে।
তোমাসম রাজা নাহি হয় ক্ষিতিতলে॥
তোমার জনক অন্ধ অম্বিকানন্দন।
তোমা বিনা কিপ্রকারে ধরিবে জীবন॥
কি বলিব গিয়া মোরা তাহার গোচরে।
শুনি কি বলিবে অন্ধ আমাসবাকারে॥
গান্ধারী জননী তব ভানুমতী নারী।
অপর যতেক শত শত বিদ্যাধরী॥
তারা সবে কি করিবে তোমার বিহনে।
কোন সুখে যাব মোরা তোমার ভবনে॥
হায় বিধি কোন কর্ম্ম করিব এখন।
এইরূপে বিলাপ করয়ে তিন জন॥
দ্রৌণিরে চাহিয়া বলে কৃপ মহাশয়।
আমি যাহা কহি তাহা শুন দুরাশয়॥
মতিচ্ছন্ন হয়ে তুমি দুষ্কর্ম্ম করিলা।
পাণ্ডবের পুত্র বন্ধু সকল নাশিলা॥
গোবিন্দ সাত্যকি আর পাণ্ডুপুত্রগণ।
না জানি কোথায় আছে তারা সপ্তজন॥
শিবিরে থাকিত যদি তার এক জন।
তবে কি পাইত রক্ষা তোমার জীবন॥
সভারে রাখিয়া তারা শিবিরভিতরে।
পাণ্ডব গিয়াছে বুঝি হস্তিনানগরে॥
এ সকল কথা তারা শুনিয়া শ্রবণে।
পৃথিবী খুজিয়া তোমা বধিবে পরাণে॥
তোর দোষে দোঁহে মোরা সঙ্কটে পড়িব।
পাণ্ডবের হাতে আজি প্রাণ হারাইব॥
দারুণ দুরন্ত ভীম সদা ক্রোধময়।
নিশ্চয় মারিবে সেই এক গদাঘায়॥
ঘোর রণহৈতে মোরা পাইনু উদ্ধার।
পুনর্জ্জন্ম বলি মনে করিনু বিচার॥
তোর দোষে মরিব এড়ান নাহি আর।
দুরন্ত ভীমের হাতে নাহি প্রতিকার॥
কাহার শরণ লব কে করিবে ত্রাণ।
তোর কর্ম্ম দোষে আজি হারাইব প্রাণ॥
এইরূপে বিচার করয়ে বহুবীর।
দম্ভ করি বলে তবে দ্রোণের কুমার॥
না বুঝিয়া ভয়ার্ত্ত হইলা অতিশয়।
পাণ্ডবের হেতু কিছু না করিহ ভয়॥
যদি পাণ্ডবের সহ হয় দরশন।
মোর সহ বিরোধে তরিবে কোনজন॥
রণ করি পাণ্ডবে পাঠাব যমালয়।
মারিব পাণ্ডবে আমি কহিনু নিশ্চয়॥
ব্রহ্ম অস্ত্র আছে সেই আমার সদনে।
কার শক্তি হইবেক তাহার বারণে॥
ব্রহ্মঅস্ত্র এড়িয়া মারিব পাণ্ডবেরে।
যদি রক্ষা করে তাহা দেব দামোদরে॥
বিনয় করিব আমি ধর্ম্মের নন্দনে।
তোমা দোঁহে রক্ষা করি মরিব আপনে॥

এইমত তিন জনে করিয়া বিচার।
ভাবে রণসিন্ধুমধ্যে কিসে হব পার॥
অভয় পঙ্কজ পদ চিন্তে মনেমন।
সুমতি কুমতি দাতা সেই নারায়ণ॥
এইরূপে তিন জন ভাবিতে লাগিল।
ইতোমধ্যে বিভাবরী বিভাত হইল॥
প্রাণভয়ে তিন জন তথা নাহি রয়।
চলিল নগরমুখে সশঙ্ক হৃদয়॥
ভারত সৌপ্তিক পর্ব্ব অপূর্ব্ব কথন।
পয়ার প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচন॥
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
বিরচিল কাশীদাস দেবরাজানুজ॥

ইতি সৌপ্তিকপর্ব্ব সমাপ্তং।

# মহাভারত।

---

## অথ ঐষীক পর্ব্ব।

### অথ পঞ্চপুত্র মৃত্যু শ্রবণে যুধিষ্ঠিরের খেদ।

শ্রীজনমেজয় বলে কহ তপোধন।
ধৃষ্টদ্যুম্নে বধি গেল দ্রোণের নন্দন ॥
শুনিয়া কি করিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
বিস্তারিয়া সেই কথা কহ তপোধন ॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয়।
সর্ব্ব সৈন্য বধি গেল রজনি সময় ॥
শোকাবেশে রজনি হইল সুপ্রভাত।
ডাকে কাক কোকিল উদয় দিননাথ ॥
পৃথিবী পূর্ণিত সব রক্তে বহে নদী।
উড়ি বুলে কাক চিল গৃধ্র কঙ্কআদি ॥
ধৃষ্টদ্যুম্নসারথি আছিল নিশাকালে।
জীবন রাখিয়াছিল মড়ার মিশালে ॥
প্রলয় মানিয়া মনে পাইল তরাস।
দেখিল নিভৃতে রহি সকল বিনাশ ॥
রবির প্রকাশে নিশা প্রসন্ন দেখিয়া।
যুধিষ্ঠিরে বার্ত্তা দিতে চলিল ধাইয়া ॥
আছে বা না আছে ধর্ম্ম মনের ভাবনা।
উরুতে চাপড় মুখে রোদন বিমনা॥
কান্দিয়া২ গেল যথা ধর্ম্মরাজ।
উপনীত হইয়া কহিছে সভামাঝ ॥
অবধান কর রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
নিশাকালে বধি গেল সব সেনাগণ ॥
ধৃষ্টদ্যুম্নআদি করি যত বীর ছিল।
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র সহিত মারিল ॥
নিশাতে আসিয়া দুষ্ট দ্রোণের নন্দন।
অকস্মাৎ ব্যূহমধ্যে করিল গমন ॥
নিদ্রায় কাতর ছিল যত সেনাগণ।
একে২ বধিলেক নাহি এক জন ॥
মৃতসঙ্গে ছিনু আমি করিয়া প্রকার।
বার্ত্তা দিতে আসিয়াছি অগ্রেতে তোমার ॥
শুনিয়া করেন খেদ ধর্ম্মের নন্দন।
সকল করিল নষ্ট দ্রৌণি দুষ্ট জন ॥
কিরূপে এমত যুদ্ধ হৈল কহ শুনি।
সূতপুত্র বলে অবধান নৃপমণি ॥
ইহার বৃত্তান্ত রাজা কি কহিব আর।
আজি নিশাকালে সৈন্য করিল সংহার ॥
কোন দেবে সহায় করিয়া কি আইল।
কোন দেবতায় সাধি এ বর পাইল ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডীপ্রভৃতি বীরবর।
সংগ্রামের পরিশ্রমে শ্রান্ত কলেবর ॥
শিবিরে নিশায় সবে আছিল শয়নে।
আসিয়া দ্রোণের পুত্র বধিল জীবনে ॥
যার যত সেনা ছিল সুহৃদ বান্ধব।
একাকী বধিয়া গেল দেখি অসম্ভব ॥
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র সভার জীবন।
নিদ্রায় কাটিল শির দ্রোণের নন্দন ॥
সংহতি বাহিনী যত ছিল সম্বোধিতে।
সকল মারিল শেষ জান নরপতে ॥
রমণি আছিল যত যাহার সংহতি।
অঙ্গ ভঙ্গ করিয়া রাখিল মারি লাথি ॥
মূর্চ্ছাপন্ন কেহ কেহ ভয়েতে বিনাশ।
প্রহারে পড়িয়া কেহ ঘন বহে শ্বাস ॥
অশ্বত্থামা দুষ্টমতি দয়া নাহি প্রাণে।
কাতরে চরণে পড়ে তবু শির হানে ॥
অস্ত্রশস্ত্র বিবর্জিত ছিল যত সেনা।
কেহ বা শয়নে ছিল হৈয়া অচেতনা ॥

কেশে ধরি আনি তার শির ফেলে কাটি।
নিদ্রায় কাতর অতি করে ছটফটি॥
তোমারে কহিতে বিধি রাখিল আমায়।
যে ছিল মরিল সবে শুন ধর্ম্মরায়॥
শুনি রাজা ভূমিতে পড়েন অচেতনে।
যেমতে পড়য়ে বৃক্ষ মূলের ছেদনে॥
সম্বিত পাইয়া রাজা করেন বিলাপ।
কি করিতে কি হইল কত ছিল পাপ॥
এখন কি করি জয়ে লইয়া ভুবন।
সর্ব্ব শূন্য দেখি এবে সব অকারণ॥
কি করিতে কি হইল জানিব কেমনে।
সম্পদে বিপদ ঘটিলেক দিনে২॥
মুনিগণ সহ ভাল ছিলাম কাননে।
পাপ ভোগ মম হয় রাজ্যের কারণে॥
জ্ঞাতি বন্ধুগণ যত শ্বশুর মাতুল।
মায়া হেতু আসি সভে হয় অনুকূল॥
ধৃষ্টদ্যুম্নআদি হেন সহায় আমার।
কোথায় শিখণ্ডী সখা না দেখিব আর॥
কুটুম্ব প্রধান মম হিতকারী সদা।
বলিষ্ঠের শ্রেষ্ঠ ছিল দুষ্টের বিপদা॥
পুত্র পৌত্র সঙ্গে করি পরম উল্লাস।
আসিয়া আমার কার্য্যে হইল বিনাশ॥
বুদ্ধিমন্ত মহারাজ অতুল পৌরুষে।
ক্ষিতিতে প্রধান ইন্দ্র গণি যে বিশেষে॥
সাধিয়া আপন কার্য্য স্বচ্ছন্দে শয়নে।
গুরুপুত্র আসি নাশে ধর্ম্ম নাহি মানে॥
নাম ধরি২ কত করেন বিলাপ।
স্বকার্য্য সাধনে মম হইল মনস্তাপ॥
অভিমন্যু মরে রণে মহাযুদ্ধ করি।
সেই মহাশোক আমি পাসরিতে নারি॥
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র নিদ্রায় আছিল।
মূঢ়মতি অশ্বত্থামা সভারে মারিল॥
আমার হিতের হেতু ছিল যত জন।
গৃহেতে না গেল সভে হইল নিধন॥
জননী রমণি যারা আছে গৃহালয়।
কান্দিয়া কতেক নিন্দা করিবে আমায়॥
এ সব ভাবিয়া মম স্থির নহে মন।
এমন হইল দশা দৈবের ঘটন॥
বীর শূন্য হইলাম কিছু নাহি সেনা।
বৃথা রাজ্য কার্য্য নাহি সংসার বাসনা॥
বাঞ্ছা করি পুনঃ গিয়া বনবাস করি।
তপ আচরণ করি হইয়া ব্রহ্মচারী॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ মদ্রপতি আদি।
এক২ বীর জিনে পৃথিবী অবধি॥
সভারে করিনু জয় কৃষ্ণ সহকারে।
কে জানে দুর্দশা শেষে ঘটিবে আমারে॥
রাজার বিলাপ শুনি কান্দে সর্ব্ব জন।
দ্রৌপদী কান্দিয়া বলে করুণা বচন॥
পিতৃ ভ্রাতৃ আদি করি যত বন্ধুগণ।
এককালে অকস্মাৎ হইল নিধন॥
শুনিয়া নিষ্ঠুর বাক্য হরিল চেতনা।
মস্তক উপরে যেন পড়িল ঝঞ্ঝনা॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে দেবী পড়ে অশ্রু জল।
ভাই২ বলি কান্দে হইয়া বিকল॥
জয় হেন মানি চিত্তে আনন্দ বিশাল।
তার বিপরীত আজি ঘটাইল কাল॥
যেমত আনন্দ হইল তেন নিরানন্দ।
ভাবিয়া কি হবে এবে বিধি কৈল মন্দ॥
এমত করিবে বিধি জানিব কেমনে।
কৌরব সহিত দ্বন্দ্ব হইল যখনে॥
সকল করিয়া নাশ আপনি বিনাশ।
পাপ রাজ্যে কার্য্য নাহি যাব বনবাস॥
উজ্জ্বল হইয়া দীপ্তি হইল নির্ব্বাণ।
আমার বৈভব লাভ তাহারি সমান॥
যেমন নক্ষত্র চন্দ্র আদি নিশাযোগে।
আকাশে প্রকাশ করে দেখি চতুর্দ্দিগে॥
সেইরূপ সৈন্য ছিল যামিনী শোভনে।
সকল বিনাশ হৈল নাহি দেখি দিনে॥
এককালে নানা শোক উপস্থিত আসি।
শোকের সাগরে আমি তৃণ হেন ভাসি॥
কষ্টভাগ্যে কষ্ট হয় নাহি হয় দূর।
স্বয়ম্বরে পাই দুঃখ জনকের পুর॥
লক্ষ রাজা স্বয়ম্বরে করিল গমন।
লক্ষ বিন্ধি প্রাপ্ত হৈল ইন্দ্রের নন্দন॥
তাহাতে অনেক কষ্ট পাইনু অপার।
কৃষ্ণের কৃপায় তাহে হইল নিস্তার॥
ইন্দ্রপ্রস্থে রাজা হইলেন ধর্ম্মরাজ।
ভুবন বিখ্যাত হৈল রাজসূয় কায॥
ত্রিভুবনে নিমন্ত্রণ করিল সভারে।
কত শত রাজা আসি রহিল দুয়ারে॥
কুবের সম্পদ জিনি হইল বৈভব।
পৃথিবীকে একছত্র করিল পাণ্ডব॥
জনে২ বিষয় দিলেন যুধিষ্ঠির।
সম্পদের সংখ্যা নাহি পূর্ণিত মন্দির॥

দেখি দুর্য্যোধন রাজা করিল মন্ত্রণা।
শকুনি পাপিষ্ঠে আনি দিলেক যন্ত্রণা॥
পাশা খেলি রাজ্য ধন হরিয়া লইল।
সভামধ্যে আমার যে চুলেতে ধরিল॥
বস্ত্রহরণের কষ্ট দিল দুঃশাসন।
কতেক কহিব তাহা না যায় কথন॥
আকর্ষণ করি কেশ টানে পুনঃ২।
কেহ কিছু নাহি বলে সকলি বিগুণ॥
দুর্য্যোধন পাপমতি দেখাইল উরু।
একারণে ভাঙ্গে ভীম মারি গদা গুরু॥
কর্ণ দুষ্ট আমারে বলিল কুবচন।
মরণ অধিক হইল না যায় কথন॥
যে কষ্ট হইল তা না পারি কহিবারে।
অমঙ্গল দেখি অন্ধ চিন্তিল বিচারে॥
আমারে ডাকিয়া অন্ধ দিল বরদান।
ধন রাজ্য দিয়া পুন করিল সম্মান॥
ধন পায়ে নিজ রাজ্য করিনু গমন।
পুনঃ পাশা খেলি দুষ্ট পাঠায় কানন॥
পঞ্চ স্বামী সঙ্গে করি গেলাম সে বনে।
কি করিব রহিলাম কাম্যক কাননে॥
বনবাসে নানা কষ্ট হইল ভোগিতে।
কত দিনে দুর্য্যোধন বিচারিল চিতে॥
দুর্ব্বাসা মুনিরে পাঠাইল সেই বন।
শিষ্য ষাটি সহস্র লইয়া তপোধন॥
তবে কত দিনে জয়দ্রথে পাঠাইল।
আসিয়া আমার বাসে অতিথি হইল॥
শূন্য ঘর দেখি দুষ্ট হরিল আমায়।
ধর্ম্ম রক্ষা করিলেন আমারে সে দায়॥
অনন্তরে গিয়া আমি বিরাটআলয়।
সৈরিন্ধ্রী হইয়া দুঃখ ভোগিলাম তায়॥
তবে কত দিনে দুষ্ট কীচক দুর্ম্মতি।
আমারে দিলেক দুঃখ অতিপাপমতি॥
প্রকারে মারিল ভীম রজনি সময়।
তাহে পাইলাম রক্ষা কৃষ্ণের কৃপায়॥
না জানি কি আছে আর বিধাতার মনে।
জটাসুর দিল দুঃখ কাম্যক কাননে॥
বলে লৈয়া যায় দুষ্ট পৃষ্ঠেতে করিয়া।
তাহাকে মারিল ভীম গদা আস্ফালিয়া॥
তাহাতে পাইনু রক্ষা কৃষ্ণের কৃপায়।
কত দুঃখ কব আর কহন না যায়॥
এই সব দুঃখ স্মরি জ্বলে বহ্নি জ্বালা।
কত আর নিবাইব হইয়া অবলা॥
এবে শত্রু বিনাশিয়া মনে হৈল আশ।
গত নিশি আমার ঘটিল সর্ব্বনাশ॥
এখন জীবন ধরে এই পাপ তনু।
আমাকে উচিত হয় প্রবেশি কৃশানু॥
পিতৃ ভ্রাতৃ পুত্র শোকে জ্বলে কলেবর।
যেমন গরল জ্বালা জ্বলিছে অন্তর॥
কান্দিয়া শত্রুর নারী মনে পায় ব্যথা।
তাহার অধিক মোরে করিল বিধাতা॥
দ্রৌপদী ক্রন্দন শুনি ভীম ধনঞ্জয়।
অবসন্ন বিষণ্ণ দেখেন শূন্যময়॥
বিহ্বল হইয়া পড়ে মাদ্রীর নন্দন।
দ্রৌপদীহইতে করে অধিক ক্রন্দন॥
শোকেতে আকুল হয়ে ধর্ম্মের নন্দন।
শিবিরে দেখিতে রাজা করেন গমন॥
কাক চিল উড়ে পড়ে শিবা কঙ্কআদি।
খর স্রোতে বহিতেছে শোণিতের নদী॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

## অথ অশ্বত্থামার মুণ্ড ছেদনার্থ ভীমের যাত্রা।

শিবির দেখিয়া রাজা দুঃখী অসম্ভব।
অশ্রু বহে নেত্রে কান্দে যতেক পাণ্ডব॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি হত দেখি যুধিষ্ঠির।
বিলাপ করেন কত নেত্রে বহে নীর॥
সকল মরিল রাজ্যে কোন প্রয়োজন।
বৃথা করিলাম এত অসাধ্য সাধন॥
ভীম বলে রাজা শোক কর অনুচিত।
আপনার কর্ম্ম ভোগ কে করে খণ্ডিত॥
আপনি থাকিলে সর্ব্ব পাবা মহাশয়।
অকারণে কর শোক ইতরের প্রায়॥
কর্ম্মবশে জন্ম মৃত্যু হয় পুনঃ২।
কোথা ছিলা কোথা যাবা তাহা নাহি গণ॥
কর্ম্ম বশে আসি মিলে কেহ নহে কার।
জন্মিলে মরণ আছে নহে খণ্ডিবার॥
যে মরিল সে চলিল যথা কর্ম্মভোগ।
কেবল শরীর ছাড়ে দৈবের সংযোগ॥
কাল পূর্ণ হইলে যে কে রাখিতে পারে।
কত শত মহারাজ পুনঃ২ মরে॥
অষ্টাদশ দিন যুদ্ধ করিয়া সকলে।
সকল জিনিয়া মৃত্যু হইল নিশাকালে॥

কাল পূর্ণ হইলে মরে বিধির নির্ব্বন্ধ।
কালেতে সংহার করে এথে এই বন্ধ ॥
ইথে শোক অনুচিত ভাবিয়া কি কায।
শাস্ত্রবিজ্ঞ হৈয়া কেন চিন্ত মহারাজ॥
অতঃপর দ্রৌপদী কহেন শোকাবেশে।
অশ্বত্থামা মুণ্ড আনি দেহ মম পাশে॥
আছে এক দ্রৌণির মস্তকে বন্ধ মণি।
মুণ্ড কাটি সেই মণি যদি দেহ আনি॥
তবে শোক নিবারণ হয়তো আমার।
নহে ভ্রাতৃ পুত্রশোকে না বাঁচিব আর॥
শুন ভীম মহাবীর তোমা সম নাই।
বিক্রমে বিশাল তোমা করিল গোঁসাই॥
সুগন্ধিক পুষ্পোদ্যানে জিনি যক্ষরাজ।
হিড়িম্বে মারিলা তুমি অরণ্যের মাঝ॥
ব্রাহ্মণ রক্ষণে বকে করিলা বিনাশ।
কির্ম্মীরে বধিয়া কৈলা কাননে নিবাস॥
জয়দ্রুথ ভয়হৈতে করিলা উদ্ধার।
কীচকে বধিয়া মান রাখিলা আমার॥
এখন এ শোকসিন্ধু মধ্যে ডুবি মরি।
রক্ষা কর আমারে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করি॥
দুঃশাসন রক্তপান কৈলা রণমাঝে।
উরু ভাঙ্গি ভূমিতে পাড়িলা কুরুরাজে॥
প্রতিজ্ঞা পূরণে পদাঘাত কৈলা শিরে।
সমুদ্র তরিয়া মরি গোক্ষুরের নীরে॥
আমার বচন ধর বধ অশ্বত্থামা।
সকল নিষ্ফল হৈল তোমার মহিমা॥
এখন উচিত হয় এই সব কথা।
শীঘ্র মোরে আনি দেহ দ্রোণপুত্রমাথা॥
ব্রাহ্মণ হইয়া রাক্ষসের কর্ম্ম করে।
নিদ্রাগত পায়ে দুষ্ট সভারে সংহারে॥
তাহার বিনাশে নাহি ব্রহ্মবধ ভয়।
অধর্ম্ম করিল সেই দুষ্ট দুরাশয়॥
কান্দিতে২ এত দ্রৌপদী কহিল।
অনুমতি হেতু ভীম ধর্ম্মে জানাইল॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন এই সে উচিত।
কর্ম্মঅনুসারে শাস্তি শাস্ত্রের বিহিত॥
এত শুনি ভীম বীর রথ আরোহিয়া।
নকুলে সারথি করি চলিল ধাইয়া॥
ভীমের এতেক সজ্জা আরম্ভ দেখিয়া।
গোবিন্দ বলেন ধর্ম্মরাজে সম্বোধিয়া॥
অশ্বত্থামাবিনাশে পাঠাও বৃকোদরে।
বিচার না করি রাজা যুক্তি দেহ তারে॥
অসাধ্য সাধন সেই সিদ্ধি অসম্ভব।
সংসারে বিজয়ী সে কে করে পরাভব॥
পরাক্রম তাহার কি না আছ বিদিত।
না বুঝিয়া হেন কর্ম্ম কর বিপরীত॥
ত্রিলোকের এক বীর মহাধনুর্দ্ধর।
পরাক্রম করি জিনে সব চরাচর॥
কি করিবে ভীম তারে করি মহারণ।
ভীমহইতে না হইবে তাহার দমন॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কহি যবে ছিলা বনে।
অশ্বত্থামা নিরবধি ভ্রমিত কাননে॥
দৈবে এক দিন গেল দ্বারকাভুবনে।
দেখিব যাদবগণে হরষিত মনে॥
বিক্রম করিয়া বলে আমার সাক্ষাতে।
ব্রহ্মশির অস্ত্র আমি জানি ভালমতে॥
তাহা লৈয়া চক্র মোরে দেহ চক্রপাণি।
ত্রৈলোক্য জিনিতে পারি হেন অস্ত্র জানি॥
অব্যর্থ আমার অস্ত্র জানে ত্রিভুবন।
ইহা লৈয়া চক্র মোরে দেহ নারায়ণ॥
উপরোধ হেতুক বিলম্ব না করিয়া।
দ্রৌণিকে দিলাম চক্র তখনি আনিয়া॥
তুলিতে নহিল শক্ত রাখি চক্রবর।
কহিল না লব চক্র রাখ চক্রধর॥
ইহার অধিক মোর আছে ব্রহ্মশির।
বজ্রদণ্ডে জিনি আমি শুন যদুবীর॥
পৃথিবী সংহার দেব করে এই বাণে।
কাহারে না দিয়া অস্ত্র দিল মোর স্থানে॥
করিলাম জিজ্ঞাসা যে দ্রোণের নন্দনে।
তবে চক্র চাহ কেন আমার সদনে॥
অশ্বত্থামা বলে তোমা জিনিবার মনে।
অস্ত্রহইতে শ্রেষ্ঠ চক্র জানিনু এক্ষণে॥
কার্য্য নাহি তোমাসহ বিবাদ আমার।
এত বলি তথাহইতে কৈল আগুসার॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত রাজা কহিনু তোমায়।
বুঝিয়া করহ কার্য্য যেবা মনে লয়॥
দ্রোণপুত্র দুরাত্মা সে ক্রোধন চঞ্চল।
ব্রহ্মশির অস্ত্র তার সদা করতল॥
আমার বচনে তুমি রাখ ভীম বীর।
শুনিয়া চিন্তিত অতি রাজা যুধিষ্ঠির॥
সকল মজিল রাজ্য কি কার্য্য বিশেষ।
নিশ্চয় মরিব আমি শুন হৃষীকেশ॥
আগে ভীম চলি গেল না শুনি বারণ।
এখন উচিত যাহা কর নারায়ণ॥

তোমা বিনা গতি আর নাহি ত্রিভুবনে।
বল বুদ্ধি পরাক্রম নাহি তোমা বিনে ॥
যে হয় হবার কার্য্য করহ উচিত।
তোমা বিনা পাণ্ডবের অন্য নাহি স্থিত ॥
গোবিন্দ বলেন চল ভীমের পশ্চাৎ।
বিলম্ব না কর আর শুন নরনাথ ॥
অর্জ্জুন সহিত হরি করেন গমন।
তাহার পশ্চাতে যান ধর্ম্মের নন্দন ॥
রথ রথী পদাতিক চলিল অপার।
নানা বাদ্য কোলাহল কৈল আগুসার ॥
অশ্বত্থামা সর্ব্ব সৈন্য করিয়া বিনাশ।
ভয়ে পলাইয়া রহে যথা মুনি ব্যাস ॥
তথা উপনীত হৈল ভীম মহাবাহু।
অশ্বত্থামা দেখি যেন চন্দ্রে গেলে রাহু ॥
বাদ্যশব্দে অশ্বত্থামা কম্পিত হইল।
ভীমের গর্জন শুনি বিস্ময় মানিল ॥
ভীমে দেখি অশ্বত্থামা করিল সাহস।
মরণ চিন্তিল মনে রাখিবারে যশ ॥
অশ্বত্থামা অস্ত্র ধনু নাহি করে ধরে।
মুষ্টি করি লইল ঈষিকা সব্যকরে ॥
মন্ত্রপড়ি ছাড়িলেক দিয়া হুহুঙ্কার।
নিষ্পাণ্ডবা ক্ষিতি করে প্রতিজ্ঞা তাহার ॥
ক্রোধ করি অস্ত্র ছাড়ে করিয়া গর্জ্জন।
বাণের মুখেতে অগ্নি হয় বরিষণ ॥
হেনকালে তথা পার্থ গোবিন্দ আসিয়া।
প্রলয় অনল উঠে সম্মুখে দেখিয়া ॥
অর্জ্জুন কহেন কৃষ্ণ কি দেখহ আর।
ক্ষণেক থাকিলে তোমা করিবে সংহার ॥
সম্বরণঅস্ত্র জান দ্রোণউপদেশে।
সত্বরে সন্ধান পূর অস্ত্রের বিনাশে ॥
ক্ষণেক থাকিলে হবে অসাধ্য হে সখা।
প্রলয় অনল উঠে নাহি যাবে রাখা ॥
অর্জ্জুন শুনিয়া আইলেন ক্রোধভরে।
করতলে ধরি অস্ত্র সাহসী অন্তরে ॥
আগু হৈয়া রথহৈতে নামি ধনঞ্জয়।
দাণ্ডাইয়া রহিলেন কারো নাহি ভয় ॥
যোড় হাতে গুরুপদে করি নমস্কার।
ধনুক টঙ্কার দেন লোকে চমৎকার ॥
এড়িলেন এক বাণ উঠিল আকাশে।
গর্জ্জন করিয়া যায় দ্রোণপুত্র নাশে ॥
তন্ত্রে মন্ত্রে বাণ এড়িলেন ধনঞ্জয়।
হইল প্রলয় যুদ্ধ দোঁহেতে দুর্জ্জয় ॥

তিন লোক শব্দে কাঁপে কাঁপে চরাচর।
যেন কালদণ্ড বাণ জ্বলে বৈশ্বানর ॥
উল্কাপাত নির্ঘাত সে বাণহৈতে খসে।
হইল প্রলয় বড় পৃথিবী বিনাশে ॥
ঝাঁকে২ অগ্নিবৃষ্টি হয় ঘনেঘন।
প্রলয় দেখিয়া স্থান ছাড়ে দেবগণ ॥
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল কাঁপিল সর্ব্ব লোক।
মহাশব্দে বন যেন পোড়ায় পাবক ॥
দুই অস্ত্র সম দেখি কেহ নহে ঊন।
মহাবীর দুই জন কেহ নহে ন্যূন ॥
গিরি বৃক্ষ পোড়ে তাহে প্রাণি কিসে গণি।
অকালে প্রলয় হয় মানে সর্ব্ব প্রাণি ॥
মহাশব্দে পুড়ি যায় সব অগ্নিময়।
সমুদ্রমন্থনে যেন বিষের উদয় ॥
দ্বাদশ সূর্য্যের দীপ্তি প্রলয়ের কালে।
সেই মত শত২ দোঁহে অস্ত্র ফেলে ॥
জলস্থল পুড়ি যায় যেমত ঝঞ্ঝনা।
মহাঅস্ত্র দোঁহে নাহি সম্বরে আপনা ॥
সর্ব্ব সৃষ্টি নাশ যায় দেখি লাগে ত্রাস।
হেনকালে আসিয়া নারদ আর ব্যাস ॥
দুই বাণমধ্যে রহিলেন দুই মুনি।
জগতের নিতান্ত বিনাশ অনুমানি ॥
দোঁহারে বলেন ডাকি দুই তপোধন।
সৃষ্টিনাশ কর কেন কর সম্বরণ ॥
উভয় বিবাদে কেন সৃষ্টি কর নাশ।
কি বা মনে করিয়াছ কহ এক ভাষ ॥
শুনিয়া দোঁহার বাক্য অর্জ্জুন তখন।
করিলেন আপনার অস্ত্র সম্বরণ ॥
দ্রৌণি ডাকি কহে শক্য নহে নিবারণ।
ক্রোধে অস্ত্র ছাড়িলাম কি করি এখন ॥
উপরোধ রাখি যদি তোমা দোঁহাকার।
পাণ্ডবে মারিয়া অস্ত্র আসুক আমার ॥
তবে যদি ক্ষমা করি দোঁহা উপরোধে।
উত্তরার গর্ভপাত করিব বিবাদে ॥
যেই পুত্র আছে উত্তরার গর্ভবাসে।
চলিল আমার অস্ত্র তাহার বিনাশে ॥
অর্জ্জুন বলেন কাটি দ্রোণপুত্র শির।
নহিলে নাহিক ক্ষমা জান ফাল্গুনির ॥
ব্যাস বলিলেন শুন বীর অশ্বত্থামা।
শিরোমণি দিয়া পার্থে তুমি লহ ক্ষমা ॥
তব বাণে মরে যদি থাকে গর্ভবাসে।
তারে জীয়াইব আমি চক্ষুর নিমিষে ॥

মণি দিলে শির ক্ষত হইবে তোমার।
বৎসর সহস্র তৈলে নাহি প্রতিকার॥
শিরের পীড়ায় তুমি করিবা ভ্রমণ।
যেমন তোমার কর্ম্ম হইল তেমন॥
এত শুনি অশ্বত্থামা করিয়া ছেদন।
শিরোমণি ধনঞ্জয়ে করে সমর্পণ॥
হেথা দ্রৌণি বাণ বেগে উঠিল আকাশে।
বায়ুবেগে উত্তরার গর্ভেতে প্রবেশে॥
গর্ভে প্রবেশিয়া গর্ভ করিল নিধন।
প্রবেশ করেন গর্ভে কৃষ্ণ সেইক্ষণ॥
গর্ভ বিনাশিয়া বাণ হইল বাহির।
পুন গর্ভ জীবিত করেন যদুবীর॥
এই মতে শান্ত হৈল অস্ত্র বরিষণ।
জলেতে নিবৃত্ত যেন হয় হুতাশন॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশী কহে শুনিলে ভবসিন্ধু হবে পার॥

## অথ অশ্বত্থামার শিরোমণি পাইয়া দ্রৌপদীর সন্তোষ।

মস্তক জ্বলনে দুঃখ অশ্বত্থামা পায়।
দেখি মুনি ব্যাসদেব কহিলেন তায়॥
যাবৎ তোমার দেহে থাকিবে জীবন।
শিরোমণি তোমার না হবে কদাচন॥
পৃথিবীতে নর তৈল মাখিবার কালে।
তব নামে তিনবার অগ্রে দিবে ফেলে॥
সেই তৈল পড়িবেক পৃথিবীউপরে।
তোমার মস্তকে পড়িবেক মম বরে॥
তাহাতে নিবৃত্ত হবে তোমার জ্বলনি।
নিজ স্থানে যাহ ভয় না করিহ দ্রৌণি॥
তব নামে অগ্রে তৈল যে জন না দিবে।
ব্রহ্মবধ পাতক তাহাকে পরশিবে॥
এইরূপে অশ্বত্থামা দিয়া মণিবর।
বিমনা হইয়া গেল আপনার ঘর॥
ব্যাস নারদেরে লয়ে পাণ্ডুপুত্রগণ।
কৃষ্ণসহ করিলেন শিবিরে গমন॥
পুনর্জ্জন্ম হৈল মনে করে ভীম বীর।
গোবিন্দের সাহায্যে সুস্থির যুধিষ্ঠির॥
জানিলেন হরি হৈতে তরিনু সঙ্কটে।
সতত রাখেন কৃষ্ণ বিঘ্ন যদি ঘটে॥
দ্রৌণির মস্তক মণি লইয়া সত্বর।
দ্রৌপদীর নিকটে গেলেন বৃকোদর॥
অগ্রে শিরোমণি রাখি কহেন বৃত্তান্ত।
ভাগ্যে রক্ষা পাইলাম এবার নিতান্ত॥
দ্রৌপদী বলেন মম গেল পরিতাপ।
দুঃখের কারণ মম ছিল পূর্ব্ব পাপ॥
মণি আনি দিয়া তুষ্ট করিলা আমারে।
আমাপ্রতি মন আছে জানিনু তোমারে॥
এই মণি মহারাজ করুন ধারণ।
তবে ভীম আরো মম তুষ্ট হয় মন॥
দ্রৌপদীর অভীষ্ট জানিয়া ধর্ম্মরায়।
করিলেন স্বমস্তক ভূষিত তাহায়॥
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করেন নারায়ণে।
অন্তর্যামী ভগবান জানহ আপনে॥
না হইল না হইবে এমন মন্ত্রণা।
তোমার রক্ষিত আমি জানে সর্ব্বজনা॥
কার বরে দ্রোণপুত্র রাত্রিতে আসিয়া।
একাকী সকল সৈন্য গেল বিনাশিয়া॥
পূর্ব্বে যদি এমন হইত জনার্দ্দন।
সংহার করিত দ্রৌণি যত সৈন্যগণ॥
কহ শুনি জগন্নাথ ইহার কারণ।
কি কারণে অশ্বত্থামা করিল এমন॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন রাজা জানিলে কি হয়।
কালে করে কালে হরে কাল সর্ব্বময়॥
পরাক্রমে দ্রোণপুত্র পারে কি তোমায়।
সাধিল দুষ্কর কার্য্য শিবের কৃপায়॥
ভক্তিহেতু মহাদেব অর্জ্জুনের বশ।
সব রক্ষা করিলেন দিন অষ্টাদশ॥
ক্ষয়কালে উপনীত দ্রোণের নন্দন।
পাইল শিবির দ্বারে শিব দরশন॥
ভক্তিভাবে স্তব করে দেব মহেশেরে।
বর পাইলেক দ্রৌণি যে ছিল অন্তরে॥
দয়ার সাগর হর না ভাবি বিষাদ।
দ্রৌণিরে আপন খড়্গ দিলেন প্রসাদ॥
বর দিয়া শঙ্কর গেলেন নিজালয়।
বধিল সকল সেনা দ্রোণের তনয়॥
পরম কৃপালু হর দেবের দেবতা।
সংহার কারণে রুদ্র প্রলয় বিধাতা॥
পূর্ব্বে দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করেন মহেশ।
পুন বর দেন তারে হয়ে ব্যোমকেশ॥
ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু অগ্নি আদি দেবগণ॥
শিব সেবি সব কার্য্য করিল সাধন।
যাঁহার আজ্ঞায় জয় হয় ত্রিভুবনে।
ভক্ষণ করিল বিষ সমুদ্রমন্থনে॥

শিব বরে দ্রৌণি সব করিল বিনাশ।
নহিলে কাহার শক্তি হেন করে আশ ॥
সৃষ্টির সংহারকর্ত্তা যেই দেবরাজ।
তাঁর আজ্ঞা বিনা কেহ নাহি করে কায ॥
জন্মাইয়া ত্রিজগত করেন পালন ।
কাল পরিপূর্ণ হৈলে আপনি নিধন ॥
আদ্যদেব মহাগুরু সর্ব্ব দেবগুরু ।
ভক্তের অধীন সদা বাঞ্ছা কল্পতরু ॥
এতেক মহত্ত্ব তব শিব প্রসাদাত ।
অর্জ্জুনে তোষেন দেব হইয়া কিরাত ॥
যত বীর মরিলেক ভারত সমরে।
কুরুক্ষেত্রে পড়িয়া চলিল স্বর্গ পুরে ॥
তুমি আমি যথাকালে যাব অনায়াসে।
পূর্ব্বাপর আছে হেন শাস্ত্রেতে বিশেষে ॥
এত শুনি ধর্ম্মরাজ বলেন বচন।
বুঝিলে না বোঝে মন মায়ার কারণ ॥
তোমা বিনা নাহি গতি শুন জগদীশ।
সর্ব্ব শূন্য দেখি আমি না পাই উদ্দিশ ॥
দৈব হেতু সব হয় কে খণ্ডিতে পারে ।
কর্ম্ম দোষে গতায়াত সদা প্রাণী করে ॥
তথাপি তোমারে কহি মনের মানসে ।
জয় পরাজয় হয় স্বস্ব কর্ম্মবশে ॥
দেখহ গোবিন্দ মম অতিঅমঙ্গল।
গেল বন্ধু বান্ধব যে তনয় সকল ॥
বিলাপ করুণা যত কি করি এখন।
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি বিধির লিখন ॥
তোমার চরণে মতি রহে অনিবার।
জীবন যৌবন ধন মিথ্যা পরিবার ॥
গোবিন্দ বলেন রাজা ত্যজ শোক মন ।
রাজধর্ম্ম সদাচার কর অনুক্ষণ ॥
যুদ্ধে মৃত্যু ক্ষত্র কুলে প্রধান এ কায ।
প্রজার পালন কর পৃথিবীর মাঝ ॥
জয় পরাজয় হয় নাহিক এড়ান ।
পূর্ব্বাপর সংসারেতে আছে এ বিধান ॥
কৃষ্ণের বচনেতে রাজার স্থির মন ।
দ্রৌপদী সুস্থিরা হৈয়া চিন্তে নারায়ণ ॥
গোবিন্দ মায়াতে সভে সুস্থির হইল।
অনুক্ষণ কৃষ্ণ নাম জপিতে লাগিল ॥
মহাভারতের কথা কাশী বিরচিল।
এইত ঐষীক পর্ব্ব সমাপ্ত হইল ॥

# মহাভারত।

## অথ স্ত্রী পর্ব্ব।

### অথ শত পুত্র নাশে ধৃতরাষ্ট্রের খেদ ও তাহার সান্ত্বনা।

শ্রীজনমেজয় বলে কহ মহাশয়।
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শুনি ঘুচিল সংশয়॥
পরে কি হইল মুনি বলহ আমারে।
আদ্য প্রান্ত যত কথা জিজ্ঞাসি তোমারে॥
কি করিল শুনি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রশোকে।
সান্ত্বনা করিল কহ কোন২ লোকে॥
দুর্য্যোধন হেন পুত্র মরিল যাহার।
কেমতে শোকেতে প্রাণ রহিল তাহার॥
গান্ধারী কেমনে বাঁচিলেক পুত্রশোকে।
বিবরিয়া সেই সব বলহ আমাকে॥
মৃত তনু কোন মতে হইল সৎকার।
কুরুক্ষেত্রে হৈল যত ক্ষত্রিয় সংহার॥
মুনি বলে শুন রাজা সে সব কথন।
যে কর্ম্ম করিল শোকে কৌরবনন্দন॥
সঞ্জয় কহিল ধৃতরাষ্ট্র নৃপবরে।
সেই সব বিবরণ কহিব তোমারে॥

### দীর্ঘ ত্রিপদী।

দুর্য্যোধন মৃত্যু কথা সঞ্জয় কহিল তথা
ধৃতরাষ্ট্র শুনিল প্রভাতে।
যেন হৈল বজ্রাঘাত আকাশের চন্দ্রপাত
কর্ণ যেন রুদ্ধ হৈল বাতে॥
সকল পৃথিবীপতি দুর্য্যোধন মহামতি
বলে ইন্দ্র না হয় সোসর।
হেন পুত্র যার মরে সে কেমনে প্রাণ ধরে,
শোকেতে হইল জরজর॥
পুত্রশোকে নরপতি বিহ্বল পড়িল ক্ষিতি
নয়নে গলয়ে জলধার।
বায়ু ভগ্ন যেন তরু শোক হৈল অতিগুরু
পড়িয়া করয়ে হাহাকার॥
এক শত পুত্র আর মরিলেক পরিবার
সঞ্জয় কহিল নৃপবরে।
আহা পুত্র পুত্র করি পড়ে কুরুঅধিকারী
বজ্রাঘাত পড়ে যেন শিরে॥
বিধি কৈল হেন দশা মনে ছিল যুত আশা
দূর হৈল দৈবের ঘটন।
শতপুত্র বিনাশিল এক জন না রহিল
শ্রাদ্ধ শান্তি করিতে তর্পণ॥
হাহা পুত্র দুর্য্যোধন কোথা গেল দুঃশাসন
শোকে মোর না রহে শরীর।
আমারে সঞ্জয় কহ কোথা তার পিতামহ
কোথা গেল দ্রোণ মহাবীর॥
কোথা কর্ণ মহাশূর রিপু দর্প করি দূর
কোথা গেল শকুনি দুর্ম্মতি।
কুমন্ত্রণা দিল মোরে সেকারণে পুত্র মরে
না শুনিল সুহৃদ ভারতী॥
এত বলি কুরুপতি বিলাপ করয়ে অতি
দুই চক্ষু পূর্ণ জলধারে।
যতেক দুঃসহ শূল নাহি শোক সমতুল
এত শোক কে সহিতে পারে॥
আর্ত্তনাদ করে বীর ভূমিতে লোটায় শির
হাহা পুত্র দুর্য্যোধন করি।
পড়িআছে রাজপাট মাণিক মন্দির খাট
কি হইল কুরুঅধিকারী॥

বৃদ্ধ কালে পুত্রশোক পড়িল অমাত্য লোক
মরিল সুহৃদ বন্ধু জন।
করপুটে ভিক্ষা করি হইব যে দেশান্তরী
পৃথিবী করিব পর্য্যটন ॥
আমার ললাট তটে এ লিখন ছিল বটে
কুরুকুল হইবে খাঁখাঁর।
সকল পৃথিবী শাসি ভুঞ্জিয়া বিভব রাশি
পরিচর্য্যা করিব কাহার ॥
হইলাম অতিদীন যেন পক্ষী পক্ষহীন
জরাতে হারাই রাজ্য সুখ।
নয়ন বিহীন তনু যেন তেজোহীন ভানু
কেমনে সহিব এত দুঃখ ॥
আমারে সে হিত কাম প্রবোধ দিলেন রাম
তাহা আমি না ধরিলাম মনে।
ভূপতি সভাতে আসি কৈলেন নারদ ঋষি
তার বাক্য না শুনিলাম কাণে ॥
ভীষ্ম দেব কুরুগুরু মহামন্ত্রি কল্পতরু
হিত কথা কহিল বিস্তার।
না শুনি তাঁহার বোল বিপদে দিলাম কোল
হাতে২ ফল পাই তার ॥
দুর্য্যোধন বধ ধ্বনি দুঃশাসন মৃত্যুবাণী
কর্ণবধ কর্ণে নাহি সয়।
হৈল দ্রোণ বিনাশন দগ্ধ হয় মম মন
মোর বাক্য শুনহ সঞ্জয় ॥
পূর্ব্বে করিয়াছি পাপ সেকারণে পাই তাপ
বিচারিয়া বল তুমি মোরে।
আপনার কর্ম্ম ভোগ সুত বন্ধু বিপ্রযোগ
কর্ম্মবন্ধে ভোগ সভে করে ॥
শুনহ সঞ্জয় তুমি ইহা নাহি জানি আমি
কখন ভীষ্মের পরাজয়।
সে জনে অর্জ্জুন মারে এ কথা কহিব কারে
মনে বড় জন্মিল বিস্ময় ॥
যার সনে ভৃগুরাম করি রণ অবিশ্রাম
প্রশংসা করিয়া গেল ঘরে।
তাহার হইল নাশ শুনি মনে পাই ত্রাস
সঞ্জয় কহিল আসি মোরে ॥
দ্রোণ মহাবলবান পৃথিবী না ধরে টান
তাহাকে মারিল ধনঞ্জয়।
এ বড় আশ্চর্য্য কথা কাটিল কর্ণের মাথা
অর্জ্জুন করিল কুলক্ষয় ॥
আমা হেন দুঃখী জন নাহি ধরে ত্রিভুবন
আমার মরণ সমুচিত।
শীঘ্র মোরে লহ রণে দেখাহ পাণ্ডবগণে
আমি সভে মারিব নিশ্চিত ॥
যুড়িয়া ধনুকে বাণ ভীমের বধিব প্রাণ
পুত্রশোক সহিতে না পারি।
অর্জ্জুনের কাটি মাথা ঘুচাইব মনোব্যথা
ধর্ম্মে দিব হস্তিনা নগরী ॥
রাজার বচন শুনি সঞ্জয় মনেতে গণি
যোড় হাতে করে নিবেদন।
শুন২ মহারাজ সকল বিধির কায
বুঝিয়া না বুঝ কি কারণ ॥
বেদ শাস্ত্রে মহাজ্ঞান আগমেতে অবধান
আর যত পুরাণ আছয়ে।
সকল জানহ তুমি কি নীতি বুঝাব আমি
বিচারহ আপন হৃদয়ে ॥
তোমার সমান গুণী পৃথিবীতে নাহি শুনি
সংসারেতে তোমার ব্যাখ্যান।
বৃদ্ধহইতে বৃদ্ধোত্তম নাহি কেহ তোমা সম
শোকে কেন হও হতজ্ঞান ॥
নরপতি পুণ্যবান্ সঞ্জয় তাহার নাম
পুত্রশোকে ছিল সে পীড়িত।
নারদের উপদেশ পাইল সে সবিশেষ
তাহে তার হইল স্বস্থ চিত ॥
আপনি সে সব কথা অবশ্য আছেন জ্ঞাতা
তবে কেন শোকে দেহ মতি।
জীবন মরণযোগ সুখদুঃখ ভোগাভোগ
কর্ম্ম ফলে হয় সে সঙ্গতি ॥
সহজে দুর্ম্মতি জন রাজা হয়ে দুর্য্যোধন
সাধুজন বচন না শুনে।
দুঃশাসন মহাবীর শকুনি পাপেতে ধীর
বুদ্ধি দিল কৌরবনন্দনে ॥
কর্ণ বলিলেক যত তাহে মাত্র অভিরত
কার বোল না শুনিল কাণে।
ভীষ্মদেব বুঝাইল কর্ণে তাহা না শুনিল
গান্ধারীর বাক্য নাহি শুনে ॥
গুরুজন বলে যত উপহাস করে তত
এ জনার কেমনে কল্যাণ।
দ্রোণ কৃপ বিধিমতে বুঝাইল বিদুরেতে
প্রবোধ দিলেন ভৃগুরাম ॥
পাণ্ডবে মাগিল গ্রাম আইলেন ভগবান
নীতি বুঝাইল নারায়ণ।
অসম্মত দুর্য্যোধন কেবল মাগয়ে রণ
কেন নাহি ত্যজিবে জীবন ॥

না শুনে ব্যাসের বাণী অহঙ্কার মনে গণি
ধর্ম্মপথ পরিহরি দূরে।
আপনি মধ্যস্থ হইলা কত তারে বুঝাইলা
দৈবে যাবে শমনের পুরে॥
পাশা খেলাইল যবে শকুনি কহিল তবে
সর্ব্বধন হারিল পাণ্ডব।
কিংজিতং২ বলি হইলা যে কুতুহলী
কেন তাহা না ভাব কৌরব॥
ক্ষিতির করিলা ক্ষয় শত্রুর বাড়ালে জয়
পুত্রগণ মরিল অকালে।
তুমি কেন শোক কর আমার বচন ধর
কি কারণে লোটাও ভূতলে॥
জানিয়া করিলা পাপ শেষে পাও মনস্তাপ
অনুশোচ না কর তাহাতে।
আপনার কর্ম্ম যত ফল হয় অনুগত
বিজ্ঞ জন মুগ্ধ নহে তাতে॥
জ্বলন্ত অনল কেন বসনে বান্ধিয়া আন
সে অগ্নিতে দহিবে শরীর।
এ শব আপন দোষে কহি রাজা তব পাশে
তাহে দোষ নাহিক বিধির॥
পুত্র তব মহাবলী সুহৃদবচন ঠেলি
রাজ্য লোভে করিল দুর্জ্জয়।
পূর্ব্বাপর না ভাবিল অগ্নিতে পতঙ্গ হইল
তাহাতে হইল বংশক্ষয়॥
সঞ্জয়ের বাক্য শুনি স্তব্ধ হইয়া নৃপমণি
অতিদীর্ঘ ছাড়িল নিশ্বাস।
বিদুর পণ্ডিত গুরু উপদেশ কল্পতরু
নৃপতিরে করিল আশ্বাস॥
উঠ২ মহারাজ সকল বিধির কায
সভার মরণ মাত্র গতি।
যে দিন নিয়ত যার সেই দিন মৃত্যু তার
তাহা নাহি ঘুচে মহামতি॥
মহা২ বীর মরে নিত্য যায় যমঘরে
মৃত্যুবশ সব চরাচর।
সব সংহারয়ে কাল নাহি তার কালাকাল
অনুশোচ করহ অন্তর॥
পূর্ব্বকথা মনে কর শুন ওহে নৃপবর
শকুনি খেলিল যবে পাশা।
সেই অনর্থের মুল বিনাশিল কুরুকুল
হাসি তুমি করিলা জিজ্ঞাসা॥
পাসরিলা সেই বাণী শুন অন্ধ নৃপমণি
সে কথা নাহিক তব মনে।

এখনে আছিকু শোকে নির্দ্দিবেক সর্ব্বলোক
এই দশা হইল এখনে॥
ক্ষত্রিয় নিধন করি সম্মুখ সংগ্রামে মরি
সভে গেল ঈশ্বরভবনে।
এখন ত্যজহ শোক আমার বচন রাখ
দুঃখ ভাব কিসের কারণে॥
যেমত কদলী তরু প্রবেশে দেখিয়া গুরু
সংসারেতে কিছু নাহি সার॥
নব২ স্তম্ভ ঘর দেখি অতিমনোহর
জন্ম২ শরীর সঞ্চার॥
জীর্ণ বস্ত্র পরিহরে যেন নব বস্ত্র পরে
তেমতি শরীর পরিবর্ত্ত।
কেহ মরে গর্ভবাসে কেহ মরে দশ মাসে
পৃথিবী পরশ করিমাত্র॥
কেহ মরে বাল্যকালে সকলি কর্ম্মের ফলে
কেহ কারে মারিতে না পারে।
আমার বচন শুনি শান্ত হও নৃপমণি
শোক আর না কর অন্তরে॥
বিদুরের বাক্য শুনি স্তব্ধ হইল নৃপমণি
কিন্তু শোকে দহয়ে শরীর।
না শুনে বচন হিত ধরিতে না পারে চিত
ধৈর্য্যকে ধরিতে নারে ধীর॥
তবে আসি ব্যাস মুনি বিদুর সঞ্জয় গুণী
আর যত সুহৃদ সকলে।
শীতল সলিল সেঁচি তালের বিউনী বিঁচি
চেতন করায় মহীপালে॥
সম্বিত পাইয়া পুন শোক করে চতুর্গুণ
ধিক থাকুক মনুষ্য জনমে।
পাই এত দুঃখ সব পুত্রশোকে পরাভব
ছার তনু নাহি যায় কেনে।
শত পুত্র বিনাশিল এক জন না রহিল
শ্রাদ্ধ শান্তি করিতে তর্পণ।
অনিত্য এ সব দেহ চিরজীবী নহে কেহ
প্রাণ রাখি কিসের কারণ॥
ধৃতরাষ্ট্র নরপতি বিলাপ করয়ে অতি
পুত্রশোক সহিতে না পারে।
ভাবয়ে বান্ধব শোক ক্ষণে ভাবে পরলোক
নির্ণয় করিতে কিছু নারে॥
আহা পুত্র দুর্য্যোধন কোথা গেল দুঃশাসন
দুর্ম্মুখপ্রভৃতি শত পুত্র।
ধরিতে নাপারি হিয়া লহ মোরে উদ্ধারিয়া
শোকেতে দহিছে মোর গাত্র॥

শকুনি গন্ধারসুত, দুঃখ মোরে দিল এত
বংশ না রহিল পৃথিবীতে।
কাহার আশ্রয়ে রব আমি কোন দেশে যাব
যুক্ত নহে জীবন রাখিতে॥
ভারতের পুণ্য কথা শুনিলে ঘুচয়ে ব্যথা
কলির কলুষ হয় নাশ।
গোবিন্দ চরণে মন সমর্পিয়া অনুক্ষণ
বিরচিল কাশীরাম দাস॥

## অথ ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি ব্যাসের হিতোপদেশ।

### পয়ার।

বিষাদ করয়ে নরপতি পুত্রশোকে।
রাজারে বেড়িয়া কান্দে যত পুরলোকে॥
তবে ব্যাস কহিলেন শুন নৃপবর।
গত জীব হেতু তুমি শোক কেন কর॥
আর শোক না করিহ শুনহ রাজন।
মন দিয়া শুন দুর্য্যোধনের কথন॥
এক দিন গেলাম যে ব্রহ্মার সভায়।
নারদাদি মুনিগণ আছিল তথায়॥
হেনকালে পৃথিবী করিল নিবেদন।
পরিত্রাণ আমারে করহ পদ্মাসন॥
হরি করিলেন যত দানব সংহার।
ক্ষত্রকুলে তাহারা জন্মিল পুনর্ব্বার॥
পৃথিবীর বাক্য শুনি দেব প্রজাপতি।
আশ্বাস করিয়া তাঁরে কহিল ভারতী॥
ধৃতরাষ্ট্রতনয় নৃপতি দুর্য্যোধন।
কুরুবংশে জন্মিবে সে বড়ই দুর্জ্জন॥
সে তোমার খণ্ডাইবে ভার গুরুতর।
শুন বসুমতি তুমি আমার উত্তর॥
শুনিয়া কাশ্যপী স্তোত্র অনেক করিল।
যোড় হাত করি পুন বলিতে লাগিল॥
কেমত প্রকারে মোর ঘুচিবেক ভার।
কহ পিতামহ তাহা করিয়া বিস্তার॥
ব্রহ্মা কন কুরুপাণ্ডু ভাই দুই জন।
চন্দ্র বংশে উৎপন্ন হইবে বিচক্ষণ॥
পাণ্ডুর তনয় পঞ্চ জন তুল্য দেব।
ধর্ম্ম ভীম অর্জ্জুন নকুল সহদেব॥
ধৃতরাষ্ট্র নৃপতির হইবে নন্দন।
দুর্য্যোধন দুঃশাসনআদি শত জন॥
রাজ্যহেতু বিবাদ হইবে দুই জনে।
পাণ্ডুর নন্দন যুধিষ্ঠির রাজা সনে॥
আপনি সহায় কৃষ্ণ হবেন তাঁহার।
কুরুক্ষেত্রে হইবেক ঘোর মহামার॥
কুরুক্ষেত্রে ক্ষত্র যত সংহার হইবে।
শুন বসুমতি তব ভার না থাকিবে॥
যাহ২ বসুমতি আপনার স্থান।
দুর্য্যোধন হেতু তবে হবে পরিত্রাণ॥
এত বলি পৃথিবীরে করিল বিদায়।
এ সকল কথা যে শুনিলাম তথায়॥
সেই দুর্য্যোধন হৈল তোমার তনয়।
কলি প্রবেশের অগ্রে শুন মহাশয়॥
মহামহীপাল হৈল মহাক্রোধশালী।
গান্ধারী উদরে জন্ম সাক্ষাতেতে কলি॥
সভে হৈল দুর্নিবার শত সহোদর।
কর্ণ হৈল সখা তার শকুনি বর্ব্বর॥
ক্ষত্রিয় বিনাশ হেতু অনর্থ অঙ্কুর।
শুন মহারাজ সব শোক কর দূর॥
কৌরব পাণ্ডবে হৈল ঘোরতর রণ।
কুরুক্ষেত্রে সব জন হইল নিধন॥
এই পূর্ব্ব কথা আমি জানাই তোমারে।
এত বলি ব্যাস বুঝাইলেন তাহারে॥
হেনকালে সঞ্জয় করিয়া যোড় হাত।
কহে এক নিবেদন করি নরনাথ॥
নানা দেশহইতে অনেক নরপতি।
অভ্যর্থিয়া আনিলেক তোমার সন্ততি॥
সবান্ধবে কুরুক্ষেত্রে হইল নিধন।
তাসভার প্রেতকর্ম্ম করহ রাজন॥
সঞ্জয়ের বাক্যে রাজা নিশ্বাস ছাড়িল।
মৃতবৎ হইয়া অবনিতে পড়িল॥
বিস্তর প্রবোধ তারে করে আরবার।
রথ সজ্জ করে কুরুক্ষেত্রে যাইবার॥
ধৃতরাষ্ট্র আপনি কহিল বিদুরেরে।
স্ত্রীগণে আনহ শীঘ্র গিয়া অন্তঃপুরে॥
এত বলি ধৃতরাষ্ট্র রথেতে চাপিল।
স্ত্রীগণে আনিতে তবে বিদুর চলিল॥
বিদুর বলিল শুন গন্ধারনন্দিনি।
কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন নৃপমণি॥
শত ভাই দুর্য্যোধন ত্যজিল জীবন।
ভীষ্ম দ্রোণাচার্য্য আর কর্ণ মহাজন॥
একাদশ অক্ষৌহিণী ত্যজিল পরাণ।
প্রেতকর্ম্মহেতু রাজা করিল প্রস্থান॥

রাজার আদেশে আসি তোমাসভা নিতে।
কুরুক্ষেত্রে চল বধূগণ লয়ে সাথে ॥
পুত্রশোক শুনি দেবী হইল বিমনা।
অন্তঃপুরে কান্দি উঠে ছিল যত জনা॥
অন্তঃপুরে উঠিল ক্রন্দন কোলাহল।
হার ছিণ্ডে বস্ত্র চিরে লোটায় ভূতল॥
কপালে কঙ্কণাঘাত শুনি গণ্ডগোল।
প্রলয় কালেতে যেন জলের কল্লোল॥
বিদুর বলেন ইহা উচিত না হয়।
কুরুক্ষেত্রে চল সভে রাজার আজ্ঞায়॥
বিদুরের বাক্য শুনি গান্ধারী তখন।
বধূগণ সঙ্গে করে রথ আরোহণ॥
ঘরে২ মহাশব্দ উঠিল ক্রন্দন।
বাল বৃদ্ধ তরুণ কান্দয়ে সর্ব্ব জন॥
দেবগণে নাহি দেখে যে সব সুন্দরী।
রণস্থলে যায় তারা এক বস্ত্র পরি॥
সাধারণ জন সব দেখয়ে সভাকে।
এড়াইতে নারে কেহ দৈবের বিপাকে॥
সমান২ দিন নাহি যায় কার।
দেখিয়া শুনিয়া লোক না করে বিচার॥
হ্রাস বৃদ্ধি কৌতুক সৃজিল নারায়ণ।
দেখিয়া না মানে তাহা অতিমূঢ় জন॥
এক বস্ত্র পরিল রাজার পাটেশ্বরী।
পুত্রগণ শোকে মুক্তা হইল কবরী॥
শত২ দাসীগণ যার সেবা করে।
সে জন পড়িয়া কান্দে ভূমির উপরে॥
গলাগলি করি কান্দে যতেক সতিনী।
আহা মরি কোথা গেল কুরুনৃপমণি॥
ধৃতরাষ্ট্র সম্মুখে কান্দয়ে সর্ব্ব জন।
শোকেতে কাতর হয়ে ফেলে আভরণ॥
কেহ দুগ্ধপোষ্য শিশু ফেলাইয়া দূরে।
হা নাথ বলিয়া কেহ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
মুক্তকেশে কান্দে কেহ শ্বশুরের আগে।
যোড় হাত করি কেহ স্বামীদান মাগে॥
কেহ বলে রাজ্য দেহ পাণ্ডুর নন্দনে।
কেহ বলে কৃষ্ণ আইল তোমা বিদ্যমানে॥
কেহ বলে মিথ্যা কথা নাহিক সংগ্রাম।
কৌরবে পাণ্ডবে প্রীতি হৈল পরিণাম॥
মিথ্যা কথা কে কহিল রাজার গোচরে।
কুশলে আছয়ে কুরু সংগ্রাম ভিতরে॥
এত বলি নারীগণে করয়ে করুণা।
তা শুনি রাজার মনে লাগিল বেদনা॥

চারি ভিতে বেড়িয়া কান্দয়ে যত নারী।
নগর বাহির হৈল কুরুঅধিকারী॥
গান্ধারী চাপিল রথে কত বধূ সঙ্গে।
শোকাকুলা সভে কারো বস্ত্র নাহি অঙ্গে॥
বিচার নাহিক আর শোকে অচেতনা।
হতপতি নারীগণ হইল উন্মনা॥
পরিল বসন কেহ করিয়া যতন।
অঙ্গেতে তুলিয়া নিল নানা আভরণ॥
চরণে নূপুর পরে দোসারি মুকুতা।
সিন্দূর পরিল কেহ করি পূর্ণ সিতা॥
চন্দনের বিন্দু তার চারি দিগে দিল।
সুন্দর অলকা তাহে বেষ্টিত করিল॥
তাম্বূল ভক্ষণ করি নানা গীত গায়।
চরণে নূপুর কেহ নাচিয়া বেড়ায়॥
কেহ অসি চর্ম্ম করে বীরবেশ ধরি।
ধায়ে যায় কুরুক্ষেত্রে পতি অনুসরি॥
মুক্ত কেশে আমশাখা লয়ে কত জনা।
কেহ পথে পড়ে কেহ শোকে অচেতনা॥
অনেক চলিল নারীপতি পুত্রশোকে।
প্রবোধ করিতে তারে নারে কোন লোকে॥
হস্তিনা হইল শূন্য কেহ না রহিল।
রাজার সঙ্গেতে রাজবধূগণ আইল॥
প্রথম বয়সে কেহ দেখিতে উত্তমা।
মুক্ত কেশে যায় যেন সোণার প্রতিমা॥
হেনমতে কুরুক্ষেত্রে যায় নরপতি।
সঙ্গেতে নাহিক রথ সৈন্য ঘোড়া হাতি॥
যুবতি সমূহ সঙ্গে চলিল রাজন।
শূন্যহৈতে কৌতুক দেখয়ে দেবগণ॥
শোকাকুল হয়ে পথে যায় নরপতি।
হেনকালে অশ্বত্থামা কৃপ মহামতি॥
কৃতবর্ম্মা সহ পথে হৈল দরশন।
নিরখিয়া রাজাকে আইল তিন জন॥
পরিচয় নৃপতিকে দিল আপনার।
ধৃতরাষ্ট্র বলে তবে কহ সমাচার॥
কৃতাঞ্জলি হয়ে বলে সেই তিন জন।
অবধানে শুন রাজা সব বিবরণ॥
মুখে না আইসে বাক্য কহিতে ডরাই।
কহিবার যোগ্য নহে মনে দুঃখ পাই॥
কেমনে সে সব কথা কহিব তোমারে।
বিধাতা দিলেক দুঃখ বিবিধ প্রকারে॥
শুন মহারাজ কহি সব সমাচার।
কুরুক্ষেত্রে হৈল যত ক্ষত্রিয়সংহার॥

একাদশ অক্ষৌহিণী সকলি মরিল।
অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা কৃপ এড়াইল ॥
দৈবে না হইল তিন জনার মরণ।
শত ভাই সহিত পড়িল দুর্য্যোধন ॥
করিল দুষ্কর কর্ম্ম ভীম দুরাচার।
একেলা মারিল তব শতেক কুমার ॥
শুনহ গান্ধারি দেবি করি নিবেদন।
ভীম করিলেক কুরু বংশের নিধন ॥
যত কর্ম্ম করিলেক দুর্য্যোধন বীর।
যত কর্ম্ম করিলেক দুঃশাসন ধীর ॥
শত পুত্র তোমার করিল যত কর্ম্ম।
যেমত আছিল মাতা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম ॥
পরাক্রম করিয়া পড়িল ঘোর রণে।
সুরপুরী গেল সভে চাপিয়া বিমানে ॥
শোক পরিহর দেবি না কর বিলাপ।
দুর্য্যোধন প্রাণপণে করিল প্রতাপ॥
অন্যায় করিয়া ভীম ভাঙ্গিলেক উরু।
সেই ক্রোধে করিলাম মোরা কর্ম্ম গুরু ॥
সবান্ধবে পঞ্চালেরে করিনু সংহার।
বধিলাম দ্রৌপদীর পঞ্চটি কুমার ॥
পাণ্ডবের রণে অবশেষ সাত জন।
শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন ॥
শুনহ সকল কথা না করিহ ভয়।
অবিলম্বে কুরুক্ষেত্রে চল মহাশয় ॥
আজ্ঞা দেহ আমরা আপন স্থানে যাই।
কুরুক্ষেত্রে আছয়ে পাণ্ডব পঞ্চ ভাই ॥
এত বলি রাজার লইল অনুমতি।
প্রদক্ষিণ করিয়া চলিল শীঘ্রগতি ॥
হস্তিনাপুরেতে গেল কৃপ মহাশয়।
কৃতবর্ম্মা চলি গেল আপন আলয় ॥
ব্যাসের আশ্রমে গেল দ্রোণের নন্দন।
কুরুক্ষেত্রে গেল হেথা অন্ধক রাজন ॥
ধৃতরাষ্ট্র আইল শুনিয়া পঞ্চ ভাই।
শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুক্তি করেন সভাই ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন যদুনাথ।
কুরুক্ষেত্রে আইলেন দেখ জেষ্ঠতাত ॥
কেমতে তাঁহারে আমি মুখ দেখাইব।
জিজ্ঞাসিলে সমাচার কি কথা কহিব ॥
গান্ধারীর ক্রোধে আজি নাহিক নিস্তার।
কি উপায় করি কৃষ্ণ বল এইবার ॥
শত পুত্র মরিলেক ভীমের প্রহারে।
এ শোক কেমনে সহে মায়ের অন্তরে ॥
সতীর অব্যর্থ বাক্য শুন নারায়ণ।
আজি প্রাণ হারাইব ভাই পঞ্চ জন ॥
বৃথা যুদ্ধ করিলাম বৃথা পরাক্রম।
বৃথা গুরু হত্যা আর জ্ঞাতির নিধন ॥
বৃথা বধিলাম পুত্র সুহৃদ বান্ধব।
বৃথা যুদ্ধ করিলাম শুন শ্রীমাধব ॥
আজি গান্ধারীর ক্রোধে নাহিক নিস্তার।
অপাণ্ডব হইবেক সকল সংসার ॥
শুন কৃষ্ণ তোমারে করি যে নিবেদন।
প্রাণ লয়ে পলাউক ভাই চারি জন ॥
ভীমার্জ্জুন সহদেব নকুল কুমার।
পলাইয়া প্রাণরক্ষা করুক এবার ॥
আমি যাব ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী গোচরে।
শাপ দিয়া ভস্ম রাশি করুন আমারে ॥
আমার জীবনে কৃষ্ণ নাহি প্রয়োজন।
লোকের সাক্ষাতে না দেখাব এ বদন ॥
যুধিষ্ঠির বচন শুনিয়া চক্রপাণি।
বলিলেন তাঁরে সুধামধুর সুবাণী ॥
শুন রাজা ভয় তুমি কর কিকারণে।
রাখিতে মারিতে কেহ নাহি আমা বিনে ॥
সভাকার আত্মা আমি পুরুষ প্রধান।
আমাবিনা রাখিতে মারিতে নারে আন ॥
সভে মেলি চল যাব নৃপতির স্থানে।
দূর কর ভয় তুমি আমার বচনে ॥
গান্ধারী না দিবে শাপ আমি ইহা জানি।
হরষিত চিত্তে তুমি চল নৃপমণি ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির।
হাসিয়া বলেন তবে শুন যদুবীর ॥
তোমার আজ্ঞাতে তবে সভে চলি যাব।
লঘুগতি চলহ বিলম্ব না করিব ॥
অনুমতি দেন কৃষ্ণ রাজার বচনে।
হরষিতে চলে সভে রাজসম্ভাষণে ॥
পঞ্চ ভাই কৃষ্ণ সহ যান শীঘ্রগতি।
রাজার চরণে সভে করিল প্রণতি ॥
আমি যুধিষ্ঠির বলি পরিচয় দিতে।
রথহইতে ধৃতরাষ্ট্র নামিল ভূমিতে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

### অথ ধৃতরাষ্ট্রকর্তৃক লৌহ ভীম চূর্ণ করণ।

সঞ্জয় রাজারে ধরি বসায় আসনে।
বসিলেন পঞ্চ ভাই রাজবিদ্যমানে॥
সাত্যকি সহিত কৃষ্ণ বসেন আপনি।
হেন কালে বলে ধৃতরাষ্ট্র নৃপমণি॥
কোথা ভীম আইসহ দিব আলিঙ্গন।
তুমি মোর ঘুচাইলা পিণ্ড প্রয়োজন॥
উরু ভাঙ্গি মারিলা নৃপতি দুর্য্যোধনে।
একে২ সংহারিলা শতেক নন্দনে॥
শুনিয়া আমার হইল হরিষ বিষাদ।
এস আলিঙ্গন দিয়া করিব প্রসাদ॥
এতেক বলিয়া রাজা বাড়াইল হাত।
নৃপতির অভিপ্রায় জানি রমানাথ॥
আছিল লোহার ভীম দিলেন গোচরে।
ধৃতরাষ্ট্র নৃপতির আনন্দ অন্তরে॥
ধরিয়া লোহার ভীম চাপিল কোলেতে।
অযুত হস্তির বল রাজার দেহেতে॥
ভাঙ্গিল লোহার ভীম মহাশব্দ শুনি।
চূর্ণ হয়ে পৃথিবীতে পড়িল তখনি॥
শোকেতে নিশ্বাস ছাড়ি পাইলেক সুখ।
পড়িল ভূমিতে রাজা মনে পায়ে দুঃখ॥
কপটে কান্দয়ে রাজা হৃদয়ে উল্লাস।
মনেতে জানিল ভীম হইল বিনাশ॥
পুত্র শোকে নরপতি না শুনয়ে কাণে।
ভীম মরিলেক বলি হরষিত মনে॥
নৃপতির দশা তবে দেখি নারায়ণ।
হাসিয়া বলেন সুধামধুর বচন॥
শুন বৃদ্ধনরপতি না কান্দিহ আর।
কুশলে আছেন ভীম পাণ্ডুর কুমার॥
তোমার জন্মিবে ক্রোধ ইহা অনুমানি।
গঠিত লোহার ভীম দিল নৃপমণি॥
বিষাদ না কর তুমি শান্ত কর মন।
ভীমেরে মারিলে নাহি পাবা দুর্য্যোধন॥
আর কেন অপযশ রাখিবা ঘুষিতে।
শুদ্ধ চিত্ত হও রাজা জানাই তোমাতে॥
আপনি কহিলা পূর্ব্বে শুনহ রাজন।
আপন তনয় যেন পাণ্ডুর নন্দন॥
তবে কেন হেন কর্ম্ম করিলা রাজন।
বুঝিলাম খল কভু নহে শুদ্ধ মন॥
কোন অংশে পাণ্ডবের নাহি অপরাধ।
আপনি করিলা তুমি নিজ কর্ম্ম বাদ॥
ভীমে বিষ খাওয়াইল রাজা দুর্য্যোধনে।
জতু গৃহে রাখিলেক পাণ্ডুর নন্দনে॥
তবে শকুনিরে আজ্ঞা দিল নরপতি।
পাশা খেলাইল যুধিষ্ঠিরের সংহতি॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া ধর্ম্ম সর্ব্বস্ব হারিল।
দুঃশাসন দ্রৌপদীরে চুলেতে ধরিল॥
আপনি অনীতি করিলেক দুর্য্যোধন।
জয়দ্রথ দিয়া করে দ্রৌপদীহরণ॥
তথাপিহ পাণ্ডবের ক্রোধ না জন্মিল।
তবে দুর্য্যোধন দুর্ব্বাসারে পাঠাইল॥
আপনি সকল জান তুমি মহাশয়।
কিছু দোষ নাহি করে পাণ্ডুর তনয়॥
অন্যায় করিল যুদ্ধ তোমার নন্দন।
অভিমন্যু বেড়িয়া মারিল সাত জন॥
পশ্চাতে পাণ্ডব পরাক্রম প্রকাশিল।
প্রতিজ্ঞা কারণে সব কৌরবে মারিল॥
বেদ শাস্ত্র জান তুমি আগম পুরাণ।
সজ্ঞান নাহিক কেহ তোমার সমান॥
আপনি জানহ পাণ্ডবের যত দোষ।
তবে কি লাগিয়া কর এ সব আক্রোশ॥
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর যতেক বুঝাইল।
দুষ্ট মতি দুর্য্যোধন বাক্য না শুনিল॥
অধিক সকল গুণে হয় পঞ্চ ভাই।
আপনি সকল জান কি হেতু বুঝাই॥
জানিয়া না জান তুমি আছিলা উদার।
কি কারণে নাহি বুঝ উচিত বিচার॥
কেবল পুত্রেরে চাহি কর অপকর্ম্ম।
ভীমেরে মারিয়া কেন বিনাশিবা ধর্ম্ম॥
কি দোষ করিল ভীম বলহ রাজন।
না বুঝিয়া কেন কর হেন আচরণ॥
কদাচিত পাণ্ডবেরে ক্রোধ না করিহ।
অধর্ম্ম হবেক মম বচন পালহ॥
পাণ্ডবে শাপিলে তুমি পুত্র না পাইবা।
তবে কি লাগিয়া তুমি অধর্ম্ম করিবা॥
শুন দেবি কেন পাসরিলা পূর্ব্ব কথা।
সতীর বচন কভু না হয় অন্যথা॥
যাত্রাকালে তোমা জিজ্ঞাসিল দুর্য্যোধন।
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধেতে জিনিবে কোন জন॥
পাণ্ডবের সঙ্গে যাই যুদ্ধ করিবারে।
জয় পরাজয় কার বলহ আমারে॥

তবে তুমি সত্য কথা কহিলা তখন।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় শুন দুর্য্যোধন॥
তোমার বচন যদি অন্যথা হইবে।
তবে কেন চন্দ্র সূর্য্য আকাশে রহিবে॥
সে সব বচন সত্য মম মনে লয়।
অতএব যুদ্ধ জিনি পাণ্ডুর তনয়॥
ত্যজহ সকল ক্রোধ আমার বচনে।
পুত্রভাব কর পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দনে॥
এত যদি বাসুদেব কহিলেন বাণী।
যোড় হাতে বলে কিছু অন্ধরাজরাণী॥
যত কিছু মহাশয় বলিলা বচন।
বেদের সমান তাহা করিনু গ্রহণ॥
কিন্তু হৃদয়ের তাপ সহিতে না পারি।
এক শত পুত্র মোর গেল যমপুরী॥
এক পুত্র শোক লোক পাসরিতে নারে।
অতএব আছে দুঃখ পাণ্ডুর কুমারে॥
ত্যজিলাম সব ক্রোধ তোমার বচনে।
পুত্রসম স্নেহ হৈল পাণ্ডুর নন্দনে॥
এত যদি বলিলেন গন্ধারকুমারী।
পুন বুঝাইয়া কন আপনি শ্রীহরি॥
পাণ্ডু সেবা যেমত করিত যুধিষ্ঠির।
কুরুবরে তেমতি সেবিবে মহাবীর॥
মহাভারতের কথা অপ্রমিত সুধা।
কাশী বলে পান করি খণ্ডি ভবক্ষুধা॥

## অথ গান্ধারীর নিকটে পাণ্ডবের দের গমন ও উক্তি প্রত্যুক্তি।

বসিলেন পঞ্চ ভাই গোবিন্দে লইয়া।
পুনশ্চ গান্ধারী বলে করুণা করিয়া॥
মনোযোগ কর ভীম আমার বচনে।
অন্যায় করিয়া যে মারিলা দুর্য্যোধনে॥
নাভির অধোতে নাহি গদার প্রহার।
তবে কেন করিলা এমন অবিচার॥
ভয়ে কম্পে ভীমসেন শুনিয়া বচন।
আগে হৈয়া যোড় হস্তে করে নিবেদন॥
প্রতিজ্ঞা আমার ছিল শুন গো জননি।
সে কারণে হেন কর্ম্ম করিয়াছি আমি॥
যুদ্ধে তারে জিনিতে না পারি মোরা সবে।
অন্যায় করিয়া যুদ্ধে মারিয়াছি তবে॥
দেশ ধন যত মম নিল দুর্য্যোধন।
কদাচিত না রাখিল সুহৃদ বচন॥
পঞ্চগ্রাম আমি মাগিলাম দুর্য্যোধনে।
শুন মাতা সেই কথা শুনিয়াছ কাণে॥
আপনি মধ্যস্থ হয়ে গিয়া নারায়ণ।
দুর্য্যোধনে কহিলেন করিয়া যতন॥
না শুনিল কৃষ্ণবাক্য তনয় তোমার।
যুদ্ধ বিনা নাহি দিব বলে বার২॥
কৃষ্ণকে বান্ধিতে চাহে তোমার নন্দন।
বল দেখি এমত করয়ে কোন জন॥
তবে বুঝাইল ভীষ্ম দ্রোণ মহামতি।
না শুনিল দুর্য্যোধন কাহার ভারতী॥
নিজে বুঝাইলা তুমি কত দুর্য্যোধনে।
পাসরিলা সেই কথা না পড়িল মনে॥
কৃষ্ণমুখে সে সকল শুনিয়াছি আমি।
পঞ্চগ্রাম নাহি দিল দুরন্ত এমনি॥
আমরা প্রতিজ্ঞা তবে করিলাম রণে।
বঞ্চিনু অজ্ঞাত বাস বিরাটভবনে॥
দ্বাদশ বৎসর বনে পাই নানা দুঃখ।
সে কথা কহিতে মাতা বিদরয়ে বুক॥
অপরাধ করেছিল অনেক প্রকারে।
সে কারণে মারিলাম রণেতে তাহারে॥
তোমার চরণে মাতা কহিব কতেক।
দুর্য্যোধন দুষ্ট কর্ম্ম করিল যতেক॥
যখন ছিলাম মোরা কাম্যক কাননে।
জয়দ্রথ পাঠাইল দ্রৌপদীহরণে॥
অনন্তরে দুর্ব্বাসারে পাঠাইয়া দিল।
গোবিন্দ প্রসাদে ব্রহ্মশাপে মুক্ত হৈল॥
তুমি থাক অন্তঃপুরে নাহি জান মাতা।
দুর্য্যোধন করিলেক অনেক দুষ্টতা॥
অনেক হিংসিতে লজ্জা পাইলাম আমি।
লোকমুখে সে সকল শুনিয়াছ তুমি॥
দুর্য্যোধনে না মারিলে রাজ্য নাহি পাই।
তারে না মারিলে আমি সকল হারাই॥
শুন মাতা দুঃখ লাভে নাহি কারো মন।
সুখের লাগিয়া লোক করে পর্য্যটন॥
এই তত্ত্ব বলিলাম তোমার গোচরে।
যে যেমত বুঝে ইহা আপন অন্তরে॥
সে কারণে ধর্ম্মাধর্ম্ম না করি বিচার।
পারিলাম যেমতে করিলাম সংহার॥
সভামধ্যে দ্রৌপদীরে দেখাইল উরু।
সে কারণে ক্রোধ মম উপজিল গুরু॥
এইহেতু দুই উরু ভাঙ্গিয়া গদায়।
ক্ষত্রিয় প্রতিজ্ঞা ধর্ম্ম রাখিলাম তায়॥

বড় দুষ্ট বলবন্ত রাজা দুর্য্যোধন।
কহিতে না পারি মাতা তাহার লক্ষণ ॥
শিশুকালে খেলা করিতাম তার সনে।
বিষ খাওয়াইল মাতা মারিবার মনে ॥
জতুগৃহ সজ্জ করি অগ্নি তাহে দিল।
পরমায়ু ছিল তেঁই তায় রক্ষা হৈল ॥
অনেক দিলেক দুঃখ ছিল মম মনে।
সে কারণে আমি মারিলাম দুর্য্যোধনে ॥
তোমার চরণে মাতা করিয়া গোচর।
আজি সে হইল মম হরিষ অন্তর ॥
গান্ধারী এতেক শুনি নিশ্বাস ছাড়িল।
মহাসতী পতিব্রতা ভীমেরে কহিল ॥
যতেক কহিলা বাপু সব কথা সার।
আপনার দোষে হইল মরণ তাহার ॥
সকল মারিলা বাপু করি মহারণ।
কোন অপরাধেতে মারিলা দুঃশাসন ॥
তুমি তারে মারিয়া করিলা রক্ত পান।
বিশেষ কনিষ্ঠ ভাই জ্ঞাতি বিদ্যমান ॥
ভীম বলে শুন মাতা করি নিবেদন।
যতেক তোমার গর্ভে সব অভাজন ॥
দ্রৌপদীর চুলে সেই ধরিল যখন।
সভাতে প্রতিজ্ঞা করিলাম সেইক্ষণ ॥
ক্ষত্রিয় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে হয় বড় দোষ।
তেঁই দুঃশাসনে মারি পরিহর রোষ ॥
ভার্য্যার শরীর হয় আপন শরীর।
শুন মাতা সেই দুঃখে পীলাম রুধির ॥
অমৃত সমান রক্ত খাইয়াছি আমি।
অপরাধ ক্ষমা কর শুন গো জননি ॥
সভাতে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বে আছিল আমার।
সে কারণে মারি তব শতেক কুমার ॥
ভীমের বচন শুনি পুন বলে দেবী।
বিষম পুত্রের শোক মনে২ ভাবি ॥
শুন ভীমসেন তুমি আমার বচন।
পুত্রশোকে আর মোর না রহে জীবন ॥
কুপুত্র সুপুত্র হকু মায়ের সমান।
পাসরিতে নাহি পারে মায়ের পরাণ ॥
গান্ধারীর বাক্য এত শুনি যুধিষ্ঠির।
কহেন পুনশ্চ তাঁরে ধার্ম্মিক সুধীর ॥
পুত্র সব তোমার হইল দুরাচার।
আপনার পাপে তারা হইল সংহার ॥
আপনার দোষে সেই মরিল আপনি।
নিমিত্তের ভাগীমাত্র হইলাম আমি ॥
আপনার কর্ম্ম দোষে প্রাণী সব মরে।
বধের নিমিত্তমাত্র অন্য জনে করে ॥
কেহ সর্পাঘাতে কেহ জলেতে ডুবিয়া।
শার্দ্দূল ভক্ষণে কেহ গলে দড়ি দিয়া ॥
আত্মঘাতী হয় কেহ মরে নানা পাকে।
ইহার নিমিত্ত ভাগী অন্য হয়ে থাকে ॥
সেইমতে অপযশ হইল আমার।
নিজ দোষে পুত্র শত মরিল তোমার ॥
শিশুকালে মরে পিতা হইলাম ছুণ্ড।
কৃপা করি জ্যেষ্ঠ তাত দিয়া রাজ্যখণ্ড ॥
সুশিক্ষা দিলেন রাজ্যখণ্ড পালিবার।
শুন গো জননি সব গোচর তোমার ॥
যদি লোক বিষবৃক্ষ করয়ে রোপণ।
আপনি কাটিলে দোষ কহে মুনিগণ ॥
এ সব শাস্ত্রের কথা না শুনিল কাণে।
দুর্য্যোধন আমাকে হিংসিল প্রাণপণে ॥
অবশ্য সে সব কথা শুনিয়াছ তুমি।
কৌরবে কু যুক্তি যত দিলেক শকুনি ॥
পাশা খেলাইয়া মম নিল দেশ ধন।
তথাপি সে সব কথা না করি মনন ॥
প্রতিজ্ঞায় বনবাসে বঞ্চিলাম আমি।
অবশ্য সে সব কথা শুনিয়াছ তুমি ॥
তবে পুরোহিতে পাঠাইয়া তার স্থানে।
চাহিলাম নিজ রাজ্য সৌজন্য বিধানে ॥
না দিলেক রাজত্ব করিল প্রবঞ্চনা।
সে কথা শুনিয়া আমি হইলাম উন্মনা ॥
চিন্তে করিলাম ভাই নাহি দিল রাজ্য।
ভাই২ বিসম্বাদে নাহি কোন কার্য্য ॥
ভীমার্জ্জুন মাদ্রীসুত প্রবোধ না মানে।
তবে আমি যুক্তি করি গোবিন্দের সনে ॥
বিবাদে নাহিক কার্য্য শুন ভগবান।
আপনি রাজাকে গিয়া মাগ পঞ্চগ্রাম ॥
পঞ্চগ্রাম বিনা আমি আর নাহি চাই।
লউক সকল রাজ্য দুর্য্যোধন ভাই ॥
আমি পাঠাইলাম এ রূপে ভগবানে।
সে কথা তোমার পুত্র না শুনিল কাণে ॥
তবে ভীষ্ম বুঝাইল বিবিধ প্রকারে।
সবে যত বুঝাইল নাহি কাণে ধরে ॥
বুঝাইল নারদ আর যে ভৃগুরাম।
বুঝাইল বিদুর কতেক অবিশ্রাম ॥
এ সকল বার্ত্তা বলিলেন চক্রপাণি।
লোকমুখে সব তত্ত্ব শুনিয়াছ তুমি ॥

যুদ্ধ যুক্তি আপনি করিল দুর্য্যোধন।
যত২ মহারাজ করি আবাহন ॥
ভীমার্জ্জুন শুনিয়া হইল ভীতমন।
অবশেষে অল্প সৈন্য করিল বরণ ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী বড়২ বীর।
লইল তোমার পুত্র সমরে সুধীর ॥
ভীষ্মদেব দ্রোণাচার্য্য কর্ণ মহাবলী।
সমরে পাণ্ডব সখামাত্র বনমালী ॥
সাত অক্ষৌহিণী সেনা হইল আমার।
ভীমার্জ্জুন নিল মুখ্য সংগ্রামের ভার ॥
ক্ষত্রিয় প্রতিজ্ঞা ধর্ম্ম বিদিত তোমারে।
ভীম আচরিল তাহা সংগ্রাম ভিতরে ॥
এই কহিলাম আমি আদ্যন্ত কথন।
দোষ নাহি করি কিছু মোরা পঞ্চ জন ॥
তবে যদি এত দুঃখ হইল অন্তরে।
শুন গো জননি অভিশাপ দেহ মোরে ॥
আমি অভিশাপ যোগ্য করেছি অকর্ম্ম।
স্বগোত্র বিনাশ করি হইল অধর্ম্ম ॥
জ্ঞাতি বধ করি রাজ্যে বড় অভিলাষ।
আমাধিক পাপী নাহি করিছেন আশ ॥
নিন্দিত এ সব কর্ম্ম শুন গো জননি।
ভাল হইল মোরে অভিশাপ দেহ তুমি ॥
ভাই মারি রাজ্য সুখ চিন্তিলাম মনে।
অভিশাপ দেহ মোরে কি কায জীবনে ॥
এত বলিলেন যবে ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির।
তাহা শুনি গান্ধারীর পুলক শরীর ॥
কিছু নাহি বলি দেবী ছাড়িল নিশ্বাস।
হৃদয়ে রাখিল দেবী না করি প্রকাশ ॥
পলাইয়া যান পার্থ গোবিন্দের পাশে।
মাদ্রীর তনয় দুই পলাইল ত্রাসে ॥
গান্ধারী ত্যজিয়া ক্রোধ বলিল বচন।
আপন তনয় যেন পাণ্ডুর নন্দন ॥
আর ভয় নাহি শুন কুন্তীর কুমার।
সে কর্ম্ম করহ হবে যে যুক্তি তোমার ॥
এত সব কথা যদি গান্ধারী কহিল।
গুরু শাপহৈতে সভে উদ্ধার পাইল ॥
আজ্ঞা দিল গান্ধারী কুন্তীরে দেখিবারে।
প্রণমিয়া পঞ্চ ভাই যান তথাকারে ॥
শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি সঙ্গে করেন গমন।
আসিয়া বন্দেন সভে মায়ের চরণ ॥
আশীর্ব্বাদ দিয়া কুন্তী করিলেন কোলে।
পঞ্চ ভাই তিতিলেন নয়নের জলে ॥
চিরদিনে কুন্তী দেবী দেখি পুত্রমুখ।
বদনে চুম্বন দিয়া পাসরিল দুঃখ ॥
হেনকালে শ্রীকৃষ্ণ দিলেন দরশন।
আশীর্ব্বাদ দিয়া রাণী মুছিল বদন ॥
হরিষে বহিছে দুই নয়নের নীর।
ফুকরি২ কান্দে না হয় সুস্থির ॥
সতত বহিছে তার নয়নের জল।
বস্ত্রেতে মুছিল তাহা ভকতবৎসল ॥
কুন্তীরে প্রবোধ করি কহেন আপনি।
কি লাগিয়া ক্রন্দন করিছ ঠাকুরাণি ॥
রাজা হবে যুধিষ্ঠির হস্তিনানগরে।
কৌরবনন্দন সব গেল যমঘরে ॥
পাণ্ডবের শত্রু আর নাহি কোন জন।
হর্ষচিত্তে থাক তুমি না কর ক্রন্দন ॥
আমি যত কহিলাম হইল প্রমাণ।
শুন২ মহাদেবি যুদ্ধের বিধান ॥
দ্রোণ ভীষ্ম কর্ণ আদি যত কুরুসেনা।
অর্জ্জুনের বাণেতে পড়িল সর্ব্বজনা ॥
ভীম মারে গান্ধারীর শতেক নন্দন।
আর ভয় নাহি মাতা না কর ক্রন্দন ॥
আমি যত কহিলাম হইল প্রমাণ।
এই দেখ ধৃতরাষ্ট্র শোকেতে অজ্ঞান ॥
এই দেখ গান্ধারী কান্দয়ে পুত্রশোকে।
দুর্য্যোধনকামিনী আছয়ে অধোমুখে ॥
পতিহীনা যুবতী কান্দয়ে শোকানলে।
এই দেখ পড়িয়া লোটায় ভূমিতলে ॥
কৌরববনিতা যত লক্ষিতে না পারি।
আসিয়াছে কুরুক্ষেত্রে নানাবেশ ধরি ॥
ঘরের বাহিরে যারা না যায় কখন।
কুরুক্ষেত্রে দেখ তারা করয়ে ক্রন্দন ॥
নানা আভরণ অঙ্গে আম্রু শাখা হাতে।
কাঁখে স্বর্ণকুম্ভ আইল অনুমৃতা হইতে ॥
বীরবেশ ধরি পতিহীন কত নারী।
অই দেখ নৃত্য করে হাতে অস্ত্র ধরি ॥
গান করে পতিহীন নারীগণ কত।
আপনি চাহিয়া দেখ নহে অন্য মত ॥
যখন গেলাম আমি হস্তিনানগরে।
পঞ্চগ্রাম হেতু ধৃতরাষ্ট্রের গোচরে ॥
গমন আমার তুমি শুনিয়া শ্রবণে।
কুপুত্র বলিয়া গালি দিলা পঞ্চজনে ॥
তাহাতে আশ্বাস আমি করিলাম তোমারে।
সে সব এখন দেখ নয়ন গোচরে ॥

আর না করিহ ভয় শুন গো জননি।
হস্তিনাতে যুধিষ্ঠির হবে নৃপমণি ॥
যাহা কহিলাম মাতা দেখিলা নয়নে।
বিষাদ করহ দূর হরষিত মনে ॥
এত বলি তুষিলেন শ্রীকৃষ্ণ কুন্তীকে।
কিন্তু তাঁর মলিন বদন কর্ণ শোকে ॥
একে২ পুত্রগণে কৈল নিরীক্ষণ।
দেখিয়া স্বগণ মৃত ব্যাকুলিত মন ॥
বাণাঘাত পুত্র অঙ্গে দেখিল বিস্তর।
হস্ত বুলাইল দেবী অঙ্গের উপর ॥
তবে কুন্তী বলে শুন দেব নারায়ণ।
কোথা অভিমন্যু মোর সুভদ্রানন্দন ॥
অর্জ্জুনের প্রিয়পুত্র সমরে সুধীর।
কোথা অভিমন্যু মোর কহ যদুবীর ॥
পুত্রবধ করিয়াছ রাজ্যলুব্ধ হৈয়া।
এ কথা শুনিয়া মোর বিদরয়ে হিয়া ॥
শুন কৃষ্ণ এক কথা জিজ্ঞাসি তোমারে।
পাণ্ডবের সখা তুমি জানয়ে সংসারে ॥
তোমার মহিমা দেব পুরাণে বাখানে।
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি তোমার বচনে ॥
তোমার আজ্ঞায় চন্দ্র সূর্য্যের উদয়।
তুমি এক অনেক আপনি মহাশয় ॥
নিরীহ নির্গুণ তুমি সভাকার পর।
বিহার কারণ তুমি ধর কলেবর ॥
তুমি যন্ত্রী প্রাণী যন্ত্র ইথে নাহি আন।
জীবন মরণ তুমি দেব ভগবান ॥
এ সকল কথা শুনিয়াছি ব্যাসমুখে।
তবে কেন নারায়ণ ভাণ্ডাহ আমাকে ॥
প্রধান পুরুষ তুমি বিদিত পুরাণে।
তবে কেন অভিমন্যু হত হৈল রণে ॥
প্রাণ মোর বাহিরায় অভিমন্যু বিনে।
হেন বুঝি ত্যাগ কৈলা আমার নন্দনে ॥
অভিমন্যু মরণেতে হইনু উন্মনা।
শুন কৃষ্ণ সেই হয় তোমার ভাগিনা ॥
তোমার ভাগিনা মরে আশ্চর্য্য কথন।
সন্দেহ আমার চিত্তে হৈল নারায়ণ ॥
মোহেতে ব্যাকুলা কুন্তী দেখিয়া শ্রীহরি।
প্রবোধ করেন তারে যোড়হাত করি ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন মাতা না বলিহ আর।
বিধিলিপি ঘুচাইতে নাহি অধিকার ॥
কর্ম্মঅনুরূপ ফল লিখিলেন ধাতা।
আমাহইতে সেই সব না হয় অন্যথা ॥
যাতায়াত করে প্রাণী আপন কর্ম্মেতে।
কাহার শকতি তাহা পারে ঘুচাইতে ॥
জীবন মরণ ভোগ নিজ কর্ম্মে হয়।
না ঘুচে অন্যের বাক্যে এ কথা নিশ্চয় ॥
চিরজীবী হয় প্রাণী নিজকর্ম্ম ফলে।
আপনার কর্ম্ম ফলে মরে অল্প কালে ॥
কালপ্রাপ্তে প্রাণী মরে ইথে নাহি আন।
সত্য কথা কহিলাম তব বিদ্যমান ॥
পাপেতে না মরে লোক পুণ্যে নাহি জীয়ে।
যশ অপযশ মাত্র সংসারে ঘোষয়ে ॥
প্রবোধ পাইয়া কুন্তী কিছু নাহি বলে।
দ্রৌপদী প্রণাম আসি করে হেন কালে ॥
উত্তরা প্রণাম করে কৃষ্ণের চরণে।
অভিমন্যু শোকে সেই কান্দে রাত্রি দিনে ॥
দ্রৌপদী বলিল দুঃখ শুন ঠাকুরাণি।
দ্রৌণি বধিলেক মম পুত্রের পরাণি ॥
শয়নে আছিল পুত্র শিবির ভিতরে।
নিশাকালে অশ্বত্থামা মারিল সভারে ॥
পরম সুন্দর মম পুত্র পঞ্চ জন।
দ্রোণের তনয় সব করিল নিধন ॥
গুরুপুত্র বলি তারে করিলাম ক্ষমা।
পুত্রশোকে জরজর করিলেক আমা ॥
মহাবলবন্ত পুত্র মরিল আমার।
শুন ঠাকুরাণি পায় নিবেদি তোমার ॥
বরৎপুত্রশোক মোর নিবারণ হয়।
পাসরিতে নারি দুঃশাসনের দুর্ণয় ॥
শল্য যেন তার বাক্য আছয়ে অন্তরে।
সত্য কথা কহিলাম তোমার গোচরে ॥
ছিল মুক্ত কেশ মোর দ্বাদশ বৎসর।
প্রতিজ্ঞা করেছি পূর্ব্বে সভার ভিতর ॥
দুঃশাসনরক্ত আনি দিবে ভীমসেন।
তবেত করিব আমি কবরীবন্ধন ॥
দুঃশাসনে বধিয়া আইল বৃকোদর।
তার রক্ত আনিলেক আমার গোচর ॥
তৈল সনে রুধির ঢালিয়া দিল কেশে।
আমি ভাবিলাম তাহে যাই স্বর্গবাসে ॥
রুধির পাইয়া আমি আনন্দিত মন।
তবে করিলাম আমি কবরীবন্ধন ॥
পূর্ব্ব কথা কহিলাম শুন মহাদেবি।
বহু দিন তোমার চরণ নাহি সেবি ॥
যে পাপ হইল তাহে ক্ষম মহারাণি।
আমি,তব পুত্রবধু তুমি ঠাকুরাণী ॥

হেনমতে সম্ভাষা করিয়া সর্ব্বজনে।
রণভূমি গান্ধারী চলেন দুঃখিমনে॥
বধূগণ সঙ্গে দেবী লাগিল কান্দিতে।
কৃষ্ণ সহ পঞ্চ ভাই চলিল পশ্চাতে॥
ধৃতরাষ্ট্র মহারাজ করিল গমন।
সঞ্জয় রাজারে ধরি লইল তখন॥
যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুন রাজার পশ্চাতে।
উপনীত হৈল গিয়া সমর ভূমিতে॥
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
কাশীরাম দাস কহে পীয়ে সাধুনর॥

## অথ গান্ধারীপ্রভৃতি স্ত্রীগণের যুদ্ধস্থলে গমন ও স্ব২ পতি পুত্র মৃত দর্শনে খেদ।

মহাভয় উপজিল দেখি রণস্থল।
শৃকিনী গৃধিনী শিবা করে কোলাহল॥
হাতে মুণ্ড করিয়া নাচয়ে ভূতগণ।
কুক্কুর করিছে মাংস শোণিত ভক্ষণ॥
রক্তের কর্দ্দমে শীঘ্র চলিতে না পারে।
শোকাকুল নারীগণ যায় ধীরেধীরে॥
কেহ২ না পাইয়া পতি দরশন।
ভূমেতে পড়িয়া তারা করয়ে ক্রন্দন॥
আভরণ ফেলে কেহ শোকাকুল হৈয়া।
পতিঅন্বেষণে কেহ ফিরয়ে ধাইয়া॥
ভ্রময়ে সমরস্থলে যত কুরুনারী।
শিবা শ্বান পক্ষিগণে ভয় নাহি করি॥
অনেক যতনে কেহ নিজ পতি পায়।
স্কন্ধে মুণ্ডে যোড়া দিতে মহাব্যগ্র হয়॥
দুই হস্তে কেহ ধরে পতির চরণ।
বিলপয়ে মুখেমুখ করিয়া মিলন॥
পাসরিলা পূর্ব্বকার প্রেমরস যত।
হাস্য পরিহাস তাহা স্মরাইব কত॥
সমর করিতে গেলা কেমন কুক্ষণে।
পুন না হইল দেখা এ অভাগীর সনে॥
হেনমতে পতি লয়ে যতেক সুন্দরী।
বিলাপ করয়ে সব নানা মত করি॥
তা দেখি গান্ধারী প্রাণ ধরিতে না পারে।
পতি কোলে বধূগণ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
রণভূমি দেখি দেবী অতিভয়ঙ্কর।
কপালে কঙ্কণ মারি কান্দিল বিস্তর॥
হেন কেহ নাহি তথা প্রবোধ করিতে।
সভে শোকে অচেতন পড়িয়া ভূমিতে॥
কে কোথা পড়িয়া আছে নাহিক উদ্দেশ।
রণভূমি দেখি দেবগণে লাগে ত্রাস॥
মড়ার উপরে মড়া লেখা নাহি তার।
গান্ধারী দেখিয়া চিত্তে হৈল চমৎকার॥
গজ বাজি পড়িয়াছে রথ বহুতর।
নানা অলঙ্কার বস্ত্র অস্ত্র মনোহর॥
মাথার মুকুট পড়িয়াছে রণ ভূমে।
মকর কুণ্ডল পড়িয়াছে নানা ক্রমে॥
ধ্বজ ছত্র চামর পড়েছে রণস্থলি।
ডাকিনী যোগিনীগণ করে নানা কেলি॥
স্বামী পুত্র পৌত্র আর বন্ধু সহোদর।
পড়িয়া আছয়ে যত মৃত কলেবর॥
দুর্য্যোধন অন্বেষণে বুলয়ে গান্ধারী।
কত দূরে দেখে হত কুরুঅধিকারী॥
ধূলায় পড়িয়া আছে রাজা দুর্য্যোধন।
গান্ধারী দেখিল সঙ্গে লৈয়া বধূগণ॥
পুত্র দরশনে দেবী অজ্ঞানা হইল।
গান্ধারী মরিল বলি সকলে ভাবিল॥
পঞ্চ পাণ্ডবেতে তাঁরে তুলিয়া ধরিল।
শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকিআদি বহু প্রবোধিল॥
সম্বিত পাইয়া তবে গন্ধারতনয়া।
চাহিয়া কৃষ্ণেরে বলে শোকাকুলা হৈয়া॥
দেখ কৃষ্ণ পড়িয়াছে রাজা দুর্য্যোধন।
সঙ্গেতে নাহিক কেন কর্ণ দুঃশাসন॥
শকুনি সঙ্গেতে কেন না দেখি রাজার।
কোথা ভীষ্ম মহাশয় শান্তনুকুমার॥
কোথা দ্রোণাচার্য্য কোথা কৃপ মহাশয়।
একেলা পড়িয়া কেন আমার তনয়॥
কোথা সে কুণ্ডল কোথা মণি মুক্তাস্রজ।
কোথা গেল হস্তি ঘোড়া কোথা রথ ধ্বজ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী যার সঙ্গে যায়।
হেন দুর্য্যোধন রাজা ধূলায় লোটায়॥
সুবর্ণের খাটে যার সতত শয়ন।
হেন তনু ধূলার উপরে নারায়ণ॥
জাতী জূথী পুষ্প আর চাঁপানাগেশ্বর।
রঙ্গন মালতী আর মল্লিকা সুন্দর॥
এ সকল পুষ্পে পুত্র থাকিত শুইয়া।
হেন তনু লোটে ধূলা দেখ না চাহিয়া॥
অগুরু চন্দন গন্ধ কুৎকুম কস্তূরী।
লেপন করিত সদা অঙ্গের উপরি॥

শোণিতে সে আজি তনু হইল শোভন।
আহা মরি কোথা গেল রাজা দুর্য্যোধন ॥
ত্যজহ আলস্য কেন না দেহ উত্তর।
যুদ্ধহেতু তোমারে ডাকয়ে বৃকোদর ॥
উঠ পুত্র ত্যজ নিদ্রা অস্ত্র লহ হাতে।
গদাযুদ্ধ কর গিয়া ভীমের সহিতে ॥
কৃষ্ণার্জ্জুন ডাকে তোমা যুদ্ধের কারণ।
প্রত্যুত্তর কেন নাহি দেহ দুর্য্যোধন ॥
এত বলি গান্ধারী হইল অচেতনা।
প্রিয় ভাষে কৃষ্ণচন্দ্র করেন সান্ত্বনা ॥
শোক না করিহ আর শুন কুরুরাণি।
সকল দৈবের ক্রিয়া জানহ আপনি ॥
দৈবের অধীন দেখ সকল সংসার।
শুন দেবি অন্যের নাহিক অধিকার ॥
দেব দ্বিজ গুরু নিন্দা এসব কুকর্ম্ম।
বেদে বুঝাইল ইহা না করিলে ধর্ম্ম ॥
দুষ্কর্ম্ম দুঃসহ ত্যজি থাকিলে সুপথে।
ইহ সুখ ভোগি অন্তে যায় সে স্বর্গেতে ॥
না জানিয়া কুকর্ম্ম করয়ে যেই জন।
পরিণামে দুঃখ পায় বেদের বচন ॥
অহঙ্কারে অধর্ম্ম করয়ে নিরন্তর।
অবশেষে কর্ম্ম তার হয়ত দুষ্কর ॥
না শুনে সুজনবাক্য মত্ত অহঙ্কারে।
অবশেষে সেই জন যায় ছারেখারে ॥
কিন্তু এ সকল ঘটে নিজ কর্ম্মগুণে।
শোক দূর কর দেবি কান্দ অকারণে ॥
শুভাশুভ কর্ম্ম যত বিধির ঘটন।
ভোগ বিনা ক্ষয় নহে শাস্ত্রের লিখন ॥
কালে আসি জন্মে প্রাণী কালেতেই মরে।
কাল বশ এই সব জানাই তোমারে ॥
বিচার করিয়া দেখ শুন নৃপনারি।
অজ্ঞলোক বৃথা শোক করে না বিচারি ॥
না কর বেদনা তুমি শুন নৃপজায়া।
বুঝিতে না পারে কেহ বিধাতার মায়া ॥
বিজয়ী পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পর লোকে তরি ॥
কিছুমাত্র বলি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার ॥
কাশীরাম দাসের সদাই এই মন।
নিরবধি রচে মহাভারত কথন ॥

### অথ মৃত পতি পুত্রাদি দর্শনে গান্ধারী প্রভৃতি স্ত্রীগণের বিলাপ ও কৃষ্ণের প্রতি গান্ধারীর অনুযোগ।

শ্রীজনমেজয় বলে শুন মহামুনি।
গান্ধারী কি কর্ম্ম করিলেক কহ শুনি ॥
কেমনে ধরিল প্রাণ শত পুত্র শোকে।
ক্রোধ করি কোন্ কথা কহিল কৃষ্ণেকে ॥
পূর্ণ ব্রহ্ম অবতার দেব নারায়ণ।
জানিয়া শাপিল দেবী কিসের কারণ ॥
এইত আশ্চর্য্য অতি মম মনে লয়।
বিস্তারিয়া এই কথা কহ মহাশয় ॥
কহেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
একচিত্ত হয়ে শুন ভারত কথন ॥
কৃষ্ণের প্রবোধ বাক্য মনেতে বুঝিয়া।
উঠিয়া বসিল দেবী চেতনা পাইয়া ॥
কহে কিছু কৃষ্ণেকে গান্ধারী পতিব্রতা।
বিচিত্রবীর্য্যের বধূ রাজার বনিতা ॥
দেখ কৃষ্ণ একশত পুত্র মহাবল।
ভীমের গদার ঘাতে মরিল সকল ॥
দেখ কৃষ্ণ বধূগণ উচ্চৈঃস্বরে কান্দে।
দেখিতে না পায় দেখ কভু সূর্য্য চান্দে ॥
শিরীষ কুসুম জিনি সুকোমল তনু।
দেখিয়া যাহার রূপ রথ রাখে ভানু ॥
হেন সব বধূগণ আইল কুরুক্ষেত্রে।
ছিন্নকেশ মত্তবেশ দেখ তুমি নেত্রে ॥
ওই দেখ নৃত্য করে পতিহীন বধূ।
মুখ অতি সুশোভন অকলঙ্ক বিধু ॥
ওই দেখ গান করে নারী পতিহীনা।
কণ্ঠশব্দ শুনি যেন নারদের বীণা ॥
পতিহীনা কত নারী বীরবেশ ধরি।
ওই দেখ নৃত্য করে হাতে অস্ত্র করি ॥
সহিতে না পারি শোক শান্ত নহে মন।
আমা ত্যজি কোথা গেল পুত্র দুর্য্যোধন ॥
হে কৃষ্ণ দেখহ মম পুত্রের দুস্থতা।
যাহার মস্তকে ছিল সুবর্ণের ছাতা ॥
নানা আভরণে যার তনু সুশোভন।
সে তনু ধূলায় ওই দেখ নারায়ণ ॥
সহজে কাতর বড় মায়ের পরাণ।
সুপুত্র কুপুত্র দুই মায়ের সমান ॥
এক কালে এত শোক সহিতে না পারি।
বুঝাইবা কিরূপে আমারে হে মুরারি ॥

পুত্রশোক শল্য যেন বাজিছে হৃদয়।
দেখাবার হইলে দেখিতা মহাশয়॥
সংসারের মধ্যে শোক আছয়ে যতেক।
পুত্রশোক তুল্য শোক নহে তার এক॥
গর্ভধারী হয়ে যে করিয়াছে পালন।
সেইসে বুঝিতে পারে পুত্রের মরণ॥
এ শোক সহিবে কেবা আছয়ে সংসারে।
বিবরিয়া বাসুদেব কহ দেখি মোরে॥
সহিতে না পারি আমি হৃদয়ের তাপ।
ভাবিতে উঠয়ে মনে মহামনস্তাপ॥
মহাবলবন্ত মোর শতেক নন্দন।
কি দিয়া আমারে বুঝাইবা নারায়ণ॥
মহারাজ দুর্য্যোধন লোটায় ভূতলে।
চরণ পূজিত যার নৃপতি মণ্ডলে॥
ময়ূরের পাখে যার চামর ব্যজন।
কুক্কুর শৃগাল তারে করয়ে ভক্ষণ॥
দেখিতে না পারি আমি এসব যন্ত্রণা।
শকুনি দিলেক যুক্তি খাইয়া আপনা॥
যাত্রাকালে পুত্র মোরে জিজ্ঞাসিল জয়।
যে কথা কহিলাম তাহা শুন মহাশয়॥
যথা ধর্ম্ম তথা কৃষ্ণ জয় সেইখানে।
এই কথা আমি কহিলাম দুর্য্যোধনে॥
না শুনিল মোর বাক্য করি অনাদর।
রাখিল ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম করিয়া সমর॥
কাতর না হইল রণে আমার নন্দন।
সমর করিয়া সভে ত্যজিল জীবন॥
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম মৃত্যু সম্মুখে সংগ্রামে।
তাহাতে না ভাবি দুঃখ খেদ কোন ক্রমে॥
কিন্তু এক হৃদয়ে রহিল বড় ব্যথা।
সংগ্রামে আইল দুর্য্যোধনের বনিতা॥
এই দুঃখ নারায়ণ না পারি সহিতে।
অই দেখ বধূগণ আমুশাখা হাতে॥
অতএব ব্যগ্রা বড় হইয়াছি আমি।
আর এক নিবেদন শুন অন্তর্যামি॥
দুর্য্যোধন না মানিল হিত উপদেশ।
তাহার উচিত ফল পাইল বিশেষ॥
শকুনি আমার ভাই বড় দুরাচার।
তার বুদ্ধে হৈল মোর বংশের সংহার॥
মরিলেক শত পুত্র নাহিক সন্ততি।
বৃদ্ধকালে রাজার হইবে কি বা গতি॥
পাণ্ডুর নন্দন রাজ্য নিবে আপনার।
পুত্র নাহি কেবা আনি যোগাবে আহার॥
জলাঞ্জলি দিতে কেহ নাহি পিতৃগণে।
এইহেতু ক্রন্দন করি যে রাত্রি দিনে॥
এত বলি গান্ধারী হইল অচেতনা।
করুণাসাগর কৃষ্ণ করেন সান্ত্বনা॥
কৌরব বনিতা কান্দে পতি পুত্র শোকে।
তা দেখিয়া পাণ্ডব আছয়ে অধোমুখে॥
মৃত পতি কোলে করি করয়ে বিলাপ।
যুধিষ্ঠির রাজার বাড়িল মনস্তাপ॥
এমন সময়ে আসি দ্রৌপদী সুন্দরী।
পুত্রশোকে কান্দে শিরে করাঘাত করি॥
বিরাটনন্দিনী কান্দে শোকে অচেতনা।
তাহা দেখি হইলেন অর্জ্জুন বিমনা॥
উত্তরা ধরিয়া অভিমন্যুর চরণ।
লাজ ভয় ত্যাগ করি যুড়িল ক্রন্দন॥
উত্তরা বলিল মোরে বিধি প্রতিকূল।
হেন জন মরে যার গোবিন্দ মাতুল॥
ধনঞ্জয় যার পিতা হেন জন মরে।
এ বড় দারুণ শোক রহিল অন্তরে॥
মোহেতে আকুল বড় রাজা যুধিষ্ঠির।
বিলাপিয়া ভূমিতে পড়িল ভীম বীর॥
শোকেতে অর্জ্জুন বীর করেন রোদন।
বিলাপিয়া কান্দে দুই মাদ্রীর নন্দন॥
কুন্তী যাজ্ঞসেনী দোঁহা শোকে অচেতনা।
মহাশোক সিন্ধুতে পড়িল সর্ব্ব জনা॥
ফুকরিয়া কুন্তী দেবী না পারে কান্দিতে।
অন্তরে হইল দগ্ধ কর্ণের শোকেতে॥
বিলাপিয়া উত্তরা যে যায় গড়াগড়ি।
প্রাণনাথ কোথা ওহে গেলা আমা ছাড়ি॥
গোবিন্দ তোমার মামা পিতা ধনঞ্জয়।
আহা মরি কোথা গেলা অর্জ্জুনতনয়॥
মরিব তোমার সঙ্গে ইথে নাহি আন।
তোমার বিহনে মোর না রহে পরাণ॥
অস্থির পাণ্ডবগণ দেখি নারায়ণ।
শান্ত করিলেন কহি মধুর বচন॥
কুরুক্ষেত্রে উথলে ক্রন্দন কোলাহল।
অশ্রুতে পূর্ণিত হৈল সংগ্রামের স্থল॥
না হয় শোকের অন্ত পুনঃ২ বাড়ে।
হা নাথ বলিয়া পতিহীনা ডাক ছাড়ে॥
পড়িয়া গান্ধারী আছে অচেতনা শোকে।
দুর্য্যোধন বিনা অন্য শব্দ নাহি মুখে॥
কি বলিব ওহে কৃষ্ণ মুকুন্দ মুরারি।
আজিহৈতে শূন্য হৈল হস্তিনানগরী॥

না ধরিল আমার বচন দুর্য্যোধন।
তাহার কারণে শত পুত্রের নিধন॥
শান্তনুতনয় কত বুঝাইল নীত।
দ্রোণ কত বুঝাইল শাস্ত্রের বিহিত॥
বিদুর কহিল কত বিবিধ প্রকারে।
না শুনিল কদাচিত গুরু অহঙ্কারে॥
না শুনিল কার কথা যুদ্ধ কৈল পণ।
সকল জীবের গতি তুমি নারায়ণ॥
সকল শুন্যাছি আমি সঞ্জয়ের মুখে।
আর কত অনুযোগ করিব তোমাকে॥
সমাধান কর তুমি কর্ম্ম ভোগ বলি।
ইহার সিদ্ধান্ত নাহি শুন বনমালি॥
কহিতে কহিতে ক্রোধ হৈল অতিশয়।
পুনরপি শোক ত্যজি গোবিন্দেরে কয়॥
ওহে কৃষ্ণ জনার্দ্দন দেবকীকুমার।
তোমাহৈতে হৈল মোর বংশের সংহার॥
অনর্থের মুল তুমি দেব নারায়ণ।
কর্ম্ম দেখাইয়া কর দোষ প্রক্ষালন॥
তোমাতে সংহার হয় মিলয় তোমাতে।
জীবের কারণ আর নাহি তোমাহৈতে॥
সকল তোমার মায়া তুমি সে প্রধান।
গুণ দোষ ধর্ম্মাধর্ম্ম তুমি ভগবান॥
থাকিয়া প্রাণির ঘটে যে বলাও যারে।
প্রাণী করে সেই কর্ম্ম দোষ কেন তারে॥
অসাধুর মত কোথা ধর্ম্মের বাসনা।
সাধু ব্যক্তি তব পদ করয়ে ভাবনা॥
সাধুমত প্রশংসা করয়ে চক্রপাণি।
সংসার যতেক দেখি তার মুল তুমি॥
অতএব কহি নাথ কর অবধান।
করাইলা কৌরব পাণ্ডবেতে সংগ্রাম॥
ভেদ জন্মাইলা তুমি ওহে রমাপতি।
না পারি কহিতে দেব তোমার প্রকৃতি॥
কৌরব পাণ্ডব তব উভয় সমান।
তাহে ভেদ যুক্তি নহে শুন ভগবান॥
ধর্ম্মআত্মা যুধিষ্ঠির কিছু নাহি জানে।
সংগ্রামে প্রবৃত্ত ধর্ম্ম তোমার সন্ধানে॥
হিংসার নাহিক লেশ ধর্ম্মের শরীরে।
ভেদ জন্মাইলা তুমি কহিয়া তাহারে॥
যদি বিসম্বাদ হৈল ভাই দুই জনে।
তোমাকে উচিত নহে উপস্থিত রণে॥
তারে বন্ধু বলি কৃষ্ণ করায় শমতা।
তুমি শিখাইয়া দিলা বিবাদের কথা॥

কহিতে তোমার কথা দুঃখ উঠে মনে।
সমান সম্বন্ধ তব কুরু পাণ্ডু সনে॥
বরণ করিতে তোমা গেল দুর্য্যোধন।
পালঙ্কে আছিলা তুমি করিয়া শয়ন॥
জাগিয়া আছিলা তুমি দেখি দুর্য্যোধনে।
কপটে মুদিয়া আঁখি নিদ্রা গেলা কেনে॥
পশ্চাতে অর্জ্জুন আইল সে কথা শুনিয়া।
উঠিয়া বসিলা মায়া নিদ্রা উপেক্ষিয়া॥
নারায়ণী সেনা দিলা আমার নন্দনে।
ছলিতে অর্জ্জুনবাক্য শুনিলা প্রথমে॥
সারথি হইলা তুমি অর্জ্জুনের রথে।
সমান সম্বন্ধ আর রহিল কি মতে॥
তাহে এক যুক্তি ছিল শুন যদুপতি।
সৈন্য নাহি দিতা তুমি না হইতা সারথি॥
তবে সে হইত ব্যক্ত সমান সম্বন্ধ।
তোমাকে উচিত নহে শুন কৃষ্ণচন্দ্র॥
তারপর এক কথা শুনহ অচ্যুত।
করিলা দারুণ কর্ম্ম শুনিতে অদ্ভুত॥
মধ্যস্থ হইয়া যবে গিয়াছিলা তুমি।
চাহিলা যে পঞ্চ গ্রাম শ্রুতা আছি আমি॥
না দিলেক পুত্র মোর কি ভাবিয়া মনে।
আসিয়া কহিলা তুমি পাণ্ডুর নন্দনে॥
সদাচারি পাণ্ডুপুত্র রাজ্য নাহি মনে।
তাহে তুমি ভেদ করি কহিলা বচনে॥
আপনি করিলা ভেদ কৌরব পাণ্ডবে।
নহে তুমি প্রবৃত্ত হইলা কেনে তবে॥
সেকালে আপন ঘরে যাইতা যদি তুমি।
সম স্নেহ বলি তবে জানিতাম আমি॥
যুদ্ধ যুক্তি দিলা তুমি পাণ্ডুর কুমারে।
প্রবঞ্চনা করি কৃষ্ণ ভাণ্ডিলে আমারে॥
সব জানিলাম তুমি অনর্থের মুল।
করিলা বিনাশ তুমি যত কুরুকুল॥
কহিতে তোমার কর্ম্ম বিদরয়ে প্রাণ।
তবে কেন বল তুমি উভয় সমান॥
আমি সব শুনিয়াছি সঞ্জয়ের মুখে।
না কহিলে স্বাস্থ্য নাহি জানাই তোমাকে॥
কি কহিতে পারি আমি তোমার সম্মুখ।
উচিত কহিতে পাছে মনে ভাব দুঃখ॥
দুঃখ সুখ কহিবেক সভাকার স্থান।
আর কিছু কহি তাহা শুন ভগবান॥
অনাদি পুরুষ তুমি দেব ভগবান।
বিশ্বেশ্বর হও তুমি পুরুষপ্রধান॥

সভাকার মূল তুমি দেব জগন্নাথ।
সহজে অবলা আমি কি কব সাক্ষাৎ॥
কর্ণের আছিল শক্তি অর্জ্জুননিধনে।
তাহে তুমি বিনাশিলা ভীমের নন্দনে॥
যুধিষ্ঠিরসহ যুক্তি করি যদুপতি।
যুদ্ধেতে প্রবৃত্ত করাইলা তুমি রাতি॥
ভীমসুত ঘটোৎকচ মায়া যুদ্ধ কৈল।
ক্রোধে কর্ণ সেই অস্ত্র ভৈমিরে মারিল॥
ওহে কৃষ্ণ এ সকল তোমার মন্ত্রণা।
কর্ম্ম সর্ব্বমূল বলি প্রবোধিলা আমা॥
তোমার যতেক কর্ম্ম না পারি কহিতে।
কুরু পাণ্ডু সম বলি বলহ সভাতে॥
চক্রব্যূহ দ্রোণাচার্য্য করিল রচন।
চক্রব্যূহ যুদ্ধমাত্র জানয়ে অর্জ্জুন॥
আর কেহ নাহি জানে পাণ্ডবসভাতে।
অভিমন্যু শুনেছিল থাকিয়া গর্ভেতে॥
মহাভারতের কথা অমৃত অর্ণবে।
পাঁচালি প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দেবে॥

অথ প্রসঙ্গতো জয়দ্রথ বধোপাখ্যান ও
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গান্ধারীর শাপ।

জিজ্ঞাসে জনমেজয় মুনির গোচরে।
বিস্তারিয়া সেই কথা কহিবা আমারে॥
প্রবেশ জানয়ে বীর না জানে নির্গম।
শুনিতে আশ্চর্য্য বড় কহ তপোধন॥
মুনি বলে সেই কথা কহিতে বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিব কিছু শুন সারোদ্ধার॥
যেই কথা গান্ধারী কহিল কৃষ্ণ প্রতি।
সেই কথা কহি রাজা কর অবগতি॥
এক দিন নিজগৃহে সুভদ্রা সুন্দরী।
পার্থের অগ্রেতে কহে করযোড় করি॥
চক্রব্যূহ কথা কহ কি তাহার ক্রম।
কেমতে প্রবেশ হয় কেমতে নির্গম॥
পার্থ কহিলেন দেবি শুন সাবধানে।
গর্ভেতে থাকিয়া তাহা অভিমন্যু শুনে॥
কহেন প্রবেশ কথা সুভদ্রা গোচরে।
হেনকালে নিদ্রা আসি ধরিল তাহারে॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডনে।
না শুনিল শেষ কথা নিদ্রা আকর্ষণে॥
অর্জ্জুননন্দন বীর মহাপরাক্রম।
জননীর দোষে নাহি শুনিল নির্গম॥

চক্রব্যূহ দ্রোণাচার্য্য করিল রচনা।
শুনিয়া পাণ্ডবগণ হইল উন্মনা॥
নারায়ণী সেনা সহ যুঝেন অর্জ্জুন।
মুহূর্ত্তেক বিশ্রাম নাহিক কদাচন॥
শুনি দুঃখী হইলেন ধর্ম্ম নৃপমণি।
এবার সঙ্কটে রক্ষা কর চক্রপাণি॥
অভিমন্যু বলে কথা করি যোড় হাত।
কোন হেতু চিন্তান্তর দেখি জ্যেষ্ঠ তাত॥
যখন ছিলাম আমি মায়ের গর্ভেতে।
শুনেছি প্রবেশ কথা পিতার মুখেতে॥
এত শুনি ধর্ম্ম হইলেন হৃষ্টমন।
আলিঙ্গন দিয়া দেন বদনে চুম্বন॥
ভীম বলে যদি পার প্রবেশ করিতে।
কদাচিত নাহি পার নির্গম হইতে॥
তবেত উপায় আমি করিব পশ্চাতে।
ভাঙ্গিব সকল ব্যূহ গদার আঘাতে॥
এত বলি সান্ত্বনা করিল ভীম বীর।
চলিল সুভদ্রাসুত প্রফুল্ল শরীর॥
ব্যূহেতে প্রবেশ করে অর্জ্জুনকুমার।
এক রথে জয়দ্রথ আবরিল দ্বার॥
পাণ্ডবের সৈন্য না পারিল প্রবেশিতে।
অভিমন্যু সংগ্রাম করিল সাহসেতে॥
বিক্রমে বিশাল বীর মহাধনুর্দ্ধর।
সপ্তরথি বিন্ধিয়া করিল জরজর॥
মহাআস্ফালন করি ছাড়ে সিংহনাদ।
শুনিয়া কৌরবগণ গণিল প্রমাদ॥
মহাবল ধরে বীর সুভদ্রাকুমার।
দেখিয়া হইল ভয় অন্তরে সভার॥
কৃপাচার্য্য দ্রোণাচার্য্য গুরুর নন্দন।
জয়দ্রথ কর্ণ বীর রাজা দুর্য্যোধন॥
ব্যূহমধ্যে ছয় জন ছিল দ্বারে দ্বারে।
বিন্ধিয়া জর্জ্জর কৈল সুভদ্রাকুমারে॥
কাহার কাটিল চক্র কাহার সারথি।
কাহার কাটিল অশ্ব কাহার পদাতি॥
কাহার কাটিল ধনু কাহার কবচ।
এই মত যুদ্ধ করে সুভদ্রাঅঙ্গজ॥
হইল বিক্ষত ক্ষত সভার শরীর।
ভেদিয়া কবচ অঙ্গে বহিছে রুধির॥
ধনঞ্জয় পিতা যার মাতুল মাধব।
একে২ সভারে করিল পরাভব॥
আকাশে প্রশংসা করে তুষ্ট দেবগণ।
ধন্য২ মহাবীর সুভদ্রানন্দন॥

এই রূপে মহাবীর কৈল মহামার।
নির্গম হইতে বীর না পাইল দ্বার॥
জেষ্ঠতাত জেষ্ঠতাত বলি করে শব্দ।
শুনিয়াত বায়ুসুত হৈল মহাস্তব্ধ॥
পরাক্রম করি বীর গদা লৈয়া যায়।
হেনকালে জয়দ্রুথ দেখিবারে পায়॥
যমের সমান বীর হাতে ধনুঃশর।
দ্বার রুদ্ধ করিয়াছে রথের উপর॥
শমন সমান তারে দেখি বৃকোদর।
হাতেহৈতে খসিয়া পড়িল গদাবর॥
দুর্ব্বল হইল বীর অঙ্গে হইল জ্বর।
মুখেতে নাহিক বাক্য ভয়েতে কাতর॥
না পারে সহিতে বীর দৈবের ঘটন।
শিবের আছয়ে আজ্ঞা কে করে লঙ্ঘন॥
হেথায় সুভদ্রাসুত না পাইল পথ।
ফাঁফর হইয়া বীর ভয়েতে আবৃত॥
দ্রোণাচার্য্য ডাকি বলে কি দেখহ আর।
মহাযুদ্ধ করে বীর সুভদ্রাকুমার॥
সহজে বালক বটে মহাতেজ ধরে।
প্রায় বুঝি সভারে লইবে যমঘরে॥
কোমল শরীর বীর সহজে সুন্দর।
সদা স্নেহ যাহারে করেন দামোদর॥
না করে কাহারে ভয় প্রকাণ্ড শরীর।
কোন জন ইহার অগ্রেতে হবে স্থির॥
শুনিয়া গুরুর বাক্য সভে জ্বলে কোপে।
অরুণ সদৃশ বাণ বসাইল চাপে॥
মুষল মুদ্গার শল্য পরিঘ তোমর।
আষাঢ় শ্রাবণে যেন বর্ষে জলধর॥
এই মত ছয় রথী করে শরজাল।
না দেখিয়া দিগাদিগ আর চলাচল॥
যেই দিগে যায় বীর সেই দিগে শর।
একাকী সমরে শিশু হইল ফাঁফর॥
কবচ ভেদিয়া পড়ে রুধিরের ধার।
রক্ষা কর জগন্নাথ বলে বারবার॥
অনাথের নাথ তুমি আপদভঞ্জন।
তোমা বিনা ত্রাণকর্ত্তা নাহি কোন জন॥
দেবের দেবতা তুমি অখিলের পতি।
কৃপা করি হৈলা তুমি পিতার সারথি॥
এই বড় মনে দুঃখ রহিল আমার।
পুনরপি না দেখিলাম চরণ তোমার॥
না দেখিলাম জ্যেষ্ঠতাত পিতার বদন।
না দেখিতে পাইলাম মাতার চরণ॥
এত বলি পুনরপি নিয়া শরাসন।
করিল দারুণ যুদ্ধ ঘোর দরশন॥
ছয় রথী এক কালে বরিষয়ে শর।
একাকী সমরে শিশু হইল ফাঁফর॥
ব্যাকুলিত কেশপাশ রথেতে পড়িল।
গোবিন্দ২ বলি শরীর ত্যজিল॥
সাধু২ প্রশংসা করয়ে দেবগণ।
ধন্য২ মহাবীর সুভদ্রানন্দন॥
চক্রব্যূহে অভিমন্যু হইল সংহার।
শুনিয়া পাণ্ডবগণ করে হাহাকার॥
অর্জ্জুন সম্বাদ পায়ে দূতের মুখেতে।
পড়িলেন মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া রথেতে॥
শোকেতে গোবিন্দ অতি নিরানন্দ মন।
কহেন চেতন পায়ে কুন্তীর নন্দন॥
অভিমন্যু মহাবীর আমার নন্দন।
হেন মহাবীরে বধিলেক কোন জন॥
দূত বলে মহাশয় করি নিবেদন।
তব পুত্রে জয়দ্রুথ করিল নিধন॥
অর্জ্জুন বলেন পাপী এ কর্ম্ম করিল।
অন্যায় করিয়া মম পুত্রেরে মারিল॥
আজি তারে বিনাশিব করিলাম পণ।
অবশ্য পাঠায়া দিব যমের সদন॥
শুন কৃষ্ণ নিবেদন চরণে তোমার।
দিবসের মধ্যে তারে করিব সংহার॥
জয়দ্রুথে বিনাশিব থাকিতে ভাস্কর।
শর্ব্বরী হইলে না ধরিব ধনুঃশর॥
এইত প্রতিজ্ঞা করি আইলেন রণে।
দ্রোণাচার্য্য জয়দ্রুথে রাখিল গোপনে॥
বায়ুর শকতি নাহি দেখে জয়দ্রুথে।
হেতা পার্থ করেন বীরত্ব নানা মতে॥
তৃতীয় প্রহর বেলা করেন সংগ্রাম।
তথাপি না হয় জয়দ্রুথের সন্ধান॥
চারি দণ্ড বেলা আছে যবে শেষ দিন।
ভাবিয়া অর্জ্জুন বীর হইলেন ক্ষীণ॥
তুমি কৃষ্ণ মন্ত্রণা করিলা সেই কালে।
জয়দ্রুথবধ হেতু চক্র আরোপিলে॥
তাহাতে সূর্য্যের তেজ হইল আচ্ছাদন।
সন্ধ্যাকাল হইল হেন মানে সর্ব্বজন॥
পার্থ দেখিলেন হইল দিন অবসান।
ভূমিতে নামিয়া বীর ত্যজেন বিমান॥
অগ্নিকুণ্ড করিলেন মরিবার তরে।
তাহা দেখি জয়দ্রুথ আইল দেখিবারে॥

চক্র ঘুচাইলা দীপ্ত হইল ভাস্কর।
অর্জ্জুন আইল তবে হাতে ধনুঃশর ॥
সন্ধান পূরিয়া তারে করিল সংহার।
কহ দেখি বাসুদেব এ দোষ কাহার ॥
সঞ্জয়ের মুখে আমি শুনিয়াছি সব।
উপকার যত তুমি করেছ মাধব ॥
না ঘুচে মনের দুঃখ কহিব সে কথা।
প্রবোধিলা আমা কর্ম্ম জন্ম লিখে ধাতা ॥
বিধির বিধাতা তুমি সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
ভাণ্ডিতে নারিবা মোরে শুন দয়াময় ॥
যত উপকার কৈলা আমার নন্দনে।
একমুখে সে কথা কহিব কত দিনে ॥
তবে কেন বল তুমি দুকুল সমান।
তোমাকে এ যুক্তি নহে শুন ভগবান ॥
কেবল পাণ্ডবপক্ষ তুমি নারায়ণ।
অতএব যুদ্ধজয়ী ভাই পঞ্চ জন ॥
আপনি করিলা তুমি কুরুকুলক্ষয়।
ত্রিভুবনে কে আছে করিতে পারে জয় ॥
ভীষ্ম দ্রোণ দুই জন মহাধনুর্দ্ধর।
শমন সভয় যারে মানিল সত্বর ॥
কি করিবে পাণ্ডুপুত্র অগ্রেতে তাহার।
আপনি করিলা নষ্ট দৈবকীকুমার ॥
একশত পুত্র মম বলে মহাবলী।
কপটে সভাকে নাশ কৈলা বনমালি ॥
বুঝেছি তোমার মন লোহাতে গঠিল।
তিল আধ তব হৃদে দয়া না জন্মিল ॥
সম্প্রীতি করিয়া যেবা করায় মিলন।
তাহারে সুহৃদ বলি শুন নারায়ণ ॥
তুমি দেব নারায়ণ সভার উপর।
তোমাতে আচ্ছন্ন এই যত চরাচর ॥
তোমার মায়ায় বন্ধ আছে যত প্রাণী।
সম স্নেহ সভাকারে কর চক্রপাণি ॥
তোমাহৈতেআইসেপ্রাণীতোমাতে মিলায়।
বিধাতা করেন সৃষ্টি তোমার কৃপায় ॥
আপনি পালন সৃষ্টি কর সভাকার।
তোমার আজ্ঞায় শিব করেন সংহার ॥
তুমি সৃষ্টি তুমি স্থিতি প্রলয় কারণ।
তুমি ধাতা তুমি কর্ত্তা তুমি পঞ্চানন ॥
সুমতি কুমতি তুমি সুযুক্তি মন্ত্রণা।
তোমাহৈতে বিভিন্ন নাহিক কোন জনা ॥
যত জীব তত শিব ঘটেতে তোমার।
বসিয়া প্রাণির ঘটে করহ বিহার ॥
তুমি যে করিবা দেব সেই কর্ম্ম হয়।
তুমি বল কালে করে এ বড় বিস্ময় ॥
সেই কাল আপনি হইলা নারায়ণ।
কালেতে নিযুক্ত করি করাও নিধন ॥
যত কিছু দেখ নাথ তোমার তরঙ্গ।
সংহার করিয়া সব বসি দেখ রঙ্গ ॥
তুমি বল দুর্য্যোধন ধর্ম্ম নাহি জানে।
কর্ম্মেতে হইয়া বন্ধ কারে নাহি মানে ॥
আপনার দোষে সেই হইল নিধন।
মিছা অনুযোগ মোরে দেহ অকারণ ॥
তুমি ধর্ম্ম তুমি ক্রিয়া তুমি ধ্যান যোগ।
যেমত যাহারে তুমি করাইলা ভোগ ॥
সেই মত দুর্য্যোধন কৈল আচরণ।
তবে কেন দোষ তারে দেহ নারায়ণ ॥
যুধিষ্ঠির ধর্ম্মপুত্র কিছুই না জানে।
ভ্রাতৃ ভেদ শিক্ষাইলা পরম যতনে ॥
শুন দেব নারায়ণ কহিব নিশ্চিত।
এমত করিতে তব না হয় উচিত ॥
তুমি বল আমি নহি কালে সব করে।
ইহা বলি কৃষ্ণচন্দ্র ভাণ্ডিলে আমারে ॥
তার আগে কহ যেই জন নাহি জানে।
আপনি নিমিত্তভাগী হইলা এক্ষণে ॥
তুমি সে সভার পর তব পর নাই।
ব্যাসের মুখেতে সব শুনেছি গোসাঁই ॥
ভাল হৈল দূত হয়ে গিয়াছিলা তুমি।
দুই কুল হিত হয়ে মাগিবারে ভূমি ॥
তাহাতে সম্মত না হইল দুর্য্যোধন।
তুমি কেন নিজ দেশ না কৈলে গমন ॥
প্রকার করিয়া তুমি কহিলা ধর্ম্মেরে।
তাহাতে হইল ভেদ উভয় অন্তরে ॥
সুহৃদ হইয়া যেবা হেন কর্ম্ম করে।
তোমাকে না দিয়া দোষ দিব আর কারে ॥
যদি বিসম্বাদ হৈত ভাই দুইজনে।
তোমাকে উচিত নহে উপস্থিত রণে ॥
তবে বন্ধু বলিতাম করিতা শমতা।
তুমি শিক্ষাইয়া দিলা বিবাদের কথা ॥
এখন জানিনু তুমি অনর্থের মূল।
বিনাশিলা তুমি সে সকল কুরুকুল ॥
কহিতে তোমার কথা বিদরে পরাণ।
তবে কেন বল তুমি উভয় সমান ॥
যাবত শরীরে মোর রহিবেক প্রাণ।
তাবত জ্বলিবে দেহ অনল সমান ॥

ক্ষত্রিয় সংগ্রাম ধর্ম্ম যুঝিয়া মরিত।
শুন কৃষ্ণ তাহে এত দুঃখ না হইত॥
তবে কেন হৃদে সব রাখিতাম কথা।
অনুযোগ তোমাকে না করিতাম হেথা॥
কুরুকুল বিনাশিলা বসুদেবসুত।
কহিতে অনল উঠে কি কব অচ্যুত॥
পুত্রশোকে কলেবর জ্বলিছে আমার।
বল দেখি হেন শোক হয়েছে কাহার॥
শুন কৃষ্ণ আজি শাপ দিব হে তোমারে।
তবে পুত্রশোক মোর ঘুচিবে অন্তরে॥
অলঙ্ঘ্য আমার বাক্য না হবে লঙ্ঘন।
জ্ঞাতিগণহইতে কৃষ্ণ হইবা নিধন॥
পুত্রগণ শোকে আমি যত পাই তাপ।
তুমি এ যন্ত্রণা পাবা দিলাম এ শাপ॥
মোর বধূ যেন সব করিছে ক্রন্দন।
এই মত কান্দিবেক তব বধূগণ॥
তুমি যেন ভেদ কৈলা কুরু পাণ্ডবেতে।
যদুবংশ তেন হবে আমার শাপেতে॥
কৌরবের বংশ যেন হইল সংহার।
শুন কৃষ্ণ এই মত হইবে তোমার॥
গোবিন্দেরে শাপ দিল কুপিয়া গান্ধারী।
শুনি কম্পমান হইল ধর্ম্মঅধিকারী॥
অন্তর্যামী হরি জানিলেন এ কারণ।
সতীর অলঙ্ঘ্য বাক্য না হবে লঙ্ঘন॥
আমি জন্মিলাম ভূমিভার নিবারণে।
পৃথিবীর ভার যে ঘুচিল এত দিনে॥
ঈষদ্ হাসিয়া কৃষ্ণ বলেন বচন।
মম জ্ঞাতি মারিতে পারয়ে কোন জন॥
উঠহ গান্ধারী নাহি করহ ক্রন্দন।
শাপ দিলা তথাপি না কর সম্বরণ॥
দুর্য্যোধন দোষে হৈল বংশের নিধন।
না জানিয়া আমারে শাপিলা অকারণ॥
আমি যদি দোষে থাকি ফলিবেক শাপ।
আপনার দোষে আমি পাব মনস্তাপ॥
এতেক বলিয়া মায়া করি নারায়ণ।
পুত্রশোকে গান্ধারীকে করেন মোচন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

## অথ যুধিষ্ঠিরাদিকর্ত্তৃক মৃত স্বজন শরীর সৎকার।

কৃষ্ণের বচনে ধৃতরাষ্ট্র নরপতি।
যুধিষ্ঠিরে ডাকিয়া বলিছে মহামতি॥
মন দিয়া শুন পুত্র আমার বচন।
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেতে মরিল যত জন॥
রাজ রাজেশ্বর রাজা কুমার রাজার।
গণনা করিতে নারি কতেক হাজার॥
সুহৃদ বান্ধব কার নাহি সহোদর।
সভাকার প্রেতকর্ম্ম করহ সত্বর॥
অগ্নিকার্য্য সভাকার করহ এখন।
নিমন্ত্রিয়া যতেক আনিল দুর্য্যোধন॥
তব আমন্ত্রণে আইল যত২ রাজ।
না করিলে প্রেতকার্য্য হইবেক লাজ॥
শ্রীধৌম্য সঞ্জয় আর বিদুর সুমতি।
ইন্দ্রসেন ধর্ম্মসেন যুযুৎসুপ্রভৃতি॥
ইহারা সকলে যাউক তোমার সহিত।
করুক অন্ত্যেষ্টি কর্ম্ম যে যার উচিত॥
কেকয়প্রভৃতি যোদ্ধা ঘটোৎকচ বীর।
অলম্বুষ রাক্ষসের দাহত শরীর॥
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যত আসেছিল প্রাণী।
সভারে সৎকার কর ধর্ম্ম নৃপমণি॥
ধৃতরাষ্ট্র আজ্ঞা পায়ে ধর্ম্মের নন্দন।
চিতাধূমে অন্ধকার করিল গগণ॥
যুযুৎসু দিলেন অগ্নি রাজার আজ্ঞায়।
ভীমার্জ্জুন যুধিষ্ঠির আছেন সহায়॥
জ্ঞাতিগণে অগ্নি দিল ধর্ম্মের নন্দন।
চিতাধূমে অন্ধকার হইল গগণ॥
অপর যতেক শিশু মৃত কুরুক্ষেত্রে।
যুযুৎসু দিলেন অগ্নি রাজআজ্ঞামাত্রে॥
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী হইল দাহন।
অনুমৃতা হইল কতেক নারীগণ॥
বিষাদ পাইয়া ধর্ম্ম করেন রোদন।
প্রবোধ করেন তাঁরে শ্রীমধুসূদন॥
অপূর্ব্ব কৃষ্ণের লীলা কে বুঝিতে পারে।
এ তিন ভুবন আছে যাহার শরীরে॥
বিশ্বাস করয়ে লোক এ সব বচনে।
বিশ্বরূপ যশোদা দেখিল বিদ্যমানে॥
চারি ভাই সঙ্গে লয়ে পাণ্ডুর কুমার।
গেলেন তর্পণ স্নান হেতু যত আর॥

গঙ্গায় চলিল সভে গোবিন্দ সংহতি।
পঞ্চ পাণ্ডবাদি ধৃতরাষ্ট্র নরপতি॥
গান্ধারীপ্রভৃতি কুন্তী দ্রুপদনন্দিনী।
উত্তরা প্রভৃতি আর যতেক রমণী॥
স্নানআদি কৈল সভে জাহ্নবীর জলে।
ধৌম্য পুরোহিত বাক্য বলায় সে কালে॥
দুর্য্যোধন আদিকরি শত সহোদর।
সভার তর্পণ করিলেন নৃপবর॥
আর যত রাজগণ সংগ্রামে মরিল।
একে২ সভাকার তর্পণ করিল॥
ক্ষত্রমত নিত্য কর্ম্ম ছিল পূর্ব্বাপর।
সেই মত করিল পাণ্ডুর সহোদর॥
স্ত্রী পুরুষ কৈল যত পারত্রিক কর্ম্ম।
যেমত বিধান ছিল শাস্ত্র মত ধর্ম্ম॥
হেনকালে কুন্তী দেবী গিয়া সেইখানে।
যুধিষ্ঠিরে কহিলেন মধুর বচনে॥
কর্ণ মহাবীর হয় আমার নন্দন।
সূতপুত্র বলি যারে বলিলা বচন॥
কন্যাকালে জন্ম হৈল আমার উদরে।
সূর্য্যের ঔরসে জন্ম জানাই তোমারে॥
অসময় বলি তারে করি বিসর্জন।
মঞ্জূষা করিয়া ভাসাইলুাম তখন॥
তবে সূত পায়ে তারে করিল পালন।
প্রসিদ্ধ হইল সেই রাধার নন্দন॥
বলবান দেখি দুর্য্যোধন নিল তারে।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই জানাই তোমারে॥
প্রিয় সহোদর তব কর্ণ অঙ্গপতি।
তাহার তর্পণ কর ধর্ম্ম মহামতি॥
মায়ের বচন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির।
বরিষয়ে দুই ধার নয়নের নীর॥
বিষাদ করিয়া ধর্ম্ম করেন রোদন।
প্রবোধ করেন তাঁরে শ্রীমধুসূদন॥
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন কুন্তীরে তখন।
পুনশ্চ কহিল কর্ণ জন্ম বিবরণ॥
দুর্ব্বাসার মন্ত্র পাইল যেমন প্রকারে।
কহিল সকল কথা রাজা যুধিষ্ঠিরে॥
এতেক শুনিয়া ধর্ম্ম মায়ের বচন।
মলিন বদনে পুন করেন রোদন॥
এত দিনে হেন কথা কহিলা জননি।
কর্ণ মোর সহোদর এত দিনে শুনি॥
ভ্রাতৃবধ করি আমি পাপিষ্ঠ চণ্ডাল।
কর্ণ মোর সহোদর বিক্রমে বিশাল॥
হাহাকার করিয়া কান্দেন পঞ্চ জন।
পুনশ্চ প্রবোধ দেন দৈবকীনন্দন॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা শোকেতে জর্জ্জর।
যোড়হাতে কহেন জননীর গোচর॥
শুন গো জননি আমি করি নিবেদন।
জানিলে না হইত কর্ণের বিধ্বংসন॥
গুপ্ত করি রাখিলা না কহিলা আমারে।
বৃথা বধ করিলাম জ্যেষ্ঠ সহোদরে॥
এ সকল কথা যদি কহিতা জননি।
তবে কেন বিনাশিব কর্ণ মহাজ্ঞানী॥
তবে কেন বিনাশিব রাজা দুর্য্যোধন।
দুঃশাসন দুর্ম্মুখাদি ভাই শত জন॥
তবে কেন ভীষ্ম বীর ঈদৃশ হইবে।
অভিমন্যু পুত্র কেন রণেতে পড়িবে॥
তবে কেন হইবেক দ্রোণের নিধন।
পূর্ব্বেতে এ সব যদি কহিতা বচন॥
দৈবে কর্ণ রাজা ছিল হস্তিনানগরে।
দুর্য্যোধন তার বাক্য অন্যথা না করে॥
কর্ণ আজ্ঞাকারী ছিল যত কুরুগণ।
যুদ্ধ না হইত মাতা জানিলে এমন॥
হেন ভাই বধিলাম রাজ্যের লাগিয়া।
ধিক২ প্রাণ মম যাকু বাহিরিয়া॥
জ্যেষ্ঠ ভাই পিতৃ তুল্য সর্ব্বশাস্ত্রে বলে।
এ কলঙ্ক রাখিলাম আপনার কুলে॥
এ বড় দারুণ শল্য রহিল অন্তরে।
এত দিনে হেন কথা কহিলা আমারে॥
মা হইয়া পুত্র প্রতি এমত তোমার।
শুন গো জননি পাপ বাড়িল আমার॥
শাপ দিব আমি দুঃখ বড় পাই মনে।
গুপ্ত কথা না থাকিবে নারীর বদনে॥
নারীর উদরে আর কথা না রহিবে।
অতিগুপ্ত কথা হৈলে প্রকাশ হইবে॥
এত বলি যুধিষ্ঠির অতি শোকাকুল।
পুনঃ প্রবোধেন কৃষ্ণ হয়ে অনুকূল॥
কৃষ্ণবাক্যে প্রীতি পায়ে পাণ্ডুর নন্দন।
শাস্ত্রমত করিলেন কর্ণের তর্পণ॥
ঘটোৎকচ রাক্ষসের করেন তর্পণ।
পুনঃ স্নান করি কূলে উঠেন তখন॥
কূলে রহিলেন ধর্ম্ম হইয়া অসুখী।
ভীমার্জ্জুন সহদেব কেহ নহে সুখী॥
গান্ধারী পুত্রের শোকে বিস্তর কান্দিল।
পতিহীন নারীগণ যত সঙ্গে ছিল॥

শান্ত করি যুধিষ্ঠির আনেন শিবিরে।
ধৃতরাষ্ট্রপ্রভৃতি রহিল অনাহারে ॥
শিবিরে রহিল সবে বিষাদিত মনে।
গান্ধারী পুত্রের শোকে কান্দে রাত্রিদিনে॥
অনাহারে তিন রাত্রি করিল বঞ্চনা।
নিশি যোগে ফলাহার কৈল সর্ব্বজনা ॥
গান্ধারী পুত্রের শোকে করেন রোদন।
আহা মরি কোথা গেল পুত্র দুর্য্যোধন ॥
আজি তিন দিন হৈল পুত্র নাহি দেখি।
কোথা দুর্য্যোধন কোথা দুর্ম্মুখ ধানুকি ॥
গান্ধারী কৃষ্ণেরে কন করিয়া রোদন।
আজি শূন্য হৈল মম সকল ভুবন ॥
কোথা গেল দুর্য্যোধন কহ যদুমণি।
অকারণে প্রাণ ধরি আমি অভাগিনী ॥
সকল সংসার শূন্য পুত্রের বিহনে।
শুন কৃষ্ণ কত দুঃখ উঠে মম মনে ॥
শত পুত্র আমার যেমত শশধর।
কি হইল কোথা গেল কহ যদুবর ॥
সে হেন সুন্দর মুখ অনলে পুড়িল।
নানা আভরণ অঙ্গে কেবা কাড়ি নিল ॥
অগুরু চন্দনে লিপ্ত ছিল নিরন্তরে।
কেমনে অনল দিলা এমন শরীরে ॥
নানাভোগে নানারসে থাকিত সকলে।
হেনতনু ছারখার করিলা অনলে ॥
স্বপ্নবত দেখি এই সকল সংসার।
কহ কোথা গেল মম শতেক কুমার ॥
সুবর্ণরচিত পুরী নিল কোন জন।
কহ কৃষ্ণ কোথা গেল আমার নন্দন ॥
সুকুন্তল কনক শরীর সুকুমার।
দুঃশাসন আদিপুত্র কোথা সে আমার ॥
শোকে দুঃখভরে আমি হইলাম উন্মনা।
কোথা শত বধূ মম খঞ্জননয়না ॥
স্মরণ করিতে মোর বিদরে পরাণ।
হস্তিনা হইল শূন্য শুন ভগবান ॥
এ বড় অন্তরে দুঃখ রহিল আমার।
বৃদ্ধকালে কোন গতি হইবে রাজার ॥
মরিলে পুত্রের হাতে না পাবে আগুন।
ইহা ভাবি আরো দুঃখ বাড়ে চতুর্গুণ ॥
কি বুঝিয়া বিধি এত করিল আমারে।
শুন হে করুণাময় নিবেদি তোমারে ॥
এত জ্বালা আগেতে না জানি গদাধর।
পুত্রশোকে আমার দহিছে কলেবর ॥
ওহে ভীমসেন শুন আমার বচন।
আর বিষ তোমাকে না দিবে দুর্য্যোধন ॥
আর কেবা জতুগৃহ করিবে নির্ম্মাণ।
ঘুচাইল সব ভয় প্রভু ভগবান ॥
শকুনি আমার ভাই গেল কোথাকারে।
আর কে মন্ত্রণা দিবে আমার পুত্রেরে ॥
ওহে যুধিষ্ঠির তব হৈল শুভ দশা।
আর কে তোমার সঙ্গে খেলাইবে পাশা ॥
গান্ধারের নাথ কোথা দুরাত্মা শকুনি।
তোমা সভাকার ভয় ঘুচিল এখনি ॥
এত বলি গান্ধারী পড়িল ভূমিতলে।
যুধিষ্ঠির ধরি তুলিলেন সেই কালে ॥
সান্ত্বনা করেন কৃষ্ণ বিবিধ প্রকারে।
নানাবিধ শাস্ত্র কথা বুঝাইয়া তাঁরে ॥
শুন গো গান্ধারি শুন পূর্ব্ব বিবরণ।
ভূমিষ্ঠ হইল যবে রাজা দুর্য্যোধন ॥
এ শোকে সে সব কথা নহেত বিধান।
বিদুর কহিল যত সকলি প্রমাণ ॥
দুর্য্যোধন শোকেতে ক্রন্দন কর বৃথা।
অনিত্য সংসার এই আমি আছি কোথা ॥
অদ্য বা শতান্তে হয় অবশ্য মরণ।
শুন গো গান্ধারি শোক কর অকারণ ॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥
শুন২ ওহে ভাই হয়ে এক মন।
কাশীরাম দাস কহে ভারত কথন ॥

### অথ হস্তিনাতে গিয়া রাজত্ব গ্রহণার্থ যুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের আগ্রহ।

বলেন জনমেজয় শুন মুনিবর।
গান্ধারীর শোক শুনিলাম বহুতর ॥
পতিহীনা নারী যত পাইল যাতনা।
কৃষ্ণ তাহে করিলেন কিরূপে সান্ত্বনা ॥
সে সব বৃত্তান্ত মুনি বলহ আমায়।
যুধিষ্ঠির কি রূপে আইলেন হস্তিনায় ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন নরপতি।
প্রত্যেক কহিব তোমা সে সব ভারতী ॥
পুনঃ২ বাড়ে শোক নহে নিবারণ।
তাহা দেখি ঈষদ্ হাসেন নারায়ণ ॥
বিচারিয়া কহিলেন যুধিষ্ঠিরস্থানে।
হস্তিনা নগরে তুমি চল এইক্ষণে ॥

শূন্য আছে রাজপাট যাইতে উচিত।
শোক সম্বরণ করি চলহ ত্বরিত ॥
সিংহাসনে বসি কর প্রজার পালন।
অনুকূল তোমাতে সকল প্রজাগণ ॥
হস্তিনার লোক দুঃখী তোমা অদর্শনে।
অযোধ্যার লোক যেন রাম গেলে বনে ॥
রাবণ মারিয়া রাম আইলেন দেশে।
প্রজার পালন করিলেন যে বিশেষে ॥
সেইমত কর তুমি হস্তিনা নগরে।
পালহ সকল প্রজা প্রসন্ন অন্তরে ॥
উদ্বেগ কলহ কণ্ডু সেবনেতে বাড়ে।
শোকে মন দিলে রাজা লক্ষ্মী তারে ছাড়ে ॥
রামায়ণ শুনিয়াছ শুনিতে কৌতুক।
সুগ্রীব বালিকে মারি পাইলেক সুখ ॥
রাবণ মারিয়া রাজ্য নিল বিভীষণ।
পূর্ব্বাপর নীতি এই শুন বিচক্ষণ ॥
দেবাসুর যুদ্ধ কথা শুনিয়াছ তুমি।
পুনঃ২ সে কথা কহিব কত আমি ॥
বিলম্ব না কর আর শত্রু হইল ক্ষয়।
সুখে রাজ্য কর গিয়া পাণ্ডুর তনয় ॥
পূর্ব্বে কহিলাম যত পাইলা প্রমাণ।
এখন করহ শোক নহেত বিধান ॥
এত যদি কহিলেন দেব নারায়ণ।
খেদেতে কহেন পুন ধর্ম্মের নন্দন ॥
শুন কৃষ্ণ আর আমি হস্তিনা না যাব।
মরণপর্য্যন্ত কুরুক্ষেত্রেতে রহিব ॥
রাজ্য ধনে আমার নাহিক প্রয়োজন।
সহিতে না পারি আর যুবতী রোদন ॥
পতিহীনা যুবতীর শোক নিরন্তর।
শুন কৃষ্ণ গালি মোরে দিবেক বিস্তর ॥
শুনিতে না পারি আমি নিন্দিবেক লোকে।
অতএব ক্ষমা কর যাইতে আমাকে ॥
এই সব পাপে আমি না পাব নিস্তার।
হস্তিনা যাইতে প্রভু না বলহ আর ॥
বড়ই নিন্দিত কর্ম্ম করিয়াছি আমি।
হস্তিনা যাইতে কৃষ্ণ না বলিহ তুমি ॥
আমাসম পাপী নাহি শুন গদাধর।
রাজ্য লাগি বধিলাম জ্ঞাতি সহোদর ॥
ভীমার্জ্জুনে লয়ে তুমি যাহ হস্তিনাকে।
আমার সুযুক্তি এই জানাই তোমাকে ॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে লৈয়া নারায়ণ।
ভীমার্জ্জুনে লয়ে কর হস্তিনা গমন ॥
কুন্তী দেবী লয়ে আর দ্রুপদনন্দিনী।
বিরাটতনয়া লয়ে যাহ চক্রপাণি ॥
হস্তিনাতে যাহ তুমি সভাকে লইয়া।
কুরুক্ষেত্র তীর্থে আমি থাকিব বসিয়া ॥
অনাহারে শরীর ত্যজিব আপনার।
শুন কৃষ্ণ জ্ঞাত করি গোচরে তোমার ॥
যে আছে আমার মনে করিব সেকর্ম্ম।
কদাচিত রাজ্য ভোগ না করি অধর্ম্ম ॥
বান্ধব নাহিক মম কি কায রাজত্ব।
ভাই বন্ধু বিনাশিয়া কিসের বীরত্ব ॥
পিতামহ গুরু বধে নাহিক নিষ্কৃতি।
কেমনে হস্তিনা যাই বল যদুপতি ॥
গান্ধারীর শোক নিত্য পুত্রের মরণে।
কেমন করিয়া তাহা দেখিব নয়নে ॥
পুত্র শোকে ধৃতরাষ্ট্র ছাড়িবে নিশ্বাস।
সহিতে না পারি আমি শুন শ্রীনিবাস ॥
উত্তরা কান্দিবে নিত্য অভিমন্যু শোকে।
অবিরত নিত্য২ নিন্দিবেক লোকে ॥
কর্ণ শোকে জননী কান্দিবে নিরন্তর।
দেখিতে নারিব তাহা শুন গদাধর ॥
নিত্য২ পাব দুঃখ হস্তিনাতে গিয়া।
ক্ষমা দেহ কৃষ্ণ বলি বিনয় করিয়া ॥
পুনঃ কিছু না বলিহ শুন যদুরায়।
হস্তিনাতে যাহ তুমি দিলাম বিদায় ॥
ভীমার্জ্জুন লয়ে দেশে করহ গমন।
যতন না করিহ তুমি দেব নারায়ণ ॥
শুনহ অর্জ্জুন ভাই আমার ভারতী।
রাজা হইয়া পালন করহ বসুমতী ॥
ধৃতরাষ্ট্রআজ্ঞায় করিবে সব কর্ম্ম।
তবে সে রহিবে ভাই আপনার ধর্ম্ম ॥
গান্ধারী সেবিবে ভাই কুন্তীর সমান।
তবে সে হইবে ভাই সভার কল্যাণ ॥
যাহ ভীম রাজ্য ভোগ করগিয়া সুখে।
আমি যাব দুর্য্যোধন গিয়াছে যথাকে ॥
যথা কর্ণ সহোদর দ্রোণ মহাবীর।
সেবাহেতু সেখানে যাইব আমি স্থির ॥
বিরাট দ্রুপদ আর শিখণ্ডী শকুনি।
অর্জ্জুননন্দন অভিমন্যু গুণমণি ॥
আর যত মরিলেক আমার কারণে।
তাহা সভা ত্যজি আমি যাইব কেমনে ॥
বীর শূন্য করিলাম বসুমতী আমি।
এসব নিন্দিত কর্ম্মে বড় ভয় মানি ॥

এত যদি কহিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
বুঝাইয়া পুনশ্চ কহেন নারায়ণ॥
মহা ভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

দীর্ঘ ত্রিপদী।

ধর্ম্মের বচন শুনি বিচারিয়া চক্রপাণি
পূর্ব্বকথা কহেন রাজারে।
ভ্রাতৃ বধ বলি তুমি ভয় কর নৃপমণি
যুদ্ধ নিত্য হয় দেবাসুরে॥
শুন রাজা যুধিষ্ঠির নিজমন কর স্থির
শুন কহি পূর্ব্বের কথন।
পরাশরসুত ব্যাস করিলেন যে প্রকাশ
শ্রবণে কলুষবিনাশন॥
দিতির হইল সুত কশ্যপঔরসে জাত
স্বর্গে ইন্দ্র দেবতার রাজা।
অমরাবতীর নাথ পুষ্প যার পারিজাত
রমণী যাহার পুলোমজা॥
দৈত্যগণ মহীতলে রাজ্য করে বাহুবলে
নাম কত লইব তাহার।
কোটি২ সৈন্য সঙ্গে সুরপুর যায় রঙ্গে
লইতে ইন্দ্রের অধিকার॥
কুলিশ করিয়া হাতে আরোহিয়া ঐরাবতে
শচীপতি করেন সংগ্রাম।
যুদ্ধ হৈল দুই জনে বিবুধ দুঃসহ রণে
কত দিন না করে বিশ্রাম॥
যুদ্ধ হয় দিবানিশি না উদয় রবি শশী
কোটি২ মরে রণস্থলে।
সে কথা কহিব কত শুন ওহে ধর্ম্মসুত
পুরাণ শাস্ত্রেতে হেন বলে॥
নমুচি সম্বর নাম দৈত্য ছিল বলবান
বৃষপর্ব্বা দৈত্যের ঈশ্বর।
যার যশ পৃথিবীতে লোক গায় হরষেতে
যুদ্ধ কৈল সহস্র বৎসর॥
অগ্নি মন্দানল হৈল শাস্ত্রে হেন বুঝাইল
সে কথা কহিব কত আমি।
ভ্রাতৃ মারি কত জন নিল রাজ্য সিংহাসন
শু. মুনিমুখে শুনিয়াছ তুমি॥
হিরণ্যকশিপুনাম দৈত্য ছিল বলবান
হিরণ্যাক্ষ তার সহোদর।
উদ্যম করিল কত বিনাশিল শত শত
যুদ্ধ পাঁচ হাজার বৎসর॥
ইন্দ্র বজ্র ধরি করে বিনাশিল দানবেরে
ইহা বলি না দিলেক ক্ষমা।
নীতি আছে পূর্ব্বাপর আচরহ নৃপবর
ইথে কেহ না নিন্দিবে তোমা॥
গরুড় কশ্যপসুত বিনতাউদরজাত
কদ্রুর তনয় নাগগণ।
সর্প গরুড়েরে দেখে দায়াদ করিয়া লখে
নাগ খগেশ্বরের ভক্ষণ॥
তুমি কর মনে ভয় শুন ধর্ম্ম মহাশয়
কিন্তু হইয়াছে পূর্ব্ব কালে।
আমার বচন শুনি শোক ত্যজ নৃপমণি
হস্তিনাকে চলহ তৎকালে॥
শুনিলা পুরাণ কথা দূর কর মনোব্যথা
রামায়ণ শুন নরপতি।
বালী বাসবের সুত রূপেগুণে বিভূষিত
সূর্য্যপুত্র সুগ্রীব সুমতি॥
বসতি কিষ্কিন্ধ্যাপুরে সমভাবে কার্য্য করে
কত দিনে বিবাদ জন্মিল।
মায়াবী দুন্দুভি নাম দুই দৈত্য বলবান
বালিসঙ্গে যুঝিতে আইল॥
সহিতে না পারি রঙ্গ মায়াবী দিলেক ভঙ্গ
দুন্দুভি যে পড়িল সমরে।
দৈত্যের দেখিয়া ভঙ্গ বালির বাড়িল রঙ্গ
পিছে তার চলিল সত্বরে॥
দেখিয়া সুড়ঙ্গপথ বালি রাজা মনোমত
সুগ্রীবে রাখিল সেইখানে।
আপনার বাহুবলে চলি গেলা রসাতলে
যুদ্ধ হৈল দানবের সনে॥
এক সম্বৎসর হৈল বালিরাজা না আইল
সুগ্রীব তা মনে বিচারিয়া।
শোণিত সুড়ঙ্গ দ্বারে সুগ্রীব কাঁপিল ডরে
দ্বার রুদ্ধ কৈল শিলা দিয়া॥
বালী মৈল রসাতলে সুগ্রীব পাত্রেরে বলে
বসিলেক রাজ সিংহাসনে।
তারা উমা সঙ্গে করি সুগ্রীব করেন কেলি
বালিরাজা আইল কত দিনে॥
বালী মহামনস্তাপে সুগ্রীবে কাটিতে কোপে
পাত্র মিত্র নীতি বুঝাইল।
সুগ্রীব পাইয়া ভয় কিষ্কিন্ধ্যায় নাহি রয়
প্রাণভয়ে পলাইয়া গেল॥

ভ্রমণ করিল যত তাহা বা কহিব কত
শ্রীরামের সঙ্গে কৈল মিতা।
সুগ্রীব বলেন মিতা শুনহ আমার কথা
বালী নিল আমার বনিতা॥
শুনি সুগ্রীবের কথা শ্রীরাম পাইয়া ব্যথা
বালিবধে করেন স্বীকার।
শ্রীরামের বাণে বালী লোটাইয়া পড়ে ধূলি
তনু ত্যজি গেল স্বর্গদ্বার॥
সুগ্রীব হইল রাজা পায়ে রাজ্য পালে প্রজা
তারা উমা লৈয়া করে কেলি।
রামের সাহায্য হেতু সাগরে বান্ধিল সেতু
সকল বানরসেনা মেলি॥
করি আয়োজন নানা লঙ্কায় করিয়া থানা
শ্রীরাম লক্ষ্মণ অবস্থিত।
সঙ্গে তাঁর সৈন্য যত তাহা বা কহিব কত
রাবণের বধিতে জীবিত॥
হেন কালে নিশাচর রাবণের সহোদর
বিভীষণ রামের গোচরে।
রাম সিন্ধু তটেবসি শরণ লইল আসি
সকল কহিল রঘুবীরে॥
রাক্ষস বলিয়া তাতে ঘৃণা নাহি রঘুনাথে
মিত্র বলি দেন আলিঙ্গন।
বহুদিন যুদ্ধ হয় হইল রাবণক্ষয়
লঙ্কা রাজ্য নিল বিভীষণ॥
এসকল বিষ্ণু অংশ ভ্রাতৃগণে করি ধ্বংস
নানাভোগ করিল কৌতুকে।
তুমি মিথ্যা কর ভয় যুধিষ্ঠির মহাশয়
শীঘ্র তুমি চল হস্তিনাকে॥
ভারতের পুণ্যকথা শুনিলে ঘুচিবে ব্যথা
ভবজন্য হয়ে থাকে যত।
কাশীদাস দেব বলে সুগতি পাইবে কালে
ভজ কৃষ্ণ চরণ সতত॥

অথ শ্রীকৃষ্ণ ব্যাস নারদের নানাউপদেশে যুধিষ্ঠিরাদির হস্তিনায় গমন॥

পয়ার।

বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
যুধিষ্ঠিরে বিস্তর কহেন নারায়ণ॥
অঙ্গীকার তথাপি না করেন রাজন।
পুনশ্চ কহেন কৃষ্ণ মধুর বচন॥
শুন ওহে ধর্ম্মরাজ ক্ষমা দেহ মনে।
হস্তিনা নগর চল আমার বচনে॥
পৃথিবী পালহ রাজা সিংহাসনে বসি।
ধর্ম্মের নন্দন তুমি হবা রাজ্য বাসি॥
যে দুঃখ পাইলা তুমি বেড়াইয়া বনে।
সে সকল কথা কেন না করহ মনে॥
রজস্বলা দ্রৌপদীর কেশেতে ধরিল।
সভামধ্যে দুঃশাসন ঝটিতি আনিল॥
দ্রৌপদীরে উরু দেখাইল দুর্য্যোধন।
তাহা সব পাসরিলা ধর্ম্মের নন্দন॥
তথাপি এতেক ভয় বুঝিতে না পারি।
বিলম্ব না কর চল হস্তিনা নগরী॥
এত যদি কহিলেন দৈবকীনন্দন।
দিলেন পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ উত্তর বচন॥
যতেক কহিলা কথা কৃষ্ণ মহাশয়।
কিন্তু মম মনে তাহা কিছুই না লয়॥
দুর্য্যোধন পাইল আপন কর্ম্মফল।
আমাকে উচিত নহে ভকতবৎসল॥
রাজ্যভোগ কখন নাহিক মম মনে।
নিরবধি পড়ে মন ভাই দুর্য্যোধনে॥
যুক্তি নয় সে সকল বচন শুনিতে।
ভীমার্জ্জুনে লয়ে তুমি যাহ হস্তিনাতে॥
গোবিন্দ বলেন শুন পাণ্ডুর নন্দন।
পুনঃ২ বাক্য মম না কর লঙ্ঘন॥
তোমাকে না শোভে হেন দিতে অনুমতি।
তুমি রাজা হৈলে আমি পাইব পীরিতি॥
এমত কৃষ্ণের লীলা কেহ নাহি জানে।
অনুমতি দেন ধর্ম্ম কৃষ্ণের বচনে॥
হস্তিনা যাইব চল দেব গদাধর।
শুনিয়া সানন্দ হৈল বীর বৃকোদর॥
যুধিষ্ঠির রাজা হইবেন হস্তিনার।
শুনি আনন্দিত হৈল মাদ্রীর কুমার॥
অর্জ্জুন প্রফুল্ল হন ধর্ম্মের বচনে।
ত্বরা করিলেন অতি হস্তিনা গমনে॥
হেনকালে ধৃতরাষ্ট্র করেন ক্রন্দন।
কোথায় ছাড়িয়া যাই পুত্র দুর্য্যোধন॥
দুঃশাসন দুর্ম্মুখ প্রভৃতি যত জন।
স্মরিয়া আমাকে লহ শুন বাছাধন॥
দেশেতে দেখিব গিয়া আমি কার মুখ।
পাণ্ডব নিলেক রাজ্য ধন জন সুখ॥
সকরুণে হেন কথা কহিল রাজন।
শুনি যুধিষ্ঠির হইলেন অচেতন॥

পড়েন ভূমিতে ধর্ম্ম হইয়া মূর্চ্ছিত।
কৃষ্ণার্জ্জুন সহদেব দেখি হইল ভীত ॥
তুলিয়া রাজাকে বসাইলেন শ্রীহরি।
বসিয়া কহেন রাজা কৃতাঞ্জলি করি ॥
কি আর প্রবোধ কর ওহে দেব হরি।
জ্যেষ্ঠ তাত শোক আর সহিতে না পারি ॥
কেমনে এ সব কথা শুনিব শ্রবণে।
শুন কৃষ্ণ কার্য্য নাহি মম রাজ্য ধনে ॥
দ্রৌপদী মরিবে পঞ্চ পুত্র বিবর্জ্জিতা।
অভিমন্যু শোকে কান্দে বিরাটদুহিতা ॥
ভাই বন্ধু গেল আমি ক্ষত্রিয়নাশক।
লিখিতে না পারি যত আমার পাতক ॥
করি প্রাণত্যাগ প্রায়শ্চিত্ত যে ইহার।
আর কিছু না বলিহ দৈবকীকুমার ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বিরাটাদি দ্রুপদরাজন।
রাজ্য হেতু নাশিলাম শুন নারায়ণ ॥
পৃথিবীতে আছিল যতেক নরপতি।
মম হেতু সভাকার হইল দুর্গতি ॥
কেন পাপ আশা আমি বাড়াইলাম মনে।
নাশ পাইল কুরুকুল আমার কারণে ॥
রাজ্যলুব্ধ হয়ে আমি হইলাম দুরন্ত।
ভীষ্ম হেন পিতামহে করিলাম অন্ত ॥
অর্জ্জুনের বাণে পিতামহ ম্রিয়মাণ।
শিখণ্ডী সংমুখে গিয়া কৈল অপমান ॥
রথেহইতে যখন পড়িল ভীষ্ম বীর।
আকাশহইতে যেন খসিল মিহির ॥
পুষিয়া পালিয়া মোরে শিখাইল নীত।
হেন পিতামহে মারি না হয় উচিত ॥
কহিতে অধিক দুঃখ উঠে নারায়ণ।
রাজ্যে কার্য্য নাহি মম পুন যাব বন ॥
তবে ব্যাস প্রবোধ দিলেন যুধিষ্ঠিরে।
শুন ধর্ম্ম শোক কেন ভাবহ অন্তরে ॥
আমি যাহা কহি তাহা শুন মন করি।
গতজীবে শোক কৈলে বাড়ে যত বৈরি ॥
যথায় সংযোগ তথা বিয়োগ অবশ্য।
সলিলবিম্বক যেন সংসার রহস্য ॥
জন্মিলে মরণ যে অবশ্য গণে লোক।
জন্ম মৃত্যু দেহ ধরি না করিহ শোক ॥
এ সব ঈশ্বর লীলা শুন নরপতি।
সেই সে বুঝিতে পারে কৃষ্ণে যার মতি ॥
চিরজীবী কেহ নহে শুন যুধিষ্ঠির।
কালেতে বিনাশ পায় ভৌতিক শরীর ॥
ইহাতে বিষাদ কেন শুনহ রাজন।
পুনঃ২ আপনি কহেন নারায়ণ ॥
এত বলি কহিলেন বহু ইতিহাস।
যুধিষ্ঠিরে প্রবোধ দিলেন মুনি ব্যাস ॥
সংসার প্রসঙ্গে যেই কথা মুনিগণে।
শনকেরে জিজ্ঞাসা করিল তপোবনে ॥
শুনিল মুনিরা যাহা শনকের স্থানে।
সে কথা কহেন ব্যাস ধর্ম্মের নন্দনে ॥
অনিত্য শরীর এই শুনহ রাজন।
নানা মত ব্যাধি হেতু প্রাণির নিধন ॥
বিধাতা লিখিল যারে যেমত প্রকারে।
খণ্ডন না যায় সেহ জনমিলে মরে ॥
আপনার কর্ম্ম হেতু মরয়ে আপনি।
চিরজীবী কেহ নহে শুন নৃপমণি ॥
প্রথম বয়সে কেহ কেহ মধ্যকালে।
শেষকালে মরে কেহ বার্দ্ধক্য হইলে ॥
বড় ছোট নাহি জানি মরে সর্ব্বজন।
কর্ম্মঅনুরূপ জান পাণ্ডুর নন্দন ॥
অস্ত্রাঘাতে মরে কেহ জলেতে ডুবিয়া।
আত্মঘাতী হয় কেহ গরল খাইয়া ॥
সর্পাঘাতে মরে কেহ মরে সন্নিপাতে।
শার্দ্দূল ভক্ষণে কেহ মাতঙ্গহইতে ॥
নানা মত ব্যাধি আছে কেহ মরে তাতে।
কর্ম্ম অনুরূপ ব্যাধি জন্মে শাস্ত্রমতে ॥
যাহার যেমন কর্ম্ম তার সেই গতি।
হেতুমাত্র মৃত্যু হয় শুন নরপতি ॥
মহাধনবান রাজা নানা ভোগ করে।
শুন যুধিষ্ঠির সেই কাল পাইলে মরে ॥
ভিক্ষা মাগি যেই জন খায় নিতি২।
কাল পাইলে সেও মরে শুন নরপতি ॥
নানা শাস্ত্র বিচারিয়া করয়ে বিচার।
ভোগ হইলে অন্তে মৃত্যু হয় যে তাহার ॥
অতিদুঃখী মরে চিরজীবী কেহ নয়।
শুন যুধিষ্ঠির এই সর্ব্ব শাস্ত্রে কয় ॥
এ সব ঈশ্বরআজ্ঞা কালে মরে প্রাণী।
তুমি জ্ঞানবান কত বুঝাইব আমি ॥
নিত্য শত স্বর্ণ কেহ দ্বিজে দেয় দান।
কালে তার মৃত্যু হয় না হয় এড়ান ॥
কোন২ জন নিত্য২ পাপ করে।
শুন নরপতি সেহ কাল পাইলে মরে ॥
কিন্তু ধর্ম্ম পথে প্রাণী করিবে যতন।
কদাচিত পাপ পথে নাহি দিবে মন ॥

ধর্ম্ম পথ আচরিতে বেদের বিধান।
এ সব ঈশ্বরলীলা শুন সাবধান॥
আশার কৌতুক দেখ সকল সংসার।
কালেতে হরিবে সব ধর্ম্মের কুমার॥
শীত গ্রীষ্ম বরিষা যেমন পরিবর্ত্ত।
সেইমত দুঃখ সুখ কালের বিবর্ত্ত॥
শুন যুধিষ্ঠির কেহ কারে নাহি মানে।
অগাধ সলিলে মৎস্য থাকয়ে বন্ধনে॥
বনে চরে মৃগ কারে না করে হিংসন।
দেখহ ঈশ্বরলীলা তাহার মরণ॥
ঔষধে না করে ত্রাণ জানাই তোমারে।
কর্ম্ম ক্ষয় হৈলে প্রাণী অকস্মাৎ মরে॥
ছাওয়াল অকর্ম্মা থাকে বাক্য নাহি সরে।
ভোগ না সমাপ্তি হৈতে কেন সেই মরে॥
ইথে কি তোমার শোক কর কেন বৃথা।
মনে বিচারিয়া দেখ তব পিতা কোথা॥
কোথা সে মান্ধাতা পৃথ্বী দিলেক দ্বিজেরে।
যযাতি নহুষ কোথা শিবি নৃপবরে॥
হরিশ্চন্দ্র রুক্মাঙ্গদ ধর্ম্মশীল দাতা।
কালেতে মরিল তারা বল আছে কোথা॥
দুইখানি কাষ্ঠ স্রোতে একত্র মিলয়।
পুনশ্চ বিচ্ছেদ হয়ে কে কোথায় রয়॥
সেই মত জানিবা বান্ধব সমাগম।
জ্ঞানবান লোক তাহে না করয়ে ভ্রম॥
নারীগণ গীত বাদ্য করে অনুক্ষণ।
লজ্জাহীন হয়ে শেষে করয়ে ক্রন্দন॥
পিতৃমাতৃ দেখহ যতেক পরিবার।
মনে বিচারিয়া দেখ কেহ নহে কার॥
কার পুত্র কোন জন কে বা কার পিতা।
কে কার জননী কেবা কাহার বনিতা॥
কত জন্ম মরণ নির্ণয় নাহি জানি।
জননী রমণী হয় রমণী জননী॥
পুত্র হয়ে পিতা হয় পিতা হয় পুত্র।
অপূর্ব্ব ঈশ্বরলীলা কর্ম্মমাত্র সূত্র॥
পথিকসহিত যেন পরিচয় পথে।
সেইমত দিন কত থাকে এক সাথে॥
তাহাতে বিচ্ছেদ হয় নিজ কর্ম্ম গুণে।
শোক ত্যজ যুধিষ্ঠির কি বা ভাব মনে॥
কালে আসে কালে যায় কেহ নাহি দেখে।
কোথাহতে আসে প্রাণী কোথা গিয়াথাকে॥
ক্ষণিক সংযোগ হয় সদা বিভিন্নতা।
শুন যুধিষ্ঠির তুমি শোক কর বৃথা॥

কোথা আছিলাম পূর্ব্বে কোথা চলি যাব।
কে বুঝে ঈশ্বরলীলা কাহারে কহিব॥
কুম্ভকারচক্র যেন দিবা নিশি ভ্রমে।
সেইমত জানিহ বান্ধব সমাগমে॥
ভাস্করের গতায়াতে দিন হয় ক্ষয়।
সংসার কর্ম্মেতে লোক চৈতন্য হারায়॥
জন্ম জরা মরণ দেখিছে সদা হয়।
তথাপি লোকের মনে নাহি হয় ভয়॥
যখন জন্ময়ে লোক এইত সংসারে।
তখনি আইসে প্রাণী যমঅধিকারে॥
রসিক জনাতে যেন সেবে মহারস।
জরা জীর্ণ সুখে থাকে নহে মৃত্যু বশ॥
ধ্যানে নিরবধি থাকে তপস্বির সনে।
শুন যুধিষ্ঠির তারে হর‍্যা লয় যমে॥
আপনার শরীর রাখিতে নাহি পারি।
কি লাগিয়া পরলাগি শোক করি মরি॥
এত সব তত্ত্ব কথা শনক কহিল।
অসুনামে ব্রাহ্মণের সন্দেহ ভাঙ্গিল॥
শোক ত্যজ যুধিষ্ঠির শুন নরপতি।
মহাসুখে ভুঞ্জ সসাগরা বসুমতী॥
ব্যাসের বচন শুনি ধর্ম্ম নৃপবর।
মৌনেতে রহেন কিছু না দেন উত্তর॥
কৃষ্ণেরে কহেন তবে বীর ধনঞ্জয়।
কত ক্লেশ পান রাজা কহিতে সংশয়॥
জ্ঞাতিবধ পাপে মগ্ন রাজা যুধিষ্ঠির।
বিশেষে আকুল বড় ভীম মহাবীর॥
কেমতে পাইব রাজ্য কহ ভগবান।
বৃথা করিলাম তবে এতেক সংগ্রাম॥
আপনি নিশ্চয় কহ রাজা যুধিষ্ঠিরে।
তবে রাজ্য পাই প্রভু জানাই তোমারে॥
রাজ্য হেতু পঞ্চ ভাই মহাদুঃখ পাই।
রাজ্যের লাগিয়া মোরা নীচ কর্ম্মে যাই॥
দেশান্তরি হয়েছিলাম রাজ্যের কারণে।
স্মরিয়া সে সব কথা দুঃখ উঠে মনে॥
বিরাটনগরে বঞ্চিলাম বৎসরেক।
হীন কর্ম্ম করিলাম কহিব কতেক॥
হেন রাজ্য ত্যজিতে চাহেন যুধিষ্ঠির।
আপনি বুঝাহ পুন শুন যদুবীর॥
রাজ্য হেতু জ্ঞাতিগণ হইল বিনাশ।
যুধিষ্ঠিরে আপনি বুঝাহ শ্রীনিবাস॥
বিক্রম করেছি যত শুনহ শ্রীহরি।
বুঝাহ ধর্ম্মেরে তুমি মায়া দূর করি॥

সকল তোমার সাধ্য শুন নারায়ণ।
রাজ্য লাগি করিলাম যত পরাক্রম॥
রাজ্য করিবেন প্রভু বড় ইচ্ছা হয়।
আপনি বিশেষ তাহা জান মহাশয়॥
রাজ্য ধন নাহি চান ধর্ম্ম নৃপমণি।
আমাকে চাহিয়া নৃপে বুঝাহ আপনি॥
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি উঠেন গোবিন্দ।
নয়ন প্রসন্ন যেন বিকচারবিন্দ॥
ভক্তি করি কাছে গিয়া বসিয়া আপনি।
যুধিষ্ঠির হাতে কৃষ্ণ ধরেন তখনি॥
শোক ত্যজ মহারাজ শান্ত কর মন।
কেন নাহি শুন রাজা ব্যাসের বচন॥
সামান্য লোকের প্রায় নাহি শুন কথা।
আপনি বটহ তুমি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞাতা॥
যে সব মরিল রণে জ্ঞাতি বন্ধু জন।
শোক কৈলে পাও হেন না হয় রাজন॥
বৃথা শোকে আপনার বুদ্ধি হয় ক্ষয়।
শাস্ত্র কথা কেন নাহি শুন মহাশয়॥
সেব্যমান উদ্বেগ কলহ কণ্ডু বাড়ে।
শোকে মন দিলে রাজা লক্ষ্মী তারে ছাড়ে॥
আপনি নারদ পুন সঞ্জয়ে কহিল।
তবেত সঞ্জয় রাজা শোক পাসরিল॥
তিন কথা কহিলেন ব্যাস মুনিবর।
তাহাতে আপনি কেন না দেও উত্তর॥
এতেক কহেন যদি কমললোচন।
কিছু না কহেন তবে ধর্ম্মের নন্দন॥
পুন ব্যাস মুনি তাঁরে বুঝান বিস্তর।
মৌনভাবে রাজা তাঁরে না দেন উত্তর॥
কহিল নারদ মুনি নানা উপদেশ।
না করিহ শোক রাজা কহিনু বিশেষ॥
জ্ঞাতি বধ বলি নাহি ভয় কর চিত্তে।
শোক নিবর্ত্তিয়া রাজা চল হস্তিনাতে॥
শ্রাদ্ধ শান্তি কর দুর্য্যোধন আদি করি।
ক্ষয় কর মৃত শোক হও দণ্ডধারী॥
ধর্ম্মকথা নিরবধি করহ শ্রবণ।
তবে শোকহীন হবা শান্ত কর মন॥
গঙ্গাহইতে জাত ভীষ্ম শান্তনুতনয়।
তাঁর দরশনে পাপ হইবেক ক্ষয়॥
মহাবলবান ভীষ্ম শান্তনুনন্দন।
তাঁর দরশনে পাপ হবে বিমোচন॥
শ্রবণ করিতে বেদ অভ্যাস করিল।
ব্রহ্মার তনয়হইতে সুশিক্ষা পাইল॥
মার্কণ্ডেয় মুনিহইতে ধর্ম্মের কথন।
পরশুরামহইতে পাইল অস্ত্রগণ॥
ত্রিভুবনে প্রতিষ্ঠিত তাঁহার সম্পদ।
সাক্ষাত ব্রহ্মার যেন ছিল সভাসদ॥
মহাধর্ম্মশীল ভীষ্ম মহাতেজোময়।
তিহোঁ ঘুচাইবে সব মনের সংশয়॥
তাঁর দরশনে দূর হবে অমঙ্গল।
শুনিলে জ্ঞানের কথা হইবা নির্ম্মল॥
বুঝাইয়া কহিল নারদ দামোদর।
ব্যাসের বচন রাখ শুন নৃপবর॥
শোক ত্যজ মহারাজ শান্ত কর মন।
হস্তিনাতে কর গিয়া প্রজার পালন॥
অনাথ ব্রাহ্মণ সব চাহেন তোমাকে।
তোমার কারণে নিত্য কান্দে প্রজালোকে॥
অবশেষ যত আছে পৃথিবীর পতি।
উপাসনা হেতু আছে শুন নরপতি॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির করেন সম্মতি।
হস্তিনায় যাইতে দিলেন অনুমতি॥
ধৃতরাষ্ট্র আগে করি পাণ্ডুর নন্দন।
হস্তিনা পুরীতে শীঘ্র করেন গমন॥
রথে চড়ি যুধিষ্ঠির চলেন হস্তিনা।
তাহা দেখি ভীমার্জ্জুন আনন্দিতমনা॥
দিব্য রথে চড়িলেন পাণ্ডবের পতি।
তাহাতে সারথি হৈল ভীম মহামতি॥
কৃষ্ণার্জ্জুন রথেতে চড়েন দুই জন।
সহদেব নকুল রথেতে আরোহণ॥
ধৃতরাষ্ট্র নরপতি চাপিল বিমানে।
সঞ্জয় যুযুৎসুআদি চলে দুই জনে॥
কুন্তী গান্ধারীআদি নারীগণ যত।
হস্তিনা গমনে সভে চাপিলেক রথ॥
শোকেতে গান্ধারী দেবী নেউটিয়া চায়।
দুর্য্যোধন বলি দেবী কান্দে উভরায়॥
থাক কুরুক্ষেত্রে মম শতেক নন্দন।
আমি অভাগিনী যাই আপন ভবন॥
দারুণ বিধাতা এত করিল আমাকে।
কোথায় ত্যজিয়া আমি যাই যে সভাকে॥
এত বলি মহাদেবী বিলাপ করিল।
সারথি সুজন রথ শীঘ্র চালাইল॥
সাত্যকি চাপিল রথে হরষিত চিতে।
কোলাহল করিয়া চলিল হস্তিনাতে॥
ভীম করে সিংহনাদ পায়ে মনে প্রীত।
তাহা শুনি গান্ধারীর হৃদয় দুঃখিত॥

শীঘ্রগতি দ্বারে গেল হস্তিনা নগরে।
ধর্ম্ম আগমন জানাইল সভাকারে ॥
দূতমুখে সম্বাদ পাইয়া পাত্রগণ।
সভে মেলি করে তবে নগর সাজন ॥
চান্দোআ চামর আনি টাঙ্গাইল পথে।
প্রবাল মুকুতা দাম শোভে চারি ভীতে ॥
বান্ধিল তোরণ সভে বড় উচ্চ করি।
কদলী রোপণ করিলেক সারি২ ॥
পুষ্পমালা বনমালা নগরে২।
সুবর্ণের ঘট শোভে দুআরে২ ॥
রাজমার্গ সংস্কার করিল রচনে।
সুবাসিত কৈল পথ অগুরু চন্দনে ॥
হস্তিনা নগরে যত আছয়ে ব্রাহ্মণ।
ধর্ম্ম আগমন শুনি আনন্দিত মন ॥
কুসুম চন্দন সভে হাতেতে করিল।
অগ্রসরি দ্বিজগণ আশীর্ব্বাদ দিল ॥
আনন্দেতে নানা বাদ্য সভে বাজাইল।
শুভক্ষণে ধর্ম্মরাজ পুরে প্রবেশিল ॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
কাহার শকতি তাহা বর্ণিবারে পারি ॥
অবহেলে শুনে লোক সকল সংসার।
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার ॥
অপূর্ব্ব ভারত কথা পুরাণ প্রধান।
এত দূরে স্ত্রী পর্ব্ব হইল সমাধান ॥

ইতি স্ত্রীপর্ব্ব সমাপ্তং।

# মহাভারত।

## অথ শান্তি পর্ব্ব।

### অথ যুধিষ্ঠিরের প্রতি ব্যাসের উপদেশ।

জিজ্ঞাসে জনমেজয় কহ তপোধন।
তৎপরে কি করিলেন পিতামহগণ॥
কিরূপে রাজত্ব করিলেন পঞ্চ জন।
কিবা ধর্ম্মোপার্জনে পালেন প্রজাগণ॥
শরশয্যাগত ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।
কিহেতু উত্তরায়ণে ত্যজেন জীবন॥
কিবা যোগ ধর্ম্ম কহিলেন যুধিষ্ঠিরে।
বিস্তার করিয়া মুনি কহিবা আমারে॥
মুনি বলে অবধান করহ রাজন।
হস্তিনা নগরমাঝে ধর্ম্মের নন্দন॥
মহাধর্ম্মশীল রাজা প্রতাপে তপন।
শীলতায় চন্দ্র যেন নরে বৈশ্রবণ॥
সর্ব্বত্র সমান ভাব গুণে গুণধাম।
প্রজার পালনে যেন ছিলেন শ্রীরাম॥
নানা বাদ্য বাজয়ে শুনিতে যে কৌতুক।
হস্তিনা নগরবাসি সভাকার সুখ॥
জ্ঞাতি বন্ধু জন সনে সদাই আনন্দ।
মহারাজ বিদ্যাশীল সকলি স্বচ্ছন্দ॥
নাহি রুচে অন্ন জল কান্দিয়া বিকল।
পাত্র মিত্র ভ্রাতৃআদি বান্ধবসকল॥
নৃপতির শোকেতে শোকার্ত্ত সর্ব্বজন।
এক দিন ভীম পার্থ মাদ্রীর নন্দন॥
পাত্র মিত্র বন্ধু আর ধৌম্য তপোধন।
নানা মতে রাজারে বুঝান সর্ব্বজন॥
অনেক প্রকারে সভে বুঝায় রাজারে।
যোগ মার্গ কথা কহি অনেক প্রকারে॥
না শুনেন কারো বাক্য রাজা যুধিষ্ঠির।
ভীষ্ম পিতামহশোকে আপনি অস্থির॥
জলহীন হয় যেন কমলের বন।
বৃহস্পতি বিনা যেন সহস্রলোচন॥
সূর্য্যের অভাবে যেন কমলের দল।
ভীষ্ম দ্রোণ বিচ্ছেদেতে নৃপতিসকল॥
নিরবধি এই চিত্তে চিন্তয়ে রাজন।
চাহেন আপন দেহ করিতে নিধন॥
অনাহারে বিষণ্ণ দুর্ব্বল কলেবর।
জানিয়া রাজার কষ্ট ব্যাস মুনিবর॥
অতিশীঘ্র আইলেন রাজার সদন।
উচিত বিধানে পূজা করেন রাজন॥
পাদ্য অর্ঘ্য দেন বসিবারে সিংহাসন।
সুবাসিত জলে করি পাদ প্রক্ষালন॥
সুস্থ হয়ে আসনে বৈসেন তপোধন।
রাজারে জিজ্ঞাসা ইহা করেন তখন॥
কি হেতু চিন্তিত রাজা দেখি যে তোমারে।
কোন সুখে হীন তুমি এই চরাচরে॥
ইন্দ্রের সমান তব চারি সহোদর।
সর্ব্ব গুণান্বিত রণে মহাধনুর্দ্ধর॥
বাহুবলে শত্রুগণে করিয়া সংহার।
হস্তিনাতে অভিষেক করিল তোমার॥
সভে অনুগত তব ভ্রাতৃ বন্ধুগণ।
কিঙ্কর সদৃশ সভে করয়ে সেবন॥
সংসারের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব জগৎপতি।
আজ্ঞাকারী তোমার বিখ্যাত বসুমতী॥
তেজে যশে বলে ধর্ম্মে প্রজাপালনেতে।
তোমার সদৃশ রাজা নাহি পৃথিবীতে॥
এত শুনি প্রণমিয়া কহেন ভূপতি।
আমার দুঃখের কথা শুন মহামতি॥

জগতে না জন্মে পাপী সদৃশ আমার।
রাজ্যলোভে জ্ঞাতি বন্ধু করেছি সংহার ॥
কল্পতরু পিতামহ ভীষ্ম কুরুনাথ।
রাজ্যভোগ হেতু তাঁরে করেছি নিপাত॥
দ্রোণ গুরু আদি যত সুহৃদ সুজন।
সংহার হইল মম রাজ্যের কারণ॥
এ তনু রাখিয়া আর কোন প্রয়োজন।
মহাপাপ করিলাম ভোগের কারণ॥
এই হেতু অনাহারে আপনার কায়।
করিব নিপাত আমি আছি এ আশায়॥
মুনি বলে অবধান কর জনমেজয়।
শুনিয়া কহেন হাসি ব্যাস মহাশয় ॥
ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞাতা তুমি ধর্ম্মের নন্দন।
জ্ঞানবান হয়ে হেন কহ কি কারণ ॥
অনন্ত প্রকার জ্ঞান বেদের বচন।
তাহা পাসরিয়া নর না বুঝে কারণ॥
জ্ঞানহৈতে লভে ধর্ম্ম জ্ঞানে পাপ খণ্ডে।
জ্ঞানের প্রতাপেতে এড়ায় যমদণ্ডে॥
অনন্ত লোচন জ্ঞান শুন মহাজন।
তোমাতে সে দিব্য জ্ঞান আছে হে রাজন॥
কহিলা যে মহাপাপ করি উপার্জ্জন।
জ্ঞাতিবধ মহাপাপ কহে সর্ব্বজন ॥
তার হেতু কহি রাজা শুন সাবহিতে।
ধার্ম্মিক জনের পাপ না পারি কহিতে ॥
তূল রাশি সম পাপ শুনহ রাজন।
ধর্ম্মের প্রতাপে ভস্ম হয় সেইক্ষণ॥
সংসারের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব দামোদর।
যার নাম লইলে নিষ্পাপ হয় নর ॥
যার নাম কীর্ত্তন শ্রবণ দরশন।
অশেষ পাপির পাপ খণ্ডে সেইক্ষণ॥
অঙ্গ সঙ্গী তব রাজা সেই নারায়ণ।
কোন বুদ্ধে পাপ ভয় চিন্তহ রাজন॥
কিঁহেতু আপন আত্মা চাহ ছাড়িবারে।
আত্মহত্যা সম পাপ নাহিক সংসারে॥
ব্রহ্মবধ স্ত্রীবধ গোবধাদি করণ।
ইহাতে নিষ্কৃতি আছে বেদের বচন ॥
আত্মহত্যা পাপে রাজা নাহিক নিষ্কৃতি।
আগম পুরাণ মত বেদের ভারতী॥
জানিয়া শুনিয়া হেন চিন্তহ রাজন।
যদিবা আছয়ে রাজা ভ্রান্ত তব মন॥
মন দিয়া শুন তবে আমার বচন।
ভীষ্ম মুখে শুনিলে ঘুচিবে মনোভ্রম॥
শীঘ্রগতি ভীষ্মস্থানে করহ গমন।
এত বলি স্বস্থানে গেলেন তপোধন॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি॥
কাশীদাস দেব কহে পাঁচালি রচিয়া।
ইত্যাদি লোকেতে যেন শুনে মনদিয়া॥

## দীর্ঘ ত্রীপদী।

মুনিবলে অবধানে শুন রাজা একমনে
যোগ মার্গ পুরাণ কথন।
ব্যাসের বচন শুনি আনন্দিত নৃপমণি
হস্তিনার যত প্রজাগণ॥
ভ্রাতৃ মন্ত্রী অনুচর সহ ধর্ম্ম নরবর
দিব্যরথে করি আরোহণ।
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র কি মহত কিবা ক্ষুদ্র
হস্তিনার যত পুরজন॥
চলিল রাজার সঙ্গে বাদ্যকোলাহল রঙ্গে
দেখিবারে গঙ্গার নন্দনে।
ধৃতরাষ্ট্র বিদুরাদি চলে গান্ধারী দ্রৌপদী
কুন্তী আদি যত নারীগণে॥ [হলে
আরোহিয়া চতুর্দ্দোলে নানা বাদ্য কোলা
চলি গেল যথা গঙ্গাসুত।
রাহুত মাহুত রানা সঙ্গে লয়ে নানা সেনা
মহাহস্তি সব যূথে যূথ॥
সাত্যকি প্রদ্যুম্ন আর সঙ্গে লয়ে পরিবার
বাদ্য কোলাহলে যদুপতি।
গেলেন ভীষ্মের স্থান দেখি ভীষ্ম মতিমান
আদর করেন সভাপ্রতি॥
যার যেই যোগ্যাসন বসিলেন ক্ষত্রগণ
প্রণমিয়া ভীষ্মের চরণে।
একভিতে দ্বিজগণ পাতি দিব্য কুশাসন
আনন্দে বসিল সেইস্থানে॥
যুধিষ্ঠির নরপতি চিত্তে দুঃখী হয়ে অতি
ভ্রাতৃগণ সহ শোক মনে।
লোটায়ে ধরণী পরে মুখে নাহি বাক্য সরে
বসিলেন বিষণ্ণ বদনে॥
যথাযোগ্য সম্ভাষণ করেন ভীষ্ম মহাজন
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য সর্ব্বজনে।
দেখিয়া অমরগণ প্রশংসিল সর্ব্বজন
সাধুবাদে গঙ্গার নন্দনে॥

ভারতের পুণ্য কথা   শ্রবণে বিনাশে ব্যথা
পুণ্য বৃদ্ধি পাপের বিনাশ।
কমলাকান্তের সুত   হেতু সুজনের প্রীত
বিরচিল কাশীরাম দাস॥

অথ যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের
যোগ কথন।

পয়ার।

ভীষ্মেরে কহেন তবে রাজা যুধিষ্ঠির।
তোমার বিয়োগে চিত্ত নহেত সুস্থির॥
আমা সম পাপ আত্মা নাহিক সংসারে।
রাজ্যহেতু প্রহার করিলাম তোমারে॥
পাপী আমি কেবল অধম দুরাচার।
জ্ঞাতিবধ করিয়া পাতক করি সার॥
রাজ্য হেতু জ্ঞাতিবন্ধু সকল বধিয়া।
করিলাম বেদশাস্ত্র বহির্ভূত ক্রিয়া॥
কল্পতরু পিতামহ তোমার বিনাশ।
করিলাম করিয়া ধনের অভিলাষ॥
দ্রোণাচার্য্য গুরু আদি সুহৃদ সুজন।
জ্ঞাতিবন্ধু পরিবার বহু রাজগণ॥
কর্ণ সোমদত্ত আদি বাহ্লীক নৃপতি।
দ্রুপদ সুশর্ম্মা আর বিরাট প্রভৃতি॥
কর্ণ হেন ভাই মম দ্রোণ হেন গুরু।
অভিমন্যু ঘটোৎকচ আদি পুত্র চারু॥
আমার কারণে সভে পড়িল সমরে।
আমা হেন পাপী নাহি এ ঘোর সংসারে॥
অল্প কার্য্য রাজ্য লাভে করি হেন পাপ।
তোমাকে মারিয়া আমি পাই বড় তাপ॥
রাজ্য পদ ছাড়ি আমি যাব দেশান্তর।
অনশন করিয়া নাশিব কলেবর॥
রাজ্যপদে আর্য্য মম নাহি প্রয়োজন।
ভীমে রাজ্য দিয়া আমি প্রবেশিব বন॥
তপস্যা করিয়া কায় করিব শোধন।
যোগবলে আত্মা আমি করিব নিধন॥
এত বলি অধোমুখে কান্দেন রাজন।
ক্রন্দন নিবর্ত্তি ভীষ্ম বলেন বচন॥
শোক দূর কর রাজা স্থির কর মন।
ইতিহাস কহি এক করহ শ্রবণ॥
সহস্রেক গ্রন্থে শান্তিপর্ব্বের কথন।
শান্তি কথা কহি শান্ত হইবা রাজন॥
জ্ঞাতিবধ পাপআদি সব হবে ক্ষয়।
মহাযোগ ফল পাবা নাহিক সংশয়॥
সর্ব্বত্র মঙ্গল হবে সর্ব্বত্র বিজয়।
হৃদয় সুস্থির হয়ে শুন মহাশয়॥
সংসারের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব নিরঞ্জন।
সৃজেন পালেন তিনি করেন নিধন॥
কে কারে মারিতে পারে কার কি শকতি।
কর্ম্মবন্ধে ভোগ যত করে কর্ম্মগতি॥
কর্ম্ম বন্ধে গতায়াত করে সংসারেতে।
পুনঃ২ মরে জন্মে পাপ পুণ্যহইতে॥
পাপেতে পাপির পাপ বৃদ্ধি হয় নিতি।
যেন পাপ অর্জ্জে তেন ভুঞ্জয়ে দুর্গতি॥
মিথ্যা বলি চুরি করি কলুষ অর্জয়।
কালদণ্ডে যমরাজ তাহারে পীড়য়॥
সহস্র শতেক আছে যমের যাতনা।
তাহাতে মরয়ে লোক না জানে আপনা॥
অনিত্য শরীর রাজা অনিত্য ভাবনা।
নিত্য বস্তু না জানিয়া পাসরে আপনা॥
ধনহইতে অতিশয় বাড়ে অহঙ্কার।
আত্মস্তুতি পর জন পাপী পাপাচার॥
ধন মদে মত্ত হয়ে বস্তু নাহি মানে।
নিকটে অন্তকপুর দুর্জনে না জানে॥
পাপ করি ধন অর্জ্জে চুরি হিংসা বাদ।
না জানে দুর্জন জন আপন প্রমাদ॥
সর্ব্বত্র সমান মৃত্যু না জানে দুর্ম্মতি।
ধর্ম্ম শাস্ত্র মানে যার আছে ধর্ম্মে মতি॥
অন্তকালে পাপ ভোগ না হয় এড়ান।
যাহা করে তাহা ভুঞ্জে পাপিষ্ঠ অজ্ঞান॥
অপার সংসার এই শুনহ রাজন।
অনিত্য শরীর নিত্য নহে ধন জন॥
আছয়ে ইহাতে এক বেদের বচন।
অসার সংসার এই শুন বিবরণ॥
নিত্য বস্তু নারায়ণ এক সনাতন।
তাহার ভক্তিতে হয় পাপ বিমোচন॥
যখন জনম হয় মরণ অবশ্য।
ইন্দ্রআদি দেবতার এইত রহস্য॥
জন্মিলে মরণ যে অবশ্য পায় লোক।
মহাজন তাহাতে না করে কোন শোক॥
অসার সংসার দেখ রাজা যুধিষ্ঠির।
শোক পরিহর রাজা মন কর স্থির॥
এত শুনি সবিস্ময় ধর্ম্মের তনয়।
কর যোড়ে জিজ্ঞাসেন কহ মহাশয়॥

মৃত্যু হেন বস্তু কেবা করিল সৃজন।
পূর্ব্বাপর আছে কিবা ব্যাপিত ভুবন॥
মৃত্যু বলি কোন জন এ তিন ভুবনে।
ছোট বড় সর্ব্ব জীবে ফেলয়ে নিধনে॥
কে সৃষ্টি করিল মৃত্যু হৈল কি কারণে।
মৃত্যুতে সংসার হরে বড়বড় জনে॥
যম বলে কাহারে সে হয় কোন বেশ।
কিবা ব্যবসায় করে থাকে কোন দেশ॥
ভীষ্ম বলিলেন বলি শুনহ রাজন।
মৃত্যুর বৃত্তান্ত কথা অদ্ভুত কথন॥
যবে করিলেন ব্রহ্মা সৃষ্টির পত্তন।
মৃত্যু হেন বস্তু নাহি হইল সৃজন॥
সংসার ব্যাপিল জীবে কেহ না মরয়।
পৃথিবী না সহে ভর রসাতলে যায়॥
শুনিয়া সকল তত্ত্ব চিন্তি প্রজাপতি।
স্বায়ম্ভুব নামে এক করিল উৎপত্তি॥
স্বায়ম্ভুবের পুত্র হৈল রুচি মহাশয়।
ভরতাদি সপ্ত হৈল তাহার তনয়॥
সপ্তপুত্রে সপ্তদ্বীপে দিল অধিকার।
জম্বুদ্বীপ মাগিলেন ভরত কুমার॥
জ্যেষ্ঠ পুত্রে জম্বুদ্বীপ দিল অধিকার।
নাহি দিল ভরতেরে করি সুবিচার॥
প্লক্ষদ্বীপে অধিকার দিলেন ভরতে।
না লইল অধিকার ভরত কোপেতে॥
সন্ন্যাসী হইয়া ক্রোধে হইল বাহির।
তপস্যা করিতে গেল পর্ব্বত মিহির॥
মহাতপ আরম্ভিল রুচির নন্দন।
অনাহারে বাতাহারে মুদ্রিত লোচন॥
এইরূপে তপে যাটি সহস্র বৎসর।
তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা দিতে আইলেন বর॥
না লইল বর সেহ রহিল মৌনেতে।
পুনঃ২ ব্রহ্মা কহিলেন বহুমতে॥
দেখি মহাক্রুদ্ধ হইলেন সৃষ্টিধর।
নেত্রানলে জন্মিল অসুর ভয়ঙ্কর॥
সেইত অসুর জম্বুদ্বীপেতে ব্যাপিল।
সহিতে না পারি ভর পৃথিবী কাঁপিল॥
ব্রহ্মার সদনে পৃথ্বী গুহারি করিল।
পৃথ্বী শান্তাইয়া তাঁর ভাবনা হইল॥
চিন্তিয়া গেলেন ব্রহ্মা যথা ভগবতী।
ললাটহইতে ঘর্ম্ম উপজিল তথি॥
সেই ঘর্ম্ম মৃত্যু নামে হইল জনম।
মহাভয়ঙ্কর মুর্ত্তি বড়ই বিষম॥

ব্রহ্মারে চাহিয়া মৃত্যু বলিল বচন।
আজি সর্ব্ব জীবে আমি করিব নিধন॥
এক জন না রাখিব পৃথিবীতে আর।
ছোট বড় সর্ব্ব জীব করিব সংহার॥
এতেক বলিয়া মৃত্যু কাঁপে থরহর।
হাসিয়া মৃত্যুকে কহিলেন সৃষ্টিধর॥
ক্রোধ সম্বরহ মৃত্যু শুনহ বচন।
জম্বুদ্বীপে শীঘ্রগতি করহ গমন॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝি দণ্ড কর জীবগণে।
ব্যাধিরূপ হয়ে কর জীবের নিধনে॥
সর্ব্বত্র ব্যাপক হও বরেতে আমার।
চতুর্দ্দশ ভুবনেতে কর অধিকার॥
চতুঃষষ্টি ব্যাধি সৃজি দেন তার সনে।
প্রেতপুরে যম রাজা চলিল তখনে॥
পুরী চতুর্দ্দিগে তার অপূর্ব্ব রচন।
তার কথা কহি শুন ধর্ম্মের নন্দন॥
দেবঋষি সন্ন্যাসী মরে যে নৃপবর।
উত্তর দুয়ারে যায় যমের নগর॥
পশ্চিম দুয়ারখান অতিরম্য স্থল।
নানা দ্রব্য ভোগ্য আছে অমৃতসকল॥
সম্মুখ যুদ্ধেতে পড়ে যেই যোদ্ধাগণ।
পশ্চিম দুয়ারে যায় যমের সদন॥
পূর্ব্ব দ্বারখান দেখি পরম সুন্দর।
দধি দুগ্ধ ভক্ষ্য দ্রব্য রম্য সরোবর॥
স্বামির সহিত মরে যত নারীগণ।
স্বামি লয়ে পূর্ব্ব দ্বারে করয়ে গমন॥
দক্ষিণ দ্বারের কথা কথন না যায়।
শুনিলে লোমাঞ্চ হয় সকলের গায়॥
দক্ষিণ দুয়ারে বহে বৈতরণী নদী।
পাপির শরীর দহে পরশয়ে যদি॥
মস্তকে মারয়ে দূত অস্ত্রের প্রহার।
সাঁতারিয়া পাপী সব হয় তাহে পার॥
পার হৈতে আছে তথা শুনহ কাহিনী।
কৃমিতে মাথার খুলি খায় ইহা জানি॥
ঠাঁই২ একেশ্বর হইতে হয় পার।
শৃগাল কুক্কুরে খায় ঘোর অন্ধকার॥
চৌরাশী নরককুণ্ড তাহার দক্ষিণে।
তাহার সকল কথা শুন অবধানে॥
বজ্র কীট পোকা আছে তাহার ভিতর।
গ্রাসে২ পাপী বেড়ি খায় নিরন্তর॥
স্বামিবাক্য নাহি মানে স্থাপিত হরণ।
দেবতারে নিন্দে আর নিন্দয়ে ব্রাহ্মণ॥

তাহারে ফেলায় ঘোর নরকভিতরে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা চিত্রগুপ্ত করে॥
মহাচিহ্ন নাম ধরে পূরিত শোণিত।
শতেক যোজন তাহা কন্টকে পূরিত॥
সে নরকে গোবধ স্ত্রীবধকারী যায়।
সর্ব্বাঙ্গে পোড়ায় তাহে নরক পীড়ায়॥
কুম্ভীপাক নরকের শুনহ কারণ।
শুনি পরিমাণ সেই সপ্তক যোজন॥
তাহে ভাজা হয় পাপী আপনার তৈলে।
ব্রহ্মবধ করে কিম্বা সুবর্ণ হরিলে॥
মিথ্যা কথা কহে যেবা হরয়ে শাসন।
কুম্ভীপাক নরকেতে তাহার গমন॥
যে মহা রৌরব নাম নরকবিশেষ।
শুনহ তাহার কথা বলিব অশেষ॥
তনয়াবিক্রয় যে বা করে মূঢ়জন।
সে মহারৌরবে হয় তাহার গমন॥
আর যে বা মহাপাপ করে মহীতলে।
একে২ নরক ভুঞ্জয়ে বহুকালে॥
সংক্ষেপে জানহ যমপুরীর কথন।
কহিব ধর্ম্মের ফল শুনহ রাজন॥
যার যেবা ধর্ম্মাধর্ম্ম করিয়া বিচার।
ছোট বড় সভাকার কহিব বিস্তার॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি॥
শান্তিপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব কথন।
এক চিত্তে এক মনে শুনে যেই জন॥
সর্ব্ব ধর্ম্মফল লভে নাহিক সংশয়।
সর্ব্বত্র অভীষ্ট লাভ সর্ব্বত্র বিজয়॥
অন্তকালে গতি হয় বৈকুণ্ঠ উপর।
নাহিক সংশয় ইথে ব্যাসের উত্তর॥
কাশীদাস দেব চিত্ত গোবিন্দ চরণে।
এক চিত্তে এক মনে শুন সর্ব্ব জনে॥

অথ ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রস্তাবে হরি
নামের মাহাত্ম্য কথন।

জিজ্ঞাসেন যুধিষ্ঠির করিয়া বিনয়।
ধর্ম্মাধর্ম্ম কথা কহ শুনি মহাশয়॥
কিরূপে অধর্ম্ম ভোগ করে পাপিগণে।
ধর্ম্মিলোক ধর্ম্মভোগ করয়ে কেমনে॥
শুনিয়া কহেন হাসি গঙ্গার তনয়।
কহিব সকল কথা শুনহ নিশ্চয়॥
যমরাজপুরী নাম বিখ্যাত ভুবনে।
অদ্ভুত তাহার পুরী না হয় বর্ণনে॥
ষোল শত যোজন তাহার পরিমাণ।
যমের অদ্ভুত পুরী বিচিত্র নির্ম্মাণ॥
দান যজ্ঞ করে যেই ভজে নারায়ণে।
পুণ্যবান জন করে গমন সেখানে॥
ব্রাহ্মণেরে গবী দান করে যেই জন।
বিষ্ণু তুল্য জানি বিপ্রে করয়ে সেবন॥
সর্ব্ব দ্বার দিয়া যায় যমের সদন।
যমের বিচিত্র পুরী করে নিরীক্ষণ॥
নবঘনশ্যাম অঙ্গ মোহন মুরারি।
দেখিতে অপূর্ব্ব শোভা যেন চক্রধারি॥
সম্ভাষা করিয়া যম চিত্রগুপ্তে বলে।
পাপ পুণ্য বিচার করয়ে সেইকালে॥
যোগী ধর্ম্ম সাধিয়া ভজয়ে নারায়ণ।
বিধিমত ভক্তিভাবে করয়ে পূজন॥
পুষ্পক রথেতে সেই করি আরোহণ।
বিষ্ণুরূপ ধর্ম্মরাজে করে নিরীক্ষণ॥
সেইক্ষণে ধর্ম্মরাজ বিবিধপ্রকারে।
বিষ্ণুতুল্য করি পূজা করয়ে তাহারে॥
বৈকুণ্ঠহইতে তবে দেব নারায়ণ।
দিব্যরথ পাঠাইয়া দেন সেইক্ষণ॥
যমেরে প্রণমি রথে করি আরোহণ।
দেবতুল্য হয়ে করে বৈকুণ্ঠে গমন॥
জল দান অন্ন দান করে যেই জন।
আত্মতুল্য অতিথিরে করে আরাধন॥
রথে চড়ি যায় সেই বৈকুণ্ঠ ভুবন।
কোনকালে তাহার না হইবে পতন॥
তাম্বূল গুবাক দান করে যেই জন।
দিব্যরথে যায় সেই যমের ভবন॥
ঘৃত দান করে দ্বিজে করে অন্নব্রত।
যমের নগরে যায় আরোহিয়া রথ॥
ধান্য দান ব্রাহ্মণেরে দেয় যেই জন।
বৃত্তিদান দিয়া যেই তোষয়ে ব্রাহ্মণ॥
বিচিত্র বিমানে যায় যমের নগরে।
নানা উপভোগ সেই ভুঞ্জয়ে সত্বরে॥
ভূমিদান দিয়া যেই তোষয়ে ব্রাহ্মণ।
পিতৃ অঙ্গ দেব অঙ্গ করে নিরীক্ষণ॥
ব্রাহ্মণের সেবা যেই করে অনুব্রতে।
ইন্দ্র আদি দেবপূজা করে শুদ্ধচিতে॥
পথে২ ক্ষীর দান করিতে করিতে।
দিব্যরথে চড়ি যায় যমের পুরীতে॥

ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলাফল কহিতে বিস্তার।
সংক্ষেপে কহি যে কিছু শুন সারোদ্ধার॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম ভুঞ্জায় আপনি যমরাজে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা তাহার সমাজে॥
যে যেমন ধর্ম্ম করে সে তেমন পায়।
সর্ব্ব সুখে পূর্ণ হয়ে যমপুরে যায়॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারিতে কর্ত্তা ধর্ম্মরাজ।
অন্তকালে যায় জীব যমের সমাজ॥
সংসারের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব দামোদর।
যার নাম শ্রবণ অশেষ পাপহর॥
শ্রবণ কীর্ত্তন নাম স্মরণ বন্দন।
সখ্য ভাব দাস্য ভাব আত্ম নিবেদন॥
নবধা বিষ্ণুর ভক্তি বেদের বচন।
কি কারণে তাহা নর না করে সাধন॥
শুনহ গোবিন্দ তত্ত্ব কঠিন না হয়।
কি কারণে তাহে লোক মানে পরাজয়॥
পরদ্রব্য হরে করে হিংসা পরদার।
চুরি হিংসা করিয়া তোষয়ে পরিবার॥
বিপ্রে দান দেয় কিন্তু মনে অহংকারে।
অতিথির পূজা নাহি করে পুরস্কারে॥
ব্রাহ্মণী হরণ করে কামে মত্ত হয়ে।
প্রকারপ্রবন্ধ করে মন্দ মিথ্যা কয়ে॥
এইরূপ যত পাপ করয়ে অর্জন।
বিষ্ঠাকুণ্ডে পড়ি বিষ্ঠা করয়ে ভক্ষণ॥
কান্দয়ে যত্নেক পাপী করি হাহাকার।
মস্তকউপরে করে মুদ্গর প্রহার॥
এইরূপে পাপভোগ করে পাপিগণ।
ইতিহাস কথা এক শুনহ রাজন॥
জগতের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব নিরঞ্জন।
তাঁর রূপ তাঁর গুণ বেদের বচন॥
ভাবিয়া এতেক চিত্তে ব্রহ্মার নন্দন।
শীঘ্রগতি গেলেন যেখানে পদ্মাসন॥
করযোড় করি স্তুতি অনেক করেন।
তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা নারদেরে জিজ্ঞাসেন॥
কি হেতু এ সত্য লোকে তব আগমন।
অসন্তোষ চিত্ত তব দেখি কি কারণ॥
সুরলোকে কি বা পরমাদ হইয়াছে।
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব কি বা অসুরে হরেছে॥
অসুরের পীড়া কি হয়েছে দেবলোকে।
কি হেতু তোমার চিত্ত মগ্ন দেখি দুঃখে॥
এত শুনি কহেন নারদ তপোধন।
আমার চিত্তের দুঃখ না হয় কথন॥
যত ভাবিলাম চিত্তে দিতে নাহি সীমা।
জানিতে নারিনু হরিনামের মহিমা॥
বেদ শাস্ত্র বহির্ভূত মন অগোচর।
এই হেতু ভাবিয়া হয়েছি চিন্তান্তর॥
জগতের হর্ত্তা কর্ত্তা তুমি সনাতন।
তোমাতে উৎপত্তি হয় তোমাতে নিধন॥
সংসারের পতি তুমি সংসারঈশ্বর।
সংসারের আদি অন্ত তোমাতে গোচর॥
সে কারণে আইলাম ত্বরিত এথারে।
নামের মহিমা তুমি কহিবা আমারে॥
তোমা বিনা অন্য জন কহিতে না পারে।
এত শুনি হাসিয়া কহেন ব্রহ্মা তাঁরে॥
জগতের এক আত্মা এক নিরঞ্জন।
কে করিতে পারে তাঁর নাম নিরূপণ॥
পূর্ব্বাপর আছে হেন বেদের উত্তর।
নামের মহিমা কিছু জানেন শঙ্কর॥
শিবের সদনে তুমি করহ গমন।
নামের মহিমা কহিবেন ত্রিলোচন॥
এত শুনি আনন্দিত হৈয়া তপোধন।
প্রণমিয়া চলিলেন হরের সদন॥
দণ্ডবত করি হরে করিছেন স্তুতি।
জয়২ বিরূপাক্ষ কাত্যায়নীপতি॥
সনাতন পূর্ণব্রহ্ম সিদ্ধ অবতার।
তোমার মহিমা আমি কি বলিব আর॥
কৃষ্ণনাম গুণের করিতে নারি সীমা।
তুমি সে জানিতে পার নামের মহিমা॥
সে কারণে আইলাম তোমার সদন।
কহিবা আমারে তুমি নাম নিরূপণ॥
এত শুনি হাসিয়া বলেন ত্রিলোচন।
কে কহিতে পারে হরিনামের কথন॥
সমুদ্রলহরী যে বা গণিবারে পারে।
পৃথিবীর রেণু যে বা গণে এ সংসারে॥
আকাশের তারা গণি করে নিরূপণ।
শীঘ্রগতি তার স্থানে করহ গমন॥
এত শুনি হর্ষচিত্তে করিয়া প্রণতি।
ত্বরিত গেলেন যথা ত্রিদশের পতি॥
দেবঋষি নারদ বিখ্যাত তপোধন।
বৈকুণ্ঠের দ্বারে কেহ না করে বারণ॥
গেলেন সত্বর যথা লক্ষ্মী নারায়ণ।
করযোড়ে প্রণমিয়া করেন স্তবন॥
জয়২ জগন্নাথ ত্রিদশঈশ্বর।
জগতে নিবাসি জয় জগতের পর॥

 



অপার মহিমা তব দিতে নারি সীমা।
শিষ্টের পালন দুষ্টভঞ্জন গরিমা॥
সৃজন পালন অংশ সংহার প্রকৃতি।
অখিল কারণ জয় অখিল বিকৃতি॥
নমো২ দিব্য মৎস্য পূর্ণ অবতার।
সপ্তবিংশ জ্ঞানদাতা বেদের উদ্ধার॥
নমো২ অবতার নমো অসি মুখ।
হিরণ্যাক্ষ বিদার পৃথিবী উদ্ধারক॥
নমঃ কূর্ম্ম অবতার পর্ব্বতধারণ।
নমস্তে মোহিনীরূপ অসুরমোহন॥
নমস্তে মুকুন্দ নমো নমো মধুহারি।
নমস্তে বামন রূপ নমস্তে মুরারি॥
নমো রঘুকুলনাথ রাবণঅন্তক।
নমস্তে মাধব নমঃ সংসারপালক॥
এই রূপ নারদ করেন বহুস্তুতি।
তুষ্ট হয়ে তাহারে কহেন লক্ষ্মীপতি॥
ধন্য২ মহামুনি ব্রহ্মার কুমার।
কোন হেতু এথায় করিলা আগুসার॥
ভকতঅধীন আমি ভকতজীবন।
ভকতের ধন আমি ভকতের মন॥
মনোহর রূপ আমি মনোঅগোচর।
কাহাতে নির্লেপ আমি কাহে ভিন্ন পর॥
আত্মারূপে সর্ব্ব ভূতে আমার প্রকাশ।
সেকারণে বিখ্যাত প্রকাশ শ্রীনিবাস॥
আত্মারূপে আমি প্রতিমূর্ত্তি সর্ব্বভূতে।
অন্য জন চিত্তে মোরে না পারে রাখিতে॥
ভকতঅধীন থাকি ভকতের সাথে।
ভক্তিতে কেবল ভক্ত পারয়ে রাখিতে॥
ভকতের বাঞ্ছা পূর্ণ করি অনুক্ষণে।
কহ মহামুনি আইলা কোন প্রয়োজনে॥
নারদ বলেন তুমি মায়ার আধার।
সেকারণে গোবিন্দ মাগি যে পরিহার॥
যদি বর দিবা এই দেহ নারায়ণ।
তব গুণ গাই যেন ভ্রমি অনুক্ষণ॥
এক নিবেদন দেব শুনহ আমার।
তোমার দুর্লভ নাম জগতনিস্তার॥
ইহার মহিমা দেব কহিবা আমারে।
শুনিলে মনের ভ্রান্তি সব যাবে দূরে॥
এত শুনি হাসিয়া কহেন নারায়ণ।
সঞ্জীবনীপুরে তুমি করহ গমন॥
মম মূর্ত্তি তথা আছে যম ধর্ম্মরাজ।
ত্বরিত গমনে যাহ তাঁহার সমাজ॥
নামের মহিমা যদি কহেন আমার।
তাহা শ্রুতমাত্রে ভ্রম খণ্ডিবে তোমার॥
এত শুনি আনন্দিত হইয়া তপোধন।
প্রণমিয়া চলিলেন কৃতান্তভুবন॥
যমের বিচিত্র সভা না হয় বর্ণন।
নিবসয়ে তথায় যতেক পুণ্য জন॥
চতুর্ভুজ দিব্যমূর্ত্তি শ্যাম কলেবর।
খঞ্জন গঞ্জন নেত্র সুরঙ্গ অধর॥
পীতবাস পরিধান রাজীব লোচন।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শ্রীবৎস লাঞ্ছন॥
কনক মুকুট মাথে শোভে অতিশয়।
মেঘের উপর যেন সূর্য্যের উদয়॥
দেখিয়া বিস্ময় মানিলেন মুনিবর।
প্রণাম করিয়া স্তুতি করেন বিস্তর॥
স্তুতিবশে প্রসন্ন হইলেন মৃত্যুপতি।
জিজ্ঞাসেন কিহেতু আইলা মহামতি॥
নারদ বলেন শুন হেতা যে কারণ।
কহিবা আমারে কৃষ্ণ নাম নিরূপণ॥
এত শুনি হাসিয়া বলেন মৃত্যুপতি।
পুরীর পশ্চিমে মম যাহ মহামতি॥
হরিনাম মহিমা পাইবা সেইখানে।
তবে সে তোমার ভ্রান্তি না থাকিবে মনে॥
এত শুনি হাসিয়া গেলেন তপোধন।
পুরীর পশ্চিম দিগে করেন গমন॥
দেখেন যমের পুরে পাপির তাড়ন।
কৃমিহ্রদ সারি সারি অদ্ভুত গঠন॥
সেখানে নারদ দেখিলেন ভয়ঙ্কর।
উষ্ণজল বৃষ্টি কোথা হয় নিরন্তর॥
কণ্টকের বন কোথা বিপুল বিস্তার।
তাহাতে পড়িয়া পাপী কান্দে অনিবার॥
কোনখানে করে পাশে পাপির বন্ধন।
লক্ষ২ কোটি২ আছে পাপিগণ॥
কোনখানে বিষ্ঠাকুণ্ডে ফেলে পাপিগণে।
মস্তকে মুষ্টিকাঘাত মারে দূতগণে॥
কোনখানে অস্ত্রবৃষ্টি হয় ঘনে ঘনে।
অস্ত্রাঘাতে ব্যাকুল কান্দয়ে পাপিগণে॥
এইরূপে প্রহারে ব্যাকুল পাপিজন।
দেখিয়া বিস্ময় মানিলেন তপোধন॥
হরে রাম গোবিন্দ মাধব দামোদর।
এতবলি কর্ণে হস্ত দেন মুনিবর॥
সেই শব্দ যত যত পাতকী শুনিল।
শ্রুতমাত্রে হরিনাম পাপে মুক্ত হৈল॥

প্রেত মূর্ত্তি ত্যজিয়া হইল দিব্যকায়।
দিব্যবিমানেতে চড়ি স্বর্গস্থানে যায়॥
অশেষ বিশেষে স্তুতি করে মুনিবরে।
অসংখ্য অর্ব্বুদ পাপী চলিল স্বর্গেরে॥
দেখিয়া বিস্ময় মানিলেন তপোধন।
অপার মহিমা হরিনামের কথন॥
জয়২ নামরূপ জয় জগদীশ।
অপার মহিমা জয় জয় অজঈশ॥
নম২ প্রকাশ অখিল কামনায়।
নমো নারায়ণ জন্ম বন্ধন খণ্ডায়॥
এইরূপে বহু স্তুতি করি তপোধন।
আনন্দতে যথা স্থানে করেন গমন॥
ভীষ্ম বলিলেন পুনঃ শুনহ রাজন।
উত্তর দ্বারের কথা কহিব এখন॥
পঞ্চদশ যোজন সহস্র পরিসর।
উত্তরে যমের দ্বার পরম সুন্দর॥
স্থানে২ উদ্যান বিচিত্র মনোহর।
নানাবিধ পসরা শোভিত থরেথর॥
ঘৃত দধি দুগ্ধ ক্ষীর নানা উপহার।
সুগন্ধি শীতল জল সুবাসিত তার॥
পথে২ স্থানে২ দেব দ্বিজগণ।
সম্মুখে সমর করি মরে যত জন॥
যোগাসনে নিজ দেহ করিয়া দাহন।
উত্তর দুয়ারে যায় সেই সবজন॥
দিব্য ভোগবান হয় পরম আনন্দে।
যম ধর্ম্মরাজে গিয়া ভূমি লুটি বন্দে॥
সেইক্ষণে যম আজ্ঞা দেন দূতগণে।
পত্নী সঙ্গে করি সদা থাকিয়া বিমানে॥
তিন কোটি বৎসর দেবের পরিমাণে।
অমৃতাদি নানা ভোগ করে দিনে২॥
অনন্তরে মহীতলে হয়ত জনম।
সেই নারী পতিমাত্র কেবল সম্ভ্রম॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি॥
কাশীদাস দেব কহে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে তরে যেন সকল সংসার॥

অথ ভদ্রশীল ওধনুর্দ্ধজের
উপাখ্যান।

ভীষ্ম দেব বলেন শুনহ কুন্তীসুত।
যমের দক্ষিণ দ্বার বড়ই অদ্ভুত॥
পূর্ব্বে যাহা শুনিলাম দেবলের মুখে।
সমাহিত হয়ে আমি বলিব তোমাকে॥
ভদ্রশীল নামে ঋষি অযোধ্যায় স্থিতি।
সর্ব্ব শাস্ত্রে বিশারদ গুণে মহামতি॥
যজন যাজন বেদ করে অধ্যয়ন।
নানামত প্রকারে অর্জ্জিল নানা ধন॥
ধনুর্দ্ধজ নামে এক শ্বপচকুমারে।
গোধন রক্ষণ হেতু রাখিল তাহারে॥
পূর্ব্বেতে অবন্তি নামে ব্রাহ্মণ সে ছিল।
ভ্রাতৃশাপে চণ্ডালের কুলে সে জন্মিল॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
দ্বিজ হয়ে চাণ্ডাল হইল কি কারণ॥
ভীষ্ম বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
ইক্ষ্বাকু বংশের গুরু শান্তি তপোধন॥
সুবন্তি অবন্তি তার দুইত নন্দন।
স্বধর্ম্ম অধর্ম্ম তারা করে দুই জন॥
মহাধর্ম্মশীল হৈল সুবন্তি কুমার।
দুরাত্মা অবন্তি হইল মহাপাপাচার॥
নিজ ধর্ম্ম ছাড়িয়া করিল কদাচার।
চুরি হিংসা পাপ করে হরে পরদার॥
পিতার সঞ্চিত ধন যতেক আছিল।
বেশ্যাতে আসক্ত হয়ে সব মজাইল॥
বহুমত সুবন্তি করিল নিবারণ।
না শুনিল ভ্রাতৃবাক্য পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন॥
ক্রুদ্ধ হয়ে সুবন্তি শাপিল সেইক্ষণ।
না শুনিলা মম বাক্য করিলা হেলন॥
এই পাপে জন্মান্তরে চণ্ডালত্ব পাবা।
অনন্তরে যমদূত হইয়া জন্মিবা॥
ব্রাহ্মণহইতে পুন হইবে মোচন।
এত শুনি অবন্তি হৈল ক্রুদ্ধ মন॥
দণ্ডকঅরণ্যে প্রবেশিল সেইক্ষণ।
তপস্যা করিল তবে শান্তির নন্দন॥
অনাহারে আপনি ত্যজিল কলেবর।
সেইত অবন্তি হৈল শ্বপচ কোঙর॥
ভদ্রশীল ব্রাহ্মণের হইল রাখাল।
যতনপূর্ব্বক রাখে গোধনের পাল॥
তাহার পালনে গবী ব্যাধি নাহি জানে।
ভদ্রশীল ব্রাহ্মণে তুষিল নিজগুণে॥
কত দিনে সর্পের দংশনে সে মরিল।
শুনি ভদ্রশীল বড় শোকার্ত্ত হইল॥
পুত্রশোকে পিতা যেন করয়ে রোদন।
সেইরূপে দ্বিজ বহু করিল শোচন॥

খণ্ডন না যায় কভু মুনির উত্তর।
সেই ধনুর্দ্ধজ হৈল যমের কিঙ্কর॥
এক দিন ধনুর্দ্ধজ যমের আজ্ঞায়।
সুশীল নামেতে বৈশ্যে আনিবারে যায়॥
পথে ভদ্রশীল সহ হৈল দরশন।
দেখিয়া বিস্ময় চিত্ত হৈল তপোধন॥
জিজ্ঞাসিল কহ তুমি আছিলা কোথাতে।
মরি পুনঃ কিরূপে আইলা পৃথিবীতে॥
মরিলে না জীয়ে লোক ব্রহ্মার সৃজন।
মরিয়া কিরূপে পুনঃ পাইলা জীবন॥
সেই হস্ত সেই পদ সেই কলেবর।
আকৃতি প্রকৃতি সেই পরম সুন্দর॥
এত শুনি প্রণমিয়া বলয়ে বচন।
সেই ধনুর্দ্ধজ আমি শ্বপচ নন্দন॥
নিজ কর্ম্ম ফলে হই যমের কিঙ্কর।
পূর্ব্বে তুমি আমারে পালিলা বহুতর॥
নমোজগদ্গুরু ব্রহ্ম প্রণত পালন।
নমস্তে ব্রাহ্মণমূর্ত্তি পতিত তারণ॥
কৃপা করি দিলা মোরে গোধনরক্ষণে।
পুনর্জন্মখণ্ডন না হৈল সেকারণে॥
যমের যন্ত্রণা ভোগ কহন না যায়।
ধর্ম্মমুখে শুনি শঙ্কা জন্মিল আমায়॥
এত শুনি বিস্ময় মানিল তপোধন।
জিজ্ঞাসিল কহ শুনি যমের কথন॥
কিরূপেতে জন্মে জীব মায়ের উদরে।
কিরূপেতে তনুত্যাগ করে আরবারে॥
জন্মেতে যতেক ধর্ম্ম অধর্ম্ম আচার।
কিরূপেতে কর্ম্ম ভোগ করায় তাহার॥
দূত বলে সেই কথা কহিতে বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিব কিছু শুন সারোদ্ধার॥
মায়ের উদরে জীব শৃঙ্গার পরশে।
ঋতুর সংযোগে জন্ম জনক ঔরসে॥
পঞ্চরাত্রি গতে হয় বিদ্যুৎ প্রমাণ।
পক্ষান্তরে হয় জীব বদরীসমান॥
এই রূপে ক্রমে২ বাড়ে অতিশয়।
দিনে২ চন্দ্রকলা যেমত বাড়য়॥
মাসেক অন্তরে হয় অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ।
হস্তপদ নাহি মাংস পিণ্ডের সমান॥
দ্বিতীয় মাসেতে হয় মস্তকউৎপত্তি।
তৃতীয় মাসেতে হয় হস্ত পদ গতি॥
চতুর্থ মাসেতে কেশ লোমের জনম।
পঞ্চম মাসেতে তনু বাড়ে ক্রমেক্রম॥
ষষ্ঠ মাসে ভ্রমে জীব মায়ের উদরে।
চতুর্দ্দিগে ঘোর অগ্নি দহে কলেবরে॥
সপ্তম মাসেতে জীব নানা ক্লেশে রয়।
ক্ষণেকে চৈতন্য পায়ে উদরে ভ্রময়॥
মায়ের ভোজনরসে বাড়ে দিনে২।
অষ্টমাসে দিব্য জ্ঞান আপনারে জানে॥
জন্ম জন্মান্তরে যত করেছিল পাপ।
তাহার স্মরণে হয় জ্ঞানের প্রতাপ॥
স্মরিয়া সে সব পাপ করয়ে ক্রন্দন।
আপনারে নিন্দা করি বলয়ে বচন॥
অধম পাপিষ্ঠ আমি বড় দুরাচার।
কেন না ভজিনু কৃষ্ণ সংসারের সার॥
এইবার জন্মি প্রভু ভজিব তোমারে।
জ্ঞানদাতা জ্ঞান নাহি হরিও আমারে॥
এইরূপে দশমাসঅবধি নির্ণয়।
জন্মমাত্রে মহামায়া জ্ঞান হরি লয়॥
জ্ঞান হত হবামাত্রে করয়ে রোদন।
জননীর স্তন পানে বাড়ে অপঘন॥
যুগধর্ম্মে যথা আয়ু বিধির নির্ণয়।
তাহাতে অধর্ম্ম হৈলে আয়ু যায় ক্ষয়॥
অধর্ম্মের ফলে লোক মরে বাল্যকালে।
যৌবনে মরয়ে কেহ অধর্ম্মের ফলে॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলে মরে অর্দ্ধেক বয়েসে।
বৃদ্ধকালে মরে লোক অদৃষ্টের বশে॥
সর্ব্বকাল আছে মৃত্যু নাহিক এড়ান।
ছোট বড় সর্ব্বজীব একই সমান॥
চুরি হিংসা মিথ্যা কহি পোষে সুতদার।
মৃত্যু কালে বেড়িয়া কান্দয়ে পরিবার॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম জানিয়া তাহার আচরণ।
বিচারিয়া ধর্ম্মরাজ করয়ে তাড়ন॥
কীট পতঙ্গাদি জীব চৌরাশী দণ্ডেতে।
ক্রমে২ জন্মে মরে কর্ম্মফলহৈতে॥
যাহা করে তাহা ভোগে নাহিক এড়ান।
সংক্ষেপে কহিলাম জীব কর্ম্মের বাখান॥
এত শুনি হাসিয়া বলয়ে দ্বিজবর।
এক সত্য কর তুমি আমার গোচর॥
কেমন যমের পুরী দেখাবা আমারে।
এত শুনি ভাবি দূত কহিছে তাহারে॥
যমের বিষম পুরী বিপুল বিস্তার।
দেখিবারে ইচ্ছা যদি হইল তোমার॥
যত পিতৃ পিতামহ ঋণে বদ্ধ আছ।
আপনি যতেক ঋণ লোকেরে দিয়াছ॥

ক্রমে২ সব ঋণ করহ শোধন।
তবে সে লইতে পারি যমের সদন॥
ঋণগ্রস্তজনের নাহিক তথা গতি।
যদিবা তথায় যায় ভুঞ্জয়ে দুর্গতি॥
এত শুনি ভাবি দ্বিজ বলয়ে বচন।
আজি আমি সবঋণ করিব শোধন॥
অঋণী হইব আমি তোমার বচনে।
পুনরপি তোমারে পাইব কোনখানে॥
দূত বলে দ্বিজ তুমি হইলে নিঋণী।
খট্টাতে গৃহের মধ্যে শুইবা আপনি॥
দুয়ারেতে খীল দিয়া করিবা শয়ন।
সুতদারা সভাকে করিবা নিবারণ॥
পুনঃ২ সভারে কহিবা এই বাণী।
তিন দিন বহির্ভূত ঘুচাবে খিলনী॥
ইতিমধ্যে কেহ যদি ঘুচায় দুয়ার।
নিশ্চয় হইবে তবে আমার সংহার॥
এইরূপ সভাকারে কহিবা বচন।
সত্য কহি দেখাইব যমের সদন॥
এত বলি অন্তর্ধান হইল সেইক্ষণ।
আনন্দেতে দ্বিজ গৃহে করিল গমন॥
পিতৃ পিতামহহইতে যত ঋণ ছিল।
ক্রমে২ ভদ্রশীল সকলি শুধিল॥
আপনিহ যত ঋণ দিয়াছিল লোকে।
সর্ব্বলোকে বলে দ্বিজ মনের কৌতুকে॥
যার ধারি লহ ঋণ যেবা ধার দেহ।
এই ভিক্ষা মাগি আমি কর অনুগ্রহ॥
এইরূপে সর্ব্ব লোকে কহিয়া বচন।
ক্রমে২ যত ঋণ করিল শোধন॥
নিঋণী হইল দ্বিজ আনন্দিত মন।
দারা সুত সভাকারে কহিল বচন॥
তিন দিবসের মত শুইব গৃহেতে।
কদাচিত কেহ মোরে না যাবা তুলিতে॥
যদ্যপি আমার বাক্য করহ অন্যথা।
তবেত আমার মৃত্যু না ঘুচে সর্ব্বথা॥
এতেক বচন দ্বিজ কহি সুতদারে।
আনন্দেতে নিদ্রা গেল ঘরের ভিতরে॥
দ্বিজে সত্য করি দূত স্বাস্থ্য নাহি মনে।
বৈশ্যেরে লইয়া গেল যমের সদনে॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
কিরূপেতে যম তারে করিল তাড়ন॥
আচম্বিতে মৃত্যু তার হৈল কিরূপেতে।
ইহার বিধান দেব কহিবা আমাতে॥

শুনিয়া কহেন হাসি ভীষ্ম মহাশয়।
কীর্ত্তিমন্ত নাম এক বৈশ্যের তনয়॥
সুশীল তাহার পুত্র বিখ্যাত জগতে।
তার সম ধনে বৈশ্য নাহি পৃথিবীতে॥
কুলে শীলে ধনে জনে বলে বলবান্।
তাহার পুণ্যের কথা না হয় বাখান॥
তড়াগ পুস্করিণী কূপ দিল শত শত।
লিখনে না যায় দ্বিজে দান দিল যত॥
ক্রোধের সমান রিপু নাহি সংসারেতে।
দান কালে এক দ্বিজে চাহিল ক্রোধেতে॥
জগতের গুরু দ্বিজ চিনিয়া না চিনে।
ধনে মত্ত হয়ে চাহে কটাক্ষ নয়নে॥
ক্রোধে দ্বিজ তার দান কিছু না লইল।
ক্রোধে দ্বিজ তারে শাপ সেইক্ষণে দিল॥
দান দিয়া ক্রোধ মোরে কর পুনর্ব্বার।
এই পাপে অপমৃত্যু হইবে তোমার॥
এত বলি নিজ স্থানে গেল তপোধন।
বিরস বদন হইল বৈশ্যের নন্দন॥
এক দিন নিত্য কৃত্য হেতু সন্ধ্যা কালে।
এক গোষ্ঠ দিয়া যায় রেবানদী কূলে॥
দৈবযোগে এক ষণ্ড বিক্রম করিয়া।
বৈশ্যের হরিল প্রাণ শৃঙ্গেতে চিরিয়া॥
যমের আজ্ঞায় তবে যমের কিঙ্কর।
বৈশ্যেরে লইয়া গেল যমের গোচর॥
কপট করিয়া যম জিজ্ঞাসিল তারে।
তোমা হেন পুণ্য কেহ না করে সংসারে॥
তুমি পুণ্যবান দান করিলা বিস্তর।
তড়াগ পুষ্করিণী কূপ দিলা বহুতর॥
দেব ঋণে পিতৃ ঋণে হইলা মোচন।
নানা যজ্ঞ করি আরাধিলা পদ্মাসন॥
কিন্তু মাত্র তব পাপ আছে হৃদিমাঝে।
ক্রোধ দৃষ্টে তুমি চাহিছিলা একদ্বিজে॥
যাহা অর্জ্জি তাহা ভুঞ্জি বেদের বচন।
পাপ পুণ্য দুই ভোগ নাহিক মোচন॥
আগে পাপ পুণ্য কি বা করিবা ভোজন।
নির্ণয় করিয়া তুমি কহিবা বচন॥
এত শুনি বৈশ্য বলে বিনয় বচন।
অল্প আছে যদি পাপ করিব ভোজন॥
যম বলিলেন পড় হ্রদের ভিতরে।
চিরকাল থাক তথা কুম্ভীর শরীরে॥
দেবল ঋষির সঙ্গে হইলে দরশন।
তবে পাপ ভোগ তব হইবে খণ্ডন॥

এত শুনি হ্রদমধ্যে পড়ে সেইক্ষণে।
গ্রাহরূপ হইয়া রহিল কত দিনে॥
রাম হ্রদ নামে তবে পুণ্য তীর্থ বর।
কুম্ভীর শরীর তাহে হইল ভয়ঙ্কর॥
নর নারী পশু পক্ষী আদি যত জন।
সলিল স্পর্শন মাত্র করয়ে ভক্ষণ॥
তার ভয়ে কেহ নাহি হ্রদ পরশয়।
কতদিনে আইল দেবল মহাশয়॥
স্নান করি হ্রদে তপ করে তপোধন।
হেন কালে গ্রাহ আসি ধরিল চরণ॥
মুনির পরশমাত্র দিব্য মূর্ত্তি হইল।
দেবপূজ্যমান হইয়া স্বর্গেতে চলিল॥
এত শুনি আনন্দিত হইল নৃপমণি।
পুনরপি জিজ্ঞাসেন করি যোড়পাণি॥
অতঃপরে কহ দেব দ্বিজের কথন।
কিরূপে যমের সভা করিল দর্শন॥
ভীষ্ম কন কহি শুন ধর্ম্মের নন্দন।
যতেক দেখিল তথা না হয় বর্ণন॥
দক্ষিণ দুয়ারে লয়ে গেল দ্বিজবরে।
দেখিয়া যমের পুর বিস্ময় অন্তরে॥
পুরীষের হ্রদ কোথা দেখে শত২।
লিখনে না যায় পাপী তাহে আছে যত॥
কোথায় প্রহারে পাপী করয়ে ক্রন্দন।
মারয়ে লোহার বাড়ি করিয়া তাড়ন॥
কোনখানে উষ্ণ জল বহে জলধর।
তপ্ত তৈল বৃষ্টি কোথা হয় নিরন্তর॥
কোনখানে স্নিগ্ধ জল আছে থরে২।
তাহাতে পড়িয়া পাপী কান্দয়ে বিস্তরে॥
কৃমিহ্রদ কোনখানে দেখি ভয়ঙ্কর।
ক্ষারজল বৃষ্টি কোথা হয় নিরন্তর॥
কোনখানে জল বৃষ্টি শীতে তনু কাঁপে।
কোনখানে অগ্নিবৃষ্টি হয় ঝাঁকে২॥
কোনখানে বজ্রকীট অতিভয়ঙ্কর।
খণ্ড২ করি কাটে পাপিকলেবর॥
কোনখানে দূতগণ ভয়ঙ্করকায়।
যতেক দুর্গতি পাপির লিখন না যায়॥
হাতে পায়ে বান্ধিয়া আনয়ে কোন জনে।
প্রহারে পীড়িত তনু কাতর রোদনে॥
এইরূপে শত শত অসংখ্য যাতনা।
ভুঞ্জায়েন ধর্ম্মরাজ না হয় বর্ণনা॥
দেখি সবিস্ময় হইলেক তপোধন।
পুরীর দুয়ারে তবে করিল গমন॥

দ্বার পার হইয়া চলিল তপোধন।
মনে করে যমেরে করিব দরশন॥
কোনমূর্ত্তি ধরে যম কেমন বরণ।
হেন কালে ডোমনীর সঙ্গে দরশন॥
কেশিনী তাহার নাম জন্মান্তরে ছিল।
যমের কিঙ্করী আসি মরিয়া হইল॥
দশ গণ্ডা কড়িতে বিক্রীত কুলাখানি।
হাটে তার ঠাঁই লয়েছিল দ্বিজমণি॥
পাঁচ গণ্ডা কড়ি দিয়া কুলা লয়েছিল।
বাকী পাঁচ গণ্ডা ধার শুধিতে নারিল॥
দুইবার তিন বার গেল দ্বিজস্থানে।
ধারিয়া না দিল তারে পাসরিয়া মনে॥
দৈবযোগে দেখা তার ডোমনী পাইল।
ধাইয়া সত্বরে আসি বসনে ধরিল॥
ক্রোধেতে ব্রাহ্মণে চাহি বলয়ে বচন।
সেই ভদ্রশীল তুই পাপিষ্ঠ দুর্জন॥
পাঁচ গণ্ডা কড়ি মোর ধারিয়া না দিলে।
তাহার উচিত ফল হাতে২ পালে॥
ভাল চাহ যদি তবে যাহ কড়ি দিয়া।
নতুবা তোমার আত্মা লইব কাড়িয়া॥
দ্বিজ বলে এথা আমি কড়ি কোথা পাব।
ছাড়ি দেহ কড়ি ঘরেহইতে আনি দিব॥
হাসিয়া ডোমনী বলে নাহিক এড়ান।
কড়ি দেহ নহে তোমার লইব পরাণ॥
এতেক শুনিয়া দ্বিজ হইল ফাঁফর।
ক্রোধে ধনুর্দ্ধজদূত করিল উত্তর॥
সেইকালে দ্বিজবর কহিনু তোমারে।
যেকালে আসিতে তুমি ইছিলা এথারে॥
পাঁচগণ্ডা ধার যদি ধারহ কাহার।
তবে সে প্রমাদ দ্বিজ হইবে তোমার॥
অঙ্গীকার করি তুমি বলিলা তখন।
যত ধার আছে তাহা করিব শোধন
ব্রাহ্মণ জগতগুরু পুরাণে বাখানে।
এমত তোমার আছে জানিব কেমনে॥
নাহিক এড়ান তব হইল প্রলয়।
ব্রহ্মহত্যা পাপ মোরে ফলিল নিশ্চয়॥
এতেক শুনিয়া দ্বিজ বলয়ে করুণ।
পাসরিয়াছিনু এত জানিব কেমনে॥
তবে ধনুর্দ্ধজদূত ভাবে মনে মন।
ডোমনীরে চাহি বলে বিনয় বচন॥
না করিহ বধ ছাড়ি দেহত ব্রাহ্মণে।
দ্বিজবধ মহাপাপ সর্ব্বশাস্ত্রে ভণে॥

দূতের বচনে হাসি বলয়ে ডোমনী।
তবে সে ছাড়িয়া আমি দিব দ্বিজমণি॥
কুলার প্রমাণ বক্ষচর্ম্ম কাটি ক্ষুরে।
এইক্ষণে দ্বিজবর দেউক আমারে॥
নহে আপনার অঙ্গ করিয়া ছেদন।
দেহ মোরে কুলার প্রমাণ এইক্ষণ॥
নহে বা দ্বিজের ধার ধারে যেই জনে।
তাহারে আনিতে পার আমার সদনে॥
তবে এই ধার আমি লই তার স্থান।
ইহা ভিন্ন দ্বিজ আর নাহিক এড়ান॥
এতেক শুনিয়া দ্বিজ হইল সত্বর।
দূতের সহিত তথা ভ্রমিল বিস্তর॥
আপনার ধারগ্রস্ত না দেখি কাহারে।
চিত্তেতে আকুল হয়ে চিন্তিল অন্তরে॥
নেত্র মুদি দিব্য জ্ঞানে করিলেক ধ্যান।
জনার্দ্দন বিনা ইথে নাহি পরিত্রাণ॥
বিধিমতে নানা স্তুতি করিল বিস্তরে।
ত্রাণ কর জগন্নাথ রাখহ আমারে॥
জয়২ জগন্নাথ পতিতপাবন।
জয় জগদীশ জয় জগততারণ॥
জয়২ আদি প্রভু মৎস্য অবতার।
জয়২ যজ্ঞরূপ বরাহ আকার॥
নমস্তে বামনরূপ নমস্তে মুরারি।
নমো হয়গ্রীবরূপ নমো মধুহারি॥
নমঃ কূর্ম্ম অবতার পর্ব্বত ধারণ।
নমস্তে মোহিনীরূপ অসুর মোহন॥
নমো রঘুকুলবর রাম অবতার।
এক অংশে চারি রূপ দেব নিরাকার॥
ক্ষত্র কুলান্তক নমো নমো ভৃগুপতি।
নমো রাম কৃষ্ণ নমো নমো জগৎপতি॥
সর্ব্বত্র ব্যাপিতরূপ সর্ব্বদেহে স্থিতি।
অভক্তের শাস্তিদাতা ভক্তকুলগতি॥
তুমি ব্রহ্মা তব মুখে ব্রাহ্মণউৎপত্তি।
বাহুযুগে ক্ষত্র উরে হৈল বৈশ্যজাতি॥
পদযুগে তোমার উৎপন্ন শূদ্রগণ।
তোমার সৃজন যত চরাচর জন॥
না জানিয়া পাপ করিলাম অকারণ।
এ মহাবিপদে প্রভু করহ তারণ॥
এইরূপে স্তুতি কৈল করি যোড় হাত।
বৈকুণ্ঠে অস্থির তথা বৈকুণ্ঠের নাথ॥
ভক্তের অধীন সদা দেব নারায়ণ।
প্রত্যক্ষ হইয়া দ্বিজে দিলেন দর্শন॥

শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কিরীট ভূষণ।
পীতবাস পরিধান শ্রীবৎসলাঞ্ছন॥
কনককুণ্ডল কর্ণে সূর্য্যদীপ্তি করে।
কেয়ূর কঙ্কণ আদি নানা অলঙ্কারে।
ত্রিভঙ্গ ললিত রূপ দেব সনাতন।
দেখি ভদ্রশীল হৈল সবিস্ময় মন॥
আনন্দে অশ্রুর জলে ভাসে কলেবর।
দণ্ডবৎ প্রণমি পড়িল পদতল॥
করে ধরি বিপ্রেরে তুলিয়া নারায়ণ।
আলিঙ্গন দিয়া হাসি বলেন বচন॥
ব্রাহ্মণ আমাতে কিছু নাহি ভেদলেশ।
সেকারণে নাম আমি ধরি হৃষীকেশ॥
ভক্তের অধীন আমি শুনহ বচন।
ভক্তের মানস পূর্ণ করি সর্ব্বক্ষণ॥
বর মাগ দ্বিজবর যেই প্রয়োজন।
এত শুনি প্রণমিয়া বলয়ে বচন॥
বরেতে আমার কিছু নাহি প্রয়োজন।
বর দিয়া ভাণ্ড তুমি ভকতের মন॥
যদি বর দিবা প্রভু দেহত আমায়।
জন্মে জন্মে ভক্তি যেন থাকয়ে তোমায়॥
কীট পতঙ্গাদি যত যোনিতে জনম।
ইতিমধ্যে প্রভু যেন না হয় সম্ভ্রম॥
কর্ম্মদোষে যথা তথা জন্মি পুনর্ব্বার।
অচলা তোমাতে ভক্তি রহুক আমার॥
আর এক বর মোরে দেহ নারায়ণ।
এই ধনুর্দ্ধ্বজদূতে করহ তারণ॥
কেশিনী ডোমনী দেব বড়ই পাপিনী।
তার ঠাঁই রক্ষা মোরে কর চক্রপাণি॥
এত শুনি হাসি প্রভু করেন উত্তর।
ভক্তের অধীন দ্বিজ মম কলেবর॥
ভক্তে যাহা মাগে নারি অন্য করিবারে।
আপনার অঙ্গ কাটি দিবত তাহারে॥
তবে রক্ষা পাবে দ্বিজ তোমার পরাণি।
এত বলি দ্বিজরূপ ধরেন চক্রপাণি॥
ভদ্রশীল যেইরূপ সেরূপ ধরেন।
ধনুর্দ্ধ্বজদূতে চাহি তবে কহিলেন॥
যাহ শীঘ্র লয়ে দ্বিজে রাখ নিজস্থানে।
ডোমনীর বোধ আমি করিব এখনে॥
এত শুনি ধনুর্দ্ধ্বজ চলিল সত্বরে।
শীঘ্রগতি এড়িয়া আইল দ্বিজবরে॥
ধনুর্দ্ধ্বজ সহ তবে দেব নারায়ণ।
ডোমনীর স্থানেতে করিলেন গমন॥

কেশিনীরে চাহিয়া বলেন নারায়ণ।
ঋণগ্রস্ত আমার না পাই এক জন॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কেবা খণ্ডাইতে পারে
আপনার অঙ্গ কাটি দিবত তোমারে॥
এত বলি বক্ষচর্ম্ম কাটিয়া সত্বরে।
কুলার প্রমাণ প্রভু দিলেন তাহারে॥
নিজ মুর্ত্তি ধরি প্রভু চলেন সত্বর।
দেখিয়া কেশিনী হৈল বিস্ময় অন্তর॥
স্তুতি করে ডোমনী করিয়া যোড় কর।
কিহেতু করিলা হেন কর্ম্ম গদাধর॥
ব্রাহ্মণ কারণে প্রভু নিজচর্ম্ম দিলে।
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহিবা সকলে॥
কেশিনীর প্রতি প্রভু বলেন বচন।
ইহার বৃত্তান্ত কহি শুন দিয়া মন॥
ব্রাহ্মণ অশ্বত্থ বৃক্ষ করিয়া রোপণ।
বিধিমতে প্রতিষ্ঠা করিল সেইক্ষণ॥
বৃক্ষেতে অশ্বত্থ আমি জান সারোদ্ধার।
সেকারণে আপদে করিলাম উদ্ধার॥
ইহা শুনি বহু স্তুতি ডোমনী করিল।
হেনকালে শূন্যহৈতে বিমান আইল॥
দোঁহাকারে রথে তুলি নিল সেইক্ষণ।
ব্রাহ্মণ প্রসাদে হৈল বৈকুণ্ঠে গমন॥
তিন দিন বাদে তথা দ্বিজ ভদ্রশীল।
নিদ্রাভঙ্গ হয়ে দ্বারে ঘুচাইল খীল॥
হাতেতে ভৃঙ্গার করি বহির্দেশে যায়।
হেন কালে অশ্বত্থের বৃক্ষে দৃষ্টি হয়॥
কুলার প্রমাণ ছাল ছেদিতে দেখিয়া।
নাকে হাত দিয়া রহে নিঃশব্দ হইয়া॥
জানিল অশ্বত্থবৃক্ষ দেব নারায়ণ।
শীঘ্রগতি পঙ্কে তাহা করিল পূরণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি॥
শান্তিপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব কথন।
একচিত্তে এক মনে শুনে যেই জন॥
তাহাকে পাপের বাধা নাহি কোন কালে।
যতেক সৌভাগ্য তার হয় কর্ম্ম ফলে॥
পুত্রার্থী লভয়ে পুত্র ধনার্থিকে ধন।
নাহিক সংশয় ইথে ব্যাসের বচন॥
মস্তকে করিয়া চন্দ্রচূড় পদধূলি।
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পাঁচালি॥

### অথ পাপ বিশেষে নরক বিশেষ।

যুধিষ্ঠির বলিলেন কর অবধান।
সংক্ষেপে যমের পুর করিলা বাখ্যান॥
কি পাপ করিলে জীব পায় কিবা ফল।
বিস্তার করিয়া কহ শুনি সে সকল॥
ভীষ্ম বলিলেন তাহা শুনহ রাজন।
ব্রাহ্মণেরে বৃত্তি দিয়া হরে যেই জন॥
অন্তে তারে যায় লয়ে যমের কিঙ্কর।
ঊর্দ্ধবাহু করি বান্ধে স্তম্ভের উপর॥
তলেতে তুঁষের ধূম দেয় ভয়ঙ্কর।
ধূমপান করে একশতেক বৎসর॥
তারপরে জন্মে পুন সেই নরাধম।
কীট পতঙ্গাদি হয় চৌরাশী জনম॥
অনন্তরে নর জন্ম পায় দুরাচার।
পুনঃ২ তাহা ভোগ করয়ে অপার॥
কোপদৃষ্টে ব্রাহ্মণেরে চাহে যেই জন।
তাহার পাপের কথা শুন দিয়া মন॥
সহস্র২ সূচী করিয়া দাহন।
দুই চক্ষু তাহার বিন্ধয়ে দূতগণ॥
মহতের নিন্দা শুনি হাসে যেই জন।
তপ্ত তৈল তার কর্ণে করয়ে সেচন॥
মন্ত্র বেচি খায় যেবা ভোগে বদ্ধ হইয়া।
তার পাপ কহি রাজা শুন মন দিয়া॥
কল্প কোটি সহস্র সহস্র শত২।
লিখিতে না পারি বিষ্ঠা ভোগ করে যত॥
দশ সহস্র পুরুষের সহ সম্বলিত।
কুম্ভীপাকে ভুঞ্জে পাপ জন্ম শত২॥
অনন্তরে পায় গিয়া স্থাবর জনম।
কৃমি জন্ম হয় তার না ঘুচে সম্ভ্রম॥
তবে যুগ সহস্র জন্ময়ে ম্লেচ্ছ জাতি।
অনন্তরে পশু হইয়া জন্ময়ে দুর্ম্মতি॥
অনন্তরে বিপ্রজন্ম পায় অকিঞ্চন।
প্রতিগ্রহ হেতু হয় দরিদ্র লক্ষণ॥
প্রতিগ্রহ পাপে হয় নরকেতে গতি।
নামের বিক্রয়ে পাপ শুনহ নৃপতি॥
শতবংশ সহ সেই নরকে পড়য়।
তদন্তরে গিয়া পুন রৌরবে বেড়ায়॥
তদন্তরে সপ্ত জন্ম হয়েত গর্দ্দভ।
তদন্তরে সপ্ত জন্ম কুক্কুর সম্ভব॥
তদন্তরে শত শত শূকর জনম।
বিষ্ঠামধ্যে কৃমি হয় না ঘুচে সংভ্রম॥

তদন্তরে লক্ষ২ মুষা জন্ম হয়।
তদন্তরে সপ্ত জন্ম চণ্ডালত্ব পায়॥
তদন্তরে সপ্ত জন্ম হয় হীনজাতি।
এইরূপে ভ্রমে সেই শুনহ নৃপতি॥
এই রূপে পুনঃ২ জন্ময়ে ভূতলে।
অশেষ যাতনা ভোগ করে কালে২॥
বল করি অনাথের ধন যেবা হরে।
অন্তকালে পড়ে সেই নরক ভিতরে॥
পরেতে সহস্রজন্ম হয় পক্ষিজাতি।
অশেষ যাতনা ভোগ করে নিতি২॥
দেবতা উদ্দেশে দ্রব্য আনে যেই জন।
কিছুমাত্র নিবেদিয়া করয়ে ভক্ষণ॥
অসিপত্র বনে তার হয়ত নিধন।
অনন্তরে হয় তার রাক্ষস জনম॥
বিপ্রে দান দিতে বিঘ্ন করে যেইজন।
তার পাপ ভোগ কহি শুন দিয়া মন॥
অন্তকালে যমদূত লৈয়া সেই জনে।
অধোমুখ করি ফেলে নরক দারুণে॥
তদন্তরে কালানলে মহাভয়ঙ্কর।
হাতে পায় বান্ধি ফেলে তাহার ভিতর॥
তদন্তরে অগ্নিহৈতে তুলিয়া যতনে।
তপ্তক্ষার তার অঙ্গে করয়ে সেচনে॥
তদন্তরে ফেলে কৃমিহ্রদের ভিতর।
মাথার উপরে মারে লোহার মুদ্গর॥
এইরূপে শত২ বিষম যাতনা।
ভুঞ্জায়েন যম তারে না হয় বর্ণনা॥
পরনারী হরে যেবা বল ছল করি।
তার পাপ কহি শুন ধর্ম্মঅধিকারী॥
লোহময় দিব্য নারী করিয়া রচন।
তপ্ত করি তার সঙ্গে করায় রমণ॥
স্বামি ছাড়ি যেই নারী ভজে অন্যপতি।
প্রলয় তাহার শাস্তি শুন মহীপতি॥
লোহার পুরুষ এক করিয়া রচন।
তপ্ত করি তার অঙ্গে করায় রমণ॥
কটাক্ষমাত্রেতে তারে রতি করাইয়া।
কুম্ভীপাকে ফেলে তারে বন্ধন করিয়া॥
দেবতা প্রমাণে শত সহস্র বৎসর।
তাবত থাকয়ে কুম্ভীপাকের ভিতর॥
তদন্তরে মর্ত্যলোকে হয় পশুযোনি।
পুনঃ২ পাপ ভোগ করয়ে পাপিনী॥
পিতৃশ্রাদ্ধদিনে যে ব্রাহ্মণে কটুভাষে।
তাহার পাপের কথা শুনহ বিশেষে॥
মৃত্যুকালে ধরি তারে যমের কিঙ্কর।
বন্ধন করিয়া তোলে পর্ব্বতউপর॥
অধোমুখে আছাড়িয়া ফেলে ভূমিতলে।
হস্তপদ চূর্ণ হয়ে কান্দে সর্ব্বকালে॥
তদন্তরে ঘৃতে অঙ্গ করিয়া মর্দ্দন।
অগ্নি দিয়া সর্ব্ব অঙ্গ করয়ে দহন॥
পরাণে না মরে কেহ কাতর হইয়া।
অসিপত্র বনে তারে ফেলায় বান্ধিয়া॥
তদন্তরে মর্ত্যপুরে হয় পশুযোনি।
শৃগাল কুক্কুর আদি নকুল শুকিনী॥
তদন্তরে জন্ম হয় চণ্ডালের কুলে।
পুনঃ২ পাপ ভোগ করয়ে বহুলে॥
পুষ্পোদ্যানে পুষ্প যেই করয়ে হরণ।
তাহার পাপের কথা শুন দিয়া মন॥
শ্যাকুলকণ্টক বন অতিভয়ঙ্কর।
ঊর্দ্ধমুখ করি ফেলে তাহার উপর॥
এইরূপে শত২ অশেষ যাতনা।
যেন পাপ তেন ভোগ না হয় বর্ণনা॥
স্বহস্তে ব্রাহ্মণ বধ করে যেই জন।
অসংখ্য যাতনা তারে ভুঞ্জায় শমন॥
যাহার যেমন পাপ ভোগে সে তেমন।
সংক্ষেপে জানাই পাপ ভোগের কথন॥
বিস্তারিয়া কহি যদি শতেক বৎসর।
তবু শেষ নাহি হয় ধর্ম্মনৃপবর॥
অতঃপর শুন ধর্ম্ম ফলের লক্ষণ।
যাহাহৈতে পাপ ভোগ হয়েত খণ্ডন॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি॥
চন্দ্রচূড় চরণে করিয়া নমস্কার।
কাশীদাস কহে শান্তিপর্ব্ব কথাসার॥

### অথ ধর্ম্মফল কথন।

বৃত্তিদান দিয়া যেবা স্থাপয়ে ব্রাহ্মণে।
তার পুণ্যফল কত কহিব বদনে॥
বরঞ্চ ভূমির রেণু গণিবারে পারি।
সমুদ্রের জল বরং কলসিতে ভরি॥
তথাপি তাহার পুণ্য না হয় বর্ণন।
ইতিহাস বলি এক শুন দিয়া মন॥
সুঘোষ নামেতে এক বিপ্রের নন্দন।
কুণ্ডিন নগরবাসী মহাতপোধন॥

অষ্টভাৰ্য্যা শতপুত্ৰ কন্যা শত জন।
সম্পদবিহীন দ্বিজ অদৃষ্ট কারণ॥
নানাদুঃখ ক্লেশ দ্বিজ করে অনিবার।
তথাপিহ ভরণ না হয় সুতদার॥
অন্ন বিনা শিশু পুত্ৰ শিশু কন্যাগণ।
দ্বারে দ্বারে বুলে তারা করিয়া ক্রন্দন॥
দুঃখিত ছাওয়াল জানি যত পুরজন।
ঘৃণাবাসি ক্রোধে সভে কর‌য়ে তাড়ন॥
যার স্থানে যাচঞা করয়ে দ্বিজবর।
নাহি দেয় দুঃখি হেতু বলে কদুত্তর॥
এইমত দুঃখে কাল কাটে তপোধন।
একদিন গৃহে বসি ভাবে মনেমন॥
পৃথিবীতে বৃথা জন্মে ধনহীন জনে।
সৰ্ব্বসুখে হীন নর সম্পদ বিহনে॥
কুলীন পণ্ডিত কিম্বা জন্ম মহাকুলে।
নৃপতি হউক কিম্বা বলে মহাবলে॥
দ্বিজ ক্ষত্ৰ বৈশ্য কিম্বা সৰ্ব্ব শাস্ত্রজ্ঞাতা।
ধনহীন জনার সৰ্ব্বত্র অমান্যতা॥
ধনহীন পুরুষে না মানে কোন জন।
ধন যদি থাকে হয় সৰ্ব্বত্র পূজন॥
যে জনের ধন নাহি বিফল জীবন।
ফলহীন বৃক্ষ যেন ছাড়ে পক্ষিগণ॥
জাতি বন্ধু ভ্রাতৃ মিত্র আদি পরিবার।
অন্যের থাকুক দায় ছাড়ে সুতদার॥
জলহীন সরোবর না হয় শোভন।
ধনহীন পৃথিবীতে মনুষ্য তেমন॥
চন্দ্রহীন রাত্রি যেন সব অন্ধকার।
ধনহীনে তেমন না শোভে পরিবার॥
দ্বিজ ক্ষত্ৰ বৈশ্য কিবা জন্মে শূদ্রকুলে।
চণ্ডালাদি জন্ম কিম্বা হউক ভূতলে॥
ধনবান হৈলে হয় সৰ্ব্বত্র পূজিত।
ধনেতে সৰ্ব্বত্র মান বিধিনিয়োজিত॥
পাপী কিম্বা চোর কিম্বা হউক দুষ্টজন।
ধন যদি থাকে হয় সৰ্ব্বত্র মানন॥
সুখ দুঃখ ফল দুই অদৃষ্ট কারণ।
বিধির লিখিত যেবা না হয় খণ্ডন॥
কেহ কেহ বলে দুঃখ স্থানে হৈতে পায়।
স্বস্থান ছাড়িয়া যদি অন্য স্থানে যায়॥
স্থানদোষে দুঃখ পায় স্থানে শোক হয়।
অদৃষ্টহইতে সেই শাস্ত্র মত নয়॥
এইরূপে দ্বিজবর অনেক চিন্তিল।
সেস্থান ছাড়িয়া শীঘ্র গমন করিল॥
কৌশলনগরে রাজা কৌশল নামেতে।
পরিবার সহ দ্বিজ চলিল তথাতে॥
বৃত্তিদান মাগিলেন নৃপতির স্থান।
নৃপতি করেন যথাযোগ্য বৃত্তি দান॥
আনন্দে রহিল দ্বিজ কৌশলনগরে।
পরিবার সহ থাকি সুখ ভোগ করে॥
বৃত্তি দিয়া ব্রাহ্মণে স্থাপিল নরবর।
সেই পুণ্যে হইল স্থিতি স্বর্গের উপর॥
শতেক বৎশের সহ আনন্দ কৌতুকে।
দুই কোটিযুগ রাজা স্বর্গ ভুঞ্জে সুখে॥
অনন্তরে ব্রহ্মলোকে হইল গমন।
একলক্ষযুগ তথা করিল বঞ্চন॥
অনন্তরে হইল তার বৈকুণ্ঠেতে স্থিতি।
দুই কোটি কল্প তথা করিল বসতি॥
ব্রাহ্মণের মহিমা বেদেতে অগোচর।
ব্রাহ্মণহইতে তরে পতিত পামর॥
বিষ্ণুর শরীর দ্বিজ বিষ্ণু অবতার।
যাহারে গোবিন্দ করিলেন পরিহার॥
পদাঘাত খায়ে স্তুতি করেন সেকালে।
অদ্যাপিহ পদচিহ্ন আছে বক্ষস্থলে॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধৰ্ম্মের নন্দন।
স্বয়ং বিষ্ণু সৰ্ব্বকৰ্ত্তা আদি সনাতন॥
তাঁরে পদাঘাত কেন করিল ব্রাহ্মণ।
কহ পিতামহ শুনি সব বিবরণ॥
শুনিয়া কহেন হাসি গঙ্গার নন্দন।
সমাহিত শুন রাজা হৈয়া একমন॥
পূৰ্ব্বে ভৃগু মহামুনি ব্রহ্মার নন্দন।
ব্রহ্ম সত্র কৈল ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ॥
পৌলস্ত্য পুলহ ক্রতু আদি তপোধন।
বশিষ্ঠ নারদ বিষ্ণু যত মুনিগণ॥
একত্র হইয়া সভে যজ্ঞ আরম্ভিল।
হেনকালে ভৃগুচিত্তে বিতর্ক উঠিল॥
দেখি সব মুনিগণ বিস্ময় জন্মিল।
কে বা সে ঈশ্বর বলি জানিতে নারিল॥
অতিশীঘ্র মহামুনি ব্রহ্মার নন্দন।
জানিবার তরে গেল হরের সদন॥
মহাদেবে কপটে না করিল প্রণতি।
দেখি মহাক্রোধ করিলেন পশুপতি॥
ক্রোধ সম্বরিয়া হর কহেন বচন।
কিহেতু আইলা হেতা ভৃগু তপোধন॥
চিত্তেতে আক্রোশ কেন সক্রোধ বদন।
কিহেতু তোমাকে কেন দেখি যে বিমন॥

শুনিয়া উত্তর কিছু না দিল তাঁহারে।
মহাক্রোধে শঙ্কর বলেন আরবারে॥
অহঙ্কার করি তুমি না মান আমারে।
অবহেলা কর যত জিজ্ঞাসি তোমারে॥
অহঙ্কারে উত্তর না দেও দুরাচার।
এইহেতু তোরে আজি করিব সংহার॥
এত বলি ত্রিশূল তুলিয়া নিয়া হাতে।
ভৃগুরে মারিতে ক্রোধে যান ভূতনাথে॥
হাতে ধরি শিবেরে রাখেন ত্রিলোচনা।
তথাহৈতে গেলা ভৃগু হইয়া বিমনা॥
শীঘ্রগতি ব্রহ্মলোকে উত্তরিল গিয়া।
ব্রহ্মারে না বলে কিছু চিত্তে দুঃখী হৈয়া॥
কপটে সম্ভাষা না করিল জনকেরে।
দেখি ক্রোধ করিলেন বিরিঞ্চি অন্তরে॥
পুত্র বলি করিলেন ক্রোধ সম্বরণ।
তথাহৈতে বৈকুণ্ঠে চলিল তপোধন॥
তথায় দেখিল হরি খট্টার উপরে।
শয়নে আছেন লক্ষ্মীপদ সেবা করে॥
দেখি ভৃগু মুনিবর না ভাবি অন্তরে।
দ্রুত তাঁর বক্ষস্থলে পদাঘাত করে॥
ক্রুদ্ধা হইলেন দেখি লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
নিদ্রা ভঙ্গে উঠিলেন দেব চক্রপাণি॥
ভৃগুমুনি দেখি প্রভু উঠিয়া সত্বরে।
তাঁর পদ সেবন করেন পদ্মকরে॥
আমার কঠিন দেহ বজ্রের তুলনা।
চরণকমলে তব হইল বেদনা॥
শুনি মহামুনি ভৃগু লজ্জিত বদন।
নানাবিধ প্রকারেতে করিল স্তবন॥
নমঃ প্রভু ভগবান অখিলের পতি।
নমস্তে ব্রহ্মণ্যদেব নমো জগৎপতি॥
তুমি হে জানহ প্রভু ব্রাহ্মণমর্য্যাদা।
সভার ঈশ্বর তুমি ভক্ত ভয়ত্রাতা॥
করিলাম এই দোষ হইয়া অজ্ঞান।
অপরাধ ক্ষমা মম কর ভগবান॥
অপকর্ম্ম করিয়াছি ক্ষম দামোদর।
এত বলি নানা স্তুতি করে মুনিবর॥
যোড় হাত করিয়া কহেন দামোদর।
কদাচিত চিত্তান্তর নহ দ্বিজবর॥
পদাঘাত নহে মম হইল ভূষণ।
এত শুনি সানন্দ হইল তপোধন॥
নানা মত স্তুতি করি প্রভু নারায়ণে।
মুনি পুনঃ গমন করিল যজ্ঞস্থানে॥

মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি॥
চন্দ্রচূড়পদদ্বয় করিয়া ভাবনা।
কাশীদাস দেব করে পয়ার রচনা॥

## অথ একাদশী মাহাত্ম্য।

ভীষ্ম বলিলেন রাজা করহ শ্রবণ।
পৃথিবীতে জন্মি পুণ্য আচরে যে জন॥
সর্ব্বপাপে মুক্ত সেই নিষ্পাপ শরীর।
অন্তে মোক্ষ গতি লভে শুন যুধিষ্ঠির॥
অষ্টমীর উপবাস করে যেই জন।
শুদ্ধচিত্তে শিব দুর্গা করে আরাধন॥
ভূমি দান রত্ন দান করিয়া ব্রাহ্মণে।
অতিথি অথর্ব্ব পূজা করে অন্নদানে॥
দিব্য অন্ন উপহার করিয়া রন্ধন।
কুটুম্বেরে দিয়া পিছে করয়ে পারণ॥
এই মতে মাসে২ অষ্টমীর ক্ষণে।
শুদ্ধচিত্তে এই ব্রত করে সাবধানে॥
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হৈয়া শিবলোকে যায়।
কদাচিত যমের তাড়না নাই পায়॥
নারায়ণ নাম ব্রত বিখ্যাত জগতে।
নারায়ণ ব্রত যেই করে শুদ্ধ চিত্তে॥
তাহার পুণ্যের কথা না যায় ব্যাখ্যান।
সংক্ষেপে কহিব কিছু কর অবধান॥
গৃহধর্ম্মে থাকিয়া করিবে যেই জন।
সর্ব্ব ভূতে দয়া করি করিবে পূজন॥
যেমন বৈভব করিবে তেমন ব্যয়।
ব্রাহ্মণেরে দিবে ধন হৈয়া শুদ্ধাশয়॥
নানাবিধ চন্দন অনেক উপহার।
নিবেদিবে গোবিন্দেরে করি পরিহার॥
মূলমন্ত্র তিনবার করিবে চিন্তন।
উপহার বৈভব করিবে নিবেদন॥
অবশেষে প্রণমিয়া পড়িবে ধরণী।
ভক্তিভাবে বিবিধ করিবে স্তুতিবাণী॥
লক্ষ্মী নারায়ণ জয় জগতজীবন।
নমস্তে গোবিন্দ জয় জয় নারায়ণ॥
এইরূপে ভক্তি করি লক্ষ্মী নারায়ণে।
অবশেষে করি আবাহন বিসর্জ্জনে॥
ভূমি দান দিবে আর অন্ন দানআদি।
অতিথিরে ব্রাহ্মণে পূজিবে যথাবিধি॥

দ্বিজ গুরু আজ্ঞা তবে মস্তকে ধরিয়া।
পশ্চাতে ভুঞ্জিবে শেষ নিয়ম করিয়া॥
এইমতে নারায়ণ ব্রত যে আচরে।
কুটুম্বের সহ যায় বৈকুণ্ঠনগরে॥
কুটুম্বাদি পরিবার যত জ্ঞাতিগণ।
বিধিমতে সভাকারে করাবে ভোজন॥
একাদশী মহাব্রত বাখানে পুরাণে।
তার কথা কহি রাজা শুন এক মনে॥
গালব নামেতে মুনি মহাতপোধন।
ভদ্রশীল নাম ধরে তাহার নন্দন॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যজিয়া আরাধে নারায়ণ।
তাহার পুণ্যের কিছু কহিব কথন॥
স্বয়ম্ভুনন্দন যেন ধ্রুব মহাশয়।
শিশুকাল অবধি আরাধে জগন্ময়॥
সেইরূপে ভদ্রশীল গালবনন্দন।
সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যজিয়া আরাধে নারায়ণ॥
বেদ পাঠ তপ জপ শাস্ত্র অধ্যয়ন।
সর্ব্ব ত্যজি করে হরিমন্দির মার্জ্জন॥
মাসে মাসে কৃষ্ণা শুক্লা দুই একাদশী।
শুদ্ধচিত্তে আরাধয়ে পরম তপস্বী॥
দেখিয়া পুত্রের কর্ম্ম সবিস্ময় মন।
জিজ্ঞাসিল কহ তাত ইহার কারণ॥
নানা মতে বিষ্ণু ভক্তি আছে শাস্ত্রমতে।
তপ জপ পূজা ধর্ম্ম বিখ্যাত জগতে॥
ব্রাহ্মণের তপ জপ ধর্ম্ম আচরণ।
ইহার কি ফল কহ শুনি হে নন্দন॥
এত শুনি ভদ্রশীল বলয়ে বচন।
এইত ব্রতের ফল না হয় কথন॥
আকাশের তারা যদি গণিবারে পারি।
সমুদ্রের জল যদি কলসিতে ভরি॥
পৃথিবীর রেণু যদি পারি যে গণিতে।
তথাপি এ ব্রত পুণ্য না পারি কহিতে॥
সংক্ষেপে কহিব কিছু শুন সারোদ্ধার।
সোম বংশে পূর্ব্বে জন্ম আছিল আমার॥
বর্ষকীর্ত্তি নাম ছিল বিখ্যাত জগতে।
দুষ্টমার্গে রত বড় ছিলাম মর্ত্ত্যেতে॥
এক ছত্র ভূপতি ছিলাম জম্বুদ্বীপে।
অধর্ম্মে রত ছিলাম ধর্ম্মেতে বিরূপে॥
প্রজাগণে পীড়িনু হিংসিনু শান্তজন।
এইরূপে পাপ করিলাম আচরণ॥
একদিনে দৈবযোগে সৈন্যের সহিতে।
মৃগয়া করিতে গেলাম চড়ি অশ্বরথে॥
বিপিনে যাইয়া এক ঘেরিনু হরিণে।
ডাক দিয়া কহিনু সকল সৈন্যগণে॥
যার দিক দিয়া এই হরিণ যাইবে।
কদাচিত তারে যদি মারিতে নারিবে॥
বংশের সহিত তার করিব সংহার।
এই বাক্য সভারে বলিনু বারেবার॥
শুনিয়া সজাগ হৈল সব সৈন্যগণ।
সশঙ্কিত হৈয়া মৃগ ভাবে মনেমন॥
যদ্যপি পলাই এই সৈন্য দিগ দিয়া।
সবংশে তাহারে রাজা ফেলিবে কাটিয়া॥
এক প্রাণি রক্ষাহেতু মরিবে অনেক।
শুভদিন আজি একাদশী অতিরেক॥
ইতিমধ্যে যদ্যপি আমার মৃত্যু হয়।
পশুত্ব খণ্ডিবে মোক্ষ লভিব নিশ্চয়॥
যে হউক সে হউক মোর যাউক পরাণ।
নৃপতির দিক দিয়া করিব পয়াণ॥
যদিবা আমাকে রাজা করিবে নিধন।
মোক্ষগতি হবে পাপ পশুত্ব খণ্ডন॥
যদি কদাচিত প্রাণ রহেত আমার।
নৃপতি পাইবে লজ্জা সৈন্যের নিস্তার॥
এতেক ভাবিয়া মৃগ সেইরূপ করে।
মোর দিক দিয়া মৃগ চলিল সত্বরে॥
আকর্ণ পূরিয়া বাণ মারি শীঘ্রগতি।
না বাজিল মৃগে বাণ এমনি নিয়তি॥
লজ্জাভয়ে আর ক্রোধে চড়িয়া অশ্বেতে।
ঘোর বনে গেল মৃগ না পাই দেখিতে॥
দণ্ডকঅরণ্যে বহু করিয়া ভ্রমণ।
নাহি পাইলাম মৃগ দৈবনির্ব্বন্ধন॥
অশ্ব হত হৈল শ্রম হইল বহুল।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় চিত্ত হইল আকুল॥
সৈন্যগণ বহু মোর করে অন্বেষণ।
না পাইল গৃহে গেল হৈয়া দুঃখিমন॥
ক্ষুধা তৃষ্ণাযুত আমি হইয়া বিশেষে।
বৃক্ষতলে রহিলাম দিবা অবশেষে॥
রাত্রি শেষে হৈল মোর দৈবে লোকান্তর।
দুই যমদূত আইল অতি ভয়ঙ্কর॥
মহাপাশ দিয়া মোরে করিল বন্ধন।
সত্বরে লইয়া গেল যমের সদন॥
দেখি ধর্ম্মরাজ বড় গর্জ্জিল দূতেরে।
অকারণে কেন এথা আনিলা ইহারে॥
সর্ব্ব পাপে মুক্ত আছে এই নরবর।
একাদশী উপবাসে হৈল লোকান্তর॥

শুন কহি দূতগণ আমার বচন।
একাদশীব্রত আচরিবে যেই জন॥
দাস্যভাবে করে হরিমন্দির মার্জন।
তারে হেথা তোরা না আনিবি কদাচন॥
গোবিন্দের নাম যেই করয়ে স্মরণ।
সর্ব্বভূতে সমভাবে ভজে নারায়ণ॥
কদাচ তাহারে তোরা এথা না আনিবে।
সাবধান পূর্ব্বকে বিস্মরণ না হবে॥
দেবতুল্য পিতৃ মাতৃ যে করে সেবন।
অতিথি সেবায় আর তীর্থপর্য্যটন॥
ভূমিদান গোদানাদি করে দ্বিজগণে।
দুঃখি দরিদ্রকে তৃপ্ত করে অন্নধনে॥
দাস্যভাবে দ্বিজ সেবা করে যেই জন।
যথোচিত বৃত্তি দিয়া স্থাপয়ে ব্রাহ্মণ॥
সভামধ্যে মুখে যার মিথ্যা নাহি খসে।
দৈব যজ্ঞ করে যেই ব্রাহ্মণ উদ্দেশে॥
গোধন পালন করে সর্ব্ব জীবে দয়া।
সন্ন্যাস গ্রহণ ত্যজি করে গৃহমায়া॥
যোগ সাধি মৃত্যুঞ্জয় ভজে যেই জন।
শুদ্ধ ভাবে যেই আরাধয়ে নারায়ণ॥
সমাহিত করে যেই পুরাণশ্রবণ।
পুরাণ পড়য়ে যেই শুদ্ধ চিত্ত মন॥
ধর্ম্ম কথা কহিয়া লয়ায় অধর্ম্মিরে।
কদাচিত তাহারে না আন এথাকারে॥
ব্রাহ্মণের নিন্দা যেই করে অনুক্ষণ।
পিতৃ মাতৃ নিন্দে সদা বেশ্যাপরায়ণ॥
বিষ্ণু ভক্তি আশ্রয় করিয়া যেই জন।
পরনারীসঙ্গে সদা করয়ে রমণ॥
তাহারে আনিবি তোরা প্রহার করিয়া।
নাসিকা ছেদন করি পাশেতে বান্ধিয়া॥
পরনারী হরে যেবা হইয়া অজ্ঞান।
সভামধ্যে গুরু জনে করে অপমান॥
গুরু লঘু নাহি মানে যৌবনের মদে।
মিথ্যা বলি অন্য জনে ফেলয়ে বিপদে॥
তাহারে আনিবি তোরা আমার সদন।
হাতে গলে মহাপাশে করিয়া বন্ধন॥
দেবতা উদ্দেশে দ্রব্য আনে যেই জন।
দেবতারে নাহি দিয়া করয়ে ভক্ষণ॥
লৌহ পাশে বান্ধি তারে আনিবা এথারে।
করিয়া প্রহার মাথে লোহার মুদ্গরে॥
ধর্ম্ম বিঘ্ন করয়ে বিদ্বেষী যেই জন।
উপহাস করে দ্বিজে হৈয়া দুষ্ট মন॥
এথাকারে বান্ধি তোরা আনিবি তাহারে।
পরবৃত্তি হরে যে বা জন্মিয়া সংসারে॥
পরভার্য্যা হরে যে বা বলাৎকার করি।
অজ্ঞান হইয়া যে বা হরয়ে কুমারী॥
তাহারে আনিবি তোরা করিয়া বন্ধন।
এইরূপে পাপ আচরয়ে যেই জন॥
এত শুনি বিস্ময় মানিল দূতগণ।
করযোড়ে ধর্ম্মরাজে করয়ে স্তবন॥
এ সকল কথা পিতা করিয়া শ্রবণ।
অবশেষ পাপ মোর হইল খণ্ডন॥
বিধিমতে যম মোরে করিল পূজন।
স্বর্গহৈতে দিব্য রথ আইল তখন॥
অজ্ঞানে হইল একাদশী আচরণ।
সেই পুণ্যে হৈল মোর স্বর্গে আরোহণ॥
কোটি কোটি বর্ষ তাত স্বর্গে হৈল স্থিতি।
তদন্তরে ব্রহ্ম লোকে করিনু বসতি॥
কোটিযুগ ব্রহ্মলোকে করিয়া বঞ্চন।
তোমার ঔরসে আসি হইল জনম॥
দিব্য জ্ঞানে পাপ মোর না হয় বাধক।
সেকারণে একাদশী করিনু সাধক॥
ইহার বৃত্তান্ত এই কহিলাম পিত।
শুনিয়া গালব মুনি হইল বিস্মিত॥
আনন্দিত হইয়া পুত্রে করিল চুম্বন।
সেইহইতে হইল মুনি হরি পরায়ণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
এক চিত্তে শুনিলে তরয়ে ভববারি॥
শান্তিপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব কথন।
সমাহিত হইয়া শুনয়ে যেই জন॥
মনোবাঞ্ছা ফল লভে নাহিক সংশয়।
ব্যাসের বচন ইথে কভু মিথ্যা নয়॥
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কহে কাশীদাস গদাধর দাসাগ্রজ॥

### অথ হরিমন্দির মার্জনের ফল।

ভীষ্ম বলিলেন শুন রাজা ধর্ম্মরায়।
আর কিছু ধর্ম্ম কথা কহিব তোমায়॥
গোবিন্দেরে স্তুতি যেই করে আচরণ।
নানাউপহার দিয়া করয়ে পূজন॥
সোমবার দ্বাদশী দিবস শুভক্ষণে।
ক্ষীরজলে স্নান যে করায় নারায়ণে॥

বংশের সহিত যায় বৈকুণ্ঠ-ভবন।
কদাচ না পায় সেই যমের তাড়ন॥
ভাদ্র মাসে কৃষ্ণাষ্টমী রোহিণী লক্ষণে।
ক্ষীর জলে স্নান যে করায় নারায়ণে॥
উপবাস করি হরি করয়ে চিন্তন।
ত্রিভঙ্গললিত দিব্য মূর্ত্তি নারায়ণ॥
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয় সেই মহাশয়।
বংশের সহিত হয় বৈকুণ্ঠে বিজয়॥
গোবিন্দমন্দির যেই করয়ে মার্জন।
তাহার পুণ্যের কথা না হয় কথন॥
অজ্ঞানে সজ্ঞানে করে নাহিক বিচার।
সর্ব্ব ধর্ম্ম লভে সেই সর্ব্ব পাপে পার॥
পূর্ব্বে শুনিলাম আমি দেবলের মুখে।
সেই হেতু মহারাজ কহিব তোমাকে॥
সমাহিত হইয়া রাজা শুন এক চিত্তে।
যজ্ঞধ্বজ নামে ছিল ইক্ষ্বাকু বংশেতে॥
মহাধর্ম্মশীল রাজা বিখ্যাত সংসার।
এক ছত্রে জম্বুদ্বীপে যার অধিকার॥
রাজধর্ম্ম জয় সব ত্যজিয়া রাজন।
স্বহস্তে করয়ে হরিমন্দির মার্জন॥
বীতিহোত্র নামে তার কুল পুরোহিত।
এসব দেখিয়া যজ্ঞধ্বজের চরিত॥
সচিন্তিত হৃদয়ে হইয়া তপোধন।
এক দিন নৃপতিরে জিজ্ঞাসে কারণ॥
কহ শুনি রাজা তুমি সর্ব্ব ধর্ম্মান্বিত।
সর্ব্ব শাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি বিচারে পণ্ডিত॥
কি কর্ম্ম অসাধ্য তব আছে পৃথিবীতে।
যাহা ইচ্ছা করিবারে পারহ করিতে॥
ভ্রাতৃ পত্নী ইত্যাদি এতেক পরিজন।
আপনি করহ কেন মন্দিরমার্জন॥
এত শুনি হাসিয়া বলয়ে নরপতি।
ইতিহাস কহি কথা কর অবগতি॥
ছিলাম পূর্ব্বেতে দুষ্টমতি পাপাচার।
পরদ্রব্য চুরি হিংসা করেছি অপার॥
বৃষলীআসক্ত আমি হয়ে একেবারে।
গৃহের যতেক ধন দিলাম তাহারে॥
মোর কর্ম্ম দেখি পিতৃমাতৃভ্রাতৃগণ।
ক্রুদ্ধ হৈয়া সভে মোরে করিল তাড়ন॥
সভাকার বাক্য আমি করি অবহেলা।
রাহু যেন নিঃশঙ্কে গ্রাসিল চন্দ্রকলা॥
তেমতি আসক্ত আমি হয়ে বৃষলীতে।
সর্ব্বস্ব দিলাম আমি তাহার পীরিতে॥

মহাক্রুদ্ধ হৈল তবে যত ভ্রাতৃগণ।
প্রহার করিয়া মোরে করিল বন্ধন॥
নিবারিতে না পারিল অশেষ বিশেষে।
গৃহহৈতে দূর করি দিল অবশেষে॥
ক্রোধে গৃহহৈতে আমি হইয়া বারিত।
মহাঘোর বনে গিয়া পশিনু ত্বরিত॥
অনাহারে অবসন্ন হইল শরীর।
ঘোর বনে পাই এক বিষ্ণুর মন্দির॥
বৃষ্টি জলে কর্দ্দম আছিল মন্দিরেতে।
পরিষ্কার করি শেষে শুইনু তাহাতে॥
দৈবযোগে এক সর্প তাহাতে আছিল।
নিদ্রার আবেশে মোর চরণে দংশিল॥
সেইক্ষণে কালধর্ম্ম হইল আমার।
দুই যম দূত আইল বিকৃতি-আকার॥
মহাপাশে শীঘ্র মোরে করিল বন্ধন।
হেনকালে বিষ্ণুদূত আইল দুই জন॥
ক্রোধে যমদূতে চাহি করিয়া গর্জ্জিত।
পাশহৈতে মুক্ত মোরে করিল ত্বরিত॥
দেখি সবিস্ময় হৈল যমদূতগণ।
করযোড়ে বিষ্ণু দূতে করে নিবেদন॥
মোরা দোঁহে হই ধর্ম্মরাজঅনুচর।
তাঁর আজ্ঞা ধরি মোরা মস্তকউপর॥
সংসারের মধ্যে যত মরে জীবগণে।
পশু পক্ষী মনুষ্যাদি জন্তু অগণনে॥
সভারে লইয়া যাই যমের সদন।
পাপ পুণ্য বুঝি যম করেন তাড়ন॥
এই যজ্ঞধ্বজ পাপী বিখ্যাত জগতে।
ইহার পাপের কথা না পারি কহিতে॥
কি কারণে পাশমুক্ত করিলা ইহারে।
কে বা দোঁহে পরিচয় দিবাত আমারে॥
এত শুনি হাসি দোঁহে করিল উত্তর।
মোরা দুই জন হই বিষ্ণুর কিঙ্কর॥
জগতের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব নারায়ণ।
তাঁর আজ্ঞা মাথে ধরি করি যে ভ্রমণ॥
হরিনাম স্মরণ করয়ে যেই জন।
হরিপূজা করে হরিমন্দির মার্জন॥
শ্রবণ কীর্ত্তন নাম করয়ে বন্দন।
দাস্যভাব সখ্যভাব আত্ম নিবেদন॥
তারে অধিকার তব নাহি কদাচন।
সর্ব্বপাপে মুক্ত আছে সেই মহাজন॥
গোবিন্দমন্দির এই করিল মার্জন।
ইথে অধিকার তব নাহি কদাচন॥

এতেক বলিয়া দুই হরির কিঙ্কর।
লৈয়া গেল শীঘ্র মোরে বৈকুণ্ঠনগর॥
সহস্র শতেক যুগ তথা হৈল স্থিতি।
তদন্তরে ব্রহ্মলোকে করিনু বসতি॥
শতকল্প ব্রহ্মলোকে করিনু বিহার।
তদন্তরে ইন্দ্রলোকে কৈনু আগুসার॥
চতুর্দ্দশ মন্বন্তর কালপরিমাণ।
যত ভোগ স্বর্গে কৈনু না হয় ব্যাখ্যান॥
তদন্তরে এই মহা ইক্ষ্বাকু বংশেতে।
সেই পুণ্যে আসিয়া জন্মিনু পৃথিবীতে॥
অজ্ঞানে করিনু হরিমন্দির মার্জ্জন।
তাহাতে এগতি হৈল শুন তপোধন॥
জ্ঞানে যে বা করে হরিমন্দির মার্জ্জন।
শুদ্ধ ভাব হইয়া পূজয়ে নারায়ণ॥
পৃথিবীর রেণু যদি পারি যে গণিতে।
তাহার পুণ্যের কথা না পারি কহিতে॥
ভীষ্ম বলিলেন রাজা করহ শ্রবণ।
এত শুনি বীতিহোত্র হৈল তুষ্টমন॥
কর যোড়ে নৃপতিরে করিল বন্দন।
সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যজি নিল গোবিন্দ শরণ॥
শান্তিপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব কথন।
এক চিত্তে এক মনে শুনে যেই জন॥
সর্ব্ব দুঃখে তরে সেই নাহিক সংশয়।
পয়ার প্রবন্ধে কাশীদাস দেব কয়॥

অথ দানধর্ম্ম।

ভীষ্ম বলিলেন শুন অপূর্ব্ব কথন।
অপার মহিমা রাজা গোবিন্দসেবন॥
লিঙ্গরূপী জনার্দ্দন শিলা অবতার।
শ্রদ্ধা করি পূজা যেই করয়ে তাঁহার॥
শুভ লগ্ন শুভ তিথি শুভক্ষণ দিনে।
মধুপর্কে স্নান যে করায় নারায়ণে॥
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয় সেই মহাশয়।
শত বংশ সহ যায় বিষ্ণুর আলয়॥
নারিকেল জলেতে স্নাপয়ে পশুপতি।
শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া বিবিধ করে স্তুতি॥
শত বংশ সহ সেই নিষ্পাপ হইয়া।
শিবের সদনে যায় বিমানে চড়িয়া॥
দেবতা উদ্দেশে যেই পুষ্পোদ্যান করি।
ভক্তি করি পূজা করে শিব কিম্বা হরি॥

অন্তকালে স্বর্গপুরে হয় তার গতি।
ইহলোকে পরলোকে না পায় দুর্গতি॥
তুলসী আরাম যেই করিয়া রোপণ।
ত্রিসন্ধ্যা স্তবন করে ত্রিসন্ধ্যা বন্দন॥
তারে তুষ্ট হন প্রভু দেব জগৎপতি।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত সেই হয় মহামতি॥
বৈভব বিস্তর আসি করয়ে সংসারে।
যার যে বৈভব হয় তেমন প্রকারে॥
অল্প বা বিস্তর পুণ্য গণি যে সমান।
তার কথা কহি রাজা শুন সাবধান॥
চতুষ্পাদ পুণ্য পূর্ণ কোথায় গণন।
ত্রিপদেতে পূর্ণ কোথা শুনহ রাজন॥
দ্বিপদেতে পূর্ণ পুণ্য মধ্যমেতে গণে।
নিকৃষ্টে পাদৈক পূর্ণ বেদেতে বাখানে॥
ইতিমধ্যে করে পুণ্য যত শক্তি যার।
সমান গণি যে পুণ্য শ্রদ্ধাঅনুসার॥
তড়াগ পুষ্করিণী দেয় ধনাঢ্য পুরুষে।
ব্রাহ্মণে করয়ে দান অশেষ বিশেষে॥
ধেনু রত্ন তণ্ডুলাদি বস্ত্র আভরণ।
অশ্রদ্ধায় করে যেই দ্রব্য নিবেদন॥
অঙ্গহীন হয় পূর্ণ না হয় ইহাতে।
নিশ্চয় ধর্ম্মের পুত্র কহিনু তোমাতে॥
কিঞ্চিৎ দরিদ্র যদি দেয় শ্রদ্ধান্বিতে।
চতুষ্পাদ পুণ্য তার হয় যে নিশ্চিতে॥
যেমন বৈভব তেন বিপ্রে দেয় দান।
শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া পূজয়ে ভগবান॥
নাহিক সংশয় ইথে বেদের ব্যাখ্যান।
তড়াগ কূপেতে পুণ্য গণি যে সমান॥
ধনিন পুরুষে দেয় পুষ্পের আরাম।
এক ভূমি যুড়ি দ্রোণী নানা অনুপম॥
এক বীজ রোপণ করয়ে দুঃখি জন।
সমান ইহাতে পুণ্য করি যে গণন॥
কোটি২ ব্রাহ্মণে ভুঞ্জায়ে ধনিগণ।
দরিদ্র করায় এক ব্রাহ্মণ ভোজন॥
লক্ষ ধেনু বিপ্রে দান করে ধনিজন।
দরিদ্রের এক গবী হয় তার সম॥
কোটি২ মনুষ্যে পালয়ে ধনিজন।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আদি আর শূদ্রগণ॥
দরিদ্র পুরুষ এক মনুষ্য পালয়।
সমান লভয়ে ফল বেদেতে বলয়॥
ধনিন পূজয়ে কৃষ্ণে দিয়া উপহার।
ঘৃত দুগ্ধ রত্ন বস্ত্র তণ্ডুল অপার॥

দরিদ্র পূজয়ে জল দিয়া নারায়ণ।
শ্রদ্ধা ভক্তি স্তুতি বশে হয় তার সম ॥
ধনাঢ্য পুরুষ দেয় দিব্য দেবালয়।
ইষ্টক পাষাণ হেম মণি রূপ্যময় ॥
মুকুতার ঝারা স্তম্ভ প্রবাল পাথর।
নানাবিধি দিব্য রত্নে অতি মনোহর ॥
শুভতিথি শুভক্ষণ করি নিরূপণ।
শ্রদ্ধান্বিত গোবিন্দেরে করে সমর্পণ ॥
অন্নদান ভূমিদান ধেনু দান আদি।
লক্ষ২ ব্রাহ্মণে ভুঞ্জায় নানাবিধি ॥
মৃত্তিকার গৃহ এক করিয়া রচন।
তাহাতে স্থাপয়ে হরি ধনহীন জন ॥
দুই এক ব্রাহ্মণে করয়ে অন্নদান।
সমান লভয়ে পুণ্য বেদেতে ব্যাখ্যান॥
সংক্ষেপে কহিনু দানধর্ম্মের কথন।
শোক দূর কর রাজা স্থির কর মন ॥
বিধির লিখন ফল ভুঞ্জয়ে সংসারে।
যেন ধর্ম্ম তেন ফল বেদেতে বিচারে ॥
অধর্ম্মেতে কেহ ধর্ম্ম লভে কর্ম্ম ফলে।
ধর্ম্মহইতে পাপ কেহ লভয়ে ভূতলে ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির সবিস্ময় মন।
জিজ্ঞাসেন কহ দেব ইহার কারণ ॥
অধর্ম্মেতে কেবা ধর্ম্ম পাইল সংসারে।
শুনিবারে ইচ্ছা বড় কহিবা আমারে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাহার শকতি ইহা বর্ণিবারে পারি ॥
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কহে কাশীদাস গদাধর দাসাগ্রজ ॥

অথ প্রয়াগ মাহাত্ম্যে ব্যাধ
সুমতির উপাখ্যান।

ভীষ্ম বলিলেন শুন পাণ্ডুর নন্দন।
পূর্ব্ব ইতিহাস কথা শুন দিয়া মন ॥
ধনপতি নামে বৈশ্য অযোধ্যায় ধাম।
সর্ব্ব ধনে পূর্ণ বৈশ্য গুণে অনুপম ॥
সুমতি নামেতে তার ভার্য্যা গুণবতি।
পরম সুন্দরী সেই যেন কামরতি ॥
সর্ব্ব সুখে পূর্ণ বৈশ্য মহাধনবান।
পুত্রহীন কেবল দুঃখিত মতিমান ॥
নানামতে নানা যজ্ঞ করয়ে বিস্তর।
ভার্য্যা সহ ব্রত আচরিল বৈশ্যবর ॥
অদৃষ্টের বশে তার না হইল নন্দন।
এই হেতু সদা বৈশ্য রহে দুঃখি মন ॥
একদিন নিভৃতে বসিয়া বৈশ্যবর।
আপনারে তিরস্কার করিল বিস্তর ॥
পুত্রহীন বৃথা জন্ম সংসারভিতরে।
পুত্র বিনা নাহি পার নরক দুস্তরে ॥
এইরূপে বৈশ্য বহু করিল চিন্তন।
দূরদেশে গেল চলি বাণিজ্যকারণ ॥
এক দিন বৈশ্যপত্নী দাসীগণসঙ্গে।
সরোবরে স্নান হেতু চলিলেন রঙ্গে ॥
উপবনমধ্যে আছে রামসরোবর।
স্নানে পুণ্য ফল তাহে লভয়ে বিস্তর ॥
সেই-সরোবরে গেল স্নান করিবারে।
হেনকালে এক ব্যাধ আইল তথারে ॥
লুব্ধক তাহার নাম বিখ্যাত ভুবন।
দেখিয়া কন্যার রূপ হইল অচেতন ॥
পীতবর্ণ অতি রঙ্গ জিনিয়া কাঞ্চন।
রক্তবাস রবিত্রাস দেখিয়া পিন্ধন ॥
কুচযুগ জিনি পুগ কিবা রসায়ন।
করিবর ভুজবর মধ্য পঞ্চানন ॥
মুখজ্যোতি দেখি শশী নিন্দে আপনারে।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত ব্যাধ হইল অন্তরে ॥
ক্ষণেকে চৈতন্য পায়ে বলয়ে বচন।
শুন আজি সুবদনি মম নিবেদন ॥
তোমাসম রূপবতী নাহি ত্রিভুবনে।
এরূপ যৌবন ব্যর্থ কর অকারণে ॥
দূরদেশে গেল পতি বাণিজ্যকারণে।
রতিসুখে হীনা হয়ে আছহ কেমনে ॥
তোমাতে মজিয়া মন কম্পিল আমার।
স্মরশরে অঙ্গ মোর হৈল ছারখার ॥
দয়া করি রামা মোরে করাহ রমণ।
নহে এইক্ষণে আমি ত্যজিব জীবন ॥
নরহত্যা মহাপাপ জানহ আপনি।
এত শুনি ক্রোধচিত্তে বলে নিতম্বিনী ॥
অধর্ম্মি পাপিষ্ঠ তুই মহাহীন জাতি।
কোন্ লাজে হেন বোল বল রে দুর্ম্মতি ॥
স্পর্শ করি তোরে হয় স্নান করিবারে।
লজ্জা নাহি তেঁই হেন বলহ আমারে ॥
ভৃত্যের সমান মোর নহ দুরাচার।
এই মত অনেক করিল তিরস্কার ॥
শুনিয়া হইল ব্যাধ দুঃখিত অন্তরে।
স্নান করি বৈশ্যপত্নী যায় নিজঘরে ॥

মনে মনে ব্যাধ তবে অনেক ভাবিয়া।
নিবেদিল দাসীগণে বিনয় করিয়া॥
কিরূপে এ কন্যালাভ হইবে আমার।
বিচার করিয়া তোরা কহ সারোদ্ধার॥
এত শুনি উপহাস করে দাসীগণ।
কোন লাজে হেন কথা কহ রে দুর্জ্জন॥
বামন হইয়া চাহ চন্দ্রমা ধরিতে।
পতঙ্গ হইয়া চাহ অগ্নি নিবারিতে॥
চণ্ডাল হইয়া চাহ ধরিতে ব্রাহ্মণী।
লজ্জা নাহি তেঁই হেন বল দুষ্টবাণী॥
না শুনে ভর্ৎসন কথা কামেতে পীড়িত।
দেখিয়া কন্যাঁর রূপ হইল মোহিত॥
পুনরপি বলে ব্যাধ বিনয় করিয়া।
কহ সত্য কি রূপে পাইব এই জায়া॥
ইহ জন্মে পাই কিম্বা পাই জন্মান্তরে।
নির্ণয় করিয়া সত্য কহিবা আমারে॥
মালিনী নামেতে দাসী বলে হাসি হাসি।
প্রয়াগে করহ তপ হইয়া তপস্বী॥
ত্রিসন্ধ্যা করিয়া স্নান প্রয়াগের নীরে।
একক্রমে তিন দিন রহ গঙ্গাতীরে॥
তথা বাস করিয়া স্মরিবা নারায়ণ।
তিন দিন তিন রাত্রি করিবা লঙ্ঘন॥
তবে সে এ কন্যা তুমি পাইবা নিশ্চয়।
এত বলি দাসীগণ গেল নিজালয়॥
শুনিয়া আনন্দে ব্যাধ চলিল ত্বরিত।
প্রযাগের তীরে গিয়া হৈল উপনীত॥
একাসন করি তিন দিবস রজনী।
একচিত্তে স্মরণ করয়ে চক্রপাণি॥
ভকতবৎসল হরি বৈকুণ্ঠে থাকিয়া।
ব্যাধে ডাকি বলিলেন শূন্যরূপ হৈয়া॥
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ব্যাধ হইবে তোমার।
এইত প্রয়াগে স্নান কর পুনর্ব্বার॥
এতেক শুনিয়া ব্যাধ আনন্দিত মন।
প্রয়াগে করিয়া স্নান করিল তর্পণ॥
পাপ তনু খণ্ডিল হইল দিব্যগতি।
রূপে গুণে হৈল সেই বৈশ্যের আকৃতি॥
শীঘ্রগতি অযোধ্যায় করিল গমন।
উপনীত হৈল গিয়া বৈশ্যের ভবন॥
নিজপতি প্রায় ব্যাধ বৈশ্যপত্নী দেখি।
নিরখিয়া প্রণমিল আসি শশিমুখী॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বসাইল সিংহাসনে।
ঈষদ হাসিয়া কহে মধুর বচনে॥
যত দিন প্রাণনাথ নাহি ছিলা ঘরে।
তত দিন অসন্তোষ আমার অন্তরে॥
সুখলেশ নাহি চিত্তে আমি বিরহিণী।
চন্দ্রের অভাবে যেন ম্লান কুমুদিনী॥
ব্যাধ বলে বড় ভাগ্য তোমার আছিল।
তেঁইত সঙ্কটে মোর প্রাণরক্ষা হৈল॥
বহু দূর গিয়াছিলাম বাণিজ্যকারণ।
ধন জন সব বিধি করিল হরণ॥
রাক্ষসের হাতে আমি পড়িয়াছিলাম।
সকল মজিল দৈবে প্রাণ পাইলাম॥
শুনি কহে বৈশ্যপত্নী সজলনয়ন।
ধন যাকু প্রাণনাথ আইলা ভবন॥
কত ধন পাবা তুমি থাকিলে জীবন।
এইরূপ কহিতেছে প্রবোধ বচন॥
এইরূপে আছে দোঁহে কথোপকথনে।
হেনকালে আইল বৈশ্য আপন ভবনে॥
শত শত বলদে শকটে পূরি ধন।
নিজ গৃহে আসি উত্তরিল সেইক্ষণ॥
দেখিয়া বিস্মিতচিত্ত হইল সুমতি।
একরূপ দুইজন একই আকৃতি॥
তুল্য ভাষা তুল্য গুণ তুল্য দুই জন।
দুইজন দোঁহারে করিল নিরীক্ষণ॥
দেখিয়া বিস্ময় মনে বৈশ্যের নন্দন।
কার সঙ্গে ভার্য্যা মোর করিছে কথন॥
পতিব্রতা ভার্য্যা মোর অন্যে নাহি জানে।
কোন দেব আসিয়াছে ছল আচরণে॥
এতেক ভাবিয়া বৈশ্য জিজ্ঞাসে পত্নীরে।
হইলাম বিস্মিত তোমার ব্যবহারে॥
পতিব্রতা বলি তোরে জানে জগজ্জন।
পরপুরুষের সঙ্গে কর আলাপন॥
শুনিয়া সে বৈশ্যপত্নী কহিতে লাগিল।
তব রূপে এইরূপ বিধি নিরমিল॥
আকৃতি প্রকৃতি রূপ তুল্য দোঁহাকার।
কেমনে জানিব চিত্তে কে স্বামী আমার॥
এক গর্ভে জন্ম যেন হয়েছে দোঁহার।
ভিন্নজ্ঞান নাহি যেন অশ্বিনীকুমার॥
দেখিয়া সুমতি তবে ভাবে মনেমনে।
দুইস্বামী একরূপ দেখি কি কারণে॥
পাপ বস্তু বলি হেন জ্ঞানে নাহি জানি।
বুঝি করিলেন মোরে মায়া চক্রপাণি॥
এতেক ভাবিয়া দেবী বিস্ময় অন্তরে।
পুটাঞ্জলি করি স্তুতি করে দামোদরে॥

জয়জয় জগৎপতি জয় নারায়ণ।
নমস্তে মাধব নমো নমো জনার্দ্দন॥
নমোনমো দিব্য মৎস্যআদি অবতার।
নমো হয়গ্রীবরূপ দেবতা উদ্ধার॥
নমস্তে বরাহরূপ নমস্তে বামন।
বলির মত্ততা হেতু পৃথিবী ধারণ॥
নমস্তে মোহিনীরূপ অসুরমোহন।
নমো নারায়ণ মধুকৈটভমর্দ্দন॥
নমো ধন্বন্তরিরূপ দেবতার হিতে।
জগতউদ্ধার নাম জগতের প্রীতে॥
সত্ত্ব রজস্তমোরূপ জয় জগৎপতি।
নমো নরসিংহ রূপ ভক্তজনগতি॥
নমঃ ক্ষত্র কুলান্তক নমো ভৃগুপতি।
নমোরাম কৃষ্ণরূপ নমো জগৎপতি॥
অখিল ধারণ রূপ অখিল কারণ।
অন্তরীক্ষে নাভি তব পাতালে চরণ॥
আকাশ মস্তক তব তপন নয়ন।
বিরাট রূপেতে ব্যাপিয়াছ ত্রিভুবন॥
চরাচর দেব নাগ তোমার বিভূতি।
কি বর্ণিতে পারি দেব আমি নারী জাতি॥
অবলা স্ত্রীজাতি হেন বলে জ্ঞানিজন।
তোমার মহিমা কিবা করিব বর্ণন॥
তব মায়াবশেতে আছন্ন জগজ্জন।
কৃপা করি দেব মোর ঘুচাও বন্ধন॥
তব পাদপদ্ম বিনা না জানি মুরারি।
যদি আমি হই সতী পতিব্রতা নারী॥
দাসী বলি কৃপা যদি কর নারায়ণ।
এমহালজ্জাতে মোরে করিবা তারণ॥
ভীষ্ম বলিলেন শুন শ্রীধর্ম্মরাজন।
এই মত বৈশ্যপত্নী করিল স্তবন॥
বৈকুণ্ঠের পতি তবে বৈকুণ্ঠহইতে।
বৈশ্যপত্নী নিকটে আইলেন ত্বরিতে॥
ত্রিভঙ্গ ললিত রূপ শ্যাম কলেবর।
কনক কিরীট দিব্য মস্তকউপর॥
পীতবাস পরিধান রাজীবলোচন।
শঙ্খচক্র গদাপদ্ম শ্রীবৎসলাঞ্ছন॥
তুলসী কোমল দল বিচিত্র ভূষণ।
মকর কুণ্ডল আদি বলয় কঙ্কণ॥
চারু চতুর্ভুজ রূপ মোহন মুরতি।
ধন্য২ মহাপ্রভু ধন্য জগৎপতি॥
অঙ্গের দুকূল ভাসে আনন্দ অশ্রুতে।
দণ্ডবৎ হৈয়া কন্যা পড়িল ভূমিতে॥
হাতে ধরি শীঘ্রগতি তুলিলেন তারে।
দামোদর দিব্য জ্ঞান দিলেন দোঁহারে॥
দিব্য জ্ঞানে দিব্য মূর্ত্তি হৈল তিন জন।
বৈশ্যপত্নী বৈশ্য আর ব্যাধের নন্দন॥
তিন জনে নানা স্তুতি করে নারায়ণে।
কর যোড়ে সুমতি কহেন সেইক্ষণে॥
অবধান কর দেব মোর নিবেদন।
দুই স্বামী একরূপ দেখি কি কারণ॥
মায়ার নিধান তুমি বিখ্যাত ভুবনে।
মায়া করি ভাণ্ড তুমি নিজ ভক্তগণে॥
বৃষ্টি বিন্দু জল যদি পারে গণিবারে।
তথাপি তোমার মায়া কহিতে না পারে॥
কার শক্তি তব মায়া করিবে বর্ণন।
কি বা মায়াচ্ছন্ন মোরে করিলা আপন॥
দুই স্বামী এক রূপ চিন্তা বড় মনে।
আজ্ঞা কর মহাপ্রভু চিনিব কেমনে॥
কৃপা কর চরণে পড়ি যে জগৎপতি।
যেই স্বামী সেই হউক এই সেবিনতি॥
দোচারিণী বলিবেক যত সর্ব্বজন।
এই কর প্রভু মোর হউক মরণ॥
না করিবা যদি শুন আমার বচন।
তোমার উপরে হত্যা দিব এইক্ষণ॥
এত শুনি হাসিয়া বলেন নারায়ণ।
দৈবের নির্ব্বন্ধ কন্যা না হয় খণ্ডন॥
দুই স্বামী এই তব অদৃষ্ট লিখিত।
আমার শকতি ইহা না হয় খণ্ডিত॥
এত শুনি বৈশ্যপত্নী করে নিবেদন।
যদি মোরে আজ্ঞা প্রভু হইল এমন॥
কৃপা যদি কৈলা প্রভু আমা তিন জনে।
স্বশরীরে লহ প্রভু বৈকুণ্ঠভুবনে॥
মর্ত্ত্যেতে থাকিলে হবে লোকে উপহাস।
হাসিয়া গোবিন্দ তারে করেন আশ্বাস॥
ভকত বৎসল হরি ঠেকিলেন দায়।
বৈকুণ্ঠহইতে রথ আনেন ত্বরায়॥
এক রথে আরোহি চলেন চারি জন।
শূন্যে ভর করি রথ চলে সেইক্ষণ॥
হেনকালে দুই জন হরির কিঙ্কর।
চতুর্ভুজ রূপ দোঁহে শ্যাম কলেবর॥
শঙ্খচক্র গদাপদ্ম আর শার্ঙ্গধনু।
নানা অলঙ্কার দোঁহে বিভূষিত তনু॥
মোহন মুরতিরূপ রাজীবলোচন।
চলি যায় বিমান আরূঢ় দুই জন॥

সেই রথে আর দুই স্ত্রীপুরুষ জন।
চারি জন এক রথে হরষিত মন॥
দেখিয়া সুমতি অতি কৌতুকিত মনে।
করযোড়ে নিবেদন করে জনার্দ্দনে॥
কহ দেব কেবা হয় এই দুই জন।
তোমার সদৃশরূপ দেখি কি কারণ॥
আর দুই জন দোঁহাকার বামপাশে।
এক রথে চারি জন কৌতুক বিশেষে॥
কৃষ্ণ কন জিজ্ঞাসহ উহা সভাকারে।
আপনার পরিচয় কহিবে তোমারে॥
এত শুনি সুমতি জিজ্ঞাসে সেইক্ষণ।
কহ শুনি তোমরা কে হও দুই জন॥
বাম পাশে কেবা আর দেখি দুই জন।
বিবরিয়া কহ শুনি ইহার কারণ॥
এত শুনি হাসি দোঁহে বলয়ে বচন।
হরির কিঙ্কর মোরা হই দুই জন॥
এই দুই জন কেবা জিজ্ঞাসিলা মোরে।
এ দোঁহার কথা শুন কহিব তোমারে॥
এইত পুরুষ নামে কলিক আছিল।
ক্ষত্রকুলে জন্মি বড় কুক্রিয়া করিল॥
এইত রমণী বড় আছিল পাপিনী।
নামেতে কলিঙ্গা বেশ্যা বড় দোচারিণী॥
কিন্তু অজ্ঞানেতে এক করিল সাধন।
শুকপক্ষী এক এই করিল পালন॥
শুকমুখে হরিনাম করিল শ্রবণ।
অসংখ্যপুরুষ সহ করিল রমণ॥
শেষকালে সুমালী গন্ধর্ব্ব ভয়ঙ্কর।
তার সনে রমণ করিল বহুতর॥
এক দিনে বেশ হেতু পুষ্প তুলিবারে।
একাকিনী গেল এক কানন ভিতরে॥
মৃগয়া কারণেতে কলিক দুষ্টতর।
রথে চড়ি গিয়াছিল বনের ভিতর॥
বেশ্যার রূপেতে মগ্ন হইল দুর্ম্মতি।
হরিয়া রথেতে লৈয়া তুলিল ঝটিতি॥
শীঘ্র রথ চালাইয়া দিল দুরাচারে।
গন্ধর্ব্ব আসিয়া তথা মিলিল সত্বরে॥
ক্রোধেতে কলিক বড় কৈল মহামার।
প্রাণপণে বাণ বিন্ধে দোঁহে দোঁহাকার॥
দোঁহে দোঁহা বাণ বিন্ধে কেহ নহে ঊন।
ক্রোধেতে গন্ধর্ব্ব বল বাড়িল দ্বিগুণ॥
বায়ু অস্ত্র গন্ধর্ব্ব এড়িল ক্রোধভরে।
ফাঁফর কলিক নিবারিতে নাহি পারে॥
মহাবায়ুবেগে রথ উড়ায় সত্বরে।
প্রয়াগের জলে ফেলাইল দুরাচারে॥
প্রয়াগে ডুবিয়া মরে এই দুই জন।
জন্ম জন্মান্তর পাপ হইল মোচন॥
বৈকুণ্ঠেতে লৈয়া যাই এই দুই জনে।
এত শুনি হইল কন্যা সবিস্ময় মনে॥
দাসীগণ যে বলিল হইল নিশ্চয়।
জানিলাম পতি এই ব্যাধের তনয়॥
প্রয়াগে কামনা করি ডুবিয়া মরিল।
মম পতিসম রূপ সেই জন্যে হইল॥
দুই পতি হইল মোর দৈব নির্ব্বন্ধন।
প্রয়াগ মহিমা কিছু না যায় কথন॥
এই রূপে মনে মনে করিল চিন্তন।
বৈকুণ্ঠের দ্বারী হইয়া রহে তিন জন॥
যাহা জিজ্ঞাসিলা তাহা শুনিলা রাজন।
শোক দূর কর রাজা স্থির কর মন॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে অবহেলে তরি॥
মস্তকে বন্দিয়া চন্দ্রচূড়পদরজ।
কহে কাশীদাস গদাধর দাসাগ্রজ॥

## অথ পরশুরামের তীর্থ পর্য্যটন।

ভীষ্ম বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
আর কিছু ইতিহাস শুন দিয়া মন॥
কৌণ্ডিন্য নামেতে মুনি বিখ্যাত ভুবন।
তীর্থ যাত্রা করি তিনি করেন ভ্রমণ॥
ভাগীরথী বারাণসী প্রভাস পুষ্কর।
বিন্দুক্ষেত্র বিন্দু হ্রদ বিরজা দুষ্কর॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর সরযূ কেদার।
মান সরোবরআদি তীর্থ হরিদ্বার॥
একে একে সর্ব্ব তীর্থ করিয়া ভ্রমণ।
ব্রহ্মহ্রদে ক্ষত্রে তবে করিল গমন॥
বিপুল বিস্তার হ্রদ দেখিতে সুন্দর।
বৃহৎ কুম্ভীর থাকে তাহার ভিতর॥
পূর্ব্বেতে পরশুরাম ভৃগুবংশপতি।
টাঙ্গিতে হ্রদের দ্বার কাটেন ঝটিতি॥
খণ্ডিত হইয়া জল হইল বাহির।
হরিদ্বার দিয়া বহে মহাস্রোতনীর॥
দ্বার মুক্ত করি স্নান করি তপোধন।
মাতৃবধপাপে রাম হইলেন মোচন॥

এতশুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
কহ শুনি পিতামহ সবিস্ময় মন॥
মহাধর্ম্মশীল রাজা ভৃগুবংশমণি।
কি কারণে মাতৃবধ কহিলেন শুনি॥
সর্ব্ব গুরু হইতে শ্রেষ্ঠ গণি যে জননী।
হেন কর্ম্ম কি কারণে করিলেন মুনি॥
ভীষ্ম বলিলেন তাহা শুনহ রাজন।
ভুবনে বিখ্যাত জমদগ্নি তপোধন॥
রেণুকা নামেতে তাঁর ভার্য্যা গুণবতী।
পুত্রবাঞ্ছা করি স্বামী সেবা করে অতি॥
ক্রমে২ পঞ্চ তার জন্মিল নন্দন।
কনিষ্ঠ তাঁহার রাম প্রতাপে তপন॥
ধনুর্ব্বেদ শিখিলেন বশিষ্ঠের স্থানে।
রামের সমান বীর নাহি ত্রিভুবনে॥
এক দিন জমদগ্নি ছলিতে কুমারে।
গৃহিণীকে বলিলেন জল আনিবারে॥
শীঘ্রগতি জল আনি দেহত আমারে।
তর্পণ করিব আমি জানাই তোমারে॥
এত শুনি কলসী আনিয়া শীঘ্রতর।
জল আনিবারে যায় সিন্ধুসরোবর॥
হেনকালে চলি যায় ঘৃতাচী অপ্সরী।
তার রূপে মুগ্ধা হয় গাধির কুমারী॥
মুহূর্ত্তেক তার রূপ করে নিরীক্ষণ।
যত ক্ষণ তার প্রতি চলিল নয়ন॥
সেকারণে বিলম্ব হইল কতক্ষণ।
জল লৈয়া শীঘ্রগতি করিল গমন॥
বিলম্ব দেখিয়া মুনি ক্রোধিত হইল।
জ্যেষ্ঠ পুত্রে চাহি শীঘ্র ডাকিয়া কহিল॥
জননীর মাথা কাটি আনহ ত্বরিত।
এত শুনি জ্যেষ্ঠ পুত্র হইল ভাবিত॥
মাতৃবধপাপ চিন্তি না শুনিল বাণী।
আর তিন পুত্রেরে বলিল মহামুনি॥
কেহ না শুনিল বাক্য ক্রোধে মুনিবর।
কনিষ্ঠনন্দনরামে বলিল সত্বর॥
জননী সহিত কাটি চারি সহোদর।
আমার আজ্ঞায় তাত ফেলাও সত্বর॥
এতেক শুনিয়া রাম বিলম্ব না করি।
মাতৃ সহ কাটিলেন সহোদর চারি॥
দেখিয়া পুত্রের সত্ত্ব সবিস্ময় মন।
তুষ্ট হৈয়া জমদগ্নি বলেন বচন॥
চিরজীবী তাত তুমি হও মোর বরে।
তোমাসম বীর কেহ নহিবে সংসারে॥
আর যেই বর ইচ্ছা মাগ মম স্থানে।
শুনিয়া কহেন রাম পিতার চরণে॥
যদ্যপি আমারে পিতা তুমি দিবা বর।
জীউক আমার মাতা চারি সহোদর॥
এত শুনি সৌম্য দৃষ্টে চাহে তপোধন।
ভার্য্যা সহ জীয়াইল চারিটি নন্দন॥
মাতৃবধ সঞ্চরিল রামের শরীরে।
না খসে হাতের টাঙ্গি পড়িল ফাঁফরে॥
কহ তাত ইহার হইবে কি প্রকার।
হাতেহৈতে টাঙ্গি কেন না খসে আমার॥
আয়ুধের ভরে আত্মা ধড়ফড় করে।
সংশয় জীবন তাত দেখহ আমারে॥
এত শুনি ধ্যান করি কহে তপোধন।
ক্ষণেক চিন্তিয়া বলে শুনহ নন্দন॥
মাতৃবধ পাপ তাত দুষ্কর সংসারে।
দৈবযোগে সঞ্চরিল তোমার শরীরে॥
নিরাহারী ব্রতী হৈয়া এক সংবৎসর।
মান অহঙ্কার ত্যজি শিরে জটাধর॥
সংসারের যত তীর্থ করহ ভ্রমণ।
তবেত তোমার পাপ হইবে মোচন॥
পৃথিবীর যত তীর্থ করিয়া ভ্রমণ।
তবেত যাইবা তাত কৌশলভুবন॥
বিষ্ণু যশা নামে দ্বিজ জগতে বিদিত।
তাহার বাটীতে গিয়া হবা উপনীত॥
জিজ্ঞাসা করিবা তাঁরে ইহার প্রকার।
তবেত হাতের টাঙ্গি খসিবে তোমার॥
রাম এত শুনিয়া বিলম্ব না করিল।
তীর্থপর্য্যটন হেতু সত্বরে চলিল॥
গয়া গঙ্গা বারাণসী করিল ভ্রমণ।
তদন্তরে প্রভাসেতে করিল গমন॥
তদন্তরে হরিদ্বারে গেল মহামতি।
বদারিকা স্থানে উত্তরিল শীঘ্রগতি॥
তদন্তরে মান সর করিল গমন।
বিন্দুক্ষেত্রে বিন্দুসর করিল ভ্রমণ॥
উত্তর পথেতে যত যত তীর্থ ছিল।
একে২ ভৃগুরাম সকলি ভ্রমিল॥
পশ্চিম দ্বারকা আদি যত তীর্থগণ।
প্রদক্ষিণ করি সব করিল ভ্রমণ॥
দক্ষিণ দিগেতে আসি হৈল উপনীত।
যত তীর্থ দক্ষিণেতে না হয় বর্ণিত॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর সরযূ কেদার।
গোদাবরী বৈতরণী রেবা নদী আর॥

একে২ সর্ব্ব তীর্থ করিল ভ্রমণ।
জনকের বাক্য তবে হইল স্মরণ॥
সত্বরে চলিয়া গেল কৌশল নগরে।
উপনীত হৈল গিয়া বিষ্ণুযশাঘরে॥
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি রামে দেখি দ্বিজবর।
জিজ্ঞাসা করেন আসি রামের গোচর॥
হাতেতে আয়ুধ কেন ভয়ঙ্কর কায়।
অতি চিন্তাকুল কেন দেখি যে তোমায়॥
বিশীর্ণ শরীর কেন মলিন বদন।
মেঘেতে আছন্ন যেন রবির কিরণ॥
এত শুনি রাম করিলেন নিবেদন।
যেন মতে জননীরে করিল নিধন॥
যেন মতে স্বহস্তে কাটিল ভ্রাতৃগণ।
পুনশ্চ পাইল তারা যেমতে জীবন॥
একে২ সকল করিল নিবেদন।
শুনিয়া হইল দ্বিজ সবিস্ময় মন॥
হৃদয়ে ভাবিয়া তবে বলিল বচন।
খসিবে হাতের টাঙ্গি শুন দিয়া মন॥
ব্রহ্মহ্রদে গিয়া স্নান করহ ত্বরিত।
তবেত হাতের টাঙ্গি হইবে স্খলিত॥
সেইত হ্রদের কথা শুন দিয়া মন।
ব্রহ্মার সৃজন সেই অদ্ভুত গঠন॥
চক্রাকারে ঘুরে জল ঘূর্ণমান বায়।
সেই হ্রদে যেই স্নান করিবারে যায়॥
দৃষ্টি মাত্রে জল তার উঠে উথলিয়া।
ডুবায়ে মারিতে বারি যায় খেদাড়িয়া॥
পুণ্যআত্মা হয় যদি পায় সে জীবন।
সেকারণে তথায় না যায় কোন জন॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত আছে ব্রহ্মার নিয়ম।
নারদের মুখে শুনি বাড়িল সম্ভ্রম॥
ব্রহ্মঋষি সুতপা নামেতে তপোধন।
ব্রহ্মলোকে গিয়া ঋষি দিল দরশন॥
বসিয়াছে প্রজাপতি সভার ভিতর।
মেনকা অপ্সরা যায় শূন্যে করি ভর॥
পরম সুন্দরী কন্যা মোহে ত্রিভুবন।
দেখি হেট মুখ কৈল প্রজাপতিগণ॥
সেইকালে সুতপা কামেতে মত্ত হৈয়া।
কন্যার বদন কুচ চাহে নেহালিয়া॥
দেখিয়া সক্রোধ চিত্ত হৈয়া পদ্মাসন।
সুতপারে কহিছেন সক্রোধ বচন॥
মম লোকে আসিয়া করহ অনাচার।
এইপাপে কুম্ভীরত্ব হইবে তোমার॥
এইক্ষণে মম হ্রদে হইবে পতন।
কত দিন পরে তব হইবে মোচন॥
ভৃগুপতি যাবে মাতৃবধ খণ্ডাবারে।
তাবৎ থাকিবা সেই হ্রদের ভিতরে॥
টাঙ্গির প্রহারে হ্রদদ্বার করি চীর।
তথা স্নান যখন করিবে ভৃগুবীর॥
সেইক্ষণে গ্রাহরূপ ত্যজি শীঘ্রগতি।
তদন্তরে জীব অংশে হইবে উৎপত্তি॥
যুগল নয়ন অন্ধে হবে কর্ম্ম দোষে।
শৃঙ্গারেতে রত হবা পশুর সদৃশে॥
এতেক বলিতে শীঘ্র হইল পতন।
গ্রাহরূপে সেই তীর্থে আছে তপোধন॥
শীঘ্রগতি তথাকারে করহ গমন।
তবে সে তোমার পাপ হইবে মোচন॥
এত শুনি ভৃগুরাম চলিল ত্বরিত।
ব্রহ্মহ্রদ কূলে গিয়া হৈল উপনীত॥
দেখি ভৃগুবরে জল উথলি চলিল।
পর্ব্বত প্রমাণ নীর খেদিয়া আইল॥
শোষক মন্ত্রেতে নিবারিল ঘোরপানি।
হ্রদদ্বার মুক্ত কৈল টাঙ্গিঘাত হানি॥
হ্রদে স্নান করি তবে করিল তর্পণ।
খসিল হাতের টাঙ্গি আনন্দিত মন॥
হেনকালে কুম্ভীর দুরন্ত ভয়ঙ্কর।
রামের চরণে আসি ধরিল সত্বর॥
ধরিয়া কুম্ভীর কূলে তোলে ভৃগুমণি।
শাপে মুক্ত হৈয়া গ্রাহ ছাড়িল পরাণি॥
মৃতদেহ দেখি রাম সবিস্ময় মন।
নিজ গৃহে গেল তীর্থ করিয়া ভ্রমণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি॥
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কহে কাশীদাস গদাধর দাসাগ্রজ॥

### অথ গয়াক্ষেত্রের উপাখ্যান।

রাজা বলে কহ শুনি গঙ্গার নন্দন।
কি করিল পরেতে কৌণ্ডিন্য তপোধন॥
ভীষ্ম বলিলেন গয়া গেল মুনিবর।
মহাপুণ্য ক্ষেত্র সেই বাখানে অমর॥
গয়াসুর নামে ছিল দুরন্ত অসুর।
তাহার সৃজিত শ্রেষ্ঠ খ্যাত তিন পুর॥

এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
কহ শুনি পিতামহ ইহার কারণ ॥
পশ্চাৎ শুনিব কৌণ্ডিন্যের উপাখ্যান।
আগে কহ শুনি দেব ইহার ব্যাখ্যান ॥
অসুরসৃজিত ক্ষেত্র পূজ্য কি কারণ।
ভীষ্ম বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন ॥
তমোগুণে জন্ম হৈল অসুরকুমার।
ত্রিপুর নামেতে দৈত্য বিখ্যাত সংসার ॥
দেব দ্বিজে হিংসা দুষ্ট করে নিরন্তর।
তার ভয়ে পলাইল যতেক অমর ॥
শিবের নিকটে গিয়া করিলেক স্তুতি।
প্রকারেতে ত্রিপুরে মারেন পশুপতি ॥
ত্রিপুরে মারিয়া নাম হৈল ত্রিপুরারি।
ত্রিপুরের ভার্য্যা শুক দৈত্যের কুমারী ॥
সতী গুণবতী কন্যা রূপে অনুপম।
ত্রিপুরের প্রিয় ভার্য্যা প্রভাবতী নাম ॥
গর্ব্ভবতী সেইকালে আছিল সুন্দরী।
নারদ কহিল আসি দৈত্য বরাবরি ॥
এই তব ভার্য্যা গর্ব্ভে আছে তব সুত।
তার কর্ম্ম ভবিষ্যতে হইবে অদ্ভুত ॥
এক ছত্র ত্রিভুবন হইবে রাজন।
মহাপুণ্য ক্ষেত্রবর করিবে সৃজন ॥
শীঘ্রগতি রাখ লয়ে জনকের ঘরে।
তবে শিব সহ তুমি প্রবেশ সমরে ॥
এত বলি অন্তর্দ্ধান হৈল তপোধন।
পিতৃগৃহে কন্যারে রাখিল সেইক্ষণ ॥
তাদৃশ শিবের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভিল।
শিবের বাণেতে দৈত্য প্রাণ ত্যজিগেল ॥
পিতৃগৃহে কন্যা প্রসবিলত নন্দন।
গয়াসুর নাম হৈল বিখ্যাত ভুবন ॥
সর্ব্ব শাস্ত্র বিশারদ হৈল মহাবীর।
তাহার সমরে দেবগণ নহে স্থির ॥
এক দিন গয়াসুর কোন কর্ম্ম কৈল।
বিরলে বসিয়া জননীরে জিজ্ঞাসিল ॥
শুন গো জননি মোর এক নিবেদন।
বিবরিয়া কহ মোরে ইহার কথন ॥
যখন পড়িতে আমি যাই শুক্রস্থানে।
পিতৃহীন বলি মোরে বলে সর্ব্ব জনে ॥
শুনিয়া সে কথা আমি দুঃখিত অন্তরে।
পিতৃহীন কেন বিধি করিল আমারে ॥
কহত জননি শুনি পূর্ব্বের কথন।
কোন বংশে জন্ম মোর কাহার নন্দন ॥

পিতৃহীন সুতের অসুখি সদা মন।
জলহীন নদী যেন নহে সুশোভন ॥
চন্দ্রহীন রাত্রি যেন পদ্মহীন সর।
পিতৃহীন সন্তানের তেমতি অন্তর ॥
এত শুনি কহে মাতা রোদন করিয়া।
পিতৃহীন বাপু তুমি বড় অভাগিয়া ॥
ধন্দ অসুরের বংশ ত্রিপুর নামেতে।
তোমার জনক সেই বিখ্যাত জগতে ॥
আমার গর্ব্ভেতে তুমি আছিলা যখন।
নারদ আসিয়া দৈত্যে কহিল তখন ॥
শিব সহ তোমার হইবে মহারণ।
অতএব আইলাম তোমার সদন ॥
এই গর্ব্ভবতী যেই তোমার রমণী।
ইহাতে জন্মিবে এক মহাবীরমণি ॥
জনকের ঘরে লয়ে রাখ এইক্ষণে।
তবে সে করিবা রণ ধূর্জটির সনে ॥
এত শুনি তব পিতা আনিয়া এথাতে।
রাখিয়া করিল যুদ্ধ শিবের সঙ্গেতে ॥
কপট প্রবন্ধে কহে সব দেবগণ।
শিব হাতে তব বাপে করিল নিধন ॥
ভ্রাতৃবন্ধু আদি যত ছিল দৈত্যগণ।
সভাকারে দেবগণ করিল নিধন ॥
ত্রিপুরের বংশে তুমি এক বংশধর।
এত বলি তার মাতা কান্দিল বিস্তর ॥
এত শুনি গয়াসুর সক্রোধ অন্তর।
মায়ে প্রবোধিয়া গেল শুক্রের গোচর ॥
কর যোড়ে প্রণমিল শুক্রের চরণে।
নিজ পরিচয় দৈত্য দিল সেইক্ষণে ॥
শুনি শুক্র দৈত্যগুরু আশ্বাস করিল।
অস্ত্র শস্ত্র নানা বিদ্যা সব পড়াইল ॥
ত্রিভুবনে যত বিদ্যা কিছু নাহি শেষ।
গুরু প্রণমিয়া দৈত্য আইল নিজদেশ ॥
আসিয়া মায়ের পায়ে দণ্ডবৎ হৈল।
জননী বিস্তর তারে আশীর্ব্বাদ দিল ॥
অবশেষে যত দৈত্য ত্রিভুবনে ছিল।
গয়াসুরে আসি সভে সত্বরে মিলিল ॥
তবে গয়াসুর বীর মহাকোপ ভরে।
বহু সৈন্য সাজি গেল সুমেরুশিখরে ॥
ইন্দ্রআদি দেব যত অদিতিতনয়।
বাহুবলে সভারে করিল পরাজয় ॥
তদন্তরে শিব সহ কৈল মহারণ।
একে২ জিনিল সকল দেবগণ ॥

এক ছত্রে দৈত্য রাজা হৈল ত্রিভুবনে।
উদাসীন হয়ে ফিরে যত দেবগণে॥
ইন্দ্র সহ যুক্তি করি যত দেবগণ।
ক্ষীরোদ উত্তর দিগে করিল গমন॥
জগত ঈশ্বর বিষ্ণু আদি সনাতন।
করযোড় করি সর্ব্বে করিল স্তবন॥
জয়২ জনার্দ্দন জয় জগৎপতি।
ত্রিভুবনে চরাচর তোমার বিভূতি॥
তুমি সৃজ তুমি পাল করহ সংহার।
এ মহাবিপদে দেব করহ নিস্তার॥
তোমার স্থাপিত দেব যত দেবগণ।
আপনি স্থাপিয়া কর আপনি নিধন॥
এইরূপে স্তুতিবাদ করে দেবগণ।
সেইক্ষণে প্রত্যক্ষ হৈলেন নারায়ণ॥
নব ঘনশ্যাম তনু গরুড়বাহন।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কিরীট ভূষণ॥
চারু চতুর্ভুজ পীতবাস পরিধান।
ডাকিয়া বলেন দেবগণে ভগবান॥
দৈত্যের দুঃখেতে দুঃখী আছ দেবগণ।
নির্ভয় হইয়া যাহ আপন সদন॥
আজি আমি গয়াসুরে করিব সংহার।
রহিবে অদ্ভুত কীর্ত্তি পৃথিবী মাঝার॥
এত শুনি আনন্দিত যত দেবগণ।
প্রণমিয়া গেল সভে যে যার ভবন॥
সত্বরে গেলেন প্রভু যথা গয়াসুর।
সাজিল মহেশ যেন মারিতে ত্রিপুর॥
নানাবিধ দিব্য অস্ত্র লইল প্রচুর।
সংগ্রাম চাহিল গিয়া যথা গয়াসুর॥
শুনি গয়াসুর ক্রোধে হইল বাহির।
গোবিন্দেরে ডাকিয়া বলিল মহাবীর॥
জগতের নাথ তুমি ঘোষে সুরাসুর।
দেবতার বিবাদেতে মজিল ত্রিপুর॥
ত্রিপুরের পুত্র আমি বিখ্যাত জগতে।
সহজে বাপের বৈরী দেবতা বধিতে॥
সমতায় মোর সহ যুঝিবা আপনি।
মোর কীর্ত্তি রহে যেন যাবৎ ধরণি॥
এত বলি দিব্য অস্ত্র করিল বাঁচনি।
হাসিয়া নিলেন অস্ত্র দেব চক্রপাণি॥
দুই জনে অস্ত্রে অস্ত্রে হইল মহারণ।
দোঁহাকার অস্ত্র বৃষ্টি না হয় বর্ণন॥
শেল শূল শক্তি জাঠি মষল মুদ্গার।
পশুরভুষণ্ডি গদা আদি অস্ত্রবর॥

নিরন্তর ফেলে দোঁহে দোঁহার উপর।
এইরূপে হইল যুদ্ধ শতেক বৎসর॥
কেহ পরাজয় নহে সম দুই জনে।
ভাবিয়া ডাকিয়া দৈত্য বলে নারায়ণে॥
তোমার সংগ্রামে তুষ্ট হইলাম আমি।
বর ইচ্ছা আছে যদি মাগি লহ তুমি॥
হাসিয়া বলেন হরি শুন দৈত্যপতি।
মোরে বর দিতে তুমি ইচ্ছা কৈলা যদি॥
এইবর দেহ মোরে দৈত্যের ঈশ্বর।
কভু হিংসা না করিবা দেব আর নর॥
পাষাণ শরীর হয়ে থাকহ শুইয়া।
অঙ্গীকার কৈল দৈত্য প্রাক্তন স্মরিয়া॥
শুনি আনন্দিত হইলেন নারায়ণ।
মোরে বর দিলা তুমি দৈত্যের নন্দন॥
মোক্ষ বর মাগিয়াত লহ মোর স্থানে।
তব কীর্ত্তি রহে যেন এ তিন ভুবনে॥
এত শুনি হৃদয়ে ভাবিয়া দৈত্যবর।
প্রণমিয়া গোবিন্দেরে করিল উত্তর॥
যদি কৃপা আমারে করিলা চক্রপাণি।
ভক্তজন বাক্য তুমি পালিবা আপনি॥
পূর্ব্বেতে নারদ যে দিলেন উপদেশ।
সেই বর আজ্ঞা মোরে কর হৃষীকেশ॥
এই ক্ষেত্রমধ্যে মোর যাউক পরাণি।
শিলারূপ হয়ে থাকি আজ্ঞা তব মানি॥
আমার মস্তকে পদ দেহ নারায়ণ।
মোর নামে ক্ষেত্র এই হউক সৃজন॥
গয়া ক্ষেত্র বলি নাম হউক আমার।
সুখে ত্রিভুবন লোক করুক বিহার॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আদি জগতের জন।
আমার উপরে যেবা করিবে তর্পণ॥
পিতৃ লোকে পিণ্ডদান করিবে যে জন।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হবে তার পিতৃগণ॥
চিরকাল বৈসে যেন তোমার নগর।
এই বর আজ্ঞা মোরে দেহ দামোদর॥
পিণ্ডদানে যুক্ত যে দিন না হইব।
সেই দিন উঠি আমি সংসার নাশিব॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া বর দিয়া নারায়ণ।
দৈত্যের মস্তকে পদ করেন স্থাপন॥
অসুর শরীর হত হইল সেইক্ষণ।
আনন্দেতে নিজ স্থানে যান নারায়ণ॥
শিলারূপ হয়ে দৈত্য আছে চিরকাল।
অতঃপর যে কহি সে শুন মহীপাল॥

মহাভারতের কথা অমৃত লহরি।
কাশী কহে অবহেলে ভবসিন্ধু তরি॥

## অথ পঞ্চ প্রেতোপাখ্যান।

ভীষ্ম বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
গয়াক্ষেত্র করিল কৌণ্ডিন্য তপোধন॥
আর যত ক্ষেত্র তীর্থ পৃথিবীতে ছিল।
একে২ তাহা মুনি সকল ভ্রমিল॥
কুরুক্ষেত্র উত্তরে আইল তপোধন।
লক্ষ লক্ষ শব তথা হয়ত দাহন॥
শ্মশানের নিকটে আইল তপোধন।
দেখিল বসিয়া আছে প্রেত পঞ্চ জন॥
বিকৃতি আকার সব বিকৃতি বদন।
লম্ব ওষ্ঠ লম্ব কেশ লম্বিত দশন॥
স্থূল নাসা কূপবর সদৃশ নয়ন।
বিষ্ঠা মূত্র আদি সব অঙ্গেতে ভূষণ॥
দেখিয়া বিস্ময় চিত্ত হৈল তপোধন।
জিজ্ঞাসিল কে তোমরা হও পঞ্চ জন॥
এতেক শুনিয়া তবে মুনির বচন।
কহিতে লাগিল তারা হয়ে হৃষ্টমন॥
প্রেতকুলে জন্ম মোর অদৃষ্ট কারণ।
তার কথা কহি মুনি শুন দিয়া মন॥
নিজ কর্ম্ম দোষে মোরা হৈনু এরূপ।
তুমি কেবা মহাশয় কহিবা স্বরূপ॥
রবিচন্দ্র জিনি কান্তি দেহের বরণ।
শিরেতে পিঙ্গল জটা মহাসুলক্ষণ॥
মোহন মূরতি তনু জিনি নবঘন।
মুখরুচি পূর্ণ শশি জিনিয়া শোভন॥
করিকর ভুজবর পঙ্কজ নয়ন।
মধ্যদেশ মৃগ জিনি অতিসুগঠন॥
কণ্ঠ কম্বু জিনি শম্ভু রক্ত পঞ্চ স্থল।
রক্তকোকনদ পদ অতিসুশীতল॥
চামরের পুচ্ছ জিনি দেখি গোঁপ দাড়ি।
পিঙ্গল বসন অঙ্গে নখ সব বেড়ি॥
দ্বিজ বলে হই আমি ব্রাহ্মণনন্দন।
কৌণ্ডিন্য আমার নাম বিখ্যাত ভুবন॥
তীর্থযাত্রা করি আমি ভ্রমি যে সংসার।
গয়া গঙ্গা আদি তীর্থ ভ্রমিনু অপার॥
জগতের হিত চিন্তি জগত নিস্তার।
কহ সত্য পঞ্চজন কাহার কুমার॥
কোথায় নিবাস কি বা নাম সভাকার।
কি হেতু দেখি যে মূর্ত্তি বিকৃতি আকার॥
এত শুনি পঞ্চ প্রেত বলয়ে বচন।
অরণ্যে নিবাস করি শুন তপোধন॥
সূচিমুখ নাম মোর কর অবগতি।
শীঘ্রক ইহার নাম শুন মহামতি॥
পর্য্যুষিত খ্যাত নাম ধরে এই জন।
লেখক পাঠক নাম ধরে দুই জন॥
এই পঞ্চ জন মোরা অরণ্যেতে বসি।
এত শুনি পুনরপি জিজ্ঞাসিল ঋষি॥
এমত কুৎসিত নাম হৈল কি কারণ।
কোথায় আছিলা কি বা করহ ভক্ষণ॥
সত্য করি কহ ভাষা না ভাণ্ডিহ মোরে।
এত শুনি একে২ কহিল তাহারে॥
সূচিমুখ বলে মুনি কর অবধান।
আমার পাপের কথা না হয় ব্যাখ্যান॥
পূর্ব্বেতে ছিলাম আমি বৈশ্যের নন্দন।
মহাধনবান্ ছিনু শাস্ত্রে বিচক্ষণ॥
ধর্ম্মকর্ম্মে রত ছিনু প্রফুল্ল শরীর।
অতি উগ্র ছিনু কিন্তু না ছিনু সুস্থির॥
এক দিন অতিথি আইল মোর ঘরে।
সম্ভাষা তাহারে না করিনু অহঙ্কারে॥
দিব্য বস্ত্র উপহারে ভার্য্যা পুত্র লৈয়া।
করিলাম ভক্ষণ অতিথিরে না দিয়া॥
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সেই আকুল হইল।
মোর অদৃষ্টের বশে উঠিয়া সে গেল॥
এই হেতু সূচিমুখ নাম যে আমার।
প্রেত যোনি হইলাম বিখ্যাত সংসার॥
তদন্তরে শীঘ্রক করিল নিবেদন।
আমার পাপের কথা শুন তপোধন॥
পূর্ব্ব জন্মে ব্যাধকুলে জনম আমার।
হীন শূদ্র জাতি ছিনু বড় দুরাচার॥
পরদ্রব্য পরধন কৈনু অপহার।
চুরি হিংসা করিয়া পুষিনু সুতদার॥
এইরূপে কতদিন কৈনু নির্ব্বাহন।
অতিথি আইল দৈবে আমার সদন॥
ক্ষুধাতুর হয়ে অন্ন মাগিল আমারে।
ক্রোধে বহু তিরস্কার করিলাম তারে॥
পাপিষ্ঠ অধম তুমি বড় দুরাচার।
ভিক্ষা মাগি খাও তুমি এ কোন আচার॥
নিজ পরাক্রম ধন করিয়া অর্জ্জন।
উদর পূরিতে নার জীয় অকারণ॥

এত বলি জ্যেষ্ঠপুত্রে কহিনু ক্রোধেতে।
ঢেকা মারি দেহ দুষ্টে মোর বাড়ীহইতে॥
এত শুনি অতিথি কহিল ক্রুদ্ধ মন।
নাহি দিয়া দুষ্ট মোরে করহ তাড়ন॥
মোরে অপমান যেন কৈলি দুরাচার।
প্রেতযোনি জন্ম দুষ্ট হইবে তোমার॥
ক্ষুধার্ত্ত অতিথি জনে করিলি বঞ্চন।
বিষ্ঠামূত্রে হইবেক তোমার মরণ॥
এত বলি দুঃখ চিত্তে করিল গমন।
শীঘ্রক আমার নাম হৈল সে কারণ॥
তদন্তরে আর প্রেত কহিল বচন।
পূর্ব্ব জন্মে ছিনু আমি দ্বিজের নন্দন॥
অযাজ্য যাজক ছিনু লুব্ধ অতিশয়।
ধর্ম্মাধর্ম্ম করিয়া অর্জ্জিনু ধনচয়॥
সুত দার পরিবার করিনু পোষণ।
ক্রূরমতি ছিনু অতি আশয় কৃপণ॥
এক দিন বসি শাস্ত্র করিতে লিখন।
হেনকালে আইল এক অতিথি ব্রাহ্মণ॥
ক্ষুধাতুর আসি অন্ন মাগিল আমারে।
ক্রোধে বহু তিরস্কার করিনু তাহারে॥
সেই পাপে লেখক হইল মোর নাম।
শয়ন আসন মোর অমঙ্গলধাম॥
তদন্তরে অন্য প্রেত বলয়ে বচন।
কহিব আমার কথা শুন তপোধন॥
পূর্ব্ব জন্মে ছিনু আমি বৈশ্যের নন্দন।
মোর ঘরে অতিথি আইল এক জন॥
ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অন্ন মাগিলে আমারে।
কপট করিয়া আমি পুছিনু তাহারে॥
তিরস্কার করি অন্ন করি পর্য্যুষিত।
অল্প অন্ন দিনু নহে উদর পূরিত॥
সেই পাপে পর্য্যুষিত নাম যে থুইল।
অদৃষ্টের ফলে মোর প্রেতত্ব হইল॥
অন্য প্রেত বলে দ্বিজ শুনহ বচন।
অল্পদোষে হৈল মোর দুর্গতি লক্ষণ॥
সঙ্গদোষে অল্প পাপে পাপ বাড়ে নিতি।
মোসভার আশয় শুনহ মহামতি॥
বিষ্ঠা মূত্র শ্লেচ্ছোদক করি যে ভক্ষণ।
শ্মশানে মসানে নিত্য করি যে শয়ন॥
বিশেষে নিবাস মোর শুন তপোধন।
সন্ধ্যা বীজমন্ত্রহীন যেইত ব্রাহ্মণ॥
তাহার শরীরে নিত্য করি যে বিহার।
আর যাহা কহি তাহা শুন সারোদ্ধার॥

সন্ধ্যা বহে যেই গৃহে তৈলের বিহনে।
বিহীন যাহার বাড়ী তুলসী কাননে॥
সেইত বাড়ীতে মোরা বসি অনুক্ষণ।
ঐশ্বর্য্য সম্পদ সেই গৃহের মার্জন॥
যে যুবতি নিজপতি করি পরিহার।
অন্য পুরুষের সঙ্গে করে কদাচার॥
বাসি বস্ত্র প্রক্ষালন আলস্যে না করে।
বাসিঘরে শোয় আরো থাকে অনাচারে॥
তাহার শরীরে মোরা থাকি অনুক্ষণ।
পূর্ব্ব জন্মের কথা শুন দিয়া মন॥
শূদ্রের কুলেতে জন্ম আছিল আমার।
এক দিন কর্ম্ম আমি কৈনু দুরাচার॥
আলস্য করিয়া গৃহে করিনু শয়ন।
হেনকালে অতিথি আইল একজন॥
ক্ষুধায় আকুল হয়ে ডাকিল আমারে।
জাগিয়া উত্তর আমি না দিনু তাহারে॥
উত্তর না পায়ে শাপ দিল অতিশয়।
জন্মান্তরে প্রেত তনু হইবি নিশ্চয়॥
এত বলি অন্য স্থানে করিল গমন।
পাঠক আমার নাম হৈল সে কারণ॥
এত শুনি হইল মুনি সবিস্ময় মন।
পুনরপি জিজ্ঞাসিল কহ প্রেতগণ॥
কোন কর্ম্মে খণ্ডে হেন দুর্গতি লক্ষণ।
প্রেতগণ বলে শুন কহি তপোধন॥
নর যোনি পৃথিবীতে জন্মিয়া যে জন।
জাতি মত কর্ম্ম যে করয়ে আচরণ॥
জাতি জ্ঞাতি বন্ধুগণে করি আবাহন।
মিষ্ট অন্ন পান দিয়া করায় ভোজন॥
পিতৃযজ্ঞ দেবযজ্ঞ করে অনুক্ষণ।
নানারত্ন দান দিয়া তোষয়ে ব্রাহ্মণ॥
দরিদ্র ভিক্ষুকে যেই করে অন্নদান।
তাহার পুণ্যের কথা না হয় ব্যাখ্যান॥
ব্রত উপবাস করে গোবিন্দ উদ্দেশে।
অনন্ত গোবিন্দ ব্রত আচরে বিশেষে॥
আলস্য শয়ন নিদ্রা করিয়া বর্জন।
স্বহস্তে করয়ে হরিমন্দির মার্জন॥
গোবিন্দের উদ্দেশে করয়ে পুষ্পোদ্যান।
গোবিন্দের নাম যেই করে মতিমান॥
গৃহধর্ম্ম চর্য্যা যেই জন পরিহরি।
একেশ্বর ভ্রমে তীর্থ পর্য্যটন করি॥
সর্ব্বভূতে সমভাব করে যেই জন।
শত্রুতে মিত্রেতে যার সম আচরণ॥

মৃত্তিকাদি দিয়া গৃহ করিয়া নির্ম্মাণ।
লিঙ্গরূপ যে জন স্থাপয়ে ভগবান॥
এই সব নর প্রেতযোনি নাহি পায়।
সংসারেতে জন্মি যে দুষ্কর্ম্ম আচরয়॥
পিতৃমাতৃ নিন্দে যেবা নিন্দয়ে ব্রাহ্মণ।
অতিথিরে যেই জন না করে তোষণ॥
পিতৃযজ্ঞে দেবযজ্ঞে বিমুখ যে জন।
এই সব লোক মুনি হয় প্রেতগণ॥
বহু ছল করি যেই পরবৃত্তি হরে।
ব্রাহ্মণেরে প্রণাম না করে অহঙ্কারে॥
ব্রত যজ্ঞে উপহাস করয়ে যে জন।
বলে ছলে পরধন যে করে হরণ॥
দেবতা উদ্দেশে দ্রব্য আনিয়া যে জন।
লোভার্ত্ত হইয়া করে আপনি ভক্ষণ॥
হেলায় না করে যেই তীর্থ পর্য্যটন।
এ সব পাতকী হয় প্রেতত্ব গমন॥
গুরু নিন্দা করে যেই বেশ্যাপরায়ণ।
প্রেতযোনি জন্ম হয় সেই সব জন॥
ভীষ্ম বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রসঙ্গেতে প্রেত পঞ্চ জন॥
পূর্ব্বার্জ্জিত পাপ যত ভস্ম হয়ে গেল।
প্রেত মূর্ত্তি ত্যজি পরে দিব্য মূর্ত্তি হইল॥
স্বর্গহইতে পঞ্চ রথ আইল সেইক্ষণ।
মুনি নমস্কারি রথে কৈল আরোহণ॥
ইন্দ্রের নগরে শীঘ্র করিল গমন।
দেখিয়া বিস্ময় চিত্ত হইল তপোধন॥
পৃথিবীর যত তীর্থ করিল ভ্রমণ।
ত্রিভুবনে বিখ্যাত কৌণ্ডিন্য তপোধন॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাহার শকতি ইহা বর্ণিবারে পারি॥
শিরেতে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদ রজ।
কহে কাশীদাস গদাধর দাসাগ্রজ॥

## অথ শিব চতুর্দ্দশী মাহাত্ম্য।

যুধিষ্ঠির বলিছেন কর অবধান।
ব্রতের মাহাত্ম্য কিছু করহ ব্যাখ্যান॥
ভীষ্ম বলিলেন তাহা কহিতে কে পারে।
সংক্ষেপেতে কিছু রাজা কহিব তোমারে॥
ইক্ষাকুবংশেতে রাজা চিত্রভানু নাম।
সর্ব্ব শাস্ত্রে বিচক্ষণ রণে অনুপম॥
জম্বুদ্বীপে একছত্র হইল নরপতি।
কুবের সদৃশ যার ঐশ্বর্য্য বিভূতি॥
শীলতায় চন্দ্র যেন তেজে দিনকর।
প্রজার পালনে যেন রাম রঘুবর॥
দ্বিজ সেবা বিনা রাজা অন্য নাহি জানে।
যেই যাহা মাগে তাহে তোষয়ে ব্রাহ্মণে॥
শিবব্রতে রত সদা শিবপরায়ণ।
শিবচতুর্দ্দশী ব্রত করে আচরণ॥
ভার্য্যার সহিত রাজা উপবাস করি।
দান ধ্যান করি বসিয়াছে অন্তঃপুরী॥
হেনকালে অষ্টাবক্র সঙ্গে শিষ্যগণ।
সত্বরে চলিয়া গেল রাজার সদন॥
দেখি আস্তব্যস্তেতে উঠিল নরপতি।
দণ্ডবৎ প্রণাম করিল শীঘ্রগতি॥
বসিবারে আনি দিল দিব্য কুশাসন।
একে২ বসিল সকল মুনিগণ॥
সূপকারগণে আজ্ঞা দিল নরবর।
দিব্য উপহার দ্রব্য আনিল বিস্তর॥
যথাযোগ্য সভাকারে করায় ভোজন।
ভোজনান্তে দ্বিজগণ কৈল আচমন॥
তাম্বূল কর্পূরআদি করিল ভক্ষণ।
নৃপে চাহি অষ্টাবক্র বলিল বচন॥
ভ্রাতৃ মিত্রআদি সভে করিল ভোজন।
ভার্য্যা সহ উপবাস কর কি কারণ॥
দ্বিতীয় প্রহর বেলা দুদৃশ্য ভাস্কর।
কোন হেতু উপবাসী আছ নরবর॥
কিবা চিত্তে দুঃখ তব না জানি কারণ।
আত্মাকেত দেও দুঃখ কোন প্রয়োজন॥
এক আত্মা জগতের এক নারায়ণ।
আত্মা তুষ্ট হইলে তুষ্ট ব্রহ্ম সনাতন॥
ব্রত উপবাস লোক করে অকারণ।
আত্মাকেত দেহ দুঃখ অধর্ম্ম লক্ষণ॥
ষটচক্র কথা রাজা শুন দিয়া মন।
সর্ব্বভূতে আত্মারূপে স্থিত নারায়ণ॥
চতুর্থ অদ্ভুত দল প্রথমে গণি যে।
দ্বিতীয়েতে অষ্টদল উপরে বর্ণি যে॥
তৃতীয়েতে শত দল তাহার উপরে।
সূক্ষ্ম রূপে বৈসে জীব তাহার ভিতরে॥
মাঝেতে কেশর চতুর্দ্দিগে কর্ণিকার।
জীব আত্মা স্থিত তথা পদ্মের আকার॥
তদন্তরে অদ্ভুত চক্র চতুর্থ উপর।
অষ্টোত্তর শতদল তাহার ভিতর॥

পঞ্চশত দল জীব মধ্যে কর্ণিকার।
কহিব তাহার কথা করিয়া বিস্তার॥
তদন্তরে শত চক্র দলের নির্ম্মাণ।
দেব মুনিগণ করে যাহার ব্যাখ্যান॥
চতুর্দ্দিগে সূক্ষ্মরূপে দলের গাঁথনি।
স্বহস্তে বিধাতা তাহা নির্ম্মাণ আপনি॥
চতুর্দ্দিগে কর্ণিকার মধ্যেতে কেশর।
সূক্ষ্মরূপে তাহে উপবিষ্ট দামোদর॥
তার তিন ভাগমধ্যে বৈসে নারায়ণ।
সুসিদ্ধ সজ্ঞান ভক্তি লভে সেই জন॥
শরীরেতে আত্মারূপে বৈসে জনার্দ্দন।
তপ ব্রত ফলে তার কোন প্রয়োজন॥
রাজা বলে মুনিবর কহিলা প্রমাণ।
মম পূর্ব্ব জন্মকথা কর অবধান॥
চতুর্দ্দশী মহাব্রত বিখ্যাত সংসারে।
ইহার পুণ্যের কথা কে কহিতে পারে॥
অজ্ঞানে বা সজ্ঞানে বা উপবাস করি।
সমাহিত হয়ে পূজা করে ত্রিপুরারি॥
বিল্বপত্র ধুস্তুর কুসুম রাশি২।
রক্তচন্দনাদি নানাগন্ধে বস্ত্রে ভূষি॥
পূজা ভক্তি করি স্তব করে পঞ্চাননে।
তাহার পুণ্যের কথা কি কব বদনে॥
পৃথিবীর রেণু যেবা গণিবারে পারে।
সরোবর জল যদি কলসিতে ভরে॥
বৃষ্টিবিন্দু জল যদি পারয়ে গণিতে।
তথাপি তাহার পুণ্য না পারে কহিতে॥
পূর্ব্বে ব্যাধকুলে জন্ম আছিল আমার।
সুস্বর আছিল নাম মহাদুরাচার॥
পরদ্রব্য পরবৃত্তি করি অপহার।
অধর্ম্মেতে রত ছিনু বিখ্যাত সংসার॥
মৃগ ব্যাঘ্রআদি পশু নানা পক্ষিগণ।
যতেক করিনু বধ না যায় লিখন॥
সেইরূপে নির্ব্বাহিনু কতেক দিবস।
এক দিন অরণ্যে গেলাম দৈববশ॥
কুজ্ঝটিতে অন্ধকার দেখিতে না পাই।
একেশ্বর ঘোর বনে ভ্রমিয়া বেড়াই॥
ভ্রমিতে২ হৈল দিন অবসান।
আসিতে না পারি গৃহে হইনু অজ্ঞান॥
ঘোর অন্ধকার নিশি চতুর্দ্দশী দিনে।
ক্ষুধা তৃষ্ণাযুত আমিভ্রমি একা বনে॥
ভ্রমিতে২ তথা হৈল ঘোর নিশি।
বিল্ববৃক্ষে আরোহিনু মনে ভয় বাসি॥
নিত্য২ মৃগয়া করিয়া যাই ঘরে।
নগরে বেচিয়া আনি দেই পরিবারে॥
তবেত ভক্ষণ করে ভার্য্যাপুত্রগণ।
উপবাসি রহিল আজি দৈবের কারণ॥
মোর মুখ চাহি আছে ভার্য্যাপুত্রগণ।
ধনহীন নর জন্ম হয় অকারণ॥
ধনহীন হৈলে কোথাও গৌরব না রয়।
ভিক্ষামাগি খায় যদি ভিক্ষা নাহি পায়॥
জলহীন নদী যেন ফলহীন তরু।
ধনহীন তেমন না মানে লঘু গুরু॥
ভ্রাতৃবন্ধু অনেক আছয়ে জ্ঞাতিগণ।
সভে ধনবান্ আমি দরিদ্র দুর্জ্জন॥
উপবাসি গৃহে আছে ভার্য্যাপুত্রগণ।
কেহ না চাহিবে ধনহীনের কারণ॥
এইরূপে হৃদয়েতে করিয়া চিন্তন।
আকুল হইয়া বহু করিনু ক্রন্দন॥
অশ্রুজল পড়ি মোর ভাসে কলেবর।
পক্কপত্র ছিল এক বৃক্ষের উপর॥
পত্র পড়ে মোর অশ্রু জলের সহিত।
আচম্বিতে এক পত্র পড়িল ত্বরিত॥
তাহাতে সন্তুষ্ট হৈল দেব পঞ্চানন।
নিরাহারে সেই রাত্রি করিনু বঞ্চন॥
প্রাতঃকালে মৃগ মারি লইয়া ত্বরিত।
নিজ গৃহে গিয়া আমি হৈনু উপনীত॥
আমার বিহনে সভে দুঃখিত আছিল।
মোরে দেখি সভে ক্ষুধা তৃষ্ণা পাসরিল॥
নগরেতে মৃগমাংস শীঘ্রগতি লৈয়া।
বেচিয়া ভক্ষণ দ্রব্য আনিনু কিনিয়া॥
শীঘ্রগতি ভার্য্যা গিয়া করিল রন্ধন।
হেনকালে অতিথি আইল এক জন॥
সেই অতিথিরে আমি করানু ভোজন।
পারণার মহাফল পাই সেকারণ॥
এইরূপে কত দিন দুঃখে মোর গেল।
আয়ুঃশেষে মৃত্যু আসি উপস্থিত হৈল॥
মহাভয়ঙ্কর দুই যমের কিঙ্কর।
মহাপাশে আসি মোরে বান্ধিল সত্বর॥
যমের এসব কর্ম্ম জানি পঞ্চানন।
শীঘ্রগতি পাঠাইল দূত দুই জন॥
শিবের আকৃতি দোঁহে পরম সুন্দর।
অকপটে মোর পাশ খুলিল সত্বর॥
দেখিয়া বিস্মিতযমদূত দুই জন।
জিজ্ঞাসিল কে তোমরা কহ বিবরণ॥

এতেক শুনিয়া তারা করিল উত্তর।
শিবের নিকটে থাকি শিবের কিঙ্কর॥
শিবের আজ্ঞায় ইহায় করিনু মোচন।
কহ শুনি কে তোমরা হও দুই জন॥
বিকৃতি আকার মুর্ত্তি লোহিত নয়ন।
কোথায় নিবাস কর কাহার নন্দন॥
কিহেতু এ ব্যাধপুত্রে করিলা বন্ধন।
এত শুনি যমদূত বলয়ে বচন॥
মোরা দুই জন ধর্ম্মরাজঅনুচর।
তাঁর আজ্ঞা বহি ফিরি যত চরাচর॥
যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব চারণ নরগণ।
সংসারের মধ্যেতে মরয়ে যত জন॥
তাহারে লইয়া যাই যমের সদন।
পাপ পুণ্য বুঝি দণ্ড করেন শমন॥
এই ব্যাধ মহাপাপী অধম দুর্জ্জন।
ইহার পাপের কথা না যায় কথন॥
যমপুরে গেলে পাপ হইবে খণ্ডন।
কি কারণে এই দুষ্টে করিলা মোচন॥
অলঙ্ঘ্য ধর্ম্মের বাক্য করিলা লঙ্ঘন।
না কর মোচন ছাড় এইত দুর্জন॥
এত শুনি পুন কহে শিবের কিঙ্কর।
তোমার ঈশ্বরে গিয়া কহ রে বর্ব্বর॥
শিবের অজ্ঞানু মোরা লঙ্ঘিতে না পারি।
এই ব্যাধপুত্রে লয়ে যাব শিবপুরী॥
সর্ব্ব পাপে এই ব্যাধ হইবে মোচন।
শিব চতুর্দ্দশী ব্রত কৈল আচরণ॥
তোর অধিকার কিছু নাহিক ইহাতে।
এত বলি মোরে নিল শিবের সভাতে॥
তিন লক্ষ বর্ষ মোর তথা হৈল স্থিতি।
দেবতুল্য নানা ভোগ ভুঞ্জি নিতি২॥
অনন্তরে ইন্দ্রলোকে হইল গমন।
তিন কল্প তথা সুখে করিনু বঞ্চন॥
অনন্তরে হৈল মোর ব্রহ্মলোকে স্থিতি।
চৌদ্দ মন্বন্তর তথা হইল বসতি॥
অনন্তরে বৈকুণ্ঠেরে করিনু প্রয়াণ।
লক্ষ্মী সহ বিরাজিত যথা ভগবান॥
তিন কোটি বর্ষ তথা সুখেতে বঞ্চিনু।
তারপর এই রাজবংশেতে জন্মিনু॥
অজ্ঞানেতে শিব চতুর্দ্দশী মহাব্রত।
আচরিনু হীন জাতি হয়ে ব্যাধসুত॥
সেই পুণ্যে হেনগতি হইল আমার।
ইক্ষাকু বংশেতে জন্ম বৈভব বিস্তার॥

শুদ্ধচিত্তে এই ব্রত করি আচরণ।
সেকারণে উপবাসী আছি তপোধন॥
এত শুনি সবিস্ময় হইল তখন।
পুনরপি নৃপতিরে জিজ্ঞাসে কারণ॥
অপমান পায়ে দুই যমের কিঙ্কর।
ধর্ম্মরাজে গিয়া কিবা করিল উত্তর॥
রাজা বলে মুনিবর কর অবধান।
বিস্ময় পাইয়া দূত হয়ে অপমান॥
ক্রোধে থরথর অঙ্গ সঘনে কম্পিত।
যমের সাক্ষাতে গিয়া হৈল উপনীত॥
ভীতমনে দূতগণে দেখিয়া শমন।
জিজ্ঞাসিল কহ দূত কেন দুঃখি মন॥
আমার কিঙ্কর তোরা নির্ভয় অন্তরে।
কার শক্তি তোসভারে হিংসা করিবারে॥
তবে কেন দুঃখি চিত্ত দেখি সভাকারে।
বিশেষ করিয়া কথা কহত আমারে॥
দূতগণ বলে আর কি কহিব কথা।
দণ্ডভগ্ন আজিহৈতে হইল সর্ব্বথা॥
আজিহৈতে জগতের হইল নিস্তার।
পাপ পুণ্য বিচার ঘুচিল তাসভার॥
সুস্বর নামেতে ব্যাধ মহাপাপাচার।
আজি দৈবে পরলোক হইল তাহার॥
তাহারে আনিতে মোরা করিনু গমন।
পাশে বান্ধি লৈয়া আসি করিয়া তাড়ন॥
হেনকালে আসি দুই শিবের কিঙ্কর।
পাশহইতে মুক্ত তারে করিল সত্বর॥
নানা কদুত্তর বলি আমা দুই জনে।
রথে তুলি তারেলয়ে গেল দূতগণে॥
এই হেতু চিত্তে দুঃখ হৈল মোসভার।
আজিহৈতে তোমার ঘুচিল অধিকার॥
এত শুনি হাসি যম বলয়ে বচন।
হেন কর্ম্ম আর না করিহ কদাচন॥
শিবনামে রত যেই বিষ্ণুপরায়ণ।
বিষ্ণু শিব সমরূপে ভাবয়ে যে জন॥
ব্রত আচরিয়া যেবা পূজে পঞ্চানন।
চতুর্দ্দশী মহাব্রত যে করে সেবন॥
অনন্ত নামেতে ব্রত গোবিন্দ উদ্দেশে।
উপবাস করিয়া পূজয়ে হৃষীকেশে॥
ভূমিদান অন্নদান করয়ে যে জন।
বিষ্ণুবুদ্ধি করি কিবা পূজয়ে ব্রাহ্মণ॥
একাদশী চন্দ্রায়ণ পূর্ণিমাদি ব্রত।
সংসারের মধ্যে নর ইহাতে যে রত॥

তীর্থ পর্য্যটন করি পূজে দেবরাজে।
বারাণসী ক্ষেত্রে গিয়া যেবা প্রাণ ত্যজে॥
তারপরে অধিকার নাহিক আমার।
কদাচ না যাবি তোরা তাহা আনিবার॥
এত শুনি হৈল দূত সবিস্ময় মন।
কহিনু তোমারে আমি কথা পুরাতন॥
এত শুনি অষ্টাবক্র হৈল হৃষ্টমন।
আশিষ করিয়া নৃপে গেল তপোধন॥
সেইহৈতে হৈল ঋষি শিবপরায়ণ।
শিব ব্রতে রত হৈল অচ্যুতনন্দন॥
বসন্ত প্রথমে ঋতু চতুর্দ্দশী দিনে।
এই উপবাস যেবা করে এক মনে॥
সর্ব্বকালে ফল লভে নাহিক সংশয়।
শিব চতুর্দ্দশী ব্রত মহাফল হয়॥
শান্তিপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব কথনে।
কাশীদাস দেব কহে গোবিন্দ চরণে॥

অথ অনন্ত ব্রতের উপাখ্যান।

ভীষ্ম বলিলেন শুন রাজা যুধিষ্ঠির।
শোক দূর কর রাজা চিত্ত কর স্থির॥
আর কিছু ইতিহাস শুন দিয়া মন।
অনন্ত নামেতে ব্রত অপূর্ব্ব কথন॥
নারদের মুখে পূর্ব্বে করিনু শ্রবণ।
সেই ইতিহাস কহি শুন দিয়া মন॥
চিত্রাঙ্গদ নামে রাজা কৌশলেতে স্থিতি।
সোম বংশ চূড়ামণি মহাধর্ম্মনীতি॥
শীলতায় চন্দ্র যেন নরে বৈস্রবণ।
কীর্ত্তি ভগীরথসম মহাবিচক্ষণ॥
মন্ত্রণাতে বৃহস্পতি গুণে গুণধাম।
প্রজার পালনে যেন ছিলেন শ্রীরাম॥
চিত্ররেখা নামে তার মুখ্য পাটেশ্বরী।
মহাসাধ্বী পতিব্রতা সূতের কুমারী॥
অনন্ত নামেতে ব্রত গোবিন্দ উদ্দেশে।
ভার্য্যাসহ নরবর আচরে বিশেষে॥
বিচিত্র মন্দির এক করিয়া রচন।
লিঙ্গরূপে তাহাতে স্থাপিয়া নারায়ণ॥
রাজধর্ম্ম নিত্য কর্ম্ম ত্যজিয়া রাজন।
আপন হস্তেতে করে মন্দিরমার্জ্জন॥
অনন্তরে স্নান দান করে নরবর।
নানা উপহারে পূজে দেব দামোদর॥
পূজাশেষে করাইয়া ব্রাহ্মণ ভোজন।
অবশেষে কুটুম্ব লইয়া পরিজন॥
আনন্দিত হয়ে সভে করয়ে ভোজন।
এইরূপে নিত্য২ পূজে নারায়ণ॥
বাদ্য বাজাইয়া এই জানায় নগরে।
অনন্ত নামেতে ব্রত বিখ্যাত সংসারে॥
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র চতুর্ব্বিধ জন।
এই ব্রত যে না করিবে আচরণ॥
সবংশে লইব তারে শমনের ঘরে।
এইরূপে নগরে বাজনা বাদ্য করে॥
রাজভয়ে সর্ব্ব লোক প্রাণপণ করে।
নয়ম করিয়া শুভ ব্রত যে আচরে॥
ব্রত পুণ্য ফলে সভে নিষ্পাপ হইল।
যত দূর নরপতির অধিকারছিল॥
যত লোক ছিল নৃপতির অধিকারে।
ব্রত পুণ্য ফলে যায় বৈকুণ্ঠনগরে॥
সত্যকালে যেন লোক পুণ্যবান ছিল।
রাজার প্রতাপে তেন দ্বাপরে হইল॥
জানিয়া দ্বাপর যুগ এ সব কারণ।
চিন্তাকুল হইয়া ভাবিল মনে মন॥
পূর্ব্বে প্রজাপতি হেন করিল বিচার।
সংসার উপরে দিল মোর অধিকার॥
কোটিলোক মধ্যে কেহ মোর অধিকারে।
নিয়ম করিয়া ভজিবেক দামোদরে॥
সহস্রেক মধ্যে কেহ হবে মহাজন।
মহাব্রত আচরি ভজিবে নারায়ণ॥
যতেক সংসারে প্রজা হবে পাপাচারী।
অল্প আয়ু হবে যাবে যমের নগরী॥
এইরূপ নিয়ম করিয়া সৃষ্টিকর।
অধিকার দিল মোরে সংসার উপর॥
মহাধর্ম্মশীল এই দেখি নৃপমণি।
ব্রহ্মার নিয়ম ভঙ্গ করে হেন জানি॥
কোনমতে ব্রতভঙ্গ হইলে রাজার।
তবে সে নিয়ম রক্ষা হয়ত ব্রহ্মার॥
এইরূপে দ্বাপর ভাবিয়া মনে মন।
বিশ্বকর্ম্মা শিল্পকরে করিল স্মরণ॥
সেইখানে বিশ্বকর্ম্মা আইল তখন।
করযোড়ে দ্বাপরে করিল নিবেদন॥
কি হেতু আমারে দেব ডাকিলা আপনে।
কোন কর্ম্ম সাধি দিব কহ নিজ গুণে॥
দ্বাপর বলিল মোর কর এই কার্য্য।
অনুগ্রহ করি এক করহ সাহায্য॥

দিব্য এক কন্যা দেহ করিয়া রচনা।
পৃথিবীর মধ্যে যেন হয় সুলক্ষণা ॥
তার রূপে গুণে যেন মোহে সর্ব্বজন।
এত শুনি বিশ্বকর্ম্মা করিল রচন ॥
পৃথিবীর যত রূপ করিয়া মোহন।
মোহিনী নামেতে কন্যা করিয়া সৃজন ॥
দ্বাপরেরে কন্যা দিয়া হইল অন্তর্ধান।
দেখিয়া দ্বাপর হইল অতিহর্ষবান ॥
দ্বাপরের অগ্রে কন্যা করযুড়ি রয়।
কি কর্ম্ম করিব আজ্ঞা কর মহাশয় ॥
তুমি পিতা মাতা মোর তুমি বন্ধু জন।
আজ্ঞা কর সাধি দিব কোন প্রয়োজন ॥
শুনিয়া দ্বাপর হৈল আনন্দিত মন।
কহে মর্ত্তলোকে তুমি করহ গমন ॥
চিত্রাঙ্গদ নামে রাজা বিখ্যাত ভুবনে।
আমার আজ্ঞায় তারে ভজিবা আপনে ॥
দিব্যপর্ব্বতেতে শীঘ্র করহ গমন।
এইত নিয়ম চিত্তে রাখিবা স্মরণ ॥
অনন্ত নামেতে ব্রত আচরে যে জন।
প্রকারেতে ব্রত তার করিবা ভঞ্জন ॥
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডন।
আজ্ঞামাত্রে মোহিনী চলিল সেইক্ষণ ॥
মৃগয়া কারণ রাজা গেল সেই গিরি।
দেখিল অনূঢ়া কন্যা পর্ব্বতউপরি ॥
রাজা করে এক দৃষ্টে কন্যা নিরীক্ষণ।
ভুবন মোহন রূপ না হয় বর্ণন ॥
মুখরুচি কত শশি করয়ে গর্জ্জন।
কামধনু জিনি ভুরু অলক অঞ্জন ॥
তিলফুল জিনি নাসা ভুজ করিকর।
সুতপ্ত কাঞ্চন যেন গৌর কলেবর ॥
কুচযুগ সমপূগ গঞ্জি রসায়ন।
কণ্ঠকম্বু জিনি শম্ভু অতিসুলক্ষণ ॥
রক্ত বস্ত্র পরিধান অরুণ উদিত।
দেখি স্মরশরে রাজা হইল মোহিত ॥
ক্ষণেকে চৈতন্য তবে পাইল নৃপতি।
নিকটেতে গিয়া জিজ্ঞাসিল কন্যাপ্রতি ॥
কি নাম ধরহ তুমি কোথায় বসতি।
সত্য করি কহ মোরে না ভাণ্ডাহ সতি ॥
তোমার রূপের কথা না পারি কহিতে।
ইন্দ্রআদি দেবগণে পারহ মোহিতে ॥
নিজ পরিচয় মম শুন গুণবতি।
সোম বংশে জন্ম চিত্রাঙ্গদ নরপতি ॥
তোমারে দেখিয়া মন মজিল আমার।
মোর ভার্য্যা হৈয়া তুমি কর অঙ্গীকার ॥
কন্যা বলে হই আমি অযোনিউৎপত্তি।
এইত পর্ব্বতমধ্যে আমার বসতি ॥
অনূঢ়া যে আছি আমি বিবাহ না হয়।
মোহিনী আমার নাম বিধির নির্ণয় ॥
এক সত্য কর রাজা আমার গোচরে।
তবে আমি পরিচয় করিব তোমারে ॥
ইচ্ছামত তোমারে কহিব যেই কথা।
আমার সে কথা কভু না হয় অন্যথা ॥
যদিবা দুষ্কর হয় এ ত্রিন ভুবনে।
মম বাক্য কভু নাহি করিবা খণ্ডনে ॥
রাজা বলে সত্য২ করি অঙ্গীকার।
কভু না খণ্ডিব কন্যা বচন তোমার ॥
এত শুনি কন্যা করিলেক অনুমতি।
পুরোহিত বিপ্রেরে স্মরিল নরপতি ॥
কঙ্কায়ন নামে মুনি বিখ্যাত জগতে।
পূর্ব্বাপর পুরোহিত সোমক বংশেতে ॥
রাজার স্মরণে দ্বিজ আইল তখন।
প্রণমিয়া নৃপতি কহিল বিবরণ ॥
পুরোহিত উভয়ে বিবাহ করাইল।
সেই রাত্রি নরপতি তথা নির্ব্বাহিল ॥
প্রাতঃ কালে উঠি রাজা স্বসৈন্য সহিত।
কন্যা লয়ে নিজ গৃহে আইল ত্বরিত ॥
মোহিনীরে কৈল রাজা মুখ্যপাটেশ্বরী।
ইন্দ্রের শোভয় যেন পুলোমকুমারী ॥
এই রূপে কত দিন রাজা বিহরয়।
অনন্ত ব্রতের আসি হইল সময় ॥
চিত্ররেখা সহ রাজা ব্রত আচরিল।
উপবাস করি ব্রত নিয়মে রহিল ॥
ভূমি দান গোদান করিল দ্বিজগণে।
অন্ন দানে তুষিল যতেক দুঃখি জনে ॥
দৈবের লিখন কভু না হয় খণ্ডন।
যুগ বাক্য মোহিনীর হইল স্মরণ ॥
নৃপতিরে চাহি কন্যা বলয়ে বচন।
উপবাসে কি কারণে আছ হে রাজন ॥
এতেক দুষ্কর ব্রতে কোন প্রয়োজন।
আমার বচনে রাজা করহ ভোজন ॥
আমার বচন রাজা কহ সভাকারে।
হেন পাপ ব্রত যেন কেহ না আচরে ॥
কন্যার বচন রাজা শুনি বজ্রাঘাত।
ক্রোধানলে নয়নে হইল অশ্রুপাত ॥

ক্ষণে ক্রোধ সম্বরিয়া বলয়ে বচন।
অবলা স্ত্রী জাতি তুমি না বুঝ কারণ॥
এইত অনন্ত ব্রত বিখ্যাত সংসারে।
হেন ব্রত বল মোরে ভঙ্গ করিবারে॥
অবলা স্ত্রী জাতি কি বা বলিব তোমারে।
এই ব্রত আচরিলে সর্ব্ব দুঃখে তরে॥
স্বর্গ ভোগ মহাফল অবহেলে পায়।
কদাচিত যমের নগর নাহি যায়॥
পূর্ব্বজন্ম কথা মম করহ শ্রবণ।
যেই হেতু এই ব্রত করি আচরণ॥
সত্য যুগে ছিনু আমি শ্বপচের বংশে।
সুষেণ আছিল নাম শূদ্র অবতংসে॥
বড়ই পাপিষ্ঠ আমি অধম দুর্জন।
পর ধন চুরি হিংসা কৈনু অনুক্ষণ॥
বেশ্যাতে ছিলাম রত মদ্যপানে রত।
পশু পক্ষি মৃগ বধ কৈনু শত শত॥
মোর দুষ্টাচার দেখি ভ্রাতৃ বন্ধুগণ।
দূর করি দিল মোরে করিয়া তাড়ন॥
ক্রোধ চিত্তে ঘোর বনে করিনু প্রবেশ।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় হয়ে আকুল বিশেষ॥
ভ্রমিতে২ পাই কেশব মন্দির।
তাহাতে আশ্রয় করি হইয়া অস্থির॥
অনন্ত ব্রতের সেই দিন শুভক্ষণ।
উপবাসী রহিলাম করিয়া শয়ন॥
দৈব যোগে নিশা শেষে সর্প ভয়ঙ্কর।
চরণে আমার আসি দংশিল সত্বর॥
বিষের জ্বলনে মৃত্যু হইল আমার।
দুই যমদূত আল বিকৃতিআকার॥
মহাপাশে শীঘ্র মোরে করিল বন্ধন।
হেনকালে আসি বিষ্ণুদূত দুই জন॥
যমদূতে অনেক করিল তিরস্কার।
শীঘ্রগতি মুক্ত তারা করিল আমার॥
রথে করি নিল মোরে বৈকুণ্ঠভুবন।
অপমান পায়ে গেল যমদূতগণ॥
দুই লক্ষ বর্ষ বিষ্ণুলোকে হৈল স্থিতি।
অনন্তরে ব্রহ্মলোকে করিনু বসতি॥
কত দিন ব্রহ্মলোকে সুখেতে বঞ্চিনু।
তারপরে পুনরপি মর্ত্যলোকে আইনু॥
দুই মন্বন্তর তথা করিনু বিহার।
সেই পুণ্যে রাজবংশে জনম আমার॥
হেন ব্রত করিবারে নিষেধ করহ।
এমত কুৎসিত বাক্য কভু না বলহ॥

কন্যা বলে রাজা তুমি করিলা স্বীকার।
না খণ্ডিবা কোন কালে বচন আমার॥
এবে মিথ্যাবাদী তুমি জানিনু কারণ।
মিথ্যা সম পাপ নাহি বেদের বচন॥
আপনার সত্য রাজা করহ পালন।
মম বাক্যে এই ব্রত করহ ভঞ্জন॥
এতেক শুনিয়া রাজা হৈল ভীত মন।
কন্যারে চাহিয়া রাজা বলয়ে বচন॥
যে বলিলা কন্যা সত্য কভু নহে আন।
ত্যজিবারে পারি আমি আপনার প্রাণ॥
তথাপিহ ব্রত আমি না পারি ত্যজিতে।
সেকারণে কহি আমি তোমার সাক্ষাতে॥
এইক্ষণে নিজ আত্মা করিব নিধন।
এত বলি জ্যেষ্ঠ পুত্রে আনি সেইক্ষণ॥
ছত্র দণ্ড দিয়া তারে করিল নৃপতি।
ধর্ম্ম জ্ঞান শিখাইল যত রাজনীতি॥
যোগাসন করি তবে বসিল রাজন।
দেহ ছাড়ি বৈকুণ্ঠেতে করিল গমন॥
রাজার মরণে সভে করয়ে ক্রন্দন।
অনেক কান্দিল পুরে পাত্র মন্ত্রিগণ॥
রাজার শরীর লয়ে করিল দাহন।
নৃপতি বিচ্ছেদে সভে নিরানন্দ মন॥
শ্রাদ্ধ শান্তি করিলেক শাস্ত্রের বিধানে।
ভূমিদান গোদান করিল দ্বিজগণে॥
ইহা দেখি কন্যা তবে স্বস্থানে চলিল।
বাদ্য বাজাইয়া সভে নগরে কহিল॥
স্ত্রীর সহ সত্য না করিবে কদাচন।
স্ত্রীর বাক্য কদাচিত না কর গ্রহণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

## অথ চান্দ্রায়ণ ব্রতোপলক্ষে চন্দ্রকেতু রাজার উপাখ্যান।

ভীষ্ম বলিছেন রাজা করহ শ্রবণ।
আর কিছু ব্রত কথা কহিব এখন॥
চান্দ্রায়ণ মহাব্রত বিখ্যাত সংসারে।
শ্রদ্ধা ভক্তি করি ব্রত যে জন আচরে॥
সর্ব্বকাম ফল লভে নাহিক সংশয়।
পূর্ব্বে কহিয়াছি আমি এ সব নির্ণয়॥
ইতিহাস এক কহি শুন দিয়া মন।
পূর্ব্বে চন্দ্রকেতু রাজা ইক্ষ্বাকুনন্দন॥

চন্দ্রের নন্দিনী সেই পতিব্রতা সতী।
চন্দ্রাবতী নামে কন্যা তাহার যুবতি॥
শাপহেতু জন্ম নিল নীলধ্বজ ঘরে।
চন্দ্রাবতী নাম হৈল বিখ্যাত সংসারে॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
কহ শুনি পিতামহ ইহার কারণ॥
চন্দ্রের নন্দিনীরে শাপিল কোন জন।
মর্ত্ত্যলোকে তাহার জনম কি কারণ॥
ভীষ্ম বলিলেন রাজা কর অবধান।
পড়িবারে যায় চন্দ্র বৃহস্পতির স্থান॥
সর্ব্বশাস্ত্রে সিদ্ধ দ্বিজ অঙ্গিরাতনয়।
নানাশাস্ত্র চন্দ্রেরে পড়ান অতিশয়॥
ব্যাকরণ শ্রুতি স্মৃতি আদি শাস্ত্রগণ।
কত দিন জীবস্থানে করিল পঠন॥
জীবের রমণী যেই তারকা নামেতে।
মোহিত হইল চন্দ্র তাহার রূপেতে॥
কামে বশ হয়ে গুরুপত্নী না মানিল।
প্রবন্ধ মায়ায় তারে হরিয়া লইল॥
তারারে লইয়া গেল আপন ভবন।
চিরকাল তারাসহ করিল রমণ॥
সত্যলোকে গিয়াছিল গুরু বৃহস্পতি।
যজ্ঞ সাঙ্গ করিয়া আইল মহামতি॥
পুরলোক স্থানে শুনি এ সব কথন।
গুরুপত্নী সুধাকর করিল হরণ॥
ক্রুদ্ধ হয়ে গেল গুরু চন্দ্রের সদন।
বলিল পাপিষ্ঠ তুমি বড়ই দুর্জ্জন॥
বৃথা শাস্ত্র মম স্থানে করিলা পঠন।
গুরুপত্নী হরি পাপ করিলা অর্জ্জন॥
গুরুগর্ব্বে নাহি দেখ আপন অপায়।
আজিহইতে হইবে কলঙ্ক তব গায়॥
তবে আর মম বাক্য শুনরে অধম।
মম শাপে মর্ত্ত্য লোকে হইবে জনম॥
কুরুবংশে ধনঞ্জয় পাণ্ডুর কুমার।
তাহার ঔরসে জন্ম হইবে তোমার॥
কৃষ্ণের ভাগিনা হয়ে সুভদ্রাগর্ব্ভেতে।
অল্প দিনে শাপমুক্ত হইবা তাহাতে॥
এত শুনি চন্দ্র তবে হৈল ক্রুদ্ধ মন।
বৃহস্পতি গুরুরে শাপিল সেইক্ষণ॥
নিজ বশ নয় আত্মা পর বশ হয়।
জানিয়া আমারে শাপ দিলা মহাশয়॥
তোমারেত শাপ আমি দিব সে কারণ।
হীনপক্ষিযোনিমধ্যে পাইবা জনম॥
গৃধিনী নামেতে পক্ষী অবশ্য হইবা।
চিরদিন ভোগ ভুঞ্জি শাপে মুক্ত হবা॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্ম নরপতি।
কিরূপেতে পক্ষিযোনি জাত বৃহস্পতি॥
কত দিন গতে হৈল শাপ বিমোচন।
কহ শুনি পিতামহ ইহার কারণ॥
গাঙ্গেয় বলেন ভূপ করহ শ্রবণ।
চন্দ্রের বচন কভু না যায় খণ্ডন॥
গৃধ্রপতগেতে জন্ম হৈল বৃহস্পতি।
বৃন্দারক গিরি তটে করিল বসতি॥
পরম কৌতুকে রহে ভার্য্যার সংহতি।
কত দিনে পক্ষিণী হইল গর্ব্ভবতী॥
চারিগুটি ডিম্ব কত দিনে প্রসবিল।
ডিম্ব ফুটি চারি শিশু তাহাতে জন্মিল॥
দুইগুটি পুত্র হৈল দুইগুটি সুতা।
স্বামি সহ পক্ষিণী হইল আনন্দিতা॥
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর শিশু দেখি চারি জন।
বাৎসল্য করিয়া দোঁহে করিল পালন॥
ক্ষণেক না ছাড়ে দোঁহে শিশুর সংহতি।
নানা উপহার ভোগে পালে নিতি২॥
এইরূপে কত দিন আনন্দ কৌতুকে।
ভার্য্যা পুত্র সহ পক্ষী বঞ্চে নানা সুখে॥
এক দিন দৈব বশে আহার কারণে।
একেশ্বর সে পক্ষী চলিল ঘোর বনে॥
ভার্য্যারে রাখিয়া ঘরে শিশুর রক্ষণে।
আহার কারণে গেল দণ্ডক কাননে॥
হেনকালে এক ব্যাধ আইল সেখানে।
পক্ষিরে দেখিয়া অস্ত্র করিল সন্ধানে॥
অল্পমাত্র অস্ত্রক্ষত হইল শরীরে।
উড়িয়া পড়িল পক্ষী রেবা নদীতীরে॥
শূন্য এক দেবালয় ছিল সেই স্থলে।
তাহার ভিতরে গেল ক্ষতে অঙ্গ জ্বলে॥
পশ্চাতে দেখিয়া ব্যাধ আইল সত্বর।
ত্বরাত্বরি পৈশে দেবালয়ের ভিতর॥
বাণেতে পীড়িত পক্ষী উড়িবারে নারে।
ফিরি২ বুলে পক্ষী ধরিতে না পারে॥
সাতবার প্রদক্ষিণ কৈল দেবালয়।
তবে মহাক্রুদ্ধ ব্যাধ হৈল অতিশয়॥
পুনরপি দিব্য অস্ত্র করিল প্রহার।
বাণাঘাতে তনু ত্যাগ হইল তাহার॥
পক্ষী লয়ে গৃহে ব্যাধ গেল হৃষ্টচিতে।
বিষ্ণু প্রদক্ষিণ ফল লভিল তাহাতে॥

সেই পুণ্যে শাপে মুক্ত হৈল সেইক্ষণ।
দিব্যমূর্ত্তি হইয়া চলিল নিকেতন॥
যাহা জিজ্ঞাসিলা রাজা কহিনু তোমারে।
গুরুশিষ্যে দোঁহে শাপ দিলেন দোঁহারে॥
গর্ভবতী ভার্য্যা তবে দেখি বৃহস্পতি।
ক্রুদ্ধচিত্তে তাহারে বলয়ে মহামতি॥
অবলা স্ত্রী জাতি তুমি কি বলিব আর।
মম বাক্যে এই গর্ভ করহ সংহার॥
তবে সে লইব তোমা আপন ভবনে।
শীঘ্রগতি গর্ভত্যাগ কর এইক্ষণে॥
ভয়েতে আকুল প্রসবিল সেইক্ষণ।
এক গুটি সুতা হৈল একটি নন্দন॥
দেখি হরষিত জীব কহেন তখন।
মম কন্যা পুত্র এই বিধির সৃজন॥
চন্দ্র বলে মম পুত্র কন্যা এ হইল।
আমার ঔরসে জন্ম জানয়ে সকল॥
কথায়২ দ্বন্দ কৈল দুই জন।
জানিয়া এমত তত্ত্ব দেব পদ্মাসন॥
শীঘ্রগতি সেই স্থলে করিয়া গমন।
দ্বন্দ্ব নিবারণ হেতু কহেন বচন॥
আমার বচনে দ্বন্দ কর নিবারণ।
এই কন্যা পুত্রেরে জিজ্ঞাস বিবরণ॥
যাহার ঔরসে জন্ম কহিবে কাহিনি।
এত শুনি জিজ্ঞাসা করিল নিশামণি॥
কাহার ঔরসেতে জন্মিলা দুই জন।
মিথ্যা না কহিবা সত্য কহিবা বচন॥
নন্দিনী কহিল দেব কর অবধান।
যার ক্ষেত্র তার পুত্র শাস্ত্রের বিধান॥
এত শুনি ক্রোধেতে বলিল শশধর।
মম শাপে নরলোকে হও লোকান্তর॥
নরলোকে জন্ম গিয়া লভত পাপিনী।
নীলধ্বজ ঔরসেতে জন্মিবা নন্দিনী॥
সেইক্ষণে লোকান্তর হইল তাহার।
তবে চন্দ্র জিজ্ঞাসিল চাহিয়া কুমার॥
কহ সত্য জন্ম তব কাহার ঔরসে।
মিথ্যা না কহিবা সত্য কহিবা বিশেষে॥
এত শুনি করযোড়ে বলয়ে বচন।
তোমার ঔরসে জন্ম তোমার নন্দন॥
এত শুনি পুত্রে চন্দ্র করিল চুম্বন।
কোলে করি নিজ গৃহে লইল নন্দন॥
বুধবলি নাম তার ঘোষয়ে জগতে।
তাহারে লইয়া গুরু গেল ধৈর্য্যচিতে॥
সত্যলোকে প্রজাপতি করিল গমন।
খণ্ডন না যায় কভু চন্দ্রের বচন॥
নীলধ্বজ গৃহে কন্যা জন্ম আসি নিল।
চন্দ্রাবতী নাম তার নৃপতি রাখিল॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরি।
কাশীদাস কহে যে তরয়ে ভববারি॥

## অথ চন্দ্রকেতুরাজার মৃত্যু।

ভীষ্ম দেব বলেন শুনহ নরপতি।
কত দিনে যুবতি হইল চন্দ্রাবতী॥
ভুবনে বিখ্যাত নীলধ্বজ নরবর।
কন্যার যৌবন দেখি দিল স্বয়ম্বর॥
পৃথিবীর রাজগণে বরিয়া আনিল।
ইন্দ্রের সদৃশ সভা শোভিত হইল॥
একে২ কন্যা নিরক্ষিল রাজগণে।
চন্দ্রকেতু ভূপে দেখি পীড়িল মদনে॥
গলে মাল্য দিয়া তারে করিল বরণ।
কন্যা লয়ে গেল রাজা আপন ভবন॥
গুণে মহাগুণী রাজা প্রতাপে তপন।
শীলতায় চন্দ্র যেন নরে বৈশ্রবণ॥
এক ভার্য্যা বিনা রাজা অন্য নাহি জানে
উর্ব্বশী সহিত যেন বুধের নন্দনে॥
চান্দ্রায়ণ মহাব্রত আচরে নৃপতি।
নিরাহারে একমাস ভার্য্যার সংহতি॥
যেই দিনে হবে ব্রত সাঙ্গ সমাধান।
সেই দিনে চন্দ্রাবতী করে ঋতুস্নান॥
চন্দ্রাবতী রূপে দীপ্ত করে ত্রিভুবন।
দেখিয়া নৃপতি মন পীড়িল মদন॥
ব্রত ভঙ্গ করি রাজা করিল রমণ।
বহুমতে চন্দ্রাবতী করিল বারণ॥
কামে বশ হয়ে রাজা না শুনিল বাণী।
সেই পাপে পঞ্চত্ব পাইল নৃপমণি॥
স্বামির মরণে কন্যা কান্দিল অপার।
ধর্ম্মকেতু নামে তার হইল কুমার॥
পাত্র মিত্র গণ যত করিয়া যুকতি।
ছত্র দণ্ড দিয়া তারে করিল নৃপতি॥
ভীষ্ম বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
চন্দ্রকেতু রাজা যদি ত্যজিল জীবন॥
দুই যমদূত আসি করিল বন্ধন।
চন্দ্রকেতু নৃপে নিল যমের ভুবন॥

কপট করিয়া যম জিজ্ঞাসিল তারে।
তোমা সম নাহি কেহ ধার্ম্মিক সংসারে ॥
কিছু মাত্র অল্প পাপ আছয়ে তোমার।
ব্রত সাঙ্গ দিনে তুমি করিলা শৃঙ্গার ॥
আগে পাপ ভোগ কিবা করিবা আপন !
কিম্বা ধর্ম্ম ভোগ তুমি করিবা রাজন ॥
এত শুনি কহে রাজা ভাবি নিজ চিত্তে।
অল্প পাপ থাকে যদি ভুঞ্জিব অগ্রেতে ॥
ধর্ম্মরাজ বলে জন্ম গৃধ্রের যোনিতে।
হীন পক্ষী হয়ে থাক কৌণ্ডিন্যপুরেতে ॥
গৃধ্র পক্ষী হয়ে জন্ম লভিল রাজন।
চন্দ্রাবতী শুনিলেক এসব কথন ॥
বাপের বাড়ীতে কন্যা গেল দুঃখি মন।
জনকেরে কহিল এসব বিবরণ ॥
শুনি নীলধ্বজ রাজা হইল সচিন্তিত।
যুক্তি কৈল রাজপুরোহিতের সহিত ॥
যুক্তি করি চাহি তবে বলিল কন্যারে।
স্বয়ম্বর করি পুন বর অন্য বরে ॥
কন্যা বলে হেন বাক্য না বলিহ আর।
আপনার দেহ আমি করিব সংহার ॥
কৌণ্ডিন্য নগরে যদি না পাঠাও মোরে।
নারীহত্যা দিব তবে তোমার উপরে ॥
শুনি রাজা ভৃত্যগণ দিলেন সংহতি।
কৌণ্ডিন্য নগরে পুনঃ গেল চন্দ্রাবতী ॥
গৃধ্ররূপ দেখি কন্যা আপন স্বামিরে।
বিলাপ করিয়া কান্দে অনেক প্রকারে ॥
ক্রন্দন নিবর্ত্তি তবে বলয়ে বচন।
কি কারণে ব্রত ভঙ্গ করিলা রাজন ॥
তার ফল ভুঞ্জ তুমি নাহিক এড়ান।
কেমনে তোমারে আমি পাব মতিমান ॥
ধর্ম্মরাজ তব হেন করিলেক গতি।
আমি আজি শাপ দিব ধর্ম্মরাজ প্রতি ॥
এতেক বলিয়া জল লইলেক হাতে।
শাপভয়ে ধর্ম্ম তথা আইল সাক্ষাতে ॥
করযোড়ে কন্যা প্রতি বলয়ে বচন।
আমারে শাপিতে মাতা চাহ কি কারণ ॥
তব স্বামী চন্দ্রকেতু কৈল অকারণ।
ব্রতসাঙ্গ দিনে তোমা করিল রমণ ॥
সেকারণে পাপ তার হইল অতিশয়।
যাহা করি তাহা ভুঞ্জি নাহিক সংশয় ॥
আমার বচনে কোপ কর নিবারণ।
শাপে মুক্ত তব স্বামী হইবে এখন ॥
এই মূর্ত্তি ত্যজি শুন দিব্যমূর্ত্তি হবে।
নাহিক সংশয় আজি স্বামিকে পাইবে ॥
এতেক বলিতে স্বর্গে দুন্দুভি বাজিল।
গৃধ্ররূপ ত্যজি রাজা দিব্য মূর্ত্তি হইল ॥
দেবের আকৃতি হইল কন্যা চন্দ্রাবতী।
দেবরথ পাঠাইয়া দিল সুরপতি ॥
এত বলি দোঁহে কৈল স্বর্গে আরোহণ।
শুনহ পুরাণকথা ধর্ম্মের নন্দন ॥
চন্দ্রকেতু উপাখ্যান শুনে যেই জন।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় ব্যাসের বচন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে সদা শুনে পুণ্যবান ॥

### অথাষ্টমী ব্রতমাহাত্ম্যে সুবাহু রাজার উপাখ্যান ॥

ভীষ্ম বলিলেন শুন পাণ্ডুর নন্দন।
আর কিছু ব্রত কথা শুন দিয়া মন ॥
অষ্টমী নামেতে ব্রত পার্ব্বতী সেবনে।
জন্মরে অক্ষয় পুণ্য বেদেতে বাখানে ॥
আশ্বিনের শুক্ল পক্ষ অষ্টমীর দিনে।
শিব দুর্গা আরাধনা করে যেই জনে ॥
সর্ব্ব দুঃখে তরে সেই নাহিক সংশয়।
ইতিহাস কথা কহি শুন মহাশয় ॥
কহিলেন পূর্ব্বে যাহা ব্যাস মুনিবর।
শুনিয়া বিস্মিত মম হইল অন্তর ॥
সেই কথা কহি রাজা কর অবগতি।
সুবাহু নামেতে এক আছিল নৃপতি ॥
মহাধর্ম্মশীল রাজা ধর্ম্ম কর্ম্মে রত।
ব্রাহ্মণেরে নানাদান দেয় অবিরত ॥
ভূমি দান রত্নআদি গোধন কাঞ্চন।
যেই যাহা মাগে তাহা দেয় অনুক্ষণ ॥
বিচিত্র আরাম এক করিয়া রচন।
বিপ্রে পূজে দিয়া মাল্য অগুরু চন্দন ॥
এই মতে বহুদিন পূজিল ব্রাহ্মণে।
দৈববশে কত কালে পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে ॥
কোটি২ ব্রাহ্মণ করিল নিমন্ত্রণ।
দিব্য ভোগে সভাকারে করিল তোষণ ॥
যথোচিত দক্ষিণা দিলেন দ্বিজগণে।
আশীর্ব্বাদ করি সভে গেল নিজস্থানে ॥
অন্তঃপুরে যায় রাজা ভোজন কারণ।
হেনকালে দেখ এক দৈবের ঘটন ॥

সেইকালে এক দ্বিজ সুদেব নামেতে।
যাচ্ঞা করিল আসি রাজার সাক্ষাতে॥
যথোচিত দান মোরে দেহ নরবর।
কালবশে হৈল রাজা ক্রোধিতঅন্তর॥
কালে যাহা করে তাহা কে খণ্ডিতে পারে
অন্ন বস্ত্রআদি দান দিল ব্রাহ্মণেরে॥
তাহা পায়ে সন্তোষে চলিল দ্বিজ ঘরে।
ক্রোধচিত্ত নৃপতি চলিল অন্তঃপুরে॥
এই হেতু মহাপাপ ফলিল রাজনে।
কত দিনে নৃপতি দেখিল পুষ্পবনে॥
প্রতিদিন আসি পুষ্প গন্ধর্ব্ব হরয়।
ক্রোধচিত্ত নরপতি পুষ্প নাহি পায়॥
অল্প পুষ্প বিকসিত হয়ত কানন।
পুষ্পমাল্যে নারে দ্বিজে করিতে তোষণ॥
ভাবিয়া নৃপতি তবে রক্ষক রাখিল।
কোন জন তোলে পুষ্প লক্ষিতে নারিল॥
মনুষ্যের শক্তি নহে জানিল কারণে।
আপনি রহিল রাজা পুষ্পের রক্ষণে॥
পুষ্প তুলিবারে আইল গন্ধর্ব্বের পতি।
পুষ্পবনে অন্ন বৃষ্টি বরিষয়ে অতি॥
অন্ন বৃষ্টি দেখি হইল সচিন্তিত মন।
সেই রাত্রি রহে তথা জানিতে কারণ॥
প্রাতঃকালে নৃপতি দেখিল গন্ধর্ব্বেরে।
নিকটে আসিয়া রাজা জিজ্ঞাসিল তারে॥
কি নাম ধরহ তুমি কোথায় বসতি।
কোন হেতু পুষ্প আসি তোল নিতি২॥
আমার সম্ভ্রম কিছু নাহি তোর মনে।
আজি সে উচিত শাস্তি পাবি মম স্থানে॥
গন্ধর্ব্ব বলিল মম স্বর্গেতে বসতি।
পুষ্পধর নাম মম বিদ্যাধর জাতি॥
সুবেশ করিবে যত বিদ্যাধরীগণ।
এইহেতু পুষ্প আমি করি যে হরণ॥
আজিহইতে মিত্র তুমি হইলা আমার।
কোন কার্য্য সাধি দিব কহত তোমার॥
এক সবিস্ময় বড় হইল মোর মনে।
নিত্য২ পুষ্প হরি আমি এ কাননে॥
এক অপরূপ বড় দেখি হে রাজন।
কালিহইতে অন্ন কেন হয় বরিষণ॥
অদ্যাবধি অন্নবৃষ্টি হয় এই বনে।
রাত্রি বঞ্চিলাম আমি জানিতে কারণে॥
হেতু যদি জান রাজা কহত আমারে।
এত শুনি নরপতি কহিছে তাহারে॥
কোথা অন্ন বৃষ্টি হয় না পাই দেখিতে।
মিথ্যা বলি কেন তুমি ভাণ্ডাহ আমাতে॥
বিদ্যাধর বলে মিথ্যা হইবে কেমনে।
দিব্যচক্ষু দিয়া তুমি দেখহ নয়নে॥
এত শুনি দিব্য চক্ষে চাহে নরনাথ।
অন্ন বরিষণ দেখে করি দৃষ্টিপাত॥
পূর্ব্বের কারণ তার হইল স্মরণ।
গন্ধর্ব্ব চাহিয়া বলে শুন বিবরণ॥
এক কালে দৈবে আমি পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে।
অন্ন বস্ত্র দান আমি দিলাম ব্রাহ্মণে॥
সেইহইতে অন্ন বৃষ্টি হয়ত কাননে।
যাহা দেই তাহা পাই এ নহে এড়ানে॥
ইহলোকে হেনরূপ দেখিনু সাক্ষাতে।
পরলোকে ইতোধিক হইবে নিশ্চিতে॥
তারপর বিদ্যাধর শুনহ এখনে।
যে কালেতে অন্নদান দিলাম ব্রাহ্মণে॥
ক্রোধরূপে ব্রাহ্মণেরে দিলাম অন্নদান।
এ পাপ নরকহৈতে নাহিক এড়ান॥
এক নিবেদন করি শুনহ আমার।
এ পাপে যেমতে তরি করিবা প্রকার॥
এত শুনি বিদ্যাধর গেল সুরপুরে।
কহিল রাজার বার্ত্তা ইন্দ্রের গোচরে॥
শুনিয়া হাসিয়া ইন্দ্র বলয়ে বচন।
যত পুণ্য করিল সে না হয় কথন॥
পুণ্যফলে স্বর্গেতে আসিবে মতিমান।
আগেহৈতে তার তরে কর্য্যাছি উদ্যান॥
সুবর্ণ প্রাচীর দেখ সুবর্ণের ঘর।
সুবর্ণ পালঙ্ক শয্যা দেখ মনোহর॥
পুরীর সম্মুখে গিরি দেখ বিদ্যমান।
ভক্ষণ সামগ্রী দেখ অদ্ভুত বিধান॥
এত শুনি বিদ্যাধর হেতু জিজ্ঞাসিল।
রাজভোগে হেন দিব্য কিহেতু হইল॥
ইন্দ্র বলে কহি শুন পূর্ব্বের কাহিনি।
মহাপাপ অর্জিল সুবাহু নৃপমণি॥
পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে এক ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণে।
অন্নদান করিলেক অত্যন্ত যতনে॥
একগুণে দিতে এথা হয় সপ্তগুণ।
অন্নদান হেতু এই শুনহ নিপুণ॥
যাহা দেয় তাহা ভুঞ্জে নাহিক এড়ান।
তার ভক্ষ হেতু যে রাখিনু মতিমান॥
কিন্তু আর এক কথা শুন বিদ্যাধর।
যখন ব্রাহ্মণে দান দিল নৃপবর॥

ক্রোধ করি অন্নদান দিলেক ব্রাহ্মণে।
সে পাপ ভুঞ্জিতে হবে যমের সদনে॥
এত শুনি সবিস্ময় হৈল বিদ্যাধর।
করযোড়ে কহে পুনঃ ইন্দ্রের গোচর॥
সুবাহুর সঙ্গে মম মিত্রতা হইল।
বিনয় করিয়া রাজা আমারে কহিল॥
এই পাপ ভোগ তুমি খণ্ডাবা আমার।
তাহার অগ্রেতে আমি কৈনু অঙ্গীকার॥
হেন পাপ ভোগ সখা ভুঞ্জিবা আপনে।
সাক্ষাতে কেমনে আমি দেখিব নয়নে॥
ইহার প্রকার মোরে কহ মহাশয়।
ইথে মুক্ত নরপতি কোনমতে হয়॥
ইন্দ্র বলে তার এক আছয়ে উপায়।
শীঘ্রগতি গিয়া তুমি কহিবা রাজায়॥
অষ্টমীর উপবাস পার্ব্বতী সেবনে।
রাজার নগরে করি থাকে যেই জনে॥
তার অঙ্গ সেই দিন পরশ করিবে।
স্নান করি ব্রতী হয়ে তপ আরম্ভিবে॥
কাটিয়া অঙ্গের মাংস রাখিবে রুধিরে।
শিব দুর্গা আরাধিবে এক সম্বৎসরে॥
বৎসর হইলে পূর্ণ ব্রত সাঙ্গ করি।
বেদবিজ্ঞ দ্বিজগণে আনিবে আদরি॥
অন্নদান ভূমিদান দিবে দ্বিজগণে।
আজ্ঞা লয়ে পশ্চাতে সে করিবে পারণে॥
তবে তার পাপ এই হইবে খণ্ডন।
এত শুনি গন্ধর্ব্ব হইল হৃষ্ট মন॥
কহিল এ সব গিয়া রাজার গোচরে।
শুনি নরপতি তবে ভ্রমিল নগরে॥
অষ্টমীর উপবাসি কারে না দেখিল।
অনেক ভ্রমিয়া রাজা সচিন্তিত হৈল॥
নগরের নারী এক ছিল বেশ্যাঘরে।
স্ত্রী পুরুষে কন্দল করিল বহুতরে॥
নিরাহারে আছে তারা অষ্টমী দিবস।
তার অঙ্গ গিয়া রাজা করিল পরশ॥
ব্রতী হয়ে সম্বৎসর পার্ব্বতী পূজিল।
মহাপাপ ভোগহৈতে নৃপতি তরিল॥
দান ধ্যান বহুতর করিল রাজন।
অন্তে তনু ত্যাজি গেল বৈকুণ্ঠভুবন॥
অষ্টমীর উপবাস পূর্ণব্রত গণি।
কহিল পুরাণ কথা শুন নৃপমণি॥
শোক দূর কর রাজা স্থির কর মন।
স্বধর্ম্মেতে রাজকর্ম্ম করহ পালন॥
অষ্টমীর ব্রত কথা শুনে যেই জন।
সর্ব্ব দুঃখে তরে সেই ব্যাসের বচন॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরি।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি॥

### অথ একাদশী ব্রতোপলক্ষে যজ্ঞমালীর উপাখ্যান।

কহেন গঙ্গার পুত্র কুন্তীর পুত্রেরে।
আর কিছু ব্রত কথা কহিব তোমারে॥
একাদশী ব্রত কথা সর্ব্বব্রত সার।
অবধান কর শুন ধর্ম্মের কুমার॥
পূর্ব্বে কহিয়াছি একাদশী অনুষ্ঠানে।
পারণাদি অতঃপর শুন একমনে॥
শুদ্ধ চিত্তে এই ব্রত করে আচরণ।
সর্ব্ব দুঃখে তরে সেই পাপ বিমোচন॥
প্রাতঃকালে স্নান করি একাদশী দিনে।
ধৌত বস্ত্র পরি তৈল গ্রহণ বর্জ্জনে॥
সেইরূপে জনার্দ্দন করিয়া স্থাপন।
ত্রিকোণ করিয়া করি আসন রচন॥
পূর্ব্বমুখ হয়ে ব্রতী বসিবে আসনে।
শুদ্ধচিত্তে আরাধিয়া দেব নারায়ণে॥
ন্যাস মন্ত্র পড়ি স্নান জপ নমস্কার।
মূলমন্ত্র জপি ধ্যান করি আরবার॥
তদন্তরে নানা পুষ্পে পূজিবে বিধানে।
হৃদয়কমলোপরি রাখি নারায়ণে॥
তদন্তরে নৈবেদ্য যে নানা উপহারে।
তাহা দিয়া পুনরপি পূজিবে আচারে॥
নৈবেদ্য তুলসী দিয়া করি নিবেদন।
পূজাঅনুসারে তবে করে বিসর্জ্জন॥
অবশেষে বাঁটিয়া দিবেক ভক্তগণে।
শিরে কর ধরি করি পূজাসমাধানে॥
পরদিন প্রাতঃকালে স্নান দান করি।
নানাবিধ উপহারে পূজিবে শ্রীহরি॥
পূজাসমাধান করি দিয়া বিসর্জ্জন।
তদন্তরে দ্বিজগণে করাবে ভোজন॥
নিজবন্ধু বান্ধব যতেক জ্ঞাতিগণ।
সভাকারে আনিবে করিয়া নিমন্ত্রণ॥
পারণা করিবে তবে বন্ধুগণ লয়ে।
ব্রত সমর্পিবে তবে সাবধান হয়ে॥
এইরূপে পূজা করি যে সেবে শ্রীহরি।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয়ে যায় বিষ্ণুপুরী॥

পূর্ব্ব ইতিহাস কথা কহিনু তোমাতে।
একাদশী দিনে উপবাস হৈল যাতে॥
গালব মুনির পিতা পুত্রের সম্বাদ।
একাদশী করি তার ঘুচিল প্রমাদ॥
কহিনু তোমারে রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
পুরাণ সম্মত কথা ব্যাসের রচন॥
মুনি বলে অবধান কর জনমেজয়।
এতেক শুনিয়া কথা ধর্ম্মের তনয়॥
চিত্তগত ভ্রান্তি গেল শান্ত হৈল তনু।
পুনরপি জিজ্ঞাসেন কুন্তীঅঙ্গজনু॥
কোন প্রকারেতে ভক্তি সাধি দামোদরে।
কিবা ভক্তি সাধিলে কি ফল পায় নরে॥
শ্রবণ কীর্ত্তন পূজা আত্মনিবেদন।
দাস্যভাব সখ্যভাব চরণবন্দন॥
বিষ্ণুর মন্দির যেবা করয়ে মার্জন।
দাস্যভাব করিয়া যে ভজে নারায়ণ॥
তাহার কি ফল হয় কহ মহাশয়।
নিতান্ত উদ্বেগ চিত্তে খণ্ডাহ সংশয়॥
ভীষ্ম কন ভাল জিজ্ঞাসিলা নৃপমণি।
অবধান কর কহি পূর্ব্বের কাহিনী॥
দেবমালী নামে বিপ্র ছিল শান্তিপুরে।
সর্ব্ব শাস্ত্রে বিশারদ বিদিত সংসারে॥
যজন যাজন কৃষি বাণিজ্য ব্যাপারে।
করিল সঞ্চয় ধন বিবিধপ্রকারে॥
এইরূপে নানা সুখে বঞ্চে তপোধন।
অপত্যবিহীন দ্বিজ সদা দুঃখি মন॥
এক দিন ভার্য্যাসহ বসি তপোধন।
পুত্রাভাবে নানাবিধ করয়ে শোচন॥
পুত্রহীন বৃথা জন্ম বেদের বচন।
ইহকালে দুঃখ অন্ত নরকে গমন॥
দুগ্ধহীন গবী যেন পুত্রহীন তেন।
এইরূপে দ্বিজ বহু করিল শোচন॥
ভাবিতে ভাবিতে তার যুবাকাল গেল।
তথাপি তাহার ভাগ্যে অপত্য নহিল॥
পুত্রহীন চিন্তায় আকুল তপোধন।
নারদ জানিয়া দেখা দিলেন তখন॥
নারদে দেখিয়া মুনি কৈল আবাহন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া কৈল চরণবন্দন॥
দেবমালী দ্বিজেরে জিজ্ঞাসে তপোধন।
কহ মুনিবর কেন বিরস বদন॥
করযোড় করি তবে করে নিবেদন।
সর্ব্ব তত্ত্ব জ্ঞাত তুমি মহাতপোধন॥
চরাচরে হইয়াছে যেবা হইবেক।
ভূত ভাবি বর্ত্তমান জানহ প্রত্যেক॥
নারদ কহেন মন বুঝিয়া তাহার।
সন্দেহ না কর দ্বিজ হইবে কুমার॥
অচিরে হইবে তব দুইটি নন্দন।
এত বলি স্বস্থানে গেলেন তপোধন॥
দেবমালী মহাযজ্ঞ কৈল আরম্ভণ।
যজ্ঞ ভেদি হইল আসি দুইটি নন্দন॥
পরম সুন্দর শিশু অতি সুলক্ষণ।
দেখি আনন্দিত মনে ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ॥
যজ্ঞেতে জন্মিল নাম যজ্ঞমালী হইল।
সুমালী বলিয়া নাম কনিষ্ঠে রাখিল॥
যজ্ঞমালী জেষ্ঠ পুত্র ধর্ম্মশীল হইল।
সুমালী কনিষ্ঠ পুত্র পাপিষ্ঠ জন্মিল॥
কত দিনে যজ্ঞে দুই হইল নন্দন।
তদন্তরে দেবমালী দৃঢ় করি মন॥
সংসার বাসনা সুখ ছাড়িতে ইচ্ছিল।
আপনার সঞ্চিত যতেক ধন ছিল॥
সমান করিয়া ভাগ দিল দুই সুতে।
অরণ্যে প্রবেশ কৈল ভার্য্যার সহিতে॥
জটাচীর পরিধান হইয়া তপস্বী।
নর্ম্মদার তীরে গিয়া উত্তরিল ঋষি॥
জানন্তি নামেতে তথা মহাতপোধন।
সর্ব্ব শাস্ত্রে বিজ্ঞ ত্রিকালজ্ঞ বিচক্ষণ॥
বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ হরিনামে রত।
চতুর্দ্দিগে শিষ্ট যত শিষ্য অগণিত॥
তার কাছে আসি উত্তরিল তপোধন।
জানন্তি মুনিরে দেখি কৈল অভ্যর্থন॥
অতিথি বিধানে পূজা করিল মুনিরে।
তবে তারে জিজ্ঞাসিল মহামুনিবরে॥
কোথাহতে আইলা দ্বিজ কোথায় নিবা
কোন প্রয়োজনেতে আইলা মম পাশ॥
এত শুনি বলে ঋষি করিয়া প্রণাম।
ভৃগুবংশে জন্ম মম দেবমালী নাম॥
যোগ সাধিবারে আইলাম তব স্থান।
কৃপা করি মোরে দেব দেহ তত্ত্ব জ্ঞান
কিরূপে তরিব আমি এভব সংসার।
কাহাহইতে সংসার বন্ধনে হব পার॥
কহ কি আশ্রয় করি পাপেতে তরিব।
কিরূপেতে পুনর্জন্ম দোষ খণ্ডাইব॥
কহ মুনিবর মোরে যদি কর দয়া।
তোমার প্রসাদে যেন তরি হরিমায়া॥

এত শুনি কহিতে লাগিল তপোধন।
ত্রিদশের নাথ বিষ্ণু এক সনাতন॥
তাঁহাতে আশ্রয় কৈলে সর্ব্বপাপ খণ্ডে।
সংসারহইতে তরে ঘোর যমদণ্ডে॥
তাঁহার আশ্রয় বিনা গতি নাহি আর।
এই ব্রহ্মসনাতন সংসারের সার॥
তাঁহারে ভজহ পূজ তাঁরে কর স্তুতি।
তাঁর সেবা কর তাঁরে করহ ভকতি॥
নাম গুণ শ্রবণ করহ অনুক্ষণ।
সংসার তরিতে এই কহিনু লক্ষণ॥
এত শুনি আনন্দিত হইল দেবমালী।
প্রদক্ষিণ করি বিপ্র তথাহইতে চলি॥
ভার্য্যাসহ উত্তরিল যমুনার তীরে।
স্তুতি ভক্তি করিয়া পূজিল দামোদরে॥
একান্ত ভকতি করি কৃষ্ণ আরাধিল।
যোগে তনু ছাড়ি বিষ্ণুপুরে প্রবেশিল॥
চিতাকরি তার ভার্য্যা জ্বালিল আগুনি।
পতিসঙ্গে বিষ্ণুপুরে গেল সুবদনী॥
যজ্ঞমালী সুমালী যুগল পুত্র তার।
মহামতি যজ্ঞমালী ধর্ম্ম অবতার॥
পিতার যতেক ধন সঞ্চিত আছিল।
নানাবিধ দান দয়া পুণ্য কর্ম্ম কৈল॥
তড়াগ পুষ্করিণী কূপ দিল স্থানে২।
বিচিত্র মন্দির ঘর দিল নারায়ণে॥
নানাবিধ ধ্যানে দেবগণে আরাধিল।
দাস্যভাব করি কৃষ্ণচরণ সেবিল॥
দেখিল সকল জীব সমান আপন।
নিজ হস্তে কৈল হরিমন্দির মার্জন॥
এইরূপে যজ্ঞমালী পুণ্য উপার্জিল।
পুত্র পৌত্র বৃদ্ধি হয়ে আনন্দে রহিল॥
সুমালী পাপিষ্ঠ বড় কৈল অনাচার।
পিতার সঞ্চিত ধন যত ছিল তার॥
অসত পাত্রে মজাইল সতে নাহি দিল।
বৃষলীর বশ হয়ে সব মজাইল॥
অবশেষে চুরি হিংসা পরিবাদ কৈল।
যত ধন ছিল এইরূপে মজাইল॥
যার পায় তার ধন চুরি করি আনে।
পশু হিংসা জীব হিংসা করে অনুক্ষণে॥
তার দুষ্টকর্ম্ম দেখি যত ভ্রাতৃগণ।
জ্যেষ্ঠভাই যজ্ঞমালী সহ জ্ঞাতিগণ॥
এক দিন যজ্ঞমালী নিভৃতে বসিয়া।
বিধিমতে বুঝাইল অনেক কহিয়া॥
না শুনিল তার বাক্য ক্রুদ্ধ হৈল মনে।
চুলে ধরি জ্যেষ্ঠবর্গে কৈল প্রহারণে॥
হাহাকার শব্দ হৈল পুরীর ভিতরে।
যতেক নগরবাসি আইল সত্বরে॥
তার দুষ্টকর্ম্ম দেখি সভে ক্রোদ্ধ হৈল।
মহাপাশে সুমালিরে বান্ধিয়া ফেলিল॥
তর্জ্জন গর্জ্জন বহু করিল তাড়ন।
অনেক প্রকার কৈল নগরের জন॥
দয়াশীল যজ্ঞমালী দয়া উপজিল।
ভ্রাতৃস্নেহ হেতু তারে মুক্ত করি দিল॥
দুঃখিত দেখিয়া তারে ক্ষমা দিল চিত্তে।
কুলের বাহির তারে করিল দুর্বৃত্তে॥
এইরূপে কতকাল করিল বঞ্চন।
হেনকালে দোঁহাকার হইল নিধন॥
ধর্ম্মআত্মা যজ্ঞমালী ধর্ম্মপরায়ণ।
পাঠাইয়া বিমান দিলেন নারায়ণ॥
দুই দূত আইলেক সুন্দর শরীর।
বিমানে লইয়া তারা আইল শিবির॥
রথে তুলি যজ্ঞমালী নিল সেইক্ষণে।
গন্ধর্ব্বেতে গীত গায় নর্ত্তক নাচনে॥
এইরূপে বৈকুণ্ঠেতে করিল গমন।
পথে সুমালির সঙ্গে হৈল দরশন॥
ভয়ঙ্কর যমদূত বিকৃতি আকার।
পাশে বান্ধি লয়ে যায় করিয়া প্রহার॥
পূর্ব্ব জন্মে যত পাপ করিল অর্জ্জন।
সে সব স্মরিয়া যায় করিয়া ক্রন্দন॥
দেখি সবিস্ময় চিত্ত যজ্ঞমালী হয়ে।
দূতগণে নিবেদিল বিনয় করিয়া॥
এই দুই দূত হয় কাহার কিঙ্কর।
কাহারে প্রহার করে কেবা এই নর॥
কোথাকারে লয়ে যায় কিসের কারণে।
বান্ধিয়া লইয়া যায় কোন প্রয়োজনে॥
যদি দূত জান তবে কহিবা আমারে।
এত শুনি বিষ্ণুদূত কহিছে তাহারে॥
এই দুই জন হয় যমের কিঙ্কর।
এই দুষ্ট পাপী দেখ তব সহোদর॥
যতেক অর্জ্জিল পাপ না হয় এড়ান।
বান্ধিয়া লইয়া যায় যমবিদ্যমান॥
এত শুনি যজ্ঞমালী মানিল বিস্ময়।
পুনরপি জিজ্ঞাসিল করিয়া বিনয়॥
যদি জান দূতগণ কহ বিবরণ।
কোন্ ২ প্রকারে এই হয়ত মোচন॥

দূতগণ বলে এই পাপী দুরাচার।
আছয়ে উপায় ইহার মুক্তি করিবার॥
তোমার সদনে আছে যদি কর দান।
পূর্ব্বের কাহিনী কহি কর অবধান॥
কৌশল নগরে পূর্ব্বে কামিলা নামেতে।
বৈশ্যকুলে জন্ম এক ছিল দুষ্টচিত্তে॥
গোব্রাহ্মণ বিনাশিয়া হয় দুষ্ট চোর।
তাহার পাপের কথা কি কহিব ঘোর॥
চুরি হিংসা করে সদা বেশ্যাপরায়ণ।
নানারূপ কুকর্ম্মী কুধর্ম্মী দুষ্টজন॥
তার দুষ্টকর্ম্ম দেখি যত বন্ধুগণ।
নগর বাহির করি দিল সেইক্ষণ॥
বন্ধুগণ তাড়নাতে ভয় পায়ে মনে।
ক্ষুধাতৃষ্ণাযুক্ত হয়ে প্রবেশিল বনে॥
ভ্রমিতে২ বনে সেই দুষ্ট বীর।
দৈবেতে পাইল এক কেশবমন্দির॥
মন্দির সমীপে এক সরোবর ছিল।
স্নান দান নিত্য কর্ম্ম তাহাতে করিল॥
শ্রম দূর গেল শান্ত হৈল কলেবর।
আশ্রয় করিল সেই মন্দিরভিতর॥
যত ভস্ম অঙ্গার আছিল ভাঙ্গাঘরে।
পরিষ্কার সে সব করিল নিজকরে॥
শ্রমযুক্ত হয়ে তাহে শয়ন করিল।
আয়ুঃ শেষে আসি কাল উপনীত হৈল॥
গৃহের ভিতরে মহাকাল সর্প ছিল।
দংশিয়া বৈশ্যেরে সেই বনান্তরে গেল॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ খণ্ডে যোগ্যতা কাহার।
সর্পের দংশনে মৃত্যু হইল তাহার॥
দুষ্ট দূত সেখানে আইল সেইক্ষণ।
মহাপাশে বৈশ্যপুত্রে করিল বন্ধন॥
জানিয়া যমের দুষ্ট কর্ম্ম গদাধর।
আমা দোঁহা পাঠাইয়া দিলেন সত্বর॥
সেইক্ষণে করিলাম মোচন তাহার।
যমদূতে করিলাম বহু তিরস্কার॥
সেই পুণ্যে বিষ্ণুর সাহায্যে মুক্তি পায়।
পূর্ব্বের কাহিনি এই জানাই তোমায়॥
গোচর্ম্ম প্রমাণ বিষ্ণুমন্দির মার্জ্জনে।
উদ্ধারহ নিজ ভ্রাতৃ দয়া পুণ্য দানে॥
এত শুনি যজ্ঞমালী আনন্দিত মনে।
সুমালিরে পুণ্যদান দিল সেইক্ষণে॥
গোচর্ম্ম প্রমাণ তবে ফল সে পাইল।
দয়া করি পুণ্য তারে যজ্ঞমালী দিল॥
পুণ্যের প্রভাবে সব পাপ হৈল ক্ষয়।
যমদূত প্রতি তবে বিষ্ণুদূত কয়॥
ভ্রাতৃ পুণ্যফলে এই পাইল নিস্তার।
ছাড়হ ইহারে তোরা আরে দুরাচার॥
ইহার উপরে তোর নাহিক শাসন।
এত বলি মুক্ত করি দিল সেইক্ষণ॥
যজ্ঞমালী শুনি তবে শুদ্ধচিত্ত হয়ে।
উভয়ে বৈকুণ্ঠে গেল বিমানে চাপিয়া॥
সুমালির কথা যমদূতে নিবেদিল।
শুনিয়াত যমদূতে প্রবোধ করিল॥
সেইক্ষণ যজ্ঞমালী নির্ব্বাণ পাইল।
বিষ্ণুর সাযুজ্য মুক্তি সুমালী লভিল॥
সেই পুণ্য ফলে সেই গেল স্বর্গবাস।
ধর্ম্মসনে গঙ্গাপুত্র কন ইতিহাস॥
শ্রদ্ধা ভক্তি হয়ে যেই দাস্য ভাব করি।
মন্দিরমার্জ্জনা করি ভজয়ে শ্রীহরি॥
তাহার পুণ্যের কথা কে কহিতে পারে।
অবহেলে এ ভব সংসার সুখে তরে॥
কহিলাম তোমারে এ ধর্ম্মের নন্দন।
পূর্ব্বের কাহিনি এই ব্যাসের বচন॥
এক চিত্ত এক মনে শুনে যেই জন।
তাহার পাপের কথা না হয় কথন॥
এ ভব সংসার সুখে তরে অবহেলে।
তাহার পাপের পীড়া নহে কোনকালে॥
নাহিক সংশয় ইথে ব্যাসের বচন।
কাশীদাস কহে ভাবি গোবিন্দ চরণ॥

অথ বিষ্ণু প্রদক্ষিণ প্রস্তাবে বৃহস্পতি ও ইন্দ্রের সংবাদ।

এতেক শুনিয়া কথা ধর্ম্ম নৃপবর।
পুনরপি জিজ্ঞাসেন করি যোড়কর॥
প্রদক্ষিণ করে যেই দেব নারায়ণে।
প্রণিপাত আর স্তব করে দৃঢ় মনে॥
তাহার কি পুণ্য ফল কহ মহাশয়।
চিত্তের সন্দেহ মম ঘুচাহ নিশ্চয়॥
ভীষ্ম বলিলেন ভাল জিজ্ঞাসা তোমার।
গোবিন্দেরে প্রণাম করে যে অনিবার॥
তাহার পুণ্যের কথা কে কহিতে পারে।
পূর্ব্বের কাহিনি রাজা কহিব তোমারে॥
ব্রহ্মার প্রপৌত্র জীব অঙ্গিরাকুমার।
দেবের পরম গুরু বিখ্যাত সংসার॥

শক্রের নগরে তার পুরীর নির্ম্মাণ।
কাঞ্চনে পূর্ণিত পুর নানা ভোগবান॥
লীলারূপে তাহাতে প্রকাশ দামোদর।
তার মধ্যে দিব্য এক মন্দির সুন্দর॥
প্রাতঃ সন্ধ্যা কালে তবে গুরু বৃহস্পতি।
প্রদক্ষিণ করিয়া কৃষ্ণেরে করে স্তুতি॥
এইরূপে নিত্য২ করয়ে বন্দন।
এক দিন গেল ইন্দ্র গুরুর ভবন॥
প্রদক্ষিণ করে গুরু দেব জনার্দ্দনে।
দণ্ডবৎ প্রণিপাত করে হৃষ্টমনে॥
চক্রাবর্ত্তে সপ্তবার মন্দির ফিরিয়া।
প্রণাম করয়ে কৃষ্ণে প্রদক্ষিণ হৈয়া॥
হেনকালে আসি ইন্দ্র গুরুর সাক্ষাৎ।
বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করে করি প্রণিপাত॥
নানাবিধ ভক্তি কৃষ্ণে কহে মুনিগণ।
স্তুতি পূজা ধ্যান আদি অর্চ্চন বন্দন॥
এ সব ছাড়িয়া তুমি প্রদক্ষিণ করি।
দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া পূজ হরি॥
ইহার কি ফল হয় কহিবা আমারে।
এত শুনি বৃহস্পতি কহিল তাহারে॥
সম্যক প্রকারে ফল কহিতে না জানি।
অবধানে কহি শুন পূর্ব্বের কাহিনি॥
এক দিন গিয়া পিতামহ বিদ্যমানে।
দেখিলাম যোগে বসি আছেন মননে॥
ধ্যান অবশেষে তবে প্রদক্ষিণ হৈয়া।
প্রণিপাত করিলাম শিরে হাত দিয়া॥
দেখিয়া বিস্ময় মম হৈল অন্তরে।
ইহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিলাম ব্রহ্মারে॥
কৃপা করি ব্রহ্মা যে কহিলেন আমারে।
সেই কথা শুন ইন্দ্র কহি যে তোমারে॥
পূর্ব্বে সত্য যুগে দ্বিজ সুদেব নামেতে।
দুষ্টাচার পাপ বুদ্ধি আছিল জগতে॥
বেশ্যাপরায়ণ লুব্ধ পাপী দুরাচার।
নিরন্তর পরদ্রব্য করে অপহার॥
তার কর্ম্ম দেখি সর্ব্বে ধিক্কার জন্মিল।
নগরহৈতে তারে বাহির করিল॥
মহাবনে প্রবেশিল সেইত ব্রাহ্মণ।
নর্ম্মদার তীরে আসি দিল দরশন॥
তথায় দেখিল তপ করে এক মুনি।
তারে বিড়ম্বনা কৈল তত্ত্ব নাহি জানি॥
গৃধ্র পতগের পাখা করেতে আছিল।
সেই পাখা মুনির জটায় নিযোজিল॥

হাস্য পরিহাস করি অনেক কহিল।
ময়ূরের পুচ্ছ তার শিরে আরোপিল॥
অতি সুশোভন দেখি জটার উপর।
এত শুনি হৈল মুনি সক্রোধঅন্তর॥
না জানি আমারে দুষ্ট কর বিড়ম্বন।
ইহার উচিত শাপ দিব এইক্ষণ॥
গৃধ্র পতগের পাখা মম শিরে দিলে।
হইয়া গৃধিনী পক্ষী জন্মহ ভূতলে॥
এত শুনি পুনর্দ্বিজ বলিল বচন।
স্মৃতি ভঙ্গ আমার যে না হয় কখন॥
এত বলি দুঃখিচিত্ত হৈল তপোধন।
সেইক্ষণে পঞ্চত্ব পাইল সে ব্রাহ্মণ॥
শরীর ত্যজিয়া দ্বিজ গৃধ্ররূপ হৈল।
নিবাস করিয়া সেই বনেতে রহিল॥
এইরূপে কত দিন আছয়ে বনেতে।
এক দিন ব্যাধ তারে দেখে আচম্বিতে॥
আকর্ণ পূরিয়া বাণ পক্ষিরে মারিল।
অত্যল্প বাজিল বাণ কিছু না হইল॥
ঊর্দ্ধায় করিয়া পক্ষী যায় পলাইয়া।
পাছে২ ব্যাধপুত্র চলিল ধাইয়া॥
কত দূরে গিয়া পক্ষী নির্জীব হইয়া।
উড়িয়া পড়িল এক দেবালয়ে গিয়া॥
ধায়ে গিয়া ব্যাধ সেই পক্ষিরে ধরিল।
প্রদক্ষিণ করি শীঘ্র শরীর ত্যজিল॥
সাতবার প্রদক্ষিণ দেবালয়ে করি।
পঞ্চত্ব পাইল পক্ষী দিব্য মূর্ত্তি ধরি॥
বিষ্ণুপুরে প্রবেশিল বিমানে চড়িয়া।
নিজ গৃহে গেল ব্যাধ মরা পক্ষী লৈয়া॥
পাইল নির্ম্মল মুর্ত্তি দেব নারায়ণে।
প্রদক্ষিণ মহিমা কে কহিবারে জানে॥
ব্রহ্মার বচনে আমি মানিনু সংশয়।
সেইহৈতে প্রদক্ষিণ করি দেবালয়॥
দণ্ডবৎ প্রণাম করিল বহু স্তুতি।
জানাই তোমারে ইন্দ্র পূর্ব্বের ভারতী॥
ভীষ্ম কন অবধান করহ রাজন।
এত শুনি সবিস্ময় সহস্রলোচন॥
সেইহৈতে হৈল ইন্দ্র প্রদক্ষিণে রত।
কহিনু তোমারে রাজা পুরাণের মত॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
শুনিলে পবিত্র হয় জন্ম নাহি আর॥
ব্যাসের বচন ইথে নাহিক সংশয়।
শান্তিপর্ব্ব কথা কাশীদাস বিরচয়॥

## অথ সাধুসঙ্গ প্রশংসোপলক্ষে উতঙ্কোপাখ্যান।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জনমেজয়।
এতেক শুনিয়া তবে ধর্ম্মের তনয়॥
মায়া মোহ ত্যজিয়া হইলেন সুস্থির।
পুনরপি ভীষ্মে জিজ্ঞাসেন যুধিষ্ঠির॥
কিরূপে এ ঘোর মায়া ত্যজে জ্ঞানি জন।
কিরূপে জনম সেই করয়ে খণ্ডন॥
কিরূপেতে সাধু সঙ্গ করে জীবগণ।
সংসারের মায়াজাল করয়ে খণ্ডন॥
সাধু সঙ্গ করি কি বা ভক্তি পায় নর।
ইহার বৃত্তান্ত আজ্ঞা কর কুরুবর॥
ভীষ্ম বলিলেন ভাল জিজ্ঞাস রাজন।
ঈশ্বরের মায়া খণ্ডে আছে কোন জন॥
সর্ব্বত্র ঈশ্বর স্থিত সমভাব করি।
ছোট বড় যত সব আত্মভাব ধরি॥
সকলের আত্মা হরে এক ভগবান।
কারো শত্রু মিত্র নন সর্ব্বত্র সমান॥
মায়ার প্রভাবে সব অখিল মোহয়।
জ্ঞানি জন মায়াজাল জ্ঞানেতে ছেদয়॥
জ্ঞানরূপ ভগবান মায়ার নিধান।
কহিব তাঁহার কথা শুন মতিমান॥
ঈশ্বর মায়াতে মোহিত চরাচর।
মায়া অবলম্বিয়া রহেন দামোদর॥
মায়াতে হইয়া বন্ধি মরে মূঢ় জন।
মম ঘর মম বাড়ী মম পরিজন॥
এ সব সম্পত্তি মম মম ভ্রাতৃগণ।
এ সব চিন্তিত হয় মায়ার কারণ॥
মায়ার প্রভাবে কাম বাড়ে অতিশয়।
চুরি হিংসা পরিবাদ ক্রোধ লজ্জা ভয়॥
কখন মরিব বলি চিত্তে নাহি করে।
মায়া জালে বন্ধ হয়ে ভ্রময়ে সংসারে॥
ঈশ্বর নির্ম্মিত সব নাহি জানে জ্ঞানে।
আমার২ করি মরে অকারণে॥
পুত্র মিত্র ভার্য্যা কেহ সঙ্গে সাথী নয়।
মরিলে সম্বন্ধ নাহি কারো কাতে রয়॥
হরিনাম হরি গুণ শ্রবণ কীর্ত্তন।
মায়াতে হইয়া বন্ধ না করে স্মরণ॥
এইরূপে ঈশ্বরের মায়ার নিধান।
তরিবে ইহাতে যেই হয় মতিমান॥
গৃহধর্ম্ম করিয়া করিবে সাধু সঙ্গ।
হরিনাম হরিগুণ কীর্ত্তন প্রসঙ্গ॥
সাধুমুখে কৃষ্ণ জ্ঞান অস্ত্র করে ধরি।
মায়াজাল বন্ধন কাটহ ত্বরা করি॥
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে করে সাধু দরশন।
ঈশ্বরের মায়া তরে সেই মহাজন॥
অজ্ঞানে বা জ্ঞানে করে অমৃত ভোজন।
তথাপি অমর হয় বেদের লিখন॥
অবহেলে সংসার সাগর হয় পার।
সাধু সঙ্গ হৈলে পুনর্জ্জন্ম নাহি আর॥
পূর্ব্ব ইতিহাস কথা কহিব ইহাতে।
সাবধান হয়ে রাজা শুন একচিতে॥
কলিক নামেতে ব্যাধ ছিল শান্তিপুরে।
বহু পাপ দুরাচার করিল সংসারে॥
চুরি হিংসা পরদ্রোহী বেশ্যাপরায়ণ।
পরদ্রব্য লোভ লুব্ধ করে অনুক্ষণ॥
গো ব্রাহ্মণ মিত্র হিংসা করে প্রতিক্ষণ।
তাহার পাপের কথা না হয় কথন॥
অনুক্ষণ পরদ্রব্য অপহার করে।
এক দিন গেল ব্যাধ সৌভরি নগরে॥
নগর ভিতর গিয়া পশিল সত্বর।
বিচিত্র কাননে আছে রম্য সরোবর॥
তথা গিয়া কলিক হইল উপনীত।
দেবালয় তথা গিয়া দেখে আচম্বিত॥
নানা ধাতু বিরচিত বিচিত্র গঠন।
উপরেতে সুশোভন কলস কাঞ্চন॥
দেখিয়া হইল ব্যাধ আনন্দিত মন।
মন্দির নিকটে তবে করিল গমন॥
দেখিল ব্রাহ্মণ এক আছয়ে বসিয়া।
জিজ্ঞাসিল কহ দ্বিজ আছ কি লাগিয়া॥
উতঙ্ক নামেতে দ্বিজ সর্ব্ব গুণান্বিত।
বেদ শাস্ত্রে বিজ্ঞ সাধু সর্ব্বত্র বিদিত॥
নানাবিধ অলঙ্কার স্বর্ণ পাত্রাসন।
লিঙ্গরূপী মূর্ত্তি তথা দেব জনার্দ্দন॥
পূজার ভাজন নানা সুবর্ণরচিত।
দেখি আনন্দিত ব্যাধ হৃদয়ে চিন্তিত॥
ভাবিলেক নিশা যোগে এই ব্রাহ্মণেরে।
মারিয়া লইয়া যাব দ্রব্য নিজঘরে॥
এতেক ভাবিয়া মনে নিশ্চয় করিল।
মন্দির সমীপে বনে লুকায়ে রহিল॥
দিন অবসান নিশা হইল তথাতে।
হাতে খড়্গ আইল ব্যাধ মুনিরে মারিতে॥

বুকে জানু দিয়া তবে ধরে সেইক্ষণ।
খড়্গ ঊর্দ্ধ করি হানিবারে কৈল মন ॥
খড়্গ ধরি হস্তে মুনি বলয়ে ব্যাধেরে।
কি হেতু আমারে তুমি চাহ মারিবারে ॥
কিছু অপরাধ নাহি করি তব স্থানে।
নির্ব্বিরোধী আমি মোরে মার কি কারণে ॥
একাকী দেখি যে তোমা নিস্পৃহ লক্ষণ।
তবে কোন হেতু বুদ্ধি দেখি কুলক্ষণ ॥
অহিংসা পরম ধর্ম্ম বেদেতে বাখানে।
সাধু নাহি হিংসা করে অহিংসক জনে ॥
কালেতে কুবুদ্ধি যদি ঘটে কদাচিত।
তথাপিহ হিত করে না করে অহিত ॥
কালরূপী ভগবান এক সনাতন।
সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি তিনি করেন সৃজন ॥
সেই হেতু তোমারে দেখি যে কুলক্ষণ।
প্রায় বুঝি বিবুদ্ধি দিলেন নারায়ণ ॥
অখিলপতির মায়া অখিলে মোহয়।
ঈশ্বরের মায়াজাল কেহ না বুঝয় ॥
মায়াতে করিয়া বদ্ধ যত জীবগণে।
কালরূপী জনার্দ্দন ভ্রমেন ভুবনে ॥
পুত্র মিত্র কলত্র বান্ধব পরিজন।
ভৃত্যআদি জন ধন এ সব কারণ ॥
ব্যস্ত হয়ে লোক করে নানা পর্য্যটন।
নানা দুঃখ পায়ে করে বিত্তউপার্জন ॥
নানা ভোগ দুঃখ পায়ে পোষে পরিবারে।
মোর ঘর দ্বার বলি অকারণ মরে ॥
মরিলে সম্বন্ধ নাহি না বুঝে পামর।
একা হয়ে জন্মে জীব যায় একেশ্বর ॥
পুত্র মিত্র পরিবার না যায় সঙ্গেতে।
আপনা না ভাবে জীব ঈশ্বরমায়াতে ॥
সাধুসঙ্গে বিবর্জিত লুব্ধক হইয়া।
না জানে ঈশ্বরমায়া তত্ত্ব না বুঝিয়া ॥
সেইত কৃষ্ণের মায়া কি বলিব আর।
ব্রহ্মা ইন্দ্র নাহি বুঝে প্রভাব যাহার ॥
যার নাম গুণের প্রভাব অবর্ণিত।
কেবা সে বুঝিবে তত্ত্ব জগতে বিস্তৃত ॥
শঙ্কর যাহার মায়াতত্ত্ব নাহি জানে।
মনুষ্য হইয়া কেবা জানিবে কি জ্ঞানে ॥
জ্ঞানরূপী ভগবান জগৎ ঈশ্বর।
জ্ঞানে মাত্র জানে জ্ঞানী জ্ঞানের অপর ॥
চরণারবিন্দ তাঁর যে করয়ে সার।
আপনাকে দিয়া প্রভু বশ হন তার ॥
যে জন চরণারবিন্দ চিন্তে নিরন্তর।
দুঃসহ সঙ্কটে তারে রাখেন শ্রীধর ॥
যাঁর নাম স্মরণে অশেষ পাপ হরে।
পাপী হয়ে তত পাপ করিতে না পারে ॥
বহু ক্লেশে ধন লোক করে উপার্জন।
ধন দিয়া পোষয়ে বান্ধব পরিজন ॥
ঈশ্বরের কর্ম্মে কিছু নাহি করে ব্যয়।
অধর্ম্মের সঙ্গে অসৎ পাত্রেতে মজায় ॥
পরলোকে কি হইবে চিত্তে নাহি ধরে।
ঈশ্বরের নাম গুণ স্মরণ না করে ॥
অন্তকালে হয় তার নরকে বসতি।
আপনাকে না জানে দারুণ মহামতি ॥
দেহমদে মাতিয়া করয়ে অহঙ্কার।
সাধু জন নিন্দা করে দুষ্ট ব্যবহার ॥
গোব্রাহ্মণ হিংসা করে হিংসে সাধু জন।
অধোগতি হয় তার নরকে গমন ॥
এইরূপে শাস্ত্র কথা অনেক কহিল।
শুনিয়া কলিক মনে বিস্ময় মানিল ॥
সাধু পরশনে মাত্র পাপ দূরে গেল।
করযোড় করি তবে উতঙ্কে কহিল ॥
অপরাধ কৈনু মুনি ক্ষম মহাশয়।
তোমার পরশে মম পাপ হৈল ক্ষয় ॥
নমোনম তোমার চরণে নমস্কার।
যাহার প্রসাদে তরি এ ভব সংসার ॥
পূর্ব্ব জন্মে যত পাপ কৈনু উপার্জ্জন।
এই জন্মে তত পাপ না হয় গণন ॥
সব দূর গেল মোর তোমার পরশে।
জন্মিল যে নিত্যানন্দ ভক্তি হৃষীকেশে ॥
তুমিত পরম গুরু হইলা আমার।
তোমার প্রসাদে হইলাম ভবপার ॥
নমোনমো নারায়ণ অনাদিনিধন।
জয় জগন্নাথ নাম পতিত পাবন ॥
সাধু সমাগমমাত্রে দুর্ব্বুদ্ধি খণ্ডিল।
তোমার চরণে দেব ভক্তি জনমিল ॥
মোহ জ্ঞান দূরে গেল শুদ্ধ হৈল চিত্ত।
তোমার চরণে অর্পিলাম চিত্তবিত্ত ॥
এইরূপে বহু স্তুতি কৈল নারায়ণে।
হৃদয়ে ভাবিয়া যুক্তি করিলেক মনে ॥
এ দেহ রাখিয়া আর নাহি প্রয়োজন।
পুনরপি পাপে পাছে ধায় মম মন ॥
ত্রিগুণে জন্মিত দেহ ক্ষণেক চঞ্চল।
সেকারণে এ দেহ রাখিয়া নাহি ফল ॥

এতেক ভাবিয়া ব্যাধ নিন্দে আপনাকে।
ওহে বিধি আমাকে রাখিলা কোনপাকে॥
আমার সমান নাহি পাপী দুরাচার।
কেমনে পৃথিবী ভার সহয়ে আমার॥
আমার যতেক পাপ আছে বল কার।
এইক্ষণে আয়ু ক্ষয় হউক আমার॥
অন্তরে ভাবিতে অগ্নি উঠিল নয়নে।
অতিশীঘ্র পঞ্চত্ব হইল সেইখানে॥
ব্যস্ত হয়ে উতঙ্ক উঠিল সেইক্ষণ।
বিষ্ণু পাদোদক অঙ্গে করেন সেচন॥
বিষ্ণু পাদোদক স্পর্শ সাধু সমাগমে।
সর্ব্বপাপ জানিল খণ্ডিল অনুক্রমে॥
প্রদক্ষিণ করিয়া উতঙ্কে করে স্তুতি।
দিব্য রথ পাঠাইয়া দেন জগৎপতি॥
চতুর্ভুজ দিব্য মুর্ত্তি হৈল সেইক্ষণে।
প্রভু অনুক্রমে গেল বৈকুণ্ঠ ভুবনে॥
দেখিয়া উতঙ্ক হৈল সবিস্ময় মতি।
নানাবিধ প্রকারে কৃষ্ণেরে কৈল স্তুতি॥
তুষ্ট হয়ে নারায়ণ দেন দরশন।
বর দিয়া যান কৃষ্ণ আপন ভুবন॥
কহিনু তোমারে রাজা ধর্ম্মের কুমার।
ঈশ্বরের মায়া বুঝে শকতি কাহার॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরি।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি॥
কাশীদাস দেব কহে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥

### অথ ব্যাধের প্রতি উতঙ্ক মুনির উপদেশ ও কৃষ্ণের স্তব।

এতেক শুনিয়া কথা ধর্ম্ম নৃপমণি।
পুনরপি জিজ্ঞাসিল করি যোড়পাণি॥
উতঙ্ক কিরূপে কৃষ্ণে করিল স্তবন।
কোন মুর্ত্তি ধরি কৃষ্ণ দেন দরশন॥
কি বর দিলেন কৃষ্ণ তুষ্ট হয়ে তায়।
কহিবা সকল কথা বিশেষে আমায়॥
ভীষ্ম কন অবধান করহ রাজন।
মহামুনি উতঙ্ক বিখ্যাত তপোধন॥
শিশুকালহৈতে কৃষ্ণ পরিচর্য্যাকর।
বেদশাস্ত্রে নিষ্ঠাশালী সর্ব্ব গুণধর॥
পাইল পরম গতি শ্রীকৃষ্ণে দেখিয়া।
করিল গোবিন্দে স্তুতি প্রণত হইয়া॥

জয়২ নারায়ণ জগত কারণ।
জয় জগন্নাথ নাম ব্রহ্ম সনাতন॥
নমঃ কূর্ম্ম অবতার মন্দরধারক।
নমো ভৃগুপতি রাম ক্ষত্র কুলান্তক॥
নমো রাম অবতার রাবণনাশন।
বলিমদহর নমো নমস্তে বামন॥
নমো ধন্বন্তরি কায় অমৃতধারক।
নমো যজ্ঞকায় হিরণ্যাক্ষবিদারক॥
নমস্তে মোহিনীরূপ অসুরমোহন।
নমস্তে নৃসিংহ মহাদৈত্য বিনাশন॥
নমো রামকৃষ্ণ রূপ গোকুল বিহার।
নমো নমো নমো জয় বুদ্ধ অবতার॥
ভবিষ্যত অবতার নমঃ কল্কিরূপ।
নমো হরি অবতার নমো বিশ্বরূপ॥
সচ্চিদানন্দ নমো বিশ্বপরায়ণ।
নমো নমো জগৎপতি ব্রহ্ম সনাতন॥
তুমি ইন্দ্র তুমি যম তুমি পশুপতি।
ত্রিজগত নাথ তুমি ত্রিজগতপতি॥
তুমি সূর্য্য বরুণ স্বরূপ কলেবর।
কুবের শমন তুমি জগতঈশ্বর॥
তোমার মায়ায় বদ্ধ সব চরাচর।
ত্রিগুণঈশ্বর তুমি প্রকৃতির পর॥
তুমি যক্ষ তুমি রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
তুমি জল তুমি স্থল তুমি কলেবর॥
অনন্ত তোমার রূপ গুণ জাতিহীন।
গুণেতে বর্জ্জিত তুমি গুণেতে প্রবীণ॥
জ্ঞানের স্বরূপ তুমি তুমি মায়াধর।
নির্ম্মায় নির্ম্মোহ তুমি মায়ার ঈশ্বর॥
তোমা বিনা আর কিছু নাহিক সংসার।
আত্মরূপে সর্ব্বভূতে করহ বিহার॥
অন্তরীক্ষ নাভি তব পাতালে চরণ।
আকাশ মস্তক তব অরুণ লোচন॥
দশ দিক শ্রোত্র তব শশী বামেক্ষণ।
তোমার শরীর ব্যাপ্ত চরাচরগণ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শার্ঙ্গাদিধারী।
নানা অলঙ্কারে তনু ভূষিত মুরারি॥
পীতবাস পরিধান রাজীবলোচন।
বনমালাবিভূষিত গরুড়বাহন॥
ত্রিভঙ্গ ললিত রূপ বেশ মনোহর।
নবদল বিকসিত শ্যাম কলেবর॥
দেখিয়া উতঙ্ক মুনি হইল ব্যাকুল।
আনন্দঅশ্রুতে ভাসে অঙ্গের দুকূল॥

দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল ভূমিতলে।
দেখিয়া উতঙ্কে কৃষ্ণ করিলেন কোলে॥
আলিঙ্গন দিয়া মিষ্ট কহেন বচন।
তব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক তপোধন॥
একান্ত ভকতি করি আমারে যে ভজে।
অনুক্ষণ থাকি তার হৃদয়ের মাঝে॥
মনোমত যেই মাগে দেই আমি তারে।
সে কারণে শুন দ্বিজ কহি যে তোমারে॥
যেই বর ইচ্ছা তব মাগ মম স্থানে।
অদেয় হইলে তবু দিব এইক্ষণে॥
এত শুনি কহে দ্বিজ করি যোড়পাণি।
অবধানে নিবেদন শুন চক্রপাণি॥
নিষ্কাম ভকত আমি বরে নাহি কায।
যদি বর দিবা তবে দেহ দেবরাজ॥
কর্ম্মদোষে জন্ম মোর যথা তথা হয়।
একান্ত ভকতি যেন তব পদে রয়॥
কীট জন্ম হয় কি বা মনুষ্য কিন্নরে।
গন্ধর্ব্ব চারণআদি যত চরাচরে॥
যক্ষ রক্ষ পিশাচ পন্নগ পক্ষিগণ।
মৃগ পতঙ্গাদি যত বিধির সৃজন॥
পর্ব্বত স্থাবর আদি ভূত প্রেতগণ।
যথা তথা জন্ম হয় অদৃষ্ট কারণ॥
তোমাতে নিতান্ত ভক্তি যেন মম হয়।
এই বর আজ্ঞা মোরে কর কৃপাময়॥
অকারণে কর মোরে মায়াতে মোহিত।
নির্ম্মায় হই যে আমি মায়াবিবর্জ্জিত॥
তোমার মায়াতে বদ্ধ সব চরাচর।
কেবল বর্জিত মায়া তোমার কিঙ্কর॥
ঈশ্বরের মায়া তত্ত্ব কি বুঝিতে পারি।
মায়াবিবর্জ্জিত বর দেহ শ্রীমুরারি॥
এত বলি দণ্ডবত করে প্রণিপাত।
দিলেন তাহারে ভক্তি জ্ঞান জগন্নাথ॥
পুনরপি উতঙ্কে বলেন শ্রীনিবাস।
সর্ব্বত্র মঙ্গল হবে পূরিবেক আশ॥
নর নারায়ণ স্থানে করহ গমন।
তপোযোগ সাধি কর মম আরাধন॥
নর নারায়ণ স্থানে লহ উপদেশ।
একান্ত আমাতে ভক্তি করহ বিশেষ॥
অন্তেতে আমারে তুমি পাইবা নিশ্চয়।
এত বলি স্বস্থানে গেলেন কৃপাময়॥
তত্ত্ব উপদেশ লয়ে ভজিল শ্রীহরি।
অন্তকালে তনু ত্যজি গেল বিষ্ণুপুরী॥
কহিলাম তোমারে যে পুরাণ কথন।
ঈশ্বর নির্ণয় তত্ত্ব জানে কোন জন॥
পৃথিবীর রেণু যদি গণিবারে পারি।
কলসীতে ভরি সমুদ্রের যত বারি॥
আকাশের তারা যদি পারি যে গণিতে।
ঈশ্বরের তত্ত্ব তবু না পারি কহিতে॥
করেন করান তিনি আপনি ঈশ্বর।
অন্য দিয়া অন্য বৃত্তি হরেন শ্রীধর॥
অন্য হাতে অন্য জনে সংহারেন হরি।
তাঁহার প্রপঞ্চ মায়া বুঝিতে না পারি॥
কহিতে না জানে তত্ত্ব এ তিন ভুবনে।
শোক ত্যাগ কর রাজা কৃষ্ণে স্মর মনে॥
পিতা মাতা পুত্র বন্ধু কেহ কার নয়।
মরিলে সম্বন্ধ নাহি বুঝ মহাশয়॥
এক হয়ে আইসে জীব এক হয়ে চলে।
আমার২ বলি মরয়ে বিফলে॥
সে কারণে কহি শুন ধর্ম্মের নন্দন।
চিত্তে কৃষ্ণে রাখি শোক কর নিবারণ॥
এত বলি গঙ্গাপুত্র নিঃশব্দ হইল।
ধ্যান যোগে কৃষ্ণে মনে ধরিয়া রহিল॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে সদা শুনে পুণ্যবান॥

## অথ ভীষ্মকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব।

সুত বলে অবধান কর মুনিগণ।
এতেক শুনিয়া পরীক্ষিতের নন্দন॥
যোগ মার্গ কথা শুনি সানন্দহৃদয়।
পুনরপি জিজ্ঞাসিল করিয়া বিনয়॥
সে যোগ মার্গের কথা ভীষ্ম মুখে শুনি।
কোন কর্ম্ম করিলেন ধর্ম্ম নৃপমণি॥
কিরূপে করেন ভীষ্ম স্বর্গে আরোহণ।
শুনিবারে ইচ্ছা হয় ইহার কথন॥
মুনি বলে অবধান কর নরপতি।
অনন্তরে গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম মহামতি॥
যোগ মার্গ ইতিহাস পুরাণের সার।
কহিলেন ধর্ম্মেরে করিয়া সুবিস্তার॥
পুনশ্চ বলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
রাজা হয়ে রাজ্য কর হস্তিনাভুবন॥
মহাযজ্ঞ করিয়া ভজহ দয়াময়।
জ্ঞাতিবধ পাপআদি সব হবে ক্ষয়॥

মাঘ মাসে সিতাষ্টমী আজি শুভদিনে।
শরীর ছাড়িব আমি ভজি নারায়ণে॥
শুন কৃষ্ণ তব হস্তে করি সমর্পণ।
পঞ্চ ভাই দ্রৌপদীরে করিবা পালন॥
ইন্দ্রের ভবনে আমি করিব প্রস্থান।
এত বলি নিঃশব্দ হইল মতিমান॥
নিগূঢ় করিয়া ধ্যান যোগ চিত্তে ধরি।
করেন কৃষ্ণের স্তোত্র ভীষ্ম ভক্তি করি॥
নমো নমো নারায়ণ ব্রহ্ম সনাতন।
সংসারের হেতুরূপ দেব নারায়ণ॥
তুমি আদি তুমি মধ্য তুমি অন্তরূপ।
সকল জগত এই তব লোমকূপ॥
নমোনম আদি অবতার মৎস্যকায়।
নমঃ কূর্ম্ম বরাহ হিরণ্যাক্ষ বিদারয়॥
নমো দিব্য অবতার নমস্তে বামন।
নমো জগৎপতি ক্ষত্রকুলবিনাশন॥
নমো রাম অবতার রাবণনাশক।
নমো রাম অবতার রেবতীনায়ক॥
নমো হরি অবতার গজেন্দ্র মোক্ষণ।
নমো বুদ্ধ অবতার ভুবন পাবন॥
নমস্তে ঋষভ যোগ মার্গ বিচারণ।
নমঃ পৃথু কলেবর পৃথিবীধারণ॥
নমো ধন্বন্তরি কায় অমৃতহরণ।
নমস্তে মোহিনীরূপ অসুরমোহন॥
নমঃ কৃষ্ণ অবতার গোকুল বিহার।
নমোনমঃ সঙ্কর্ষণ দিব্য অবতার॥
নমঃ কল্কি অবতার ম্লেচ্ছ বিনাশন।
নমোনমো জয়২ আদি নারায়ণ॥
তুমি ইন্দ্র তুমি চন্দ্র তুমি দিবাকর।
আকাশ পাতাল তুমি দীর্ঘকলেবর॥
আত্মরূপে চরাচর জীবে তব স্থিতি।
তব তত্ত্ব জানিবারে কাহার শকতি॥
এ ভব সংসারে পার কর নারায়ণ।
এত স্তুতি করি ভীষ্ম ধ্যানে দেন মন॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
ইহা বিনা পৃথিবীতে সুখ নাহি আর॥
কাশীদাস দেবকহে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥

### অথ ভীষ্মদেবের স্বর্গারোহণ।

ধ্যানযোগে সাক্ষাতে দেখেন নারায়ণ।
নবজলধর তনু অরুণ লোচন॥
পীতবাস পরিধান বনমালাধারী।
নানা অলঙ্কারে রূপ ভূষিত মুরারি॥
চারু চতুর্ভুজ রূপ মোহন মূরতি।
দেখি ভীষ্ম মনে করিলেন নানা স্তুতি॥
সাক্ষাতে পদারবিন্দ দেখিয়া নয়নে।
শরীর ত্যজেন ভীষ্ম দেখে দেবগণে॥
জয়২ শব্দ হইল ইন্দ্রের নগরে।
পুষ্পবৃষ্টি কৈল দেব ভীষ্মের উপরে॥
দিব্য রথ পাঠাইয়া দিল সুরপতি।
পবনের গতি রথ মাতুল সারথি॥
রথেতে তুলিয়া স্বর্গে করিল গমন।
বন্ধুগণ সহ গিয়া হইল মিলন॥
চিরদিনে বন্ধুসনে হইল দরশন।
সম্ভ্রম খণ্ডিল পূর্ব্ব জন্মের কথন॥
মুনি বলে অবধান কর জনমেজয়।
স্বর্গেরে চলিল ভীষ্ম গঙ্গার তনয়॥
মাঘমাস শুক্লাষ্টমী তিথি শুভদিনে।
ত্যজিলেন ভীষ্ম তনু চিন্তি নারায়ণে॥
শরীর ছাড়েন ভীষ্ম দেখি যুধিষ্ঠির।
রোদন করেন ভূমে লোটায়ে শরীর॥
ভীমার্জ্জুন সহ কান্দে মাদ্রীর নন্দন।
অনিরুদ্ধ প্রদ্যুম্নাদি যত বন্ধুগণ॥
দ্বিজ ক্ষত্র আদি যত নগরের প্রজা।
রণ অবশেষে আর যত ছিল রাজা॥
ভীষ্মের মরণে সভে অনেক কান্দিল।
প্রলয়ের কালে যেন সিন্ধু উথলিল॥
ক্রন্দনের শব্দ বিনা কিছু নাহি শুনি।
যত নারীগণ কান্দে দ্রুপদনন্দিনী॥
যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।
হাহা ভীষ্ম বলি কান্দে করি হাহাকার॥
কোথাগেলা পিতামহ ছাড়িয়া আমারে।
তোমার বিচ্ছেদে আত্মা ধরি কি প্রকারে॥
দুর্য্যোধন পাতক করিল অকারণ।
তাহার কারণে হইল তোমার নিধন॥
আপনি মরিল দুষ্ট জ্ঞাতি বিনাশিল।
শোকসিন্ধু মধ্যেতে আমারে ডুবাইল॥
এত বলি কান্দে পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।
তথা আইলেন ব্যাস জানি সমাচার॥

কুরুক্ষেত্র মধ্যে যথা ভীষ্মের পতন।
তথাকারে করিলেন ত্বরিত গমন॥
ব্যাসে দেখি সম্ভ্রমে উঠিয়া পঞ্চ জন।
সম্ভ্রমে করেন তাঁর চরণ বন্দন॥
ধূলাতে ধূষর তনু নেত্রে ঝরে লারি।
সান্ত্বনা করেন ব্যাস সভারে নিবারি॥
নিষ্ফল তোমরা সব করহ ক্রন্দন।
কত না বুঝান ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন॥
যোগ মার্গ ইতিহাস পুরাণের সার।
তবু ভ্রম না ঘুচিল তোমা সভাকার॥
ভ্রম দূর কর রাজা তত্ত্বে দেহ মন।
অকারণে কর শোক ভীষ্মের কারণ॥
পুণ্য আত্মা ভীষ্ম বীর বসু অবতার।
শাপে ভ্রষ্ট হয়ে কুরুবংশে জন্ম তাঁর॥
শাপে মুক্ত হয়ে ভীষ্ম গেলেন স্বস্থানে।
তার হেতু শোক রাজা কর অকারণে॥
দুর্য্যোধনআদি যত কৌরব আছিল।
ব্রহ্মার আজ্ঞায় কুরুবংশে জনমিল॥
ব্রহ্মার মানস পূর্ণ পৃথিবীর হিতে।
হত হইল যত ক্ষত্র ভারত যুদ্ধেতে॥
ব্রহ্মার কথায় কৃষ্ণ হয়ে অবতার।
পৃথিবীর ভার সব করেন সংহার॥
কিছুমাত্র অবশেষ আছে বিষ্ণুঅংশ।
অল্পদিনে কৃষ্ণ তাহা করিবেন ধ্বংস॥
কত দিন রাজ্যভোগ কর নৃপমণি।
শোক ত্যাগ কর রাজা শুন মম বাণী॥
যদিবা সংশয় চিত্ত আছয়ে তোমার।
উপদেশ কহি রাজা শুন সারোদ্ধার॥
অগ্নিসংস্কার কর গঙ্গার নন্দনে।
অদহন পৃথিবী দেখহ যেইখানে॥
আপোড়া পৃথিবী যদি তুমি কোথা পাহ।
আমার বচন তুমি নিশ্চয় জানিহ॥
কত২ রাজা জনমিল এ সংসারে।
কেহ নাহি সভে গেল শমনের দ্বারে॥
চতুর্দশ ভুবনের মধ্যে পৃথিবীতে।
আপোড়া কোথায় নাহি কহিনু তোমাতে॥
এত বলি স্বস্থানে গেলেন ব্যাস মুনি।
বিস্ময় মানেন রাজা ব্যাসবাক্য শুনি॥
অর্জ্জুনেরে আদেশ করিলেন রাজন।
শীঘ্র কপিধ্বজে তুমি কর আরোহণ॥
পৃথিবী বুঝিতে চাহি ব্যাসের বচনে।
ভ্রমিয়া দেখহ সব এ চৌদ্দভুবনে॥
অদাহন পৃথিবী আছয়ে যেইখানে।
তথা লয়ে দাহ কর গঙ্গার নন্দনে॥
জানিয়া আইস ভাই চল শীঘ্রতর।
এত শুনি ধনঞ্জয় চলেন সত্বর॥
কপিধ্বজ রথ আরোহিয়া সেইক্ষণে।
আগে উপনীত গিয়া ইন্দ্রের ভুবনে॥
কোনখানে স্বর্গেতে নাহিক অদাহন।
একে২ বিচারেন ইন্দ্রের নন্দন॥
সপ্ত স্বর্গে পুনরপি করেন বিচার।
পাতালে গেলেন তবে ইন্দ্রের কুমার॥
সপ্ত পাতালেতে সব দেখেন বিচারি।
অদাহন পাতালে কোথাও নাহি হেরি॥
অনন্তরে মর্ত্ত্যে আইলেন ধনঞ্জয়।
সপ্তদ্বীপ বিচারিয়া করেন নির্ণয়॥
অদাহন পৃথিবী না দেখি কোনখানে।
সবিস্ময় হয়ে আসি কহেন রাজনে॥
শুনিয়া ধর্ম্মের পুত্র মানেন বিস্ময়।
ব্যাসের বচনে পূর্ব্ব ভ্রম দূর হয়॥
শোক ত্যাগ করি রাজা কার্য্যে দেন মন।
ভীমার্জ্জুনে আজ্ঞা তবে করেন রাজন॥
নানা কাষ্ঠ চন্দনাদি আনহ সত্বরে।
এক লক্ষ ঘৃতকুম্ভ সম্ভার বিস্তারে॥
কুরুক্ষেত্রমধ্যে শীঘ্র করহ সঞ্চয়।
চতুর্দ্দোলে করি আন গঙ্গার তনয়॥
আজ্ঞামাত্রে ধনঞ্জয় মাদ্রীর কুমারে।
অগ্নিসংস্কার দ্রব্য আনেন সত্বরে॥
শত২ ঘৃতকুম্ভ কাষ্ঠ রাশি২।
আইল ক্ষত্রিয়গণ পৃথিবীনিবাসি॥
চতুর্দ্দোলে তুলি নিল ভীষ্মের শরীর।
বিধিমতে অগ্নি দেন রাজা যুধিষ্ঠির॥
ভীষ্মের শরীর দহি ভাই পঞ্চ জন।
গঙ্গাতে মজ্জিয়া তবে করেন তর্পণ॥
শ্রাদ্ধ শান্তি করিলেন ক্ষত্রিয়বিধানে।
নানা রত্ন অলঙ্কার দিলেন ব্রাহ্মণে॥
অন্নদান ভূমিদান অনেক হইল।
লিখনে না যায় যত দরিদ্র তুষিল॥
অতুল দক্ষিণ দিয়া তুষিল ব্রাহ্মণে।
শোকচিত্তে রহে রাজা হস্তিনাভুবনে॥
ভীষ্মের ভাবনা বিনা অন্য নাহি মনে।
অন্ন জল নাহি রুচে দুঃখিত রাজনে॥
মুনি বলে জনমেজয় কর অবধান।
এত দূরে শান্তিপর্ব্ব হৈল সমাধান॥

মহাভারতের কথা অমৃত লহরি।
কাহার শকতি তাহা বর্ণিবারে পারি॥
সংক্ষেপে কহিনু কিছু করিয়া পয়ার।
অবহেলে তরে যেন সকল সংসার॥
হৃদয়ে করিয়া চন্দ্রচূড়পদ আশ।
পয়ার প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস॥

ইতি শান্তিপর্ব্ব সমাপ্তং।

# মহাভারত।

## অথাশ্বমেধ পর্ব্ব।

### অথ যুধিষ্ঠিরের উদ্বেগ ও ব্যাসের উপদেশ।

জিজ্ঞাসে জনমেজয় কহ তপোধন।
কিং কর্ম্ম করিলেন পিতামহগণ ॥
মুনি বলে শুন তবে শ্রীজনমেজয়।
রাজ্যে রাজা হইলেন ধর্ম্মের তনয় ॥
কিন্তু উপরোধে রাজ্য নিয়া যুধিষ্ঠির।
প্রজাগণ পালন করেন ধর্ম্মধীর ॥
রামের পালনে যেন অযোধ্যার প্রজা।
সেইমত প্রজার পালক মহাতেজা ॥
অপালন রাজ্য নাহি বলে প্রজাগণ।
ধর্ম্মবন্ত রাজা বটে বলে সর্ব্ব জন ॥
রাজ্যভোগ যুধিষ্ঠির না চাহেন মনে।
সদাই থাকেন ধর্ম্ম বিরস বদনে ॥
ভীমার্জ্জুন সহদেব নকুল সুমতি।
লইয়া করেন যুক্তি ধর্ম্ম নরপতি ॥
শুনহ অর্জ্জুন তুমি আমার বচন।
স্থির নহে চিত্ত মম কিসের কারণ ॥
রাজ্য ধন দেখিয়া আমার নাহি প্রীতি।
সতত চঞ্চল চিত্ত সদা হয় ভীতি ॥
কি বুদ্ধি করিব আমি জিজ্ঞাসিব কায়।
সর্ব্বদা ব্যাকুল মন না দেখি উপায় ॥
না হেরিয়া নয়নে আমার কালাচান্দে।
চঞ্চল চকোর চিত্ত প্রাণ সদা কান্দে ॥
দ্বারকানগরে তিনি গেলেন সম্প্রতি।
কে আর করিবে দয়া পাণ্ডবের প্রতি ॥
অতএব উঠে চিত্তে অনেক জঞ্জাল।
সর্ব্ব শূন্য দেখি সঙ্গে নাহিক গোপাল ॥
অর্জ্জুন বলেন চিন্তা না কর রাজন।
আসিবেন কৃষ্ণ তুমি করিলে স্মরণ ॥
যুধিষ্ঠির স্থির হইলেন সেই বোলে।
ব্যাস দেব তথা আইলেন হেনকালে ॥
তাঁরে দেখি উঠিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁর বন্দেন চরণ ॥
আশীর্ব্বাদ করিলেন রাজা যুধিষ্ঠিরে।
জানিয়া সকল তত্ত্ব জিজ্ঞাসেন তাঁরে ॥
কহ রাজা কি কারণে বিরস বদন।
তোমারে দেখিয়া মম বিচলিত মন ॥
অকৌরবা পৃথিবী করিলা বাহুবলে।
তোমা সম রাজা নাহি এ মহীমণ্ডলে ॥
অনুজ অর্জ্জুন তব ভীম মহাবলী।
আর তাহে সহায় আপনি বনমালী ॥
তোমা বিষাদিত আমি দেখি দুঃখি মন।
কহ দেখি মনস্তাপ কিসের কারণ ॥
এত যদি কহিলেন ব্যাস তপোধন।
বিনয়ে কহেন তাঁরে ধর্ম্মের নন্দন ॥
শুন মুনি আমারে না করিহ প্রশংসা।
বড়ই নিন্দিত আমি মন্দ মন্দ দশা ॥
অপকর্ম্ম করিয়াছি রাজ্যের কারণে।
আমার সমান পাপী নাহি ত্রিভুবনে ॥
লোভের কারণ ধর্ম্মপথ পরিহরি।
করিলাম অন্যায় যে কহিতে না পারি ॥
পিতামহ ভীষ্মেরে করিলাম সংহার।
আমার সমান কোন পাপী আছে আর ॥
গুরু দ্রোণাচার্য্য তিনি হয়েন ব্রাহ্মণ।
নাশ করিলাম তাঁরে শুন তপোধন ॥
সহোদর কর্ণেরে অর্পিলাম শমনে।
বধিলাম শত ভ্রাতৃ সহ দুর্য্যোধনে ॥

আর যত সুহৃদ বান্ধবগণ ছিল।
রাজ্যলোভে আমাহইতে যমদ্বারে গেল॥
অভিমন্যু দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রগণ।
রাজ্যহেতু নাশিলাম শুন তপোধন॥
এমন নিন্দিত কর্ম্ম কেহ নাহি করে।
না বুঝিয়া মহামুনি প্রশংস আমারে॥
ব্যাস বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
শুনিলাম আমি যত তোমার কথন॥
জ্ঞাতি গুরু ভ্রাতৃ বন্ধু মারিয়াছ তুমি।
কিন্তু ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম শুন নৃপমণি॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য আর শূদ্রজাতি।
এ সব ব্রহ্মার দেহে হইল উৎপত্তি॥
যথাযোগ্য ধর্ম্মে নিযোজিল চারি জনে।
সংগ্রাম ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম লিখিত পুরাণে॥
তুমি বল নিন্দ্য কর্ম্ম করিলাম আমি।
কিন্তু ইহা স্মরণেতে মুক্ত হয় প্রাণী॥
যুধিষ্ঠির পুনশ্চ কহেন মতিমান।
শুন প্রভু ক্ষত্রধর্ম্ম কহিলা প্রমাণ॥
জ্ঞাতিবধ পাপে মম কান্দিতেছে প্রাণ।
কি করিব কহ মুনি ইহার বিধান॥
কি কর্ম্ম করিলে পাপ যাইবেক দূরে।
অনুকূল হইয়া মুনি কহিবা আমারে॥
কোন মন্ত্র জপিব করিব কোন ধ্যান।
কোন যজ্ঞ করি কহ মুনি মতিমান॥
কিসে পাপ ক্ষয় হবে কহ মহামুনি।
ক্ষত্রধর্ম্ম রাখি পাপ করিয়াছি আমি॥
দ্রোণ জিজ্ঞাসিল করি আমাতে বিশ্বাস।
শুন মুনি তাঁরে আমি কহি মিথ্যাভাষ॥
কিমতে এ সব পাপে পাব পরিত্রাণ।
এ নহে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম শুন মতিমান॥
ব্যাস বলিলেন রাজা দুঃখ ভাব কেনে।
ক্ষত্রিয় প্রতিজ্ঞা ধর্ম্ম বিদিত পুরাণে॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন মহাশয়।
পুণ্য কর্ম্মব্যতিরেকে পাপ নহে ক্ষয়॥
জ্ঞাতিবধে পাপভয় মম নিরন্তর।
কি উপায় করিব বলহ মুনিবর॥
তবে ব্যাস কহিলেন শুনহ রাজন।
অশ্বমেধ যজ্ঞ কর ধর্ম্মের নন্দন॥
অশ্বমেধ যজ্ঞে হয় পাপের বিনাশ।
মন দিয়া শুন রাজা কহি ইতিহাস॥
মহাবীর ছিল জমদগ্নির কুমার।
নিঃক্ষত্রা করিল ক্ষিতি তিন সাত বার॥
পিতার আজ্ঞায় তেঁহো বধিল জননী।
বনপর্ব্বে সেই কথা শুনিয়াছ তুমি॥
অশ্বমেধ যজ্ঞে তার পাপ গেল দূরে।
এ সব শাস্ত্রের কথা কহি যে তোমারে॥
ত্রেতাযুগে প্রভু হইলেন অবতার।
আপনি শ্রীরাম দশরথের কুমার॥
পালিতে পিতার সত্য চলিলেন বনে।
বনে ভ্রমিলেন সীতা লক্ষ্মণের সনে॥
আদ্যোপান্ত রামায়ণ শুনিয়াছ তুমি।
অশ্বমেধ করিলেন শ্রীরাম আপনি॥
আর অশ্বমেধ করিলেন পুরন্দর।
ব্রহ্মবধ পাপে মুক্ত তাঁর কলেবর॥
তুমিও করহ রাজা অশ্বমেধ ক্রতু।
জ্ঞাতিবধ মহাপাপ এড়াবার হেতু॥
এত যদি কহিলেন ব্যাস তপোধন।
যোড় হস্তে বলিছেন ধর্ম্মের নন্দন॥
অশ্বমেধে পাপ দূর কহিলা আপনি।
যজ্ঞ কৈল যত জন শুনিলাম আমি॥
তাসভার সম নহে আমার ক্ষমতা।
শুন মহামুনি ইহা না হয় সর্ব্বথা॥
নির্দ্ধন নৃপতি আমি নাহি এত ধন।
কিমতে হইবে মুনি যজ্ঞসমাপন॥
দুর্য্যোধন বিবাদেতে অর্থ হৈল ক্ষয়।
কিমতে হইবে যজ্ঞ মুনি মহাশয়॥
অশ্বমেধ হবে হেন না দেখি উপায়।
বিবরিয়া মহামুনি কহিবা আমায়॥
ফলহীন বৃক্ষ যেন ত্যজে পক্ষিগণ।
অর্থহীন পুরুষেরে ছাড়ে সর্ব্বজন॥
নির্দ্ধন হইলে তারে কেহ না আদরে।
কিমতে হইবে যজ্ঞ কহ না আমারে॥
ধনহীন পুরুষের ধর্ম্ম নাহি হয়।
ধনহৈতে ধর্ম্ম হয় মুনিগণ কয়॥
হেন ধন নাহি মম কিসে হবে যজ্ঞ।
কিমতে তরিব পাপে কহ মহাবিজ্ঞ॥
ব্যাস বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
কার্য্যকর্ম্মে বদ্ধ হৈলে ধনে প্রয়োজন॥
তবে ধনে ধর্ম্ম হয় ইথে নাহি আন।
শুন রাজা কহি আমি ধনের সন্ধান॥
মরুত্ত নামেতে এক ছিল নরবর।
তার যজ্ঞকথা কহি তোমার গোচর॥
অশ্বমেধ করিল মরুত্ত নরপতি।
অদ্যাপি তাহার যশ ঘোষে বসুমতী॥

বিংশতি সহস্র বিপ্র যজ্ঞেতে বরিল।
সুবর্ণ আসন সব দ্বিজগণে দিল ॥
স্বর্ণবাটি স্বর্ণথাল স্বর্ণময় ঝারি।
কাঞ্চন নির্ম্মাণ পাত্র অন্ন জল পূরি ॥
হেনমতে মরুত্ত ব্রাহ্মণ সেবা করে।
প্রত্যহ নূতন পাত্র দিল দ্বিজবরে ॥
হেনমতে যজ্ঞ কৈল শতেক বৎসর।
মরুত্ত সমান ধনী নাহি নৃপবর ॥
বহু ধন নিতে না পারিয়া দ্বিজগণ।
হিমালয় পার্শ্বেতে রাখিল সর্ব্বধন ॥
তথাহৈতে সেই ধন আনহ সত্বর।
অশ্বমেধ হইবেক শুন নরবর ॥
ব্যাসের বচন শুনি ধর্ম্মের নন্দন।
যোড় হাত করিয়া করেন নিবেদন ॥
শুন মহাশয় আমি যজ্ঞ না করিব।
সে ধন ব্রহ্মস্ব আমি কেমনে আনিব ॥
পাপ বিনাশিতে চাহি যজ্ঞ করিবারে।
আনিতে বিপ্রের ধন বল কি প্রকারে ॥
শুন মহামুনি মম যজ্ঞে নাহি কায।
শুনিলে হাসিবে সব নৃপতিসমাজ ॥
ব্রহ্মস্বেতে বংশনাশ হইবে কেমন।
কিমতে সে দ্রব্য আমি করিব গ্রহণ ॥
যজ্ঞে মম কায নাহি নিবেদি তোমারে।
তবে না তরিব আমি পাপ পারাবারে ॥
হাসিয়া বলেন ব্যাস শুনহ রাজন।
দোষ নাহি নৃপতি আনিতে সেইধন ॥
সে ধন ব্রাহ্মণগণে করিলেন ত্যাগ।
ইথে দোষ না পরশে শুন মহাভাগ ॥
ভয় না করিহ তুমি ধর্ম্মের তনয়।
অগ্নি জল পৃথিবী এ ধন কার নয় ॥
শত২ রাজা পূর্ব্বে পৃথিবীতে ছিল।
তবে অনন্তরে কত কত রাজা হৈল ॥
বাহুবলে পৃথিবীর করিল পালন।
নানা যজ্ঞ করিলেক পায়ে নানা ধন ॥
সেই ধন জল অগ্নি হ্রাস নাহি হয়।
ইথে কেন ভয় কর ধর্ম্মের তনয় ॥
পূর্ব্বেতে দেবতাসুর ছিল দুই ভাই।
এ ধন ধরণি যত অসুরেতে পাই ॥
তবে দেব অসুরে মারিল বাহুবলে।
এই ধন নিতে আজ্ঞা কৈল বহু কালে ॥
এই ধনে যজ্ঞ দান করে বহুতর।
তবে সূর্য্যবংশে হৈল এক নরবর ॥
সাবর্ণি নামেতে হৈল সূর্য্যের নন্দন।
পৃথিবী পাইল রাজা তপের কারণ ॥
বশ করি বসুমতী পালিলেক প্রজা।
হেনমতে সূর্য্যবংশে হইল কত রাজা ॥
তাসভার দান যজ্ঞ বিদিত সংসারে।
এ সব তপের তেজ জানাই তোমারে ॥
হরিশ্চন্দ্র মহারাজ খ্যাত ত্রিভুবনে।
সকল পৃথিবী দান দিলেন ব্রাহ্মণে ॥
ব্রহ্মস্ব হইল তবে যেই বসুমতী।
তবে কেন হইল ইথে ক্ষত্র নরপতি ॥
ব্রহ্মস্ব বলিয়া তার ভয় নাহি ছিল।
প্রজার কারণে ধর্ম্ম কর্ম্ম যে করিল ॥
তবে বিরোচনসুত বলি হৈল রাজা।
ব্রাহ্মণেরে সপ্তদ্বীপ দিয়া কৈল পূজা ॥
আপনি পাতালে গেল না পাইয়া স্থান।
দুষ্ট দেখি তারে বিড়ম্বিল ভগবান ॥
তবে জমদগ্নিসুত ভৃগুবংশপতি।
শুনেছ তাহার কথা ধর্ম্ম নরপতি ॥
পৃথিবী জিনিয়া তিনি আনন্দিত মনে।
পৃথিবী দিলেন দান মরীচিনন্দনে ॥
কশ্যপ পাইল তবে সব বসুমতী।
আপন নন্দনে দিল করিয়া পীরিতি ॥
ধন ধরা অগ্নি জল এই কার নয়।
শুন যুধিষ্ঠির রাজা শাস্ত্রে হেন কয় ॥
পৃথিবী পালিয়া তার হয় নানা ধন।
ভয় না করিহ তুমি ধর্ম্মের নন্দন ॥
সে ধন আনিয়া রাজা যজ্ঞ কর সুখে।
ইথে দোষ নাহি আমি কহিনু তোমাকে ॥
আনন্দ পাইল রাজা ব্যাসের বচনে।
পুনরপি জিজ্ঞাসেন আনন্দিত মনে ॥
হইল ধনের তত্ত্ব শুন মহামুনি।
যজ্ঞহেতু হয়বর কোথা পাব শুনি ॥
মুনি কন আছে অশ্ব যুবনাশ্বপুরে।
আনিতে করহ যত্ন সেই অশ্ববরে ॥
যজ্ঞহেতু অশ্ব পালিতেছে নরপতি।
শত কোটি সেনা আছে তাহার সংহতি ॥
যতনে পালয়ে হয় যজ্ঞ নাহি করে।
সেই ঘোড়া আন রাজা জানাই তোমারে ॥
পরাজিয়া যুবনাশ্বে হয় আন তুমি।
তবে যজ্ঞসিদ্ধি হবে কহিলাম আমি ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন ইথে দেহ মন।
হয়হেতু হইবে রাজার সঙ্গে রণ ॥

কে আর করিবে যুদ্ধ নৃপতির সাথে ।
মহারাজ যুবনাশ্ব খ্যাত পৃথিবীতে॥
ব্যাস বলিলেন রাজা চিন্তা কর কেনে ।
হয় আনিবারে আজ্ঞা কর ভীমসেনে ॥
ভীম আনিবেক ঘোড়া করিয়া শকতি ।
আপনি ভীমেরে আজ্ঞা দেহ নরপতি ॥
বক হিড়িম্বক আর কির্ম্মীর দুর্ব্বার ।
কৈলাস মর্দ্দিয়া কৈল যক্ষের সংহার ॥
কীচকে মারিল ভীম বিরাটনগরে ।
শত ভাই দুর্য্যোধন বধিল সমরে ॥
ভীমহইতে হবে তোমা সিদ্ধ প্রয়োজন ।
ভীম আনিবেক ঘোড়া করিয়া যতন ॥
আমি জানি ভীমের অসাধ্য নহে কর্ম্ম ।
হয়হেতু চিন্তা না করিহ তুমি ধর্ম্ম ॥
যুধিষ্ঠির বলেন করহ অবধান ।
বড় দুঃখী আছে ভীম করিয়া সংগ্রাম ॥
জর্জর ভীমের অঙ্গ কৌরবের বাণে ।
তুরঙ্গ আনিতে তারে কহিব কেমনে ॥
বৃষকেতু মেঘবর্ণ দুইত বালক ।
বিশেষ বাপের শোক দহিছে পাবক ॥
কিমতে বলিব তারে তুরঙ্গ আনিতে ।
শুন মহামুনি বড় ভয় পাই চিতে ॥
এত যদি বলিলেন ধর্ম্ম নৃপবর ।
তাহা শুনি আনন্দিত বীর বৃকোদর ॥
ভীম বলে মহারাজ করহ শ্রবণ ।
তুরঙ্গ আনিতে কহিলেন তপোধন ॥
আনিব তুরঙ্গ আমি এ নহে আশ্চর্য্য ।
পরাজিব যুবনাশ্বে কত বড় কার্য্য ॥
ধন আনিবারে তুমি পাঠাও অর্জ্জুনে ।
আমি আনি গিয়া অশ্ব জিনিয়া রাজনে ॥
একেশ্বর যাব আমি ভদ্রাবতীপুরে ।
আনিব যজ্ঞের হয় জিনিয়া রাজারে ॥
সবান্ধবে রাজারে পাঠাব যমঘরে ।
অবশ্য আনিব ঘোড়া কারে ভীম ডরে ॥
ইহাভিন্ন আর নাহি আমার বিশ্রাম ।
শতেক বৎসর পারি করিতে সংগ্রাম ॥
কহিলেন যুধিষ্ঠির ভীমের বচনে ।
একাকী দুর্গমে তুমি যাইবা কেমনে ॥
বৃষকেতু বদন চাহেন যুধিষ্ঠির ।
রাজার ইঙ্গিতে তার পুলকে শরীর ॥
যোড় হাতে কহে বীর ধর্ম্মের গোচরে ।
ভীম সঙ্গে যাই আমি আজ্ঞা দেহ মোরে ॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন প্রিয়তর ।
আছিল তোমার পিতা এক ধনুর্দ্ধর ॥
অর্জ্জুন বধিল তারে করিয়া বিক্রম ।
তার বধে আমি পাইয়াছি মনোভ্রম ॥
পরিচয় নাহি ছিল কর্ণের সংহতি ।
সভাই বলিল তারে রাধার সন্ততি ॥
সূতপুত্র বলি তারে বলে সর্ব্ব জনে ।
না চিনিয়া সহোদর বধিলাম রণে ॥
বিনাশিল কর্ণ বীরে অর্জ্জুন দুর্জ্জয় ।
চাহিতে তোমার মুখ মনে পাই ভয় ॥
বৃষকেতু বলে শুন পাণ্ডবঈশ্বর ।
ক্ষত্রিয় প্রধান ধর্ম্ম করিতে সমর ॥
তাহে মৃত্যু হইলে হয় স্বর্গেতে বসতি ।
বিষাদ নাহিক তাহে শুন নরপতি ॥
বিপক্ষ হইল পিতা ত্যজি সহোদর ।
কৌরব সহিত কৈল মন্ত্রণা বিস্তর ॥
দ্রৌপদীরে উপহাসি হিংসিল তোমারে ।
সেই পাপে মম পিতা গেল যমঘরে ॥
তার অনুতাপ কর কিসের কারণে ।
সে সকল কথা মম কিছু নাহি মনে ॥
আজ্ঞা দেহ যাই আমি খুড়ার সংহতি ।
আনিব যজ্ঞের ঘোড়া শুন নরপতি ॥
বৃষকেতুবাক্যে যুধিষ্ঠির হরষিত ।
আজ্ঞা দেন ভীম সঙ্গে চলহ ত্বরিত ॥
বৃষকেতুর কথা শুনি ভীম হরষিত ।
আলিঙ্গন দিল তবে মনের বাঞ্ছিত ॥
তবে ঘটোৎকচসুত মেঘবর্ণ নাম ।
যুধিষ্ঠির আগে কহে করিয়া প্রণাম ॥
যদি আজ্ঞা কর তুমি ধর্ম্ম নরপতি ।
পিতামহসঙ্গে যাব পুরী ভদ্রাবতী ॥
আনিব তুরঙ্গে আমি শুনহ রাজন ।
অন্তরীক্ষে গতি মম ধর্ম্মের নন্দন ॥
বুঝিতে আমার মায়া অমর না পারে ।
আনিব তুরঙ্গ আমি হস্তিনা নগরে ॥
বৃষকেতু পিতামহে করিবে সমর ।
তুরঙ্গ আনিব আমি শুন নৃপবর ॥
এত যদি মেঘবর্ণ বলিল বচন ।
অনুমতি করিলেন ধর্ম্মের নন্দন ॥
যাহ পুত্র তুরগ আনহ বাহুবলে ।
মম আশীর্ব্বাদে ঘোড়া আনিবা কুশলে ॥
তিন জন মিলিয়া করিবা মহারণ ।
তবে সে জিনিবে তারে শুনহ নন্দন ॥

পাইয়া রাজার আজ্ঞা চলে তিন জন।
প্রণমিয়া ধর্ম্ম পদে করিল গমন ॥
সাজিলেন তিন বীর তুরঙ্গ আনিতে।
ব্যাস কহিলেন কথা রাজার সাক্ষাতে ॥
অর্জ্জুনে পাঠাও রাজা আনিবারে ধন।
তবে সে কহিব আমি যজ্ঞ বিবরণ ॥
মুনিবাক্যে অর্জ্জুনে কহেন নরপতি।
কিরীটী চাপিয়া রথে যান শীঘ্রগতি ॥
হিমালয় পার্শ্বে যান পাণ্ডুর নন্দন।
রথেতে তুলিয়া আনিলেন সব ধন ॥
ধন দেখি যুধিষ্ঠির সানন্দ বিস্তর।
জিজ্ঞাসা করেন পুন মুনির গোচর ॥
যজ্ঞ বিবরণ তবে কহ মহামুনি।
আয়োজন কত চাহি কহ দেখি শুনি ॥
কতেক ব্রাহ্মণ যজ্ঞে করিব বরণ।
সে সকল কথা শীঘ্র কহ তপোধন ॥
কব্য হব্য কত চাহি কহ মহামুনি।
ঘোড়ার কিমত রূপ কহ দেখি শুনি ॥
আদ্যোপান্ত যজ্ঞ কথা জানাও আমারে।
স্থির নহে চিত্ত মম কহিনু তোমারে ॥
ব্যাস বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
অশ্বমেধ যজ্ঞ কৈলে স্থির হবে মন ॥
যজ্ঞ বিবরণ রাজা কহি যে তোমারে।
আদ্যোপান্ত অন্ন জল দিবা সবাকারে ॥
বিংশতি সহস্র বিপ্র যজ্ঞেতে বরিবা।
নানা আভরণ দিয়া সভারে তুষিবা ॥
আসন ভূষণ দিবা কনকরচিত।
আদরে পূজিবা সভে হয়ে হরষিত ॥
লক্ষ কুম্ভ ঘৃত নিত্য ঢালিবা আগুনে।
করিবা দেবতা পূজা কুসুম চন্দনে ॥
পাঁচ ঘৃত কুম্ভ এক ব্রাহ্মণে ঢালিবা।
হেনমতে লক্ষ কুম্ভ প্রতিদিন দিবা ॥
ঘোড়ার লক্ষণ শুন ধর্ম্ম নরপতি।
চন্দ্রমা জিনিয়া ঘোড়া দেহের মূরতি ॥
পীত পুচ্ছ শ্যামবর্ণ অশ্ব মনোহর।
সর্ব্ব সুলক্ষণ হয় শুন নরবর ॥
ভূষিত করিবা ঘোড়া দিয়া আভরণ।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া ঘোড়া করিবা পূজন ॥
জয়পত্র অশ্বভালে করিয়া বন্ধন।
আপনার নাম তাহে করিবা লিখন ॥
তাহাতে লিখিবা পত্র যেই ঘোড়া ধরে।
নিজ বাহুবলে তুমি জিনিবা তাহারে ॥
তুরঙ্গ ছাড়িবা মধু পূর্ণিমা দিবসে।
পৃথিবী ভ্রমিবে ঘোড়া মনের হরিষে ॥
আপনি থাকিবা যজ্ঞে তুমি হয়ে ব্রতী।
অসিপত্র ব্রত আচরিবা মহামতি ॥
যুধিষ্ঠির বলেন করি যে নিবেদন।
অসিপত্র ব্রতের বলহ বিবরণ ॥
অসিপত্র ব্রত সেই কেমন প্রকারে।
কি নিয়মে থাকে তাহা বলহ আমারে ॥
ব্যাস বলিলেন রাজা কর অবগতি।
অসিপত্র ব্রত কথা শুন নরপতি ॥
যাবৎ না আসে ঘোড়া নিবৃত্ত হইয়া।
থাকিবা যে একাসনে দ্রৌপদী লইয়া ॥
তার মাঝে খড়্গ এক থোবা নরপতি।
কদাচিত অন্যমত না করিবা তথি ॥
মদনআবেশে যদি মজে তার মন।
সেই খড়্গ কাটিয়া ফেলাবে সেইক্ষণ ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ তবে কৈল সুরপতি।
অসিপত্র ব্রত না করিল মহামতি ॥
শতক্রতু নাম ইন্দ্র ঘোষে ত্রিজগতে।
অসিপত্র ব্রত সেই নারিল করিতে ॥
সেই ব্রত কর রাজা আমার বচনে।
তোমা বিনা করিতে নারিবে অন্য জনে ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞে না থাকিবে পাপ লেশ।
অসিপত্র আচরহ অশেষ বিশেষ ॥
ঘুচিবে তোমার যত উচ্চাটন চিত।
দূর হৈবে পাপ যত মনে পাবা প্রীত ॥
শুনিয়া বলেন রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
আচরিতে না পারিল সহস্রলোচন ॥
হেন ব্রত আমি আচরিব কোন মতে।
শুন মহামুনি বড় ভয় পাই চিত্তে ॥
ব্যাস কন তোমার সহায় নারায়ণ।
তোমার অসাধ্য ইহা নহেত রাজন ॥
হরি বিনা কেহ নাহি করিতে তারণ।
চিন্তা না করিহ তুমি ধর্ম্মের নন্দন ॥
এত বলি ব্যাস চলিলেন নিকেতনে।
কৃষ্ণেরে করেন স্তব রাজা দৃঢ়মনে ॥
মহাভারতের কথা অমৃতসমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

অথ যুধিষ্ঠিরের নিকটে শ্রীকৃষ্ণা গমন।

হা কৃষ্ণ দ্বারকানাথ কোথা যাদবনন্দন।
মথুরেশ হৃষীকেশ ত্রাতা ভব জনার্দ্দন ॥
এই নাম যুধিষ্ঠির স্মরণ করিতে।
দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ আইলেন ত্বরিতে ॥
একেশ্বর আইলেন কমললোচন।
যুধিষ্ঠির দ্বারেতে দিলেন দরশন ॥
হের দেখ ভক্তের অধীন যদুরায়।
শিব ব্রহ্মা ধ্যানে যারে দেখিতে না পায় ॥
অনাহারে অহর্নিশি যত যোগিগণে।
সমাধি যোগেতে ভাবে সেই নারায়ণে ॥
দেখিতে না পায় যারে নানা যতন করি।
যুধিষ্ঠির স্মরণে আইলেন সে হরি ॥
দ্বারী গিয়া জানাইল ধর্ম্মের গোচরে।
শুন রাজা হৃষীকেশ আইলেন দ্বারে ॥
শুনি হরষিত হৈয়া পাণ্ডুর নন্দন।
অগ্রে বাড়াইয়া নিতে করেন গমন ॥
দ্রৌপদীসহিত রাজা ভ্রাতৃগণ লয়ে।
ত্বরিত গেলেন রাজা আনন্দিত হয়ে ॥
যুধিষ্ঠিরে প্রণাম করেন নারায়ণ।
হরষিত হয়ে রাজা দেন আলিঙ্গন ॥
সভাসনে সম্ভাষা করিয়া যদুরায়।
বসিলেন রুক্মিণীবল্লভ সে সভায় ॥
ভীমার্জ্জুন সহদেব নকুল কুমার।
বৃষকেতু আদি যত বসিল অপার ॥
সভা সুশোভিত করিলেন নারায়ণ।
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রে কৃষ্ণ আগমন ॥
শুন শ্রীজনমেজয় কহি যে তোমারে।
পাণ্ডব সমান কেহ নাহিক সংসারে ॥
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রে আইলেন হরি।
পাণ্ডবের কত ভাগ্য বলিতে না পারি ॥
কহিলেন যুধিষ্ঠির হৈয়া যোড় হাত।
নিবেদন করি আমি শুন জগন্নাথ ॥
অভিষেক করি মোরে দিলা সিংহাসন।
তোমার আজ্ঞায় করি প্রজার পালন ॥
কিন্তু মম স্থির চিত্ত করুন শ্রীহরি।
অন্তরে উদ্বেগ উঠে বলিতে না পারি ॥
গুরু জ্ঞাতি নাশিলাম সংগ্রাম ভিতরে।
সে কারণে স্বাস্থ্য মম নাহিক অন্তরে ॥
বিষাদ বদনে আমি মনে২ গণি।
হেন কালে আইলেন ব্যাস মহামুনি ॥
যত দুঃখ নিবেদন করিলাম আমি।
কহিলেন অশ্বমেধ যজ্ঞ কর তুমি ॥
বলিলাম নিস্ব আমি করিব কেমনে।
ধনের সন্ধান মুনি কহিল যতনে ॥
অর্জ্জুন আনিবে ধন হিমালয়হইতে।
উপদেশ কহিলেন তুরঙ্গ আনিতে ॥
যুবনাশ্বপুরে আছে অশ্ব মনোহর।
ভীম আনিবেক ঘোড়া করিয়া সমর ॥
প্রতিজ্ঞা করিল তবে সভাবিদ্যমানে।
বৃষকেতু মেঘবর্ণ আর ভীমসেনে ॥
তবে যজ্ঞ বিবরণ কহিলেন মুনি।
অসিপত্র ব্রত শুনি ভয় মনে গণি ॥
সেকারণে স্তুতি আমি করিনু তোমারে।
ত্বরায় আইলা কৃষ্ণ আমার গোচরে ॥
পাণ্ডবে আছয়ে কৃপা শুন যদুরায়।
যজ্ঞসিদ্ধি হেতু আমি জিজ্ঞাসি তোমায় ॥
পারি কি না পারি আমি যজ্ঞ করিবারে।
বিচারিয়া কৃষ্ণচন্দ্র বলহ আমারে ॥
শুনিয়া বলেন হাসি দেব নারায়ণ।
জলদ গভীর স্বরে মধুর বচন ॥
শুন রাজা যুধিষ্ঠির আমার ভারতী।
ঘোটক আনিবে ভীম হেন নহে কৃতী ॥
যুবনাশ্ব মহারাজ মহাবলবান।
তার সঙ্গে যুদ্ধ করা সঙ্কটের স্থান ॥
সংগ্রাম জিনিতে না পারিবে বৃকোদর।
ভীমহইতে কর্ম্ম সিদ্ধি নহে নৃপবর ॥
অপকর্ম্মান্বিত ভীম সর্ব্ব লোকে জানে।
কামাতুর হয়ে মজে রাক্ষসীর সনে ॥
রাক্ষসআকার তার রাক্ষসআচার।
মনুষ্যের রক্ত খায় রাক্ষস আহার ॥
কোন গুণ নাহি দেখি ভীমের শরীরে।
হেন জনে বল তুমি অশ্ব আনিবারে ॥
ভীমহইতে না হইবে সিদ্ধ প্রয়োজন।
নিশ্চয় জানিহ ইহা ধর্ম্মের নন্দন ॥
ত্রেতাযুগে যজ্ঞ করিলেন রঘুনাথ।
ব্রহ্মবধ করিছিল পূর্ব্বে তাঁর তাত ॥
নিযোজিল লক্ষ্মণেরে অশ্ব রাখিবারে।
আনন্দে ভ্রময়ে ঘোড়া পৃথিবীভিতরে ॥
অক্ষৌহিণী সঙ্গে করি সুমিত্রানন্দন।
অশ্ব লয়ে পৃথিবী করিলেন ভ্রমণ ॥

দৈবযোগে গেল ঘোড়া বিষ্ণুপদীপুরে।
লব কুশ দুই ভাই ধরিল ঘোড়ারে॥
আনিতে নারিল ঘোড়া সুমিত্রানন্দন।
আপনি গেলেন তথা কমললোচন॥
শ্রীরাম আনেন অশ্ব যজ্ঞ সাঙ্গ হয়।
এই সব কথা রাজা জানিহ নিশ্চয়॥
এত যদি কহিলেন দেব গদাধর।
তাহা শুনি কহিতে লাগিল বৃকোদর॥
নিবেদন করি আমি শুন নারায়ণ।
কহিলা আমারে তুমি গর্ব্বিত বচন॥
তুমি যদি বল আমি কি করিতে পারি।
কিন্তু আপনার ছিদ্র নাহি জান হরি॥
ডাগর উদর মম দেখ নারায়ণ।
তোমার উদরে কৃষ্ণ এ তিন ভুবন॥
আমা সম কামাতুর না দেখ আপনি।
ষোল শত অষ্ট হয় তোমার রমণি॥
তাহা লয়ে ক্রীড়া কর দিবস রজনি।
আমি কিসে কামাতুর বল গুণমণি॥
নিন্দিলা আমার আছে রাক্ষসী বনিতা।
তোমার গৃহেতে আছে ভল্লুকদুহিতা॥
আপনা না জানি কৃষ্ণ নিন্দহ অন্যেরে।
কত কীর্ত্তি রাখিয়াছ গোকুলনগরে॥
পাসরিলা সেই কথা রাধার জীবন।
আমারে নিন্দিয়া কহ কুৎসিত বচন॥
ভয় নাহি করি আমি যুবনাশ্ব বীরে।
তুরঙ্গ আনিব আমি জিনিয়া তাহারে॥
তুমি যারে প্রসন্ন আছহ যদুরায়।
ইন্দ্রে পরাজিতে পারি এবা কোন দায়॥
আমাসভাকার নাথ তুমি নারায়ণ।
সত্য বলি এই কথা জানে সর্ব্বজন॥
আমার অসাধ্য নাহি এই চরাচরে।
শুন কৃষ্ণ কহিলাম তোমার গোচরে॥
ভীমের বচনে তুষ্ট হয়ে নারায়ণ।
যুধিষ্ঠিরে কহিলেন মধুর বচন॥
অশ্বমেধ যজ্ঞসিদ্ধি হইবে তোমার।
অসিপত্র আচরিবা ধর্ম্মের কুমার॥
অন্যমত না হইবে বলিলাম আমি।
তুরঙ্গ আনিবে ভীম স্থির জান তুমি॥
কৃষ্ণের বচনে হরষিত যুধিষ্ঠির।
পুনরপি কহিতে লাগিল ভীম বীর॥
শুনহ অর্জ্জুন বীর আমার বচন।
সতত করিবা তুমি রাজার রক্ষণ॥
পালিহ হস্তিনাপুরী প্রজার সহিতে।
তিন জনা যাই মোরা তুরঙ্গ আনিতে॥
এতেক কহিল যদি পবনকুমার।
শুনিয়া অর্জ্জুন তাহা করেন স্বীকার॥
যুধিষ্ঠির পদে ভীম করিল প্রণাম।
আশীর্ব্বাদ দেন তারে ধর্ম্ম গুণধাম॥
যাহ ভীম অশ্ব তুমি আনহ ত্বরিতে।
বিলম্ব না কর ভাই ইহা রাখ চিতে॥
এত শুনি ভীম বীর চলিল সত্বরে।
বৃষকেতু মেঘবর্ণ লইয়া দোঁহারে॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরি।
কাশীকহে শুনিলে তরয়ে ভববারি॥

## অথ অশ্ব আনিতে ভীম ও বৃষকেতু ও মেঘবর্ণের যাত্রা।

শ্রীজনমেজয় বলে কহ মহামুনি।
অপূর্ব্ব প্রস্তাব আমি তোমাহৈতে শুনি॥
কেমনে আনিল অশ্ব বীর বৃকোদর।
বিবরিয়া সেই কথা কহ মুনিবর॥
যত কথা শুনি মুনি তত বাঢ়ে সুখ।
অমৃত করিতে পান কে হয় বিমুখ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন জনমেজয়।
ভীম আনিবারে গেল পাণ্ডবের হয়॥
বৃষকেতু মেঘবর্ণ করিয়া সংহতি।
গোবর্দ্ধন গিরিবরে গেল শীঘ্রগতি॥
সেই গোবর্দ্ধন গিরি সহস্র শিখর।
তাহে আরোহণ কৈল তিন বীরবর॥
পর্ব্বতে বসিল বীর হরষিত হৈয়া।
দেখিল রাজার পুরী দূরেতে থাকিয়া॥
সুবর্ণ রচিত পুরী মণি মুক্তাময়।
পুরী দরশনে ভীম মানিল বিস্ময়॥
ভীম বলে বৃষকেতু শুনহ বচন।
জিনিয়া কনক লঙ্কা পুরীর গঠন॥
মনোহর রাজপুরী অতিঅনুপম।
কতেক বসতি পুরে নাহিক নিয়ম॥
পুরীর বাহিরে দেখি রম্য সরোবর।
সলিলে করিছে শোভা অমর নগর॥
নানা বৃক্ষ শোভান্বিত সরোবর পাশে।
চম্পক মালতী যুথী মল্লিকা বিকাসে॥
মধু লোভে অলিগণ ভ্রমিয়া বেড়ায়।
দেখহ কোকিলগণ কুহু স্বরে গায়॥

কলকল বিহঙ্গম শিখী শব্দ করে।
মনোহর উপবন সরোবর তীরে ॥
হের দেখ বটের তলেতে রসময়।
বনিতা বসিয়া তাহে নানা গীত গায় ॥
কাঁখে হেমকুম্ভ করি যতেক অবলা।
সরোবরতীরে আইসে যেন চন্দ্রকলা ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যেন দেবের রমণি।
উর্ব্বশী জিনিয়া রূপ আমি মনে গণি ॥
এক আইসে আর যায় সরোবর তীরে।
দৃষ্টি করি বৃষকেতু দেখহ অন্তরে ॥
অমরনগর জিনি যুবনাশ্বপুরী।
প্রবেশিব কোন পথে ভয় মনে করি ॥
গড়ের পরিখা দুই যোজন বিস্তার।
ভয় লাগে দেখিয়া রাজার সিংহদ্বার ॥
রক্ষক সকল দেখি নানা অস্ত্র হাতে।
অগম্য রাজার পুরী যাইব কিমতে ॥
পুরীর ভিতরে দেখ অশ্ব মনোহর।
কেমনে আনিব ঘোড়া অনন্ত দুষ্কর ॥
ভীমের বচন শুনি কর্ণের নন্দন।
যোড় হাত হয়ে ভীমে করে নিবেদন ॥
রাজবাড়ী মনোহর অতিঅনুপম।
অমরনগর জিনি পুরীর সুঠাম ॥
প্রবেশিতে না পারিব যুবনাশ্বপুরে।
আসিবে যজ্ঞের ঘোড়া এই সরোবরে ॥
আসিবে অনেক সৈন্য ঘোড়ার সংহতি।
ধরিয়া লইব ঘোড়া করিয়া শকতি ॥
ভীম বলে বৃষকেতু কহিলা প্রমাণ।
নিতান্ত ধরিতে ঘোড়া করহ সন্ধান ॥
তুরঙ্গ ধরিতে যুদ্ধ হইবে বিস্তর।
কি কর্ম্ম করিব বল কর্ণের কোঙর ॥
বৃষকেতু বলে আমি করিব সমর।
আমা নিবারিতে পারে নাহি হেন নর ॥
তবে মেঘবর্ণ বলে শুন পিতামহ।
ধরিয়া আনিব ঘোড়া যদি আজ্ঞা দেহ ॥
অশ্ব লয়ে থাকিব যে পর্ব্বতউপরে।
তোমরা প্রবৃত্ত দোঁহে হইবা সমরে ॥
মেঘবর্ণবাক্য শুনি ভীম হৈল প্রীত।
পর্ব্বতে রহিল সে হইয়া হরষিত ॥
শিখরে বসিয়া তিনে করে নিরীক্ষণ।
জলপান করিতে আইল অশ্বগণ ॥
অযুত২ ঘোড়া সরোবরে আইল।
আপনার সুখে ঘোড়া জলপান কৈল ॥
জলপান করিয়া চলিল অশ্বগণ।
তাহে না দেখিল ঘোড়া সর্ব্ব সুলক্ষণ ॥
শ্যামবর্ণ পীত পুচ্ছ তাহে না দেখিয়া।
পর্ব্বতে আছেন তিনে পথ পানে চায়া ॥
ভীম বলে বৃষকেতু হেন লয় মনে।
অন্তঃপুরে আছে ঘোড়া না আইল এখানে ॥
বাহির না করে ঘোড়া ইহা জান স্থির।
আইল অনেক ঘোড়া খাইবারে নীর ॥
কোন কর্ম্ম করিলাম প্রতিজ্ঞা করিয়া।
হস্তিনাতে যাব আমি কি বোল বলিয়া ॥
অব্যর্থ প্রতিজ্ঞা মম সর্ব্ব লোকে জানে।
ঘোড়া না পাইয়া ঘোর দুঃখ বাড়ে মনে ॥
বৃষকেতু বলে খুড়া শুন অবধানে।
এখনি আসিবে ঘোড়া দেখ জলপানে ॥
শ্রীকৃষ্ণ দিলেন আজ্ঞা তুরঙ্গ আনিতে।
কার্য্যসিদ্ধি হবে কেন দুঃখ কর চিত্তে ॥
ঐ দেখ নগরে বিচিত্র বাদ্য শুনি।
বরাক খঞ্জর বাজে আর বাজে বেণি ॥
খমক টমক বাজে বাজিছে ঝাঝরি।
বরঙ্গ মধুর বাজে বিলাস মধুরী ॥
জয়ঢাক বীরঢাক কাংস্য করতাল।
দামামা দগড় বাজে শুনিতে বিশাল ॥
কোলাহল শুনি বড় গড়ের বাহিরে।
অভিপ্রায় বুঝি ঘোড়া আইসে সরোবরে ॥
রাজার গমনে যেন বাজে বাদ্যচয়।
শুন খুড়া জলপানে আইসে সেই হয় ॥
এক দৃষ্টি করি তুমি চাহ হয়পানে।
শব্দ কোলাহলে কিছু নাহি শুনি কাণে ॥
আগে পাছে গজ বাজি কত শোভা করে।
সর্ব্ব সুলক্ষণ ঘোড়া দেখহ মাঝারে ॥
চামর চাঁদোয়া দেখ ঘোড়ার দুই পাশে।
পদধূলি অন্ধকার উঠিল আকাশে ॥
অশ্ব দেখি ভীম বীর আনন্দিত মনে।
ঘটোৎকচসুতে আজ্ঞা দিল সেইক্ষণে ॥
মেঘবর্ণ বলে তুমি দেখ না আসিয়া।
সৈন্যের মাঝারে ঘোড়া আনিব ধরিয়া ॥
এত বলি মেঘবর্ণ হইল বিদায়।
চন্দ্রকে ধরিতে যেন রাহুগণ যায় ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

## অথ যুবনাশ্ব রাজার অশ্ব হরণ।

### দীর্ঘ ত্রিপদী।

মেঘবর্ণ মহাবলী হয়ে মহাকুতূহলী
প্রণমিল ভীমের চরণে।
ভীম বড় কুতূহলে তাহারে করিল কোলে
আশীর্ব্বাদে হরষিত মনে॥
প্রণমিয়া কর্ণসুতে মেঘবর্ণ আনন্দেতে
অন্তরীক্ষে করিল গমন।
প্রকাশি রাক্ষসমায়া দূর কৈল রবিচ্ছায়া
অন্ধকারে না চলে নয়ন॥
আকাশে খেচর সব করে মহাকলরব
বরিষে মুষলধারে জল।
প্রচণ্ড মরুত বয় ঘন শিলাবৃষ্টি হয়
পূর্ণিত হইল রসাতল॥
বাত হৈল অতিগুরু ভাঙ্গিল অনেক তরু
পত্র পুষ্প পড়িল ভূতলে।
তাহা দেখি নৃপসেনা হইলেক উন্মনা
অশ্ব নিতে না পারিল শালে॥
মারুতি রুধিল বাট ত্রাসিত হইল ঠাট
পরস্পর কহে নানা কথা।
কি বা হৈল দুরদৃষ্ট অকস্মাৎ জল বৃষ্ট
মায়া কৈল কেমনে দেবতা॥
মনে উপজিল ভয় এ কর্ম্ম অন্যের নয়
ঘোড়া নিতে আইসে পুরন্দর।
শ্যামবর্ণ পীতপুচ্ছে হেন অশ্ব কোথাআছে
শিলাঘাতে শরীর জর্জ্জর॥
নৃপসেনা হেনমতে বিষাদ করিয়া চিত্তে
অন্ধকারে না দেখি নয়নে।
চাঁন্দোয়া চামর কোথা খণ্ড২ হৈল ছাতা
কার দন্ত খসি পড়ে ভূমে॥
মেঘবর্ণ হেনকালে ঘোটক লইয়া কোলে
লয়ে গেল পর্ব্বতউপরে।
বৃষকেতু বৃকোদর আনন্দিত বহুতর
আলিঙ্গন করিল তাহারে॥
ভারতের পুণ্যকথা শুনিলে ঘুচয়ে ব্যথা
কলির কলুষ বিনাশন।
সেবি কৃষ্ণ পদাম্বুজ কহে কৃষ্ণদাসানুজ
কৃষ্ণপদে বাঞ্ছুক মন॥

## অথ বৃষকেতু ও যুবনাশ্বের যুদ্ধ।

### পয়ার।

রাক্ষসের মায়া যত সব দূর হৈল।
শিলাবৃষ্টি বরিষণ ঝড় কোথা গেল॥
দূর হৈল অন্ধকার সুপ্রসন্ন ভানু।
পরস্পর নিরীক্ষয়ে নিজ২ তনু॥
কেহ বলে আরে ভাই অনর্থ হইল।
রাজার যজ্ঞের ঘোড়া কেবা লয়ে গেল॥
কেহ বলে অশ্বকে ধরিয়া এক জন।
দেখিনু আকাশপথে করিল গমন॥
কি বলিয়া যাব মোরা নৃপ সন্নিধানে।
ঘোড়া না পাইয়া রাজা বধিবেক প্রাণে॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর কি বা ঘোড়া নিল হরি।
ধায়ে যায় নৃপসৈন্য পর্ব্বত উপরি॥
আকাশ পথেতে কেহ করে নিরীক্ষণ।
কেহ বলে ঘোড়া নিল সহস্রলোচন॥
কোলাহল করি সৈন্য ধাইল পর্ব্বতে।
আগু হৈল ভীমসেন ধনুর্ব্বাণ হাতে॥
মেঘবর্ণ বলে শুন বীর বৃকোদর।
ঘোড়া লয়ে যাই চল হস্তিনানগর॥
অগোচরে যাই যুদ্ধে নাহি প্রয়োজন।
তত্ত্ব নাহি পায় যেন নৃপ সৈন্যগণ॥
ভীম বলে মেঘবর্ণ কি কর বিচার।
শুনিলে হাসিবেন কৃষ্ণ সংসারের সার॥
উপহাস করিবেন মোরে ধনঞ্জয়।
চুরি করি বৃকোদর আনিলেক হয়॥
এ সব নিন্দিত কর্ম্ম আমি না করিব।
বাহুবলে নৃপ সৈন্য সব পরাজিব॥
বক হিড়িম্বক মৈল কির্ম্মীর দুর্ব্বার।
শত ভাই কীচকে করিলাম সংহার॥
বিনাশ করিলাম আমি ভাই দুর্য্যোধন।
অশ্ব লুকাইয়া লব এ আর কেমন॥
অপযশ থাকিবেক এই ভূমণ্ডলে।
পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ সর্ব্বলোকে বলে॥
এত যদি বলিলেন বীর বৃকোদর।
ঘটোৎকচসুত বলে যুড়ি দুই কর॥
ঘোড়া লয়ে থাকহ তোমরা দুই জন।
আজ্ঞা কর যাই আমি করিবারে রণ॥
এত বলি ভীমসেনে করিয়া প্রণাম।
মেঘবর্ণ বীর যায় করিতে সংগ্রাম॥

উপাড়িয়া পাথর লইল বাম হাতে।
সিংহনাদ করি যায় সংগ্রাম করিতে॥
এড়িল পাথরখান দিয়া হুহুঙ্কার।
পাথর চাপনে হৈল সৈন্যের সংহার॥
চারি শত সেনাপতি গেল যমঘরে।
দুই শত হস্তি মৈল শিলার প্রহারে॥
গাছ শিলা আঘাতে পড়িল সেনাচয়।
একেলা করিছে যুদ্ধ রাক্ষস দুর্জ্জয়॥
পরস্পর নৃপ সেনা মনে বিচারিল।
সঙ্কট সংগ্রাম দেখি ভয়ে ভঙ্গ দিল॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায়ে গেল পুরীর ভিতরে।
যোড় হাতে বার্ত্তা কহে নৃপতিগোচরে॥
শুন রাজা ঘোড়া নিল সহস্রলোচন।
শিলাবৃষ্টি ঘোরতর হইল বরিষণ॥
অন্ধকারে কেহ নাহি চিনি আত্মপর।
ধরিয়া যজ্ঞের ঘোড়া নিল পুরন্দর॥
ঘোড়া লৈয়া গেলেন পর্ব্বতে সুরপতি।
কুবের বরুণ যম আছেন সংহতি॥
তার সহ যুদ্ধ করিলাম প্রাণপণে।
শরীর জর্জ্জর হৈল দেবতার বাণে॥
গজ বাজি পড়িল বিস্তর সেনাগণ।
পলাইলাম প্রাণ লৈয়া পরিহরি রণ॥
শুনিয়া কুপিল যুবনাশ্ব নৃপবর।
সাজ২ বলি ঘন ডাকে নরেশ্বর॥
নৃপআজ্ঞা পাইয়া যতেক সেনাগণ।
হরষিতে গেল সভে করিবারে রণ॥
গজ বাজি বিমানেতে আরোহণ করি।
পদাতিকগণ যায় হাতে খড়্গ ধরি॥
ধনুর্ব্বাণ লয়ে হাতে সাজে যত জন।
কোলাহল করি যায় নৃপ সেনাগণ॥
যুঝিতে চলিল যুবনাশ্ব মহাবল।
ভুজঙ্গনাথের ফণা করে টলমল॥
আপনি নৃপতি আইল যুদ্ধ করিবারে।
বৃষকেতু কহে কথা ভীমের গোচরে॥
আজ্ঞা কর খুড়া আমি করি গিয়া রণ।
আজি যুবনাশ্বে আমি করিব নিধন॥
অনুমতি দিল ভীম বৃষকেতু বীরে।
কর্ণের নন্দন যায় হাতে ধনুঃশরে॥
আকর্ণ পূরিয়া বীর টঙ্কারিল ধনু।
সিংহনাদে কম্পমান নৃপতির তনু॥
সিংহনাদে নৃপতির মন উচাটন।
ডাক দিয়া বলে রাজা শুন সেনাগণ॥
একেশ্বর আইসে মোর সৈন্যের ভিতরে।
অসম সাহস বীর শঙ্কা নাহি করে॥
কি বা ইন্দ্রদেব কি বা শমন পবন।
মানুষের রূপে আইল করিবারে রণ॥
সাহস করিয়া সভে কর গিয়া রণ।
নৃপাদেশে সাহস করিল সেনাগণ॥
মার২ শব্দে সভে আরম্ভিল রণ।
নানা অস্ত্র বরিষয়ে না হয় গণন॥
রাজপুত্র সুবেগ সে বড় বীরবর।
করিপৃষ্ঠে আইসে সেই করিতে সমর॥
হংস ব্যূহ করি সেই আরম্ভিল রণ।
ব্যূহ ভেদি বৃষকেতু মারে সেনাগণ॥
একত্র হইয়া যত নৃপতির সেনা।
বাণ বৃষ্টি করে দোঁহে নাহিক গণনা॥
বৃষকেতু শিরে পড়ে লক্ষ২ বাণ।
তথাপি সে নহে ভীত হেন বলবান॥
কাতর হইল বীর বাণের প্রহারে।
তাহা দেখি ভীম বীর কুপিল অন্তরে॥
ভীম বলে মেঘবর্ণ শুনহ বচন।
একা গেল বৃষকেতু করিবারে রণ॥
পর্ব্বতে থাকহ তুমি ঘোটক লইয়া।
যুদ্ধ করিবারে আমি যাইব সাজিয়া॥
এত বলি ভীমসেন করিল গমন।
বৃষকেতু সম্মুখে আইল সেইক্ষণ॥
ভীমে দেখি বৃষকেতু হরিষঅন্তরে।
যোড় হাত করি বীর নিবেদন করে॥
আপনি আইলা কেন সংগ্রামভিতর।
আমি যুদ্ধ জিনিতে পারিব একেশ্বর॥
ভীম বলে নৃপতির বহুতর সেনা।
দরশনে হইলাম আমি যে উন্মনা॥
একেলা করিছ যুদ্ধ ভয় বাসি মনে।
বিনাশিব নৃপসেনা মোরা দুই জনে॥
এত বলি দুই জনে করেন সন্ধান।
ঈষদ হাসিয়া এড়ে শত২ বাণ॥
বৃষকেতু দেখিয়া বলিছে নৃপবর।
কাহার তনয় তুমি মহাধনুর্দ্ধর॥
কি নাম তোমার হে আইলা কি কারণে।
পরিচয় দেও আগে তোমরা দুজনে॥
যুবনাশ্ববচনেতে বৃষকেতু বীর।
পরিচয় দিল নৃপে প্রফুল্লশরীর॥
রবির তনয় কর্ণ জানে এ জগতে।
জনম হইল তার কুন্তীর গর্ভেতে॥

কর্ণের তনয় আমি নাম বৃষকেতু।
তুরঙ্গ লইনু যুধিষ্ঠিরযজ্ঞ হেতু॥
তাহা শুনি যুবনাশ্ব আনন্দিত মন।
ধন্য২ মহাবীর কর্ণের নন্দন॥
এ নহে উচিত শুন কর্ণের নন্দন।
আমার বচনে কর রথে আরোহণ॥
তবে সে করিব দুই জনে ঘোর রণ।
এত শুনি ডাকি বলে কর্ণের নন্দন॥
শুন রাজা মম রথে নাহি কোন কায।
তুমি রথে যুদ্ধ কর শুন মহারাজ॥
বৃষকেতুবাক্যে রাজা দুঃখিত অন্তরে।
রথ ত্যজি নামিলেন ধরণিউপরে॥
দোঁহে যুদ্ধবিশারদ কেহ নহে ঊন।
দোঁহে দোঁহাকার কাটি পাড়ে ধনুর্গুণ॥
পুনরপি ধনুক লইল দুই জন।
বাণ বরিষণে দোঁহে পূরিল তখন॥
বাণে২ দোঁহে কৈল অনেক সংগ্রাম।
কেহ কারো ঊন নহে দোঁহে অনুপম॥
তবে যুবনাশ্ব রাজা ক্রোধযুক্ত হৈয়া।
অগ্নিবাণ পূরিলেক আকর্ণ পূরিয়া॥
জলবাণ এড়িলেক কর্ণের নন্দন।
জলবাণ দিয়া কৈল অগ্নিনিবারণ॥
বায়ুঅস্ত্র নরপতি এড়িলেক রণে।
পর্ব্বতাস্ত্রে নিবারয় কর্ণের নন্দনে॥
সর্পবাণ যুবনাশ্ব কৈল অবতার।
গরুড়াস্ত্রে কর্ণসুত করিল সংহার॥
হেনমতে দোঁহে কৈল অনেক সংগ্রাম।
বাণের উপরে বাণ করিল সন্ধান॥
তবে বৃষকেতু বীর কর্ণের নন্দন।
কোপযুক্ত হয়ে করে বাণ বরিষণ॥
নিবারয় যুবনাশ্ব ধনুঃশর হাতে।
তাহা দেখি ভীমসেন দুঃখ ভাবে চিতে॥
তবে যুবনাশ্ব রাজা মারে দশ বাণ।
বৃষকেতু উপরে সে করিয়া সন্ধান॥
মহাকোপে ভীমসেন গদা নিল হাতে।
গজ বাজি রথ মারিলেক যূথে২॥
ভীমগদাঘাতে সেনা হইল চঞ্চল।
রণে ভঙ্গ দেয় সভে করি কোলাহল॥
সৈন্যভঙ্গ দেখিয়া সুবেগ বীর আইল।
ভীমের সহিত আসি যুদ্ধ আরম্ভিল॥
বুভুক্ষিত সিংহ যেন গজেন্দ্র পাইল।
গদা হাতে ভীমসেন রণে প্রবেশিল॥
দেখিয়া সুবেগ বীর গদা নিল হাতে।
আরম্ভিল গদাযুদ্ধ ভীমের সহিতে॥
সুবেগ মারিল গদা ভীমের উপরে।
গদাঘাতে ভীমসেন সিংহনাদ করে॥
সুবেগউপরে গদা ভীম করে ঘাত।
হাহাকার করে সৈন্য সুবেগ নিপাত॥
চৈতন্য পাইল নৃপসুত কতক্ষণে।
পুনঃ গদাযুদ্ধ করে বৃকোদর সনে॥
যুবনাশ্ব সনে যোঝে কর্ণের নন্দন।
দোঁহে মহাধনুর্দ্ধর করে মহারণ॥
এড়িল পঞ্চাশ বাণ বীর বৃষকেতু।
যুবনাশ্ব নৃপতির বিনাশের হেতু॥
অচেতন মহারাজ পড়িল ভূমেতে।
তাহা দেখি বৃষকেতু দুঃখ পাইল চিত্তে॥
ধনুর্ব্বাণ ভূমে রাখি কর্ণের নন্দন।
যোড়হাতে নারায়ণে করেন স্তবন॥
পাণ্ডবে প্রসন্ন যদি হও চক্রপাণি।
তবে যুবনাশ্ব রাজা বাঁচিবে এখনি॥
যদি কিছু কর্ণের থাকয়ে পুণ্য বল।
নৃপতিরে তবে রক্ষ ভকতবৎসল॥
এত বলি বৃষকেতু মাগিলেক বর।
চৈতন্য পাইল রাজা উঠিল সত্বর॥
নৃপতি চৈতন্য পাইল হরষিত সেনা।
মহাকোলাহল করি বাজায় বাজনা॥
যুবনাশ্ব বলে শুন কর্ণের তনয়।
তুমি মোর পিতাসম আমিত তনয়॥
বাপের সমান তুমি হও মহামতি।
বৃকোদর সহ মম করাহ পীরিতি॥
আর যুদ্ধে কার্য্য নাহি কর্ণের নন্দন।
আমি লইলাম তবে পাণ্ডবশরণ॥
মারিয়া জীবন দিলা কি আশ্চর্য্য কথা।
মহাধর্ম্মবন্ত ছিল কর্ণ তব পিতা॥
তেমতি দেখিনু ধর্ম্ম তোমার শরীরে।
আমা লয়ে চল তুমি ভীমের গোচরে॥
ভীম সুবেগের যুদ্ধ অপূর্ব্ব কথন।
গদাযুদ্ধে বিশারদ রাজার নন্দন॥
বাহুবলে ভীম তারে তুলিল উপরে।
আছাড়িয়া ফেলিলেক নৃপতিকুমারে॥
নৃপতিনন্দন তাহে ভয় না পাইল।
সিংহনাদ করি পুনঃ গদা হাতে নিল॥
পুত্রের বিক্রম দেখি সুখী নরপতি।
ডাক দিয়া বলে রাজা আনন্দিতমতি।

শুন পুত্র যুদ্ধে আর নাহি প্রয়োজন।
প্রাণপণে লইলাম পাণ্ডবে শরণ॥
ত্যজহ সংগ্রাম পুত্র আমার বচনে।
যুদ্ধ যোগ্য নহ তুমি ভীমসেন সনে॥
ভীমের বিক্রম আমি করেছি শ্রবণ।
পাণ্ডবের সহায় আপনি নারায়ণ॥
পরাজয় পাণ্ডবের নাহি ত্রিভুবনে।
সংগ্রাম ত্যজহ পুত্র আমার বচনে॥
বাপের বচন শুনি সুবেগ কুমার।
আনন্দিত হইয়া ত্যজিল মহামার॥
তবে বৃষকেতু বলে ভীমের সাক্ষাতে।
যুবনাশ্ব পরিবার ভজিল তোমাতে॥
এই দেখ নৃপতি মাগিল পরাজয়।
অভয় প্রসাদ দেহ পাণ্ডুর তনয়॥
বৃষকেতু বচনেতে ভীম মহাবলী।
ত্যজিলেন সংগ্রাম হইয়া কুতূহলী॥
তবে রাজা যুবনাশ্ব আনন্দ পাইয়া।
ভীমেরে প্রণাম কৈল ষড়ঙ্গ হইয়া॥
রাজারে তুষিল ভীম আলিঙ্গনদানে।
সুবেগ প্রণাম কৈল ভীমের চরণে॥
বৃষকেতু সহিত করিয়া সম্ভাষণ।
যোড়হাতে যুবনাশ্ব করে নিবেদন॥
নিবেদন করি শুন ভীম মহাশয়।
আজি সে হইল মোর তপের উদয়॥
পূর্ব্ব পুণ্য মানিলাম তোমা দরশনে।
পবিত্র হইল পুরী তব আগমনে॥
ধন্য২ বৃষকেতু কর্ণের কুমার।
নয়নে দেখিনু আজি চরণ তোমার॥
কতেক আমার ভাগ্য বলিতে না পারি।
পবিত্র হইল আজি ভদ্রাবতী পুরী॥
আমার পুরেতে তুমি চল এই ক্ষণে।
ঘোড়া লৈয়া যাব আমি ধর্ম্ম বিদ্যমানে॥
অনুমতি দিল ভীম রাজার বচনে।
প্রীতি পায়ে যুবনাশ্ব গেল নিকেতনে॥
সুবেগ রাখিয়া আইল বৃকোদরসনে।
ঘরে গিয়া নৃপতি ডাকিল পাত্রগণে॥
পূর্ব্বে সুরাসুর বলি ছিল অনুমান।
ভীম আগমন কহে প্রভাবতী স্থান॥
মঙ্গল সামগ্রী শীঘ্র কর প্রভাবতি।
মম পুরে আসিবেন ভীম মহামতি॥
পাণ্ডুর নন্দন তারা ভাই পঞ্চ জন।
যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুন কুন্তীর নন্দন॥
সহদেব নকুল দোঁহে মাদ্রীর তনয়।
কৃষ্ণহেতু পাণ্ডবের নাহি পরাজয়॥
যুদ্ধ বিবরণ যত সকলি কহিল।
তাহা শুনি রাজরাণী অদ্ভুত মানিল॥
মঙ্গলায়োজন সভে করিল হরিষে।
মেঘবর্ণ আইল তথা বৃকোদর পাশে॥
ঘোড়া লয়ে ঘটোৎকচসুত মহাবলী।
দাণ্ডাইল ভীম পাশে হয়ে কৃতাঞ্জলি॥
গজ পৃষ্ঠে চাপিলেন ভীম কর্ণসুত।
ভদ্রাবতীপুরে যায় আনন্দ বহুত॥
আগে যায় মেঘবর্ণ ঘোড়া বাগ ধরি।
পিছে সেনাগণ যায় সিংহনাদ করি॥
বিজয়ি পাণ্ডব কথা অমৃতের ধার।
কাশী কহে যেই শুনে জন্ম নাহি তার॥

## অথ যুবনাশ্বগৃহে ভীমের গমন।

### লঘু ত্রিপদী।

নৃপ হরষিত অমাত্য সহিত
করিলেক বিবেচনা।
আমার বৈভব আর কত কব
বিধি করিল ঘটনা॥
পাণ্ডুর তনয় ভীম মহাশয়
আসিবে আমার পুরে।
নগর শোভন কর প্রজাগণ
আনন্দ করি অন্তরে॥
পায়ে নৃপাদেশ ঘুচে সর্ব্ব ক্লেশ
করে পুরীসংস্কার।
ছড়াইল জল করি সমস্থল
ঘটে শোভে আম্র সার॥
নগর শোভন কৈল প্রজাগণ
চামর চান্দোয়া দোলে।
রাগ তাল ধরা নাচিছে অপ্সরা
শত২ কুতূহলে॥
কুসুম চন্দন লয়ে দ্বিজগণ
দাণ্ডাইল রাজপথে।
শঙ্খ বীণা বেণী কাঁসী বাজে সানি
আনন্দিত নগরেতে॥
ভূষা শোভে গায় দেখিবারে ধায়
বৃদ্ধ শিশু আর যুবা।

ভট্টরায়বার পড়িছে সুধার
অমরনগর কিবা॥
পথেতে অম্বর পাতি নৃপবর
ভীম আগমন আশে।
ঘট বহুতর রাখিল সত্বর
পথের উভয় পাশে॥
মূর্ত্তি যেন বিধু যত কুলবধু
রহিল গবাক্ষদ্বারে।
দেখি বৃকোদর হরিষ অন্তর
আর বৃষকেতু বীরে॥
হেতা নৃপজায়া হর্ষে পূর্ণকায়া
ডাকি সহচরীগণে।
সভাই সুবেশা করি সবে ভূষা
চলে ভীম দরশনে॥
হাতে হেমথালা নৃপতিমহিলা
শুভসজ্জা তদুপরি।
পুরনারী যত চৌদিগে বেষ্টিত
ত্যজি যায় অন্তঃপুরী॥
রহি সিংহদ্বারে শুভ সজ্জা করে
হেতা আইসে বৃকোদর।
প্রবেশে পুরেতে আনন্দিত চিতে
দেখি পুরী মনোহর॥
আগে দ্বিজগণ অগুরু চন্দন
দিল ভীম মহাবীরে।
জিনি রতিপতি ভীমের মুরতি
চারু গতি ধীরে২॥
নগরের রামা দেখি তিন জনা
দূর করে যত শোক।
রাম আগমনে হরষিত মনে
যেন অযোধ্যার লোক॥
আইল রাজদ্বারে তিন মহাবীরে
বাজায় পটহধ্বনি।
মঙ্গলায়োজন করি নির্ম্মঞ্ছন
আনন্দ করিল রাণী॥
আপনি রাজন আনি সিংহাসন
বসাইল বৃকোদরে।
চামর ব্যজন করে দাসীগণ
ভীমসেন কলেবরে॥
কর্ণের নন্দনে বসায় আসনে
নির্ম্মঞ্ছ করিল সুখে।
ঘটোৎকচসুতে হয়ে হরষিতে
বসায় ভীমসম্মুখে॥
পূজিয়া পাণ্ডবে পরম গৌরবে
যুবনাশ্ব নৃপবর।
কহে কাশীদাস কৃষ্ণপদে ব্যাস
উক্ত কথা মনোহর॥

### অথ যুবনাশ্ব রাজার হস্তিনাগমন ও শ্রীকৃষ্ণ দর্শন।

#### পয়ার।

বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ নৃপতি।
এই বিবরণ কহিলাম তোমা প্রতি॥
শ্রীজনমেজয় বলে শুন তপোধন।
এবে কহ যুবনাশ্ব রাজার কথন॥
ভীমকে পূজিল রাজা অতিসমাদরে।
কহ সে কেমনে গেল হস্তিনানগরে॥
কি কহিল নরপতি যুধিষ্ঠিরস্থানে।
সে কথা শুনিব প্রভু তোমার বদনে॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন জনমেজয়।
সিংহাসনে বসিলেন ভীম মহাশয়॥
নানা উপহারে রাজা ভীমকে তুষিল।
মহাসুখে বৃকোদর ভোজন করিল॥
যথাযোগ্য আসনে বসিল তিন জন।
কর্পূর তাম্বূল শেষ করিল ভক্ষণ॥
তবে যুবনাশ্ব রাজা সম্প্রীতি পাইয়া।
ভীমের সম্মুখে রহে যোড় হাত হইয়া॥
অবধানে শুন তুমি পাণ্ডুর নন্দন।
না বুঝিয়া করিলাম তোমা সহ রণ॥
এই অপরাধ তুমি ক্ষমা দেহ মোরে।
আমা লয়ে চল তুমি হস্তিনানগরে॥
তোমার প্রসাদে দেখি গোবিন্দচরণ।
যুধিষ্ঠির দরশনে পাপ বিমোচন॥
গঙ্গা স্নান করিয়া দেখিব নারায়ণ।
শুন ভীমসেন এই মম নিবেদন॥
ভীম বলে নরপতি চলহ সংহতি।
যুধিষ্ঠির সহিত দেখিবা যদুপতি॥
অপরাধ কিছু তোমা নাহিক রাজন।
ক্ষত্রের প্রধান কর্ম্ম করিবেক রণ॥
ভীমের বচনে হরষিত নৃপমণি।
মহানন্দে যুবনাশ্ব বঞ্চিল রজনি॥
প্রভাত সময় রাজা দিলেক ঘোষণা।
কৃষ্ণ দরশনে সভে যাইব হস্তিনা॥

আনন্দিত পাত্র মিত্র রাজার বচনে।
ভূষিত করিল তুরঙ্গ নানা আভরণে॥
তবে যুবনাশ্ব রাজা আনন্দিত হইয়া।
মায়ের নিকটে বলে প্রণাম করিয়া॥
চলহ জননি যাব হস্তিনানগরী।
গঙ্গা স্নান করিয়া নিরখিব শ্রীহরি॥
ঘুচিবে সকল পাপ কৃষ্ণ দরশনে।
বিলম্ব না কর মাতা চল ভীমসনে॥
এত যদি কহিলেন যুবনাশ্ব রাজ।
কহিতে লাগিল মাতা বুঝিয়া অকায॥
রাজার নন্দিনী আমি হই রাজরাণী।
দেশান্তরে যাব আমি কভু নাহি শুনি॥
ঘরের বাহির আমি না হই কখন।
কি বুঝিয়া বল বাপু কুৎসিত বচন॥
তবে যুবনাশ্ব বলে শুন গো জননি।
থাকিলে অনেক ভাগ্য দেখে চক্রপাণি॥
অনাহারে অহর্নিশি যত ঋষিগণ।
নানা ক্লেশে দেখিতে না পায় নারায়ণ॥
দেখিব এমন প্রভু পাণ্ডব মিলনে।
শুন গো জননি শীঘ্র আইস মম সনে॥
শিব শুক সনকাদি নানা ক্লেশ করে।
চল গো জননি কৃষ্ণচন্দ্র দেখিবারে॥
যে চরণহইতে আইল ভাগীরথী।
যে চরণ পরশে সানন্দা বসুমতী॥
দেখিব সে পদ আমি যুধিষ্ঠির পাশে।
শুন গো জননি কায নাহি গৃহবাসে॥
কত জন্ম ফলেতে করয়ে গঙ্গাস্নান।
মরিলে গঙ্গার জলে পাইবে নির্ব্বাণ॥
বধূগণ সঙ্গে লয়ে চলহ সত্বর।
দেখিবা পরমানন্দে হস্তিনানগর॥
শুভক্ষণে অশ্বের পালন কৈনু আমি।
দেখিব তুরঙ্গহইতে অখিলের স্বামী॥
পুত্রের শুনিয়া কথা বলে আরবার।
এত ধর্ম্ম না করিল জনক তোমার॥
এক ছত্র ভুঞ্জিলেক ভদ্রাবতী পুরী।
নানা যজ্ঞ দান কৈল বলিতে না পারি॥
আমাসভা লয়ে কভু না গেল বিদেশে।
কৃষ্ণ নাম না শুনিলাম থাকি গৃহবাসে॥
এ ধন সম্পত্তি বাপু রাখি যাব কোথা।
তোমার বচনে বড় মনে পাই ব্যথা॥
কৃষ্ণ দরশনে বাপু কিছু নাহি কায।
পুরীর বাহির হইলে হবে বড় লাজ॥
কৃষ্ণ দরশনে বাপু না যাইব আমি।
লোকমুখে গঙ্গা কথা শ্রবণেতে শুনি॥
অধোমুখ হইল রাজা মায়ের বচনে।
পাত্রেরে বলিল লহ করিয়া যতনে॥
নৃপাদেশে পাত্র তারে বন্ধন করিল।
দিব্য চতুর্দ্দোল করি তাহারে লইল॥
চতুর্দ্দোল করি তারে করিলেক কান্ধে।
মহাপাপে রাজমাতা উচ্চস্বরে কান্দে॥
তবে যুবনাশ্ব রাজা হরষিত হইয়া।
চলিল হস্তিনাপুরী গোবিন্দ ভাবিয়া॥
কৃষ্ণ দরশনে বড় আনন্দ জন্মিল।
রাজ্য ধন মায়া মোহ দূরে তেয়াগিল॥
কত অনুচর রাজা নিযোজিয়া পুরে।
কৃষ্ণ দরশনে যান হস্তিনানগরে॥
গজ বাজি ত্যজি আর অপূর্ব্ব বিমান।
পদব্রজে যুবনাশ্ব করিল পয়াণ॥
অক্ষৌহিণী সেনাপতি করিয়া সংহতি।
হস্তিনানগর যান আনন্দিত মতি॥
দেখিয়া রাজার ভক্তি বীর বৃকোদর।
ধন্য২ প্রশংসা করিল বহুতর॥
সেই অশ্ব লয়ে রাজা চলিল আপনি।
অগ্রে গেল বৃকোদর যথা ধর্ম্মমণি॥
বৃষকেতু মেঘবর্ণ নৃপতির সাথে।
প্রবেশ করিল গিয়া হস্তিনাপুরেতে॥
ধর্ম্ম দরশনে যান বীর বৃকোদর।
ভীম দেখি যুধিষ্ঠির হরিষঅন্তর॥
একা ভীমে দেখিয়া কহেন নরপতি।
কোথা বৃষকেতু ভীম কহ মহামতি॥
কোথা মেঘবর্ণ বীর কহ সমাচার।
কোথায় যজ্ঞের ঘোড়া না দেখি তোমার॥
ভীম বলে মহারাজ কর অবধান।
অশ্বহেতু নৃপসঙ্গে হইল সংগ্রাম॥
পরাভব পেয়ে রাজা লইল শরণ।
আমারে লইল পুরে করিয়া যতন॥
উৎসব করিল রাজা আমার গমনে।
মঙ্গল বিধান যত কে বলিতে জানে॥
ঘোড়া লয়ে যুবনাশ্ব আইসে আপনি।
কৃষ্ণ দরশন আশে শুন নৃপমণি॥
পরিবার সহিত আইসে নরপতি।
বৃষকেতু মেঘবর্ণ লইয়া সংহতি॥
ভীমের বচনে আনন্দিত যুধিষ্ঠির।
কোল দেন ভীমসেনে চিত্তে হয়ে স্থির॥

তবে যুধিষ্ঠির কহিলেন ভীমসেনে।
কহ গিয়া এই কথা দ্রৌপদীর স্থানে॥
যুবনাশ্বে পূজা করি আনহ মন্দিরে।
শুন ভীম এই ভার দিলাম তোমারে॥
আজ্ঞা পায়ে সত্বরে চলিল বৃকোদর।
কহিল সকল কথা দ্রৌপদী গোচর॥
কুন্তী দ্রৌপদী আদি যত নারীগণ।
স্বর্ণ থালে করিল মঙ্গল আয়োজন॥
ধূপ দীপ শঙ্খ ঘণ্টা আদি যত দ্রব্য।
কুসুম চন্দন আর নিল হব্য গব্য॥
নৃপতির অভিলাষ বুঝি নারায়ণ।
দিব্যাসনে বসিলেন প্রসন্ন বদন॥
নানা মত বাদ্য বাজে হস্তিনানগরে।
ভীমসেন গেল তবে রাজা আনিবারে॥
আপনি চলিল আর অনেক ব্রাহ্মণ।
রথ পদাতিক নিল বহুসৈন্যগণ॥
হেনকালে যুবনাশ্ব আইল নগরে।
ভীম তারে আনিলেক মহাসমাদরে॥
আগে হৈল দ্রৌপদী করিতে নির্ম্মঞ্ছন।
কুসুম চন্দন নিল নানা আয়োজন॥
রথ পদাতিক সব রাখিল দুয়ারে।
যুবনাশ্ব রাজা গেল পুরীর ভিতরে॥
পরিবার সহিত গেলেন নরপতি।
যুধিষ্ঠির চরণেতে করিল প্রণতি॥
যোড়হাত হয়ে রাজা করেন স্তবন।
দেখিলাম তোমাহৈতে দেব নারায়ণ॥
নানা দান যজ্ঞ করি যার দরশনে।
দেখিলাম নারায়ণ তোমার মিলনে॥
ধন্য২ যুধিষ্ঠির পাণ্ডুর নন্দন।
তোমাহৈতে দেখিলাম গোবিন্দচরণ॥
এত বলি যুবনাশ্ব গলে বস্ত্র দিয়া।
ধরিল গোবিন্দপদ ভূমে লোটাইয়া॥
লক্ষ দণ্ডবৎ কৈল গোবিন্দচরণে।
আনন্দেতে অশ্রু বহে রাজার লোচনে॥
সুবেগ রাজার পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়া।
কৃষ্ণ পদ পরশিল দুই হস্ত দিয়া॥
পরে নৃপনারী আসি করিল প্রণাম।
আশীর্ব্বাদ সভারে দিলেন ভগবান॥
তবে যুবনাশ্ব রাজা জননী লইয়া।
কৃষ্ণস্থানে কহে কথা বিনয় করিয়া॥
আমার মায়ের দোষ ক্ষম চক্রপাণি।
আপনার গুণে কৃপা করহ আপনি॥
জীবের জীবন তুমি সংসারের সার।
তুমি না করিলে কৃপা করিবে কে আর॥
পরম কারণ তুমি পতিতপাবন।
তোমা দরশনে মায়ের পাপ বিমোচন॥
উদ্ধারিলা অজামিলে শুনেছি পুরাণে।
পাতকি তরিতে কেহ নাহি তোমা বিনে॥
হিংসা করি পূতনা পাইলেক তোমারে।
স্নেহহইতে তোমারে পাইল যুধিষ্ঠিরে॥
কামভাবে ব্রজবধূ পাইল তোমাকে।
এ সকল কথা শুনিয়াছি মুনিমুখে॥
মহাপাপকারি হয় আমার জননী।
আপনার গুণে কৃপা করহ আপনি॥
তবে কৃপা দৃষ্টেতে চাহিয়া নারায়ণ।
তাহার যতেক পাপ করেন মোচন॥
তবে যুবনাশ্ব রাজা সম্প্রীতি পাইয়া।
কৃষ্ণকে করেন স্তব যোড়হাত হৈয়া॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি ত্রিলোচন।
তুমি ইন্দ্র তুমি যম কুবের বরুণ॥
তুমি স্বর্গ তুমি মর্ত্ত্য তুমি সে পাতাল।
তুমি জল তুমি স্থল দশ দিকপাল॥
তুমি দিবা রাত্রি তুমি পর্ব্বত সাগর।
তুমি যোগ তুমি ভোগ তুমি চরাচর॥
মাস তুমি বার তুমি তিথি পঞ্চদশ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর তুমি তুমি সে তাপস॥
তোমার মহিমা প্রভু কে বলিতে পারে।
এই তত্ত্ব জানি আমি বিদিত সংসারে॥
এক সুবর্ণেতে হয় নানা অলঙ্কার।
একেলা করিলা কত শত অবতার॥
তোমার সকল সৃষ্টি সর্ব্ব সৃষ্টি তুমি।
ব্রহ্মাদি না পায় তত্ত্ব কি বলিব আমি॥
ধন্য যুধিষ্ঠির রাজা পাণ্ডুর নন্দন।
দেখিলাম তাহাহইতে অভয় চরণ॥
ধন্য বৃষকেতু বীর কর্ণের নন্দন।
যাহাহইতে দেখিলাম গোবিন্দ চরণ॥
আমার যতেক ভাগ্য বলিতে না পারি।
অভয় তোমার পদ দেখিলাম শ্রীহরি॥
এত বলি বাজি বাগ ধরি নৃপবর।
আনিল যজ্ঞের ঘোড়া কৃষ্ণের গোচর॥
আজি যজ্ঞ সাঙ্গ হইল শুন ভগবান।
অশ্ব আনিলাম আমি তোমা বিদ্যমান॥
এত বলি যুবনাশ্ব করিল প্রণতি।
তারে আলিঙ্গন দেন ভক্তপ্রিয় অতি॥

ঘোড়া লয়ে বৃষকেতু রাখিল যতনে।
যুবনাশ্ব রাজাকে তুষিল আয়োজনে॥
পরিবার সহ রাজা হস্তিনানগরে।
রহিল পাণ্ডবপাশে যজ্ঞ দেখিবারে॥
অশ্ব দেখি বড় সুখী পাণ্ডুর নন্দন।
যজ্ঞ সাঙ্গ হবে বলি বলে সর্ব্বজন॥
হরিষে আছেন যুধিষ্ঠির নৃপবর।
দ্বারকায় চলিলেন দেব দামোদর॥
দ্বারকা গেলেন না কহিয়া পাণ্ডবেরে।
অপার মহিমা তাঁর কে কহিতে পারে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে যুধিষ্ঠিরের
উদ্বেগ ও শ্রীকৃষ্ণের আগমন।

হেতা যুধিষ্ঠির রাজা রজনি প্রভাতে।
ডাক দিয়া অর্জ্জুনেরে আনান সাক্ষাতে॥
একেলা অর্জ্জুনে দেখি কহেন রাজন্।
কিরীটি শুনহ কোথা বিপদভঞ্জন॥
অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ ছিলেন সভায়।
তত্ত্ব নাহি জানি আমি গেলেন কোথায়॥
ধর্ম্ম বলিলেন কৃষ্ণ তোমার মন্দিরে।
সতত থাকেন ইহা বিদিত সংসারে॥
না বলিয়া গোবিন্দ গেলেন নিজালয়।
কি পাপ জন্মিল ভাই আমার হৃদয়॥
সেকারণে গেলেন আমারে না বলিয়া।
কেমনে রহিব আমি তাঁরে না দেখিয়া॥
এত বলি অধোমুখে আছেন নৃপতি।
ভীম সহদেব তথা আইল ঝটিতি॥
ধৃতরাষ্ট্র বিদুর আইল দুই জন।
হেনকালে আইলেন ব্যাস তপোধন॥
ব্যাসে দেখি যুধিষ্ঠির করেন প্রণতি।
আশীর্ব্বাদ করিলেন ব্যাস মহামতি॥
ধৃতরাষ্ট্র আদি করি যত সভাজন।
সভাই বন্দিল তবে মুনির চরণ॥
দিব্যাসনে বসিলেন ব্যাস তপোধন।
যোড় হস্তে কহিছেন ধর্ম্মের নন্দন॥
অবধান করি শুন মুনি মহামতি।
অশ্ব আনিলেন ভীম করিয়া শকতি॥
বৃষকেতু মেঘবর্ণ বিক্রম করিল।
সহ পরিবারে রাজা আমারে ভজিল॥
আপনি আইল রাজা তুরঙ্গ লইয়া।
সম্প্রীতি পাইল রাজা আমাকে দেখিয়া॥
মুনি কন যুধিষ্ঠির শুনহ বচন।
আর ভয় নাহি যজ্ঞ কর আরম্ভণ॥
আমন্ত্রিয়া আন যত ঋষি মুনিগণে।
যজ্ঞ আরম্ভণ কর আজি শুভক্ষণে॥
উত্তম মধ্যমাধম ত্রিবিধ প্রকার।
সভাই পালিবে ধর্ম্ম যথাশক্তি যার॥
না করিলে স্বধর্ম্মের হইবে ব্যাঘাত।
পরিণামে দুঃখ পায় শুন নরনাথ॥
উত্তম যে লোক তার শুন ব্যবহার।
অহিংসা পরম ধর্ম্ম ধর্ম্মের কুমার॥
লোভ মোহ ক্রোধ ত্যজি হরিতে ভকতি।
উত্তম ভাগবত গীতা শুনে নরপতি॥
শত্রু মিত্র বলি তত্ত্ব কিছুই না জানে।
মধ্যম ভাগবত তারে বলিবেক জনে॥
পরনারী পরদ্রব্য হরিবারে মন।
অধম বলিয়া তারে জানহ রাজন॥
চণ্ডাল করয়ে যদি বৈষ্ণবের কায।
মহাজন বলিয়া জানিবা মহারাজ॥
ব্রাহ্মণ করয়ে যদি চণ্ডালের কর্ম্ম।
চণ্ডাল বলিয়া তারে জানহ হে ধর্ম্ম॥
যার যেই নিজ বৃত্তি করে যেই জন।
ধর্ম্ম মত বলি তারে জানিবা রাজন॥
নিজ বৃত্তি ছাড়ি যেবা পরবৃত্তি করে।
সেই সে অধম বলি জানাই তোমারে॥
পিতৃকার্য্য দেবকার্য্য অতিথিসেবন।
যে জন করয়ে সেই হয় মহাজন॥
শুচি আর সত্যবাদী পালে নিজধর্ম্ম।
ইহার সমান আর নাহি কোন কর্ম্ম॥
কহিলাম সংক্ষেপে শুনহ নরপতি।
কৃষ্ণে আনি যজ্ঞ কর রাজা মহামতি॥
এ বড় বিস্ময় মম উপজিল মনে।
তোমার সংহতি কৃষ্ণ নাহি দেখি কেনে॥
যুধিষ্ঠির বলেন ছিলেন চক্রপাণি।
দ্বারকা গেলেন কৃষ্ণ তত্ত্ব নাহি জানি॥
কৃষ্ণ না দেখিয়া মম উচাটন মন।
না কহিয়া আমারে গেলেন নারায়ণ॥
সেইহেতু আমি বড় ভয় বাসি মনে।
না বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ গেলেন কি কারণে॥
ব্যাস বলিলেন রাজা শুনহ বচন।
দ্বারকা গেলেন কৃষ্ণ আছে প্রয়োজন॥

ভীমে পাঠাইয়া তুমি আনহ কৃষ্ণেরে।
আমি তপোবনে যাই তপ করিবারে॥
এত বলি ব্যাস চলিলেন তপোবন।
ভীমকে ডাকেন তবে ধর্ম্মের নন্দন॥
শুন ভাই বৃকোদর আমার ভারতী।
কৃষ্ণকে আনিতে তুমি যাহ শীঘ্রগতি॥
কৃষ্ণে না দেখিয়া উচাটন মম মন।
কৃষ্ণ বিনা বাঁচে নাকো আমার জীবন॥
ভীম বলে যাই আমি কৃষ্ণ আনিবারে।
কিকারণে দুঃখ তুমি ভাবহ অন্তরে॥
এখনি আনিব কৃষ্ণে শুনহ রাজন।
এত বলি ভীমসেন করিল গমন॥
রথ আরোহিয়া গেল দ্বারকা নগরে।
দূত জানাইল গিয়া গোবিন্দ গোচরে॥
ভীম আগমন শুনি দেব নারায়ণ।
আনন্দে কহেন আন করিয়া যতন॥
ভোজন করিতে সুখে বসেন শ্রীহরি।
ভীমে আনিলেক দূত সমাদর করি॥
ভোজন করেন বসি সুখে নারায়ণ।
হেনকালে উপনীত পবননন্দন॥
আইস২ বলি কৃষ্ণ ডাকেন ভীমেরে।
দাসীগণ পাদ্য অর্ঘ্য যোগাইল তাঁরে॥
গোবিন্দ বলেন ভাই করহ ভোজন।
রুক্মিণী আনিয়া দিল ওদন ব্যঞ্জন॥
ভোজন করেন ভীম মনের হরিষে।
যত দেন তত খান আঁখির নিমিষে॥
ভীমের ভোজন দেখি হাসে সত্যভামা।
ধন্য সে উদর তব দিতে নারি সীমা॥
লজ্জিত হইয়া ভীম গোবিন্দমায়ায়।
না শুনিয়া সেই কথা আচমনে যায়॥
কর্পূর তাম্বূল শেষে করিয়া ভক্ষণ।
বিচিত্র পালঙ্গোপরে করিল শয়ন॥
ভীম বলে কৃষ্ণচন্দ্র নিবেদি তোমারে।
দ্বারকা আইলা তুমি না কহি রাজারে॥
তোমা না দেখিয়া রাজা দুঃখ পান মনে।
ব্যাস বলিলেন তাঁরে যজ্ঞ আরম্ভণে॥
আপনি তথায় চল যজ্ঞ দেখিবারে।
আমাকে পাঠান রাজা লইতে তোমারে॥
গোবিন্দ বলেন ভাই বঞ্চহ রজনি।
প্রভাতে ভেটিব গিয়া ধর্ম্মনৃপমণি॥
এত বলি নারায়ণ করেন শয়ন।
নানা কথা কুতূহলে রজনি যাপন॥

রজনি প্রভাতে কৃষ্ণ বিচারি অন্তরে।
ডাক দিয়া আনিলেন দেব হলধরে॥
অক্রূর উদ্ধব আর আইল সর্ব্বজন।
গদ শাম্ব প্রলম্বাদি যত যদুগণ॥
কৃষ্ণে প্রণমিয়া সভে বসিল আসনে।
গোবিন্দ বলেন কথা সভা বিদ্যমানে॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেন যুধিষ্ঠির।
আমা লইতে আইলেন ভীম মহাবীর॥
যজ্ঞ দেখিবারে আমি করিব গমন।
করিবা সকলে মেলি দ্বারকারক্ষণ॥
রাখিবা দ্বারকাপুরী যতন করিয়া।
আমি যাব কৃতবর্ম্মা উদ্ধবে লইয়া॥
অনুমতি দিল সভে কৃষ্ণের বচনে।
ত্বরাত্বরি চলিলেন হস্তিনা ভুবনে॥
দারুক আনিল রথ সাজিয়া সত্বরে।
শুভক্ষণে চাপিলেন কৃষ্ণ তদুপরে॥
কৃষ্ণের মহিমা যত কে বুঝিতে পারে।
তেলিনী মালিনী যায় লইয়া পসারে॥
গোপিকা সাজিল রথে দধি দুগ্ধ লৈয়া।
হস্তিনা চলিল সভে সুবেশা হইয়া॥
কিঙ্কিণী কঙ্কণ কণ্ঠে মালা মনোহর।
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ দেখিতে সুন্দর॥
কটিতটে ক্ষুদ্র ঘুন্টি কঙ্কালিতে বাজে।
নানা বেশ করি কত নারীগণ সাজে॥
বাজন নূপুর পায় সুমধুরধ্বনি।
চলিতে না পারে সভে চারুনিতম্বিনী॥
যন্ত্র বাজাইয়া সঙ্গে সাজে কত গুণি।
নর্ত্তকী চলিল সঙ্গে লেখা নাহি জানি॥
ব্রাহ্মণ ভিক্ষুক ভট্ট কত গোড়াইল।
গজ বাজি পদাতিক সাজিয়া চলিল॥
সত্যভামা রুক্মিণীপ্রভৃতি অষ্ট রাণী।
সঙ্গে করি লইলেন দেব চক্রপাণি॥
ভীমের সহিত কৃষ্ণ চড়িলেন রথে।
নানা বাদ্য বাজায় যাইতে রাজপথে॥
অবলা অধিক সঙ্গে দেখি বৃকোদর।
হাসিয়া জিজ্ঞাসা করে কৃষ্ণের গোচর॥
বুঝিতে তোমার মন নারি যদুপতি।
তেলিনী মালিনী কেন তোমার সংহতি॥
অষ্টোত্তর শত ষোল সহস্র রমণি।
ব্রজের বনিতা কত লেখা নাহি জানি॥
তথাপিহ তেলিনী মালিনী নিলা সাতে।
আমি মনে ভয় পাই তোমার চরিতে॥

বলেন ঈষদ হাসি কমললোচন।
পর নারী রতি সুখ না জান কখন ॥
এত বলি কৃষ্ণ আজ্ঞা দিলেন স্ত্রীগণে।
তেলিনী মালিনী গেল ভীমবিদ্যমানে ॥
অনেক সুন্দরী গিয়া ভীমেরে বেড়িল।
লাবণ্য কটাক্ষ হাস অনেক করিল ॥
তাহা দেখি ভীমবীর বলে সভাকারে।
মরিতে আইলা কেন আমার গোচরে ॥
হিড়িম্বা আমার নারী বিদিত সংসারে।
সতিনী বলিয়া সভে খাবে সভাকারে ॥
প্রীতি না পাইবা কেহ আমার মিলনে।
সত্বরে চলিয়া যাহ কৃষ্ণবিদ্যমানে ॥
কৃষ্ণ বিনা এত নারী অন্যেরে না শোভে।
আমারে ভজিলে মনে সুখ না হইবে ॥
ভীমের বচনে সভে ঈষদ হাসিয়া।
গোবিন্দের স্থানে সব কহিলেক গিয়া ॥
তাহা শুনি হাসিলেন সংসারের সার।
এইরূপে করিলেন অনেক বিহার ॥
অবশেষে বিদায় দিলেন সভাকারে।
তেলিনী মালিনী গোপী গেল নিজ ঘরে ॥
এ সব কৃষ্ণের লীলা শুন নরপতি।
হস্তিনাতে আইলেন ভীমের সংহতি ॥
আগে হয়ে ভীমসেন আইল সত্বরে।
কৃষ্ণআগমন কথা কহিল রাজারে ॥
শুনিয়া সানন্দ বড় ধর্ম্ম নরপতি।
কৃষ্ণেরে আনিতে চলিলেন শীঘ্রগতি ॥
সহদেব নকুল অর্জ্জুন মহামতি।
বিদুরাদি সর্ব্বজন চলিল সংহতি ॥
যুবনাশ্ব নরপতি যায় তাঁর সঙ্গে।
কৃষ্ণ আনিবারে চলে অতিবড় রঙ্গে ॥
নানা বাদ্য উৎসব করিয়া নরপতি।
বনমালা নগরে বান্ধিল শীঘ্রগতি ॥
চান্দোয়া চামর টাঙ্গাইল সর্ব্বজন।
স্বর্ণঘট দ্বারে২ করিল স্থাপন ॥
বান্ধিল পুষ্পের ঝারা আনন্দিত চিতে।
দিব্য বস্ত্র পাতিয়া রাখিল রাজপথে ॥
অগুরু চন্দন মাল্য রাখে দুই সারি।
সবে বলে এই পথে আসিবেন হরি ॥
হেনমতে আনন্দিত নগরের জনা।
কৃষ্ণ দরশনে জান সকল হস্তিনা ॥
অগ্রগামী যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ আনিবারে।
হেনকালে শ্রীকান্ত আইলেন নগরে ॥
পদব্রজে আইলেন ধর্ম্ম নরপতি।
দেখিয়া ত্যজেন রথ কৃষ্ণ মহামতি ॥
কি কব তুলনা যার দিতে নারে বেদে।
সে হরি প্রণাম করে যুধিষ্ঠিরপদে ॥
আলিঙ্গন কৃষ্ণকে দিলেন নরপতি।
হরিষে চলেন কৃষ্ণ পাণ্ডবসংহতি ॥
পদব্রজে যান কৃষ্ণ নগরে২।
কৃষ্ণ দেখি লোক সব আনন্দ অন্তরে ॥
যুধিষ্ঠিরপুরে প্রবেশিলেন শ্রীজানি।
রাজসভা সুসজ্জা করেন নৃপমণি ॥
সভাসদগণ সব বসিল সভাতে।
হেনকালে ব্যাস আইলেন ইচ্ছামতে ॥
কৃষ্ণে দেখি মহামুনি সানন্দ অপার।
প্রশংসা করেন ধন্য পাণ্ডুর কুমার ॥
যজ্ঞ হোম দান করি না পায় দেখিতে।
হেন কৃষ্ণে দেখিলাম তোমার সভাতে ॥
এত বলি সভাতে বসেন মহামুনি।
হেনকালে প্রসঙ্গ করেন চক্রপাণি ॥
শুন রাজা যুধিষ্ঠির আমার বচন।
উপস্থিত কর যত আছে আয়োজন ॥
দেশে২ পাঠাইয়া আন হব্য গব্য।
যজ্ঞ করিবারে চাহি ভাল২ দ্রব্য ॥
বিলম্ব না হয় আন দূত পাঠাইয়া।
যতনে রাখিবা দ্রব্য ভাণ্ডারে পূরিয়া ॥
রাজাকে কহেন তবে ব্যাস তপোধন।
বিলম্ব না কর রাজা কর আয়োজন ॥
আমার বচন তুমি শুন নরনাথ।
অশ্বমেধযজ্ঞে বহু হইবে উৎপাত ॥
সাধু কর্ম্মে আছয়ে বাধক বহুতর।
কিন্তু তব সখা এই দেব দামোদর ॥
অতএব উদ্বেগ না হবে নরপতি।
তোমারে জিনিতে কার নাহিক শকতি ॥
দূত পাঠাইয়া শীঘ্র আন আয়োজন।
আমন্ত্রণ করি আন দেব মুনিগণ ॥
ব্যাসের বচনে রাজা অর্জ্জুনে ডাকেন।
যজ্ঞ আয়োজন হেতু যতনে কহেন ॥
অর্জ্জুন নিযুক্ত করিলেন যদুগণে।
নানা দ্রব্য আনে তারা পরম যতনে ॥
পুরী সংস্কার করে কত শত জন।
যজ্ঞের মণ্ডপ কেহ করয়ে গঠন ॥
দধিকুল্যা ঘৃতকুল্যা দুগ্ধ সরোবর।
ত্রিবিধ করিল কত দেখিতে সুন্দর ॥

দধির পুষ্করিণী করিল সুবিস্তার।
আয়োজনে পূর্ণ কৈল সকল ভাণ্ডার॥
কৃষ্ণ যাহে অধিষ্ঠাতা হইলেন আপনি।
আইল কতেক দ্রব্য সংখ্যা নাহি জানি॥
নানা মতে বাদ্য বাজে হস্তিনানগরে।
মহানন্দ লোক সব আপনা পাসরে॥
কৃষ্ণ সঙ্গে যুধিষ্ঠির আছেন সভাতে।
হেন কালে উৎপাত হইল আচম্বিতে॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরি।
কাশী কহে শুনিলে তরিবে ভববারি॥

## অথ অনুশাল্বের যুদ্ধ।

জিজ্ঞাসে জনমেজয় শুন মহামুনি।
উৎপাত হইল তাহা কহ দেখি শুনি॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
আরম্ভ না হইতে যজ্ঞ যুদ্ধের পত্তন॥
অনুশাল্ব নামে এক দৈত্যের ঈশ্বর।
কৃষ্ণের উদ্দেশে আইসে হস্তিনানগর॥
গজ বাজি রথ রথী সেনাগণ লৈয়া।
বহু সৈন্যে অনুশাল্ব আইল সাজিয়া॥
বেড়িল হস্তিনাপুরী সঙ্কোচ না করে।
হাট ঘাট বেড়িল পদাতি থরে২॥
উচ্চস্বরে ডাকে দৈত্য কোথা গদাধর।
পলাইয়া আইলা মোর মারি সহোদর॥
আজি তোমা বিনাশিব ইথে নাহি আন।
পাণ্ডবে শরণ নিলা রাখিবারে প্রাণ॥
পলাইয়া আইলা হে দ্বারকা ছাড়িয়া।
হস্তিনা আইলাম আমি তোমার লাগিয়া॥
এত বলি অনুশাল্ব কহে সৈন্যগণে।
কৃষ্ণকে মারিব আমি পরমযতনে॥
ভয় না করি যে আমি করিতে সংগ্রাম।
আমার বিপক্ষ বড় দেব ভগবান॥
আজি গোবিন্দেকে যদি আমি দেখা পাই।
ক্ষণমাত্রে বিনাশিব শুনহ সভাই॥
যতনে করহ সভে কৃষ্ণঅন্বেষণ।
লুকাইল মোর ডরে যাদবনন্দন॥
যে মোরে দেখাবে কৃষ্ণ সংগ্রামভিতরে।
নানা ধন দিব আমি বলিনু সভারে॥
কৃষ্ণকে জিনিয়া আমি যত ধন পাব।
সত্য করি কহিলাম আমি তারে দিব॥

যে আমারে দেখাইবে গোপের নন্দনে।
সেই সে পরমবন্ধু শুন সর্ব্বজনে॥
এত অহঙ্কার করি প্রবেশিল পুরে।
দূত গিয়া সমাচার কহে যুধিষ্ঠিরে॥
অনুশাল্ব দৈত্য আসি বেড়িল নগর।
অহঙ্কারে আসিতেছে করিতে সমর॥
কুবচন কহিলেক কত নারায়ণে।
সে সকল কথা রাজা না শুনি শ্রবণে॥
দূতের বচনে যুধিষ্ঠির নরপতি।
সংগ্রাম করিতে আজ্ঞা দেন শীঘ্রগতি॥
কৃষ্ণ নিন্দা শুনিয়া যতেক পাণ্ডুগণ।
দৈত্যের সহিত যায় করিবারে রণ॥
সহদেব নকুল আর যে ভীমবীর।
অর্জ্জুন গাণ্ডীব লয়ে সাজিলেন ধীর॥
মেঘবর্ণ আর সাজে সুবেগ কুমার।
নানা অস্ত্র লইয়া যতেক পরিবার॥
নানা অস্ত্র লৈয়া তবে পাণ্ডবের গণ।
দৈত্যের সম্মুখে আসি দিল দরশন॥
সৈন্য দেখি অনুশাল্ব বলে উচ্চস্বরে।
কোথা কৃষ্ণ সৈন্য সব দেখাহ আমারে॥
কোথা গেল গোপ উগ্রসেনঅনুচর।
আইস আমার সঙ্গে করিতে সমর॥
পাণ্ডব সহিত আমি যুদ্ধ নাহি করি।
প্রতিজ্ঞা আমার আছে মারিব শ্রীহরি॥
এত যদি অনুশাল্ব বলিল বচন।
তাহা শুনি কুপিত হইল সর্ব্ব জন॥
রণে প্রবেশিল সভে ধনু টঙ্কারিয়া।
দৈত্যকে বিন্ধিল বাণ আকর্ণ পূরিয়া॥
ভীম সহদেব দোঁহে ধনুক পাতিল।
দেখি অনুশাল্ব দৈত্য গর্জ্জিতে লাগিল॥
কুপিত হইয়া তবে দৈত্যের ঈশ্বর।
ভীম সহদেব বিন্ধি করিল জর্জ্জর॥
দৈত্যশরে অচেতন হৈল মহাবীর।
সহিতে নারিল রণে হইল অস্থির॥
ভয়ে ভঙ্গ দিল দোঁহে পরিহরি রণ।
মার২ ডাক ছাড়ে দৈত্যসেনাগণ॥
দৈত্যের বিক্রম দেখি বীরধনঞ্জয়।
লোহিতলোচন অতিকুপিত হৃদয়॥
মহাক্রোধে পার্থ বীর করেন সমর।
তাহা দেখি ডাকি বলে দৈত্যের ঈশ্বর॥
শুনহ অর্জ্জুন তুমি আমার বচন।
তোমার প্রতিজ্ঞা যত জগতে ঘোষণ॥

আমাকে জিনিতে তব নাহিক শকতি।
সংগ্রাম করিব আমি কৃষ্ণের সংহতি॥
আমার বিবাদযোগ্য দেব নারায়ণ।
তোমার সহিত আমি না করিব রণ॥
অশক্ত জনের সনে না করি সংগ্রাম।
তুলারাশি দেখি আমি তব যত বাণ॥
এত যদি ডাকিয়া বলিল দৈত্যেশ্বর।
কহিছেন কুপিয়া গাণ্ডীবধনুর্দ্ধর॥
কি বলিলি ওরে মূঢ় নাহি তোর জ্ঞান।
আমি কি সংগ্রামে নহি তোমার সমান॥
খাণ্ডব দহিয়া আমি তুষিনু অনলে।
নিবাতকবচ আমি জিনিনু পাতালে॥
আমার সংগ্রামে তুষ্ট হইল ঈশান।
চিত্রগন্ধর্ব্বের করিলাম অপমান॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি যত কুরুসেনা।
সবারে জিনিয়া আমি রাখিনু ঘোষণা॥
তোর সম পাপী নাহি শুন রে বর্ব্বর।
কৃষ্ণের সহিত চাহ করিতে সমর॥
বামন হইয়া চাহ চন্দ্রমা ধরিতে।
আমি তোমা বিনাশিব আজি সমরেতে॥
যদ্যপি আমার হাতে পাও অব্যাহতি।
তবে যুদ্ধ করিও শ্রীকৃষ্ণের সংহতি॥
এত বলি অর্জ্জুন গাণ্ডীব নিয়া করে।
অগ্নিবাণ মারিলেন দৈত্যের উপরে॥
ক্রুদ্ধ হৈল অনুশাল্ব অর্জ্জুনের বাণে।
সংগ্রাম করযে বীর কঠোর সন্ধানে॥
অর্জ্জুনের যত বাণ বিনাশিল শরে।
দুই জনে মহাযুদ্ধ সমর ভিতরে॥
বারুণাস্ত্র সন্ধান করেন ধনঞ্জয়।
বায়ুবাণে নিবারিল দৈত্যদুরাশয়॥
মারেন বরুণবাণ ইন্দ্রের নন্দন।
ক্ষুরপ্র বাণেতে দৈত্য করে নিবারণ॥
হেনমতে অর্জ্জুনের যত অস্ত্র ছিল।
অনুশাল্ব দৈত্য তাহা বাণে নিবারিল॥
জিনিতে না পারিলেন ইন্দ্রের তনয়।
দৈত্যের সমরে বড় উপজিল ভয়॥
তবে অনুশাল্ব দৈত্য বিচারিয়া মনে।
অর্জ্জুনে বিন্ধিল বীর এক লক্ষ বাণে॥
মূর্চ্ছিত হইয়া রথে পড়েন কিরীটী।
তাহা দেখি ভঙ্গ দিল সেনা কোটি২॥
কৃতবর্ম্মা সাত্যকি সুবেগ ধনুর্দ্ধর।
অনুশাল্ব সহ গেল করিতে সমর॥

বাণাঘাতে বীর সব অচেতন হৈল।
সংগ্রাম ত্যজিয়া সভে রণে ভঙ্গ দিল॥
যুবনাশ্ব রাজা তবে প্রবেশিল রণে।
অনেক সংগ্রাম কৈল অনুশাল্ব সনে॥
দৈত্যবাণে নরপতি হইল জর্জ্জর।
প্রাণ ভয়ে পলাইল ত্যজিয়া সমর॥
গদ শাম্ব আদি করি যত বীর ছিল।
অনুশাল্ব দৈত্যসহ অনেকে যুঝিল॥
জিনিতে নারিল যুদ্ধে প্রাণপণ করি।
ভয়ে পলাইল সভে রণ পরিহরি॥
চিন্তিত পাণ্ডবসৈন্য দৈত্যের প্রহারে।
প্রাণ লয়ে গেল সভে কৃষ্ণের গোচরে॥
সংগ্রাম বৃত্তান্ত যত কৃষ্ণকে কহিল।
তাহা শুনি শ্রীকৃষ্ণের হাস্য উপজিল॥
দৈত্যযুদ্ধে পার্থ বীর হইল কাতর।
শুনিয়া ঈষদ হাসিলেন গদাধর॥
হাতে পান করিয়া বলেন নারায়ণ।
অনুশাল্বে ধরিয়া দিবেক কোন জন॥
আসিয়া লউক পান আমার গোচরে।
ঘুষিবে তাহার যশ জগতভিতরে॥
বীরপুঞ্জ সমক্ষেতে কহিলাম আমি।
ঘুষিতে থাকুক তার যশের কাহিনী॥
এত শুনি প্রদ্যুম্ন সাহসে করি ভর।
লইতে কৃষ্ণের পান সভার ভিতর॥
অঙ্গীকার করিলেক কৃষ্ণের সাক্ষাতে।
সাজিল মকরধ্বজ দৈত্যকে ধরিতে॥
ধনুর্ব্বাণ নানা অস্ত্র নিল যুদ্ধহেতু।
সুসজ্জ হইয়া রথে চড়ে মীনকেতু॥
অনুশাল্ব দৈত্য যথা আছয়ে সমরে।
তথাকারে গেল বীর যুদ্ধ করিবারে॥
সৈন্যেতে বেষ্টিত হয়ে আইল অনঙ্গ।
দুই বীরে দেখাদেখি বাড়িল তরঙ্গ॥
আকর্ণ পূরিয়া কাম পূরিল সন্ধান।
অনুশাল্বহৃদয়ে মারিল দশ বাণ॥
বাণাঘাতে ক্রুদ্ধ হৈল দৈত্যঅধিপতি।
ডাক দিয়া প্রদ্যুম্নেরে বলে শীঘ্রগতি॥
যুঝিতে আইলা তুমি লয়ে ধনুর্ব্বাণ।
দেখিলা না সংগ্রামে বীরের ভঙ্গিয়ান॥
সম্মুখ হইয়া যদি যুঝ মোর সনে।
তবে পাঠাইব তোমা যমের সদনে॥
চোর বংশে জন্ম তোর জানহ চাতুরী।
গোপঘরে তোর বাপ ননি কৈল চুরি॥

উদূখলে নন্দজায়া বান্ধিল তাহারে।
মিথ্যা নহে এই কথা বিদিত সংসারে॥
গোপিকার বসন হরিল যে শ্রীহরি।
রুক্মিণীকে আনে তোর বাপ চুরি করি॥
কপট করিয়া সে মারিল কত জনে।
বড়ত অবোধ লোক তাহারে বাখানে॥
কিন্তু সে সকল কর্ম্ম নারিবা করিতে।
আমি তোরে যমঘরে পাঠাব নিশ্চিতে॥
এতেক বচনে কাম ক্রুদ্ধ হৈল মনে।
যুড়িল সহস্র বাণ ধনুকের গুণে॥
আকর্ণ পূরিয়া মারে দৈত্যের উপরে।
অনুশাল্ব দৈত্য তাহা নিবারিল শরে॥
তবে দৈত্য শত বাণ পূরিল সন্ধান।
আকর্ণ পূরিয়া কামে মারিলেক বাণ॥
বাণেতে কাটিল তাহা কৃষ্ণের কুমার।
তাহা দেখি দৈত্য কোপে বাড়িল অপার॥
দিব্য অস্ত্র ধনুকে যুড়িল দৈত্যপতি।
প্রদ্যুম্নে মারিল বাণ করিয়া শকতি॥
সারথি সহিত উড়াইল রথখান।
পড়িল প্রদ্যুম্ন গিয়া কৃষ্ণবিদ্যমান॥
কামদেবে দেখি ক্রোধ হইল গদাধরে।
লাথি মারিলেন তার মস্তকউপরে॥
দৈত্যবাণে অচেতন ছিল শম্বরারি।
চেতন পাইল বীর পরশিতে হরি॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন প্রদ্যুম্নে চাহিয়া।
রণে ভঙ্গ দিলা তুমি মম পুত্র হৈয়া॥
শুন রে পামর পুত্র তুমি কুলাধম।
তোমাহইতে কলঙ্ক হইল অনুপম॥
প্রাণভয়ে পলাইলি ত্যজিয়া সংগ্রাম।
কিসের কারণে হেন রাখহ পরাণ॥
আমার সাক্ষাতে গেলা করি অহঙ্কার।
রণে ভঙ্গ অপযশ ঘুষিবে সংসার॥
এত যদি নারায়ণ কহিলেন ক্রোধে।
অধোমুখে রহে কাম মনের বিষাদে॥
পুত্রঅপমান দেখি দুঃখিনী রুক্মিণী।
চিন্তিত হৈলেন যুধিষ্ঠির নৃপমণি॥
অর্জ্জুন আসিয়া তবে তুষিয়া দর্পকে।
এ কর্ম্ম উচিত নহে কহেন কৃষ্ণেকে॥
যুদ্ধে জয় পরাজয় আছে সভাকার।
আপনি জানহ কৃষ্ণ সংসারের সার॥
গরুড়ে চাপিয়া তবে গেলেন শ্রীহরি।
প্রবেশ করেন রণে গদা চক্র ধরি॥
কৃষ্ণে দেখি হরষিত হৈল দৈত্যপতি।
নানা অস্ত্র লয়ে যুঝে কৃষ্ণের সংহতি॥
শত২ বাণ দৈত্য কৈল অবতার।
চক্রে নাশিলেন তাহা দৈবকীকুমার॥
তবে গদা সন্ধান পূরিলে নারায়ণ।
প্রাণভয়ে পলাইল দৈত্যসেনাগণ॥
সৈন্যভঙ্গ দেখিয়া কুপিল দৈত্যেশ্বর।
ধনু ধরি যুদ্ধ করে কৃষ্ণের গোচর॥
অপার মহিমা কৃষ্ণ বুঝে কোন জন।
দৈত্য সহ করিলেন ঘোরতর রণ॥
দৈত্যশরে জর্জ্জর হইয়া দেব হরি।
রহিতে না পারিলেন গরুড়উপরি॥
জর্জ্জর হইল বাণে বিনতানন্দন।
দৈত্যশরে কাতর অত্যন্ত নারায়ণ॥
ক্রোধে অনুশাল্ব দৈত্য গদা লয়ে হাতে।
সক্রোধে মারিল গদা গরুড়ের মাথে॥
মোহ গেল পক্ষিরাজ পলায় সত্বরে।
কৃষ্ণকে লইয়া গেল ধর্ম্মের গোচরে॥
অচেতন নারায়ণ গরুড়উপরে।
তা দেখি জন্মিল ভয় রাজা যুধিষ্ঠিরে॥
চিন্তাযুক্ত হইল বড় পাণ্ডবের গণ।
রণে ভঙ্গ দিয়া আইলেন নারায়ণ॥
এই অমঙ্গল কথা শুনিয়া রুক্মিণী।
কৃষ্ণের সম্মুখে আসি কহে প্রিয়বাণী॥
বুঝিলা পরের দুঃখ কেহ নাহি জানে।
ফলিলে আপন অঙ্গে জ্ঞাত হয় মনে॥
যুদ্ধ করি কামদেব হইল হীনবল।
পলাইল সারথি পাইলা তুমি ছল॥
চরণ প্রহারে তারে কৈলা অপমান।
তুমি কেন ভয়ে ভঙ্গ দিলা ভগবান॥
দৈত্যযুদ্ধ সহিবারে না পারিলা তুমি।
প্রদ্যুম্নে মারিলা লাথি কি বলিব আমি॥
ঈষদ হাসেন কৃষ্ণ রুক্মিণীবচনে।
হেনকালে ভীমসেন বলে নারায়ণে॥
এ কি শুনি নিবেদন শুন চক্রপাণি।
হাসিয়া কলঙ্ক ঘুচাইতে চাহ তুমি॥
না বুঝিয়া প্রদ্যুম্নে করিলা তিরস্কার।
রণে ভঙ্গ কথা আমি শুনিনু তোমার॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা ব্যাসে জিজ্ঞাসেন।
দৈত্যযুদ্ধে নারায়ণ কেন ভঙ্গ দেন॥
ব্যাস বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
অনন্তমহিমা কৃষ্ণ বুঝে কোন জন॥

ব্রাহ্মণের বাক্য কৃষ্ণ সত্য করিবারে।
রণে ভঙ্গ দিয়া যান পুরীর ভিতরে॥
গর্গ মুনি অভিশাপ দিল নারায়ণে।
অপমান পাবা তুমি অনুশাল্বরণে॥
সেকারণে রণে ভঙ্গ দিলেন শ্রীহরি।
শুন রাজা তোমারে কহিনু সত্য করি॥
নহে কি কৃষ্ণের ভঙ্গ আছয়ে সংগ্রামে।
উৎপত্তি প্রলয় হয় যাহার বচনে॥
যন্ত্রের আকার প্রাণি শুনহ রাজন।
বেদ শাস্ত্রে বাখানিল যন্ত্রী নারায়ণ॥
ব্যাসের বচনে রাজার বিস্ময় ঘুচিল।
দৈত্য সিংহনাদে মনে ভয় উপজিল॥
হেনকালে বৃষকেতু রাজার সাক্ষাতে।
অহঙ্কার করি বীর বলে যোড়হাতে॥
আজ্ঞা দেহ যাব আমি করিতে সমর।
দৈত্যকে বান্ধিয়া আনি তোমার গোচর॥
কৃষ্ণের প্রসাদে আমি জিনিব সমর।
ভয় নাই আজ্ঞা দেহ শুন নৃপবর॥
দৈত্যসিংহনাদ আর না পারি সহিতে।
আজ্ঞা দেহ যাই আমি সংগ্রাম করিতে॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন কর্ণের নন্দন।
তোমারে পাঠাই হেন নাহি লয় মন॥
রণে ভঙ্গ আপনি দিলেন যদুপতি।
কিমতে জিনিবা তুমি সে দুষ্ট দুর্ম্মতি॥
ভীমার্জ্জুন সহদেব কামদেব আর।
না পারিল সহিবারে পরাক্রম যার॥
তুমি শিশু হয়ে যুদ্ধ করিবা কেমনে।
ওহে বৃষকেতু আমি ভয় পাই মনে॥
কর্ণশোক পাসরিনু তোমারে দেখিয়া।
যুদ্ধেতে নাহিক কায থাকহ বসিয়া॥
বৃষকেতু বলে মোর ভয় নাহি মনে।
আজ্ঞা দেহ যুদ্ধ আমি করি তার সনে॥
তবে অনুমতি দেন রাজা যুধিষ্ঠির।
ধনুর্ব্বাণ হাতে করি যায় মহাবীর॥
সিংহনাদ করিয়া সাজিল বৃষকেতু।
গোবিন্দ প্রণমি চলে যুঝিবার হেতু॥
ধর্ম্মরাজে প্রণমিল আর চারি জনে।
সিংহনাদ করি বীর প্রবেশিল রণে॥
ধনুর্ব্বাণ হাতে করি কর্ণের কুমার।
দৈত্যের সম্মুখে বীর বলে মার২॥
শত২ বাণ বীর এড়ে একেবারে।
অগ্নিহেন বাণ বিন্ধে দৈত্যের শরীরে॥
বাণে বাণ নিবারিল দৈত্যমহামতি।
হেনমতে দোঁহে কৈল অনেক শকতি॥
তবে বৃষকেতু বীর কর্ণের নন্দন।
হৃদয়ে ভাবনা কৈল অভয়চরণ॥
কৃষ্ণ পদ ধ্যান করি যুড়িলেক শর।
বাণাঘাতে মুর্চ্ছাপন্ন দৈত্যের ঈশ্বর॥
মুর্চ্ছাগত অনুশাল্ব হরিল চেতন।
ধাইয়া ধরিল তবে কর্ণের নন্দন॥
অনুশাল্ব দৈত্যেশ্বরে ধরিয়া ত্বরিতে।
আনিয়া দিলেক শীঘ্র ধর্ম্মের অগ্রেতে॥
ধন্য২ বৃষকেতু করিয়া ব্যাখ্যান।
ধর্ম্মপুত্র দেন তারে আলিঙ্গনদান॥
ঘুষিতে রাখিলা তুমি আপনার যশ।
বৃষকেতুর গুণে কৃষ্ণ হইলেন বশ॥
ভীমার্জ্জুন সহদেব প্রীতি পায় মনে।
আলিঙ্গন দিল সভে কর্ণের নন্দনে॥
তবে অনুশাল্ব দৈত্য পাইল চেতন।
মায়া ঘুচাইল তার কমললোচন॥
দিব্যজ্ঞান দেন তবে দৈত্যের ঈশ্বরে।
কৃষ্ণ দেখি দৈত্যরাজ দণ্ডবৎ করে॥
করিয়া প্রণাম কহে যোড় করি হাত।
প্রসন্ন হইবা মোরে দেব জগন্নাথ॥
ধন্য বৃষকেতু বীর কর্ণের নন্দন।
বান্ধিয়া আনিল মোরে করিয়া যতন॥
সেকারণে দেখিলাম চরণ তোমার।
সফল জনম আজি হইল আমার॥
যে চরণহইতে আইল ভাগীরথী।
যে চরণ পরশে সানন্দা বসুমতী॥
যে চরণ সতত ভাবিছে যোগিগণ।
সে পদ দেখিনু মোর সফল জীবন॥
ধন্য যুধিষ্ঠির তুমি ধর্ম্মের নন্দন।
কৃষ্ণদরশন পাই তোমার মিলন॥
আমার অনেক ভাগ্য জন্মে২ ছিলা
সেকারণে কৃষ্ণ পাদপদ্ম দেখাগেল॥
মদে মত্ত হয়ে আমি করিলাম রণ।
অপরাধ না লইবা ধর্ম্মের নন্দন॥
তুমি দোষ ক্ষমা কৈলে আর নাহি ভয়।
প্রসন্ন হবেন মোরে কৃষ্ণ মহাশয়॥
দৈত্যের বচনে কহিছেন ধর্ম্মরাজ।
শুন দৈত্য ক্ষমিলাম তোমার অকায॥
এত বলি প্রসাদ দিলেন নরপতি।
ধর্ম্মরাজে দৈত্যরাজ করিল প্রণতি॥

দৈত্যকে কহেন ধর্ম্ম মধুর বচনে।
বিদায় দিলাম আমি যাহ নিকেতনে॥
তবে অনুশাল্ব বলে করি যোড় হাত।
দেশে না যাইব আর পাণ্ডবের নাথ॥
থাকিব তোমার সঙ্গে হস্তিনা নগরে।
সতত দেখিতে পাব দেবগদাধরে॥
রাজ্য ধনে মম কিছু নাহি প্রয়োজন।
আজ্ঞা কর কি করিব ধর্ম্মের নন্দন॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন দৈত্যেশ্বর।
অর্জ্জুন সহিত তুমি যাইবা সত্বর॥
রাখিবা যজ্ঞের ঘোড়া করিয়া শকতি।
এই ভার তোমারে দিলাম দৈত্যপতি॥
তুমি আর যুবনাশ্ব অর্জ্জুন সহিত।
রাখিবা যজ্ঞের ঘোড়া হয়ে সাবহিত॥
তাহা শুনি অনুশাল্ব আনন্দিতমন।
নিজসৈন্য আনিলেক করিয়া সাজন॥
অশ্ব রাখিবারে দৈত্য কৈল অঙ্গীকার।
প্রত্যয় যে পাইলেন ধর্ম্মের কুমার॥
এই বিবরণ কহি তোমার গোচর।
আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ নৃপবর॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

### অথ যজ্ঞের উদ্যোগ।

শ্রীজনমেজয় বলে কহ মহামুনি।
যজ্ঞের আরম্ভকথা অপূর্ব্ব কাহিনী॥
অর্জ্জুন গেলেন যদি অশ্ব রাখিবারে।
ভ্রমণ করিল ঘোড়া পৃথিবী ভিতরে॥
ধরিয়া রাখিল ঘোড়া কোন বলবান।
তার সহ কি প্রকার হইল সংগ্রাম॥
আমারে সে সব কথা কহ তপোধন।
তোমার প্রসাদে শুনি পূর্ব্ব বিবরণ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন জনমেজয়।
অশ্বমেধ শ্রবণেতে পাপক্ষয় হয়॥
ব্যাস বলিলেন তবে ধর্ম্মরাজপ্রতি।
ঋষি মুনি আমন্ত্রিয়া আন শীঘ্রগতি॥
আরম্ভ করহ যজ্ঞ মধু পূর্ণিমাতে।
যজ্ঞের সামগ্রী তুমি আনহ ত্বরিতে॥
ব্যাসের বচনে রাজা ভীমে পাঠাইয়া।
ঋষি মুনি ব্রাহ্মণেন্দ্রে আনেন বরিয়া॥
পাণ্ডবের আমন্ত্রণ পায়ে মুনিগণ।
হস্তিনা নগরে তবে দিল দরশন॥
পাদ্য অর্ঘ্যে যুধিষ্ঠির করিয়া পূজন।
প্রণাম করিয়া সভে দিলেন আসন॥
বসিল আসনে যত ঋষি মুনিগণ।
যোগেন্দ্র জটিল বহু আইল ব্রাহ্মণ॥
বসিলেন যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে স্মরিয়া।
ভীমার্জ্জুন সহদেব নকুলে লইয়া॥
নানা আয়োজন অনুচরে যোগাইল।
যজ্ঞের মণ্ডপে সব যতনে থুইল॥
বেদের বিধানে মঞ্চ করিল নির্ম্মাণ।
আশী হাত গর্ত্ত মঞ্চ দেখিতে সুঠাম॥
শাস্ত্রমত কুণ্ড শত হাত পরিসর।
নির্ম্মাইল যজ্ঞবেদি পরম সুন্দর॥
সুবর্ণরচিত ঘট আরোপিল তাতে।
পুষ্পধারা বান্ধিল চান্দোয়া চারি ভিতে॥
দ্রৌপদী সহিত ধর্ম্মরাজ করি স্নান।
বসিলেন দোঁহে শুক্লবস্ত্র পরীধান॥
বেদধ্বনি করিল সকল মুনিগণ।
ধৌম্য পুরোহিত করে বেদউচ্চারণ॥
সঙ্কল্প করেন শুভক্ষণে নরপতি।
ব্যাস দেব নৃপেরে দিলেন অনুমতি॥
ব্রাহ্মণে বরণ কর বসন ভূষণে।
ত্বরায় আনহ অশ্ব যজ্ঞ সন্নিধানে॥
ব্যাসের বচনে রাজা সানন্দ হইয়া।
তুরঙ্গ আনাইলেন যজ্ঞে সাজাইয়া॥
আসন বসন সব কনকে রচিত।
সুবর্ণের থাল ঝারি মণিতে খচিত॥
বিংশতি সহস্র করি বিপ্রের বরণ।
প্রত্যক্ষে সভারে দেন আসন ভূষণ॥
বরণ পাইয়া মনে আনন্দিত চিত্তে।
বসিল সকল দ্বিজ যজ্ঞ আরম্ভিতে॥
দ্রৌপদী সহিত ব্রতী হৈলেন রাজন।
মধু পূর্ণিমাতে হৈল যজ্ঞ আরম্ভণ॥
সর্ব্ব সুলক্ষণ ঘোড়া আনিয়া সত্বর।
প্রক্ষালেন দুই পদ ধর্ম্ম নৃপবর॥
কুসুম চন্দনে ঘোড়া করিল ভূষণ।
বান্ধিলেন অশ্বভালে সোণার দর্পণ॥
যুধিষ্ঠির নিজ নাম লিখেন দর্পণে।
পৃথিবী ভ্রমিবে ঘোড়া আপনার মনে॥
যদি কেহ বীর থাকে পৃথিবী ভিতরে।
ধরিলে যজ্ঞের ঘোড়া জিনিব তাহারে॥

নিজবলে ছাড়াইয়া তুরগ আনিব।
তবে অশ্বমেধ যজ্ঞে সঙ্কল্প করিব ॥
অশ্বভালে দর্পণেতে এ সব লিখিল।
ঘোটক অঙ্গেতে নানা অলঙ্কার দিল ॥
সোণার নূপুর দিল ঘোড়ার চরণে।
অশ্ব অঙ্গ আচ্ছাদিল রজত কাঞ্চনে ॥
কুন্তী আর গান্ধারী প্রভৃতি যত নারী।
হুলাহুলি মঙ্গল করিল আগুসরি ॥
সত্যভামা আদি যত কৃষ্ণের রমণী।
মঙ্গল বিধানে অশ্বে পূজিল তখনি ॥
ধনঞ্জয়ে ডাকিয়া বলেন নরবর।
অশ্ব রক্ষাহেতু ভাই সাজহ সত্বর ॥
আমি ব্রতী হইয়া রহিব যজ্ঞ স্থানে।
দিবানিশি দ্রৌপদী সহিত একাসনে ॥
অসিপত্র ব্রত আচরণে দিব মন।
যতনে করহ ভাই ঘোটক রক্ষণ ॥
অশ্ব চুরি হৈলে যজ্ঞ সাঙ্গ না হইবে।
ব্রত নষ্ট হবে আর কলঙ্ক রটিবে ॥
শুনিয়াছি মুনিমুখে এ সব কথন।
অশ্ব হারা হয়ে দুঃখ পায় কত জন ॥
যতনে রাখিবা অশ্ব বীর ধনঞ্জয়।
পৃথিবী ভ্রমিলে ঘোড়া কার্য্য সিদ্ধ হয় ॥
নকুল থাকিবে মাত্র আমার সংহতি।
সঙ্গেতে লইয়া যাহ যত সেনাপতি ॥
খাণ্ডব দহিয়া তুমি তুষিলা অনলে।
নিবাত কবচ বিনাশিলা বাহুবলে ॥
চিত্ররথ গন্ধর্ব্বে করিলা অপমান।
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ সহ করিলা সংগ্রাম ॥
অর্জ্জুন বলেন রাজা চিন্ত অকারণে।
আমারে জিনিতে বীর নাহি ত্রিভুবনে ॥
পৃথিবী ভ্রমিয়া আমি তুরগ আনিব। *
যদি কেহ ঘোড়া ধরে তারে নিপাতিব ॥
কৃষ্ণের প্রসাদে ভয় না করি কাহারে।
সত্য কহিলাম আমি সভার গোচরে ॥
এত বলি ধনঞ্জয় হৈলেন বিদায়।
ঋষি মুনিগণ সব জয়২ দেয় ॥
অশ্ব পিছে ধনঞ্জয় করেন পয়াণ।
বাজায় দামামা ভেরী খমক নিশান ॥
মৃদঙ্গ খমক বাজে পটহ ঝাঝরি।
ডম্বুর রসাল বাজে ধুসরি মোহরি ॥
জয়ঢাক বীরঢাক বড়২ দামা।
কাঁসরে পিনাক বাজে অনেক বাজনা ॥
ভেরী ভয়ানক বাজে শঙ্খ জয়২।
অশ্ব আগে পিছে বাদ্য বাজে জয়২ ॥
নর্ত্তকে নাচয়ে গান করে কত গুণী।
অশ্ব সঙ্গে সৈন্য কত লেখা নাহি জানি ॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন ভীম মহাবীরে।
অর্জ্জুন সঙ্গেতে যাহ অশ্ব রাখিবারে ॥
প্রদ্যুম্নে ডাকিয়া বলিলেন নারায়ণ।
অশ্ব রাখিবারে পুত্র করহ গমন ॥
কৃতবর্ম্মা সাত্যকি যতেক ধনুর্দ্ধর।
গদ শাম্ব সঙ্গে লয়ে চলহ সত্বর ॥
রাখিহ তুরঙ্গ সভে মন্ত্রণা করিয়া।
যুঝিবা সমর মধ্যে সাবধান হৈয়া ॥
এত বলি প্রত্যেকেতে করেন বিদায়।
প্রণমিয়া নারায়ণে সর্ব্ব সৈন্য যায় ॥
যুবনাশ্ব অনুশাল্ব সুবেগ কুমার।
অর্জ্জুনের সঙ্গে যায় অশ্ব রাখিবার ॥
বৃষকেতু বীর চলে কর্ণের নন্দন।
অনেকে অশ্বের সঙ্গে করিল গমন ॥
দৈবযোগে তুরঙ্গ চলিল শুভক্ষণে।
প্রথমে যজ্ঞের ঘোড়া চলিল দক্ষিণে ॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরি।
কাশী কহে শুনিলে তরি যে ভববারি ॥

## অথ নীলধ্বজ রাজার সহিত যুদ্ধ।

কহেন বৈশম্পায়ন শুন জনমেজয়।
দক্ষিণ দিকেতে গেল পাণ্ডবের হয় ॥
পশ্চাতে চলিল সৈন্য নানা অস্ত্র ধরি।
প্রবেশ করিল গিয়া মাহেশ্বরী পুরী ॥
মাহেশ্বরী পুরে রাজা নীলধ্বজ নাম।
অস্ত্রশাস্ত্রে বিশারদ বীর গুণধাম ॥
ধর্ম্মেতে পৃথিবী পালে নীলধ্বজ রায়।
নানা সুখে আছে প্রজা ক্লেশ নাহি পায় ॥
আপন স্বধর্ম্ম রক্ষা করে সর্ব্বজনে।
নৃপতি পালনে ধনবান প্রজাগণে ॥
প্রবীর নামেতে তার প্রধান তনয়।
যৌবনে হইয়া মত্ত নাহি ধর্ম্মভয় ॥
যুবতি লইয়া সেই কেলি করে জলে।
নানা রঙ্গে রঙ্গ ক্রীড়া করে কুতূহলে ॥
হেনকালে সেই অশ্ব যায় সেই পথে।
প্রবীরবনিতা তাহা পাইল দেখিতে ॥

মদনমঞ্জরী নামে প্রধান বনিতা।
যোড়হাত হয়ে স্বামী আগে কহে কথা॥
হের দেখ অশ্ব আইল সর্ব্ব সুলক্ষণ।
ঘোড়ার অঙ্গেতে কত মুকুতা রতন॥
সোণার নূপুর বাজে অশ্বের চরণে।
ভুলিল আমার মন অশ্ব দরশনে॥
অশ্ব ধরি দেহ মোরে প্রাণের ঈশ্বর।
নহিলে মরিব আমি তোমার গোচর॥
বনিতার বাক্য শুনি রাজার নন্দন।
ধাইয়া ধরিল ঘোড়া সর্ব্ব সুলক্ষণ॥
অশ্ব ভালে লিখন পড়িল নৃপসুত।
পত্র পড়ি অহঙ্কার বাড়িল বহুত॥
অশ্ব ধরি কুমার কহিল নারীগণে।
ঘোড়া লয়ে তোমরা চলহ নিকেতনে॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ করে রাজা যুধিষ্ঠির।
তুরগ রাখিতে আইল ধনঞ্জয় বীর॥
অহঙ্কারে অশ্ব ভালে করেছে লিখন।
ধরিতে আমার ঘোড়া আছে কোন জন॥
যদি কেহ অশ্ব ধরে নাশিব তাহারে।
আনিব যজ্ঞের ঘোড়া হস্তিনা নগরে॥
অশ্বভালে এই পত্র আছয়ে লিখন।
অবশ্য সংগ্রাম হবে অশ্বের কারণ॥
কদাচিত অশ্ব আমি না দিব পাণ্ডবে।
ঘোড়া না পাইলে আসি সংগ্রাম করিবে॥
অতএব তোমা সব যাহ নিজ পুরে।
বান্ধিয়া রাখহ ঘোড়া লয়ে সেই ঘরে॥
এত বলি অনুচরে অশ্ব সঙ্গে দিল।
প্রবীর বনিতাগণ পুরে প্রবেশিল॥
এথা অশ্ব না দেখিয়া পাণ্ডবের গণ।
নানা অস্ত্র লয়ে যায় করিবারে রণ॥
আগে আইলেন পার্থ ধনুঃশর হাতে।
সাক্ষাৎ হইল তাঁর প্রবীরের সাথে॥
কত সৈন্য সঙ্গে আছে রাজার তনয়।
জিজ্ঞাসা করেন তারে বীর ধনঞ্জয়॥
পরিচয় দেহ তুমি কাহার নন্দন।
ধরিলা যজ্ঞের ঘোড়া কিসের কারণ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিছেন যুধিষ্ঠির।
ঘোড়া ধরে পৃথিবীতে আছে কোন বীর॥
প্রবীর বলিল না করিহ অহঙ্কার।
ঘোড়া ধরি আমি নীলধ্বজের কুমার॥
বুঝিব তোমার বল পাণ্ডুর নন্দন।
কেমনে লইবা অশ্ব করি তুমি রণ॥
অর্জ্জুন বলেন যুদ্ধ করি তোর সনে।
এ কথা শুনিলে হাসিবেক ক্ষত্রগণে॥
বিবাদ করিব আমি বালক সংহতি।
যুঝিবে তোমার সঙ্গে যত সেনাপতি॥
অর্জ্জুনের বাক্যে রোষে রাজার কুমার।
আকর্ণ পূরিয়া দিল ধনুকে টঙ্কার॥
এত শুনি অগ্নি দেব প্রবেশিল রণে।
অর্জ্জুন কটক সব দহিল আগুনে॥
দেখিয়া অর্জ্জুন কহিছেন বৈশ্বানরে।
ক্ষমা কর অগ্নি হও সদয় অন্তরে॥
খাণ্ডবে দহিয়া আমি তুষিনু তোমারে।
অক্ষয় কবচ তুমি দিয়াছ আমারে॥
এখন অকায কর কিসের লাগিয়া।
যোড় হাত হয়ে বলি যাহ নিবর্ত্তিয়া॥
অশ্বমেধ করিবেন পাণ্ডুর নন্দন।
তাহাতে করিবা তুমি আহুতি ভক্ষণ॥
অর্জ্জুন বচনে অগ্নি সম্প্রীতি পাইল।
তেজোনিবারণ হেতু অর্জ্জুনে কহিল॥
অগ্নির পাইয়া আজ্ঞা বীর ধনঞ্জয়।
এড়িলেন বারুণাস্ত্র হইয়া নির্ভয়॥
নির্ব্বাণ হইল অগ্নি সলিল পরশে।
মন্দানল হয়ে গেল নৃপতির পাশে॥
ভয়ে ভঙ্গ দিল যত নৃপতির গণ।
আপনি পলায় রাজা পরিহরি রণ॥
প্রবীর রাজার পুত্র ছিলেন পশ্চাতে।
দেখিয়া অর্জ্জুনে সেই আইল ত্বরিতে॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তার মুণ্ড কাটা গেল।
প্রবীর রাজার পুত্র ভূমিতে পড়িল॥
পুত্রশোকে নীলধ্বজ বিরস বদন।
ভঙ্গ দিল মনোদুঃখ পাইয়া রাজন॥
নীলধ্বজ কাছে অগ্নি বলেন ভারতী।
অর্জ্জুনে জিনিতে নাহি আমার শকতি॥
আমার বচনে তুমি পরিহর রণ।
মনুষ্য না হয় পার্থ নরনারায়ণ॥
আমি অগ্নি শুন রাজা পাণ্ডবের পক্ষ।
পাণ্ডবের সখ্য করি না করি অসখ্য॥
তুরগ অর্পিয়া তুমি দ্রুত কর প্রীতি।
রাজ্যে প্রজা রক্ষা কর শুন নরপতি॥
নহেত অসাধ্য বড় হইবে দুষ্কর।
রাখিতে নারিব আমি শুন নৃপবর॥
জামাতার বাক্য শুনি নীলধ্বজ রায়।
অশ্ব আনিবার তরে অন্তঃপুরে যায়॥

পুত্রশোকে নৃপতির অন্তর জর্জ্জর।
নয়নে সলিল ধারা বহে নিরন্তর॥
বিরস বদনে রাজা গেল অন্তঃপুরে।
কহিল সকল কথা প্রিয়ার গোচরে॥
সংগ্রামে পড়িল পুত্র সমাচার পেয়ে।
ক্রন্দন করেন রাণী অচেতন হয়ে॥
কোথা সে প্রবীর বলি কান্দে নরপতি।
পুত্রশোকে অচেতন জনা গুণবতী॥
নৃপতি বলেন তুমি না কান্দিহ আর।
অশ্ব দিয়া রাজ্য আমি রাখি আপনার॥
ছিলাম পুরুষ আমি হইলাম নারী।
এ সব ঈশ্বরলীলা বুঝিতে না পারি॥
সম্প্রীতি করিব আমি অর্জ্জুনের সনে।
সংগ্রামে পড়িল পুত্র কার্য্য নাহি রণে॥
জনা বলে কি কথা কহিলা নরপতি।
শত্রুসঙ্গে কোন্‌মতে করিবা পীরিতি॥
প্রবীরে মারিয়া সে হইল মোর অরি।
তার সঙ্গে প্রীতি কর কহিতে না পারি॥
সাহস করিয়া তুমি কর গিয়া রণ।
অর্জ্জুননিধনে মোর শোক নিবারণ॥
নীলধ্বজ রাজা বলে শুন গুণবতি।
জামাতা হারিল রণে অর্জ্জুনসংহতি॥
যার বাহুবলে আমি জিনি সভাকারে।
স্থির হৈতে নারে সেই অর্জ্জুনের শরে॥
তুমি কি বুঝাবা নীতি সব আমি জানি।
পাণ্ডবের সহায় আপনি চক্রপাণি॥
প্রীতি করি তার সনে অশ্ব সমর্পিয়া।
অশ্বরক্ষা হেতু আমি যাব গোড়াইয়া॥
তাহা শুনি জনা বলে ধিক বীরপনা।
রহিল ঘুষিতে অপযশের ঘোষণা॥
ক্ষত্রকুলে জনমিয়া ত্যজিলা সংগ্রাম।
শত্রুর আশ্রয় লবা বৃথা ধর নাম॥
তোমাবিদ্যমানে মৈল কোলের কোঙর।
পুত্রশোকে মরি এই তোমার গোচর॥
এত বলি রাজরাণী কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
অশ্ব লয়ে নরপতি আইল বাহিরে॥
অর্জ্জুনেরে অশ্ব দিল নীলধ্বজ রায়।
যোড় হাতে বলে দোষ ক্ষমহ আমায়॥
না জানিয়া মোর পুত্র তুরঙ্গ ধরিল।
বিধাতা তাহার ফল হাতে২ দিল॥
এত বলি নীলধ্বজ অর্জ্জুনের সঙ্গে।
তুরঙ্গ রাখিতে রাজা গেল অতিরঙ্গে॥
রাণী তাহা শুনি বড় ক্রুদ্ধা হয়ে মনে।
অন্তঃপুর ত্যজি গেল ভ্রাতার সদনে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অথ জনার পুত্রশোকে ভ্রাতৃগৃহে গমন।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

তবে জনাবতী নারী অন্তরেতে ক্রোধ করি
ত্যজিয়া আলয় ধন জন। [দুঃখ
পুত্রশোকে অধোমুখ মনেতে ভাবিছে
স্বামী নিল বিপক্ষ শরণ॥ [নেরে
পথে যাইতে যুক্তি করে বিনাশিব অর্জ্জু
সহোদর সহায় করিয়া।
না পূরিল মনোরথ দৈবে মোর এই পথ
কি করিব ঘরেতে আসিয়া॥ [পূরে
বিনাশিলে অর্জ্জুনেরে তবে মোর আশা
নহে আমি ত্যজিব শরীর।
কাতর হইল রাজ দুঃখেতে নাহিক লাজ
কোথা গেল সে পুত্র প্রবীর॥ [রিয়া
লাজে অধোমুখ হৈয়া মনে যুক্তি বিচা
ভ্রাতার ভবনে গেল চলি।
উলূকের বিদ্যমানে জনা কান্দে সকরুণে
পুনঃ২ লোটাইয়া ধূলি॥
ভগিনীর দশা দেখি উলূক হইল দুঃখী
হাতে ধরি তুষিল তাহারে।
না কহিয়া বিবরণ কান্দ কেন অকারণ
কোন জন দুঃখ দিল তোরে॥
জনা বলে ওয়ে ভাই কহিবারে চাহি তাই
প্রবীর বিনাশ হইল রণে।
অর্জ্জুন আইল পুরে অশ্ব রাখিবারে তরে
যে হেতু সংগ্রাম তার সনে॥
যুদ্ধ করে ধনঞ্জয় জামাতা পাইল ভয়
পরাজয় পাইল নৃপতি।
পুত্রশোক না ভাবিয়া তুরগ দিলেন লয়ে
পার্থসহ করিলেন প্রীতি॥
শুনিয়া পাইনু তাপ না ঘুচিল মনস্তাপ
স্বামী নিল শত্রুর শরণ। [মোরে
বিনাশিয়া অর্জ্জুনেরে যদি রাজ্য দেহ
তবে শোক হয় নিবারণ॥
এ বড় অধিক লাজ নীলধ্বজ মহারাজ
পুত্রশোক না করিল মনে।

জনমিয়া ক্ষত্রকুলে   অশ্ব রাখিবার ছলে
ভয়ে গেল অর্জ্জুনের সনে ॥
ধরিনু চরণ তোর   প্রতিজ্ঞা রাখহ মোর
অর্জ্জুনের বধিয়া জীবন।   [ভীতি
আমি সে অবলা জাতি   কলঙ্কে আছয়ে
নহে আমি করিতাম রণ ॥
ভাই যে উলূক নাম   ধর্ম্ম বুদ্ধি অনুপম
লজ্জাতে করিল হেঁটমাথা।
অবলা প্রবলা হৈয়া   নিজ পুরী ত্যয়াগিয়া
কি কারণে আসিয়াছ হেতা ॥
পার্থ নরনারায়ণ   কহে যত মুনিগণ
রণে কেহ জিনিতে না পারে।
পাণ্ডবের সখা গুরু   কৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু
কেবা তার কি করিতে পারে ॥
আপনার ভাল চাহ   নিজালয়ে চলি যাহ
তবে সে আমার ক্রোধ নাই।
এ কর্ম্ম করিলা তুমি   কভু নাহি শুনি আমি
প্রতিফল পাবা মোর ঠাঁই ॥
রহিবেক দুষ্টভাষা   নহে কাটিতাম নাসা
অবলার এত অহঙ্কার।
ভ্রাতৃমুখে কথা শুনি   জনা অপমান গণি
নাহি গেল পুরে আপনার ॥
মহাভারতের কথা   শুনিলে খণ্ডয়ে ব্যথা
কলির কলুষ বিনাশন।
গোবিন্দ চরণে মন   নিযোজিয়া অনুক্ষণ
কাশীরাম দাস বিরচন ॥

### অথ জনার দেহত্যাগ ও অর্জ্জুনের প্রতি গঙ্গার শাপ।

শ্রীজনমেজয় বলে শুন তপোধন।
কি যুক্তি করিল জনা কহ বিবরণ ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন নরপতি।
অপমান পায়ে তবে জনা গুণবতী ॥
ভ্রাতার সাক্ষাতে বড় পায়ে অপমান।
মনেতে করিল যুক্তি ত্যজিব পরাণ ॥
ভাগীরথী তীরে জনা গেল শীঘ্রগতি।
যোড় হাত হয়ে বলে শুন ভাগীরথি ॥
শুন গঙ্গাদেবি আমি করি নিবেদন।
তোমার সলিলে আমি ত্যজিব জীবন ॥
বধিলেক অর্জ্জুন আমার পুত্রপ্রাণ।
আপনি করিবা মাতা ইহার বিধান ॥
সেই হেতু চিত্তে বড় হৈল অভিমান।
কাতর হইয়া বলি তোমা বিদ্যমান ॥
এত বলি গঙ্গাজলে প্রবেশ করিল।
পুত্রশোক পায়ে জনা শরীর ত্যজিল ॥
জনার মরণে শোক পাইল ভাগীরথী।
ক্রোধে অভিশাপ দিল অর্জ্জুনের প্রতি ॥
সতী কন্যা মরে পার্থ তোমার কারণে।
সে সকল ভয় তোর নাহি হয় মনে ॥
ভীষ্মে নিপাতিলা তুমি কপট করিয়া।
ভয় না করিলা পিতামহ সে বলিয়া ॥
কৃষ্ণ সখা বলিয়া বাড়িল অহঙ্কার।
না বুঝ দেবের মায়া পাণ্ডুর কুমার ॥
পৌত্রের হাতে ভীষ্ম ত্যজিল পরাণ।
তুমিহ পুত্রের হাতে হারাইবা প্রাণ ॥
শাপিলেন গঙ্গাদেবী অর্জ্জুনের তরে।
তাহা শুনি নারায়ণ চিন্তিত অন্তরে ॥
ঈষদ হাসেন কৃষ্ণ পাণ্ডবসভায়।
ব্যাস দেব বুঝিলেন তাঁর অভিপ্রায় ॥
জিজ্ঞাসেন যুধিষ্ঠির দেব নারায়ণে।
কহ কৃষ্ণ আপনি হাসিলা কি কারণে ॥
গোবিন্দ বলেন শুন ধর্ম্ম নৃপবরে।
অভিশাপ হইলেক পার্থ ধনুর্দ্ধরে ॥
গঙ্গা শাপ দিলেন যে দুঃখ পায়ে মনে।
তার মৃত্যু হবে বভ্রুবাহনের বাণে ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন হইবে কেমন।
অভিশাপ দেন গঙ্গা কিসের কারণ ॥
গোবিন্দ বলেন রাজা কর অবধান।
মাহেশ্বরী পুরে রাজা নীলধ্বজ নাম ॥
ধরিল যজ্ঞের ঘোড়া তাহার নন্দন।
অশ্বহেতু অর্জ্জুনের সঙ্গে হৈল রণ ॥
প্রবীর তাহার পুত্র বধ হইল রণে।
রাজরাণী শরীর ত্যজিল অভিমানে ॥
গঙ্গাতে মরিল সেই পুত্রশোক পায়ে।
গঙ্গা অভিশাপ দেন দুঃখিতা হইয়া ॥
নীলধ্বজ অশ্ব দিল ধনঞ্জয় বীরে।
আপনি চলিল বীর অশ্ব রাখিবারে ॥
অর্জ্জুন কারণে ভয় না করিহ তুমি।
সঙ্কট হইলে রক্ষা করিব যে আমি ॥
এত বলি কৃষ্ণ প্রবোধেন যুধিষ্ঠিরে।
এই বিবরণ রাজা কহিনু তোমারে ॥
অমৃত সমান এই ভারত কাহিনি।
আর কি কহিব আমি কহ নৃপমণি ॥

## অথ জামাতা অগ্নির বিবরণ।

শ্রীজনমেজয় বলে কহ তপোধন।
এই আমি তোমাকে করি যে নিবেদন॥
রাজার জামাতা অগ্নি হইল কি কারণে।
এই কথা কৃপা করি কহিবা আপনে॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন নরপতি।
শুন কহি নীলধ্বজ রাজার ভারতী॥
জনা নাম ধরে নীলধ্বজের মহিষী।
রতি জিনি রূপ তার পরম রূপসী॥
জনাসঙ্গে নীলধ্বজ নানা কেলি করে।
দৈবযোগে গর্ভ তার রহিল উদরে॥
লক্ষ্মী শাপে সেই গর্ভে হইল বসুমতী।
স্বাহা নামে হইল কন্যা শুন নরপতি॥
পরম সুন্দরী কন্যা বাড়ে দিনে২।
চন্দ্রমার শোভা যেন পৌর্ণমাসীদিনে॥
কন্যা দেখি নৃপতির আনন্দ অপার।
স্বাহা বলি নাম রাজা থুইল তাহার॥
হইল বিবাহ কাল ভাবে মনে২।
অনুক্ষণ যুক্তি করে পাত্র মিত্র সনে॥
কারে কন্যা দান দিব কোথা পাব বর।
কালাতীত হইলে হইবে মন্দতর॥
কন্যা বলে শুন পিতা আমার বচন।
মনুষ্য লোকেতে মম নাহি লয় মন॥
দেব পতি হবে মম ইথে নাহি আন।
সত্য কহিলাম পিতা তোমা বিদ্যমান॥
স্বাহার বচনে রাজা হরিষ অন্তরে।
কাহারে বরিবা তুমি বলহ আমারে॥
কি বা ইন্দ্র চন্দ্র কি বা শমন পবন।
কুবের বরুণ অগ্নি কাতে তব মন॥
শিব ব্রহ্মা বিষ্ণু আর যত দেবগণ।
কার পত্নী হবা তুমি বলহ বচন॥
আমার অনেক ভাগ্য ইথে নাহি আন।
দেবপত্নী হবা তুমি আমার সম্মান॥
স্বাহা বলে শুন পিতা আমার বচন।
জীবনে মরণে অগ্নি বলে সর্ব্ব জন॥
শিশুকালহইতে মম অনলে ভকতি।
শুন পিতা অগ্নি পূজা করি নিতি২॥
অনল আমার স্বামী কহিনু তোমারে।
তাঁহাকে আনিয়া দেহ বিবাহ আমারে॥
রাজা বলে কোথা পাব তাঁর দরশন।
স্বাহা বলে আসিবেন করিলে স্মরণ॥
এত বলি রাজকন্যা পূজে বৈশ্বানরে।
স্তুতি করে স্বাহা দেবী যুড়ি দুই করে॥
স্বাহার বিনয়ে বশ হইল বৈশ্বানর।
রহিতে না পারি আসি কহেন সত্বর॥
নিজ অভিলাষ মোরে কহ গুণবতি।
কিসের কারণে মোরে পূজ নিতি২॥
স্বাহা বলে তুমি কর আমাকে গ্রহণ।
তব পত্নী হব আমি এই নিবেদন॥
এই হেতু স্তব করি পূজি যে তোমারে।
এই অভিলাষ বর দেহত আমারে॥
এবমস্তু বলি অগ্নি সেই বর দিল।
বর পায়ে স্বাহা মনে সম্প্রীতি পাইল॥
জানাইল পিতারে অগ্নির আগমন।
শুনিয়া হইল রাজা আনন্দিত মন॥
যোড়হাতে বিনয় করেন নরপতি।
কন্যাদান অগ্নিরে করিল শীঘ্রগতি॥
যোড়হাত হয়ে রাজা বলিল অগ্নিরে।
স্বাহানামে কন্যা আমি দিলাম তোমারে॥
আপনি করিবা তুমি আমার রক্ষণ।
ধন জন রাজ্য করিলাম সমর্পণ॥
বিপক্ষ না আইসে যেন আমার নগরে।
সতত থাকিবা তুমি আমার মন্দিরে॥
এবমস্তু বলি অগ্নি সেই বর দিল।
স্বাহার সহিত তাঁর বিবাহ হইল॥
বিপক্ষ না যায় কেহ নীলধ্বজপুরে।
শুন রাজা কহি আমি অনলের ডরে॥
কন্যা দিয়া অগ্নিরে রাখিল নরপতি।
কহিনু তোমারে আমি পূর্ব্বের ভারতী॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

## অথ পৃথিবীর প্রতি লক্ষ্মীর শাপ ও পাষাণহইতে অশ্বোদ্ধার।

শ্রীজনমেজয় বলে শুন মহামুনি।
পূর্ব্ব বিবরণ কথা তোমাহৈতে শুনি॥
লক্ষ্মী কেন অভিশাপ দিলেন ধরায়।
পৃথিবীর কি পাতক কহিবা আমায়॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
সংক্ষেপে তোমারে কহি সে সব কথন॥
লক্ষ্মী সঙ্গে নারায়ণ থাকেন সতত।
নানা কেলি কলারস আনন্দ সংযত॥

অপার মহিমা তাঁর কে বুঝিতে পারে।
অবিরত কমলা থাকেন বক্ষোপরে॥
তাহা দেখি বসুমতী কহেন লক্ষ্মীরে।
তোমার সমান তপ কেহ নাহি করে॥
না দেখি এমন তপ না শুনি শ্রবণে।
নারায়ণ সঙ্গে তুমি থাক রাত্রি দিনে॥
মহীবাক্য শুনি দেবীর ক্রোধ উপজিল।
মনোদুঃখ পায়ে তারে অভিশাপ দিল॥
জন্মিবা জনার গর্ব্ভে হবা স্বাহা নাম।
অনল তোমার স্বামী ইথে নাহি আন॥
পৃথিবী বলেন তুমি শাপ দিলা মোরে।
নারায়ণ সহ দেখা নহিবে তোমারে॥
পৃথিবী পালিতে জন্মিবেন নারায়ণ।
সতত পাইব আমি তাঁর দরশন॥
অনুক্ষণ গোবিন্দ থাকিবেন আমাতে।
এত বলি বসুমতী গেলেন ত্বরিতে॥
শাপে বর পায়ে তুষ্টা হইল ধরণি।
স্বাহা নাম হইল নীলধ্বজের নন্দিনী॥
যোড় হাতে জিজ্ঞাসেন শ্রীজনমেজয়।
তারপরে কোথা গেল পাণ্ডবের হয়॥
মুনি বলে অশ্ব গিয়া প্রবেশিল বনে।
দক্ষিণমুখেতে যায় আনন্দিত মনে॥
সম্মুখে দেখিল শিলা বনের ভিতর।
নিজাঙ্গ ঘষিল ঘোড়া পাষাণউপর॥
অপরূপ কথা রাজা শুন জনমেজয়।
পাষাণে ধরিয়া রাখিলেক সেই হয়॥
যাইতে না পারে ঘোড়া লইয়া পাষাণ।
দেখিয়া অর্জ্জুন করিলেন অনুমান॥
বিরস বদন হইল কৃষ্ণের নন্দন।
ভীম সহ বিরস হইল সর্ব্ব জন॥
অর্জ্জুন বলেন কি হইবে অবসান।
ধরিল যজ্ঞের ঘোড়া হইয়া পাষাণ॥
কি বুদ্ধি করিব আমি কার ঠাঁই যাব।
কহ দেখি কোন মতে অশ্ব উদ্ধারিব॥
প্রদ্যুম্ন বলেন শুন পাণ্ডুর নন্দন।
ঐ দেখ সম্মুখে অপূর্ব্ব তপোধন॥
তত্ত্ব পাবা মুনিস্থানে করহ প্রস্থান।
দুঃখ না ভাবিহ তুমি শুন মতিমান॥
প্রদ্যুম্ন অর্জ্জুন আর কত রথিগণে।
মুনি সম্ভাষিতে সভে গেল তপোবনে॥
সৌভরি বসিয়া আছে আপন আশ্রমে।
শিষ্যগণ বসিয়াছে তার বিদ্যমানে॥

বেদ শাস্ত্র পাঠ দেন হরষিত মনে।
ধনঞ্জয় কামদেব গিয়া সেইখানে॥
প্রণিপাত করিলেন ভূমিষ্ঠ হইয়া।
নিজ পরিচয় দেন বিনয় করিয়া॥
পাণ্ডুর তনয় যুধিষ্ঠির নরপতি।
অশ্বমেধ করেন শ্রীকৃষ্ণের সম্মতি॥
আমরা আইনু অশ্ব করিতে রক্ষণ।
অর্জ্জুন আমার নাম শুন তপোধন॥
ভ্রমিতে২ অশ্ব আইল কানন।
পাষাণে ধরিল ঘোড়া না জানি কারণ॥
ভয় পায়ে নিবেদি যে চরণে তোমার।
কহ২ মহামুনি কি হবে আমার॥
জ্ঞাতিবধ পাপে রাজা উৎকণ্ঠিত মন।
না হইল যজ্ঞ সাঙ্গ শুন তপোধন॥
অর্জ্জুন কহেন যদি এতেক উত্তর।
শুনিয়া ঈষদ হাসি কহে মুনিবর॥
শুন২ পার্থ তুমি বচন আমার।
চিত্তের সন্দেহ কেন না ঘুচে তোমার॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ড নাথ তোমার সারথি।
তথাপিহ পাপ বলি মনে ভাব ভীতি॥
কোটি ব্রহ্মহত্যা যায় যাঁহার স্মরণে।
হেন কৃষ্ণ নাম তুমি নাহি লও কেনে॥
না দেখি যে ভক্তি কিছু তোমার অন্তরে।
সখা বলি জান তুমি দেব গদাধরে॥
হিংসাতে পূতনা পায় কৃষ্ণের শরীর।
জ্ঞাতিবধ পাপে কেন ভাবে যুধিষ্ঠির॥
সতত সম্মুখে যেই দেখে নারায়ণ।
পাপ না থাকয়ে তার পাণ্ডুর নন্দন॥
তবে যদি অশ্বমেধে করিয়াছ মতি।
পাইবা যজ্ঞের হয় না করিও ভীতি॥
ব্রহ্মশাপে শিলাতনু হইল ব্রাহ্মণী।
চণ্ডীনামে উদ্দালক মুনির রমণী॥
তুমি পরশিতে তার হইবে মুকতি।
পাইবে পূর্ব্বের তনু শুন মহামতি॥
মুক্ত হইবেক অশ্ব শুন ধনঞ্জয়।
গোবিন্দ বান্ধব তুমি না করিহ ভয়॥
শুনিয়া এ সব কথা সৌভরি বদনে।
অশ্ব পাশে আইলেন আনন্দিত মনে॥
মুনির বচনে তাঁর আনন্দ অন্তরে।
শিলা পরশিয়া উদ্ধারেন অশ্ববরে॥
অর্জ্জুন শিলাকে পরশেন দুই করে।
শিলারূপ পরিহরি নারীরূপ ধরে॥

বহুমতে অর্জ্জুনেরে করিল স্তবন।
তোমার পরশে হইল এ পাপ মোচন॥
তুমি নরনারায়ণ ইথে নাহি আন।
শাপহৈতে আমারে করিলা পরিত্রাণ॥
মুক্ত হয়েঁ নিজালয়ে গেলেন ব্রাহ্মণী।
পাণ্ডবের সৈন্য দিল জয়২ ধ্বনি॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশীরাম দাস কহে ভবভয় তরি॥

### অথ ব্রাহ্মণীর পাষাণ হওনের বৃত্তান্ত।

জনমেজয় রাজা বলে শুন তপোধন।
ব্রাহ্মণী পাষাণ হইল কিসের কারণ॥
অভিশাপ কেন মুনি দিলেন তাহাকে।
কৃপা করি সেই কথা কহিবা আমাকে॥
তোমার অপূর্ব্ব মুখ পদ্মের সমান।
তাহে কত মধু স্রবে নাহি পরিমাণ॥
পান করি তৃষ্ণা দূর না হয় আমার।
কহ২ মহামুনি করিয়া বিস্তার॥
প্রত্যহ নূতন কৃষ্ণকথা মনোহর।
কৃপা করি সেই কথা কহ মুনিবর॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন নরপতি।
মন দিয়া শুন কহি ব্যাসের ভারতী॥
উদ্দালক নামে মুনি ছিল তপোবনে।
চণ্ডীনামে ভার্য্যা তার বিদিত ভুবনে॥
চণ্ডীনামে কন্যা সেই মুনি ঘরে ছিল।
বাল্যে উদ্দালক তারে বিবাহ করিল॥
বিবাহ করিয়া মুনি ছিল নিকেতনে।
চণ্ডীকে বুঝান মুনি বিবিধ বিধানে॥
আমি তব স্বামী বটি হই গুরু জন।
যতনে পালিবা তুমি আমার বচন॥
চণ্ডী বলে তব বাক্য আমি না শুনিব।
তুমি যাহা বল তাহা আমি না করিব॥
দুঃখ পায়ে উদ্দালক তাহার বচনে।
কহিল সকল কথা মুনিপত্নীগণে॥
তারা বলে বাল্যকালে কত বড় জ্ঞান।
পালিবে তোমার বাক্য হইলে বুদ্ধিমান॥
হেনমতে কত কাল বঞ্চিলেন মুনি।
চণ্ডিকা না শুনে কিছু উদ্দালকবাণী॥
দুঃখ পায় উদ্দালক তাহার মিলনে।
স্বামির বচন সে কদাচ নাহি শুনে॥
কমণ্ডলু আনিতে বলিল মুনিবর।
দেবতা পূজিব আমি শুনহ উত্তর॥
যজ্ঞ করি মনোনীত বর মাগি লব।
চণ্ডী বলে আমি কমণ্ডলু না আনিব॥
না আনিব কমণ্ডলু যজ্ঞে নাহি কায।
কি হইবে সেবিলে গোবিন্দ দেবরাজ॥
বরে প্রয়োজন নাহি প্রাক্তন যে মূল।
বৃথা উপদেশ দেহ নহে সমতুল॥
চণ্ডীর বচনে মুনি যন্ত্রণা পাইল।
বাক্য নাহি শুনে নানামতে বুঝাইল॥
তীর্থ হেতু আইল কৌণ্ডিন্য মুনিবর।
উদ্দালক আশ্রমেতে আইল তৎপর॥
শিষ্যের সহিত আইল কৌণ্ডিন্য মুনি।
প্রীতি পাইল উদ্দালক সেই কথা শুনি॥
চণ্ডীকে ডাকিয়া কহিলেন মুনিবর।
না আনিব কৌণ্ডিন্যে করিয়া সমাদর॥
কোথা পাব ফল মূল নাহি তপোবনে।
না করিব সৎপ্রীতি যে কৌণ্ডিন্যের সনে॥
চণ্ডী বলে মুনিকে করিব সমাদর।
ফলমূল আনি আমি দিবত সত্বর॥
কমণ্ডলু দেহ নিয়া পদ প্রক্ষালনে।
ঈষদ হাসিয়া মুনি চণ্ডীর বচনে॥
সমাদর করি মুনি কৌণ্ডিন্যে আনিল।
পাদ্য অর্ঘ্য যথাযোগ্য কুশাসন দিল॥
ফলমূল আনি দিল করিতে ভক্ষণ।
উদ্দালক সঙ্গেতে বসিল তপোধন॥
কৌণ্ডিন্য বলেন শুন উদ্দালক মুনি।
কহ২ কৃষ্ণ কথা তোমাহইতে শুনি॥
উদ্দালক বলে মোর ভার্য্যা দুষ্টমতি।
আশ্রমে রহিতে আমি না পাই পীরিতি॥
পিতৃশ্রাদ্ধ আসিয়া হইল উপনীত।
বাক্য নাহি শুনে চণ্ডী মনে হই ভীত॥
কৌণ্ডিন্য বলেন শ্রাদ্ধ করিবা প্রভাতে।
দেখি চণ্ডী বাক্য নাহি শুনয়ে কিমতে॥
রজনি বঞ্চিয়া মুনি প্রত্যূষ বিহানে।
জিজ্ঞাসিল চণ্ডীকে মুনির বিদ্যমানে॥
আজি মম পিতৃশ্রাদ্ধ শুনহ বচন।
চণ্ডিকা বলিল শ্রাদ্ধে নাহি প্রয়োজন॥
তাহা শুনি কৌণ্ডিন্যের ক্রোধ উপজিল।
আরক্ত লোচন করি চণ্ডীকে কহিল॥
স্বামির বচন পাপী নাহি শুন কাণে।
শিলারূপা হও গিয়া আমার বচনে॥

অব্যর্থ মুনির বাক্য হৃদয়ে ভাবিয়া।
যোড় হাতে বলে চণ্ডী বিনয় করিয়া॥
অব্যর্থ তোমার বাক্য শুন তপোধন।
কতকালে হবে মম শাপ বিমোচন॥
দোষ অনুরূপ দণ্ড তুমি দিলা মোরে।
শাপান্ত করহ প্রভু নিবেদি তোমারে॥
কৌণ্ডিন্য বলেন তুমি থাক গিয়া বনে।
অভিশাপ মুক্ত হবা অর্জ্জুন মিলনে॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেন যুধিষ্ঠির।
রাখিতে আসিবে ঘোড়া ধনঞ্জয় বীর॥
ধরিয়া রাখিবা ঘোড়া তুমি বাহুবলে।
অর্জ্জুন পরশে পাপ ঘুচিবে সকলে॥
এত বলি নিজালয়ে গেল তপোধন।
চণ্ডিকা পাষাণ রূপ হইলা সেইক্ষণ॥
চিরকাল শিলা হয়ে আছিল কাননে।
শাপ মুক্ত হইল তার অর্জ্জুন মিলনে॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ কথা শুন জনমেজয়।
ভদ্রাবতী পুরে গেল পাণ্ডবের হয়॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরি।
কাশীকহে শুনিলে তরয়ে ভব বারি॥

## অথ হংসধ্বজ রাজার নগরে অশ্ব গমন ও তদুপলক্ষে নানা সংবাদ।

সেই দেশে হংসধ্বজ নামে নৃপবর।
বড়ই ধার্ম্মিক রাজা ধর্ম্মেতে তৎপর॥
সুরথ সুধন্বা তার দুইত নন্দন।
বিষ্ণুভক্ত দুই ভাই বিষ্ণু পরায়ণ॥
হংসধ্বজ মহারাজ ধার্ম্মিক বৈষ্ণব।
অতিথির সেবা করে করিয়া গৌরব॥
নিরন্তর বিষ্ণুপূজা করে নরপতি।
সতত থাকেন সাধু জনার সংহতি॥
পাষণ্ড জনার মুখ না দেখে রাজন।
আলাপ পাষণ্ড সঙ্গে না করে কখন॥
কায়মনোবাক্যে রাজা বিষ্ণুতে ভকতি।
সগোষ্ঠি বৈষ্ণব রাজা অন্যে নাহি মতি॥
যত প্রজাগণ আছে রাজার নগরে।
বিষ্ণুপূজা সর্ব্বলোক নিত্য২ করে॥
পুণ্যকথা আশ্রয়ে করয়ে সর্ব্বজন।
পাপ পথে কদাচিত নাহি করে মন॥
হেনই ধার্ম্মিক রাজা হংসধ্বজ নাম।
ধর্ম্মপথে ধর্ম্ম করে পাপপথে বাম॥

মহাবলবান রাজা বিক্রমে গভীর।
সুরথ সুধন্বা তারা দোঁহে মহাবীর॥
ঘোড়া উপনীত হইল তাহার নগরে।
দূত গিয়া সমাচার কহিল রাজারে॥
যুধিষ্ঠির করিলেন অশ্বমেধ ক্রতু।
অর্জ্জুন আইল অশ্ব রাখিবার হেতু॥
নগরে আইল ঘোড়া শুনহ রাজন।
সঙ্গেতে আইল তার বহু সেনাগণ॥
দূতমুখে কথা শুনি রাজা আনন্দিত।
আলিঙ্গন দূতে দিল মনে হয়ে প্রীত॥
কি কহিলা আরে দূত শুভসমাচার।
আইল আমার পুরে পাণ্ডুর কুমার॥
আজি সে আমার জন্ম হইল সফল।
অর্জ্জুন আগত পুরে বড়ই মঙ্গল॥
যেখানে অর্জ্জুন তথা দেব নারায়ণ।
অতিসত্য কথা এই কহে মুনিগণ॥
দেখিব মাধবে আমি পাণ্ডবমিলনে।
চির দিন সাধ আছে কৃষ্ণদরশনে॥
ধরিয়া যজ্ঞের ঘোড়া আনহ সত্বরে।
এত বলি নৃপতি ডাকিল অনুচরে॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা অনুচরগণ।
ধরিল যজ্ঞের ঘোড়া করিয়া যতন॥
অশ্ব লয়ে দিল হংসধ্বজের গোচরে।
মহানন্দে নরপতি আপনা পাসরে॥
যতন করিয়া অশ্ব রাখিল রাজন।
অর্জ্জুনে ধরিতে পুনঃ করিলেক মন॥
হংসধ্বজ বলে ওহে শুন বীরগণ।
যতন করিয়া সভে ধরিবা অর্জ্জুন॥
তবে সে পাইব আমি কৃষ্ণদরশন।
সবান্ধবে পরশিব তাঁহার চরণ॥
এ বড় আমার সাধ আছয়ে অন্তরে।
দেখিব সে নারায়ণ আপনার ঘরে॥
আমার তপের ফল হইল উদয়।
সেকারণে আইল হেতা পাণ্ডুর তনয়॥
সাজহ সকল সৈন্য করিতে সংগ্রাম।
অর্জ্জুনেরে ধরিলে পূরিবে মনস্কাম॥
বান্ধহ যজ্ঞের ঘোড়া আর নাহি ডর।
এখনি অর্জ্জুন সহ হইবে সমর॥
ঘোড়া বান্ধা গেলে পার্থ কোথাও না যাবে।
অর্জ্জুনহইতে সভে গোবিন্দ দেখিবে॥
সাজহ আমার যত আছে সেনাগণ।
এত বলি হংসধ্বজ দিলেক ঘোষণ॥

দামামা মৃদঙ্গ ভেরী বাজে কত পুরে।
তাহা শুনি বীরগণ আনন্দ অন্তরে ॥
নানা বেশ করে সভে পরে আভরণ।
গলায় পুষ্পের মাল্য সর্ব্বাঙ্গে চন্দন ॥
বীরবেশ করি কেহ পরে বীরবস্ত্র।
ঢাল খাঁড়া হাতে করি নিল নানা অস্ত্র ॥
কেহ ধনুর্ব্বাণ নিল দিব্য অস্ত্র হাতে।
বীরবেশ ধরে কেহ চাপে গিয়া রথে ॥
গজোপরি আরোহণ কৈল কোন বীর।
হয়পৃষ্ঠে কেহ রহে হইয়া সুস্থির ॥
পাণ্ডবের সৈন্যগণ প্রবেশে নগরে।
যত্ন করি নৃপসৈন্য নিবারিতে নারে ॥
মহাকোলাহল হৈল শুনে হংসধ্বজ।
লক্ষ২ অশ্ব সাজে লক্ষ২ গজ ॥
হংসধ্বজ চন্দ্রকেতু চন্দ্রদেব নাম।
আর কত হয় গজে করিল পয়াণ ॥
হংসধ্বজ রাজা বলে শুন পুরোহিত।
আপনি জানহ তুমি মোর যত নীত ॥
আজি সে আমার জন্ম সফল জীবন।
আসিবেন মম পুরে দেব নারায়ণ ॥
অর্জ্জুনে ধরিলে তবে আসিবেন হরি।
অন্যথা ইহাতে নাহি কহি সত্য করি ॥
বহুপুণ্য হৈলে তাঁর দরশন পাই।
পুণ্যবন্তে দেখা দেন গোবিন্দ গোঁসাই ॥
না আসিবে যেই জন পার্থের সমরে।
তাহাকে ফেলিবা তপ্ত তৈলের ভিতরে ॥
আপ্ত পর ইথে কিছু নাহিক বিচার।
শুন প্রভু নিবেদিনু চরণে তোমার ॥
উত্তপ্ত করহ তৈল তাম্রের কুণ্ডেতে।
শীঘ্র রণে না আসিলে ফেলিবা তাহাতে ॥
এত বলি রাজা দিল দামামা ঘোষণ।
পরস্পর সে কথা শুনিল সর্ব্বজন ॥
রাজার আদেশ পায়ে রাজপুরোহিত।
তাম্রের কুণ্ডেতে কৈল তৈলেতে পূর্ণিত ॥
তৈল তপ্ত যতনে করিল মুনিবর।
তাহা শুনি পাইল ভয় যত ধনুর্দ্ধর ॥
সত্বরে আইল সভে নানা অস্ত্র ধরি।
বিমানে চড়িয়া কেহ তুরগউপরি ॥
নৃপতিতনয় সে সুধন্বা ধনুর্দ্ধর।
শীঘ্রগতি আইসে সেই করিতে সমর ॥
হেনই সময়ে তবে সুধন্বার নারী।
যোড়হাত করি বলে লজ্জা পরিহরি ॥
শুন প্রাণনাথ তব কোথাকে গমন।
নানা অস্ত্র বান্ধিয়াছ কিসের কারণ ॥
সুধন্বা বলেন তত্ত্ব নাহি জান তুমি।
যুদ্ধহেতু আদেশ করেন নৃপমণি ॥
অর্জ্জুন আইল পুরে তুরগ লইয়া।
ঘোড়া ধরিলেন পিতা দূত পাঠাইয়া ॥
অর্জ্জুন সারথি কৃষ্ণ শুনিয়া শ্রবণে।
যুদ্ধঅভিলাষ পিতা কৈল সে কারণে ॥
চির দিন আছে সাধ কৃষ্ণদরশনে।
অর্জ্জুনে ধরিতে আজ্ঞা দিল সে কারণে ॥
সেই হেতু দিল রাজা নগরে ঘোষণা।
সাজিয়া চলিল যুদ্ধে যত রাজসেনা ॥
শুন প্রিয়ে পিতার মনের অভিলাষ।
আনিয়া দেখাব আজি দেব শ্রীনিবাস ॥
যাত্রা করি যাই আমি করিবারে রণ।
জয়ধ্বনি দিয়া গৃহে করহ গমন ॥
প্রভাবতী বলে নাথ শুন সাবধানে।
আজি ঋতুভোগ তুমি কর মম সনে ॥
একে পতিব্রতা আমি শুন প্রাণেশ্বর।
প্রভাতে যাইবা কালি করিতে সমর ॥
ঋতু স্নান করিয়াছি নিবেদি তোমারে।
পুত্রদান দিয়া যাহ যুদ্ধ করিবারে ॥
পরআশা সফল করিয়া যেই যায়।
সর্ব্বত্র তাহার জয় কহিনু তোমায় ॥
অর্জ্জুন সহিত যাহ করিবারে রণ।
এ কথা শুনিয়া মম চমকিত মন ॥
পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ বিদিত সংসারে।
কেমন করিয়া তুমি জিনিবা তাঁহারে ॥
প্রত্যয় না হয় মনে শুন গুণমণি।
নারায়ণদরশনে মুক্ত হয় প্রাণী ॥
ছাড়িল সংসার আশা কত মুনিগণে।
বিবেক জন্মিবে তব দেখি নারায়ণে ॥
পুত্র নাহি আমাকে পুষিবে কোন জনে।
বিশেষে আমার ঋতু আজিকার দিনে ॥
প্রসন্ন হইয়া মোরে দেহ পুত্রদান।
কৃষ্ণদরশনে ঘর ত্যজে পুণ্যবান ॥
পুত্র পৌত্র ইত্যাদি করিয়া বিসর্জন।
কর্ম্ম নাই ইথে প্রভু শুনহ বচন ॥
এ সব ঈশ্বরলীলা শুনিয়াছি আমি।
নারায়ণদরশনে মুক্ত হবা তুমি ॥
সতত তোমার মন কৃষ্ণদরশনে।
ছাড়িবা সংসার কৃষ্ণে দেখিলে নয়নে ॥

আমি সে অবলাজাতি তাহে কুলনারী।
পুত্র না হইলে তবে কোনরূপে তরি॥
তোমার ঔরসে মম হইবে তনয়।
ঋতুর পালন কর শুন মহাশয়॥
শুন প্রাণনাথ মোরে না কর নিরাশ।
পিতৃলোকে রাখ জলগণ্ডুষের আশ॥
সংসার অসার দেখ সার নারায়ণ।
পুত্রদান দিয়া মোরে করহ গমন॥
সুধন্বা বলিল তবে শুনহ সুন্দরি।
মিথ্যা পুত্রে কি বা কার্য্য যদি তুষ্ট হরি॥
প্রভাবতী বলে নাথ এ নহে বিচার।
জনম বিফল অঙ্কে পুত্র নাহি যার॥
পুন্নাম নরকে তার নাহিক নিষ্কৃতি।
এ সব শাস্ত্রের কথা শুন প্রাণপতি॥
ব্যাস বশিষ্ঠআদি যত মুনিগণ।
পুত্র জন্মাইল সভে শুন নিবেদন॥
ইথে দোষ নাহি মোরে দেহ পুত্রদান।
তবে গিয়া সংগ্রামে দেখিবা ভগবান॥
সুধন্বা বলেন শুন আমার বচন।
করিল আমার পিতা নিদারুণপণ॥
শীঘ্রগতি যেই জন না আইসে সমরে।
তাহাকে ফেলিবে তপ্ততৈলের উপরে॥
তপ্ততৈলে ফেলাইবে বলে নরপতি।
প্রাণভয়ে সর্ব্বজন গেল শীঘ্রগতি॥
পশ্চাৎ যাইব আমি ভাল নহে কায।
ক্রোধ করি তৈলেতে ফেলিবে মহারাজ॥
শুন প্রভাবতি তুমি আজি থাক ঘরে।
সংগ্রামে জিনিয়া আমি তুষিব তোমারে॥
প্রভাবতী বলে কথা শুন প্রাণেশ্বর।
অর্জ্জুনে জিনিবা তুমি অতি সে দুষ্কর॥
সখা যার নারায়ণ সংসারের সার।
এ তিন ভুবনে পরাজয় নাহি তার॥
ভকতবৎসল হরি রাখেন অর্জ্জুনে।
পূরিয়া আমার আশা তুমি যাহ রণে॥
পঞ্চশরে জর্জ্জর হইল কলেবর।
আলিঙ্গন দিয়া মোরে তোষহ সত্বর॥
ঋতুভঙ্গ কৈলে নাথ যত পাপ হয়।
আপনি জানহ তাহা শুন মহাশয়॥
ঋতুর রক্ষণে নাহি দিনের বিচার।
এ সকল যত কথা তব জ্ঞাত সার॥
ভার্য্যার বচন বীর নারিল লঙ্ঘিতে।
হাসিয়া যুদ্ধের সাজ এড়িল ভূমিতে॥
সুধন্বা শয়ন কৈল খট্টার উপরে।
ভুঞ্জিয়া শৃঙ্গার তুষ্ট করিল ভার্য্যারে॥
প্রভাবতী গর্ভ্ভ ধরে বীর কৈল স্নান।
যুঝিতে সুধন্বা যুদ্ধে করিল পয়াণ॥
কুবলয়া নামে তার আইল ভগিনী।
সুধন্বা গমনে দেয় জয়২ ধ্বনি॥
যাহ২ সাধু ভাই অর্জ্জুনের রণে।
তোমাহৈতে কৃষ্ণ আমি দেখিব নয়নে॥
সুধন্বার জননী পাইল সমাচার।
পুত্রের সম্মুখে আইল আনন্দ অপার॥
শীঘ্র যাহ আরে পুত্র করিতে সংগ্রাম।
তোমাহৈতে আজি সে দেখিব ভগবান॥
যেখানে অর্জ্জুন তথা দেবনারায়ণ।
সত্য বলি এই কথা বলে সর্ব্বজন॥
বিলম্ব না কর পুত্র চলহ সত্বরে।
পূর্ব্ব পুণ্য ফলে ঘোড়া আইল নগরে॥
চির দিন সাধ আছে কৃষ্ণদরশনে।
দেখিব পরমানন্দে অর্জ্জুন মিলনে॥
জননীর বচন শুনিয়া হরষিত।
প্রণাম করিয়া মায়ে চলিল ত্বরিত॥
হেথা দেখ সর্ব্ব সৈন্য সাজিয়া আইল।
হংসধ্বজ মহারাজ সভারে দেখিল॥
সুধন্বারে না দেখিয়া বলে নরপতি।
কেন দিল নারায়ণ এমন সন্ততি॥
কোপে হংসধ্বজ কহিলেন পুরোহিতে।
আজি সুধন্বাকে তৈলে ফেলাহ নিশ্চিতে॥
পুত্র হয়ে না পালিল পিতার বচন।
হেন ছার পুত্রে মম নাহি প্রয়োজন॥
পুরোহিত সঙ্গে রাজা এ কথা কহিতে।
সুধন্বা আইল তথা পিতার সাক্ষাতে॥
প্রণাম করিয়া পুরোহিতের চরণে।
রাজারে প্রণাম করে রাজসম্ভাষণে॥
সুধন্বা দেখিয়া রাজা বলে কুবচন।
বচনবাহির দুষ্ট হৈলি কি কারণ॥
ঘোড়া রাখিবারে পার্থ আইল মম পুরে।
যত্ন করিলাম তারে ধরিবারতরে॥
অর্জ্জুন ধরিলে পাব কৃষ্ণদরশন।
বুঝিয়া করিনু আমি নিদারুণপণ॥
ত্বরায় আসিয়া যেবা না আইসে সমরে।
তাহারে ফেলিব তপ্ততৈলের ভিতরে॥
ভয়েতে সাজিয়া আইল যত সেনাগণ।
সে ভয় তোমার মনে নাহিক স্মরণ॥

প্রলয় দামামাধ্বনি না শুনিলা কাণে।
কহ দেখি ঘরেতে রহিলা কি কারণে ॥
সুধন্বা বলেন পিতা কর অবধান।
অশ্ব লয়ে আসি আমি করিতে সংগ্রাম ॥
হেনকালে প্রভাবতী সম্মুখে আইল।
ঋতুর রক্ষণহেতু আমারে কহিল ॥
মহাপাপ হয় ঋতু না কৈলে রক্ষণ।
অতএব বিলম্ব হইল যে রাজন ॥
তাহা শুনি বলে হংসধ্বজ নরপতি।
জন্মিলা আমার কুলে তুমি পাপমতি ॥
যুদ্ধের সময় তোর নারীতে যতন।
আরে দুষ্ট দেখিব কেমনে নারায়ণ ॥
তুমি সে আমার কুলে বঞ্চিত হইলা।
ছাড়িয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম কামে মন দিলা ॥
কৃষ্ণেতে বিমুখ হৈলা যাহ তৈলপাশে।
উচিত যে শাস্তি হয় করহ বিশেষে ॥
পাত্র মিত্র বলে রাজা এ নহে বিচার।
লোকে অনিন্দিতকর্ম্মা তোমার কুমার ॥
না করিলে ঋতু রক্ষা হয় মহাপাপ।
কি বুঝিয়া সুধন্বাকে দেহ মনস্তাপ ॥
সুধন্বা বৈষ্ণব বড় জানহ আপনি।
লঘু পাপে গুরু দণ্ড নহে নৃপমণি ॥
পাত্রের বচনে রাজা বলে পুরোহিতে।
সুধন্বা আমার পুত্র আছিল পশ্চাতে ॥
ঋতুরক্ষাহেতু যে বিলম্ব হৈল তার।
কহ প্রভু কি হইবে ইহার বিচার ॥
ক্রুদ্ধ হৈল পুরোহিত রাজার বচনে।
পাকল করিয়া চক্ষু চাহে রাজাপানে ॥
ওহে রাজা সর্ব্বগুণে তুমি নরপতি।
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিতে চাহ দেখিয়া সন্ততি ॥
ক্ষত্রের প্রতিজ্ঞা ধর্ম্ম ঘোষে সর্ব্বজন।
পুত্রস্নেহে ধর্ম্মপথ করিলা লঙ্ঘন ॥
এত বলি সভাহৈতে যায় পুরোহিত।
মহাক্রোধ ভরে বলে অধর কম্পিত ॥
না থাকিব তোর দেশে শুন নরপতি।
দেখিনু তোমার রাজা এবে পাপমতি ॥
এত শুনি হংসধ্বজ কহিল পাত্রেরে।
আমি যাই পুরোহিত আনিবার তরে ॥
তপ্ততৈলে সুধন্বাকে ফেলাইবা তুমি।
সুধন্বাকে পুন যেন নাহি দেখি আমি ॥
অন্যের বচনে পুরোহিত না আসিবে।
যতন করিয়া আমি আনি গিয়া তবে ॥

এত বলি হংসধ্বজ চলিল সত্বরে।
সুমতি পাত্রের পুত্র বলে সুধন্বারে ॥
আপনি শুনিলা তুমি রাজার বচন।
তৈলপাশে শীঘ্র যাহ রাজার নন্দন ॥
সুধন্বা বলেন তৈলে ত্যজিব জীবন।
বড় দুঃখ না দেখিলাম কমললোচন ॥
মহাভারতের কথা অমৃতসমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

## অথ তপ্ততৈলে সুধন্বার নিক্ষেপ।

এত বলি সুধন্বা আইল তৈলপাশে।
ভয় পায়ে লোক সব দেখিতে না আইসে ॥
তপ্ততৈল দেখি বীর নাহি করে ভয়।
গোবিন্দ চরণ ভাবে রাজার তনয় ॥
জয়২ নারায়ণ পরমকারণ।
আমি মূঢ় না দেখিনু তোমার চরণ ॥
এ বড় অধিক দুঃখ রহিল অন্তরে।
অর্জ্জুন সহিত কৃষ্ণ না দেখি সমরে ॥
ওহে কৃষ্ণ রক্ষা কর অকালমরণ।
তপ্ততৈলে আমা রক্ষা কর নারায়ণ ॥
উচ্চস্বরে সুধন্বা ডাকিল নারায়ণে।
সঙ্কটে রাখিতে কেহ নাহি তোমা বিনে ॥
এত বলি সুধন্বা জপিছে কৃষ্ণনাম।
না শুনিয়া শোকে লোক হইল অজ্ঞান ॥
সুমতি রাজার পাত্র ধরি সুধন্বারে।
ফেলাইয়া দিল তপ্ত তৈলের ভিতরে ॥
ভক্ত বুঝি তাহারে রাখেন নারায়ণ।
তপ্ত তৈলহৈতে তার নহিল মরণ ॥
সুধন্বা বসিয়া আছে তৈলের ভিতরে।
তৈলে বসি কৃষ্ণনাম ডাকে উচ্চস্বরে ॥
ঘন২ কৃষ্ণনাম ডাকিছে সুধন্বা।
নৃপতি সভায় হেতা উঠিলেক কান্না ॥
শুন রাজা জনমেজয় কহিনু তোমারে।
পড়িল সুধন্বা তপ্ততৈলের ভিতরে ॥
ভক্ত বুঝি তাহারে রাখেন নারায়ণ।
তপ্ততৈলে সুধন্বার নহিল মরণ ॥
নামের মহিমা আমি কহিনু তোমারে।
পুরজন আইল সুধন্বা দেখিবারে ॥
শ্রীজনমেজয় বলে কহ মহামুনি।
কি কর্ম্ম সুধন্বা কৈল কহ দেখি শুনি ॥

দীর্ঘ ত্রিপদী।

না দেখিয়া সুধন্বারে কান্দিতেছে উচ্চস্বরে
ভূমিতে লোটায়ে সর্ব্বজন।
কেহ মনে দুঃখ পায়ে রাজার সম্মুখ গিয়া
কহিলেন সুধন্বানিধন॥
তাহা শুনি পুরোহিতে রাজা কহে দুঃখচিতে
সুধন্বা মরিল তৈলপাশে।
রক্ষা পাইল ধর্ম্মপথ রহিল শাস্ত্রের মত
দেখিবারে চলহ হরিষে॥
তবে হংসধ্বজ রায় ধরি পুরোহিতপায়
তৈলকাছে আনিল সত্বরে। [শোক
তাহারে বেড়িয়া লোক করে নানা বিধ
না দেখি বৈষ্ণব সুধন্বারে॥
হংসধ্বজ নরপতি বিহ্বল পড়িয়া ক্ষিতি
পুত্রশোকে হরিল চেতন।
কেহ জল দেয় মুখে কর্ণমূলে কেহ ডাকে
পুত্রশোকে মূর্চ্ছিত রাজন॥
নগরে বলিতে ধায়ে সমাচার দিল গিয়া
সুধন্বার জননী যেখানে।
শুন২ ঠাকুরাণি সুধন্বা ত্যজিল প্রাণি
অগ্নিসহ তৈলের মিলনে॥
পাষাণে বান্ধিয়া হিয়া দেখিলাম দাণ্ডাইয়া
তৈলে মৈল তোমার নন্দন।
পুত্রশোকে নরপতি লোটাইয়া পড়ে ক্ষিতি
দেখিবারে করহ গমন॥
শুনি অমঙ্গল কথা চলে সুধন্বার মাতা
ত্যজিয়া চলিল অন্তঃপুরী।
বধূগণ চলে সাথে শোকাকুল হয়ে চিতে
প্রভাবতী সুধন্বার নারী॥
লজ্জা ভয় নাহি করে কান্দে রামা উচ্চস্বরে
কোথা প্রভু বৈষ্ণব সুধন্বা।
প্রবেশিয়া রণবরে কে ধরিবে অর্জ্জুনেরে
কৃষ্ণকে দেখাবে কোন জনা॥
ধরিয়া রাজার পায় কান্দে রাণী উভরায়
কেনে কৈলা নিদারুণ পণ।
রণস্থলে প্রবেশিবা অর্জ্জুনেরে পরাজিবা
মিছা তুমি করিলা ভাবন॥
রাজা বলে উঠ পুত্র লহ তুমি নানা অস্ত্র
পরাভব করহ অর্জ্জুনে। [বাসে
প্রতিজ্ঞা আমার আছে দেখিবারে শ্রীনি
আনিয়া দেখাও নারায়ণে॥
এত বলি সে রাজন পুত্রশোকে অচেতন
প্রবোধ করয়ে রাজরাণী। [জিয়া
শোক সিন্ধু তেয়াগিয়া অর্জ্জুনেরে পরা
আনিয়া দেখাও চক্রপাণি॥
জন্মিলে মরণভয় আছে হেন মহাশয়
অদ্য কি বা শতেক বৎসর।
কেহ চিরজীবী নহে বেদশাস্ত্রে হেন কহে
আনিয়া দেখাও গদাধর॥
পুনঃ২ বাড়ে শোক চমকিত সর্ব্বলোক
তৈল দ্রোণি দেখে কোন জন।
সুধন্বা বসিয়া আছে যেন পদ্ম হ্রদমাঝে
কৃষ্ণনাম করিছে স্মরণ॥
পুলকে পূর্ণিতকায় নৃপআগে কেহ কয়
অবধানে শুন মহারাজ।
সুধন্বা না মরে তৈলে বসিআছে কুতূহলে
যেন দেখে প্রফুল্ল পঙ্কজ॥
মহাভারতের কথা শ্রবণে ঘুচয়ে ব্যথা
কলির কলুষ হয় নাশ।
কমলাকান্তেরসুত হেতু সুজনের প্রীত
বিরচিল কাশীরাম দাস॥

অথ তপ্ততৈলহইতে সুধন্বার উত্থান
ও পাণ্ডব সৈন্যের সহিত যুদ্ধ।

সুমতি পাত্রের মুখে শুনিয়া বচন।
সুধন্বা দেখিতে রাজা করিল গমন॥
বসিয়া সুধন্বা আছে তৈলের ভিতরে।
কাঞ্চনপ্রতিমা যেন দেখে মহাবীরে॥
নাহি মরে সুধন্বা দেখিল নৃপমণি।
হরিষে করয়ে লোক জয়২ ধ্বনি॥
শঙ্খলিখিত বলে শুন নরপতি।
তৈল নাহি তাতে তেঞি হরিষেতে স্থিতি॥
পুত্রস্নেহ হেতু তুমি ভাণ্ডাও আমারে।
তপ্ত নাহি হয় তৈল কহিনু তোমারে॥
পরীক্ষা করিব তৈল জানিব সকল।
আমারে আনিয়া দেহ নারিকেলফল॥
নারিকেল অনুচরে আনায়ে সত্বরে।
পুরোহিত ফেলে তাহা তৈলের ভিতরে॥
তৈলপরশিতে সেই শতখান হৈল।
শঙ্খলিখিতের ভালে আসিয়া বাজিল॥
অচেতন হয়ে দোঁহে পড়িল ধরণি।
ভয় পায়ে দোঁহারে তযিল নৃপমণি॥

কতক্ষণে দুই জনে পাইল চেতন।
সুমতি পাত্রেরে রাজা জিজ্ঞাসে কারণ॥
তৈলপরশিতে শিশু কি বাক্য বলিল।
অপূর্ব্ব ঔষধ মুখে কি বা দিয়াছিল॥
পাত্র বলে অবধান কর দ্বিজবর।
নারায়ণে সুধন্বা ডাকিল বহুতর॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি মুখে তৈলেতে পড়িল।
সকল লোকেরা ইহা নয়নে দেখিল॥
রক্ষা করিলেন হরি এই সুধন্বারে।
ঔষধ না জানি কিছু কহিনু তোমারে॥
পাত্র বোলে দুই জনে হইল হরষিত।
ঝাঁপ দিতে তৈলকুণ্ডে চলিল ত্বরিত॥
আমরা পাষণ্ড বড় হিংসিনু বৈষ্ণবে।
রাখিলে এ পাপ তনু নরকে ডুবিবে॥
এত বলি তৈলেতে পড়িল দুই জন।
সুধন্বার অঙ্গসঙ্গে এড়ায় মরণ॥
শঙ্খলিখিত লয়ে রাজার কুমার।
তৈলহইতে উঠিলেন আনন্দ অপার॥
হরষিত হংসধ্বজ পুত্রদরশনে।
সুধন্বা প্রণাম কৈল বাপের চরণে॥
তবে দুই পুরোহিত কহিল রাজারে।
সুধন্বা সমান ভক্ত নাহিক সংসারে॥
বৈষ্ণবে হিংসিয়া মোরা পাইনু যন্ত্রণা।
শুন হংসধ্বজ বড় বৈষ্ণব সুধন্বা॥
সুধন্বা জিনিবে রণ ইথে নাহি আন।
আনিয়া তোমারে দেখাইবে ভগবান॥
কৃষ্ণদরশন পাবা শুন নরপতি।
সফল তপস্যা কৈলা তুমি মহামতি॥
পুরোহিত মুখে রাজা শুনিয়া বচন।
সুধন্বাকে তুষিলেন দিয়া আলিঙ্গন॥
হেনকালে রাজরাণী কহে সুধন্বারে।
শুভক্ষণে তোমা আমি ধরিনু উদরে॥
শুন পুত্র শীঘ্র যাহ করিবারে রণ।
আনিয়া দেখাও মোরে কমললোচন॥
এত বলি রাজরাণী গেল নিজঘরে।
হরিষে সুধন্বা যায় যুদ্ধ করিবারে॥
দুই দলে দেখাদেখি বাজিল সমর।
সিংহনাদ ছাড়ি দোঁহে বরিষয়ে শর॥
রবির কিরণ রুদ্ধ কৈল শরজালে।
অন্ধকার চারি দিগে বাণের অনলে॥
গজ বাজি পদাতিক পড়ে বহু রণে।
রক্তেতে বহিছে নদী দোঁহাকার বাণে॥

সুধন্বা সংগ্রাম করে হাতে ধনুর্ব্বাণ।
চঞ্চল পাণ্ডবসৈন্য নাহি ধরে টান॥
তবে বৃষকেতু বীর কর্ণের তনয়।
রথ আরোহিয়া আইল সমরনির্ভয়॥
ধনুকে টঙ্কার দিয়া প্রবেশিল রণে।
যুদ্ধ আরম্ভিল তবে সুধন্বার সনে॥
দোঁহাকার শরজালে ছাইল গগন।
দোঁহে সহে দোঁহাকার বাণবরিষণ॥
বৃষকেতু শত বাণ পূরিল সন্ধান।
সুধন্বা কাটিয়া তাহা কৈল খান২॥
পঞ্চশতবাণ এড়ে রাজার নন্দন।
বাণাঘাতে বৃষকেতু হইল অচেতন॥
সুধন্বা বিস্ময়ে তবে কৃষ্ণের নন্দনে।
আগু হইল কামদেব ক্রোধ করি মনে॥
চেতন পাইয়া উঠে কর্ণের কুমার।
ধনুক পাতিল বীর আসি পুনর্ব্বার॥
সুধন্বাকে ডাকিয়া বলয়ে ক্রোধমনে।
আমার সহিত যুদ্ধ বিন্ধ অন্য জনে॥
এ নহে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম শুনহ সুধন্বা।
আজি তোমায় বধি আমি রাখিবঘোষণা॥
এত বলি বৃষকেতু বাণবৃষ্টি করে।
নিবারে সুধন্বা তাহা চোখ২ শরে॥
বৃষকেতু রথধ্বজ সুধন্বা কাটিল।
সারথির মাথা কাটি ভূমিতে পাড়িল॥
বাণ গুণ ধনু তার কাটিলেক শরে।
মারিল সহস্র বাণ বৃষকেতু বীরে॥
ভঙ্গ দিয়া গেল তবে কর্ণের নন্দন।
প্রদ্যুম্ন আইল তবে করিবারে রণ॥
মহাক্রোধভরে সেই আইল সমরে।
বাণাঘাতে পড়িল যতেক মহাবীরে॥
তাহা দেখি সুধন্বার ক্রোধ উপজিল।
একবারে শত বাণ সন্ধান পূরিল॥
প্রদ্যুম্নে বিন্ধিল বীর করিয়া যতন।
শোণিতভূষিততনু রুক্মিণীনন্দন॥
আকর্ণ পূরিয়া বাণ বিন্ধে পুনঃ পুন।
বাণাঘাতে ক্লান্ত হইল সুধন্বার তনু॥
সুধন্বা সহিত রণ কৈল বহুতর।
কেহ পরাভব নহে দোঁহেতে সোসর॥
হেনমতে দোঁহে ঘোর হইল সমর।
কৃতবর্ম্মা আইলেন লয়ে ধনুঃশর॥
সুধন্বা সহিত রণ কৈল বহুতর।
সহিতে না পারি যুদ্ধ হইল ফাফর॥

বাণাঘাতে কৃতবর্ম্মা পড়ে গিয়া দূরে।
অনুশাল্ব দৈত্য আইল যুদ্ধ করিবারে॥
ধনুক পাতিল সুধন্বার সন্নিধানে।
আবরে আকাশ দোঁহে বাণবরিষণে॥
ডাক দিয়া অনুশাল্ব বলে ক্রোধবাণী।
আজি শল্যাঘাতে তোর বধিব পরাণি॥
এত বলি শেলপাট এড়ে দৈত্যেশ্বর।
সুধন্বা কাটিল শেল দিয়া পঞ্চ শর॥
ভয় পাইল দৈত্যেশ্বর সুধন্বার রণে।
জিনিতে না পারে বীর বাণের সন্ধানে॥
পরশু পট্টিশ গদা এড়ে দৈত্যপতি।
সুধন্বা নিবারে তাহা করিয়া শকতি॥
শিলীমুখ সূচিমুখ অর্দ্ধচন্দ্র বাণ।
সুধন্বা উপরে দৈত্য পূরিল সন্ধান॥
নিবারয়ে রাজসুত বাণের আঘাতে।
তাহা দেখি অনুশাল্ব ভীত হৈল চিতে॥
তবে সে সুধন্বা কৈল বাণের সন্ধান।
শরজালে দৈত্যের কাটিল ধনুর্ব্বাণ॥
কাটিল রথের ঘোড়া সারথির মুণ্ড।
বাণ গুণ ধনু কাটি কৈল খণ্ড২॥
মারিল সহস্র বাণ দৈত্যের উপরে।
মূর্চ্ছা হইয়া অনুশাল্ব পড়ে গিয়া দূরে॥
আগে হৈল যুবনাশ্ব পুত্রের সংহতি।
বাণবৃষ্টি করে দোঁহে যতেক শকতি॥
সুধন্বা নিবারে বাণ হাতে ধরি চাপ।
বাণ বৃষ্টি করে দোঁহে দুর্জ্জয় প্রতাপ॥
সুধন্বার বাণ যেন অগ্নির সমান।
সহিতে না পারে রাজা কাতর পরাণ॥
সুবেগ সাহস করি প্রবেশিল রণে।
পিতাপুত্রে দুই জনে সুধন্বার বাণে॥
রথহইতে দূরে গিয়া পড়ে দুইজন।
সাত্যকি আইল তবে করিবারে রণ॥
সাত্যকি সহিত তবে যুঝয়ে সুধন্বা।
ভয়েতে কাতর হৈল পাণ্ডবের সেনা॥
যুঝিতে নারিল কেহ সুধন্বার সাথে।
পলায় পাণ্ডবসেনা ভয় পায়ে চিতে॥
বিমুখ হইল তবে যত সেনাপতি।
তাহা দেখি আইলেন পার্থ মহামতি॥
ধনঞ্জয় ডাকিয়া বলেন সুধন্বারে।
ভঙ্গ দিল সৈন্য মম তোমার সমরে॥
পরাক্রম যত তোর দেখিলাম আমি।
সাহস করিয়া মম সঙ্গে যুঝ তুমি॥

সুধন্বা বলেন শুন বীর ধনঞ্জয়।
যুঝিব তোমার সনে মম নাহি ভয়॥
কিন্তু এক কথা আমি জিজ্ঞাসি তোমারে।
কৃষ্ণকে না দেখি কেন তব রথোপরে॥
সারথি তোমার রথে নাহি নারায়ণ।
কেমনে করিবা তুমি মম সহ রণ॥
কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে তুমি জিনিলা সভায়।
তব রথে সারথি ছিলেন যদুরায়॥
এবে কৃষ্ণহীন তুমি কিসের লাগিয়া।
নারিবা জিনিতে যুদ্ধে যাহত ফিরিয়া॥
তোমার প্রতিষ্ঠা আমি শুনি লোকমুখে।
খাণ্ডব দাহন তুমি করিলা কৌতুকে॥
কিরাত শঙ্কর সঙ্গে করিলা সমর।
ত্রিভুবনে বীর নাহি তোমার সোঁসর॥
কিন্তু সে সকল যশ গোবিন্দহইতে।
হেন কৃষ্ণ নাহি কেন তোমার রথেতে॥
শুনহ অর্জ্জুন তোমায় করি নিবেদন।
কোনখানে কৃষ্ণ বিনা জিনিয়াছ রণ॥
সংগ্রাম জিনিয়া তব প্রকাশিল যশ।
হারিলে আমার যুদ্ধে হবে অপযশ॥
যদি যুদ্ধ করিতে তোমার আছে মন।
আপন সারথি লহ দেব নারায়ণ॥
সুধন্বার বচনে অর্জ্জুন ক্রোধবান।
গাণ্ডীব লইয়া হাতে পূরেন সন্ধান॥
আকর্ণ পূরিয়া মারিলেন সুধন্বারে।
হংসধ্বজসুত তাহা নিবারিল শরে॥
মহাক্রোধে বাণ মারে রাজার নন্দন।
বাণের উপরে বাণ করে বরিষণ॥
অর্জ্জুনের বাণবৃষ্টি আকাশ ছাইল।
ঘোরতর অন্ধকারে রবি আচ্ছাদিল॥
ভয়েতে পলায় যত নৃপসেনাগণ।
অর্জ্জুনের বাণে কেহ নহে স্থির মন॥
গজ বাজি রথ পড়ে গণিতে না পারি।
রুধিরে কর্দ্দম ভূমি দেখি ভয় করি॥
অর্জ্জুনের যুদ্ধ দেখি কম্পমান সেনা।
সাহস করিয়া যুদ্ধ করিছে সুধন্বা॥
কাটিল সকল অস্ত্র চক্ষুর নিমিষে।
সুধন্বা বিক্রম দেখি অর্জ্জুন প্রশংসে॥
সুধন্বা সাহস করি করিছে সংগ্রাম।
অর্জ্জুনউপরে মারে শত২ বাণ॥
অর্জ্জুনের রথ বীর করে নিরীক্ষণ।
সারথি চালায় রথ নাহি নারায়ণ॥

নৃপতিতনয় তবে বিচারিল মনে।
অর্জ্জুনের সারথি কাটি যে এক বাণে॥
তবে আসিবেন কৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথে।
এত বলি দশ বাণ যুড়িল ত্বরিতে॥
সুধন্বা এড়িল বাণ পূরিয়া সন্ধান।
সারথির মাথা কাটি কৈল দুইখান॥
সারথি পড়িল রথ বাহে ধনঞ্জয়।
সুধন্বা বিন্ধিল বাণ হইয়া নির্ভয়॥
অর্জ্জুন জর্জ্জর তনু সুধন্বার বাণে।
রথ নাহি চলে বীর যুঝেন কেমনে॥
হইলেন কাতর তখন ধনঞ্জয়।
স্মরণ করিবামাত্র কৃষ্ণের উদয়॥
সুধন্বা দেখিল হরি রথের উপরে।
যোড় হাত হয়ে বীর নানা স্তুতি করে॥
আজি সে সফল হইল আমার জনম।
একত্র দেখিনু আজি নর নারায়ণ॥
ব্রহ্মাদি দেবতা যারে না পায় দেখিতে।
হেন কৃষ্ণে দেখিলাম অর্জ্জুনের রথে॥
ধন্য হে অর্জ্জুন তুমি পাণ্ডুর নন্দন।
স্মরণে আসিলা তুমি দেব নারায়ণ॥
চিরদিন যোগাসনে ভাবে যোগিগণ।
বহু তপ করি নাহি পায় দরশন॥
হেন কৃষ্ণ আইলেন স্মরণ করিতে।
হাতেতে পাঁচনি ধরি রথ চালাইতে॥
ধন্য হে অর্জ্জুন তুমি পাণ্ডুর কুমার।
এ তিন ভুবনে নাহি তুলনা তোমার॥
এখন যুঝিব আমি তোমার সংহতি।
প্রতিজ্ঞা করহ তুমি পার্থ মহামতি॥
অর্জ্জুন বলেন তোমায় পরাজিব রণে।
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি কৃষ্ণবিদ্যমানে॥
এই তিন বাণ দেখ মম অবতার।
ইহাতে করিব আমি তোমাকে সংহার॥
সুধন্বা বলেন শুন বীর ধনঞ্জয়।
আমি তব তিন বাণ কাটিব নিশ্চয়॥
কাটিয়া তোমার বাণ ফেলাব ভূমিতে।
সত্য করি কহিলাম কৃষ্ণের সাক্ষাতে॥
সুধন্বার বচন শুনিয়া নারায়ণ।
প্রবোধ করিয়া পার্থে কহেন বচন॥
এমত প্রতিজ্ঞা তুমি কর কি কারণ।
এমত প্রতিজ্ঞা কভু না হয় শোভন॥
সুধন্বা বৈষ্ণব বড় শুন ধনঞ্জয়।
কাটিবে তোমার অস্ত্র কহিনু নিশ্চয়॥
তিন বাণে সুধন্বাকে কাটিবা কেমনে।
তৃণতুল্য নহ তুমি সুধন্বার রণে॥
মহাবলবান হংসধ্বজের নন্দন।
শুন সখা প্রতিজ্ঞা করিলা কি কারণ॥
অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ তুমি যার নাথ।
কখন কি তার হয় প্রতিজ্ঞাব্যাঘাত॥
কখন প্রতিজ্ঞা মম ব্যর্থ নাহি হয়।
তোমার প্রসাদে মম সর্ব্বত্রেতে জয়॥
ঈষদ হাসেন কৃষ্ণ অর্জ্জুনের বোলে।
সুধন্বা ধনুক হাতে নিল সেই কালে॥
অর্জ্জুন গাণ্ডীব ধরিলেন হৃষ্ট মনে।
সাহস করিয়া যুদ্ধ করে দুই জনে॥
সুধন্বা শতেক বাণ পূরিল সন্ধান।
বাণেতে অর্জ্জুন করিলেন খান২॥
অর্জ্জুন এড়েন বাণ সুধন্বা উপরে।
নৃপতিতনয় তাহা নিবারিল শরে॥
হেন মতে দোঁহে করিলেন যুদ্ধ নানা।
দেবাসুরে দিতে নাহি তাহার তুলনা॥
অগ্নিবাণ সুধন্বা কহিল অবতার।
বরুণাস্ত্রে নিবারয়ে ইন্দ্রের কুমার॥
যুড়িল বায়ব্য অস্ত্র পাণ্ডুর কুমার।
পর্ব্বতাস্ত্রে সুধন্বা করিলেক সংহার॥
দোঁহে মহাবলবন্ত বিক্রমে বিশাল।
দুই জনে যুঝে যেন প্রলয়ের কাল॥
কোপেতে সুধন্বা দিব্য অস্ত্র নিল হাতে।
আকর্ণ পূরিয়া মারে অর্জ্জুনের মাথে॥
বাণাঘাতে হইলেন অর্জ্জুন ফাফর।
পড়িলেন কৃষ্ণ কোলে হইয়া কাতর॥
হাত বুলায়েন কৃষ্ণ পার্থের শরীরে।
শ্রম দূর করিয়া নিলেন ধনু করে॥
অর্জ্জুন মারেন বাণ দিয়া হুহুঙ্কার।
দশ যোজন পাছু হইল রাজার কুমার॥
কতক্ষণে সুধন্বা আইল পুনর্ব্বারে।
মহাক্রোধে বাণ মারে অর্জ্জুন উপরে॥
সেই বাণে রথ গেল উভয় যোজন।
দেখিয়া কহেন কৃষ্ণে পাণ্ডুর নন্দন॥
হে কৃষ্ণ দেখিয়া কি করিলা নিরূপণ।
দোঁহা মধ্যে বলবান হয় কোন জন॥
হাসিয়া অর্জ্জুন বাক্যে কহেন শ্রীহরি।
তোমাহইতে সুধন্বার আমি ব্যাখ্যা করি॥
আমি রথে বিশ্বম্ভর ধ্বজে হনুমান।
আমা দোঁহা ঠেলি গেল এ দুই যোজন॥

আমি নামি রথহইতে দেখ বীরবর।
কিমতে রাখহ রথ আমার গোচর ॥
এত বলি নামিলেন হরি বিশ্বসার।
মহাক্রোধে বাণ মারে রাজার কুমার ॥
সেই বাণে রথ গেল চল্লিশ যোজন।
দেখিয়া বিস্ময় মানে অর্জ্জুনের মন ॥
কতক্ষণে আইলেন ইন্দ্রের নন্দন।
কহিলেন বন্দি প্রভু কমলচরণ ॥
তোমার মায়ায় মুগ্ধ আছে সর্ব্বজন।
তোমার মহিমা প্রভু জানে কোন জন ॥
অনেক সঙ্কটে প্রভু করেছ তারণ।
এবার করহ রক্ষা শ্রীমধুসূদন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

## অথ সুধন্বার মুণ্ডচ্ছেদ ও ঐ মুণ্ড প্রয়াগে নিক্ষেপ।

শেলপাট হাতে নিয়া পাণ্ডুর কুমার।
সুধন্বারে মারিলেন দিয়া হুহুঙ্কার ॥
সুধন্বা কাটিল শেল দিয়া দশ শর।
অর্জ্জুন চিন্তিত তবে দেখিয়া সমর ॥
পাঁচ সাত বাণ ধরি ধনুকে যুড়িয়া।
সুধন্বারে মারিলেন সন্ধান পূরিয়া ॥
সুধন্বারে জিনিতে নারিয়া ধনঞ্জয়।
তিন বাণ লইলেন হইয়া নির্ভয় ॥
সন্ধান করেন পার্থ ধনুকের গুণে।
সুধন্বা দেখিয়া তাহা ভীত হইল মনে ॥
অর্জ্জুন বলেন তুমি ভাব অবসান।
মরিবা আমার বাণে নাহি পরিত্রাণ ॥
সুধন্বা বলেন মম যদি ভাগ্য থাকে।
শরীর ত্যজিব আমি কৃষ্ণের সম্মুখে ॥
চিরদিন সাধ আছে কৃষ্ণদরশনে।
দেখিনু সে নারায়ণ আপন নয়নে ॥
ক্ষত্রের প্রধান ধর্ম্ম সম্মুখ সংগ্রাম।
মরিলে পাইব আমি অক্ষয় নির্ব্বাণ ॥
কাটিব তোমার বাণ শুন ধনঞ্জয়।
রাখিতে নারিবেন কৃষ্ণ কহিনু নিশ্চয় ॥
এত যদি সুধন্বা করিল অহঙ্কার।
কোপে বাণ এড়িলেন পাণ্ডুর কুমার ॥
বাণশব্দে চমকিত এ তিন ভুবন।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর নাগ কাঁপে দেবগণ ॥
অন্তরেতে ভয় হইল চঞ্চল ধরণি।
বাণ দেখি সুধন্বা জপিছে চক্রপাণি ॥
হুহুঙ্কার দিয়া অস্ত্র এড়েন অর্জ্জুন।
সুধন্বা সে তিন বাণ কাটে সেইক্ষণ ॥
তাহা দেখি পার্থ পাইলেন অপমান।
হেট মাথা করিলেন ব্যর্থ দেখি বাণ ॥
মনোহর কৃষ্ণলীলা কে বুঝিতে পারে।
ভূমিতে পড়িয়া বাণ উঠিল সত্বরে ॥
মহাবেগে অর্দ্ধ শর শীঘ্রগতি যায়।
ভগ্নবাণে সুধন্বাকে কাটিয়া ফেলায় ॥
মহাশব্দে হাহাকার করে সেনাগণে।
পড়িল সুধন্বা বীর অর্জ্জুনের বাণে ॥
অর্জ্জুন কাটেন দেখ সুধন্বার মাথা।
কাটা মুণ্ড ডাকি বলে প্রাণ কৃষ্ণ কোথা ॥
বিষ্ণু অনুগত সেই সুধন্বা বৈষ্ণব।
হাসিয়া তাহার তেজ নিলেন মাধব ॥
সুধন্বা প্রবেশ করে কৃষ্ণকলেবরে।
তাহা দেখি পার্থবীর বিস্ময় অন্তরে ॥
কৃষ্ণপদতলে তার পড়িলেক শির।
সেই শির হস্তে লইলেন যদুবীর ॥
ভক্তের মস্তক দেখি দয়া হৈল মনে।
গরুড়েরে নারায়ণ ডাকেন তখনে ॥
বিনতানন্দন রহে যোড়হাত হৈয়া।
কহিলেন তারে কৃষ্ণ ঈষদ্ হাসিয়া ॥
সুধন্বার মুণ্ড লয়ে চলহ সত্বরে।
ফেলাইয়া আইস মুণ্ড প্রয়াগের নীরে ॥
প্রয়াগ পবিত্র হবে মস্তক পরশে।
শুনহ গরুড় যাহ আমার আদেশে ॥
পাইয়া কৃষ্ণের আজ্ঞা কশ্যপনন্দন।
সুধন্বার শির লয়ে করিল গমন ॥
হিমালয়ে থাকিয়া দেখেন পশুপতি।
বৃষকে ডাকিয়া তবে বলেন ঝটিতি ॥
শুনহ বৃষভ তুমি আমার বচন।
গরুড়ের স্থানে তুমি করহ গমন ॥
সুধন্বার মুণ্ড তুমি আনহ সত্বরে।
ফেলিতে না পারে যেন প্রয়াগের নীরে ॥
বৈষ্ণবের মস্তকে আছয়ে প্রয়োজন।
বিলম্ব না কর তুমি করহ গমন ॥
তাহা শুনি শঙ্করে বলেন ভগবতী।
আনিতে নারিবে মুণ্ড বৃষ অল্পমতি ॥
গরুড়ের স্থানে মুণ্ড কে আনিতে পারে।
অপমান পাবে প্রভু কহিনু তোমারে ॥

প্রয়াগে ফেলিতে আজ্ঞা দিলেন শ্রীহরি।
বৃষভ অশক্ত তাহা আনিতে না পারি॥
শিবের হইল ক্রোধ শিবার বচনে।
ত্বরায় বৃষভ গেল গরুড়ের স্থানে॥
বিনতানন্দন জিজ্ঞাসিল বৃষভেরে।
শিবের বাহন তুমি যাহ কোথাকারে॥
বৃষভ বলিল শুন বিনতানন্দন।
সুধন্বার মুণ্ডেতে শিবের প্রয়োজন॥
আমারে পাঠাইলেন মস্তক লইতে।
এইহেতু আইলাম তোমার সাক্ষাতে॥
গরুড় বলিল মুণ্ড দিতে নাহি পারি।
প্রয়াগে ফেলিতে মুণ্ড কহিলেন হরি॥
তাঁর বাক্য লঙ্ঘিবারে আমি নাহি পারি।
প্রয়াগে ফেলিব মুণ্ড শুন সত্য করি॥
বৃষভ বলেন মুণ্ড নারিবা ফেলিতে।
সুধন্বার মুণ্ড আমি লইব বলেতে॥
হাসিয়া গরুড় বলে নাহি তোর লাজ।
না শুন শিবের মুখে আমি পক্ষিরাজ॥
গরুড়ের বাক্যে বৃষভের ক্রোধ হৈল।
মস্তক কারণ যুদ্ধ দোঁহে উপজিল॥
দোঁহার বিক্রম আমি কি বর্ণিতে পারি।
স্বর্গ মর্ত্য রসাতল কাঁপে তিন পুরী॥
গরুড়ের সনে বৃষ যুঝিতে নারিয়া।
ভাবিতে লাগিল বৃষ পরাভব পায়ে॥
পাকসাটে বৈনতেয় ফেলাইল তারে।
বৃষভ পড়িল গিয়া শিবের গোচরে॥
অচেতন বৃষভেরে দেখিয়া ভবানী।
মুখে জল দিয়া তার রাখিল পরাণি॥
শঙ্করে কহেন ক্রোধে দেবী ভগবতী।
যতেক ভাঙ্গড়গণ তোমার সংহতি॥
বিষ্ণুর বাহন পক্ষী মহাবল ধরে।
বৃষভে পাঠাও তুমি মুণ্ড আনিবারে॥
খাইলে মাদক দ্রব্য নাহি থাকে জ্ঞান।
বিষ্ণুর বাহন সঙ্গে যুদ্ধে বৃষ যান॥
সে মুণ্ড আনিতে তুমি কর অভিলাষ।
না লয় আমার মনে শুন কৃত্তিবাস॥
গৌরীর বচনে ক্রুদ্ধ হয়ে গঙ্গাধর।
নন্দিরে বলেন তুমি যাহত সত্বর॥
গরুড়ে জিনিয়া মুণ্ড আনহ সত্বরে।
হিমালয়নন্দিনী আমারে তুচ্ছ করে॥
এত বলি শূল দেন দেব পঞ্চানন।
নন্দী মহাবীর তবে করিল গমন॥
গরুড় দেখিয়া তবে শিবের কিঙ্কর।
মহাবলবান নন্দী শিবের সোঁসর॥
ইহা দেখি পক্ষিরাজ আকাশে উঠিল।
দেখিয়া শিবের দূত ভয় উপজিল॥
গরুড় ফেলিল মুণ্ড প্রয়াগের জলে।
হাতপাতি নন্দী মুণ্ড ধরিল সেকালে॥
আনিয়া মস্তক দিল শঙ্করের হাতে।
তাহা দেখি পার্ব্বতী রহিল হেঁট মাথে॥
সুধন্বার মস্তক পাইয়া শূলপাণি।
মালাতে সুমেরু করিলেন মহাজ্ঞানী॥
সুধন্বা বৈষ্ণব বড় আমি তাহা জানি।
সেই কথা শিবারে কহেন শূলপাণি॥
পবিত্র হইল মালা যে মুণ্ড পরশে।
সত্য কথা আমি কহিলাম তব পাশে॥
শুন রাজা জনমেজয় কহিনু তোমারে।
সুধন্বা নিপাত হৈল অর্জ্জুনের শরে॥
হংসধ্বজ শুনিল এ সব বিবরণ।
কোথায় সুধন্বা বলি করয়ে রোদন॥
অর্জ্জুনসারথিকে না দেখাইয়া মোরে।
আমারে এড়িয়া পুত্র গেল কোথাকারে॥
শুনেছি দূতের মুখে যে সব হইল।
সুধন্বার মাথা কৃষ্ণচরণে পড়িল॥
হেন পুত্র মরে মম অর্জ্জুনের বাণে।
কে মোরে আনিয়া দেখাইবে নারায়ণে॥
এ বড় আমার খেদ রহিলেক মনে।
অর্জ্জুনসারথি কৃষ্ণে না দেখি নয়নে॥
পিতার ক্রন্দন দেখি সুরথ সত্বরে।
যোড়হাত হয়ে বলে পিতার গোচরে॥
শুন পিতা আর তুমি না কর ক্রন্দন।
আমি তোমা আনিয়া দেখাব নারায়ণ॥
আশীর্ব্বাদ করি মোরে করহ বিদায়।
অনুমতি দিল হংসধ্বজ নৃপরায়॥
সাজিয়া সুরথ চলে করিতে সমর।
দেবাসুর নাগ নর কাঁপে থরহর॥
সেনাগণ লয়ে বীর প্রবেশিল রণে।
কামদেব আইল করিয়া বীরপনে॥
যুবনাশ্ব অনুশাল্ব নীলধ্বজ রায়।
বৃষকেতু মেঘবর্ণ শীঘ্রগতি যায়॥
সুরথউপরে সভে বরিষয়ে বাণ।
নিবারয়ে নৃপতিতনয় সাবধান॥
বাণে বাণ নিবারয়ে সুরথ প্রচণ্ড।
বিন্ধিয়া পাণ্ডবসৈন্য করে খণ্ড২॥

সুরথ সংগ্রাম করে ভয় নাহি মনে।
শরীর জর্জ্জর হৈল বাণ বরিষণে॥
পাট্টিশ তোমর গদা মুষল মুদ্গর।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ যে ক্ষুরপ্র মনোহর॥
রথ ধ্বজ সারথি কাটিয়া খরবাণে।
তূণ গুণ শর ধনু কাটে ক্রমে২॥
সুরথ সংগ্রাম করে হাতে শর ধনু।
বিন্ধিল পঞ্চাশ বাণে প্রদ্যুম্নের তনু॥
মোহ গেল কামদেব বাণের আঘাতে।
সারথি লইয়া রথ পলায় ত্বরিতে॥
বৃষকেতু বীরে মারে এক শত বাণ।
ভঙ্গ দিল বৃষকেতু লইয়া পরাণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

### অথ সুরথের যুদ্ধ ও হংসধ্বজ রাজার শ্রীকৃষ্ণদর্শন।

শ্রীজনমেজয় বলে শুন মুনিবর।
অপূর্ব্বভারত কথা শুনিতে সুন্দর॥
দুই বাণে যুবনাশ্ব হৈল হতজ্ঞান।
রথ লয়ে সারথি হইল পাছুয়ান॥
সুবেগে বিন্ধিল বীর ষাটিগোটা বাণে।
ভঙ্গ দিল নৃপসেনা ভয় পায়ে মনে॥
কেশরিভয়েতে যেন ধায় পশুগণ।
সুরথের যুদ্ধে সভে হইল তেমন॥
সৈন্যভঙ্গ দেখিয়া কুপিত ধনঞ্জয়।
জিজ্ঞাসেন নারায়ণে করিয়া বিনয়॥
সংগ্রাম করিতে আইল কোন মহারথী।
ভয়ে ভঙ্গ দিল মম যত সেনাপতি॥
কামদেব আদি কেহ না রহে সমরে।
কহ কৃষ্ণ কে আইল যুঝিবার তরে॥
গোবিন্দ বলেন সখা শুনহ বচন।
যুঝিতে আইল হংসধ্বজের নন্দন॥
সুরথ উহার নাম বড় বলবান।
সংগ্রামে না হয় কেহ উহার সমান॥
সুধন্বার সহোদর সুরথ প্রচণ্ড।
বিন্ধিয়া তোমার সৈন্য কৈল খণ্ড২॥
অর্জ্জুন বলেন রথ চালাও শ্রীহরি।
আজি সুরথেরে পাঠাইব যমপুরী॥
অর্জ্জুনের বাক্যে কৃষ্ণ চালায়েন রথ।
পার্থ আইলেন যথা আছয়ে সুরথ॥

পার্থে দেখি সুরথ করয়ে অহঙ্কার।
পড়িলে আমার হাতে নাহিক নিস্তার॥
সুরথের বচনে অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হৈয়া।
একশত বাণ বীর ধনুকে যুড়িয়া॥
মারেন আকর্ণ পূরি সুরথউপরে।
নৃপতিতনয় তাহা নিবারিল শরে॥
তবেত সুরথ হংসধ্বজের কোঙর।
হুহুঙ্কারে এড়ে অস্ত্র অর্জ্জুনউপর॥
লিপ্ত হৈল রবিকর হইল অন্ধকার।
দিব্য অস্ত্রে সংগ্রাম করয়ে বার বার॥
জর্জ্জর হইল দোঁহে দোঁহাকার বাণে।
দোঁহে মহাধনুর্দ্ধর একই সমানে॥
নানা অস্ত্র দুই জনে করে অবতার।
সংগ্রামভিতর পরাজয় নাহি কার॥
হেনমতে দুই জনে করিল সমর।
সংক্ষেপে কহিনু ইহা কহিতে বিস্তর॥
জিনিতে নারিল যুদ্ধে সুরথ চিন্তিত।
চঞ্চল নয়ন বীর চাহে চারি ভিত॥
কপিধ্বজ রথখান দেখিয়া সম্মুখে।
দুই হাতে সাপটিয়া ধরিল তাহাকে॥
সুরথ তুলিল রথ নিজ বাহুবলে।
ফেলাইয়া দিতে চাহে সমুদ্রের জলে॥
তাহা দেখি ঈষদ্ হাসিয়া গদাধর।
বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি হইলেন রথোপর॥
তুলিতে নারিল রথ ভূমিতে পড়িল।
আপনার রথে গিয়া আরোহণ কৈল॥
সুরথের বিক্রম দেখিয়া ধনঞ্জয়।
গাণ্ডীব নিলেন বীর অত্যন্ত নির্ভয়॥
অর্জ্জুন এড়েন বাণ পূরিয়া সন্ধান।
সুরথের মাথা কাটি করেন দুখান॥
পড়িল সুরথ হংসধ্বজের নন্দন।
মুণ্ড লয়ে শিবদূত করিল গমন॥
বৈষ্ণবের মুণ্ড বলি নিলেন শঙ্কর।
সুরথ পড়িল বার্ত্তা পাইল নৃপবর॥
পুত্রশোকে হংসধ্বজ করয়ে রোদন।
প্রবোধ করয়ে পাত্র মিত্র সর্ব্বজন॥
জন্মিলে মরণ আছে কান্দ কি লাগিয়া।
কেহ কার নহে দেখ মনেতে ভাবিয়া॥
পাত্র বলে পুত্রশোকে না কর ক্রন্দন।
দেখিতে পাইবা তুমি কৃষ্ণের চরণ॥
এত শুনি হংসধ্বজ কহে পাত্রগণে।
নিতান্ত ইচ্ছুক আমি কৃষ্ণদরশনে॥

সুধন্বা আনিয়া কৃষ্ণে দেখাইবে মোরে।
আছিল এ বড় সাধ মনের ভিতরে॥
আপনি চলিয়া গেল পুত্র দুই জন।
অর্জ্জুনের রথে দেখি দেব নারায়ণ॥
বুঝিলাম কার পুণ্য কেহ নাহিপায়।
শুভাশুভ কর্ম্ম ভোগ বিনা নাহি যায়॥
কেমনে দেখিব কৃষ্ণ বল না আমারে।
পাত্র বলে মহারাজ চলহ সত্বরে॥
রথ পদাতিক লয়ে করহ গমন।
অর্জ্জুনের সারথি দেখিবা নারায়ণ॥
আপনি যজ্ঞের ঘোড়া লহ নরপতি।
কৃষ্ণের সম্মুখে রাখি করহ প্রণতি॥
পাত্রের বচনে সুখী হইল রাজন।
যজ্ঞঅশ্ব লয়ে রাজা করিল গমন॥
আগে পিছে গজ বাজি অপূর্ব্ব বিমান।
লক্ষ২ পদাতিক করিল যোগান॥
নানা উপহার লয়ে চলে নরপতি।
দূত গিয়া কৃষ্ণেরে কহিল এ ভারতী॥
অশ্ব লয়ে আইল হংসধ্বজ নৃপবর।
শরণ লইবে তব শুন গদাধর॥
নৃপতির অভিপ্রায় বুঝি যদুবর।
বারণ করেন পার্থে করিতে সমর॥
হেনকালে হংসধ্বজ আইল ত্বরিতে।
দেখিলেন নারায়ণ অর্জ্জুনের রথে॥
শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম চতুর্ভুজ লীলা।
মকর কুণ্ডল কর্ণে গলে বনমালা॥
নবজলধর জিনি শ্রীঅঙ্গের আভা।
দক্ষিণ বামেতে লক্ষ্মী সরস্বতী শোভা॥
পারিষদগণ তাঁর সঙ্গেতে দেখিল।
রথহৈতে হংসধ্বজ ভূমিতে নামিল॥
অষ্টাঙ্গ প্রণাম করি পড়িল ভূমিতে।
গোবিন্দচরণে রাজা লাগিল লুঠিতে॥
যোড়হাত হয়ে রাজা করিল স্তবন।
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি ত্রিলোচন॥
কুবের বরুণ তুমি দেবপুরন্দর।
তুমি সূর্য্য তুমি চন্দ্র তুমি বৈশ্বানর॥
তুমি স্বর্গ তুমি মর্ত্ত্য তুমি দিবারাতি।
সলিল সাগর তুমি সর্ব্ব অব্যাহতি॥
অয়ন বৎসর মাস তিথি পঞ্চদশ।
তুমি যোগ তুমি ভোগ তুমি সে তাপস॥
তা সভার মুল তুমি দেব নারায়ণ।
তোমাহৈতে সর্ব্ব সৃষ্টি লভিল জনম॥
অপার মহিমা তব কেহ নাহি জানে।
বলিতে না পারে ব্রহ্মা সহস্র বদনে॥
আমার মনেতে প্রভু এই ছিল সাধ।
অর্জ্জুন সহিত তোমা দেখি কালাচাঁদ॥
সে সাধ সম্পূর্ণ আজি হইল আমার।
দয়াময় দয়া করি করহ নিস্তার॥
ধন্য এ অর্জ্জুন বীর পাণ্ডুর নন্দন।
যার রথে আছ তুমি ব্রহ্ম সনাতন॥
সফল জনম মোর হৈল এত দিনে।
দেখিনু তোমার রূপ আপন নয়নে॥
এত বলি হংসধ্বজ স্তবন করিলে।
ভক্তপ্রিয় কৃষ্ণ তারে করিলেন কোলে॥
কৃষ্ণের প্রসাদ পায়ে সুখী নরপতি।
অর্জ্জুনচরণে রাজা করিল প্রণতি॥
আলিঙ্গনে রাজারে তুষেন ধনঞ্জয়।
হেনকালে অনুচরে আনিলেক হয়॥
হংসধ্বজ বলে শুন পাণ্ডুর নন্দন।
ঘোড়া ধরিলাম দেখিবারে নারায়ণ॥
পূর্ণ হৈল অভিলাষ কৃষ্ণকে দেখিয়া।
শুনহ অর্জ্জুন তুমি যাহ অশ্ব লৈয়া॥
কিন্তু এক ভিক্ষা আমি মাগি যে তোমারে।
আজি তুমি বিশ্রাম করহ মম পুরে॥
অনুমতি দেন পার্থ রাজার বচনে।
কৃষ্ণ লয়ে গেল রাজা নিজ নিকেতনে॥
সবান্ধবে নৃপতি দেখিয়া নারায়ণে।
যতেক আনন্দ হইল না যায় লিখনে॥
যথাযোগ্য আহারে তুষিল সভাকারে।
রজনি রহেন কৃষ্ণ হংসধ্বজপুরে॥
প্রভাতে লইয়া ঘোড়া পাণ্ডুর নন্দন।
হংসধ্বজ রাজাসঙ্গে করেন গমন॥
নিজপুরে বন্ধু বান্ধব নিযোজিয়া।
অর্জ্জুনের সঙ্গে রাজা চলিল সাজিয়া॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরি।
কাশীরাম দাস কহে তরি ভববারি॥

অথ যজ্ঞাশ্বের ব্যাঘ্ররূপ হওনের কথা।

শ্রীজনমেজয় বলে শুন তপোধন।
শুনিলাম হংসধ্বজ রাজার কথন॥
সবংশ বৈষ্ণব অতি ভক্তি বিষ্ণুপ্রতি।
তেমতি তাহারে কৃপা করেন শ্রীপতি॥

বিবরিয়া কহ শুনি মুনি মহাশয়।
ঘোড়া সঙ্গে কোথায় গেলেন ধনঞ্জয়॥
মুনি বলে অশ্ব গিয়া প্রবেশিল বনে।
হরষিতে যান কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সনে॥
বনের ভিতরে আছে দিব্য সরোবর।
চারি দিকে পুষ্পোদ্যান দেখিতে সুন্দর॥
মল্লিকা মাধবী লতা মালতী চম্পক।
কেতকী কুসুম কুরুণ্টক কুরুবক॥
কিংশুক কদম্ব আর কপিত্থ কমলা।
জাতী যূথী পলাশ যে বরুণ আমলা॥
পারিজাত শোভা করে সরোবরপাশে।
শাল তাল তমাল পিয়াল সুপ্রকাশে॥
নারেঙ্গ ছোড়ঙ্গ টাবা জম্বীর রসাল।
কামরাঙ্গা কেন্দু আর করুণ কাঠাল॥
রাম রম্ভা আছে কত সরোবরতটে।
দৈবযোগে অশ্ববর গেল সেই ঘাটে॥
জল পরশিয়া অশ্ব ঘোড়ীরূপ হৈল।
তাহা দেখি অর্জ্জুনের ভয় উপজিল॥
ঘোড়ীরূপ হয়ে অশ্ব চলিল সত্বরে।
যতনে পাণ্ডবসৈন্য রাখিতে না পারে॥
আপনার সুখে ঘোড়ী থাকে সেইখানে।
ঘোড়ী বেড়ি সৈন্য রয় পরম যতনে॥
ঘোড়ীরূপ হয়ে অশ্ব সত্বরে চলিল।
দৈবযোগে এক হ্রদ সম্মুখে দেখিল॥
ব্যাঘ্ররূপ হৈল তার জল পরশিয়া।
তা দেখি রহেন পার্থ অধোমুখ হৈয়া॥
গোবিন্দ বলেন সখা চিন্তা কর কেনে।
এখনি পাইবা তত্ত্ব মুনিবিদ্যমানে॥
এই দেখ তপোবনে মুনির কুটীর।
কি লাগি বিষাদ কর ধনঞ্জয় বীর॥
পাইবা ইহার তত্ত্ব মুনিবর স্থানে।
ব্যাঘ্ররূপ হইল ঘোড়া কিসের কারণে॥
এত বলি অর্জ্জুনে তুষিয়া বনমালী।
মুনির আশ্রমে যান হয়ে কৃতাঞ্জলি॥
কৌণ্ডিন্য নামেতে মুনি আছে সেই স্থানে।
নর নারায়ণ যান মুনিবিদ্যমানে॥
মুনির চরণে দোঁহে করেন প্রণাম।
আশীর্ব্বাদ করিলেন মুনি গুণধাম॥
কৃষ্ণদরশনে মুনি সানন্দ অন্তরে।
পাদ্য অর্ঘ্য আসন দিলেন উভয়েরে॥
অর্জ্জুন সহিত হরি বসেন আসনে।
অপার মহিমা তাঁর কেহ নাহি জানে॥

তবে কৃষ্ণ কহিলেন শুন তপোধন।
আইলাম তব স্থানে আছে প্রয়োজন॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেন যুধিষ্ঠির।
অশ্বরক্ষা হেতু আইলেন পার্থ বীর॥
দৈবে এই বনে ঘোড়া প্রবেশ করিল।
জল পরশিয়া অশ্ব তুরগী হইল॥
কার অভিশাপ ছিল এই সরোবরে।
পূর্ব্বকথা মহামুনি জিজ্ঞাসি তোমারে॥
জিজ্ঞাসেন নারায়ণ কৌণ্ডিন্য মুনিরে।
মুনি বলে শুন কথা কহিব তোমারে॥
সেই কথা কহি আমি শুন জনমেজয়।
শুনিলে ভারত কথা পাপক্ষয় হয়॥
কৌণ্ডিন্য কহেন শুন দেব নারায়ণ।
তুমি শ্রোতা আমি বক্তা এ নহে শোভন॥
তবে যদি জানিয়া জিজ্ঞাসা কর তুমি।
সরোবর বিবরণ শুন কহি আমি॥
বড় রম্য এই স্থান দেখিয়া পার্ব্বতী।
তপস্যা করিয়া আরাধিতে পশুপতি॥
তপস্যা করেন গৌরী সরোবরতীরে।
সমাধি করিয়া মনে ভাবেন শঙ্করে॥
হেনকালে এক দৈত্য তথায় আইল।
দেখিয়া গৌরীর রূপ মূর্চ্ছিত হইল॥
কামে মত্ত হয়ে পাপী তুষ্ণভয়া দেখিয়া।
যায় হরিবারে দৈত্য বাহু পসারিয়া॥
বুঝিয়া তাহার মন নগেন্দ্রনন্দিনী।
তপভঙ্গ হেতু দেন অভিশাপ বাণী॥
পুরুষ হইয়া যে আসিবে সরোবরে।
নারীরূপ হবে সেই শাপিলাম তারে॥
নারীরূপ হইল সেই পার্ব্বতীর শাপে।
ঘরে নাহি গেল দৈত্য সেই মনস্তাপে॥
সরোবরে অভিশাপ দিলেন ভবানী।
পুরুষ হইবে নারী পরশিলে পানী॥
শাপান্ত না জানি শুন কৃষ্ণ মহাশয়।
প্রতিকার ইহার করিবা দয়াময়॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন শুন মহামুনি।
আর এক কথা তোমা জিজ্ঞাসিব আমি॥
ঘোড়ীরূপ হয়ে ঘোড়া চলিল সত্বরে।
জলপান হেতু প্রবেশিল সরোবরে॥
ব্যাঘ্ররূপ হইল তার জল পরশিয়া।
কারণ জিজ্ঞাসি আমি কহ বিবরিয়া॥
কৌণ্ডিন্য বলেন কৃষ্ণ ইথে দেহ মন।
কহিব তোমারে আমি যথার্থ বচন॥

মিত্রসেন নামে মুনি ছিল এই বনে।
তার কথা কহি আমি তব বিদ্যমানে॥
তীর্থ করি সে মুনি পাইয়া বড় ক্লেশ।
চিরদিন পরে আইলেক নিজ দেশ॥
স্নানের কারণে মুনি হ্রদে প্রবেশিল।
স্নানাদি তর্পণ সন্ধ্যা জলেতে করিল॥
হেনকালে এক দৈত্য তথাতে আইল।
ভয়ঙ্কর বেশ ধরি মুনিকে ধরিল॥
দৈত্যের দেখিয়া মূর্ত্তি মুনি বলে তারে।
ব্যাঘ্ররূপ হও দৈত্য শাপিনু তোমারে॥
মুনিশাপে সেই দৈত্য ব্যাঘ্ররূপ হয়।
শুনহ শ্রীকৃষ্ণ এই হ্রদের বিষয়॥
অভিশাপ হ্রদকে দিলেন মহামুনি।
ব্যাঘ্ররূপ হবে তোর পরশিলে পানি॥
অভিশাপ দিয়া মুনি গেল নিজস্থান।
সেইহইতে হ্রদে নাহি করে জলপান॥
শাপান্ত নাহিক জানি শুন চক্রপাণি।
তুমি পরশিলে ঘোড়া হইবে এখনি॥
শুন মহাশয় তুমি জগত ঈশ্বর।
যাহা জানি কহিলাম তোমার গোচর॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন শুন মুনিবর।
অলঙ্ঘ্য তোমার বাক্য রাখিব সত্বর॥
ব্যাঘ্র পরশি যে আমি তোমার বচনে।
ব্রাহ্মণের অভিশাপ ঘুচায় ব্রাহ্মণে॥
এত বলি ব্যাঘ্রে পরশেন গদাধর।
ব্যাঘ্ররূপ ত্যজি অশ্ব হইল সত্বর॥
প্রণমিয়া মুনিকে চলেন দুই জন।
অর্জ্জুনেরে কহিলেন দেব নারায়ণ॥
অশ্ব রাখিবার হেতু ভ্রম চরাচর।
আমি শীঘ্রগতি করি হস্তিনানগর॥
সঙ্কট হইলে আমা করিও স্মরণ।
এত বলি বিদায় হইলেন নারায়ণ॥
ভ্রমণ করয়ে ঘোড়া আপনার সুখে।
সর্ব্বসৈন্য সঙ্গে পার্থ চলেন কৌতুকে॥

### অথ প্রমীলার দেশে অর্জ্জুনের গমন ও প্রমীলার কথা।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জনমেজয়।
প্রমীলার দেশে গেল পাণ্ডবের হয়॥
মহাবনে আছয়ে প্রমীলা নামে নারী।
পদ্মিনী তাহার সঙ্গে আছে লক্ষ চারি॥
আর কত রমণী বিরাজে তার পাশে।
পুরুষ নাহিক তাহে কহিনু বিশেষে॥
ভ্রমিতে২ ঘোড়া গেল তার পুরে।
ধরিল রমণিগণ পাইয়া ঘোড়ারে॥
মহাবলবন্তী তারা শুন নরপতি।
ধরিল যজ্ঞের ঘোড়া করিয়া শকতি॥
প্রমীলার বাক্যে ঘোড়া রাখিল বান্ধিয়া।
প্রবেশ করেন পুরে পার্থ পাছু গিয়া॥
বনিতা ধরিল ঘোড়া শুনিয়া শ্রবণে।
পাণ্ডুর নন্দন ভীত হইলেন মনে॥
পুরে প্রবেশিয়া দেখে বহু সৈন্যগণ।
বিমান দেখেন কত তুরঙ্গ বারণ॥
অর্জ্জুনপ্রভৃতি মনে ভাবেন বিষাদ।
এমন না দেখি কভু হইল প্রমাদ॥
ঘোড়া নাহি দেখি পথে চৌদিগে রমণী।
পুরুষ না দেখি পথে অমঙ্গল গণি॥
অবলা প্রবলা হয়ে ধরে ধনুঃশর।
কি বুঝি ইহার সঙ্গে করিব সমর॥
দরশনে ভয় পাই যুঝিব কেমনে।
পরাজয়ে অপযশ থাকিবে ভুবনে॥
প্রদ্যুম্ন বলেন ঘোড়া আইল সঙ্কটে।
যুদ্ধে কায নাই চল প্রমীলা নিকটে॥
অবলা সহিত রণ এ বড় নিন্দিত।
লইব যজ্ঞের ঘোড়া করিয়া সম্প্রীত॥
প্রদ্যুম্নের বচন শুনিয়া ধনঞ্জয়।
প্রবেশ করেন পুরে মনে পেয়ে ভয়॥
বৃষকেতু বীর দিল ধনুকে টঙ্কার।
তা শুনি বনিতাগণ আনন্দ অপার॥
নানা বাদ্য বাজাইয়া চলিল রূপসী।
নানা অস্ত্র হাতে নিল যুদ্ধ অভিলাষি॥
অর্জ্জুনের ভয় উপজিল তা শুনিয়া।
যুদ্ধ না করিব বলি বলেন ডাকিয়া॥
প্রয়োজন আছে মম প্রমীলার সনে।
তাহা শুনি নিবৃত্ত হইল নারীগণে॥
যুবতিগণের চিত্তে বাড়িল মদন।
সম্মুখে আছেন কাম কৃষ্ণের নন্দন॥
মদনে হইল মত্ত যতেক বনিতা।
ত্যজিল ধনুক বাণ আর যুদ্ধ কথা॥
লাবণ্য কটাক্ষ হাস্য করে কোন জন।
ধাইয়া প্রমীলা আগে কহিছে বচন॥
অর্জ্জুন আইল হেতা অশ্বের কারণে।
শীঘ্রগতি ঠাকুরাণি চল দরশনে॥

প্রমীলা উন্মত্তা হৈল দাসীর বচনে।
আপনি সাজিয়া আইল অর্জ্জুনের স্থানে॥
স্বর্ণথালে পাদ্য অর্ঘ্য লইয়া সুন্দরী।
অর্জ্জুনসম্মুখে আইল নানা বেশ করি॥
প্রমীলা প্রণাম করে অর্জ্জুন চরণে।
পাদ্য অর্ঘ্য লয়ে দাণ্ডাইল বিদ্যমানে॥
পদ্মিনী সমান রূপ দেখি ধনঞ্জয়।
বসিতে বলেন তারে মনে পাঁয়ে ভয়॥
প্রমীলা বসিল সঙ্গে লইয়া পদ্মিনী।
জিজ্ঞাসেন ধনঞ্জয় অভিপ্রায় বাণী॥
শুনহ প্রমীলা আমি জিজ্ঞাসি তোমারে।
পুরুষ না দেখি কেন তোমার নগরে॥
সকল সুন্দরী দেখি ভয় পাই মনে।
তোমারে জিজ্ঞাসি আমি এই সে কারণে॥
প্রমীলা বলিল শুন পাণ্ডুর নন্দন।
ভাগ্যে আমি পাইলাম তব দরশন॥
প্রসন্ন আমার চিত্ত তব দরশনে।
দূর হবে মনস্তাপ তোমার মিলনে॥
এ দেশে পুরুষ নাহি সভাই রমণী।
মন দিয়া শুন কহি তাহার কাহিনী॥
পূর্ব্বকথা কহি আমি তোমার গোচরে।
রমণী হইনু মোরা যেমত প্রকারে॥
দিলীপ নামেতে রাজা সর্ব্ব ভূমীপতি।
শুন হে অর্জ্জুন আমি তাহার সন্ততি॥
মৃগয়া করিতে পিতা প্রবেশিল বনে।
গজ বাজি পদাতিক আইল তার সনে॥
দৈবেতে আইনু আমি মৃগয়া করিতে।
এই বনে উপনীত জনকের সাতে॥
পার্ব্বতী সহিত শিব ছিলেন এ বনে।
বিহার করেন দোঁহে আনন্দিত মনে॥
হেন কালে পিতারে যে দেখিলেন গৌরী।
কোপেতে দিলেন শাপ লজ্জা মনে ধরি॥
সসৈন্য যুবতি হও আমার বচনে।
বনিতা হইয়া সভে থাক এই বনে॥
অব্যর্থ দেবীর বাক্য না হয় লঙ্ঘন।
সসৈন্য বনিতা রূপ হইনু তখন॥
এই পূর্ব্বকথা আমি কহিনু তোমারে।
পুরুষের নাহি রক্ষা আমার নগরে॥
গর্ভেতে পুরুষ যদি জন্মে কোন পাকে।
দ্বাদশবৎসর পরে যায় যমলোকে॥
শুনহ অর্জ্জুন আমি কহিনু সকল।
অবশেষে কহি আমি আপনার বোল॥
আমাকে জিনিতে নাহি পারে ত্রিভুবনে।
মোর ভয়ে কাঁপয়ে যতেক দেবগণে॥
পার্ব্বতীর বরে কারে ভয় নাহি করি।
হাতে অস্ত্রে কেহ না আইসে মোর পুরী॥
যতেক অবলা দেখ বিক্রমে বিশাল।
আমার ভয়েতে কাঁপে অষ্টলোক পাল॥
আইল তোমার ঘোড়া আমার নগরে।
বনিতা সকল মেলি ধরিল তাহারে॥
বান্ধিয়া রাখিল ঘোড়া করিয়া যতন।
না থাক এ দেশে আর পাণ্ডুর নন্দন॥
পদ্মিনী সহিত আমি ভজিব তোমারে।
সংহতি করিয়া পার্থ লয়ে চল মোরে॥
কৃষ্ণসখা হেতু যে সভার প্রিয় তুমি।
বিবাহ করহ আমা বলিলাম আমি॥
অর্জ্জুন বলেন শুন প্রমীলা সুন্দরি।
এখন বিবাহ তোমা করিতে না পারি॥
যজ্ঞ হেতু যুধিষ্ঠির হইয়াছে ব্রতী।
অশ্বসঙ্গে আমি বেড়াইব বসুমতী॥
হস্তিনানগরে যাহ সকল সুন্দরী।
পূরাব তোমার আশা যজ্ঞ সাঙ্গ করি॥
অর্জ্জুনের বচনে প্রমীলা প্রীতি পায়।
সকল সুন্দরী মেলি গেল হস্তিনায়॥
মুক্ত হয়ে যজ্ঞ ঘোড়া যায় বনে২।
সহ সৈন্য অর্জ্জুন চলেন অশ্ব সনে॥
এই বিবরণ রাজা কহিনু তোমারে।
আর কি বলিব কথা বলহ আমারে॥
শ্রীজনমেজয় বলে শুন তপোধন।
অমৃত সমান এই ভারত কথন॥
তোমার সুন্দর মুখ পদ্মের সমান।
তাহে কত মধু ঝরে নাহি পরিমাণ॥
পান করি তৃষ্ণা দূর না হয় আমার।
কহ২ মহামুনি করিয়া বিস্তার॥
অশ্ব সঙ্গে অর্জ্জুন গেলেন কোন দেশে।
কহ দেখি সেই কথা জানিব বিশেষে॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন জনমেজয়।
বৃক্ষদেশে প্রবেশিল পাণ্ডবের হয়॥
বৃক্ষনামে সেই দেশ মহাভয়ঙ্কর।
ভীষণ নামেতে তথা আছে নিশাচর॥
ত্রিকোটি রাক্ষস আছে তাহার সংহতি।
দেবতা গন্ধর্ব্ব লোকে নাহি করে ভীতি॥
হর গৌরী বরে সেই মহাবলবান।
অমর অসুরগণে করে তৃণজ্ঞান॥

তপে তুষ্ট হইলেন উমা মহেশ্বর।
ভোগ ভুঞ্জিবারে তারে দিয়াছেন বর॥
অরুণ উদয় কালে যত বৃক্ষগণে।
সুবাসিত পুষ্প তাহে হয় দিনে২॥
মধ্যাহ্ন সময়ে নররূপ ফল ধরে।
আনন্দে রাক্ষসগণ তাহা ভোগ করে॥
এইহেতু বৃক্ষদেশ নাম মহীতলে।
নিবসে রাক্ষসগণ তথা কুতূহলে॥
তাহা দেখি বিস্ময় মানেন ধনঞ্জয়।
প্রবেশিল সেই দেশে পাণ্ডবের হয়॥
কামদেব বৃষকেতু আদি বীরগণে।
চমকিত হইল সভে রাক্ষস শ্রবণে॥
আশ্বাস করেন তবে পার্থ অনুচরে।
ভয় না করিহ কেহ দুষ্টনিশাচরে॥
গজ বাজি পদাতিক দেখিয়া নয়নে।
রাক্ষসের পুরোহিত আনন্দিত মনে॥
ভীষণে কহিব বলি মনে হরষিত।
নানা বেশ করিয়া চলিল পুরোহিত॥
মনুষ্য নাড়ীতে নবগুণ পৈতা ধরে।
মনুষ্যের মুণ্ড গলে তার শোভা করে॥
নর বানরের মুণ্ড কুণ্ডল কর্ণেতে।
পাদ্য অর্ঘ্য আদি দিয়া পূজে পুরোহিতে॥
যোড় হাতে ভীষণ জিজ্ঞাসে সমাচার।
কি কারণে আগমন হইল তোমার॥
পুরোহিত বলে শুন রাক্ষসের পতি।
আজি বড় হইল মোর আনন্দিত মতি॥
স্মরণ হইল এক পূর্ব্বের কথন।
অশ্বমেধ যজ্ঞ কৈল রাজাদশানন॥
তাহাতে মনুষ্যমাংস খাইনু বিস্তর।
স্ত্রী পুত্রের সভাকার পূরিল উদর॥
সেইহইতে নরমাংস না পাই খাইতে।
দুঃখ পায়ে আইলাম তোমার সাক্ষাতে॥
তুমিহ করহ আজি যজ্ঞ নরমেধ।
তোমার প্রসাদে ঘোচে নরমাংস খেদ॥
গজ বাজি পদাতিক বহু সৈন্যগণ।
সাজিয়া আইল কোন রাজার নন্দন॥
প্রবেশ করিল আসি তোমার নগরে।
তা দেখি আনন্দ বড় আমার অন্তরে॥
তোমার তপের কথা কহিতে না পারি।
ভাল বর তোমারে দিলেন ত্রিপুরারি॥
ভীষণ বলেন শুন কুলপুরোহিত।
যজ্ঞের মণ্ডপ সজ্জা করহ ত্বরিত॥
তাহার আসন্ন কাল করিল বিধাতা।
আমার আহার হেতু মিলাইল হেতা॥
জানিতে উচিত হয় আইল কোন জন।
তবেত করিবা তুমি যজ্ঞ আরম্ভণ॥
লম্বোদরী নিশাচরী সম্মুখে দেখিল।
ভীষণ রাক্ষস তারে পাঠাইয়া দিল॥
নরবেশে যাহ তুমি সৈন্যের ভিতরে।
কেবা আসি প্রবেশ করিল মোর পুরে॥
ভীষণের আজ্ঞা পায়ে হইল মানুষী।
সৈন্যেতে প্রবেশ গিয়া করিল রাক্ষসী॥
একে২ সভাকারে কৈল নিরীক্ষণ।
সম্মুখে দেখিল হনূ পবননন্দন॥
হনূ দেখি ভয় তার জন্মিল অন্তরে।
তত্ত্ব লয়ে শীঘ্র গেল ভীষণ গোচরে॥
লম্বোদরী বলে শুন রাক্ষসের পতি।
কটক চর্চ্চিয়া আনু যেমন শকতি॥
তুরগ কুঞ্জর কত দেখিলাম নর।
বড়২ রাজগণ আইল বিস্তর॥
অর্জ্জুন প্রধান তাহে পাণ্ডুর নন্দন।
আইল যজ্ঞের ঘোড়া করিতে রক্ষণ॥
মহা২ বীরগণ দেখিলাম তাতে।
হনূমানে দেখিলাম অর্জ্জুনের রথে॥
ঘটোৎকচসুত মেঘবর্ণ মহাবলী।
পাণ্ডব মিলনে অতি হয়ে কুতূহলী॥
তোমার পিতার বৈরী বীর বৃকোদর।
অশ্ব রাখিবারে আইল লয়ে সহোদর॥
কিন্তু হনূমানে দেখি উপজিল ভয়।
সংগ্রামেতে কার্য্য নাহি জানাই তোমায়॥
হনূমানে দেখি মনে হয় বড় শঙ্কা।
হনূমানহইতে প্রভু নাশ হইল লঙ্কা॥
পাণ্ডব সহায় হইল হেন হনূমান।
বুঝিনু জিনিতে তুমি নারিবা সংগ্রাম॥
পলাইয়া যাহ তুমি আমার বচনে।
প্রাণ হারাইবা তুমি ভক্ষণ কারণে॥
এত যদি লম্বোদরী বলিল ভারতী।
তাহা শুনি কুপিল ভীষণ দুষ্টমতি॥
দেবের অগম্য ভূমি নাম বৃক্ষদেশ।
মরিতে অর্জ্জুন কৈল ইহাতে প্রবেশ॥
ভাল হৈল পিতৃবৈরী আইল আপনি।
নিশ্চয় বধিব আজি ভীমের পরাণি॥
বক বটে মোর পিতা বিদিত সংসারে।
ভীমার্জ্জুন মোর শত্রু বিনাশিব তারে॥

রাক্ষসের বৈরী বটে বীর হনূমান।
নিশ্চয় বধিব আজি ভীমের পরাণ॥
সাজ২ বলি ডাকে ভীষণ রাক্ষস।
যুদ্ধহেতু নিশাচর করিল সাহস॥
শূকর মহিষে কেহ সর্পের বাহনে।
গজ হয় চাপি কেহ আইল বিমানে॥
নানা মায়া ধরিয়া চলিল নিশাচর।
মত্ত হৈল ভীমসেন পাইয়া সমর॥
গদাহাতে রাক্ষসের বধিতে পরাণ।
আর যত বীর এড়ে চোক২ বাণ॥
বৃষকেতু কামদেব বরিষয়ে শর।
বিঁধিয়া রাক্ষসগণ করিল জর্জ্জর॥
যুবনাশ্ব অনুশাল্ব বরিষয়ে বাণ।
নীলধ্বজ হংসধ্বজ করয়ে সংগ্রাম॥
মেঘবর্ণ সহদেব সুবেগ সহিত।
যুঝয়ে রাক্ষসগণে মনে নাই ভীত॥
অর্জ্জুন যুড়েন বাণ পূরিয়া সন্ধান।
নানা মায়া করে সেই রাক্ষস প্রধান॥
মেঘরূপ হয়ে করে বাণ বরিষণ।
বাণেতে অর্জ্জুন তাহা করেন বারণ॥
শিলা বৃষ্টি করে সেই মহাবৃষ্টি হয়।
বাণেতে নিবারিলেন তাহা ধনঞ্জয়॥
গাছ শিলা পর্ব্বত বরিষে নিশাচর।
বৃষকেতু বাণ এড়ি কাটয়ে সত্বর॥
ক্রুদ্ধ হইল ভীমসেন রাক্ষসের বাণে।
গদা হাতে ধায় বীর মরণ না গণে॥
কালদণ্ডসম গদা হাতেতে করিয়া।
ভীষণমাথাতে মারে সাহস করিয়া॥
ভীমের গদার বেগ কে সহিতে পারে।
মূর্চ্ছাগত নিশাচর দারুণ প্রহারে॥
হেনমতে মহাযুদ্ধ হইল ঘোরতর।
পড়িল বিষম রণে কত নিশাচর॥
ভীষণ রাক্ষস তবে সাহস করিয়া।
অর্জ্জুনমস্তকে মারে মুষল ফেলিয়া॥
মোহ যান ধনঞ্জয় মুষলের ঘাতে।
তাহা দেখি ভীমসেন ধায় গদাহাতে॥
মারিল গদার বাড়ি ভীষণ রাক্ষসে।
দৈবে প্রাণ পায়ে সেই পলায় তরাসে॥
যুদ্ধ দেখি হনূমানের আনন্দ বাড়িল।
জড়াইয়া লাঙ্গূলেতে রাক্ষস মারিল॥
হনূমানে দেখিয়া পলায় নিশাচর।
শরীর ত্যজিয়া কেহ গেল যমঘর॥

ভঙ্গ দিল নিশাচর রাজ্য পরিহরি।
প্রাণভয়ে কেহ গেল রসাতলপুরী॥
নয় লক্ষ রাক্ষস যে ছিল শেষ রণে।
প্রাণভয়ে সভে পলাইল ঘোরবনে॥
কত সৈন্য সঙ্গে লয়ে ভীষণ দুর্ম্মতি।
মায়াতে হইল সেই মুনির মুরতি॥
মায়া পাতি করিল মধুর ফুল ফল।
মায়াতে নির্ম্মাণ কৈল সরোবরজল॥
সঙ্গে নিশাচরগণ শিষ্যরূপ হৈল।
অধ্যয়ন হেতু তারা চৌদিগে বসিল॥
হেনমতে মায়া করি আছে নিশাচর।
রাক্ষস জিনিয়া যান পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
কত দূর বনেতে দেখেন তপোবন।
মুনিরূপে বসে আছে লয়ে পুণ্য জন॥
অর্জ্জুনে দেখিয়া ভয়ে আদর করিল।
অতিথি বলিয়া পাদ্য অর্ঘ্য যোগাইল॥
দীর্ঘ নখ জটাভার দেখি ধনঞ্জয়।
মুনিজ্ঞানে তাহারে কহেন সবিনয়॥
শুন প্রভু তব স্থানে চাহি আশীর্ব্বাদ।
অশ্বমেধ সাঙ্গ হৈলে পূরে মনঃসাধ॥
মুনি বলে শুন তুমি পাণ্ডুর নন্দন।
যজ্ঞ সাঙ্গ তোমার করিবেন নারায়ণ॥
কিন্তু আজি বিশ্রাম করহ এই স্থানে।
আমার অতিথি হও দিন অবসানে॥
বিবেচনা মনে করিলেন ধনঞ্জয়।
রাক্ষস বলিয়া তারে জানেন কথায়॥
অর্জ্জুন বলেন মায়া না করিহ তুমি।
মুনিবেশ ধরিয়াছ জানিয়াছি আমি॥
কিন্তু আর মম স্থানে নাহিক বিস্তার।
এখনি পাঠাব তোমা যমের দুয়ার॥
প্রাণভয়ে তপস্বী হইলা নিশাচর।
বিদিত হইল মায়া আমার গোচর॥
এত বলি অর্জ্জুন নিলেন ধনুর্ব্বাণ।
ভয়েতে রাক্ষস হয় নিজ মূর্ত্তিমান॥
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি বীর ধনঞ্জয়।
গাণ্ডীবে টঙ্কার দেন হইয়া নির্ভয়॥
গাণ্ডীবে টঙ্কার শুনি আইল সর্ব্বজন।
যুবনাশ্ব অনুশাল্ব কর্ণের নন্দন॥
ভীম হংসধ্বজআদি যত বীরগণ।
ত্বরায় আইল সভে করিবারে রণ॥
গাছ শিলা অর্জ্জুনে মারয়ে নিশাচর।
বাণে নিবারেন তাহা পার্থ ধনুর্দ্ধর॥

বহু যুদ্ধ করিলেন ভীষণসংহতি।
তবে গদাঘাত মারে ভীম মহামতি ॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ তবে পার্থ যুড়িলেন।
ভীষণের মাথা কাটি ভূমে পাড়িলেন ॥
পড়িল ভীষণ বীর গেল যমঘরে।
স্বর্গে থাকি দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে ॥
যুবনাশ্ব অনুশাল্ব বীর ধনঞ্জয়।
ছাড়িয়া দিলেক ঘোড়া হইয়া নির্ভয় ॥
তবে আসি কাম বীর কহিল অর্জ্জুনে।
এক লক্ষ ধেনুদান কৈল সেই স্থানে ॥
শুন রাজা জনমেজয় কহিনু তোমারে।
পাণ্ডবের হয় প্রবেশিল মণিপুরে ॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরি।
কাশী কহে শুনিলে যে ভব বারি তরি ॥

## অথ মণিপুরে বভ্রুবাহনের সহিত অর্জ্জুনের পরিচয়।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয়।
মণিপুরে প্রবেশিল পাণ্ডবের হয় ॥
মণিপুরে বভ্রুবাহ নামে নরপতি।
তিন বৃন্দ সেনা তার নব লক্ষ হাতি ॥
এক লক্ষ নৃপতি রাজার সেবা করে।
নানা রত্ন আনে সেই নৃপতি গোচরে ॥
চিত্রাঙ্গদাসুত সেই অর্জ্জুননন্দন।
নব লক্ষ রথ যার আছে সুশোভন ॥
ষাটি কোটি অশ্ব আছে রণেতে যাহার।
মহাবল বভ্রুবাহ বীর অবতার ॥
তীর্থযাত্রা যে কালে করেন ধনঞ্জয়।
সে কালে গন্ধর্ব্বকন্যা করেন পরিণয় ॥
তার গর্ভে উপজিল যে বভ্রুবাহন।
অর্জ্জুন সমান তারে বলে সর্ব্বজন ॥
নাগকন্যা উলূপী আছেন তার ঘরে।
ইলাবন্ত তার পুত্র পড়িল সমরে ॥
কুরুক্ষেত্র রণে ইলাবন্ত হৈল ক্ষয়।
শুনিয়াছ সেই কথা শ্রীজনমেজয় ॥
লব কুশ রামে যেন হইল সংগ্রাম।
তেমতি হইবে শুন রাজা বলবান ॥
সংক্ষেপে কহি যে আমি সে সব কথন।
অর্জ্জুন সহিত বভ্রুবাহনের রণ ॥
মণিপুরে অশ্ব গিয়া প্রবেশ করিল।
ধায়ে অনুচরগণ রাজারে কহিল ॥
সর্ব্ব সুলক্ষণ ঘোড়া আইল নগরে।
অশ্ব ধরি আনি যদি আজ্ঞা দেহ মোরে ॥
দূতের বচনে কহিলেন নরপতি।
ধরিয়া আনহ ঘোড়া করিয়া শকতি ॥
আজ্ঞা পায়ে অনুচর চলিল সত্বরে।
দশ কোটি বীর গিয়া ধরিল ঘোড়ারে ॥
তুরগ আনিয়া দিল বভ্রুবাহনেরে।
ঘোড়া দেখি নরপতি সানন্দ অন্তরে ॥
অশ্বভালে লিখন পড়িয়া তত্ত্ব নিল।
মহারাজ যুধিষ্ঠির যজ্ঞ আরম্ভিল ॥
অর্জ্জুন আইল অশ্ব রাখিবার তরে।
পত্র পড়ি বভ্রুবাহ হরিষঅন্তরে ॥
ঘোড়া লয়ে অন্তঃপুরে করিল গমন।
কহিল মায়ের আগে যত বিবরণ ॥
প্রণাম করিয়া বলে শুন গো জননি।
যজ্ঞ আরম্ভিল যুধিষ্ঠির নৃপমণি ॥
অর্জ্জুন আইল অশ্ব রাখিবার তরে।
দৈবে আসি অশ্ব প্রবেশিল মণিপুরে ॥
তত্ত্ব না পাইয়া আমি তুরগ ধরিনু।
অবশেষে অশ্বভালে লিখন পড়িনু ॥
তুমি বল মোর পিতা পাণ্ডুর নন্দন।
মণিপুরে আইল তেঁহো দৈবের ঘটন ॥
জন্মদাতা সঙ্গে মোর নাহি পরিচয়।
চরণ পূজিব তাঁর কহিনু নিশ্চয় ॥
না জানিয়া যজ্ঞঅশ্ব ধরিলাম আমি।
কি করি উপায় এবে কহ গো জননি ॥
চিত্রাঙ্গদা বলে শুন সুবুদ্ধি কুমার।
যতনে পালন কর বচন আমার ॥
অশ্ব লয়ে যাহ তুমি জনকের স্থানে।
অপরাধ মাগি লহ তাঁহার চরণে ॥
নানা রত্ন আগে থুয়ে করিবা প্রণতি।
পশ্চাতে কহিবা পুত্র আপন ভারতী ॥
চিত্রাঙ্গদাগর্ভে জন্ম কহিবা তাহারে।
তনয় বলিয়া তেঁহো তুষিবেন তোরে ॥
বভ্রুবাহ বলে মাতা করি নিবেদন।
শুনিলাম যত আমি তোমার বচন ॥
এ রীতি ক্ষত্রের নহে শুন গো জননি।
যুদ্ধ করি পরিচয় তাঁরে দিব আমি ॥
পদান্বিত হইলে ঘৃণা করিবে আমারে।
শুন গো জননি আগে না জানাব তাঁরে ॥
চিত্রাঙ্গদা বলে পুত্র না হয় যুকতি।
কেমনে যুঝিবা তুমি পিতার সংহতি ॥

না শুন লোকের মুখে ইতিহাস কথা।
পূজা কৈলে পিতৃলোক প্রসন্ন দেবতা॥
তারে পুত্র বলি যে পিতার সেবা করে।
সেই পুত্র বলি যে পিতার বাক্য ধরে॥
তুমি চাহ তাত সঙ্গে করিবারে রণ।
কিমতে এ সব লাজে ধরিবা জীবন॥
অশ্ব লয়ে যাহ তুমি পাণ্ডবগোচরে।
লোক ধর্ম্ম কথা আমি কহিনু তোমারে॥
আপন স্বধর্ম্ম রক্ষা করে যেই জন।
সর্ব্বত্র কল্যাণ তার বলে মুনিগণ॥
জননীর বাক্যে বভ্রুবাহ নরপতি।
নানা রত্ন নিল রাজা সুশোভন অতি॥
অগুরু চন্দন গন্ধ লইল কস্তূরী।
পুষ্প মাল্য স্বর্ণ থালে নিল যত্ন করি॥
অশ্ব আগে করি চলে পার্থের নন্দন।
অর্জ্জুন ভেটিতে যায় আনন্দিত মন॥
দূত গিয়া কহিলেক ধনঞ্জয় বীরে।
বভ্রুবাহ রাজা আইল তোমা ভেটিবারে॥
পদাতিক সঙ্গে আইল পাত্র মিত্রগণ।
অভিপ্রায় বুঝি তব লইবে শরণ॥
তাহা শুনি সম্মতি দিলেন ধনঞ্জয়।
দিব্যাসনে বসিলেন সানন্দ হৃদয়॥
কামদেব বৃষকেতু যুবনাশ্ব রায়।
হংসধ্বজ নীলধ্বজ বসিল সভায়॥
অনুশাল্ব বৃকোদর সুবেগ সহিত।
অর্জ্জুন সমাজ করিলেন পায়ে প্রীত॥
হেনকালে বভ্রুবাহ পাত্র মিত্র সনে।
গলে বস্ত্র দিয়া আইল অর্জ্জুনের স্থানে॥
কুসুম চন্দন অর্জ্জুনের পদে দিয়া।
প্রণাম করিল রাজা ভূমিষ্ঠ হইয়া॥
পঞ্চ রত্ন সম্মুখে রাখিয়া নরপতি।
অর্জ্জুনচরণে রাজা করিল প্রণতি॥
সম্মুখে রাখিয়া অশ্ব কহে নরপতি।
অবধান করি শুন পাণ্ডুর সন্ততি॥
অর্জ্জুন চরণোপান্তে বসিয়া রাজন।
আপনার কথা যত করে নিবেদন॥
তোমার তনয় আমি শুন মহাশয়।
চিত্রাঙ্গদার গর্ব্ভেতে মম জন্ম হয়॥
যখন করিলা তুমি তীর্থ পর্য্যটন।
করিলা গন্ধর্ব্বসুতা বিবাহ তখন॥
তোমার ঔরসে চিত্রাঙ্গদার উদরে।
হইল আমার জন্ম কহিনু তোমারে॥

না জানি ধরিনু ঘোড়া ক্ষমা দেহ মোরে।
বভ্রুবাহ বলি নাম জানহ আমারে॥
এত বলি পুনরপি ধরিল চরণে।
শুনিয়া জন্মিল ক্রোধ অর্জ্জুনের মনে॥
কাহারে বলিস পিতা নটীর তনয়।
অভিপ্রায় বুঝি তব নাহি লজ্জা ভয়॥
নটী চিত্রাঙ্গদা সেই গন্ধর্ব্বদুহিতা।
তুমি যার পুত্র তার শুনিয়াছি কথা॥
এত বলি করিলেন চরণ প্রহার।
ভূমিতে পড়িল চিত্রাঙ্গদার কুমার॥
পাত্র মিত্র ধরিয়া তুলিল নৃপবরে।
তথাপি দাণ্ডিয়া আছে করি যোড় করে॥
না করিহ তিরস্কার পাণ্ডুর তনয়।
আমিতো তোমার পুত্র কহিনু নিশ্চয়॥
তবে হংসধ্বজ আর নীলধ্বজ রায়।
অর্জ্জুনে কহিল যুক্ত না হয় তোমায়॥
মহারাজ বভ্রুবাহ বিদিত সংসারে।
কুসুম চন্দন দিয়া পূজিল তোমারে॥
চরণ প্রহার কর নহেত উচিত।
তোমার তনয় হয় এ কথা নিশ্চিত॥
আপনি আসিয়া বলে তোমার তনয়।
অন্যে পিতা কহিতে অন্যের লজ্জা হয়॥
তাহা শুনি ধনঞ্জয় কহেন বচন।
অভিমন্যু বীর ছিল আমার নন্দন॥
সুভদ্রাতনয় বীর বিদিত ভুবনে।
চক্রব্যূহ ভেদি যুঝিলেক দ্রোণসনে॥
দ্রোণ দ্রৌণি কৃপ কর্ণ সংগ্রামে তুষিয়া।
স্বর্গে গেল মহাবীর শরীর ত্যজিয়া॥
সেই পুত্র হয় মম কুলের ভূষণ।
এই বভ্রুবাহ দেখ নটীর নন্দন॥
আগে গর্ব্ব করিয়া ধরিল মোর হয়।
ভয় পায়ে শেষে বলে তোমার তনয়॥
এ যদি হইত মম ঔরসনন্দন।
যুদ্ধ বিনা ঘোড়া না করিত সমর্পণ॥
কাতর হইল নহে আমার নন্দন।
অঙ্কুর জিনয়ে বীজে বলে সর্ব্বজন॥
পিতাহৈতে পুত্র শ্রেষ্ঠ সর্ব্বলোকে জানে।
শাস্ত্রের এ সব কথা কহে মুনিগণে॥
এতেক বলেন যদি বীর ধনঞ্জয়।
বভ্রুবাহ রাজা তবে অধোমুখে রয়॥
মহাকোপ উপজিল বভ্রুবাহচিতে।
সম্মুখে দাণ্ডিয়া বীর কহে যোড় হাতে॥

শুন মহাশয় তুমি কহিলা বিস্তর।
শুনিবারে মন্দ কিন্তু ধর্ম্মেতে গোচর॥
আপন জন্মের কিছু জ্ঞান সমাচার।
সে কথা কহিতে হৈল মধ্যেতে সভার॥
জারজ বলিয়া তুমি গালি দিলা মোরে।
যে জন জারজ তাহা বিদিত সংসারে॥
ভয় নাহি পাই আমি তোমাকে দেখিয়া।
জননীর বাক্যে আমি অশ্ব দিনু লৈয়া॥
সেকারণে অপমান করিলা আমারে।
আজি নিজ পরাক্রম দেখাব তোমারে॥
এত বলি অনুচরে কহিল নৃপতি।
বান্ধিয়া রাখহ ঘোড়া করিয়া শকতি॥
এত বলি অশ্ব দিল অনুচরগণে।
ঘোড়া লয়ে গেল তারা পরম যতনে॥
যে আজ্ঞা বলিয়া বীর প্রবেশিল ঘরে।
সেনাগণে আজ্ঞা দিল যুদ্ধ করিবারে॥
নৃপাদেশে সৈন্যগণ করিল সাজন।
আনন্দেতে দেয় কেহ দামামা নিস্বন॥
মৃদঙ্গ মাদল শঙ্খ খমক ঝাঝরি।
কাংস্য করতাল বাজে পিনাক ধুসরি॥
সাজং বলি পুরে উঠিল ঘোষণা।
নানা অস্ত্র লইয়া চলিল সর্ব্বসেনা॥
হয় গজ বিমানে করিয়া আরোহণ।
ধনুর্ব্বাণ হাতে নিল করিবারে রণ॥
তোমর পট্টিশ গদা মুষল মুদ্গর।
শেল টাঙ্গি হাতে নিল করিতে সমর॥
চিত্রাঙ্গদা পাইলেক যুদ্ধ সমাচার।
পুত্রের সম্মুখে আইল করি হাহাকার॥
কি কহিল প্রাণনাথ পাণ্ডুর নন্দন।
কেন পুত্র যুদ্ধহেতু করহ সাজন॥
শুনিয়া মাতার কথা বভ্রুবাহ কয়।
বিলক্ষণ পাইনু পিতার পরিচয়॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

## লঘু ত্রিপদী।

শুন গো জননি সত্য কহি বাণী
পাইনু যে অপমান।
কহিতে সে কথা মনে পাই ব্যথা
সাক্ষী তাহে ভগবান॥
লয়ে অশ্ববর গেলাম সত্বর
প্রণমিনু তাঁর পদে।
করিয়া স্তবন অনেক যতন
কহিলাম যোড় হাতে॥
তোমার তনয় শুন মহাশয়
বভ্রুবাহ মোর নাম।
গন্ধর্ব্বদুহিতা নাম চিত্রাঙ্গদা
তার গর্ব্ভে মোর ধাম॥
তোমার ঔরসে জন্মিনু বিশেষে
পরিচয় দিনু আমি।
না জানিয়া হয় নিলাম নিশ্চয়
সে দোষ ক্ষমিবা তুমি॥
শুনিয়া বচন পাণ্ডুর নন্দন
জারজ বলিল মোরে।
নটী চিত্রাঙ্গদা তার যত কথা
না শুনাও তুমি মোরে॥
ওরে মহাপাপ কারে বল বাপ
কেবা বটে তোর পিতা।
কেমন সাহসে পরের পুরুষে
ভজিল তোমার মাতা॥
কোপে কাঁপে কায় কি বলিব তাঁয়
পদাঘাত মোরে করে।
হংসধ্বজ আদি যত নরপতি
সভে দোষ দিল তাঁরে॥
সেই অপমান কর অবধান
সমাজে পাইনু আমি।
তবু যোড় হাতে পাণ্ডবের নাথে
কহিনু মধুর বাণী॥
পায়ে মনস্তাপ না শুনিল বাপ
অশ্ব লয়ে আইনু ঘরে।
সত্য কহি কথা জানাব যোগ্যতা
তবে সে চিনিবে মোরে॥
শুন গো জননি কহিনু তখনি
তুমি না শুনিলা কাণে।
করিয়া সংগ্রাম আমি নিজ নাম
জানাব পার্থের স্থানে॥
না শুনিল কথা কৈল অগমতা
অভিমন্যুরে বাখানে।
ধরেছিলা হয় মনে পায়ে ভয়
সমর্পিলা যুদ্ধ বিনে॥
হৈলে মম সুত না করে এমত
ত্রিভুবনে আমি খ্যাত।

অঙ্কুরেতে বীজ হয় সরসিজ
কহিল পাণ্ডবনাথ ॥
পায়ে অপমান সংগ্রাম সন্ধান
অবশেষে কৈনু আমি।
ক্রোধের অধীন বচন কঠিন
সহেসে আমার প্রাণী ॥
আশ্বাসি আমারে যাহ তুমি ঘরে
জানাব আপন বল।
ধন্য লব কুশ রাখিল পৌরুষ
জিনি ভকতবৎসল ॥
সে সব ভারতী মনে হইল সতি
যুঝিব জনকসনে।
না করিহ ভয় দিয়া জয়২
তুমি যাহ নিকেতনে ॥
শুন২ মাতা জানাব শূরতা
অর্জ্জুন নিন্দিল তোমা।
শুনিয়া শ্রবণে রহিব কেমনে
সভাই নিন্দিবে আমা ॥
পুত্রের বচন শুনিয়া তখন
চিত্রাঙ্গদা বলে তারে।
অপমান পায়ে বাতুল হইয়া
যাহ চন্দ্র ধরিবারে ॥
যুদ্ধে নাহি কায থাকিবেক লাজ
অর্জ্জুন দুর্জ্জয় রণে।
করিয়া সমর তুষিল শঙ্কর
অগ্নি তুষ্ট যার বাণে ॥
দ্রোণ ভীষ্ম সনে কুরুক্ষেত্র রণে
একলা জিনিল বাণে।
হেন জন সাথে যুঝিবা কিমতে
সখা যার নারায়ণে ॥
বলে বভ্রুবাহ তুমি ঘরে যাহ
ভয় না করিহ মনে।
তোমার আশিষে চক্ষুর নিমিষে
পরাজিব সর্ব্ব জনে ॥
ভারত কথন শুন সর্ব্ব জন
ভবভয় হবে নাশ।
কৃষ্ণদাস দ্বিজ কৃষ্ণ পদাম্বুজ
বন্দি কহে কাশীদাস ॥

অথ বভ্রুবাহের যুদ্ধে অর্জ্জুনের মৃত্যু।

শ্রীজনমেজয় বলে শুন তপোধন।
বভ্রুবাহ অর্জ্জুনে কেমনে হইল রণ ॥
বিস্তারিয়া সেই কথা কহ মহামুনি।
তোমার প্রসাদে আমি পূর্ব্ব কথা শুনি ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন নরপতি।
যুদ্ধকথা কহি আমি কর অবগতি ॥
অনুমতি দিয়া চিত্রাঙ্গদা গেল ঘরে।
বভ্রুবাহ রাজা গেল যুদ্ধ করিবারে ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ সেই হইবারে চায়।
এই হেতু ধনঞ্জয় নিন্দিলেক তায় ॥
শাপ দিয়াছেন গঙ্গা অর্জ্জুন নিধনে।
এ সব ঈশ্বরলীলা কেহ নাহি জানে ॥
হয় গজ বিমানেতে সাজন করিয়া।
বভ্রুবাহ রাজা রণে প্রবেশিল গিয়া ॥
সিংহনাদ বাদ্য রব শুনিয়া শ্রবণে।
পাণ্ডবের সেনা যত প্রবেশিল রণে ॥
ধনুর্ব্বাণ হাতে করি বীর বৃষকেতু।
অগ্রে রথ চালাইল যুঝিবার হেতু ॥
অস্ত্রে২ দুই জন করেন সমর।
বাণবৃষ্টি করে দুই জনে ধনুর্দ্ধর ॥
বৃষকেতু বাণ তবে পূরিল সন্ধান।
অর্জ্জুনতনয় তাহা করে খান২ ॥
হেনমতে দুই জন অনেক যুঝিল।
গগণমণ্ডল দোঁহে বাণে আচ্ছাদিল ॥
অন্ধকার হইল সব না দেখি নয়নে।
পরিচয় নাহি যুদ্ধ করি কার সনে ॥
তবে বভ্রুবাহ কৈল বাণ অবতার।
দিনকর আচ্ছাদিল হইল অন্ধকার ॥
দুইবাণ বিন্ধে বভ্রুবাহ নরপতি।
বৃষকেতু রথধ্বজ কাটে শীঘ্রগতি ॥
পঞ্চবাণ দিয়া কাটে সারথির মুণ্ড।
বাণ গুণ ধনু কাটি কৈল খণ্ড২ ॥
ফাফর হইল তবে কর্ণের নন্দন।
বভ্রুবাহনের রণে হইল অচেতন ॥
তাহা দেখি শাম্ব বীর প্রবেশিল রণে।
অনেক সংগ্রাম করে বভ্রুবাহসনে ॥
ক্রমে২ তাহা আমি কতেক কহিব।
ভারত সমুদ্র কথা কতেক লিখিব ॥
বভ্রুবাহ রণে কারো নাহিক নিস্তার।
হইল অস্থির রণে শাম্ব বীরসার ॥

জর্জ্জর হইল তনু রক্ত বহে স্রোতে।
কিংশুক কুসুম যেন শোভে বসন্তেতে॥
প্রাণভয়ে পদাতিক নাহি রহে রণে।
অচেতন হইল বভ্রুবাহনের বাণে॥
ভীম আর সাত্যকি সাহস যে করিল।
বভ্রুবাহনের সনে অনেক যুঝিল॥
গজ বাজি পড়ে রণে লেখা নাহি জানি।
রুধির করয়ে পান শকুনি গৃধিনী॥
রুধিরে কর্দ্দম ভূমি দেখিয়া নয়নে।
ভীম আদি মহাবীর ভয় পায় মনে॥
তবে বভ্রুবাহ করে বাণের সন্ধান।
পলায় পাণ্ডবসৈন্য লইয়া পরাণ॥
অন্যের থাকুক কায ভীম ভঙ্গ দিল।
যুবনাশ্ব অনুশাল্ব সভে পলাইল॥
নীলধ্বজ হংসধ্বজ পরাভব পায়ে।
অর্জ্জুন সম্মুখে সভে উত্তরিল গিয়া॥
অপমান পেয়ে সভে বভ্রুবাহ বাণে।
তা দেখি অর্জ্জুন বীর কুপিলেন মনে॥
গাণ্ডীব লইয়া হাতে বীর ধনঞ্জয়।
যুঝিতে গেলেন বীর অত্যন্ত নির্ভয়॥
হেনকালে বৃষকেতু ধনুর্ব্বাণ লৈয়া।
রণে প্রবেশিল পুন সাহস করিয়া॥
বৃষকেতু বীর করে বাণ বরিষণ।
বাণে বাণ নিবারয়ে অর্জ্জুননন্দন॥
ধ্বজ ছত্র কাটি বাণে হাতে লয়ে ধনু।
এক বাণে বভ্রুবাহ কাটে তার তনু॥
বভ্রুবাহসৈন্য তবে বিন্ধিলেক বহু।
কুপিত অর্জ্জুন বীর যেন গ্রহ রাহু॥
গাণ্ডীব ধরিয়া বীর করেন সমর।
কেশপাশ নাহি বান্ধি বরিষেন শর॥
ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ কুবের দত্ত বাণ।
কোপান্বিত ধনঞ্জয় করেন সন্ধান॥
বভ্রুবাহ রাজা তাহা নিবারিল শরে।
দেখিয়া অর্জ্জুন বীর ক্রোধিত অন্তরে॥
পিতাপুত্র উভয়ে যে সংগ্রাম হইল।
বাহুল্য কারণে সব নাহি লিখা গেল॥
অক্ষয় গাণ্ডীব তূণ রণে হইল ক্ষয়।
তা দেখি চিন্তিত হইলেন ধনঞ্জয়॥
বভ্রুবাহ বলে শুন ইন্দ্রের নন্দন।
পাণ্ডুর তনয় তোমা বলে সর্ব্বজন॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির বড় ভাগ্যবান।
পবননন্দন ভীম পবনসমান॥
সহদেব নকুল দুই অশ্বিনীকুমার।
ভাল চন্দ্রবংশে জন্ম হইল তোমার॥
আপন জন্মের কথা মনে না করিলা।
তুমি মোরে জারজ বলিয়া গালি দিলা॥
সম্মুখ সংগ্রামে আমি পাইনু তোমারে।
স্মরণ করহ তুমি দেব গদাধরে॥
আজি কৃষ্ণ সঙ্গে তোমা পরাজয় করি।
তবে আমি প্রবেশ করিব নিজপুরী॥
শুনেছি প্রতিজ্ঞা তব জননীর স্থানে।
তোমার সমান বীর নাহি ত্রিভুবনে॥
কিন্তু আজি যশোলোপ হইবে তোমার।
ফিরিয়া না যাবা তুমি বাণেতে আমার॥
বভ্রুবাহবচনে কহেন ধনঞ্জয়।
অহঙ্কার না করিহ বেশ্যার তনয়॥
তাহা শুনি বভ্রুবাহ ক্রুদ্ধ হৈল মনে।
বাণেতে জর্জ্জর বীর করিল অর্জ্জুনে॥
অতিব্যস্ত হইলেন বীর ধনঞ্জয়।
নর নারায়ণ মনে পাইলেন ভয়॥
মঙ্গল না দেখিলেন সংগ্রামভিতরে।
ঊর্দ্ধমুখ হয়ে শিবা ডাকে উচ্চস্বরে॥
মুণ্ডহীন ছায়া বীর দেখি আপনার।
চিন্তান্বিত হইলেন পাণ্ডুর কুমার॥
অকুশল দেখি পার্থ ধ্বজে পড়ে কাক।
হইলেন ব্যাকুলিত মুখে নাহি বাক॥
বৃষকেতু সম্বোধি বলেন ধনঞ্জয়।
হস্তিনানগরে যাহ কর্ণের তনয়॥
ইহার সমরে মম নাহি পরিত্রাণ।
হস্তিনা নগরে যাহ লইয়া পরাণ॥
তোমা বিনা বংশে আর নাহিক সন্তান।
তুমি জীলে পিতৃলোকে জল পিণ্ডস্থান॥
যুবনাশ্ব সুবেগপ্রভৃতি সৈন্যগণ।
বভ্রুবাহনের রণে না পায় রক্ষণ॥
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি কর্ণের কুমার।
কহিতে লাগিল বীর করি অহঙ্কার॥
অমঙ্গল কথা তুমি কহ কি কারণে।
বভ্রুবাহনেরে আমি পরাজিব রণে॥
এত বলি ধনুর্ব্বাণ লইল সত্বরে।
বিন্ধিল পঞ্চাশ বাণ বভ্রুবাহনেরে॥
বভ্রুবাহ বলে শুন কর্ণের নন্দন।
পুনঃ২ আইস তুমি করিবারে রণ॥
বুঝিনু মরিবা তুমি আমার সমরে।
রাখে হেন বীর নাহি এ তিন সংসারে॥

কৃষ্ণে স্তুতি কর তুমি মরণ সময়।
পরকালে দিব্যগতি দিবেন তোমায়॥
এত বলি বভ্রুবাহ হাতে নিল বাণ।
আকর্ণ পূরিয়া তাহা করিল সন্ধান॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ তবে সত্বরে এড়িল।
বৃষকেতুমাথা কাটি ভূমিতে পাড়িল॥
তাহা দেখি প্রদ্যুম্নাদি যত বীরগণ।
সাহসে আইল সভে করিবারে রণ॥
অর্জ্জুনতনয় পরাজিল সভাকারে।
পড়িয়া রহিল সভে ভূমির উপরে॥
তাহা দেখি ধনঞ্জয় বিষণ্ণ বদন।
বৃষকেতুশোকে কান্দি কহেন বচন॥
মহাবীর বৃষকেতু কর্ণের নন্দন।
অহঙ্কার করি পুত্র হারায় জীবন॥
নিষেধ করিনু যত না শুনিল কাণে।
শরীর ত্যজিল বভ্রুবাহনের বাণে॥
কি বলি যাইব আমি হস্তিনা নগরে।
কি বোল বলিব গিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরে॥
কি বলিয়া প্রবোধিব কুন্তীর হৃদয়।
এই শোকে কি বলিবে কৃষ্ণ মহাশয়॥
বৃষকেতু মুণ্ড গোটা হৃদয়েতে ধরি।
বিলাপ করেন পার্থ উচ্চস্বর করি॥
কান্দেন বিষাদ করি ইন্দ্রের নন্দন।
তাহা দেখি হাসি কহে সে বভ্রুবাহন॥
ক্ষত্রের এ ধর্ম্ম নহে শুন মহাশয়।
এখনি দেখিবা তুমি আপন সংশয়॥
হাসিবে নৃপতিগণ দেখিয়া তোমারে।
ক্রন্দন উচিত নহে সমর ভিতরে॥
যুদ্ধ করি বৃষকেতু গেল স্বর্গলোকে।
গত জীবে শোক যুক্ত না হয় তোমাকে॥
আপনি তরিতে তুমি করহ উপায়।
সমরে বিষাদ করিবারে না যুয়ায়॥
কি কারণ বিলাপ করহ তুমি শোকে।
স্মরণ করিয়া শীঘ্র আনহ কৃষ্ণকে॥
হরিগত প্রাণ তব আমি ভাল জানি।
কৃষ্ণহীন হয়ে কেন হারাবা পরাণি॥
যদি বাঞ্ছা করহ কুশল আপনার।
স্মরণ করহ শীঘ্র দৈবকীকুমার॥
চিন্তহ গোবিন্দপদ ওহে ধনঞ্জয়।
নহিলে আমার বাণে যাবা যমালয়॥
এত যদি বভ্রুবাহ বলে ডাক দিয়া।
অর্জ্জুন চিন্তেন হরি সঙ্কটে পড়িয়া॥
হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।
গোপেশগোপিকাকান্তরাধাকান্ত নমস্তুতে॥
হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু ওহে ভগবান।
সংসার বিষম ঘোরে প্রভু কর ত্রাণ॥
আইস কমলাপ্রিয় শীঘ্র মণিপুরে।
বভ্রুবাহনের যুদ্ধে রক্ষা কর মোরে॥
গজেন্দ্র করুণা করি উদ্ধারিলা হরি।
অপার মহিমা তব কি বলিতে পারি॥
দ্রৌপদীর লজ্জা তুমি কৈলা নিবারণ।
জতুগৃহে রক্ষা কৈলা আমা পঞ্চ জন॥
দুর্ব্বাসার অভিশাপে রাখিলা আমারে।
আপনি করিলা ত্রাণ বিরাটনগরে॥
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে মুক্ত করিয়াছ তুমি।
সংসারে বিদিত তাহা কি বলিব আমি॥
সুরথ সুধন্বাযুদ্ধে রাখিলা আমারে।
এবার আসিয়া রক্ষা কর মণিপুরে॥
গঙ্গার বচন সত্য করিতে মুরারি।
অর্জ্জুনে রাখিতে না গেলেন ত্বরা করি॥
চাহেন আপন রথপানে ধনঞ্জয়।
কৃষ্ণে না দেখিয়া পার্থ মনে পান ভয়॥
বভ্রুবাহ বলে তুমি কি ভাবহ মনে।
না পাবা নিস্তার তুমি আমার এ রণে॥
এত বলি করে বীর বাণ বরিষণ।
নিবারিতে না পারেন নরনারায়ণ॥
জর্জ্জর হইল বীর বাণের প্রহারে।
ফুটিল অর্জ্জুন বীরে রক্ত বহে ধারে॥
ব্রহ্মঅস্ত্র পাশুপতআদি যত বাণ।
ভয়েতে অর্জ্জুন সব করেন সন্ধান॥
বভ্রুবাহ রাজা তাহা শরে নিবারেন।
প্রাণপণে অর্জ্জুন জিনিতে না পারেন॥
বাণবেশে গঙ্গাদেবী আসিয়া সেখানে।
কহেন সকল কথা বভ্রুবাহকাণে॥
তাহা শুনি আনন্দিত হৈল নরপতি।
রাখিলেন গঙ্গা অস্ত্র করিয়া শকতি॥
তবে সেই অস্ত্র রাজা যুড়িলেন চাপে।
বাণ দেখি ইন্দ্রআদি দেবগণ কাঁপে॥
মহাবেগে গঙ্গাবাণ আকাশে উঠিল।
অর্জ্জুনের মাথা কাটি ভূমিতে পাড়িল॥
পড়িলেন অর্জ্জুন তা দেখিল রাজন।
জয়২ শব্দে দিল দুন্দুভি ঘোষণ॥
পাণ্ডবের দলে যত শেষ সৈন্য ছিল।
অর্জ্জুন নিধন হেতু আতঙ্ক পাইল॥

সংগ্রাম জিনিয়া বভ্রুবাহ কুতূহলে।
পুরে প্রবেশিল বীর জয়২ বোলে॥
নানা বাদ্য নৃত্য গীত হরিষ ঘোষণ।
মায়ের সম্মুখে গেল সে বভ্রুবাহন।
ভূমিষ্ঠ হইয়া মায়ে করিল প্রণাম।
হাসিয়া বলেন আমি জিনিলাম সংগ্রাম॥
নাশিলাম ধনঞ্জয়ে সংগ্রামের স্থলে।
যতেক পাণ্ডবসৈন্য জিনিলাম হেলে॥
পুত্রের মুখেতে কথা শুনিয়া এমন।
ভয় পায়ে চিত্রাঙ্গদা করয়ে রোদন॥
ওরে পুত্র কি কহিলা অমঙ্গল কথা।
কেমনে কাটিলা তুমি জনকের মাথা॥
পিতৃহত্যা কৈলা তুমি মহাপাপকারী।
এত বলি অচেতন হইল সুন্দরী॥
ভূমিতে পড়িয়া চিত্রাঙ্গদা মহাশোকে।
কোথা গেল প্রাণনাথ ঘন২ ডাকে॥
অনেক বিলাপ করি কান্দয়ে বিস্তর।
শুনিয়া উলূপী ধায়ে আইল সত্বর॥
মুখে জল দিয়া তারে তোলে হাত ধরি।
না জানি বিষাদ কেন করহ সুন্দরি॥
কৃষ্ণ সখা অর্জ্জুনের নাহিক মরণ।
বভ্রুবাহনের বাণে হৈল অচেতন॥
পূর্ব্ব কথা কহি আমি তোমার গোচরে।
আপন মরণ তেঁহো কহিল আমারে॥
রুপিল দাড়িম্ব বৃক্ষ করিয়া যতন।
আমাকে কহিল কথা পাণ্ডুর নন্দন॥
শুনহ উলূপী আমি যাই নিজ দেশে।
ভদ্রাভদ্র কথা তুমি জানিবা বিশেষে॥
দাড়িম্ব নিধনে মম জানিহ মরণ।
এত বলি নিজ দেশে করিল গমন॥
ক্রন্দন ত্যজহ তুমি আমার বচনে।
দাড়িম্বের বৃক্ষ গিয়া দেখি দুইজনে॥
উলূপীর বোলে চিত্রাঙ্গদা হরষিত।
দাড়িম্বের বৃক্ষতলে গেলেন ত্বরিত॥
মৃত তরু দেখি দোঁহে হৈল অচেতন।
হাহা প্রাণনাথ বলি করয়ে ক্রন্দন॥
পতি দরশনে দোঁহে করিল গমন।
আগে পিছে কান্দিয়া চলিল দাসীগণ॥
হেথা বভ্রুবাহ আছে পায়ে অপমান।
বিনাশিয়া জনকের ভাবয়ে নিদান॥
পাত্র মিত্র পাঠাইল জননীর স্থানে।
প্রবোধিতে তারা যায় পরম যতনে॥
উলূপী বলেন হেদে শুন চিত্রাঙ্গদা।
আচম্বিতে স্মরণ হইল এক কথা॥
অনন্ত দুহিতা আমি শুন লো সুন্দরি।
আমা বিবাহিয়া পার্থ গেল যমপুরী॥
অর্জ্জুনেরে ভক্তি করি অনন্ত পূজিল।
নানা ধন দিয়া মোরে অর্জ্জুনেরে দিল॥
অর্জ্জুনে দিলেন আমা হইয়া কৌতুকে।
অমৃত নামেতে মণি দিলেন যৌতুকে॥
পুণ্ডরীক নাগ দিল আমার সেবনে।
তাহাকে আনিব আমি করিয়া যতনে॥
মণির কারণে তারে পাতালে পাঠাব।
আনিয়া অমৃত মণি পার্থে জীয়াইব॥
এত যদি চিত্রাঙ্গদা শুনিল বচন।
উলূপীরে বলে মণি আনহ এখন॥
অর্জ্জুনের শোকে তনু না পারি ধরিতে।
শুন গো বহিনী মণি আনহ ত্বরিতে॥
উলূপী বলেন তুমি স্থির কর মতি।
এখন পরাণ পাবে পাণ্ডবের পতি॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

## অথ অর্জ্জুনের জীবনার্থ মণি আনিবারকথা।

শ্রীজনমেজয় বলে শুন মহামুনি।
অর্জ্জুন নিপাত কথা শুনিব কাহিনী॥
কিমতে আইল মণি পাতালহইতে।
পাণ্ডুর নন্দন প্রাণ পাইল কিমতে॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন নরপতি।
কতেক কহিব কথা সে সব ভারতী॥
উলূপী স্মরণ কৈল নাগ পুণ্ডরীকে।
ত্বরায় আইল নাগ উলূপী সম্মুখে॥
স্ত্রী বুদ্ধি প্রলয়করী বিচারিল মনে।
আইলেন বভ্রুবাহ জননীর স্থানে॥
অধোমুখে রহে রাজা মায়ের সদনে।
চিত্রাঙ্গদা বলে তারে করুণা বচনে॥
পিতৃহত্যা কৈলা তুমি পাপিষ্ঠ চণ্ডাল।
মারিলা আমার বুকে এই বড় শাল॥
কি বলে উলূপী তাহা শুনহ শ্রবণে।
পার্থে জীয়াইতে চাহে মুনির মিলনে॥
পাতালে আছয়ে মণি অনন্ত সমীপে।
সত্বরে আনিয়া মণি রাখ মনস্তাপে॥

বভ্রুবাহ রাজা বলে শুন গো জননি।
পুণ্ডরীক নাগ যাকু আনিবারে মণি॥
পরিচয় নাহি মম মাতামহসনে।
মণি নাহি দিবে নাগ আমার বচনে॥
পুণ্ডরীক গেলে যদি নাহি দেয় মণি।
সংগ্রাম করিব শেষে শুন গো জননি॥
বাণের আগুনে সব নাগ বিনাশিয়া।
আনিব অমৃত মণি পাতালেতে গিয়া॥
উলূপী বলিল পুত্র কহিলা প্রমাণ।
সম্প্রীতে না দিলে মণি উচিত সংগ্রাম॥
পুণ্ডরীক নাগে তবে কহিল সুন্দরী।
মণিহেতু নাগ গেল রসাতল পুরী॥
অনন্তের স্থানে গিয়া কহিল সকল।
তাহা শুনি নাগরাজ হইল বিকল॥
সর্পগণআগে কহে নাগঅধিপতি।
উলূপী মাগিল মণি অর্জ্জুনের প্রতি॥
বভ্রুবাহসমরে মরিল ধনঞ্জয়।
মণি নিয়া গেলে জীয়ে পাণ্ডুর তনয়॥
পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ সংসারে বিদিত।
বিলম্ব না কর মণি পাঠাও ত্বরিত॥
অনন্তের কথা শুনি ধৃতরাষ্ট্র কহে।
এ সব অগ্রাহ্য কথা আমারে না সহে॥
আপন মঙ্গল রাজা নাহি চিন্ত তুমি।
গরুড়ের ভয়ে সর্প রক্ষা কর মণি॥
হেন মণি পাঠাইতে চাহ নরলোকে।
শুন সর্পরাজ আমি বলি যে তোমাকে॥
ভাল হৈল বভ্রুবাহ মারিল অর্জ্জুনে।
আমার আনন্দ বড় উপজিল মনে॥
মিত্র মোর ধৃতরাষ্ট্র কৌরবের পতি।
অর্জ্জুন মারিল তার শতেক সন্ততি॥
এ কথা শুনিয়া চিত্তে দুঃখ উপজিল।
অর্জ্জুননিধনে মম আনন্দ হইল॥
না দিব অমৃতমণি কহিনু তোমারে।
বভ্রুবাহনের শক্তি কি করিতে পারে॥
মারিল বান্ধব বন্ধু গুরু ধনঞ্জয়।
সেই পাপে নষ্ট হৈল পাণ্ডুর তনয়॥
নরলোকে কদাচিত মণি নাহি দিব।
কত জীব জীবে বলি এ মণি রাখিব॥
গরুড়ের ভয়ে মোরা না পাব নিস্তার।
মণি নাহি দিব শুন বচন আমার॥
আমার সম্মতি নহে শুন নাগরায়।
তবে সে তোমার চিত্তে যেমত যুয়ায়॥

আমরা যতেক নাগ না দিব সম্মতি।
সত্য কহিলাম কথা শুন নাগপতি॥
অনন্ত বলেন কথা শুন নাগগণ।
ধর্ম্মপথ আচরিব শুনহ কথন॥
উত্তমকর্ম্মেতে মন্দ কখন না হয়।
পাপে মতি দিলে নাহি ধর্ম্মের উদয়॥
অর্জ্জুন পাইবে প্রাণ মণির মিলনে।
সুখী হবেন নারায়ণ এ কথা শ্রবণে॥
কৃষ্ণে প্রীতি যে না করে সে জন অসুর।
শরীর ধারণে ক্লেশ পাইবে প্রচুর॥
কৃষ্ণপ্রীতে সুখ মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ পায়।
মণি দিয়া রক্ষা কর পাণ্ডুর তনয়॥
শুন ধৃতরাষ্ট্র তুমি আমার বচন।
মণি নাহি দিলে পার্থ হইবে জীবন॥
সখা যার নারায়ণ মৃত্যু নাহি তার।
মণি দিয়া যশ তুমি রাখ আপনার॥
নহে বভ্রুবাহ হাতে পাবা অপমান।
সত্য কহিলাম আমি তোমা বিদ্যমান॥
নাগমন্ত্রী ধৃতরাষ্ট্র নাহি দিল মণি।
পুণ্ডরীকমুখে তাহা বভ্রুবাহ শুনি॥
উলূপী বলেন পুত্র কি হবে উপায়।
মণি আনিবারে তুমি চলহ তথায়॥
বভ্রুবাহ বলে মণি সম্প্রীতে না পাব।
বিক্রম করিয়া মণি শেষেতে আনিব॥
এত বলি বভ্রুবাহ সাজন করিল।
রথ আরোহিয়া রাজা পাতালে চলিল॥
বাসুকি না দিল মণি জানিয়া রাজন।
মণি না পাইয়া রাজা হৈল ক্রুদ্ধমন॥
প্রবেশিল পাতালেতে যুদ্ধের কারণে।
তাহা দেখি দূত কহে রাজা বিদ্যমানে॥
দূতমুখে অনন্ত পাইল সমাচার।
যুদ্ধহেতু আইল চিত্রাঙ্গদার কুমার॥
অর্জ্জুননন্দন বীর জানে নানা শিক্ষা।
অপার বিক্রম তার নাহি করে রক্ষা॥
ধৃতরাষ্ট্র ডাকিয়া বলিল নাগপতি।
বভ্রুবাহ হেতা আইল কি করি যুকতি॥
মণি নাহি দিলা তুমি আমার বচনে।
পাতালে আইল সেই যুদ্ধের কারণে॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে মোর কি ভয় মানুষে।
বিনাশিব নৃপতিরে চক্ষুর নিমিষে॥
কিসের কারণে তুমি চিন্তা কর মনে।
আমি যুদ্ধ করি রাজা বভ্রুবাহ সনে॥

এত বলি বাসুকিরে দিল সমাচার।
যুদ্ধ করিবারে আজ্ঞা হইল তাহার॥
স্মরণে আনিল যত ছিল নাগগণ।
বভ্রুবাহনের সনে আরম্ভিল রণ॥
বিস্তর সংগ্রাম কথা কহিতে বিস্তর।
সংক্ষেপে কহিব আমি শুন নৃপবর॥
গজ বাজি পদাতিক করিয়া সংহতি।
রণে প্রবেশিল বভ্রুবাহ নরপতি॥
অনল সমান বাণ বরিষে রাজন।
আগুইতে নাহি পারে যত নাগগণ॥
বিষদন্তে নাগগণ দংশয়ে যাহারে।
চক্ষুর নিমিষেতে সে যায় যমঘরে॥
ঘোড়া হাতী পদাতিক অনেক পড়িল।
তাহা দেখি বভ্রুবাহনের ক্রোধ হৈল॥
ধনুক ধরিয়া করে বাণ বরিষণ।
অগ্নি বাণে পুড়িয়া মরিল নাগগণ॥
সর্প মানুষেতে রণ অপূর্ব্ব কথন।
বড়২ নাগগণ হারায় জীবন॥
বাসুকি সংগ্রামে আইল ক্রোধ করি চিত্তে।
অনেক যুঝিল বভ্রুবাহন সহিতে॥
নিবারিতে না পারিল অর্জ্জুননন্দনে।
ধৃতরাষ্ট্র গর্জ্জিলেন দুঃখ পায়ে মনে॥
দুই পুত্র লয়ে ধৃতরাষ্ট্র করে রণ।
বিংশতি সহস্র সৈন্য বধিল জীবন॥
মহাক্রোধ উপজিল অর্জ্জুননন্দনে।
যুড়িল গরুড় বাণ ধনুকের গুণে॥
হইল গরুড় মূর্ত্তি দেখি ভয়ঙ্কর।
প্রাণভয়ে নাগ সব পলায় সত্বর॥
প্রমাদ পড়িল নাগ না দেখি নয়নে।
ভয়েতে গেলেন নাগ অনন্তসদনে॥
অনন্ত বলেন কেন পলাও এখন।
শুন ধৃতরাষ্ট্র তুমি কর গিয়া রণ॥
মণি নাহি দিলা তুমি আমার বচনে।
এখন যুঝহ বভ্রুবাহনের সনে॥
বিনাশ হইবে নাগ তোমার বিচারে।
অর্জ্জুননন্দনে কেবা জিনিবারে পারে॥
অনন্তের বাক্য শুনি বলে নাগগণ।
সে কোপে করিবা তুমি নাগের নিধন॥
আপনি বিদায় কর বভ্রুবাহনেরে।
যাইবে পাইলে মণি আপনার পুরে॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র দিল অনন্তেরে মণি।
মণি লয়ে নাগরাজ চলিল আপনি॥

অনন্ত বলেন শুন হে বভ্রুবাহন।
মণি লহ যুদ্ধে রাজা নাহি প্রয়োজন॥
এত বলি বভ্রুবাহনেরে মণি দিল।
অর্জ্জুননন্দন তবে বাণ সম্বরিল॥
মণি পেয়ে চিত্রাঙ্গদাসুত তুষ্ট হইল।
মণির প্রভাবে মৃতসেনা যে জীবিল॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র নাগ মনে বিচারিল।
আপনার দুই পুত্র ডাকিয়া কহিল॥
শুন পুত্র আমি বড় পাইনু অপমান।
মণি লয়ে বভ্রুবাহ করিল পয়াণ॥
তোমরা করহ যদি কলঙ্কভঞ্জন।
তবে সে রাখিব আমি আপন জীবন॥
বৃষকেতু অর্জ্জুনের আন গিয়া মাথা।
তবে মোর দূর হয় যত মনোব্যথা॥
বাপের বচনে দুই ভাই কুতূহলে।
মণিপুরে গেল তবে সংগ্রামের স্থলে॥
বৃষকেতু অর্জ্জুনের মস্তক লইয়া।
প্রবেশিল পাতালেতে হরষিত হৈয়া॥
শুন রাজা জনমেজয় পূর্ব্বের ভারতী।
কদাচিত খল জন নহে শুদ্ধমতি॥
মণি লয়ে বভ্রুবাহ গেল নিজপুরে।
উপনীত হৈল গিয়া মায়ের গোচরে॥
উলূপী কহিল পুত্র কহ বিবরণ।
আনিলা কি রত্নমণি অর্জ্জুননন্দন॥
বভ্রুবাহ রাজা বলে আনিলাম মণি।
কিন্তু অর্জ্জুনের মাথা না দেখি জননি॥
বৃষকেতুমুণ্ড নাহি কেবা লয়ে গেল।
তাহা শুনি চিত্রাঙ্গদা কান্দিতে লাগিল॥
কুণ্ডলে মণ্ডিতমুণ্ড নিল কোন জন।
বিলাপিয়া ভূমে পড়ে অর্জ্জুননন্দন॥
চিত্রাঙ্গদা উলূপী কান্দেন দুই জনে।
তা দেখিয়া পাত্র মিত্র দুঃখ পায় মনে॥
অন্বেষণ করি মুণ্ড কোথা না পাইল।
ভূমে পড়ি সর্ব্বজন কান্দিতে লাগিল॥
পাত্র মিত্র প্রবোধয়ে সে বভ্রুবাহনে।
চিত্রাঙ্গদা উলূপী শান্তাইল দুই জনে॥
অধোমুখে বিলাপ করয়ে নরপতি।
পিতৃহত্যা করিলাম হইয়া সন্ততি॥
এ পাপ শরীর আর না রাখিব আমি।
আত্মঘাতী হব আমি শুন গো জননি॥
বীরবংশে হইলাম হীন কুলাঙ্গার।
এতে প্রায়শ্চিত্ত কিছু নাহিক আমার॥

শরীর ত্যজিব আমি এই পিতৃশোকে।
ক্রমি হয়ে দুঃখ ভোগ করিব নরকে॥
বুঝিনু আমার সম পাপী নাহি আর।
বিনা দোষে বিনাশিনু পিতা আপনার॥
নাগগণ জিনি আমি আনিলাম মণি।
কেবা লয়ে গেল মুণ্ড কি হবে জননি॥
উলূপী বলিল তুমি না কর ক্রন্দন।
প্রতিকার ইহার করিবেন নারায়ণ॥
এ কর্ম্ম অন্যের সাধ্য নহে কদাচন।
কৃষ্ণ বিনা আনিতে নারিবে কোন জন॥
ভকতবৎসল প্রভু আসিবে ত্বরিত।
কৃষ্ণ সখা অর্জ্জুনের নাহি কিছু ভীত॥
এত বলি প্রবোধিল সে বভ্রুবাহনে।
চৌদিগে বেড়িয়া সভে রহিল অর্জ্জুনে॥
অধোমুখে চিত্রাঙ্গদা উলূপী সুন্দরী।
বিষাদে রহিল সর্ব্ব সুখ পরিহরি॥
শুন রাজা জনমেজয় কহি যে তোমারে।
কুন্তী দেবী দেখে স্বপ্ন হস্তিনা নগরে॥
বৃষকেতু অর্জ্জুন হইল ক্ষয় রণে।
স্বপ্নেতে দেখিল বভ্রুবাহনের বাণে॥
ভয়ে কুন্তী দেবী শীঘ্র গোবিন্দে ডাকিল।
শুনহ গোবিন্দ মম অমঙ্গল হৈল॥
উচ্চাটন চিত্ত মম শুন নারায়ণ।
বৃষকেতু অর্জ্জুনের হইল নিধন॥
মণিপুরে বভ্রুবাহ নামে নরপতি।
মহাবলবান সেই অর্জ্জুনসন্ততি॥
ঘোড়া রাখিবারে পার্থ গেল তার পুরে।
বভ্রুবাহ সে অশ্ব ধরিল অহঙ্কারে॥
অশ্বভালে লিখন পড়িয়া নরপতি।
অর্জ্জুন ভেটিতে সে আইল শীঘ্রগতি॥
নানা রত্ন অগ্রে থুয়ে প্রণাম করিল।
ক্রোধ করি পার্থ তার পূজা না লইল॥
চরণপ্রহার কৈল মস্তক উপরে।
জারজ বলিয়া গালি দিলেক তাহারে॥
বভ্রুবাহ রাজা তবে পায়ে অপমান।
করিল অর্জ্জুনসঙ্গে অনেক সংগ্রাম॥
ভীম আদি যুবনাশ্ব যত সেনাগণ।
বভ্রুবাহনের হাতে হৈল অচেতন॥
বৃষকেতু অর্জ্জুনের কাটিলেক মাথা।
তোমারে জানাই কৃষ্ণ বিপদের কথা॥
স্বপ্নেতে দেখিনু আমি শুন নারায়ণ।
তুমি গেলে দূর হবে চিত্তউচ্চাটন॥
এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ কুন্তীর বচন।
অন্তরে হৈলেন দুঃখী কমললোচন॥
অমঙ্গল কথা পিষি কহ কি কারণে।
অর্জ্জুনে জিনিবে হেন নাহি ত্রিভুবনে॥
কুন্তীরে প্রবোধ করি মুকুন্দ মুরারি।
গরুড়ে স্মরণ করিলেন দেব হরি॥
কৃষ্ণের স্মরণে আইল বিনতানন্দন।
আজ্ঞা কর কোন কর্ম্ম করিব এখন॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন শুনহ গরুড়।
আমা লয়ে তুমি চল আজি মণিপুর॥
তবে কৃষ্ণ গরুড়ে করিয়া আরোহণ।
অতিশীঘ্র যান প্রভু অর্জ্জুনকারণ॥
উপনীত হইলেন হরি মণিপুরে।
যেইখানে চিত্রাঙ্গদা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
উলূপী কান্দয়ে আর সে বভ্রুবাহন।
উপনীত সেখানে হৈলেন নারায়ণ॥
কৃষ্ণদরশনে সভে চেতন পাইল।
বভ্রুবাহ রাজা তবে উঠি দাণ্ডাইল॥
বিজয় পাণ্ডবকথা অমৃতলহরি।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি॥

## অথ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বভ্রুবাহনের বিনয়।

### ত্রিপদী।

বভ্রুবাহ নরনাথ যোড় করি দুই হাত
নিবেদয়ে কৃষ্ণের চরণে।
আমি অতি দুরাশয় শুন কৃষ্ণ মহাশয়
জানিয়া প্রবৃত্ত হই রণে॥
অশ্ব আইল মণিপুরে কহিলেক অনুচরে
অহঙ্কারে ধরিলাম আমি।
অশ্বভালে লেখা যত পড়িয়া হইনু জ্ঞাত
শুন শুন দেব চক্রপাণি॥
পরিচয় পিতা সনে ইচ্ছা করিলাম মনে
বিশেষ কহিল চিত্রাঙ্গদা।
অশ্ব নিল আগে ধরি কুসুম চন্দন পূরি
দূর করি আপন মর্য্যাদা॥
নানা রত্ন স্বর্ণথালে দিয়া পার্থপদতলে
যথাযোগ্য করিলাম প্রণাম। [রে
জারজ বলিয়া মোরে নাথি মারিলেন শি-
সভাতে পাইনু অপমান॥

তবু দুঃখ নাহি ধরি আমি কৃতাঞ্জলি করি
কহিলাম অনেক বিনয়।
শুন২ চক্রপাণি নটীর তনয় আমি
কহিলেন পার্থ মহাশয় ॥ [মোহ
এ পাঞ্চ ভৌতিক দেহ কাম ক্রোধ লোভ
সম্বরিতে না পারিলাম আমি।
অবশেষে যুদ্ধ কার্য্য করিলাম শুন আর্য্য
বুঝিয়া করহ দণ্ড তুমি ॥
অহঙ্কারে হয়ে মত্ত না বুঝিনু ধর্ম্মতত্ত্ব
বিনাশ করিনু জন্মদাতা।
প্রবেশিয়া রসাতলে নাগ জিনিলাম রণে
মণি আনি না দেখিনু মাথা ॥
আদি অন্ত বিবরণ করিলাম নিবেদন
কে লইল হরি পার্থশির।
আমি আপনার প্রাণ না রাখিব ভগবান
ভাল হইল আইলা যদুবীর ॥
এত বলি বভ্রুবাহ ত্যজিয়া সকল মোহ
দিব্য অস্ত্র লইল তখন।
নৃপতির হাতে ধরি বারণ করেন হরি
না মরিহ অর্জ্জুননন্দন ॥
মহাভারতের কথা শুনিলে ঘুচয়ে ব্যথা
কলির কলুষ হয় নাশ।
কমলাকান্তের সুত হেতু সুজনের প্রীত
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

### অথ মণিস্পর্শে অর্জ্জুনাদির জীবন ও তাম্রধ্বজের সঙ্গে যুদ্ধ।

শ্রীজনমেজয় বলে শুন তপোধন।
কি প্রকারে অর্জ্জুন পাইলেন জীবন ॥
সেসকল কথা এবে কহ মহাশয়।
তোমার প্রসাদে শুনি খণ্ডুক বিস্ময় ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন নরপতি।
কহি যে তোমারে আমি সেসব ভারতী ॥
নিজপরিচয় দিল শ্রীবভ্রুবাহন।
করিলেন আশ্বাস তাহারে নারায়ণ ॥
গোবিন্দ বলেন মুণ্ড লইল যে জন।
তাহার মস্তক খসি পড়ুক এখন ॥
অর্জ্জুনের মুণ্ড আসি স্কন্ধেতে লাগুক।
ইহা কহিলেন কৃষ্ণ হয়ে সকৌতুক ॥
তবে সেই দুই জনার মস্তক খসিল।
বভ্রুবাহ রাজা তাহা নয়নে দেখিল ॥
বৃষকেতু অর্জ্জুনের মস্তক লইয়া।
অনন্ত আপনি আইল সানন্দ হইয়া ॥
দোঁহাকার স্কন্ধে মুণ্ড করিল যোটন।
অমৃত আপনি ছড়ায়েন নারায়ণ ॥
প্রাণদান পাইল সভে মণির পরশে।
রাখিলেন কৃষ্ণচন্দ্র আপনার পাশে ॥
হস্তি ঘোড়া আদি আর যত মৃত লোক।
মণিহইতে প্রাণ পাইল দূর হইল শোক ॥
উঠিয়া বসিল যত নৃপতিকুমার।
মহাশব্দে সৈন্য সব বলে মার২ ॥
আশ্বাসিয়া সভাকারে দেব নারায়ণ।
ধনঞ্জয়ে কহিলেন সকল কথন ॥
যদুমণি মণি দেন অনন্তের স্থানে।
মণি লয়ে গেল নাগ আপনভুবনে ॥
গোবিন্দ বলেন শুন অর্জ্জুনতনয়।
ক্ষত্রধর্ম্ম আচরিলা নাহি ধর্ম্মভয় ॥
অপরাধ বলি তুমি না ভাবিহ মনে।
ক্ষত্রিয় প্রধান কর্ম্ম সম্মুখ সংগ্রামে ॥
অর্জ্জুনেরে বুঝাইয়া কহিলেন হরি।
বভ্রুবাহনেরে তোষ আলিঙ্গন করি ॥
কৃষ্ণবাক্যে ধনঞ্জয় সম্প্রীতি পাইয়া।
বভ্রুবাহে তুষিলেন আলিঙ্গন দিয়া ॥
আমার নন্দন তুমি বড় বলবান।
ত্রিভুবনে বীর নাহি তোমার সমান ॥
সম্প্রীতি পাইয়া সভে দিল আলিঙ্গন।
সভে বলে যোদ্ধা বড় শ্রীবভ্রুবাহন ॥
প্রণমিয়া বভ্রুবাহ রহে যোড়হাতে।
একদৃষ্টে নিরক্ষয়ে পাণ্ডবের নাথে ॥
অনুশাল্ব দৈত্যসঙ্গে কৈল আলিঙ্গন।
সভে বলে ধন্য২ অর্জ্জুননন্দন ॥
চিত্রাঙ্গদা উলূপী গেলেন অন্তঃপুরে।
কৃষ্ণ হেতা কহিলেন বভ্রুবাহনেরে ॥
তুরগ রাখিতে যাহ অর্জ্জুনসংহতি।
সৈন্যগণ সঙ্গে লহ ঘোড়া আর হাতি ॥
বভ্রুবাহ রাজা তবে হরষিতচিতে।
তুরগ রাখিতে গেল অর্জ্জুনের সাথে ॥
লক্ষধেনু সেখানে ব্রাহ্মণে দিল দান।
তুরগ লইয়া বীর করিল পয়াণ ॥
এই বিবরণ রাজা কহিনু তোমারে।
আর কি বলিব রাজা বলহ আমারে ॥
শ্রীজনমেজয় বলে শুন তপোধন।
অশ্বসঙ্গে কোথা গেল পাণ্ডুর নন্দন ॥

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জনমেজয়।
রত্নাবতীপুরে গেল পাণ্ডবের হয়॥
রত্নাবতীপুরের ময়ূরধ্বজ নাম।
বড়ই ধার্ম্মিক রাজা সর্ব্বগুণধাম॥
সংগ্রামে নাহিক কেহ তাহার সমান।
তার নামে বীরগণ হয় কম্পমান॥
অশ্বমেধযজ্ঞ করিবেন নরপতি।
অশ্বরক্ষা করে তাম্রধ্বজ মহামতি॥
অশ্ব লয়ে আছে সেই নর্ম্মদার তীরে।
দৈবে অর্জ্জুনের ঘোড়া গেল সেই পুরে॥
অশ্ব দেখি তাম্রধ্বজ আনন্দিতমন।
অশ্বকে ধরিল বীর করিয়া যতন॥
লিখন পড়িয়া তার হৈল অহঙ্কার।
পাণ্ডবসমান বীর কেহ নাহি আর॥
বীরবেশে অহঙ্কারে কাঁপে কলেবরে।
ডাক দিয়া বলিল যতেক অনুচরে॥
বান্ধিয়া রাখহ ঘোড়া করিয়া যতন।
দেখি কি করিতে পারে পাণ্ডুর নন্দন॥
অহঙ্কারে অশ্বভালে করেছে লিখন।
ধরিতে আমার ঘোড়া পারে কোন জন॥
এ লিপি দেখিয়া ক্রোধ হইল আমার।
যুদ্ধের কারণে আমি করি আগুসার॥
শীঘ্র লহ সেনাগণ ধনুর্ব্বাণ হাতে।
সকলে সসজ্জ হও সংগ্রাম করিতে॥
নৃপাদেশে অনুচর অশ্ব লয়ে গেল।
তাম্রধ্বজ যুদ্ধহেতু সসজ্জ হইল॥
শিখিধ্বজসুত অশ্ব ধরিলেক বলে।
অর্জ্জুন শুনিয়া আজ্ঞা করেন সকলে॥
আগে হৈল বৃষকেতু লয়ে ধনুর্ব্বাণ।
তাম্রধ্বজ সহ তার বাজিল সংগ্রাম॥
ডাক দিয়া বৃষকেতু বলে উচ্চস্বরে।
কে ধরিল যজ্ঞঘোড়া মরিবার তরে॥
যুধিষ্ঠিরসহায় আপনি নারায়ণ।
পাণ্ডবে জিনিতে নারে এ তিন ভুবন॥
তাম্রধ্বজ বলে কৃষ্ণ সভাকার পতি।
না বুঝিয়া কহ কেন কুৎসিত ভারতী॥
ভক্তের অধীন কৃষ্ণ ভজনেতে পাই।
এতিন ভুবনে তাঁর শত্রু কেহ নাই॥
পাণ্ডবের কৃষ্ণ বলি কর অহঙ্কার।
শুন বৃষকেতু জ্ঞান নাহিক তোমার॥
দেখিব কেমনে আজি জিনিবা সংগ্রাম।
অশ্ব দিয়া নিজদেশে করহ পয়াণ॥

মম পিতা অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভিল।
অশ্ব রাখিবার তরে মোরে পাঠাইল॥
ভাল হৈল এই অশ্ব দৈবে দিল আনি।
লইতে যজ্ঞের ঘোড়া না পারিবা তুমি॥
বৃষকেতু বলে শুন নৃপতিনন্দন।
জিনিয়া আনিল সঙ্গে যত রাজগণ॥
যুবনাশ্ব নীলধ্বজ হংসধ্বজ আদি।
পরাভব পেয়ে সভে আইল সংহতি॥
বৃথা অহঙ্কার কর মরিবা এখন।
নহে অশ্ব অর্জ্জুনে করহ সমর্পণ॥
বৃষকেতুবাক্যে বীর ক্রুদ্ধ হৈল মনে।
যুড়িল পঞ্চাশ বাণ ধনুকের গুণে॥
কর্ণের নন্দন নিবারিতে না পারিল।
তাম্রধ্বজ বাণে বীর জর্জ্জর হইল॥
দোঁহে মহাবলবন্ত নাহিক সোঁসর।
প্রাণপণে কৈল দোঁহে অনেক সমর॥
তবে তাম্রধ্বজ বীর পাঁচ বাণ দিয়া।
বৃষকেতুরথধ্বজ ফেলিল কাটিয়া॥
তূণ ধনু কাটিলেক রথের সারথি।
বিরথ হইল বৃষকেতু মহামতি॥
দশ বাণ তাম্রধ্বজ তাহাকে বিন্ধিল।
কর্ণের নন্দন রণে মূর্চ্ছাগত হইল॥
তবে যুবনাশ্ব রাজা সুবেগ সহিত।
করে বহু যুদ্ধ তাম্রধ্বজের সহিত॥
পিতা পুত্রে মূর্চ্ছিত হইল দুই জনে।
তবে অনুশাল্ব আসি প্রবেশিল রণে॥
তাম্রধ্বজ সহ কৈল অনেক সংগ্রাম।
ভূমিতে পড়িল দৈত্য হইয়া অজ্ঞান॥
তবে হংসধ্বজ আর সে বভ্রুবাহন।
প্রাণপণে দুই জনে কৈল বহু রণ॥
মহাবীর তাম্রধ্বজ ভয় নাহি করে।
জিনিতে নারিল কেহ তাম্রধ্বজ বীরে॥
প্রাণপণে যুঝে সভে অনেক প্রকারে।
অচেতন পড়ি গেল রথের উপরে॥
কেহ ভূমি পড়ি গেল হয়ে অচেতন।
তবে রণে প্রবেশিল কৃষ্ণের নন্দন॥
তাম্রধ্বজ সনে তেঁহ অনেক যুঝিল।
বাহুল্য কারণ তাহা নাহি লেখা গেল॥
তাম্রধ্বজ বাণে তাঁর শেষ হৈল তনু।
অচেতন হয়ে রণে পড়ে ফুলধনু॥
আইল সাত্যকি ভীম করিতে সমর।
ছাইল গগণ তবে এড়ি নানা শর॥

মহাবীর তাম্রধ্বজ ভয় নাহি করে।
কাটিল ভীমের গদা দিব্য পাঁচ শরে॥
ধনুর্ব্বাণ হাতে লয়ে বীর বৃকোদর।
তাম্রধ্বজ সহ কৈল অনেক সমর॥
সাত্যকি সাহস করি এড়ে নানা বাণ।
নৃপতিতনয় তাহা করে খান২॥
তবে তাম্রধ্বজ বীর আশী বাণ দিয়া।
বিন্ধিলেক ভীমসেনে জর্জ্জর করিয়া॥
অচেতন হয়ে বীর পড়িলেন রথে।
সারথি পড়িয়া গেল ভয় পায়ে চিতে॥
সাত্যকি সহিত তবে বাধে মহারণ।
তারে পরাজিল শিখিধ্বজের নন্দন॥
এ সব ঈশ্বরলীলা কেহ নাহি জানে।
যতেক পাণ্ডবসৈন্য পরাজিল রণে॥
তাহা দেখি অর্জ্জুনের ক্রোধ হৈল মনে।
গাণ্ডীব লইয়া বীর প্রবেশেন রণে॥
অর্জ্জুনে দেখিয়া তবে তাম্রধ্বজ বীর।
তীক্ষ্ণবাণ দিয়া তাঁর বিন্ধিল শরীর॥
অর্জ্জুন যতেক বাণ যুড়েন ধনুকে।
তাম্রধ্বজ নিবারিল বাণ দিয়া তাকে॥
নিবারিতে না পারিয়া তাম্রধ্বজশরে।
অর্জ্জুন জর্জ্জরঅঙ্গ রক্ত বহে ধারে॥
মহাকোপ উপজিল পাণ্ডুর নন্দনে।
ভয় পায়ে জিজ্ঞাসেন তবে নারায়ণে॥
ওহে কৃষ্ণচন্দ্র আমি না পারি যুঝিতে।
সংগ্রামে সমর্থ নহি তাম্রধ্বজ সাতে॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ বীরে পরাজিনু আমি।
নিবাত কবচ বিনাশিনু চক্রপাণি॥
খাণ্ডব দহিয়া আমি তুষিনু অনলে।
কালকেয় নিপাত করিনু বাহুবলে॥
সংগ্রাম করিয়া আমি তুষিনু শঙ্করে।
জিনিনু কৌরবগণে বিরাটনগরে॥
চিত্ররথ গন্ধর্ব্বেরে কৈনু অপমান।
আপনি জানহ তুমি আমার সংগ্রাম॥
সুরথ সুধন্বা আমি নিপাতিনু রণে।
যুঝিতে না পারি আমি তাম্রধ্বজসনে॥
বীর নাহি দেখি তাম্রধ্বজের সমান।
শুন কৃষ্ণ পাইলাম বড় অপমান॥
গোবিন্দ বলেন সখা ত্যজহ সমর।
মহাবলবান শিখিধ্বজের কোঙর॥
জিনিতে নারিবা তুমি তাম্রধ্বজ বীরে।
বৈষ্ণব উহার পিতা বিদিত সংসারে॥
গোবিন্দ বলেন সখা কর অবধান।
তুমি কিম্বা আমি হারি একই সমান॥
তোমাতে আমাতে সখা কিছু ভেদ নাই।
ভক্তের মর্য্যাদা আমি রাখিবারে চাই॥
শিখিধ্বজ সাহস আজি দেখাব তোমারে।
চল দুই জন যাই পুরের ভিতরে॥
শিখিধ্বজ সম দাতা নাহি ত্রিভুবনে।
সংগ্রাম ত্যজহ তুমি আমার বচনে॥
দ্বিজবেশ ধরিয়া রাজার ঠাঁই যাব।
নৃপতিসাহস আমি তোমারে দেখাব॥
পাইবা যজ্ঞের ঘোড়া ভয় নাহি মনে।
সংগ্রাম ত্যজিয়া তুমি আইস মোর সনে॥
এত শুনি ধনঞ্জয় কৃষ্ণের উত্তর।
ঈষদ হাসিয়া বীর ত্যজেন সমর॥
সংসারের সার তুমি দেব চক্রপাণি।
তোমার মহিমা আমি কি বলিতে জানি॥
পাণ্ডবের কৃষ্ণ বলি জানে সর্ব্বজন।
তব পদে ভক্তি মোর নাহি নারায়ণ॥
দর্পহারি তব নাম বিদিত সংসারে।
সাক্ষাতে সে সব তুমি দেখাও আমারে॥
এত শুনি কৃষ্ণচন্দ্র হাস্যমুখে কন।
তোমা বিনা সখা মম আছে কোন জন॥
রণজিনি তাম্রধ্বজ ছাড়ে সিংহনাদ।
চলিল বাপের ঠাঁই লইতে প্রসাদ॥
অশ্বমেধ পুণ্যকথা অমৃত আখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

## দীর্ঘ ত্রিপদী।

সংগ্রাম জিনিয়া রঙ্গে নিজ সৈন্য লয়ে সঙ্গে
তাম্রধ্বজ গেল নিকেতনে।
বসন ধরিয়া গলে জনকের পদতলে
প্রণমিল আনন্দিতমনে॥
তাম্রধ্বজ যোড়হাতে নিবেদন করে তাতে
শুন পিতা মম নিবেদন।
নর্ম্মদা নদীর কূলে অশ্ব রাখি কুতূহলে
সঙ্গে লয়ে নিজ সৈন্যগণ॥
এক অশ্ব হেনকালে উপনীত নদীকূলে
অনুচরে তাহাকে ধরিল।
যুধিষ্ঠির যজ্ঞহয় সঙ্গে আইল ধনঞ্জয়
পত্র পড়ি সব জানা গেল॥

নিযোজিয়া অনুচরে অশ্ব পাঠাইলাম ঘরে
যুদ্ধআশে রহিলাম আমি।
হয় গজ চারু রথে নানা অস্ত্র লয়ে হাতে
সৈন্য আইল লেখা নাহি জানি॥
ডাক দিয়া উচ্চস্বরে বলে মোরে কটুস্বরে
বৃষকেতু কর্ণের নন্দন।
এ তিন ভুবন মাঝে হেন কেবা বীর আছে
অর্জ্জুন সহিত করে রণ॥
পাঁচনি লইয়া হাতে কৃষ্ণচন্দ্র যার রথে
রথ অশ্ব চালান সারথি।
আর যত আছে বীর সংগ্রামেতে অতিধীর
জিনিতে না পারে সুরপতি॥
শুনি তার বাক্যজ্বাল হৃদয়ে বাজিল শাল
উদয় হইল বীররস।
বাণের অনলভয় স্বর্গে দেব স্থির নয়
তপোবনে কম্পিত তাপস॥
খাইয়া আমার বাণ বৃষকেতু হতজ্ঞান
পড়িয়া লোটায় ভূমিতলে।
আরোহিয়া মত্তহাতী অনুশাল্ব দৈত্যপতি
সংগ্রামে আইল হেনকালে॥
নানা অস্ত্র লয়ে হাতে যুঝিল আমার সাতে
নিজ মায়া করিল বিস্তর।
বাণাঘাতে জরজর কৈনু তার কলেবর
ভঙ্গ দিল দৈত্যের ঈশ্বর॥
তবে রাজা যুবনাশ্ব হাতে লয়ে মহাপাশ
পুত্রসহ প্রবেশিল রণে।
খাইয়া আমার বাণ পিতাপুত্রে হতজ্ঞান
ভূমিতে পড়িল অচেতনে॥
হংসধ্বজ নরপতি সাহস করিয়া অতি
সংগ্রাম করিল বহুতর।
গুণ ধনু তার বাণ কাটি করি খান২
অচেতন হইল নরবর॥
নীলধ্বজ রাজা আইল তাহার বিনাশ হৈল
ভূমিতে পড়িল অচেতন।
আরোহিয়া দিব্যরথে ধনুর্ব্বাণ লয়ে হাতে
রণে আইল শ্রীবভ্রুবাহন॥
বড় বলবান রাজা অনলসমানতেজা
সংগ্রাম করিল নানা মত।
দুইজনে সুসন্ধান করিলাম নানা বাণ
সেকথা কহিতে পারি কত॥
অচেতন হয়ে রণে পড়িল আমার বাণে
ভীম আইল করিতে সংগ্রাম।
সাত্যকি তাহার সাতে নানা অস্ত্র লয়ে হাতে
দুই জনে মহাবলবান॥
অনেক যুঝিল ভীম প্রতাপেতে সে অসীম
আগে ভয় জন্মিল অন্তরে।
শেষে ভঙ্গ দিয়া বীরে পলাইল দিগন্তরে
কহিলাম তোমার গোচরে॥
তবে আইল কৃষ্ণসুত মনে বড় হরষিত
কামদেব মহাবলবান।
যুঝিল আমার সাতে ধনুর্ব্বাণ লয়ে হাতে
কি কহিব সেসব ব্যাখ্যান॥
অবধান কর তাত পরাজিনু রতিনাথ
অচেতনে লোটায় ধরণি।
গাণ্ডীব লইয়া হাতে অর্জ্জুন আইল রথে
সারথি তাহার চক্রপাণি॥
যুঝিনু তাহার সনে ভয় না করিনু মনে
পরাভব পাইল কিরীটী।
পার্থ হইল অচেতন আশ্বাসেন নারায়ণ
পদাতিক পড়ে কোটি২॥
এই যুদ্ধ বিবরণ করিলাম নিবেদন
অশ্ব আনি দেখায় পিতারে।
শিখিধ্বজ হরষিত মনেতে পাইয়া প্রীত
আলিঙ্গনে তুষিল পুত্রেরে॥
মহাভারতের কথা শুনিলে ঘুচয়ে ব্যথা
কলির কলুষ বিনাশন।
কমলাকান্তের সুত হেতু সুজনের প্রীত
কাশীরাম দাস বিরচন॥

## অথ ব্রাহ্মণ বেশে ময়ূরধ্বজ রাজার সভায় কৃষ্ণার্জ্জুনের গমন।

### পয়ার।

পুত্রের বচন শুনি আনন্দ পাইল।
আলিঙ্গন দিয়া রাজা পুত্রকে তুষিল॥
শুভ সমাচার পুত্র কহিলা আমারে।
আইলেন নারায়ণ রত্নাবতী পুরে॥
সার্থক তপস্যা মম হইল এত দিনে।
দেখিব পরমানন্দে অর্জ্জুন মিলনে॥
বান্ধিয়া রাখহ ঘোড়া মিলাইল বিধি।
সবান্ধবে পুরশিব কৃষ্ণ গুণনিধি॥
শিব ব্রহ্মা ধ্যানে যারে দেখিতে না পায়।
হেন প্রভু আইলেন আমার সভায়॥

যার পাদপদ্মহইতে গঙ্গার জনন।
আইলেন মম পুরে সেই নারায়ণ ॥
যার পদ পরশে সানন্দ বসুমতী।
মুনিগণ যার পদ ভাবে দিবারাতি ॥
হেন যাদবেন্দ্র আইলেন মম পুরে।
পূর্ব্ব তপ ফলে আমি দেখিব তাঁহারে ॥
তুমি পুত্র আমার জন্মিলা শুভক্ষণে।
কৃষ্ণদরশন পাব অর্জ্জুনমিলনে ॥
শুনিলাম তব মুখে যুদ্ধবিবরণ।
বাহুবলে পরাজিলা শ্রীবভ্রুবাহন ॥
এক লক্ষ রাজা যার খাটে ছত্রতলে।
তাহাকে জিনিলা তুমি নিজবাহুবলে ॥
অনুশাল্ব যুবনাশ্ব বড় বীরবর।
তাহাকে জিনিলা তুমি করিয়া সমর ॥
হংসধ্বজ নীলধ্বজ পরাভব করি।
বিক্রমে জিনিলা তুমি বক হিড়িম্বারি ॥
সাত্যকি যে বৃষকেতু বড় বলবান।
তাহাকে জিনিলা তুমি বিক্রমে প্রধান ॥
পরাজিলা রতিনাথে আশ্চর্য্য কথন।
অর্জ্জুন তোমার বাণে হইল অচেতন ॥
এসব আশ্চর্য্য কথা শুনে লাগে ভয়।
একেলা করিলা তুমি সভার বিজয় ॥
পাণ্ডববান্ধব করিবেন আগমন।
অশ্বহেতু গোবিন্দের দেখিব চরণ ॥
এত বলি আনন্দে পুলকে নরপতি।
সমাজ করিল পাত্র মিত্রের সংহতি ॥
পুনঃ আলিঙ্গনে পুত্রে তোষে নৃপবর।
সিংহাসনে বসিলেন সভার ভিতর ॥
হেতা জনার্দ্দন যুক্তি বিচারিয়া মনে।
দ্বিজরূপ হইলেন অর্জ্জুনের সনে ॥
বৃদ্ধ বিপ্ররূপ হইলেন নারায়ণ।
রাজারে করিতে কৃপা করেন গমন ॥
খুঙ্গি পুথি কাখে শিষ্যরূপে ধনঞ্জয়।
নৃপতির স্থানে যান হইয়া নির্ভয় ॥
সমাজ করিয়া রাজা আছেন যেখানে।
তথা উপনীত কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সনে ॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাজা উঠিল সত্বরে।
প্রণমিয়া পাদ্য অর্ঘ্য দিল দ্বিজবরে ॥
যোড় হাত হয়ে রাজা বলেন বচন।
কি হেতু আইলা তুমি কহ বিবরণ ॥
রাজার বচন শুনি দেব নারায়ণ।
কপট করিয়া কৃষ্ণ কহেন বচন ॥
শুনহ নৃপতি মম দুঃখের কাহিনী।
কহিতে বদনে মম নাহি সরে বাণী ॥
কৃষ্ণশর্ম্মা নামে দ্বিজ তোমার নগরে।
পুত্রের সম্বন্ধ আমি কৈনু তার ঘরে ॥
বিবাহদিবস দৈবে নিকট হইল।
ইষ্ট বন্ধু কুটুম্ব নিমন্ত্রণে আইল ॥
বর লয়ে আসিতেছিলাম হরষিতে।
দৈবে এক সিংহ আসি আগুলিল পথে ॥
মম পুত্রে খাইবার চাহিল কেশরী।
ভয়ে আমি জিজ্ঞাসিনু যোড় হাত করি ॥
আমারে ভক্ষণ কর ছাড়িয়া পুত্রেরে।
এক পুত্র বিনা আর নাহিক সংসারে ॥
পুত্রশোক সহিবারে না পারিব আমি।
শুন সিংহ আমারে ভক্ষণ কর তুমি ॥
সিংহ বলে তোমা খায়ে প্রীতি না পাইব।
নবীন মাংসেতে আমি উদর পূরিব ॥
তপস্যায় শুষ্ক মাংস তোমার শরীরে।
খাইতে নারিব আমি কহিনু তোমারে ॥
পুত্রের নিমিত্তে মম হৈল বড় মায়া।
পুনঃ সিংহে কহিলাম যোড়হাত হৈয়া ॥
কি বস্তু পাইলে ছাড় আমার কুমারে।
আজ্ঞাকর সেই দ্রব্য দিব সে তোমারে ॥
তবে সিংহ কহিলেন নিদারুণবাণী।
সে কথা কহিতে নাহি পারি নৃপমণি ॥
রাজা বলে কহ দ্বিজ সেইত কথন।
কি কহিল কেশরী শুনিব বিবরণ ॥
বিপ্র বলে সেই কথা কহিতে না পারি।
যে নিষ্ঠুরবাক্য মোরে কহিল কেশরী ॥
শুন বিপ্র পুত্রের বাঞ্ছহ যদি প্রাণ।
ময়ূরধ্বজের অঙ্গ কাটি শীঘ্র আন ॥
নানা ভোগযুক্ত সেই রাজকলেবর।
খাইতে আমার বাঞ্ছা আছয়ে বিস্তর ॥
তবে সে ছাড়িব আমি তোমার নন্দনে।
এত বলি আজ্ঞা দিল পরমযতনে ॥
নিবন্ধ করিয়া তব আইলাম স্থান।
তুমি অঙ্গ দিলে রহে তনয়ের প্রাণ ॥
এই ভিক্ষা মাগি আমি তোমার গোচরে।
আইলাম হেতা ইহা করিয়া অন্তরে ॥
এতেক বচন বিপ্র বলে বারে২।
নিজতনু দিয়া তুমি রাখহ কুমারে ॥
দ্বিজের শুনিয়া কথা হরিষ রাজন।
দিব বলি অঙ্গীকার করিল তখন ॥

তাহা শুনি পাত্র মিত্র করে হাহাকার।
যোড় হাত করি বলে রাজার কুমার॥
তাম্রধ্বজ বলে পিতা শুন নিবেদন।
তুমি গেলে শূন্য হবে রাজসিংহাসন॥
আমি যাই দ্বিজসঙ্গে সিংহের সম্মুখে।
পরমহরিষে সিংহ খাইবে আমাকে॥
রাজা বলে তোমা যদি লয়ত ব্রাহ্মণ।
তবে সত্য হয় পুত্র আমার বচন॥
তবে তাম্রধ্বজ বড় সম্বিত পাইয়া।
দ্বিজ কাছে কহে কথা হরষিত হৈয়া॥
শুন দ্বিজ তোমারে করি যে নিবেদন।
যেই পিতা সেই পুত্র শাস্ত্রের কথন॥
আমার নবীন মাংসে তুষ্ট হবে হরি।
পুত্র লয়ে যাবা তুমি আপনার পুরী॥
সিংহাসন শূন্য হবে রাজার বিহনে।
আমি শিশুমতি প্রজা পালিব কেমনে॥
অনুমতি দেহ আমি যাই সিংহপাশে।
নিজপুত্র লয়ে তুমি যাহ গৃহবাসে॥
এত যদি কহিলেন নৃপতিনন্দন।
তাহা শুনি হাসি বলে কপটব্রাহ্মণ॥
যেই পুত্র সেই পিতা কহিলা প্রমাণ।
সমান শরীর তুমি ইথে নাহি আন॥
কিন্তু যে সিংহের কথা কহি যে তোমারে।
নৃপতির অর্দ্ধ অঙ্গ মাগিল আমারে॥
নৃপতির অর্দ্ধ অঙ্গ যদি পাই ভিক্ষা।
তবে সে আমার পুত্র পাইবেক রক্ষা॥
শুনহ ময়ূরধ্বজ আমার বচন।
সমস্তশরীরে মম নাহি প্রয়োজন॥
অর্দ্ধ অঙ্গ দিবা যদি বলহ আমারে।
পুত্রহেতু ভিক্ষা আমি মাগিনু তোমারে॥
রাজা বলে অর্দ্ধ অঙ্গ দিব আপনার।
ইহাতে তিলেক দুঃখ নাহিক আমার॥
অর্দ্ধ অঙ্গ ব্রাহ্মণে দিবেন নরপতি।
সমাচার পাইল পুরে রাণী কুমুদ্বতী॥
দুই চারি দাসী সঙ্গে আইল সেখানে।
যোড়হাত করি বলে দ্বিজসন্নিধানে॥
নৃপতির অর্দ্ধ অঙ্গ গণি যে আমাকে।
মোরে সিংহে দিয়া রাখ আপনবালকে॥
কেন সিংহাসন শূন্য কর দ্বিজবর।
আজ্ঞা দেহ আমি যাই সিংহের গোচর॥
আমাদরশনে তুষ্ট হইবে কেশরী।
পুত্র লয়ে যাহ তুমি আপনার পুরী॥

এত যদি রাজরাণী করিল সাহস।
গোবিন্দে নিন্দেন পার্থ হইয়া বিরস॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন শুনহ রাজন।
নারী বাম অঙ্গ তাহে নাহি প্রয়োজন॥
দক্ষিণাঙ্গ দেহ রাজা কহিল আমারে।
না জানি কহিলাম আমি তোমার গোচরে॥
দক্ষিণাঙ্গ দেহ মোরে শুন নরপতি।
মন দিয়া শুন তুমি সিংহের ভারতী॥
স্ত্রী পুত্রে করাত দিয়া তোমারে চিরিবে।
তবে তব অর্দ্ধ অঙ্গ কেশরী লইবে॥
কেশরী কহিল এই নিষ্ঠুর বচন।
তবে সে পাইব আমি আপননন্দন॥
পরকালে তরিবারে এত যতন করি।
পুত্র বিনা নিদানে নরকে ঘুরে মরি॥
অতএব এ ভিক্ষা মাগিলাম তোমারে।
কাতর না হও অর্দ্ধ অঙ্গ দেহ মোরে॥
দক্ষিণাঙ্গ দিয়া হে পূরাহ অভিলাষ।
পরিণামে তোমার হইবে স্বর্গে বাস॥
শিখিধ্বজ বলে অর্দ্ধ অঙ্গ দিব আমি।
ক্ষণেক বিলম্ব কর দ্বিজবর তুমি॥
রাজা বলে তাম্রধ্বজ আর রহ কেনে।
করাতে চিরহ আমাসভাবিদ্যমানে॥
এত বলি স্নান দান করিয়া নৃপতি।
সভাতে বসিল রাজা দিব্যাসন পাতি॥
বসিল ময়ূরধ্বজ পূর্ব্বমুখ হৈয়া।
নবীনতুলসীমালা গলায় পরিয়া॥
স্নান করি তাম্রধ্বজ জননীর সনে।
হাতেতে করাত নিল আনন্দিতমনে॥
ব্রাহ্মণের আজ্ঞা পুন লয়ে যোড়হাতে।
করাত দিলেন তবে জনকের মাথে॥
অর্দ্ধ অঙ্গ রাজা দেয় উঠিল ঘোষণা।
দেখিতে আইল যত নগরের জনা॥
শিশু বৃদ্ধ যুবা কেহ না রহিল ঘরে।
স্ত্রী পুরুষ উপনীত নৃপতির পুরে॥
পথে যাইতে পরস্পর কহে কোন জন।
আপনারে নাশে রাজা ধর্ম্মের কারণ॥
কেহ বলে ধন্য২ শিখিধ্বজ রায়।
নিজ তনু দিয়া রাজা স্বর্গপুরী যায়॥
কেহ বলে ক্লেশ বিনা নাহি হয় ধর্ম্ম।
কেহ বলে নৃপতি করিল বড় কর্ম্ম॥
অনিত্য শরীর এই বিচারিয়া মনে।
আপনার অঙ্গ রাজা দিলেক ব্রাহ্মণে॥

চল২ দেখি গিয়া নৃপতিসাহস।
ভুবন ভরিয়া রাজা রাখিলেক যশ॥
দূর হবে যত পাপ রাজদরশনে।
দেখিলে সাহস হয় সত্য জানি মনে॥
এত বলি সর্ব্ব জন তথায় চলিল।
নৃপতির পুত্র পত্নী করাত ধরিল॥
শিখিধ্বজ রাজা বলে শুন কুমদ্বতি।
আমাকে চিরিতে নাহি হবা দুঃখমতি॥
করাত করহ আমি ভয় নাহি করি।
চিরহ মস্তক মম শুদ্ধ চিত্ত ধরি॥
মায়ে পোয়ে আনন্দিত বাপের বচনে।
চিরিছে মস্তক তার কৃষ্ণবিদ্যমানে॥
নৃপতির পুরেতে উঠিল হাহাকার।
বামচক্ষে রাজার পড়িল জলধার॥
অন্তর্যামী ভগবান জানেন সকল।
বলেন ঈষদ হাসি ভকতবৎসল॥
আর অর্দ্ধ অঙ্গে মম নাহি প্রয়োজন।
অশ্রদ্ধায় দান আমি না করি গ্রহণ॥
কান্দিয়া অর্দ্ধেক অঙ্গ তুমি দিলা মোরে।
এ দান লইয়া আমি নারি তরিবারে॥
না চিরিহ নৃপতিরে শুন রাজরাণি।
কাতর হইলে দান নাহি লব আমি॥
এত বলি নারায়ণ ধনঞ্জয়সাথে।
সভা ত্যজি উঠিলেন আপনি ত্বরিতে॥
কুমদ্বতী বলে নৃপে যোড়হাত হৈয়া।
না নিলেন দান দ্বিজ কিসের লাগিয়া॥
শুনিয়া কহিল রাজা প্রিয়ার বচন।
কাতর দেখিয়া দান না নিল ব্রাহ্মণ॥
এত বলি রাজা বামনেত্রে জল ঝরে।
যোড়হাত হয়ে বলে কপটদ্বিজেরে॥
বামনয়নেতে মম দেখি জলধার।
কাতর হইলাম মনে হইল তোমার॥
তোমার সাক্ষাতে সত্য কথা কহি আমি।
করাতের কথা নয় শুন দ্বিজমণি॥
যে কারণে অশ্রুপাত বামনয়নেতে।
তাহার কারণ আমি কহি যে তোমাতে॥
দক্ষিণাঙ্গ তুমি মম করিলা গ্রহণ।
অভিমানে বামচক্ষু করয়ে ক্রন্দন॥
এই আপনার দোষ কহি যে তোমারে।
দক্ষিণাঙ্গ লয়ে তুমি যাহত সত্বরে॥
এত বাক্য রাজা বলে কৃষ্ণবিদ্যমানে।
তাহা শুনি নারায়ণের দয়া হৈল মনে॥

হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ শুন নরপতি।
আমি তোমা পরীক্ষিলাম অর্জ্জুনসংহতি॥
তাম্রধ্বজ যুদ্ধে বড় সম্প্রীতি পাইয়া।
আইলাম পার্থসঙ্গে কপট করিয়া॥
তোমার সাহস যত দেখিলাম আমি।
ঘুষিতে রাখিলা যশ ধন্য রাজা তুমি॥
এত বলি বিপ্ররূপ ত্যজিয়া মুরারি।
সেইক্ষণে হইলেন শঙ্খচক্রধারী॥
গদাপদ্ম চতুর্ভুজ বনমালা গলে।
মকর কুণ্ডল কর্ণে ঝলমল করে॥
হরি ভক্তবৎসল জানেন নানা মায়া।
মুগ্ধ করিলেন নিজমূর্ত্তি প্রকাশিয়া॥
ভবেত ময়ূরধ্বজ হরষিত হৈয়া।
প্রণমিল কৃষ্ণপদে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া॥
পরশিলে নৃপশির দেব জগৎপতি।
হইল ময়ূরধ্বজ সুন্দরমুরতি॥
তা দেখি উঠিল পুরে জয়২কার।
প্রণমিল কৃষ্ণপদে রাজার কুমার॥
কৃষ্ণপদ পরশিল রাজার রমণী।
আশীর্ব্বাদ সভারে দিলেন চক্রপাণি॥
যোড়হাতে শিখিধ্বজ করেন স্তবন।
পরম কারণ তুমি দেব নিরঞ্জন॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিন রূপ তুমি।
তোমার মহিমা প্রভু কি বলিব আমি॥
করে পরশিলা তুমি আমারে শ্রীহরি।
আমার ভাগ্যের কথা সীমা দিতে নারি॥
সিদ্ধ হৈল অশ্বমেধ শুন নারায়ণ।
অশ্ব লহ যজ্ঞে মম নাহি প্রয়োজন॥
এত বলি দুই অশ্ব সেখানে আনিল।
কৃষ্ণের সম্মুখে অশ্ব অর্জ্জুনেরে দিল॥
অর্জ্জুনের হাতে ধরি করিল প্রবোধ।
ক্ষম অপরাধ মম তুমি মহাযোধ॥
তাম্রধ্বজ যুদ্ধ কৈল তোমার সংহতি।
ক্ষমহ সকল দোষ পাণ্ডবের পতি॥
অর্জ্জুন বলেন রাজা নহে অবিচার।
আচরিল ক্ষত্রধর্ম্ম তনয় তোমার॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন শুন নৃপবর।
যুধিষ্ঠিরযজ্ঞে যাবা হস্তিনা নগর॥
আমন্ত্রণ তোমারে দিলেন নরপতি।
কহিলাম তোমারে যে কর অবগতি॥
ময়ূরধ্বজ বলে আমি অর্জ্জুনের সাতে।
আজ্ঞা দেহ যাই আমি তুরঙ্গ রাখিতে॥

তাম্রধ্বজপুত্রে ডাকি সকলি কহিল।
পুরী রাখিবারে সেই অঙ্গীকার কৈল॥
অর্জ্জুনের সঙ্গে রাজা চলিল আপনি।
সঙ্গেতে চলিল সৈন্য লেখা নাহি জানি॥
মূর্চ্ছাগত সৈন্য যত আছিল সমরে।
কৃষ্ণআজ্ঞা পায়ে সভে চলিল সত্বরে॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃতলহরি।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি॥

অথ সরস্বতীপুরে পাণ্ডবের প্রবেশ
ও যমের সহিত যুদ্ধ।

শ্রীজনমেজয় বলে কহ মহামুনি।
কোন দেশে গেল ঘোড়া কহ দেখি শুনি॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন জনমেজয়।
সরস্বতীপুরে গেল পাণ্ডবের হয়॥
বীরব্রহ্মা রাজা নামে তার অধিকারী।
সেই দেশে যান পার্থ সহিত শ্রীহরি॥
বীরব্রহ্মা নৃপতির পুত্র পঞ্চজন।
মহাবলবান তারা গুণে বিচক্ষণ॥
ধনুর্ব্বাণ হাতে তারা আছিল নগরে।
দৈবে দুই অশ্ব তারা দেখিল গোচরে॥
বীরবেশে অহঙ্কারে তুরগ ধরিল।
অনুচরে নিযোজিয়া পুরে পাঠাইল॥
ধনুর্ব্বাণ হাতে নিল পঞ্চ সহোদর।
সৈন্যেতে বেষ্টিত রহে করিতে সমর॥
তুরগ ধরিল বীরব্রহ্মার নন্দন।
তাহা শুনি অর্জ্জুনের বিষণ্ণবদন॥
আগে হৈল বৃষকেতু ধনুর্ব্বাণ করে।
বৃষকেতু ডাক দিয়া বলয়ে তাহারে॥
কে ধরিল যজ্ঞহয় দেহ পরিচয়।
আয়ুঃশেষ হৈল কার যাবে যমালয়॥
বৃষকেতুবচনে কহিল পঞ্চ জন।
মোরা অশ্ব ধরি বীরব্রহ্মার নন্দন॥
যজ্ঞহেতু জনকের আছে অভিলাষ।
অশ্বমেধযজ্ঞ করি যাবে স্বর্গবাস॥
দৈবে আসি দুই অশ্ব মিলিল নগরে।
কে তোমরা পরিচয় দেহত আমারে॥
বৃষকেতু বলে আমি কর্ণের নন্দন।
পরিচয় তব সঙ্গে কোন প্রয়োজন॥
বাক্যজ্বালে দোঁহাকার ক্রোধ উপজিল।
বৃষকেতু দশ বাণ ধনুকে যুড়িল॥
বীরব্রহ্মাপুত্র তাহা নিবারিল বাণে।
মারিল বিংশতি বাণ কর্ণের নন্দনে॥
বাণাঘাতে বৃষকেতু মনে পায়ে ভয়।
হাতে বাণে আগে হৈল অর্জ্জুনতনয়॥
চিত্রাঙ্গদাসুত বীর বরিষয়ে বাণ।
পঞ্চ জনে বিন্ধিয়া করিল খান২॥
বৃষকেতু বভ্রুবাহ বরিষয়ে শর।
বাণাঘাতে ভঙ্গ দিল পঞ্চ সহোদর॥
গজ বাজি পদাতিক ক্ষয় হৈল রণে।
নিবেদয়ে পঞ্চ ভাই জনকের স্থানে॥
যুদ্ধবিবরণ যত বাপেরে কহিল।
তাহা শুনি বীরব্রহ্মার ক্রোধ উপজিল॥
জামাতার প্রতি তবে কহিল নৃপতি।
রাখহ আমার দেশ করিয়া শকতি॥
পরাভব পাইল মম পুত্র পঞ্চ জন।
আপনি সাজিয়া যাহ করিবারে রণ॥
তোমার সাহসে কারে ভয় নাহি করি।
বাহুবলে তুমি রক্ষা কর মম পুরী॥
শ্বশুরের বাক্য শুনি সূর্য্যের নন্দন।
দণ্ড ধরি মহিষে করয়ে আরোহণ॥
সংগ্রামে শমন আইল দণ্ড লয়ে হাতে।
দরশনে সৈন্যগণ ভয় পায় তাতে॥
বভ্রুবাহআদি করি যত বীরগণ।
প্রাণপণে কৈল সভে বাণবরিষণ॥
শেল টাঙ্গি নানা অস্ত্র মুষল মুদ্গর।
ভিন্দিপাল ক্ষুরপ্রাদি বাণ প্রাণহর॥
সাহসে যুঝিছে যত পাণ্ডবের গণ।
শমন দণ্ডেতে সব করে নিবারণ॥
যুবনাশ্ব অনুশাল্ব সুবেগ কুমার।
ধনুক ধরিয়া সভে করে মহামার॥
হংসধ্বজ নীলধ্বজ বরিষয়ে বাণ।
সাত্যকি ধনুক ধরি করয়ে সংগ্রাম॥
গদা হাতে ভীমসেন প্রবেশিল রণে।
যমের সংগ্রাম দেখি ভয় পায় মনে॥
প্রদ্যুম্ন বীরবর অনেক যুঝিল।
যমের সংগ্রামে সভে বিষণ্ণ হইল॥
ভয়ে ভঙ্গ দিল সভে রণ পরিহরি।
যুঝিতে অর্জ্জুন আইলেন ধনু ধরি॥
সাহস করিয়া করিলেন বহু রণ।
দণ্ড হস্তে যম সব করে নিবারণ॥
ব্রহ্মঅস্ত্র পাশুপত সন্ধান পূরেন।
সংগ্রাম সমতা নহে ভয় পাইলেন॥

যুদ্ধ ত্যজি পার্থ জিজ্ঞাসেন নারায়ণে।
সংগ্রামে আইল যম কিসের কারণে॥
কৃষ্ণ কহিলেন আদি অন্তের কথন।
শুনিয়া প্রবোধ পান কুন্তীর নন্দন॥
সেই কথা কহি আমি শুন নরপতি।
শুনি ভারতের কথা কৃষ্ণে হয় মতি॥
শুন রাজা জনমেজয় অপূর্ব্বকাহিনি।
বীরব্রহ্মা কন্যা নাম হয় যে মালিনী॥
পরমসুন্দরী কন্যা জিনি রতিরূপ।
দুহিতা দেখিয়া বড় আনন্দিত ভূপ॥
দিনে২ সেই কন্যা বাড়িতে লাগিল।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন কলাতে পূরিল॥
বিবাহের যোগ্যা কন্যা দেখিয়া তখনে।
বীরব্রহ্মা মহারাজ বিচারিল মনে॥
বিবাহের যোগ্যা হইল ভাল নহে কায।
কালাতীত হৈলে কন্যা হয় লোকলাজ॥
স্বয়ম্বরহেতু রাজা বিচারিল মনে।
ডাকিয়া বলিল যত পাত্র মিত্রগণে॥
স্বয়ম্বর উদ্যোগ শুনিয়া রূপবতী।
যোড়হাতে জনকেরে বলিল ভারতী॥
কিসের লাগিয়া তুমি কর স্বয়ম্বর।
যমে আমি বরিয়াছি মনের ভিতর॥
যমে আনি বিবাহ করাও নরপতি।
ত্রিভুবনে মম যোগ্য দেখি সেই পতি॥
মরিলে সকলে যায় যমের নগরী।
আর কাকে বরিব তাহাকে পরিহরি॥
দুহিতার বাক্য শুনি বীরব্রহ্মা রায়।
মহামুনি নারদেরে আনিল সভায়॥
নৃপাদেশ পায়ে আইলেন তপোধন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাজা বন্দিল চরণ॥
কহিল আপন কথা করিয়া বিনয়।
মহামুনি নারদ গেলেন যমালয়॥
নারদে দেখিয়া যম করিল আদর।
যোগাইল পাদ্য অর্ঘ্য আসন সত্বর॥
যম বলে কিহেতু আইলা তপোধন।
মম ভাগ্যে তোমার হইল আগমন॥
নারদ বলেন যম শুন মন দিয়া।
বীরব্রহ্মা রাজা মোরে দিল পাঠাইয়া॥
মালিনী নামেতে তার কন্যা সুলোচনা।
তুমি স্বামী হবা তার আছয়ে বাসনা॥
এইহেতু আগমন তোমার গোচরে।
আমার বচনে চল সরস্বতীপুরে॥

অলঙ্ঘ্য মুনির বাক্য লঙ্ঘিতে নারিয়া।
রবিসুত যাত্রা কৈল ব্যাধিগণ লৈয়া॥
যমআগমনে ব্যাধি লোকেরে পীড়িল।
ব্যাধিভয়ে লোক সব দুঃখিত হইল॥
তবে নারদেরে জিজ্ঞাসিল নরপতি।
ব্যাধি হেতু প্রজানাশ কি হবে যুকতি॥
মুনি বলে রাজধর্ম্মপথে দেহ মন।
ব্যাধি বল না করিবে শুনহ বচন॥
নারদের বাক্যে বীরব্রহ্মা নরপতি।
পাত্র মিত্র প্রজা সভে ধর্ম্মে দিল মতি॥
তবে রাজা জিজ্ঞাসিল নারদের স্থানে।
যমের বিলম্ব প্রভু কিসের কারণে॥
মুনি বলে আসিবেন সূর্য্যের নন্দন।
নিশ্চয় তোমার কন্যা করিবে গ্রহণ॥
মালিনীর অভিলাষ বুঝিয়া অন্তরে।
শমন আইল বীরব্রহ্মার গোচরে॥
পরিচয় আপনার কহিল রাজনে।
হরষিত বীরব্রহ্মা যমআগমনে॥
শুভক্ষণ করি কন্যা দিল নরপতি।
মালিনীর সঙ্গে হইল পরমপীরিতি॥
তবে বীরব্রহ্মা বলে যমের গোচরে।
কৃপা করি আপনি থাকিবা মম পুরে॥
যম বলে শুন রাজা আমার বচন।
কত দিন পুরে তব করিব বঞ্চন॥
নর নারায়ণ দোঁহে না দেখি যাবৎ।
সত্য কহিলাম আমি থাকিব তাবৎ॥
রাজা বলে হবে মম কৃষ্ণদরশন।
নিশ্চয় কহিলা তুমি এ সব বচন॥
আমি যবে নারায়ণে দেখিব নয়নে।
সেই কালে যাবা তুমি আপন ভুবনে॥
যমের বচন যদি না হইল আন।
অর্জ্জুনসহিত পুরে যান ভগবান॥
জামাতার সঙ্গে যুদ্ধে আইল রাজন।
আপনি অর্জ্জুনে কহিলেন নারায়ণ॥
শুন রাজা জনমেজয় কহিনু তোমারে।
বীরব্রহ্মা রাজা গেল সংগ্রামভিতরে॥
দুজনে করিল রণ অর্জ্জুনের সনে।
জর্জ্জর হৈলেন পার্থ দোঁহাকার বাণে॥
যুদ্ধকালে ক্রোধ করি পাণ্ডুর কুমার।
এড়েন বৈষ্ণবঅস্ত্র বিষ্ণু অবতার॥
দেখিয়া পলায় বীরব্রহ্মা নৃপমণি।
হাতে দণ্ড করি যম যুঝেন আপনি॥

যম দেখি কুপিত হইল হনুমান।
লাঙ্গূলে যড়ায় তার সব পুরীখান॥
সাগরে ফেলাব আমি হেন কৈল মনে।
দণ্ড ত্যজি যম গেল গোবিন্দচরণে॥
হনূমানে আমার নাহিক অধিকার।
আপনি রাখহ তুমি সংসারের সার॥
গোবিন্দ বলেন তুমি বল হনূমানে।
রাখিবে রাজার পুরী তোমার বচনে॥
তবে হনূমানে যম করিল বিনয়।
মহাবলবান তুমি বায়ুর তনয়॥
তোমার সমান বীর নাহি ত্রিভুবনে।
বিনাশিলা লঙ্কা পুরী আপনবিক্রমে॥
সরস্বতী পুরীখান মোরে দেহ দান।
বিনয় আমার রাখ বীর হনূমান॥
তুলিল লাঙ্গুল বীর ঈষদ হাসিয়া।
কৃষ্ণপাশে গেল যম যোড় হাত হৈয়া॥
প্রণমিয়া কহিলেক দেবনারায়ণে।
রাজারে সদয় হও মম নিবেদনে॥
অনুমতি দেন কৃষ্ণ যমের উত্তরে।
বীরব্রহ্মা রাজা গেল কৃষ্ণের গোচরে॥
তুরগ থুইয়া আগে করিল প্রণতি।
নর নারায়ণ দেখি আনন্দিতমতি॥
যোড় হাতে বীরব্রহ্মা করিল স্তবন।
হইলেন প্রসন্ন নৃপেতে নারায়ণ॥
বিদায় হইয়া যম গেল নিজপুরী।
তবে নৃপতিরে আজ্ঞা করেন শ্রীহরি॥
যুধিষ্ঠিরযজ্ঞে তুমি করহ গমন।
শুন বীরব্রহ্মা তোমায় কৈনু নিমন্ত্রণ॥
বীরব্রহ্মা বলে আমি ত্যজিলাম পুর।
অর্জ্জুন সঙ্গেতে যাব শুনহ ঠাকুর॥
পুত্রে সিংহাসন দিয়া বীরব্রহ্মা রায়।
অর্জ্জুনসহিত অশ্ব রাখিবারে যায়॥
কহিনু তোমারে আমি এই বিবরণ।
অশ্বসঙ্গে আপনি চলেন নারায়ণ॥
মহাভারতের কথা অমৃতসমান।
কাশীরাম দাসে কহে শুনে পুণ্যবান॥

অথ কৌণ্ডিন্য পুরে পাণ্ডবেরদের
প্রবেশ ও চন্দ্রহংস রাজার কথা।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জনমেজয়।
কৌণ্ডিন্যনগরে গেল পাণ্ডবের হয়॥
সেই দেশে চন্দ্রহংস নাম নরপতি।
পরমধার্ম্মিক রাজা বিষ্ণুতে ভকতি॥
প্রবেশ করিল ঘোড়া কৌণ্ডিন্যনগরে।
দূত গিয়া সমাচার দিলেক রাজারে॥
তাহা শুনি চন্দ্রহংস অশ্বকে ধরিল।
লিখন পড়িয়া সব বৃত্তান্ত জানিল॥
যুধিষ্ঠির রাজা অশ্বমেধযজ্ঞ করে।
অনুজ অর্জ্জুন আইল অশ্ব রাখিবারে॥
তাহা শুনি আনন্দে পুলকে নরপতি।
দেখিব গোবিন্দে পার্থরথের সারথি॥
অর্জ্জুনের মিলনে দেখিব নারায়ণে।
সফল আমার জন্ম হইল এত দিনে॥
এত বলি দুই অশ্ব ধরিয়া সত্বরে।
বান্ধিয়া রাখিল হয় নিজঅন্তঃপুরে॥
সেই পুরে বায়ু প্রবেশিতে নাহি পারে।
শুনি অর্জ্জুনের চিন্তা হইল অন্তরে॥
হেনকালে নারদ আইলেন সেখানে।
অর্জ্জুন প্রণমিলেন মুনির চরণে॥
আশীর্ব্বাদ দিয়া মুনি বসিয়া আসনে।
পাইলেন সম্প্রীতি শ্রীকৃষ্ণদরশনে॥
অর্জ্জুন বলেন প্রভু শুন নিবেদন।
কোথা গেল দুই অশ্ব সর্ব্বসুলক্ষণ॥
অশ্ব না দেখিয়া অতি দুঃখিত অন্তরে।
কৃপা করি তার তত্ত্ব বলহ আমারে॥
নারদ বলেন শুন পাণ্ডুর তনয়।
চন্দ্রহংস পুরে দেখিলাম দুই হয়॥
অর্জ্জুন বলেন রাজা কাহার সন্ততি।
ধরিল আমার ঘোড়া কেমন শকতি॥
নারদ বলেন শুন তাহার কথন।
চন্দ্রহংস মহারাজ বিষ্ণুপরায়ণ॥
তার দুই পুত্র আছে অতি অনুপম।
মকরাক্ষ পদ্মাক্ষ এ উভয়ের নাম॥
ধরিল তোমার ঘোড়া নিজঅহঙ্কারে।
চন্দ্রহংসের যত কথা কহিব তোমারে॥
আদ্যোপান্ত যাবৎ কহেন মুনিবর।
তাহা শুনি ধনঞ্জয় সম্প্রীতঅন্তর॥
জিজ্ঞাসে জনমেজয় শুন তপোধন।
বিস্তারিয়া কহ চন্দ্রহংসের কথন॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন নরপতি।
আদ্যোপান্ত কহি চন্দ্রহংসের ভারতী॥
বড় দুঃখী ছিল চন্দ্রহংস শিশুকালে।
ধার্ম্মিক তাহার সম নাহি ভূমণ্ডলে॥

দধিমুখ তার পিতা বিষ্ণুপরায়ণ।
ধর্ম্ম কর্ম্ম বিনা আর না জানে রাজন॥
অপুত্রক হয়ে রাজা আছে চিরকাল।
পুত্রের কারণে যজ্ঞ কৈল মহীপাল॥
কত দিনে চন্দ্রহংস হইল উৎপত্তি।
পুত্রদরশনে রাজা আনন্দিতমতি॥
পুত্রের নিমিত্তে রাজা কৈল নানা দান।
গজ বাজি বিলাইল বিচিত্র বিমান॥
পরকূটে মরিল দধিমুখ নরপতি।
স্বামির মরণে মৈল রাজার যুবতি॥
তিন দিবসের শিশু কিছু নাহি জানে।
ধাত্রীতে পোষিল তারে পরমযতনে॥
রক্ত শূলরোগে ধাত্রী নিধন পাইল।
মাতামহগণ তবে শিশু লয়ে গেল॥
পরমযতনে তারে করয়ে পালন।
রাখিলেন চন্দ্রহংসে দেব নারায়ণ॥
দিনে২ রাজপুত্র বাড়িতে লাগিল।
চন্দ্রহংস বলিয়া শিশুর নাম দিল॥
পঞ্চ বৎসরের হইল কুমার সুন্দর।
মাতামহগৃহে আছে হরিষ অন্তর॥
শুনহ জনমেজয় অপূর্ব্বকাহিনি।
চন্দ্রহংসে যেমতে রাখেন চক্রপাণি॥
ধৃষ্টবুদ্ধি নামেতে রাজার পাত্র ছিল।
পরকূটে মিশাইয়া রাজারে মারিল॥
আপনি করয়ে রাজ্য বসি সিংহাসনে।
জন্মিয়াছে চন্দ্রহংস ইহা নাহি জানে॥
প্রতিদিন মন্ত্রী করে পুরাণ শ্রবণ।
প্রজাকে পীড়য়ে ধর্ম্মপথে নাহি মন॥
হের দেখ দেবমায়া কে বুঝিতে পারে।
নগরনিবাসি যত যায় রাজপুরে॥
শুনয়ে পুরাণ পাঠ করিয়া যতন।
শিশুসঙ্গে চন্দ্রহংস করয়ে গমন॥
বসিয়া সমাজে শিশু শাস্ত্রকথা শুনে।
ভক্তির উদয় হইল পুরাণশ্রবণে॥
শিশু দেখি আনন্দিত যত দ্বিজগণ।
মন্ত্রিকে জিজ্ঞাসে এই কাহার নন্দন॥
নৃপতিলক্ষণ দেখি জিজ্ঞাসি তোমারে।
রাজা হইবেক এই কৌণ্ডিন্যনগরে॥
অন্যথা ইহাতে নাহি শুন মন্ত্রিবর।
কহিনু ভবিষ্য কথা তোমার গোচর॥
মন্ত্রী বলে নাহি জানি কাহার নন্দন।
অকস্মাৎ কি কথা কহিলা দ্বিজগণ॥

বিপ্র বলে এই শিশুর নিরখিয়া মূর্ত্তি।
লক্ষণে জানিনু হবে রাজচক্রবর্ত্তী॥
জন্মিল তোমার রিপু ইথে নাহি আন।
শুন মন্ত্রী আপনাকে হও সাবধান॥
বিপ্রের বচনে মন্ত্রী বিস্ময় পাইল।
শিশুর বৃত্তান্ত লোকমুখেতে শুনিল॥
দধিমুখপুত্র চন্দ্রহংস নরপতি।
শুনিল লোকের মুখে নিশ্চয়ভারতী॥
ধৃষ্টবুদ্ধি দ্বিজসঙ্গে করিল বিচার।
মনেতে লাগিল প্রভু বচন তোমার॥
এই শিশু বিনাশিতে করিব যতন।
বিপ্র বলে এই শিশুর নাহিক মরণ॥
তাহা শুনি ধৃষ্টবুদ্ধি গেল নিজপুরে।
বিরলে বসিয়া মন্ত্রী মনেতে বিচারে॥
ব্যাধি ঋণ রিপু শেষ থাকিলে বিষম।
মিথ্যা নহে এই কথা কহে সর্ব্ব জন॥
এই কালে বিনাশিব নৃপতিকুমারে।
নহে অবশেষে দুঃখ দিবেক আমারে॥
ধৃষ্টবুদ্ধি মন্ত্রী তবে মনে বিচারিয়া।
আদেশিল চণ্ডালেরে হরষিত হইয়া॥
চন্দ্রহংসে মার তুমি করিয়া যতন।
তোমারে তুষিব আমি দিয়া নানা ধন॥
মন্ত্রির বচনে তারা করিল স্বীকার।
শিশু বিনাশিব প্রভু কত বড় ভার॥
মন্ত্রী বলে তত্ত্ব যেন কেহ নাহি জানে।
ছল করি তারে লয়ে যাবা ঘোরবনে॥
আজ্ঞায় চণ্ডালগণ চলিল ত্বরিতে।
বনে প্রবেশিল চন্দ্রহংসে লয়ে সাতে॥
দূরে গেল যথা নাহি মনুষ্যসঞ্চার।
বন দেখি ভয় পাইল নৃপতিকুমার॥
বুঝিতে ঈশ্বরলীলা কেহ নাহি পারে।
দয়া উপজিল দেখ চণ্ডালশরীরে॥
চণ্ডাল সকল মেলি করিল যুকতি।
নয়নে না দেখি মোরা এমত মূরতি॥
কিমতে বধিব এই শিশুর জীবন।
কেহ বলে না মারিব শিশু সুলক্ষণ॥
বামপদের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি যে কাটিল।
কুক্কুর কাটিয়া রক্ত রাজারে দেখাইল॥
ধৃষ্টবুদ্ধি খলমতি হরিষ অন্তরে।
সম্প্রীতি পাইয়া তবে সুখে রাজ্য করে॥
কলিঙ্গ নামেতে মন্ত্রী তার এক জন।
মৃগয়া করিতে সেই করিল গমন॥

শুনিল বনের মধ্যে শিশুর ক্রন্দন।
কলিঙ্গ শিশুকে দেখি আনন্দিতমন॥
অপুত্রক সেই শিশু দেখিয়া নয়নে।
হরষিতে লয়ে গেল নিজনিকেতনে॥
চন্দ্রহংস আপনার পরিচয় দিল।
শুনিয়া কলিঙ্গ মনে সম্প্রীতি পাইল॥
দিন কত পরে দিল নগরে ঘোষণা।
কলিঙ্গের পুত্র হৈল বলে সর্ব্বজনা॥
ধৃষ্টবুদ্ধি শুনিলেক সে সব কাহিনী।
যাচকে দিলেক যত নানা ধন মণি॥
অপুত্রক ছিল পাত্র হইল সুসন্ততি।
শুনিয়া পাইল মনে অনেক পীরিতি॥
এথা চন্দ্রহংস শিশু বাড়ে দিনে২।
অস্ত্র শাস্ত্র নানা বিদ্যা জানিলেক ধ্যানে॥
ষোড়শবৎসর হৈল শিশু বলবান।
শয়ন স্বপনে ভাবে দেব ভগবান॥
একাদশীব্রত করি পূজে গদাধরে।
তাহা দেখি কলিঙ্গ হরষিত অন্তরে॥
বৈষ্ণব হইল পুত্র বিষ্ণুতে ভকতি।
হের দেখ সংসর্গের গুণ নরপতি॥
কলিঙ্গনগরে ছিল যত প্রজাগণ।
চন্দ্রহংস ডাকি সভা বলয়ে বচন॥
একাদশী করি সভে পূজ নারায়ণ।
নিশ্চয় আমার বাক্য শুন প্রজাগণ॥
যদ্যপি করিবা মোর নগরে বিশ্রাম।
শুদ্ধচিত্ত হয়ে সভে কর হরিনাম॥
পাষণ্ড জনার মুখ না দেখিব আমি।
ব্রত করি আনন্দে পূজহ চক্রপাণি॥
একাদশীব্রত যেই জনা না করিবে।
সত্য কহিলাম এই দেশে না থাকিবে॥
জীবহিংসা না করিবে আমার সংসারে।
এই নিরূপণ আমি কহিনু সভারে॥
স্বধর্ম্মে থাকিয়া পূজ দেব নারায়ণে।
অন্তেতে পাইবে স্বর্গ শাস্ত্রের লিখনে॥
কৃষ্ণপদে যেই জন হইবেক বাম।
কলিঙ্গনগরে তারে নাহি দিব স্থান॥
এত যদি চন্দ্রহংস বলিল বচন।
সমাদরে নিল আজ্ঞা যত প্রজাগণ॥
একাদশী করে চন্দ্রহংসের সংহতি।
কলিঙ্গ কহিছে ধৃষ্টবুদ্ধির ভারতী॥
ধৃষ্টবুদ্ধিহইতে আমার ধন জন।
ধৃষ্টবুদ্ধিহইতে মম তুরগ বারণ॥
কর কত বাকী আছে চাহি পাঠাইতে।
কর নাহি দিলে রাজা দুঃখী হবে চিত্তে॥
চন্দ্রহংস বলে করে নাহি প্রয়োজন।
ভেটের সামগ্রী করি দেহ সুশোভন॥
তাহা শুনি কলিন্দের হরিষঅন্তর।
ভেটের সামগ্রী করি দিলেন সত্বর॥
অনুচরগণে তবে ডাকিল নৃপতি।
রাজসম্ভাষিতে সভে চলহ সংহতি॥
ভেটদ্রব্য যত অনুচর কান্দে দিয়া।
কলিন্দ পাঠায় সর্ব হরষিত হৈয়া॥
সামগ্রী আনিয়া দিল মন্ত্রির গোচরে।
আয়োজন দেখি মন্ত্রী হরিষঅন্তরে॥
দৈবে একাদশী সেই দিন উপনীত।
স্নান আচরিতে সভে চলিল ত্বরিত॥
মন্ত্রী বলে কোথা যাহ অনুচরগণ।
রন্ধন ভোজনহেতু লহ আয়োজন॥
অনুচর বলে প্রভু আজি একাদশী।
কিছু নাহি খাই মোরা থাকি উপবাসী॥
স্নান করি আমরা পূজিব নারায়ণ।
কৃষ্ণনামে রজনি করিব জাগরণ॥
একাদশী প্রভাতে আচরি স্নান দান।
খাইব প্রসাদঅন্ন পূজি ভগবান॥
মন্ত্রী বলে আরে বেটা তোরা অল্পমতি।
আমি নাহি জানি তোরা কবে হলি ব্রতী॥
কে দিলেক এই শিক্ষা বলহ আমারে।
শৌচ আচমন জ্ঞান নাহি তোসভারে॥
অনুচরগণ বলে শুন নৃপবর।
শুভক্ষণে জন্মিলেন কলিন্দ কোঙর॥
সেই ব্রত শিক্ষাইল বিষ্ণুর পূজন।
পাষণ্ড নাহিক দেশে তাহার কারণ॥
সর্ব্বজন বিষ্ণুভক্ত তাহার মিলনে।
কহিনু সকল কথা তোমাবিদ্যমানে॥
অনুচরবাক্যে মন্ত্রী বিস্ময় মানিল।
চড়িয়া অপূর্ব্ব ঘোড়া কৌণ্ডিন্যকে গেল॥
মন্ত্রিআগমন শুনি কৌণ্ডিন্যঈশ্বর।
আগে হয়ে আনিলেক করিয়া আদর॥
বসাইল দিব্যাসনে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া।
পিতাপুত্রে সম্মুখে রহিল দাণ্ডাইয়া॥
কলিন্দ বলিল এই আমার নন্দন।
তোমার প্রসাদে শিশু সর্ব্ব সুলক্ষণ॥
চন্দ্রহংস নাম থুইনু সুন্দর দেখিয়া।
কহিনু তোমারে আমি নিকপট হৈয়া॥

ধৃষ্টবুদ্ধি বলে কহ আশ্চর্য্য কথন।
আমি বলি এই নহে তোমার নন্দন ॥
গর্ভে ইহা না ধরিল তোমার রমণী।
কিমতে পাইলা তুমি কহ দেখি শুনি॥
মিথ্যা কথা না কহিও আমার গোচরে।
সত্যবাক্য কহ আমি জিজ্ঞাসি তোমারে॥
কলিন্দ বলিল মন্ত্রী কর অবধান।
মৃগয়া করিতে আমি করিনু পয়াণ ॥
দৈবেতে পাইনু শিশু বনের ভিতরে।
পালন করিনু আমি আনি নিজঘরে॥
এইত আমার পুত্র ভাগ্যেতে মিলিল।
এ কথা শুনিয়া তার পূর্ব্ব স্মৃতি হইল ॥
ভাগিল চণ্ডালগণ শিশুকে রাখিয়া।
কলিন্দভবনে আইল সঙ্কটে তরিয়া॥
কেমনে ইহারে আমি করিব নিধন।
মনে২ ধৃষ্টবুদ্ধি করিল ভাবন॥
কপট করিয়া পত্র লিখিব নন্দনে।
চন্দ্রহংসে বিনাশিব বিষের ভক্ষণে ॥
এই যুক্তি ধৃষ্টবুদ্ধি বিচারিল মনে।
ইহা বিনা যুক্তি কিছু না আইসে মনে॥
এত মনে বিচার করয়ে খলমতি।
ধৃষ্টবুদ্ধি বলে শুন আমার ভারতী॥
মদনের স্থানে মোর আছে প্রয়োজন।
পত্র লয়ে যাকু তথা তোমার নন্দন ॥
দূতে না পাঠাব আমি এ কার্য্য সাধনে।
মোর পত্র লয়ে যাকু তোমার নন্দনে ॥
কলিন্দ কহিল ভাল করহ লিখন।
পালিবে তোমার আজ্ঞা আমার নন্দন॥
তবে ধৃষ্টবুদ্ধি মন্ত্রী বিরলে বসিয়া।
মদনে লিখিল পত্র যতন করিয়া॥
শুন জনমেজয় রাজা পত্রের লিখন।
খলের নির্ম্মল মতি নহে কদাচন॥
স্বস্তি আগে লিখিয়া লিখিল আশীর্ব্বাদ।
শুনহ মদন তুমি আমার সম্বাদ ॥
চন্দ্রহংস পাঠাই তোমার বিদ্যমানে।
গতমাত্র বিষদান করিবা যতনে॥
তোমার মঙ্গল হবে এ কর্ম্ম করিলে।
নহে পুত্র দুঃখ পাবা অবশেষ কালে॥
কদাচিত না লঙ্ঘিবা আমার বচন।
আমিত পশ্চাতে যাব নিজনিকেতন॥
আমার অপেক্ষা কদাচিত না করিবা।
গতমাত্রে চন্দ্রহংসে বিষদান দিবা ॥

পত্র লিখি পরে তাতে এক চিহ্ন দিল।
চন্দ্রহংস হাতে দিয়া বিশেষ কহিল॥
শুন চন্দ্রহংস তুমি বিষ্ণুভক্তজন।
মদনে লিখিনু আমি বিশেষ কথন॥
না পড়িবা এই পত্র নিষেধিনু আমি।
মদনেরে পত্র দিয়া তত্ত্ব আন তুমি॥
শিব বিষ্ণু ভেদ কৈলে যত পাপ হয়।
এ পত্র পড়িলে হবে কহিনু নিশ্চয় ॥
এত বলি পত্র দিল চন্দ্রহংসহাতে।
কলিন্দনন্দন তাহা রাখিলেক মাথে॥
চন্দ্রহংস যাত্রা করিলেন শুভক্ষণে।
মন্ত্রির নগরে আইল আনন্দিত মনে॥
নিদাঘসময় সে প্রথম জ্যৈষ্ঠমাসে।
দেখিলেন উপবন নগর প্রবেশে॥
চারি দিগে পুষ্পোদ্যান মধ্যে সরোবর।
বকুলের বৃক্ষ শোভে ঘাটের উপর॥
রম্য স্থানে দেখি চন্দ্রহংস হরষিত।
বসিল বকুলমূলে পাইয়া পীরিত॥
পথশ্রমে চন্দ্রহংস বসিল সেখানে।
নিদ্রা আকর্ষিল আসি তাহার নয়নে॥
শুনহ জনমেজয় অপূর্ব্বকথন।
দৈব মায়া বুঝিতে না পারে কোন জন ॥
ধৃষ্টবুদ্ধি রাজার দুহিতা রূপবতী।
সখীসঙ্গে উপবনে আইল ঝটিতি ॥
পুষ্প তুলি সেই কন্যা শিবপূজা করে।
স্নানহেতু উপনীতা হৈল সরোবরে॥
কত দূরে পুষ্প লয়ে আছে সখীগণ।
একেশ্বর আইল কন্যা স্নানের কারণ॥
বৃক্ষতলে নিদ্রা যায় পুরুষ সুন্দর।
কন্দর্প জিনিয়া রূপ অতিমনোহর॥
কামে বশ হৈল কন্যা তাহারে দেখিয়া।
মস্তকউপরে পত্র দেখিতে পাইয়া॥
পত্র লয়ে পড়িল বিষয়া রূপবতী।
বাপের লিখন দেখি মদনের প্রতি॥
গতমাত্রে চন্দ্রহংসে বিষদান দিবা।
কদাচিত ইহাতে বিলম্ব না করিবা॥
লিখন পড়িয়া কন্যা করে মনস্তাপ।
বিষয়া বলেন বড় নিদারুণ বাপ॥
দেখিয়া এমন রূপ দয়া না জন্মিল।
বিষদান দিয়া ইহায় মারিতে কহিল॥
বিষয়া বলিল মোরে মিলাইল ধাতা।
নিশ্চয় হইব আমি ইহার বনিতা॥

পূজিলাম শিবপদ ইহার কারণে।
চন্দ্রহংস হবে পতি বিচারিল মনে॥
নয়ন কজ্জল নিল নখেতে করিয়া।
য়া লিখিয়া পত্র দিল হরষিত হৈয়া॥
মুদ্রিত করিয়া পত্র রাখিল সেখানে।
বিষয়া গেলেন ঘর আনন্দিত মনে॥
স্নান করি কন্যাগণ শিবপূজা কৈল।
হেতা চন্দ্রহংসে তবে নিদ্রাভঙ্গ হইল॥
দিবাশেষে উত্তরিল মদনের স্থানে।
দিলেন মন্ত্রির পত্র পরম যতনে॥
মদন পড়িয়া পত্র সকল জানিল।
বিষয়াকে দান দিতে লিখি পাঠাইল॥
চন্দ্রহংসে সমর্পিব বিষয়া সুন্দরী।
বাপের বচন আমি লঙ্ঘিতে না পারি॥
আদেশিল দ্বিজগণে বান্ধিল ছালনা।
অধিবাসে বসিলেন শুভক্ষণ বেলা॥
নানা বাদ্য হরিষে বাজায় রাজপুরে।
বিষয়াকে সমর্পিল চন্দ্রহংস বরে॥
নানা ধন যৌতুকে তুষিল তার মন।
ক্ষীরভোগ অবশেষে কৈল দুই জন॥
কুসুমশয্যাতে দোঁহে করিল শয়ন।
হেতা ধৃষ্টবুদ্ধি মন্ত্রী বিচারিয়া মন॥
কলিন্দে করিয়া বন্দি নিল সর্ব্ব ধন।
প্রজাগণে মহাপাপী করিল তর্জ্জন॥
রজনিপ্রভাতে হেতা মদন উঠিয়া।
বাদ্যোদ্যম করিলেক আনন্দিত হইয়া॥
যাচক আইল যত ভিক্ষার কারণে।
তাসভারে মদন তুষিল নানা ধনে॥
পাগ ঘোড়া কারে দিল বসন ভূষণ।
কেহ২ দানে পাইল তুরগ বারণ॥
পথেতে যতেক যায় হরষিত হইয়া।
মদনপ্রতিষ্ঠা যত কহিয়া২॥
হেনকালে মন্ত্রী আইসে কৌণ্ডিন্যহইতে।
নানা রত্ন গজ বাজি লইয়া সঙ্গেতে॥
মন্ত্রী দেখি আশীর্ব্বাদ কৈল দ্বিজগণ।
শুভক্ষণে তব পুত্র জন্মিল মদন॥
বিষয়া দিলেন দান চন্দ্রহংসবরে।
তাসম সুন্দর নাহি সংসারভিতরে॥
চক্ষু আছে মদনের বুঝি অভিপ্রায়।
তুষিলেন নানা ধনে আমাসভাকায়॥
তাহা শুনি ধৃষ্টবুদ্ধি অতি কোপে চলে।
আরক্ত করিয়া আঁখি কটু বাক্য বলে॥
আরে মোর কুলে তুমি কুপুত্র জন্মিলা।
কার বাক্যে চন্দ্রহংসে মোর কন্যা দিলা॥
মদন বলিল তব পাইয়া লিখন।
চন্দ্রহংসে বিষয়া করেছি সমর্পণ॥
মন্ত্রী বলে কোথা লিখিলাম আন দেখি।
মদন যোগান পত্র হইয়া কৌতুকী॥
ধৃষ্টবুদ্ধি সেই পত্র করে নিরীক্ষণ।
চন্দ্রহংসে বিশ্বাস না জন্মিল এখন॥
মদনের দোষ নাহি বিচারিল মনে।
চন্দ্রহংসে আনিতে কহিল সেইক্ষণে॥
চন্দ্রহংসে আনিতে দাসীকে পাঠাইয়া।
ধৃষ্টবুদ্ধি অনুচরে আনিল ডাকিয়া॥
শুন অনুচরগণ আমার ভারতী।
চণ্ডিকাআলয়ে তোরা যাহ শীঘ্রগতি॥
নিশিতে দেখিবা যারে চণ্ডিকার ঘরে।
যদি মোর পুত্র হয় কাটিবা তাহারে॥
ছাড়িয়া না দিবা তারে কহিলাম আমি।
এত বলি অনুচরে দিলেন মেলানি॥
তীক্ষ্ণ অস্ত্র লয়ে তারা চলিল সত্বরে।
চন্দ্রহংস আইল হেতা মন্ত্রির গোচরে॥
বিষয়াসহিত চন্দ্রহংস মহামতি।
মন্ত্রির চরণে আসি করিল প্রণতি॥
আশীর্ব্বাদ না করিল মনে দুঃখ পায়ে।
চন্দ্রহংসে মন্ত্রী কহে অধোমুখ হয়ে॥
যদ্যপি করিলা মোর দুহিতাগ্রহণ।
শুনিলাম নাহি পূজ চণ্ডীর চরণ॥
কুলের দেবতা মোর হন ভগবতী।
তাঁহারে পূজিতে তুমি যাহ শীঘ্রগতি॥
নানা উপহারে গন্ধ চন্দন লইয়া।
চণ্ডিকা পূজিতে যাহ একাকী হইয়া॥
চন্দ্রহংস বলিল যেমন আজ্ঞা হয়।
পূজিব বৈষ্ণবীপদ জানহ নিশ্চয়॥
তাহা শুনি মন্ত্রী দাসীগণে আজ্ঞা দিল।
নৈবেদ্য লইয়া চন্দ্রহংসে যোগাইল॥
স্বর্ণথালে ধূপ দীপ চন্দন কস্তূরী।
সুবাসিতজল দিল ভৃঙ্গারেতে পূরি॥
চন্দ্রহংসসম্মুখে আনিল দাসীগণ।
চণ্ডিকা পূজিতে তবে করিল গমন॥
ভৃঙ্গারে পূরিয়া জল সব করে নিল।
স্বর্ণপাত্র বামহাতে গমন করিল॥
শুন রাজা জনমেজয় অপূর্ব্ব কথন।
চন্দ্রহংসে যেমতে রাখেন নারায়ণ॥

অপূর্ব্ব কৃষ্ণের লীলা কে পারে বুঝিতে।
পথে দেখা হৈল তার মদনের সতে॥
মদন বলিল তুমি যাহ কোথাকারে।
চন্দ্রহংস বলে যাই দেবী পূজিবারে॥
কুল দেবী নাহি পূজি মন্ত্রী দোষ দিল।
আয়োজন দিয়া মোরে হেতা পাঠাইল॥
মদন বলিল তুমি যাহ নিকেতন।
আমি গিয়া চণ্ডিকারে করিব পূজন॥
এত বলি চন্দ্রহংসে পাঠাইল ঘরে।
মদন চলিল হেতা দেবী পূজিবারে॥
দেবী পূজে মদন হইয়া কৃতাঞ্জলি।
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ দেয় কুতূহলী॥
শঙ্খ ঘণ্টা মদন বাজায় কুতূহলে।
শব্দ পায়ে রাজদূত আইল হেনকালে॥
মন্ত্রির আদেশে তারা বিচার না কৈল।
তীক্ষ্ণ অস্ত্র দিয়া দূত মদনে কাটিল॥
রাজপুত্র দেখি শেষে মনে পাইল ভয়।
অকস্মাৎ সেখানে হইল জয়২॥
চন্দ্রহংসে দেখি মন্ত্রী কোপে জ্বলি বলে।
চণ্ডিকা পূজিতে তুমি কেন নাহি গেলে॥
চন্দ্রহংস বলে শুন মোর নিবেদন।
আমাকে যাইতে তথা না দিল মদন॥
আপনি গেলেন তথা দেবী পূজিবারে।
তাহার বচনে আমি আইলাম পুরে॥
চন্দ্রহংসমুখে শুনি এতেক ভারতী।
হা পুত্র বলিয়া তবে ধায় খলমতি॥
চণ্ডিকামণ্ডপে গিয়া চতুর্দ্দিগে চায়।
কাটা স্কন্ধে মদন ভূতলে পড়ে রয়॥
মুণ্ড হাতে লয়ে মন্ত্রী করয়ে রোদন।
আহা মরি কোথা গেলে পুত্র রে মদন॥
এত বলি ধৃষ্টবুদ্ধি আত্মঘাতী হৈল।
পুত্রশোকে আপনার মস্তক কাটিল॥
প্রমাদ দেখিয়া তবে অনুচরগণ।
চন্দ্রহংসে আসিয়া করিল নিবেদন॥
মদন সহিত রাজা লোটায় ভূতলে।
তত্ত্ব নাহি জানি কেবা তাহারে কাটিলে॥
শুনিয়া প্রমাদ কথা দূতের বচনে।
চন্দ্রহংস গেল শীঘ্র চণ্ডিকাভুবনে॥
বিচ্ছিন্নমস্তক দোঁহে আছয়ে পড়িয়া।
ভয় পাইল চন্দ্রহংস দোঁহাকে দেখিয়া॥
যোড় হাতে চণ্ডিকারে করেন স্তবন।
বিষ্ণুরূপা বর্ণময়ী শুন নিবেদন॥
বিষ্ণুজায়া বৈষ্ণবী যে ব্রাহ্মণী কমলা।
হরপ্রিয়া হৈমবতী হও অনুকূলা॥
তোমার মহিমা মাতা কেহ নাহি জানে।
নিদ্রারূপা হও তুমি বিষ্ণুর নয়নে॥
এত বলি চন্দ্রহংস নানা স্তুতি কৈল।
তথাপিহ অভয়ার কৃপা না হইল॥
ভক্ত চন্দ্রহংস তবে বিচারিয়া মনে।
আপনা কাটিতে খড়্গ লইল তখনে॥
বৈষ্ণববিনাশ দেখি নগেন্দ্রনন্দিনী।
আসি চন্দ্রহংসহস্ত ধরেন তখনি॥
তবে চন্দ্রহংস বলে চরণে ধরিয়া।
পিতা পুত্রে দুই জনে দেহ জীয়াইয়া॥
চন্দ্রহংসবাক্যে দেবী দোঁহে বাঁচাইল।
মদনসহিত মন্ত্রী উঠিয়া বসিল॥
চন্দ্রহংসসৌভাগ্য যে দেখিয়া নয়নে।
মন্ত্রিবর তুষিলেক তারে আলিঙ্গনে॥
ধৃষ্টবুদ্ধি বলে মোর রাজ্যে নাহি কায।
আজিহৈতে চন্দ্রহংস হৈল মহারাজ॥
মন্ত্রী বলে যাই আমি যোগসাধিবারে।
হিংসিনু বৈষ্ণবজনে কি কায শরীরে॥
এত বলি বিবেকী হইল ধৃষ্টবুদ্ধি।
মন্ত্রী গেল বনেতে করিতে যোগসিদ্ধি॥
তথা চন্দ্রহংস তবে কহিল মদনে।
রাজত্ব করহ তুমি বসি সিংহাসনে॥
মদন বলিল রাজ্যে নাহি প্রয়োজন।
শুন চন্দ্রহংস তুমি লহ সিংহাসন॥
মন্ত্রী হয়ে থাকি আমি তোমার গোচরে।
রাজ্য ধন হস্তী ঘোড়া দিলাম তোমারে॥
মদন হইল মন্ত্রী চন্দ্রহংস রাজা।
তাহা দেখি আনন্দিত যত সব প্রজা॥
কলিন্দে আনিল চন্দ্রহংস নরপতি।
নানা সুখ ভোগে তার জন্মিল পীরিতি॥
বিষয়ার গর্ব্ভে হৈল উভয় নন্দন।
মকরাক্ষ পদ্মাক্ষ যে দোঁহে বিচক্ষণ॥
পুনশ্চ কলিন্দ গেল আপননগরে।
চন্দ্রহংস রাজ্য ধন সব দিল তারে॥
এই কহিলাম চন্দ্রহংসের কথন।
শুন রাজা জনমেজয় আর বিবরণ॥
অর্জ্জুন শুনিয়া কথা নারদের মুখে।
প্রবেশ করেন পুরে পরমকৌতুকে॥
আনন্দিত চন্দ্রহংস পাণ্ডবগমনে।
কৃষ্ণদরশন পাব অর্জ্জুনমিলনে॥

চন্দ্রহংস বলে শুন পুত্র দুই জন।
রাখহ যজ্ঞের ঘোড়া করিয়া যতন ॥
অশ্ব লয়ে আইল রাজা হরষিতমতি।
রাখিলেন দুই অশ্ব যথা জগৎপতি ॥
প্রণমিল চন্দ্রহংস লোটাইয়া ক্ষিতি।
পুলকে আকুল তনু অধিক ভকতি ॥
অভয়চরণে শত দণ্ডবৎ হৈয়া।
যোড় হাতে চন্দ্রহংস রহে দাঁড়াইয়া ॥
চন্দ্রহংসে আশ্বাস করেন নারায়ণ।
অর্জ্জুন তুষেন তারে দিয়া আলিঙ্গন ॥
সবান্ধবে কৈল রাজা কৃষ্ণদরশন।
নিজালয়ে লয়ে গেল করিয়া যতন ॥
নানা আয়োজনে সভা সমর্পণ কৈল।
কৌণ্ডিনকপুরে দুই দিবস বঞ্চিল ॥
কহিলাম তোমা চন্দ্রহংসের ভারতী।
যেই জন শুনে ইহা কৃষ্ণে হয় মতি ॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
কাশীরাম দাস কহে শুনি ভব তরি ॥

### অথ মণিভদ্র রাজার দেশে পাণ্ডবের দেরগমন।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জনমেজয়।
উত্তরমুখেতে গেল পাণ্ডবের হয় ॥
দুই গোটা অশ্ব গেল উত্তরসাগরে।
প্রবেশিল দুই অশ্ব সলিলভিতরে ॥
তাহা দেখি ভয় পায় যত সৈন্যগণ।
অর্জ্জুন বলেন কি হইবে নারায়ণ ॥
সলিলেতে দুই অশ্ব করিল প্রবেশ।
কেমনে পাইব অশ্ব বল হৃষীকেশ ॥
গোবিন্দ বলেন তুমি চিন্তা কর কেনে।
আপনি যাইব জলে অশ্ব অন্বেষণে ॥
এত বলি অর্জ্জুনে লইয়া জগৎপতি।
বভ্রুবাহ রাজা গেল দোঁহার সংহতি ॥
ভীমআদি সৈন্য সব রহিলেন কূলে।
বভ্রুবাহ কৃষ্ণার্জ্জুন প্রবেশিল জলে ॥
বাগদাল্ভ্যমুনির নিকটে গেল চলি।
জানেন সকল তত্ত্ব দেব বনমালী ॥
দ্বীপেতে আছেন মুনি বটপত্রশিরে।
উপনীত তিন জন মুনির গোচরে ॥
প্রণমিয়া মুনিকে বৈসেন তিন জন।
নারায়ণে দেখি মুনি আনন্দিত মন ॥
ঈষদ্ হাসিয়া তবে জিজ্ঞাসেন হরি।
দ্বীপমধ্যে আছ বটপত্রশিরে ধরি ॥
আশ্রম না কর তুমি কিসের কারণে।
কত দিন মুনিবর আছ এইখানে ॥
বাগদাল্ভ্যমুনি তবে বলয়ে হাসিয়া।
কি কারণে দুঃখ পাব আশ্রম করিয়া ॥
অল্পকাল পরমায়ু দিলা নারায়ণ।
আজি কালি মরি গৃহে কোন প্রয়োজন ॥
মুনির বচনে জিজ্ঞাসেন ধনঞ্জয়।
কত দিন এখানেতে আছ মহাশয় ॥
বাগদাল্ভ্য বলে শুন ইন্দ্রের নন্দন।
একাত্তর যুগে মন্বন্তরের গণন ॥
চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে যত কল্প হয়।
এই পরমায়ু মোর পাণ্ডুর তনয় ॥
এত অল্পদিনে কিবা কার্য্য আশ্রমেতে।
অতএব আছি আমি বটপত্রমাথে ॥
কোথা যাহ তিন জন বলহ আমারে।
কি কারণে আসিয়াছ আমার গোচরে ॥
অর্জ্জুন বলেন যজ্ঞ করেন যুধিষ্ঠির।
অশ্ব রাখি আমি যে সঙ্গেতে যদুবীর ॥
না জানি যজ্ঞের ঘোড়া গেল কোনখানে
অশ্বতত্ত্বে আইলাম তোমাবিদ্যমানে ॥
অর্জ্জুনের বচন শুনিয়া মুনিবর।
ঈষদ্ হাসিয়া তারে দিলেন উত্তর ॥
মিথ্যা অশ্বমেধ কর ভক্তি নাহি মনে।
অনুক্ষণ কৃষ্ণচন্দ্র দেখিছ নয়নে ॥
তথাপি করহ যজ্ঞ কি বলিব আমি।
সত্য বলি অর্জ্জুন জানহ চক্রপাণি ॥
কে বুঝিবে কৃষ্ণলীলা পাণ্ডুর নন্দন।
শিব ব্রহ্মা নারিল করিতে নিরূপণ ॥
এত বলি মুনিবর যোড়হস্ত হৈয়া।
কৃষ্ণেরে করিল স্তব বিনয় করিয়া ॥
তোমার মায়ায় স্থির নহে সুরগণ।
কিসেতে গণনা করি পাণ্ডুর নন্দন ॥
পূর্ব্ব তপ ফলে দেখিলাম তব পদ।
হইল পবিত্র আজি আমার আস্পদ ॥
এত বলি তুষিলেন দেবনারায়ণে।
সে দ্বীপ ভ্রমিয়া অশ্ব আইল সেইখানে ॥
সলিল ত্যজিয়া অশ্ব কূলেতে উঠিল।
তাহা দেখি অর্জ্জুনের আনন্দ হইল ॥
মুনি প্রণমিয়া চলিলেন তিন জন।
অশ্বের গমনে সুখী যত রাজগণ ॥

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জনমেজয়।
সিন্ধুপুরে গেল তবে পাণ্ডবের হয়॥
তার অধিকারী মণিভদ্র নরপতি।
দুঃশলার পুত্র জয়দ্রথের সন্ততি॥
কুরুক্ষেত্রে পার্থহস্তে জয়দ্রথ মৈল।
তার পুত্র মণিভদ্র রাজ্যে রাজা হৈল॥
দূতমুখে শুনি পুরে আইল অর্জ্জুন।
সসৈন্য সাজিয়া আইল করিবারে রণ॥
পলাইয়া গেল তবে রাজ্য পরিহরি।
অর্জ্জুন দেখেন তবে অরাজক পুরী॥
পাণ্ডবের সৈন্য যত প্রবেশিল পুরে।
তাহা দেখি প্রজাগণ কম্পিত অন্তরে॥
অর্জ্জুন বলেন এই কাহার নগর।
প্রজাগণ বলে শুন সে সব উত্তর॥
জয়দ্রথ রাজা ছিল ইহার অধিকারী।
কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে সেই গেল স্বর্গপুরী॥
তাহার তনয় মণিভদ্র নরবর।
শুনিয়া তোমার নাম পলায় সত্বর॥
পরিবার সহ রাজা গেল পলাইয়া।
কহিনু তোমার ঠাঁই বিনয় করিয়া॥
হাসিলেন ধনঞ্জয় এ কথা শ্রবণে।
সাত্যকিরে পাঠায়েন আশ্বাস কারণে॥
সাত্যকি সন্ধান করি করিল গমন।
দুঃশলারে কহিলেন মধুর বচন॥
প্রবোধ করিয়া তবে সাত্যকি আনিল।
পুত্রসহ দুঃশলা অর্জ্জুনকাছে গেল॥
অর্জ্জুন বলেন ভগিনি কিসের কারণ।
তুমি কেনে ভয় পায়ে করিলা গমন॥
পূর্ব্ব বিবরণ তুমি মনেতে করিয়া।
ভয়ে পলাইলা ধন রাজ্য ত্যয়াগিয়া॥
সে ভয় নাহিক আর কহিলাম আমি।
হস্তিনা নগরে মম সঙ্গে চল তুমি॥
তবে মণিভদ্র আসি বন্দিল অর্জ্জুনে।
অনেক প্রণাম কৈল লোটাইয়া ভূমে॥
আলিঙ্গনে তাহারে তুষেন ধনঞ্জয়।
নির্ভয় হইল জয়দ্রথের তনয়॥
আমার বচন শুন দুঃশলা ভগিনি।
অশ্বমেধ যজ্ঞ করে ধর্ম্ম নৃপমণি॥
তুরগ রাখিতে আমি আইলাম হেথা।
শুন স্বসা পুত্র সঙ্গে তুমি চল তথা॥
যজ্ঞেতে যাইতে তোমা হয়ত উচিত।
আইস আমার সঙ্গে দূর কর ভীত॥
পিতৃমাতৃ দোঁহাকার বন্দিবা চরণ।
যজ্ঞ সাঙ্গ হৈলে তুমি আসিবা ভুবন॥
এত যদি পার্থ বীর আশ্বাস করিল।
জননীসহিত মণিভদ্র যাত্রা কৈল॥
পাত্র মিত্র সভাকারে নিযোজিয়া পুরে।
মণিভদ্র যাত্রা কৈল হস্তিনা নগরে॥
কত অনুচর সঙ্গে লয়ে অশ্ব হাতী।
হস্তিনা নগরে যান আনন্দিতমতি॥
মহাভারতের কথা অমৃতসমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

### অথ পাণ্ডবেরদের হস্তিনায় পুনঃ প্রবেশ ও যজ্ঞ সাঙ্গ।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জনমেজয়।
পৃথিবীভ্রমণ কৈল পাণ্ডবের হয়॥
পুনশ্চ আইল ঘোড়া হস্তিনা নগরে।
এই বিবরণ রাজা কহিনু তোমারে॥
শুন বলি যজ্ঞ সাঙ্গ হইল যেমনে।
নিবৃত্ত হইল সভে হরষিতমনে॥
তুরগ ধরিয়া ভীম নিজবাহুবলে।
হস্তিনা প্রবেশ সভে করে কুতূহলে॥
দূত গিয়া সমাচার কহে যুধিষ্ঠিরে।
অশ্ব লয়ে ধনঞ্জয় আইলেন পুরে॥
তাহা শুনি যুধিষ্ঠির আনন্দিতমতি।
বলিলেন অর্জ্জুনে আনহ শীঘ্রগতি॥
নৃপাদেশে অর্জ্জুনসহিত নারায়ণ।
যুধিষ্ঠির সম্মুখে করেন আগমন॥
অসিপত্র ব্রত পালি পায়ে বড় দুঃখ।
কৌতুকে চাহেন রাজা অর্জ্জুনের মুখ॥
প্রণাম করেন দোঁহে রাজার চরণে।
আশীর্ব্বাদ দেন রাজা আনন্দিতমনে॥
মুনিগণে প্রণাম করেন ধনঞ্জয়।
বসিলেন ধর্ম্মপাশে হইয়া নির্ভয়॥
ধর্ম্মরাজ জিজ্ঞাসেন অর্জ্জুনের স্থানে।
আদ্যোপান্ত কথা ভাই কহ সাবধানে॥
অর্জ্জুন কহেন কথা করিয়া বিনয়।
যথা২ ভ্রমণ করিল যজ্ঞহয়॥
যত রাজগণ সহ সংগ্রাম বাধিল।
অর্জ্জুনের মুখে সব প্রকাশ হইল॥
শুনিয়া পুলক হৈল রাজার শরীরে।
যুধিষ্ঠির কহিলেন আন সভাকারে॥

তবে কৃষ্ণ ধনঞ্জয় করিয়া গমন।
যজ্ঞস্থানে আনিলেন যত রাজগণ॥
নিজপরিচয় দিল যতেক নৃপতি।
সমাজে বসিল ধর্ম্মে করিয়া প্রণতি॥
হস্তিনা নগরে বড় আনন্দ হইল।
নানা মতে আয়োজনে সভারে তুষিল॥
রজনী বঞ্চিল সভে অতিকুতূহলে।
সমাজ করেন কৃষ্ণ অতিউষা কালে॥
অর্জ্জুন বিদুর ধৃতরাষ্ট্র নরপতি।
যুধিষ্ঠির পাশে সব বসিলেন তথি॥
হংসধ্বজ নীলধ্বজ শিখিধ্বজ রায়।
যুবনাশ্ব বীরব্রহ্মা বসিল সভায়॥
অনুশাল্ব বভ্রুবাহ চন্দ্রহংস আদি।
আর কত নাম লব যতেক নৃপতি॥
বসিলেন যজ্ঞস্থানে দিব্যাসন লৈয়া।
যন্ত্রিগণ গান করে যন্ত্র বাজাইয়া॥
ত্রিকোটি পদ্মিনী সঙ্গে প্রমীলা সুন্দরী।
সভাতে বসিল সভে নানা বেশ করি॥
গান্ধারীপ্রভৃতি রাণী আর যে রমণী।
বসিল উত্তমস্থানে সঙ্গেতে রুক্মিণী॥
হস্তিনা নগরমধ্যে যত প্রজা ছিল।
যজ্ঞ দেখিবারে সভে সত্বরে চলিল॥
পরিহাস অর্জ্জুনে করেন নারায়ণ।
প্রমীলাসহিত সখা ভাল হৈল রণ॥
তিন কোটি পদ্মিনীর সঙ্গেতে বঞ্চিলা।
আমি মনে ভয় পাই কেমনে তুষিলা॥
অর্জ্জুন বলেন দেব নাহি জান তুমি।
ষোল সহস্র শত আছে তোমার রমণী॥
কৃষ্ণ অর্জ্জুনের কথা অনেক আছিল।
বাহুল্য কারণে তাহা নাহি লেখা গেল॥
শেষেতে কহিব আমি এ সব কথন।
এবে যজ্ঞসাঙ্গ কথা শুনহ রাজন॥
ব্যাসে জিজ্ঞাসেন তবে ধর্ম্মের নন্দন।
কত যজ্ঞঅবশেষ কহ তপোধন॥
ব্যাস বলিলেন শুন ধর্ম্মের তনয়।
কিছু যজ্ঞঅবশেষ পূর্ণ নাহি হয়॥
আয়োজন যজ্ঞশেষে করহ নৃপতি।
তুরগ আনহ শীঘ্র শুন মহামতি॥
ব্যাসের বচনে রাজা পাইয়া আনন্দ।
অষ্ট দ্বারী করিলেন মণ্ডপ সুচ্ছন্দ॥
কস্তূরী চন্দন চুয়া মধ্যেতে লেপিল।
পতাকা চামর কত উড়িছে বেষ্টিত॥
অষ্ট গোটা কুণ্ড স্থাপিলেন সেইখানে।
ধ্বজ দণ্ড পতাকা শোভিত স্থানে২॥
যজ্ঞউপহার যত আনিল সেখানে।
ধর্ম্মপুরোহিত আসি বসিল আসনে॥
ব্যাস বলিলেন শুন ধর্ম্ম নৃপমণি।
ভীমে স্নান করিবারে আজ্ঞা দেহ তুমি॥
অশ্বহন্তা এক ভীম বিনা কেহ নয়।
শুন যুধিষ্ঠির আমি কহিনু নিশ্চয়॥
ব্যাসের বচনে রাজা কহেন ভীমেরে।
আজ্ঞা পায়ে ভীমসেন শীঘ্র স্নান করে॥
খড়্গহস্তে করি ভীম রহিল সেখানে।
অশ্ব আনিলেন পার্থ পরমযতনে॥
নানা তীর্থজলে ঘোড়া স্নান করাইল।
শাস্ত্রমত ক্রিয়া যত মুনিরা করিল॥
চারি দিকে জয়ধ্বনি মঙ্গল ঘোষণা।
শঙ্খ ঘন্টাধ্বনি আর অশেষ বাজনা॥
মুনিসব ঘৃত ঢালে অগ্নির উপর।
অশ্বগলে মালা দেন ধর্ম্ম নৃপবর॥
ব্যাস বলেন নিষ্পাপী হইল অশ্ববর।
অতঃপর খড়্গ লহ বীর বৃকোদর॥
হাতে খড়্গ নিল ভীম মুনির বচনে।
কাটিল অশ্বের মুণ্ড সভা বিদ্যমানে॥
অশ্বমুণ্ড মহাবেগে উঠিল আকাশে।
জয়ধ্বনি সভামধ্যে হইল হরিষে॥
অশ্ববরস্কন্ধহইতে দুগ্ধ নিঃসরিল।
রক্ত না পড়িল সভে নয়নে দেখিল॥
সুবাসিতকর্পূর তাম্বূল পুষ্প নিয়া।
যজ্ঞ করে ধৌম্য ঋষি বেদ উচ্চারিয়া॥
ইন্দ্র যম বরুণেরে দিলেন আহুতি।
নৈঋত কুবের আদি যত দিকপতি॥
ত্রিভুবনে দেবাসুর যত চরাচর।
সভাকে আহুতি দেন ধর্ম্ম নৃপবর॥
অগ্নি বিসর্জ্জিয়া ধৌম্য দক্ষিণা করিল।
রজত কাঞ্চন ধন বিবিধ পাইল॥
শিখিধ্বজ রাজা তবে নিজঅশ্ব লয়ে।
যজ্ঞ করিলেন যুধিষ্ঠির আজ্ঞা পায়ে॥
যত আয়োজন যুধিষ্ঠিরহৈতে পায়ে।
শিখিধ্বজ যজ্ঞ সমাপিল তুষ্ট হয়ে॥
ঋষি মুনিগণ সব যজ্ঞ সমাপিয়া।
যুধিষ্ঠিরে কহিলেন মনে প্রীতি পায়ে॥
হয়েছে হইবে নাহি সংসারভিতর।
কৃষ্ণ সখা হেতু তব মহিমা বিস্তর॥

যজ্ঞেতে কি কায তব শুন নৃপবর।
শত২ যজ্ঞফল কৃষ্ণের গোচর॥
নারায়ণ উদ্দেশেতে নানা যজ্ঞ করে।
হেন কৃষ্ণ অবিরত তোমার গোচরে॥
এত বলি মুনিগণ প্রশংসা করিয়া।
সভে গেল তপোবন বিদায় হইয়া॥
নিজালয়ে নৃপগণ বিদায় হইল।
তুরগ বারণ ধন সম্মান পাইল॥
বিদায় দিলেন যুধিষ্ঠির সভাকারে।
বভ্রুবাহ রাজা তবে গেল মণিপুরে॥
যুবনাশ্ব নরপতি বিদায় হইয়া।
নিজালয়ে গেল তবে মনে প্রীত পায়া॥
নীলধ্বজ নিজদেশে করিল গমন।
চন্দ্রহংস রাজা গেল আপন ভবন॥
শিখিধ্বজ বীরব্রহ্মা গেল নিজপুরে।
মণিভদ্র চলিলেক আপননগরে॥
আপনার দেশে সভে করিল পয়াণ।
যুধিষ্ঠিরে কহিলেন দেব ভগবান॥
চিরদিন আছি আমি হস্তিনা নগরে।
অনুমতি দেহ আমি যাই দ্বারাপুরে॥
যুধিষ্ঠির কন আমি কহিব কেমনে।
দ্বারকায় যাহ বাক্য না আইসে বদনে॥
ভীম বলে অনুমতি দেহ নৃপবর।
সম্প্রীতে যাউন কৃষ্ণ দ্বারকা নগর॥
অনুজ্ঞা দিলেন রাজা ভীমের বচনে।
ত্বরান্বিত নারায়ণ দ্বারকাগমনে॥
শ্রীকৃষ্ণ বিদায় হন সভাকার স্থানে।
প্রণাম করেন কৃষ্ণ কুন্তীর চরণে॥
যুধিষ্ঠিরে প্রণাম করেন মহামতি।
আলিঙ্গন ভীমার্জ্জুন নকুলসংহতি॥
সহদেবে আলিঙ্গন দিয়া অকপটে।
হইলেন বিদায় দ্রৌপদীর নিকটে॥
দারুক আনিয়া রথ যোগায় সত্বরে।
আরোহণ করিলেন কৃষ্ণ রথোপরে॥
ভীষ্মকদুহিতা আদি কৃষ্ণের রমণী।
দৈবকী প্রভৃতি করি কৃষ্ণের জননী॥
সারথিসংযুক্তরথে কৃষ্ণের সহিতে।
বিদায় হইয়া সভে গেল দ্বারকাতে॥
রহিলেন পঞ্চ ভাই হস্তিনা নগরে।
রাজ্যসুখ ভোগ করে পঞ্চ সহোদরে॥
শুন শ্রীজনমেজয় কহিনু তোমারে।
অশ্বমেধযজ্ঞকথা হৈল এত দূরে॥
অশ্বমেধযজ্ঞকথা শুনে যেই জন।
তাহারে করেন কৃপা দেব নারায়ণ॥
অচলা কমলা তার থাকয়ে ভবনে।
আয়ুর্যশ বৃদ্ধি হয় এ কথা শ্রবণে॥
কিছু যদি বিশ্বাস থাকয়ে নরপতি।
অন্তেতে স্বর্গেতে যান ব্যাসের ভারতী॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃতলহরি।
কাশীরাম দাস কহে তরি ভববারি॥

ইতি অশ্বমেধ পর্ব্ব সমাপ্তং।

# মহাভারত।

## আশ্রমিক পর্ব্ব।

### অথ ধৃতরাষ্ট্রের বৈরাগ্য ও বিদুরের সহিত কথোপকথন।

জিজ্ঞাসে জনমেজয় কহ মহামুনি।
অনন্তরে কি কর্ম্ম হইল কহ শুনি॥
পিতামহউপাখ্যান অপূর্ব্ব চরিত্র।
তোমার প্রসাদে শুনি হইব পবিত্র॥
অশ্বমেধযজ্ঞশেষে পিতামহগণ।
কি২ কর্ম্ম করিলেন কহ তপোধন॥
কি করিল অন্ধরাজ সুবলনন্দিনী।
নারীগণ কি করিল কহ শুনি মুনি॥
শুনিতে আনন্দ বড় জন্মায় অন্তরে।
মুনিরাজ আজ্ঞা কর বিশেষ আমারে॥
মুনি বলে নরপতি কর অবধান।
অতঃপর শুন পিতামহউপাখ্যান॥
যজ্ঞকর্ম্ম সমাপিয়া ভাই পঞ্চ জন।
দিলেন ব্রাহ্মণগণে বহুবিধ ধন॥
বান্ধব কুটুম্ব আসেছিল যত জন।
সব গেল বিদায় হইয়া নিকেতন॥
হেনমতে পঞ্চ ভাই হরিষঅন্তর।
নানাদান উৎসব করেন নিরন্তর॥
যজ্ঞ বিনা সে সভার অন্যে নাহি মতি।
ভ্রাতৃসহ বঞ্চেন শুনহ নরপতি॥
সত্য ধর্ম্ম শাস্ত্র আর প্রজার পালন।
দুষ্ট চোর খণ্ডে দণ্ডে বৈরির মর্দ্দন॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অবতার।
অনুক্ষণ ধর্ম্ম বিনা গতি নাহি আর॥
দাস দাসী প্রজা আদি অনুগত জন।
রাজার পালনে সবে সদা হৃষ্টমন॥
ভ্রাতৃগণসহ তথা ধর্ম্মের নন্দন।
ইষ্টতুল্য ধৃতরাষ্ট্রে করেন সেবন॥
ভীমার্জ্জুন সহ দুই মাদ্রীর নন্দন।
সতত রহেন ধৃতরাষ্ট্রের সদন॥
যখন যে চাহে বৃদ্ধ দেন সেইক্ষণে।
যুধিষ্ঠির আজ্ঞামত সদা সাবধানে॥
ভীমসেন মহাবীর পবননন্দন।
পূর্ব্ব দুঃখ অন্তরে না হয় পাসরণ॥
স্মরিয়া সে সব দুঃখ ছাড়ি দীর্ঘ শ্বাস।
ক্রোধ করি অন্ধরাজে কহে কটুভাষ॥
কোন কর্ম্ম হেতু ভীমে কহ অন্ধরায়।
কর্ম্ম না করিয়া ভীম কটু কহে তায়॥
পূর্ব্বকথা বুঝি প্রায় হইলা পাসরণ।
জতুগৃহে পোড়াইলা আমা পঞ্চ জন॥
খলমতি কদাচারী তুমি কুরুকুলে।
আমাসবা হিংসা করি সবংশে মজিলে॥
শত পুত্র তব আমি করিনু সংহার।
তবু দুঃখ পাসরণ নহেত আমার॥
এত বলি দুই বাহু করে আস্ফালন।
দন্ত কড়মড় করে অরুণ লোচন॥
ভীমবাক্যে ধৃতরাষ্ট্রে সর্ব্বদা অস্থির।
অন্তর অনল দাহ কুরু মহাবীর॥
অর্জ্জুনসহিত দুই মাদ্রীর নন্দন।
ধৃতরাষ্ট্র আজ্ঞাতে চলেন অনুক্ষণ॥
ভীমবাক্যজবালে রাজা দহে কলেবর।
দ্বিগুণ পূর্ব্বের শোক দহয় অন্তর॥
পুত্রগণ স্মরি রাজা করেন রোদন।
হায় বিধি হেন গতি করিল এখন॥
হায় পুত্র দুর্য্যোধন বীরচূড়ামণি।
তোমার বিরহে রহে এ পাপ পরাণি॥

এক পুত্র হইলে লোকে আনন্দ অপার।
তোমা হেন শত পুত্র মরিল আমার॥
আজ্ঞাতে করিলা বশ পৃথিবীর রাজা।
ভক্তবৎ তোমার চরণে কৈল পূজা॥
ইন্দ্রের বৈভব কৈলা পৃথিবীভিতর।
তোমার জনক হেন হইল কাতর॥
এইরূপে অনুতাপ করে অনুক্ষণ।
দুই এক দিন রাজা না করে ভোজন॥
গান্ধারী প্রবোধ বহু করেন রাজারে।
সত্য ধর্ম্ম বিচারিয়া বিবিধ প্রকারে॥
অকারণে তাপ আর কর নরপতি।
কর্ম্মঅনুরূপ রাজা শুভাশুভ গতি॥
আপন কর্ম্মের ভোগ নাহিক এড়ান।
জানি পুনঃ শোচন না করে জ্ঞানবান॥
আমারে যেরূপ ভাবে হৃদয় তোমার।
সেইরূপ তোমাপ্রতি হৃদয় আমার॥
ভীমপ্রতি যেইরূপ তোমার হৃদয়।
সেইরূপ ভাবে ভীম শুন মহাশয়॥
শিশুকালহইতে তুমি ভীমেরে হিংসিলা
মন্ত্রণা অনেক করি নানা দুঃখ দিলা॥
তুমি দুষ্ট ভাব চিন্ত পবননন্দনে।
তোমায় সদয় ভীম হইবে কেমনে॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে ভীম বড় দুরাচার।
একেশ্বর শত পুত্র মারিল আমার॥
তাহারে দেখিলে মম সর্ব্ব অঙ্গ দহে।
দ্বিগুণ বাড়য়ে অগ্নি হৃদয়ে না সহে॥
যুধিষ্ঠির গুণকথা না যায় বর্ণন।
সাধুপুত্র গুণবন্ত ধর্ম্মের নন্দন॥
ভীমের এমত ভাব সে কিছু না জানে।
না রহে জীবন মম ভীমের বচনে॥
এইরূপে অন্ধ কহে গান্ধারীসহিত।
হেন কালে বিদুর হইল উপনীত॥
প্রণমিয়া অন্ধেরে বিদুর মহামতি।
জিজ্ঞাসিল উচ্চাটন কেন নরপতি॥
কোন দুঃখে দুঃখী তুমি কহতো আমারে।
ইষ্টদেব তুল্য তোমা সেবে যুধিষ্ঠিরে॥
ভ্রাতৃগণ নিযোজিল তোমার সেবনে।
অপর আছয়ে যত দাস দাসীগণে॥
ধর্ম্মপথে যুধিষ্ঠির নহে বিচলিত।
আর চারি সহোদর তার মনোনীত॥
রাজ্য অর্থ ধনআদি সকলি তোমার।
পিতৃতুল্য ভাবে তোমা ধর্ম্মের কুমার॥
আপন ইচ্ছায় তব যেই মনে লয়।
যত ইচ্ছা দান ভোগ কর মহাশয়॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে তুমি কহিলা প্রমাণ।
বেদতুল্য তব বাক্য কভু নহে আন॥
মম হিত উপদেশ যতেক কহিলা।
তোমার বচন না শুনিনু করি হেলা॥
সেইহইতে এই গতি হইল আমার।
তবে সুখ দুঃখ কথা কি আর বিচার॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির সর্ব্বগুণাধার।
কোন দোষে দোষী নহে ধর্ম্মের কুমার॥
পুত্রের অধিক মম করয়ে সেবন।
তার গুণে হইল মোর শোক নিবারণ॥
কোন দোষে দোষী নহে রাজা যুধিষ্ঠির।
ভীম দুরাচার মম দহয়ে শরীর॥
কোন কর্ম্ম হেতু আমি যদি কহি তারে।
কর্ম্ম না করিয়া আর দহে কটূত্তরে॥
শত পুত্র মারি দুঃখ নহে নিবারণ।
দন্ত কড়মড় করে বাহু আস্ফালন॥
ভীমের চরিত্র দেখি দহে মম কায়।
কি করিব কহ মোরে ইহার উপায়॥
বিদুর বলেন রাজা স্থির কর মন।
ভীমের বচনে রাজা নহ উচ্চাটন॥
যদি যুধিষ্ঠির তোমা করে অনাদর।
তবে যেই চিত্তে লয় কর নরবর॥
তুমি যেই ভাব কর বৃকোদরপ্রতি।
তোমারেও দুষ্টভাব করয়ে মারুতি॥
অন্য২ সমভাব জানহ রাজন।
আমারে যেমন তুমি আমিহ তেমন॥
ইহা জানি ভীমহেতু ত্যজহ আক্রোশ।
যুধিষ্ঠির প্রতি তুমি নহ অসন্তোষ॥
তোমারে বিমনা যদি শুনে ধর্ম্মরায়।
এইক্ষণে আসিয়া পড়িবে তব পায়॥
তুমি অসন্তোষ যদি হও নরপতি।
রাজ্য ত্যজি বনে যাবে পাণ্ডুবংশপতি॥
তাহারে প্রসন্নভাব হও নরনাথ।
এত বলি বিদুর করিল প্রণিপাত॥
পুনরপি ধৃতরাষ্ট্র সকরুণে কয়।
যুধিষ্ঠিরে ক্রোধ মম কদাচিত নয়॥
আমি ধৃতরাষ্ট্র রাজা বিখ্যাত ভুবনে।
মহাধনুর্দ্ধর পুত্র এক শত জনে॥
সকল সংহার মোর করে যেই জন।
তাঁহার পালিত হয়ে রাখিব জীবন॥

ধিক২ জীবনে এমন ছার আশ।
সংসার যুড়িয়া লজ্জা লোকে উপহাস ॥
দ্বিতীয় বাসব মম পুত্র দুর্য্যোধন।
তাহা বিনা পাপ প্রাণ রহে এতক্ষণ ॥
এইরূপে শোচনা করিয়া বহুতর।
পুনঃ বিদুরের প্রতি করিল উত্তর ॥
অবধান কর ভাই বচন আমার।
যে বিধান চিত্তে আমি করেছি বিচার ॥
রাজ্যসুখ নানা ভোগ করিনু বিস্তর।
মম সম সুখ নাহি ভুঞ্জে কোন নর ॥
অতঃপর চিত্তে সে সকল ক্ষমা দিব।
বনবাসে গিয়া আমি যোগ আচরিব ॥
রাজনীতি কর্ম্ম হেন আছে পূর্ব্বাপর।
শেষকালে প্রবেশিবে অরণ্যভিতর ॥
যোগ তপ আচরিয়া লইবে সদ্গতি।
বেদের সম্মত আর ক্ষত্রিয়ের নীতি ॥
অবশেষ কাল মম হইল উপনীত।
যোগ ধর্ম্ম আচরণ হয়তো বিহিত ॥
সত্য২ বনে যাব নাহিক সংশয়।
যোগ আচরিব গিয়া কহিনু নিশ্চয় ॥
বিদুর বলেন রাজা কর অবধান।
যতেক কহিলা সত্য কভু নহে আন ॥
রাজা হয়ে শেষকালে যাবে বনবাস।
যোগ আচরিবে গিয়া করিয়া সন্ন্যাস ॥
বেদের বচন ইথে নাহিক সংশয়।
কিন্তু এক কথা কহি শুন মহাশয় ॥
আপনি বৃদ্ধক অতিশরীর দুর্ব্বল।
শোকাতুর অন্ধ তব নয়নযুগল ॥
অভ্যন্তর যাইতে তব নাহিক শকতি।
ঘোর বনে কিমতে পশিবা নরপতি ॥
ভয়ঙ্কর বনজন্তু সিংহ ব্যাঘ্রগণ।
প্রলয়মহিষ গজ ঘোরদরশন ॥
কিমতে রহিবা তথা তাহা মোরে কহ।
আর তাহে মহারাজ চক্ষে না দেখহ ॥
অপমৃত্যু হয় পাছে এই বড় ভয়।
এই হেতু ইথে মোর চিত্তে নাহি লয় ॥
সে কারণে কহি আমি শুন মহারাজ।
গৃহাশ্রমে থাকিয়া না হয় কোন কায ॥
দ্বিজগণে দান দেহ নানাবিধ ধন।
প্রবাল মুকুতা মণি রজত কাঞ্চন ॥
ভূমিদান অন্নদান কর নানা দান।
অন্য দান নহে অন্ন দানের সমান ॥
যাহা ইচ্ছা দান কর আপনার মনে।
অভয় কৃষ্ণের পদ ভাব এক মনে ॥
সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি তবে হবে এইমতে।
পাইবা উত্তমগতি শুন নরপতে ॥
ধর্ম্মের নন্দন দেখ রাজা যুধিষ্ঠির।
ভ্রাতৃ মন্ত্রি বন্ধুশোকে আকুল শরীর ॥
তোমার সেবন হেতু করে গৃহবাস।
তোমার এ মতি শুনি হইবে নিরাশ ॥
তোমা বিনা ত্যজিবে সকল ধর্ম্মরায়।
ব্রহ্মচর্য্য আচরি কাননে পাছে যায় ॥
এইহেতু রাজা আমি কহি যে তোমায়।
গৃহাশ্রমে রহি গতি চিন্তা কর রায় ॥
সকল যোগের মূল গোবিন্দের নাম।
সাবধান চিত্ত হয়ে চিন্ত অবিরাম ॥
ইহা বিনা উপায় নাহিক রাজা আর।
মম চিত্তে লয় রাজা এইতো বিচার ॥
ধৃতরাষ্ট্র কহে তুমি পরম পণ্ডিত।
তোমার বচন খ্যাত বেদের বিদিত ॥
যতেক কহিলা কিছু না হয় বিধান।
কিন্তু এক কথা কহি কর অবধান ॥
করুণানিধান সেই নন্দের কুমার।
এক মনে ভজিলে সে করেন উদ্ধার ॥
সকল ইন্দ্রিয়গণ কর নিবারণ।
কায়মনোবাক্যেতে চিন্তিবা নারায়ণ ॥
গৃহাশ্রমে হেন শক্তি নহিবে আমার।
সে কারণে বনে যাই করেছি বিচার ॥
বনজন্তুগণহেতু কহিলা প্রমাণ।
আপন অদৃষ্ট ফল নাহিক এড়ান ॥
যা থাকে অদৃষ্টে তাহা অবশ্য হইবে।
পূর্ব্বার্জিত ফল যাহা তাহা কে খণ্ডিবে ॥
অভয় পদারবিন্দ করিয়া ভাবন।
সর্ব্ব ভয়হইতে হইব বিমোচন ॥
ইহাভিন্ন অন্য চিত্তে না লয় আমার।
বনবাসে যাইব কহিনু সারোদ্ধার ॥
ধৃতরাষ্ট্রমন বুঝি বিদুর সুমতি।
আশ্বাসিয়া বলে পুনঃ শুন নরপতি ॥
তুমি যদি বনবাসে যাইবা নিশ্চয়।
আমিহ সংহতি তব যাব মহাশয় ॥
আমি তব ভৃত্য তুমি আমার ঈশ্বর।
ঈশ্বরবিহনে কিবা করিবে কিঙ্কর ॥
যথায় যাইবা তুমি যাইব সংহতি।
তোমার যে গতি রাজা আমার সে গতি ॥

যুধিষ্ঠিরে প্রবোধ করিব বিধিমতে।
তার অনুমতি বিনা না পারি যাইতে॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে তুমি কহ যুধিষ্ঠিরে।
সান্ত্বনাপূর্ব্বক কর্ম্ম বিবিধ প্রকারে॥
তুমি আমি গান্ধারী সঞ্জয়আদি করি।
নানা মতে প্রবোধিব ধর্ম্মঅধিকারী॥
তাতে যদি যুধিষ্ঠির সম্মত না হয়।
গুপ্তভাবে যাব তবে কহিনু নিশ্চয়॥
এত শুনি বিদুর চলিল ধর্ম্মস্থানে।
বসিয়া আছেন ধর্ম্ম রত্নসিংহাসনে॥
পাত্রমিত্র ভ্রাতৃগণ চৌদিগে বেষ্টিত।
ব্রাহ্মণমণ্ডলী সঙ্গে ধৌম্য পুরোহিত॥
স্বধর্ম্মে করেন রাজ্য ধর্ম্মের নন্দন।
পুত্রবৎ পালেন যতেক প্রজাগণ॥
সর্ব্বজীবে সমভাব দয়ার শরীর।
ধর্ম্মঅবতার ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির॥
যুধিষ্ঠিরগুণে বশ হৈল সর্ব্ব জন।
শোক দুঃখ সকল হইল বিস্মরণ॥
প্রাতঃকালে উঠি রাজা করি স্নান দান।
পাত্র মিত্র ভ্রাতৃগণে করেন সম্মান॥
তদন্তরে দ্বিজগণে করিয়া সম্মান।
বিবিধ রতন দেন নাহি পরিমাণ॥
অশ্ব বৃষ গবী বৎস আর নানা ধন।
ভূমিদান অন্নদান বিবিধ বসন॥
হেন মতে দান কর্ম্ম করি সমাপন।
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে করি সম্ভাষণ॥
সেবায় নিযুক্ত করি ভ্রাতৃবন্ধুগণে।
আজ্ঞা মাগি রাজকার্য্য যান সেইক্ষণে॥
সিংহাসনে বসিয়া করেন রাজকায।
পাত্র মিত্র ভ্রাতৃ বন্ধু সহিত সমাজ॥
রাজকর্ম্মঅবসানে আসিয়া মন্দিরে।
ব্রাহ্মণে করেন পূজা নানা উপহারে॥
যাহাতে যাহার প্রীতি ভক্ষ্য দ্রব্যআদি।
সভারে করেন দান সহিত দ্রৌপদী॥
হেনমতে সভাকারে করিয়া সান্ত্বন।
পুনঃ ধৃতরাষ্ট্রস্থানে করেন গমন॥
যথোচিত তৃপ্ত করি অন্ধনরবরে।
সেইমত গান্ধারীকে পূজেন সাদরে॥
দোঁহা অনুমতি লয়ে বিদায় হইয়া।
ভোজন করেন রাজা বন্ধুগণ লৈয়া॥
এই মত নিত্য কর্ম্ম করি ধর্ম্মরায়।
সাধু সর্ব্বগুণান্বিত অপ্রমিত কায়॥

ভারত আশ্রমপর্ব্ব অপূর্ব্ব আখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

### অথ ধৃতরাষ্ট্রের বনগমনেচ্ছা শুনিয়া যুধিষ্ঠিরের খেদ।

### পয়ার।

জিজ্ঞাসে জনমেজয় কহ মুনিবর।
কহ শুনি কি কর্ম্ম হইল তারপর॥
মুনি বলে শুন কুরুকুলঅধিকারী।
বিদুর আইল যুধিষ্ঠির বরাবরি॥
রাজার নিকটে বসি বলয়ে বচন।
অবধানে শুন রাজা ধর্ম্মের নন্দন॥
পরম ভাজন তুমি সাধু সুপণ্ডিত।
তব গুণে বসুমতী হইল পূর্ণিত॥
তোমাহৈতে কুরুকুল পবিত্র হইল।
তোমার সমান রাজা না হবে নহিল॥
যত রাজধর্ম্ম নীতি শাস্ত্রেতে বাখানে।
সকল তোমাতে পূর্ণ তুমি পূর্ণ গুণে॥
যেই কৃষ্ণ অনাদি পুরুষ সনাতন।
যাঁর তত্ত্ব না পায় স্বয়ম্ভু পঞ্চানন॥
আগমে কিঞ্চিৎ তত্ত্ব না পায় যাঁহার।
হেন প্রভু বশ হৈল গুণেতে তোমার॥
ব্রাহ্মণ সেবার গুণ কে বলিতে পারে।
সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ সংসার ভিতরে॥
ব্রাহ্মণেরে প্রীত হন দেব নারায়ণ।
এই হেতু দ্বিজ সেবা কর অনুক্ষণ॥
পাত্রমিত্র প্রজা বন্ধু সুহৃৎসুজন।
সদয়হৃদয় কর সভার পালন॥
এইমত বিধিমত কহিয়া রাজারে।
অবশেষে কহে ধৃতরাষ্ট্রের উত্তরে॥
ধৃতরাষ্ট্র পাঠাইল তোমার সদনে।
এই ভিক্ষা দেও মোরে প্রসন্নবদনে॥
রাজার নিয়ম যেই আছে পূর্ব্বাপর।
ক্ষত্রধর্ম্ম বিধিনীতি বেদের উত্তর॥
রাজা হয়ে করিবেক প্রজার পালন।
দান যজ্ঞ ব্রত নানা ধর্ম্ম উপার্জ্জন॥
শেষকালে তনয়েরে রাজ্য ভার দিয়া।
বনবাস করিবেক যোগ আচরিয়া॥
ফলমূলাহারী হয়ে করিবে বসতি।
সমাধি সাধিয়া লভিবেক দিব্যগতি॥

সেকারণে ধৃতরাষ্ট্র পাঠাইল মোরে।
সান্ত্বনাপূর্ব্বক তোমা কহিবার তরে॥
অর্দ্ধশেষকাল এই হইল আমার।
কুলধর্ম্মমত আমি করিব আচার॥
যথাশক্তি কিছুমাত্র যোগ আচরিব।
তব অনুমতি হৈলে কাননে পশিব॥
প্রসন্নহৃদয় হৈয়া কর অনুমতি।
এই ভিক্ষা তব স্থানে মাগে কুরুপতি॥
বিদুরবচন শুনি যেন বজ্রাঘাত।
পড়েন অস্থির হয়ে পাণ্ডুবংশনাথ॥
কি বলিলা খুল্ল তাত নিষ্ঠুর বচন।
কোন দোষে জ্যেষ্ঠতাত করেন বর্জ্জন॥
জ্যেষ্ঠতাত মোরে যদি ত্যজেন নিশ্চয়।
তবে আর কিসের আমার গৃহাশ্রয়॥
আমিহ সন্ন্যাসী হৈয়া যাব বনবাসে।
কি করিব ধন জন বন্ধু গ্রাম দেশে॥
এত বলি যুধিষ্ঠির আকুলহৃদয়।
বিদুরসহিত যান অন্ধের আলয়॥
কান্দেন অন্ধের পদ ধরি ধর্ম্মরায়।
কোন দোষে তাত তুমি ত্যজহ আমায়॥
রাজ্য দেশ ধন জন সকল তোমার।
তোমা বিনা পাণ্ডবের কেবা আছে আর॥
কোন দোষে দোষী আমি নহি তব পদে।
বালকেরে ত্যাগ কর কোন অপরাধে॥
আমি রাজা হইতে যদি দুঃখ তব মনে।
আজি অভিষেক করি তোমার নন্দনে॥
যুযুৎসুরে অভিষেক করিব এখনি।
হস্তিনার পাটে তারে দিব রাজধানী॥
তোমার কিঙ্কর আমি তুমি মম প্রভু।
তব আজ্ঞা বিচলিত নহি আমি কভু॥
যুযুৎসু আছয়ে যেই তোমার নন্দন।
বৈশ্যার কুমার তারে জানে সর্ব্বজন॥
তথাপি তাহারে আমি রাজ্যভার দিব।
যে আজ্ঞা করিবা তুমি এখনি করিব॥
এইক্ষণে প্রাণ আমি ছাড়িবারে পারি।
তোমার বচন আমি লঙ্ঘিবারে নারি॥
ক্ষমা কর অপরাধ হয়ে সুপ্রসন্ন।
নহে আমি এইক্ষণে হই অবসন্ন॥
এইরূপে যুধিষ্ঠির সহ ভ্রাতৃগণ।
লোটাইয়া ধরিলেন অন্ধের চরণ॥
তুষ্ট হয়ে ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরে ধরে।
আলিঙ্গন করি কহে মধুর সুস্বরে॥

কোন দোষে দোষী তুমি নহ মম স্থানে।
পরম সন্তুষ্ট আমি হই তব গুণে॥
ইষ্টদেব তুল্য তুমি করহ সেবন।
তব গুণে হইল সে শোক পাসরণ॥
দুঃখ না ভাবিহ তাত স্থির কর মন।
তোমায় অপ্রিয় আমি নহি কদাচন॥
সর্ব্ব সুখ ভুঞ্জিলাম তোমার কল্যাণে।
অবশেষে কাল আসি হৈল এইক্ষণে॥
পরকাল চিন্তাবারে হয়তো উচিত।
ইথে অসম্মত তাত না হও ক্বচিত॥
রাজধর্ম্মনীতি যাহা বেদের উত্তর।
শেষকালে পশিবেক অরণ্যভিতর॥
যথাশক্তি যোগ করিবেক আচরণ।
সকল ইন্দ্রিয়গণ করি নিবারণ॥
হইল যতেক রাজা এ মহীমণ্ডলে।
এই অনুসারে কর্ম্ম করিল সকলে॥
আমিহ সাধিব যোগ শক্তিঅনুসারে।
প্রসন্ন হইয়া তাত বলহ আমারে॥
তুমি সাধু শুদ্ধমতি তুমি গুণবান।
পৃথিবীর মধ্যে তাত তোমার বাখান॥
আমাহৈতে দুঃখ পাইয়াছ বহুতর।
সে সব স্মরণে মম বিদরে অন্তর॥
ধর্ম্মবলে সকল সঙ্কটে হৈলা পার।
শত্রু জিনি উদ্ধারিলা নিজ রাজ্যভার॥
স্বচ্ছন্দে ভুঞ্জহ রাজ্য আমার পীরিতি।
নানা ধর্ম্ম উপার্জ্জন কর রাজনীতি॥
বন্ধুগণ পালহ পালহ প্রজাগণ।
উদ্বেগ ছাড়িয়া রাজকার্য্যে দেহ মন॥
যুযুৎসু আছয়ে যেই আমার নন্দন।
বৈশ্যার উদরে জন্ম বিখ্যাত ভুবন॥
রাজ্যযোগ্য সেই জন নহে কদাচন।
আপনি করিবা তুমি তাহার পালন॥
এই ভিক্ষা মাঙ্গি আমি শুন ধর্ম্মরায়।
মায়া মোহ ছাড়ি মোরে করহ বিদায়॥
এত বলি করিলেন মস্তক চুম্বন।
বহু আশীর্ব্বাদ কৈল অম্বিকানন্দন॥
কান্দেন চরণে ধরি ধর্ম্মের তনয়।
বালকের প্রতি তাত না হও নির্দ্দয়॥
যত ইচ্ছা ধন রত্ন দ্বিজে দেহ দান।
গৃহাশ্রমে থাকি কর যোগ জপ ধ্যান॥
গৃহাশ্রমে সর্ব্ব ধর্ম্ম পাই নরনাথ।
হোম যজ্ঞ ব্রত ধর্ম্ম দান কর তাত॥

দারুণ ভারত যুদ্ধে হইল কুলক্ষয়।
সেই তাপে সদা মম দহিছে হৃদয়॥
তোমা দরশনে মম স্থির হেন মন।
সর্ব্ব তাপ সম্বরিনু তোমার কারণ॥
তোমার কারণে আমি করি গৃহবাস।
পূর্ব্বেতে যাইতেছিনু লইয়া সন্ন্যাস॥
রাজ্য ধন অর্থ আর কোন প্রয়োজন।
সকল সম্পদ মম তোমার সেবন॥
তোমায় রহিত হৈলে না ধরিব প্রাণ।
এখনি ত্যজিব প্রাণ তোমাবিদ্যমান॥
এই মত ধর্ম্মরাজ করেন মিনতি।
সান্ত্বাইতে না হইল কাহার শকতি॥
মহাভারতের কথা সুধা সিন্ধুবত।
এক মনে সাধু সব পীয়ে অনুব্রত॥
শ্রবণে পরম সুখ পাতক বিনাশ।
আশ্রমিক পর্ব্ব কথা কহে কাশীদাস॥

অথ ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী ও বিদুরের বনযাত্রা শুনিয়া কুন্তীর আগমন।

পয়ার।

এই রূপে অন্ধরাজ ভাবিতে চিন্তিতে।
পঞ্চদশ বৎসর হইল হেনমতে॥
ভোজনে না রুচে অন্ন নিদ্রা নাহি হয়।
নিরন্তর অন্ধরাজ চিন্তিতহৃদয়॥
কি করিব কি হইবে চিন্তা অনুক্ষণ।
গৃহবাস হইল মোর নিগড়বন্ধন॥
যুধিষ্ঠির কদাচিৎ না ছাড়িবে মোরে।
কি কর্ম্ম করিব সিদ্ধ গৃহকারাগারে॥
কিমতে যাইব বনে না দেখি উপায়।
দুই চক্ষু হীন বিধি করিল আমায়॥
আহা বিধি কোন বুদ্ধি করিব এখন।
কিরূপে হইবে কারাগারবিমোচন॥
কোনরূপে পরলোকে পাইব সদ্গতি।
কোনরূপে ধর্ম্মপথে মজিবেক মতি॥
এই অনুশোচে অন্ধ দিবসরজনী।
গান্ধারী চাহিয়া বলে কুরু নৃপমণি॥
অবধান শুন দেবি বচন আমার।
গৃহবাস হইল মোর বড় কারাগার॥
মহাফাঁসে বান্ধিয়া রাখয়ে যেন লোকে।
তেমতি বন্ধন আছে দৈবের বিপাকে॥
বিধি মোরে বিড়ম্বিল করি নানা পাকে।
মহামায়া জালে বন্ধি করিল আমাকে॥
পরবশবর্ত্তী হয়ে আজন্ম বঞ্চিনু।
আপনার বংশ আমি আপনি নাশিনু॥
পাপ চেষ্টা করি জন্ম গেল মিছা কাযে।
কিরূপে পাইব ত্রাণ ভবসিন্ধুমাঝে॥
না দেখি উপায় ভবসিন্ধু ঘোরতর।
কিরূপে হইব পার দুস্তর সাগর॥
এখন না চিন্তি যদি ইহার উপায়।
নিশ্চয় ঠেকিনু ঘোরশমনের দায়॥
সে ভয়ে তারণকর্ত্তা প্রভু নারায়ণ।
ভক্তি বিনা বশ প্রভু নহে কদাচন॥
দান যজ্ঞ ব্রত হোম করে অনুব্রতে।
হরি ভক্তি সমান নাহিক ত্রিজগতে॥
অভয়পদারবিন্দে ভক্তি যেই করে।
হেলায় তরয়ে সেই এ ভবসাগরে॥
হেন প্রভু ভক্তি আমি করিব কেমনে।
উপায় নাহিক মম এ ছার জীবনে॥
গান্ধারী বলয়ে রাজা কহি সারোদ্ধার।
নিজ কর্ম্ম সাধিবারে হয়ত বিচার॥
ব্রহ্মচর্য্য আচরণ হয়ত বিধান।
হরিভক্তি বিনা রাজা কর্ম্ম নাহি আন॥
যুধিষ্ঠির ছাড়িয়া না দিবে কদাচিত।
না মানিব উপরোধ যাইব নিশ্চিত॥
তপোবনে প্রবেশিয়া তপ আচরিব।
যোগ আচরিয়া ভবসিন্ধু পার হব॥
ইহা বিনা কিবা আর আছয়ে উপায়।
ইথে অসম্মত কেন হয় ধর্ম্মরায়॥
এইরূপে বিচার করয়ে দুই জন।
নিশ্চয় যাইবে বনে নাহি নিবারণ॥
ভারত আশ্রমপর্ব্ব অপূর্ব্ব কথন।
পয়ার প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচন॥

লঘু ত্রিপদী।

রজনি প্রভাত উঠি নরনাথ
বিদুরেরে ডাকি আনি।
গদ২ স্বরে কহে বিদুরেরে
ধৃতরাষ্ট্র নৃপমণি॥
আইস ভাই মোর প্রাণের দোসর
সাধু সর্ব্ব গুণাশ্রয়।
দেবগুরু জিনি বুদ্ধিমন্ত গণি
ক্ষমাসম ক্ষমাময়॥

তুমি স্নেহর মন আত্মা প্রাণ ধন
হিত উপদেশ কহ।
অতঃপর আমি হব বনগামী
এই যুক্তি ভাই দেহ ॥
তোমার কল্যাণে পশিব কাননে
সাধিব আপনকায।
সাধি যোগ ভক্তি পাব অব্যাহতি
এ ভব সংসারমাঝ ॥
ধর্ম্মের নন্দন শুনিলেএমন
যাইতে না দিবে মোরে।
আপন ইচ্ছায় যাব সর্ব্ব দায়
উপরোধে কিবা করে ॥
ঘোরতপোবনে পশিব যেমনে
যুক্তি দেহ তুমি মোরে।
এত শুনি কথা নুয়াইয়া মাথা
ক্ষত্তা কহে যোড় করে ॥
আমি তব ভৃত্য আজন্ম পালিত
আমার ঈশ্বর তুমি।
তুমি যদি বন করিবা গমন
কি আর করিব আমি ॥
সংহতি যাইব বনে প্রবেশিব
তথায় করিব সেবা।
যে গতি তোমার সে গতি আমার
স্বামি পরিহারে কেবা ॥
বিদুরবচন শুনিয়া রাজন
প্রশংসিল বহুতর।
ত্যজিয়া বসন বাকল পিন্ধন
করিলেন নৃপবর ॥
গান্ধারী সুন্দরী পতি অনুসারি
বাকল করি পিন্ধন।
জটা করি কেশে তপস্বির বেশে
বসিয়াছে তিন জন ॥
হেনই সময় আইল সঞ্জয়
ধৃতরাষ্ট্র সম্ভাষণে।
করি প্রণিপাত যুড়ি দুই হাত
নিবেদয়ে সাবধানে ॥
হের নরপতি কর অবগতি
তোমার কিঙ্কর আমি।
তোমার বিহনে কি কায জীবনে
সঙ্গে লহ মোরে তুমি ॥
বিদুর সঞ্জয় অম্বিকাতনয়
সুবলনন্দিনী আর।
শুভক্ষণ করি গৃহ পরিহরি
বনে কৈল আগুসার ॥
হেনকালে তথা ভোজের দুহিতা
পাইয়া সে সমাচার।
ত্যজিয়া মন্দির হইল বাহির
ত্যজি পুত্র পরিবার ॥
তপস্বিনীবেশে আসি অন্ধপাশে
প্রণমিয়া কহে বাণী।
অহে কুরুপতি তোমার সংহতি
কাননে যাইব আমি ॥
সঙ্গে লহ মোরে যাহ যথাকারে
আমি অনুগত জনা।
তোমার প্রসাদে তরিব আপদে
করিব কৃষ্ণভজনা ॥
শুনিয়া রাজন আশ্বাস বচন
দিলেন কুন্তীর তরে।
শুনি ভোজসুতা হৈল হরষিতা
গান্ধারী হৃষ্ট অন্তরে ॥
ভারত শ্রবণ কারণ তারণ
এই মনে মোর আশ।
কৃষ্ণদাসাগ্রজ কৃষ্ণপদাম্বুজ
বন্দি কহে কাশীদাস ॥

### অথ ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী ও কুন্তী ও বিদুর ও সঞ্জয়ের বনবাস।

#### পয়ার।

ধৃতরাষ্ট্র রাজা যায় গহন কানন।
শুনিয়া ব্যাকুল চিত্ত ধর্ম্মের নন্দন ॥
ভ্রাতৃগণ কৃষ্ণাসহ আসি দৌড়াদৌড়ি।
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী কুন্তীর পায় পড়ি ॥
ধূলায় ধূসর হৈয়া করয়ে ক্রন্দন।
আজি সে অনাথ হইল পাণ্ডুপুত্রগণ ॥
কোন অপরাধে পিতা ত্যজহ আমারে।
আর মোর কেবা আছে সংসারভিতরে ॥
পিতৃশোক না জানিলাম তোমার কারণে।
সর্ব্বশোক পাসরিনু তোমা দরশনে ॥
তোমার বিহনে সব হইল অন্ধকার।
কোন সুখে গৃহেতে রহিব মোরা আর ॥
কি দেখি ধরিব প্রাণ কি হবে উপায়।
তোমার সহিত তাত সবে বনে যায় ॥

অহে খুল্লতাত তুমি যাহ কোথাকারে।
কিহেতু নির্দ্দয় তাত হইলা আমারে॥
পাণ্ডবের প্রাণদাতা কৃপার সাগর।
তোমার প্রসাদে যে এ পঞ্চ সহোদর॥
তোমা বিনা পাণ্ডবের কি হবে উপায়।
কোন অপরাধে তাত ছাড়িবা আমায়॥
এইরূপে যুধিষ্ঠির কান্দিয়া অপার।
প্রবোধ করেন সভে অশেষ প্রকার॥
বিদুর সঞ্জয় দোঁহে বিচারিয়া মনে।
ডাকিয়া নিভৃতে কহে মাদ্রীর নন্দনে॥
রাজার নন্দিনী কুন্তী রাজার গৃহিণী।
জনম দুঃখেতে গেল হেন অনুমানি॥
এত দিনে নিষ্কণ্টকা হৈল বসুমতী।
কত দিন সুখ ভুঞ্জে সবার সম্মতি॥
তোমরা উভয় তাঁর অতিপ্রিয়তর।
কুন্তীরে প্রবোধ দেহ দুই সহোদর॥
তোমা দোঁহাকার স্নেহ নারিবে ছাড়িতে।
যাইতে নারিবে কুন্তী হেন লয় চিত্তে॥
এত শুনি দুই ভাই চলে সেইক্ষণ।
জননীর গলে ধরি কান্দে দুই জন॥
কোথাকারে যাও মাতা নিষ্ঠুরা হইয়া।
কি মতে বঞ্চিব মোরা তোমা না দেখিয়া॥
তোমা বিনা তিলেক রহিতে নাহি পারি।
ক্ষণেক না জীব মোরা তোমা পরিহরি॥
যদি আমা দোঁহে ছাড়ি যাইবা কাননে।
এখনি ত্যজিব প্রাণ তোমা বিদ্যমানে॥
এত বলি কান্দে দোঁহে উচ্চস্বর করি।
ব্যাকুলা হইল চিত্তে ভোজের কুমারী॥
কি করিব ইহার উপায় নাহি দেখি।
কহিতে লাগিল কুন্তী দ্রৌপদীরে ডাকি॥
তুমি শুদ্ধা পতিব্রতা লক্ষ্মী অবতার।
এই বাক্য প্রতিপাল্য করিবা আমার॥
এই দুই পুত্র মোর প্রাণের সমান।
ইহারে পালিবা তুমি সদা সাবধান॥
আমারে পাসরে যেন তোমার পালনে।
অনুমতি কর মাতা যাই আমি বনে॥
এত বলি শিরোঘ্রাণে করিল চুম্বন।
প্রণমিয়া যাজ্ঞসেনী করয়ে রোদন॥
পঞ্চ পুত্র কোলে করি ভোজের নন্দিনী।
শিরে চুম্ব দিয়া কহে আশীর্ব্বাদ বাণী॥
বিবিধ প্রকারে প্রবোধিয়া পঞ্চ জনে।
চলিলেন কুন্তীদেবী ধৃতরাষ্ট্রসনে॥

উচ্চস্বরে কান্দে সবে প্রবোধ না মানে।
শোকের নাহিক অন্ত ভাই পঞ্চ জনে॥
তিলেক না বঞ্চে কেহ কুন্তীর বিচ্ছেদে।
প্রজাগণ বিলাপ করিছে মন খেদে॥
আজি সে হইল শূন্য হস্তিনানগরী।
প্রবল তিমিরে আচ্ছাদিল আজি পুরী॥
আজি সে অনাথ হইল রাজা প্রজাগণ।
পুরবাসি যত আছে হস্তিনা ভুবন॥
যুধিষ্ঠির কান্দেন করিয়া হায়২।
ললাটে হানেন ঘাত লোটান ধূলায়॥
মা মা বলি যুধিষ্ঠির ডাকেন সঘন।
নির্দয়া নিষ্ঠুরা মাতা হৈলা কি কারণ॥
সহদেব নকুল এ ভাই দুই জনে।
তিলেক না জীবে মাতা তোমার বিহনে॥
পূর্ব্বে যবে বনে পাঠাইল দুর্য্যোধন।
মম সঙ্গে বনে গেল ভাই চারি জন॥
ঝুরিত নয়ন সদা তোমার বিহনে।
তোমার ভাবনা বিনা না করিত মনে॥
তদন্তরে তোমার পাইয়া দরশন।
তিলেক বিচ্ছেদ নহে ভাই দুই জন॥
তোমার বিচ্ছেদে তারা না ধরিবে জীব।
কেমন প্রকারে আমি দোঁহা প্রবোধিব॥
কেমনে চলিলা মাতা নির্দ্দয়া হইয়া।
এ দুই বালক প্রতি না দেখ চাহিয়া॥
আমা সম হতভাগ্য নাহি পৃথিবীতে।
জনমঅবধি মজিলাম দুঃখ চিতে॥
ছার রাজ্য ধন মম ছার গৃহবাস।
তোমা বিনা হৈল মম সকল নৈরাশ॥
এত বলি যুধিষ্ঠির করেন ক্রন্দন।
আশীর্ব্বাদ করি কুন্তী করিল চুম্বন॥
শোকেতে কাতর অতি হও অকারণে।
সর্ব্ব ধর্ম্মাধর্ম্ম তাত জানহ আপনে॥
প্রসন্ন হইয়া মোরে করহ আদেশ।
সুকর্ম্ম করিতে তাত কেন ভাব ক্লেশ॥
বড়ই প্রবল তাত এ ভব সাগর।
ইহাতে হইতে পার বড়ই দুষ্কর॥
ভবার্ণবে কর্ণধার দেব ভগবান্।
তাঁহারে ভজিলে ইথে পাই পরিত্রাণ॥
অকারণ গেল কাল সংসারের দায়।
এখন সে করিলাম ইহার উপায়॥
ভক্তি বিনা ভগবান্ কভু বশ নয়।
কেমনে তরিব ঘোর শমনের ভয়॥

পরকালে তিনি বিনা বন্ধু নাহি আর।
ভক্তবৎসল করিবেন যে উদ্ধার॥
মায়া মোহ ত্যজ তাত তত্ত্বে দেহ মন।
ধর্ম্মপথে বিচলিত নহ কদাচন॥
পুত্রবত পালন করহ প্রজাগণ।
ব্রাহ্মণ সেবন তুমি কর অনুক্ষণ॥
প্রাণতুল্য ভ্রাতৃগণ দেখিবা সদায়।
পাত্র মিত্র দাস দাসী আর সমুদায়॥
কৃপায় করিবা তাত সবার পালন।
অনুমতি কর তাত আমি যাই বন॥
এত বলি সহদেব নকুলে লইয়া।
দ্রৌপদীর হাতে২ দিল সমর্পিয়া॥
সবাকে বিদায় করি ভোজের কুমারী।
দাঁড়াইল গিয়া ধৃতরাষ্ট্র বরাবরি॥
ধৃতরাষ্ট্র নৃপতির যত বধূগণ।
দুঃশলাসুন্দরী আদি কান্দে সর্ব্ব জন॥
হাহাকার করে সবে কান্দে উচ্চস্বরে।
আমা সবা ছাড়ি কোথা যাহ নৃপবরে॥
হাহা বিধি কি উপায় করিব এখন।
এত ক্লেশে পাপ প্রাণ রহে কি কারণ॥
পাষাণের চিত্ত দেহ আমা সবাকার।
এতেক প্রহারে তনু না হয় বিদার॥
উচ্চস্বরে কান্দে সবে শিরে মারে ঘাত।
তোমা বিনা আজি মোরা হইলাম অনাথ॥
গড়াগড়ি যায় সবে ধূলায় ধূসর।
চিত্রের পুত্তলী প্রায় ভূমের উপর॥
দেখিয়া ব্যথিত হৈল বিদুর সুমতি।
ডাক দিয়া কহিলেন যুধিষ্ঠির প্রতি॥
শোক ত্যজ শুন রাজা আমার বচন।
আমা সবাকার শোক কর নিবারণ॥
ইহা সবাকার প্রতি করহ আশ্বাস।
প্রবোধিয়া সভাকারে লহ গৃহবাস॥
ধর্ম্মের নন্দন তুমি ধর্ম্মঅবতার।
তোমার এতেক মোহ অতিঅবিচার॥
সবারে সান্ত্বনা করি স্থির কর মন।
তোমারে বুঝায় হেন আছে কোন জন॥
এইরূপে বিদুর কহিল বহুতর।
অনেক সান্ত্বনা করি পঞ্চ সহোদর॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র কহে বিদুরের প্রতি।
হের অবধান কর বিদুর সুমতি॥
এ সময় ব্রাহ্মণেরে দিব কিছু দান।
কিছু ধন মাগি আন ধর্ম্মরাজস্থান॥
অন্ধের বচনে ক্ষত্তা কহে যুধিষ্ঠিরে।
কিছু ভিক্ষা চাহে তোমা অন্ধ নৃপবরে॥
ধর্ম্ম বলিলেন ভিক্ষা কিসের কারণ।
তাঁহারি সকল রাজ্য প্রজা ধন জন॥
আমা আদি সকল বিক্রীত তাঁর পায়।
হেন বাক্য কহিবারে তাঁরে না যুয়ায়॥
এত বলি যুধিষ্ঠির ডাকি ভ্রাতাগণে।
ধন আনিবারে আজ্ঞা দিলেন তখনে॥
ধর্ম্মরাজআজ্ঞা পায়ে চারি সহোদর।
ভাণ্ডারহইতে ধন আনে বহুতর॥
প্রবাল মুকুতা স্বর্ণ মণি মরকত।
বিবিধ রতন রাশি কৈল শত শত॥
হরষিতে অন্ধরাজ গান্ধারী সহিত।
দ্বিজগণে ধনদান কৈল অপ্রমিত॥
ভূমিদান অন্নদান করিল বিস্তর।
হস্তি অশ্ব ধেনুবৎস রতন বহুতর॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি রাজা দুর্য্যোধন।
সবাকার নাম ধরি দ্বিজে দিল ধন॥
বিবিধ বসন দান করিল অপার।
রত্ন সিংহাসন শয্যা বিবিধ প্রকার॥
দানেতে তুষিয়া সব ব্রহ্মাণমণ্ডল।
বনে যাইতে অন্ধরাজ হইল বিকল॥
বহু আশীর্ব্বাদ কৈল ভাই পঞ্চ জনে।
আলিঙ্গন শিরোঘ্রাণ করিল চুম্বনে॥
প্রণমিয়া পঞ্চ ভাই কান্দে উভরায়।
কৃতাঞ্জলি প্রণমিল গান্ধারীর পায়॥
আশীর্ব্বাদ কৈল দেবী প্রসন্নবদনে।
অঙ্গে হাত বুলাইয়া ভাই পঞ্চ জনে॥
একে২ সবাকারে করিয়া বিদায়।
বনবাসে গমন করিল কুরুরায়॥
গান্ধারীর কান্ধে আরোপিয়া যাম্যহাত।
ধীরে২ চলিলেন কুরুকুলনাথ॥
গান্ধারীর যাম্য ভাগে চলিল সঞ্জয়।
আগে২ চলিলেন ক্ষত্তা মহাশয়॥
হেনমতে অন্ধরাজ চলিল কানন।
দেখিবারে আইল সকল প্রজাগণ॥
বৃদ্ধ বাল যুবা ধায় কুলবধূগণে।
ধৃতরাষ্ট্র বেশ দেখি কান্দে সর্ব্ব জনে॥
ওহে অন্ধরাজ তুমি যাও কোথাকারে।
কি হেতু তপস্বিবেশ ধরেছ শরীরে॥
দুই চক্ষু অন্ধ তব অথর্ব্ব শরীর।
কি মতে ছাড়েন তোমা রাজা যুধিষ্ঠির॥

বাহুড়২ রাজা না যাও কাননে।
তোমার বিহনে আর জীবে কোন জনে ॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্ম্মঅবতার।
সেবিবে তোমায় তেঁহ ধর্ম্মের কুমার ॥
এইরূপে চতুর্দ্দিক কান্দে সর্ব্বজন।
প্রবোধিয়া ধৃতরাষ্ট্র চলিল কানন ॥
পথ দেখাইয়া ক্ষত্তা আগে২ ধায়।
কুরুক্ষেত্র নিকটে আইল কুরুরায় ॥
তথাহইতে চলি গেল জাহ্নবীর কূলে।
স্নান দান করিলেন নামি গঙ্গাজলে ॥
হরিষেতে স্নান করি করিল তর্পণ।
তদন্তরে কূলেতে উঠিল পঞ্চ জন ॥
বসিয়া গঙ্গার তীরে কথোপকথনে।
সেই নিশা বঞ্চিল জাহ্নবীজলপানে ॥
রজনী প্রভাত হইল সূর্য্যের উদয়।
প্রভাতে উঠিয়া তবে বিদুর সঞ্জয় ॥
গঙ্গার পশ্চিমে বন নাম দ্বৈপায়ন।
নানাবিধ বৃক্ষলতা শোভিত কানন ॥
অশোক চম্পক বৃক্ষ পলাশ কাঞ্চন।
অর্জ্জুন খর্জ্জুর আম্র জাম তরুবন ॥
রাজবৃক্ষ শাল তাল আর আমলকী।
কণ্টকী দাড়িম্ব নারিকেল হরীতকী ॥
শিরীষ কদম্ব ঝাঁটী বদরী খদির।
তিন্তিড়ী বহড়া আর নারেঙ্গী জামীর ॥
দেবদারু ভদ্রদারু নিম্ব তরুবর।
বিচিত্র কদলী বৃক্ষ দেখিতে সুন্দর ॥
নানা পুষ্প সৌরভে শোভিত বনস্থলী।
ভ্রমর গুঞ্জরে তাহে কোকিল কাকলী ॥
বিচিত্র তুলসী বৃক্ষ অতিসুশোভন।
বিচিত্র মঞ্জরী তাহে নব দলগণ ॥
আমোদে পূর্ণিত হয় সকল কানন।
পুষ্পভরে লম্বমান যত তরুগণ ॥
মল্লিকা মালতী যূথী জাতি নাগেশ্বর।
করবী বকুল জবা রঙ্গন টগর ॥
সেঁউতী মাধবীলতা কুটজ কিংশুক।
শেফালিকা সারি২ দেখায় কৌতুক ॥
নব২ দলেতে পূর্ণিত ফল ফুল।
তার গন্ধে মকরন্দে ধায় অলিকুল ॥
মধুর কোকিলগণে করে কুহূরব।
মন্দ সমীরণ বহে সুগন্ধি সৌরভ ॥
বন দেখি আনন্দিত বিদুর সঞ্জয়।
হেতায় বঞ্চিব হেন চিন্তিল হৃদয় ॥
দুইখানি কুটীর রচিল সেইখানে।
মুনিগণ নিবসয়ে তার সন্নিধানে ॥
সম্ভাষিয়া মুনিগণে করিয়া বিনয়।
অন্ধের নিকটে গেল বিদুর সঞ্জয় ॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী সহিত ভোজসুতা।
সভে লয়ে কুটীরে আইল পুনঃ ক্ষত্তা ॥
এক গৃহে কুন্তী সঙ্গে সুবলনন্দিনী।
আর গৃহে বিদুর সঞ্জয় নৃপমণি ॥
কাননিবাসি যত ঋষি মুনিগণ।
আইল করিতে ধৃতরাষ্ট্রসম্ভাষণ ॥
যথাবিধি সবাকারে পূজিয়া সাদরে।
হরিষেতে জিজ্ঞাসিল অন্ধ নৃপবরে ॥
মহামুনি ঋষিগণ ধৃতরাষ্ট্রপ্রীতে।
আশ্রম করিয়া রহিলেন চতুর্ভিতে ॥
দেখিয়া পাইল প্রীতি অন্ধ নৃপবর।
ব্রহ্মচর্য্য আচরিল শুদ্ধকলেবর ॥
নিকটে জাহ্নবী নীরে স্নান দান করি।
হোম কর্ম্ম সমাপিল কুরুঅধিকারী ॥
গৃহমধ্যে কুশাসন করিয়া স্থাপন।
পূর্ব্ব মুখে বৈসে রাজা করি যোগাসন ॥
হৃদয়ে পরম পদ চিন্তিয়া সাদরে।
মন্ত্র জপ করে অন্ধ ভক্তি পুরঃসরে ॥
নিকটে বিদুর আর সঞ্জয় সুমতি।
যোগাসন করি দোঁহে করিলেন স্থিতি ॥
এইরূপে সকলে বসিল যোগাসনে।
মন্ত্র ধ্যান করিয়া জপেন সুলক্ষণে ॥
দিনশেষে বিদুর সঞ্জয় দুই জন।
ফল মূল আনি সবে করিল ভক্ষণ ॥
পুণ্য কথা আলাপেতে বঞ্চিয়া রজনী।
হেনমতে কাননে রহিল নৃপমণি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

## অথ ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে বনে পাণ্ডবেরদের গমন।

### পয়ার।

মুনি বলে শুন জনমেজয় নৃপতি।
গৃহে যান ধর্ম্মরাজ শোকাকুলমতি ॥
ভীমার্জ্জুন মাদ্রীসুত পঞ্চাল কুমারী।
ধৃতরাষ্ট্র বধূগণ দুঃশলা সুন্দরী ॥

শোক[illegible]লে হয়ে সবে কান্দে সর্ব্বজন।
রজ[illegible]া দিবস শোক নহে নিবারণ ॥
না রুচে আহার জল সদা ঝোরে আঁখি।
শোকাকুল মন সবে হৈল বড় দুঃখী ॥
ধর্ম্ম আগে কান্দি কহে মাদ্রীর তনয়।
এত দিনে মৃত্যুকাল হইল নিশ্চয় ॥
ধরিতে না পারি প্রাণ জননী বিহনে।
দশদিক্ অন্ধকার লাগে রাত্রি দিনে ॥
ভোজন না রুচে অনুক্ষণ মহাশয়।
রজনী দিবসে নিদ্রা চক্ষে নাহি হয় ॥
এইক্ষণে যদি আমি নাহি দেখি মায়।
অবশ্য মরিব দোঁহে কহিনু নিশ্চয় ॥
এত বলি দুই ভাই কান্দে উচ্চস্বরে।
অস্থির হইয়া পড়ে ভূমির উপরে ॥
দেখিয়া আকুলচিত্ত রাজা যুধিষ্ঠির।
প্রবোধিতে না পারেন হৈলেন অস্থির ॥
ভীমসেন অর্জ্জুন কান্দেন দুই জন।
দ্রুপদ নন্দিনী কৃষ্ণা কান্দে অনুক্ষণ ॥
ধৃতরাষ্ট্র বধূগণ করে হাহাকার।
রাত্রি দিনে শোক বিনা অন্য নাহি আর ॥
কান্দিয়া রাজার প্রতি কহে সর্ব্বজন।
নিশ্চয় না রহে প্রাণ শুনহ রাজন ॥
কুরুকুলনাথ অন্ধ সুবলনন্দিনী।
বিদুর সঞ্জয় আর কুন্তী ঠাকুরাণী ॥
তাহা সবাবিহনে জীবন নাহি রয়।
ইহার বিধান শীঘ্র কর মহাশয় ॥
এশোকসাগরে কেহ তিলেক না জীবে।
যথা গেল অন্ধরাজা তথা যাব সবে ॥
এইরূপে নৃপতিরে কহে সর্ব্বজন।
শুনিয়া ভাবিতচিত্ত ধর্ম্মের নন্দন ॥
রজনী দিবসে কান্দে মাদ্রীর তনয়।
ত্যজিব শরীর দোঁহে হেন মনে লয় ॥
কোনমতে প্রবোধ না মানে দুই ভাই।
পুরজনআদি শোকে কাতর সবাই ॥
অন্যমতে নহে এই শোকনিবারণ।
জ্যেষ্ঠতাতনিকটেতে যাইব কানন ॥
সবারে কাতর দেখি হবেন সদয়।
বাহুড়িয়া আসিবেন হেন মনে লয় ॥
কদাচিৎ বাহুড়িয়া যদি নাহি আইসে।
সেইরূপে সবাই রহিব তাঁর পাশে ॥
এইরূপে অনুমানি ধর্ম্মের নন্দন।
সবারে আশ্বাস করি প্রবোধিয়া কন ॥
শোক দুঃখ ছাড়ি সবে স্থির কর মন।
সেই বনে সবে মোরা করিব গমন ॥
রাজার বচনে সবে হৃষ্ট হইল মনে।
সেইক্ষণে বাহির হইল সর্ব্বজনে ॥
যুধিষ্ঠির পঞ্চ ভাই দ্রৌপদী সহিত।
উগ্রসেনী সুভদ্রা উত্তরা পরীক্ষিত ॥
ধৃতরাষ্ট্র বধূগণ দুঃশলা সুন্দরী।
লিখনে না যায় যত চলে বরনারী ॥
বিবিধবাহনে চলে আর পদব্রজে।
পঞ্চম শব্দেতে তাহে নানা বাদ্য বাজে ॥
রাজ্যে হৃষ্টমতি নহে শোকাকুলমন।
চলিল অনেক রাজা না যায় গণন ॥
পূর্ব্বেতে ভারতযুদ্ধে সৈন্যের সাজনী।
তেমতি সাজিল অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী ॥
তাহা সবাকার যত ছিল নারীগণ।
সবাই চলিল ধৃতরাষ্ট্রদরশন ॥
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী হেন অনুমানি।
মহারোলে কম্পমান হইল মেদিনী ॥
হেন মতে ধর্ম্মরাজ চলেন ত্বরিত।
দ্বৈপায়নবনে হইলেন উপনীত ॥
গঙ্গাজলে স্নান করি প্রবেশি কাননে।
চলিলেন পঞ্চ ভাই সহ নারীগণে ॥
বসিয়াছে ধৃতরাষ্ট্র কুটীরভিতরে।
মৌনভাবে একাসনে যুড়ি দুই করে ॥
প্রণমিয়া পঞ্চ ভাই অন্ধের চরণে।
জ্যেষ্ঠতাত বলিয়া ডাকেন পঞ্চ জনে ॥
সমাধি ভাঙ্গিয়া অন্ধ শুনিবারে পায়।
কে তুমি বলিয়া জিজ্ঞাসিল কুরুরায় ॥
শুনি যুধিষ্ঠির কহিলেন সবিনয়।
তব ভৃত্য যুধিষ্ঠির শুন মহাশয় ॥
এত শুনি অন্ধ যুধিষ্ঠিরে কোলে নিল।
অঙ্গে হাত বুলাইয়া শুভ জিজ্ঞাসিল ॥
কহ তাত পুরের কুশল সমাচার।
কুশলে আছেতো সব বন্ধু পরিবার ॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে কি কহিব আর।
তোমার সাক্ষাতে এই সব পরিবার ॥
আপনি রহিলা আসি কাননভিতরে।
তোমা না দেখিয়া সবার হৃদয় বিদরে ॥
কহ তাত কোথা মম গান্ধারী জননী।
কোথা কুন্তী মাতা মম ভোজের নন্দিনী ॥
খুল্লতাত কোথায় বিদুর মহাশয়।
তাসবারে না দেখিয়া প্রাণ বাহিরায় ॥

এত শুনি কহিতে লাগিল কুরুপতি।
ওকুটীরে তব মাতা গান্ধারী সংহতি॥
বিদুরের সমাচার নিশ্চয় না জানি।
জীয়ে কি না জীয়ে ভাই ক্ষত্তা গুণমণি॥
অনশন ব্রত করি ত্যজিয়া আহার।
একেশ্বর গেল ক্ষত্তা নিকটে গঙ্গার॥
চারি দিন আমা সহ নাহি দরশন।
জীয়ে কি না জীয়ে ভাই কর অন্বেষণ॥
শুনিয়া আকুল ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির।
চলিলেন গঙ্গাতীরে অন্তর অস্থির॥
গঙ্গাতীরে বটমূলে দেখি একেশ্বর।
দীর্ঘ জটাভার পড়িয়াছে পৃষ্ঠোপর॥
করপুটে বসিয়া আছেন মহাশয়।
প্রণাম করেন গিয়া ধর্ম্মের তনয়॥
আছে কি না আছে প্রাণ না জানি নিশ্চয়।
উচ্চস্বরে ডাকে পঞ্চ পাণ্ডুর তনয়॥
ওহে খুল্লতাত বলি ডাকে ঘনেঘন।
কৃতাঞ্জলি করি ডাকে ভাই পঞ্চ জন॥
ওহে মহাশয় তুমি পাণ্ডুপ্রাণদাতা।
ভৃত্যগণ ডাকে তুমি উঠি কহ কথা॥
বিষম সঙ্কটে রক্ষা কৈলা পুনঃ পুনঃ।
যুধিষ্ঠির ডাকেন উত্তর নাহি কেন॥
তোমা বিনা পাণ্ডবের কেবা আছে আর।
সদয় হইয়া তাত চাহ একবার॥
ওহে খুল্লতাত কেন না শুন শ্রবণে।
কোন অপরাধে এত কোপ কৈলা মনে॥
এইরূপে পঞ্চ ভাই করেন রোদন।
আকাশ বিমানে থাকি দেখে দেবগণ॥
দুই আঁখি নিযোজিল যুধিষ্ঠিরপানে।
বিদুরের তেজ নিঃসরিল সেইক্ষণে॥
দ্বিতীয় দেখায় যেন রবির কিরণ।
যুধিষ্ঠিরঅঙ্গে লিপ্ত হইল তখন॥
আকাশে অমরগণ পুষ্পবৃষ্টি করে।
জয়২ শব্দ হইল অমরনগরে॥
ভ্রাতৃগণে কহিলেন রাজা যুধিষ্ঠির।
দ্বিগুণ হইল তেজ আমার শরীর॥
পূর্ব্বের যতেক তেজ অঙ্গে মম ছিল।
অকস্মাৎ এখন দ্বিগুণ তেজ হইল॥
মহাভারতের কথা অমৃতসমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

## অথ বিদুরের দেহত্যাগে সকলের বিলাপ ও ব্যাসের সান্ত্বনা।

### পয়ার।

বিদুরে লইয়া কান্দিছেন পঞ্চ জন।
হেনকালে আইলেন মুনি দ্বৈপায়ন॥
মুনি দেখি প্রণমিল পঞ্চ সহোদর।
খুল্লতাত বলি কান্দে অতিউচ্চস্বর॥
প্রবোধিয়া মুনিবর কহেন বচন।
অকারণে শোক কর ধর্ম্মের নন্দন॥
আপনি কি নাহি জান রাজা যুধিষ্ঠির।
তোমায় বিদুরে যেন একই শরীর॥
মাণ্ডব্যমুনির শাপে ধর্ম্ম মহাশয়।
বিদুররূপেতে তাঁর ক্ষিতিতে উদয়॥
তুমিহ আপনি ধর্ম্ম জানিহ নিশ্চয়।
ধর্ম্মঅংশ হও তুমি ধর্ম্মের তনয়॥
বিদুরের আত্মা তেজ হইল বাহির।
সেইক্ষণে প্রবেশিল তোমার শরীর॥
কহিলাম তোমারে এ তত্ত্ব সমাচার।
শোকমন দূর কর ধর্ম্মের কুমার॥
ব্যাসের বচনে পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।
বিধিমতে বিদুরের করেন সংস্কার॥
ধৃতরাষ্ট্রে আসিয়া কহেন সমাচার।
মুর্চ্ছিত হইয়া পড়ে অম্বিকাকুমার॥
আপনি ধরেন তারে ব্যাস মহামুনি।
নানা কথা প্রবোধ কহেন তত্ত্ববাণী॥
অন্ধ বলে বিদুর ছাড়িয়া গেল মোরে।
তথাপি রহিল মোর পাপ কলেবরে॥
দুর্য্যোধনশোক মম হইল পাসরণ।
কিরূপে বিদুরশোকে জীবত এখন॥
এত বলি কান্দে রাজা অম্বিকানন্দন।
পাণ্ডবপ্রভৃতি আর কান্দে সর্ব্ব জন॥
বিপরীত শব্দ হইল পুনঃ সেই স্থলে।
দেখিতে আইল বননিবাসি সকলে॥
ধৃতরাষ্ট্রপাশে বসি ব্যাস মহামুনি।
প্রবোধ করিয়া কহিছেন তত্ত্ববাণী॥
অবধান কর রাজা পূর্ব্বের কাহিনী।
দৈত্যভরে পীড়াযুক্ত হইল মেদিনী॥
ধেনুরূপ ধরি গেল ব্রহ্মার সদন।
কান্দিতে২ ক্ষিতি করে নিবেদন॥

দৈ[illegible]রে আর আমি রহিতে না পারি।
[illegible] করিব আজ্ঞা দেহ সৃষ্টিঅধিকারী॥
শুনি ব্রহ্মা ক্ষিতিরে আশ্বাসিয়া তখন।
ক্ষীরোদের তীরে গিয়া সহ দেবগণ॥
প্রণমিয়া করপুটে করিলেন স্তুতি।
তুষ্ট হয়ে প্রত্যক্ষ হইলেন শ্রীপতি॥
দৈত্যবিনাশিতে যুক্তি করিয়া সৃজন।
দেবগণে আদেশেন কমললোচন॥
নিজ২ অংশে সবে হও অবতার।
লীলায় করিব ক্ষয় পৃথিবীর ভার॥
আপনি জন্মিব আমি বসুদেবঘরে।
নাশিব পৃথিবীভার কহি সবাকারে॥
এত বলি স্বস্থানে গেলেন নারায়ণ।
দেবগণ সহ ব্রহ্মা গেলেন সদন॥
দৈবকীর গর্ব্ভে জন্মিলেন নারায়ণ।
অনন্ত অগ্রজ তার রেবতীরমণ॥
ধর্ম্মঅংশে যুধিষ্ঠির ধর্ম্মঅবতার।
বায়ুঅংশে বৃকোদর পবনকুমার॥
ইন্দ্রঅংশে জন্মিলেন বীর ধনঞ্জয়।
অশ্বিনীকুমার দুই মাদ্রীর তনয়॥
অগ্নিঅংশে ধৃতরাষ্ট্র পঞ্চালনন্দন।
লক্ষ্মীঅংশে পাঞ্চালী যে বিখ্যাত ভুবন॥
আপনি আছিলা তুমি গন্ধর্ব্বের পতি।
তব পুত্র দুর্য্যোধন কলির আকৃতি॥
অপর তোমার পুত্র রাক্ষস সকল।
সূর্য্যঅংশে জন্মে বীর কর্ণ মহাবল॥
বসু অবতার ভীষ্ম তব জ্যেষ্ঠতাত।
বিদুর আপনি ধর্ম্ম শুন নরনাথ॥
বৃহস্পতিঅংশে জন্ম দ্রোণ মহাশয়।
রুদ্রঅংশে কৃপাচার্য্য জানহ নিশ্চয়॥
চন্দ্রঅংশে অভিমন্যু অর্জ্জুনকুমার।
কহিনু তোমারে রাজা সব সমাচার॥
এইরূপে অন্ধেরে কহেন মুনিবর।
মায়ের নিকটে যান পঞ্চ সহোদর॥
গান্ধারীরে প্রণাম করেন পঞ্চ জনে।
আশীর্ব্বাদ কৈল দেবী প্রসন্নবদনে॥
কুন্তীরে প্রণমিলেন পঞ্চ সহোদর।
বসেন কুন্তীর কোলে হরিষঅন্তর॥
পুত্র কোলে করি কুন্তী করিল চুম্বন।
প্রণাম করিল আসি যত বন্ধুগণ॥
এইমতে সর্ব্বজন পূরিল কানন।
হেনকালে কহিলেন মুনি দ্বৈপায়ন॥

দ্বারকানগরে আমি যাব শীঘ্রগতি।
বরে কার্য্য থাকে যদি মাগ নরপতি॥
বর মাগ কিছু যদি থাকে প্রয়োজন।
অবশ্য যাইব আমি দ্বারকাভুবন॥
গান্ধারী সুবলসুতা শুনি হেন কথা।
কর যোড় করি বলে সতী পতিব্রতা॥
কৃপার সাগর তুমি মুনি মহাশয়।
তোমার মহিমা যত মুনিগণে কয়॥
তোমার অসাধ্য দেব নাহি ত্রিজগতে।
সেকারণে এক বর মাঙ্গি যে তোমাতে॥
পুত্রশোক সম আর নাহি ত্রিভুবনে।
শত পুত্র আমার সংহার হৈল রণে॥
সেই শোকে দহে মোর সকল শরীর।
তিলেক নাহিক ক্ষমা নয়নের নীর॥
শোকের সাগরে ভাসি নাহিক উপায়।
সেকারণে মুনিরাজ নিবেদি তোমায়॥
একবার তা সবার পাই দরশন।
শোকসিন্ধুহৈতে তবে হইবে মোচন॥
প্রসবিয়া আমি না দেখিনু পুত্রমুখ।
এই মোর হৃদয়ে আছয়ে বড় দুঃখ॥
এই বর মাগি দেব তব পদতলে।
কৃপায় দেখাও মোরে তনয় সকলে॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে মম এই মনোনীত।
কৃপা কর মুনিরাজ কহিনু নিশ্চিত॥
তবে কুন্তী দেবী কয় যুড়ি দুই কর।
মম মনস্কামসিদ্ধি কর মুনিবর॥
কর্ণ পুত্র নয়নে দেখিব একবার।
অভিমন্যু ঘটোৎকচ পঞ্চ পুত্র আর॥
কৃপা করি দেখাও যদ্যপি মহাশয়।
হৃদয়ের শেল মোর তবে দূর হয়॥
অনন্তরে পাঞ্চালী পঞ্চালরাজসুতা।
প্রণাম করিয়া কহে মনোদুঃখযুতা॥
মোর সম হতভাগ্য নাহি তিন লোকে।
পিতৃকুল ক্ষয়হেতু সৃজিল আমাকে॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডীপ্রভৃতি ভ্রাতৃগণ।
সবংশে মজিল পিতা পঞ্চালরাজন॥
মোর পঞ্চ পুত্র মৈল দৈবের বিপাকে।
শোকসিন্ধুমধ্যে বিধি মজাইল মোকে॥
যদি পুনঃ তাসবায় করি দরশন।
এ শোক সাগরহইতে হইবে মোচন॥
কান্দিয়া সুভদ্রা কহে যুড়ি দুই কর।
মোর নিবেদন অবধান মুনিবর॥

আমা হেন হতভাগ্য নাহি ত্রিভুবনে।
অভিমন্যু হেন পুত্র হত হৈল রণে॥
দ্বিতীয় কুমুদবন্ধু রূপের বর্ণনা।
ধনুর্দ্ধরমধ্যে কেহ নাহিক তুলনা॥
জনক অর্জ্জুন যার মাতুল শ্রীহরি।
জ্যেষ্ঠতাত ভীমসেন ধর্ম্মঅধিকারী॥
সভা বিদ্যমানে পুত্র হইল সংহার।
আমা সম অভাগিনী কেবা আছে আর॥
মৎস্যদেশে আইল পুত্র বিবাহকারণ।
পুনঃ আমা সহিত নহিল দরশন॥
সকলে নিরাশ বিধি করিল আমারে।
কেমনে ধরিব প্রাণ এ পাপশরীরে॥
কৃপার সাগর মুনি কর প্রতিকার।
অভিমন্যু আমারে দেখাও একবার॥
ধৃতরাষ্ট্রবধূগণ দুঃশলা সুন্দরী।
প্রণমিয়া কহে কথা মুনি বরাবরি॥
কম্পিতবদনী রামা পরিহরি লাজ।
করযোড়ে কহে অবধান মুনিরাজ॥
আমা সবাকার তাপ কর বিমোচন।
স্বামি পুত্র সহিত করাও দরশন॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে শুন মহাশয়।
কৃপায় খণ্ডাও মম মনের বিস্ময়॥
ইষ্ট বন্ধু বান্ধব কুটুম্ব মিত্রগণ।
ভারত যুদ্ধেতে হত হইল যত জন॥
যদি পুনঃ তাসবারে দেখিব নয়নে।
শোকসিন্ধুহইতে পার করহ আপনে॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ শল্য রাজা দুর্য্যোধন।
বিরাট দ্রুপদ আদি যত বন্ধুগণ॥
সবার সহিত দেখা করাহ আমার।
তোমা বিনা এ কর্ম্ম করিতে শক্তি কার॥
পূর্ব্বে পিতামহ মুখে শুনিয়াছি আমি।
বেদশাস্ত্র প্রকাশিতে নারায়ণ তুমি॥
এত বলি নিবর্ত্তিলা ধর্ম্মের নন্দন।
নিজ২ কামনা করিল সর্ব্বজন॥
ক্ষণেক চিন্তিয়া তবে ব্যাস তপোধন।
আশ্বাসিয়া সবাকারে বলেন বচন॥
যে বাসনা করিলা আমার কাছে সবে।
আজি নিশাযোগে সে বাসনা পূর্ণ হবে॥
হৃষ্টচিত্ত হৈল সবে মুনির বচনে।
নিশ্চয় হইবে দেখা করিলেক মনে॥
কতক্ষণে দিন যাবে হইবে রজনী।
অস্তগত হৈল অনুমানি দিনমণি॥

হেনমতে দিন গেল রজনী প্রবেশ।
কুতূহল সর্ব্বজন হরিষ বিশেষ॥
করযোড়ে স্তব করে মুনির গোচর।
মনের বাসনা পূর্ণ কর মুনিবর॥
তবে সত্যবতীসুত ব্যাস মহামুনি।
অদ্ভুত যাহার কর্ম্ম কি দিব নিছুনি॥
ঊর্দ্ধদৃষ্টি করি ডাকি কহে মুনিরাজ।
দুই হস্ত তুলি ডাকে যতেক সমাজ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ বলি ডাকে মুনিবর।
দুর্য্যোধন শল্য আদি যত ধনুর্দ্ধর॥
কৌরবে পাণ্ডবে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী।
ধনুর্ব্বাণ গদা খড়্গ সহিত বাহিনী॥
সত্বরে আইসহ সবে আমার বচনে।
বিলম্ব না করি আইস আমার এখানে॥
ধ্যান করি মুনিবর ডাকে ঘনেঘন।
কার শক্তি লঙ্ঘিবেক ব্যাসের বচন॥
ইন্দ্রপুরে নিবাস করয়ে যত বীর।
দেবসঙ্গে বৈসে সবে দেবতাশরীর॥
ব্যাস মুনি স্মরে সবে জানিয়া কারণ।
সত্বরে মুনির আগে চলে সর্ব্বজন॥
কৌরব পাণ্ডব যত ছিল বীরগণ।
ব্যাস মুনির অগ্রেতে চলিল সর্ব্বজন॥
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধুবত।
পাঁচালিপ্রবন্ধে কাশীদাস বিরচিত॥

### অথ ব্যাসের আজ্ঞায় স্বর্গহৈতে দুর্য্যোধনাদির আগমন ও ধৃতরাষ্ট্রাদির সহিত সাক্ষাৎ।

মুনি বলে অবধান শুনহ রাজন।
মুনিস্থানে স্বর্গহইতে আইল সর্ব্বজন॥
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী একত্র মিলিয়া।
মুনির সদনে সবে মিলিল আসিয়া॥
দেখিয়া সন্তুষ্ট চিত্ত হৈয়া মুনিবর।
সবাকারে ডাকিয়া কহিলেন সত্বর॥
মনের বাসনা পূর্ণ হইল সবাকার।
ইষ্ট মিত্র বন্ধু সবে দেখ আপনার॥
মুনির বচনে সবে এক দৃষ্টে চায়।
দেখিল অদ্ভুত কর্ম্ম লিখন না যায়॥
দিব্যরথে আরোহিয়া সারথিসহিত।
গঙ্গার নন্দনে ভীষ্ম সংগ্রামপণ্ডিত॥

দিব্য [illegible]সন হাতে দিব্য শর তূণ।
মাল[illegible]র মালা গলে শোভে চতুর্গুণ॥
দিব্যশঙ্খ বাদ্য পূরি গগণমণ্ডলী।
এইরূপে দেখা দেন ভীষ্ম মহাবলী॥
দিব্য ধনুর্ব্বাণ করে দ্রোণ মহাশয়।
দিব্যরথ সজ্জা রক্তবর্ণ চারি হয়॥
সপ্ত কুম্ভ কমণ্ডলু ধ্বজ মনোহর।
দিব্যশঙ্খশব্দেতে পূরিত চরাচর॥
শুক্ল বস্ত্র পিন্ধন ভূষণ মলয়জ।
স্কন্ধেতে উত্তরী অঙ্গে লোহিত কবজ॥
দিব্যরথে আরোহিয়া কর্ণ মহাবল।
অক্ষয় কবচ অঙ্গে মকর কুণ্ডল॥
অগুরু চন্দন অঙ্গে পদ্মপুষ্পমাল।
আজানু লম্বিতভুজ বিক্রমবিশাল॥
দিব্য রথ সারথি বিজয়ী ধনুর্ব্বাণ।
অখণ্ডমণ্ডলবিধু জিনিয়া বয়ান॥
সিংহনাদ শঙ্খনাদে পূরে রণস্থলী।
প্রফুল্লবদনে সবে আশ্বাসয়ে বলী॥
ভগদত্ত জয়সেন জয়দ্রথ রাজা।
দুঃশাসন দুর্ম্মুখ বিকর্ণ মহাতেজা॥
শত ভাই সহিত নৃপতি দুর্য্যোধন।
শকুনি মাতুল সঙ্গে তনয় লক্ষ্মণ॥
নারায়ণী সেনাগণ সুশর্ম্মাসংহতি।
সোমদত্ত ভূরিশ্রবা শল্য মহারথী॥
প্রতিবিন্দ অনুবিন্দ আর জলসন্ধ।
কাশীরাজ কম্বোজ সহিত নৃপবৃন্দ॥
দণ্ড ধনুর্ব্বাণ করে সুষেণ নৃপতি।
কলিঙ্গঈশ্বর শত অনুজসংহতি॥
অলম্বুষ অলাযুধ রাক্ষস সকল।
বিপরীত গর্জ্জনে পূরিছে রণস্থল॥
দিব্য রথ আরোহিয়া ঘটোৎকচ বীর।
কনককুণ্ডল কর্ণে প্রকাণ্ডশরীর॥
মহাবীর অভিমন্যু সুভদ্রানন্দন।
দিব্যরথে আরোহিয়া হাতে শরাসন॥
বিচিত্র মুকুটমণি মকর কুণ্ডল।
কবচ ভূষণ অঙ্গে অতিসুকোমল॥
দ্রুপদ নৃপতিপুত্রগণ সমুদিত।
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী সহিত শত্রাজিত॥
সপুত্র বিরাট রাজা সহ দুই ভাই।
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র দেখ এক ঠাঁই॥
জরাসন্ধসুত সহদেব ধনুর্দ্ধর।
শিশুপালতনয় চেদির নৃপবর॥
পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রে সবে ভারতসমরে।
সমর করিল সবে যেমত প্রকারে॥
সেই ধনুর্ব্বাণ সেই রথ আরোহণ।
সেই অশ্ব সারথি মাতঙ্গ অশ্বগণ॥
রথ রথি অশ্বের উপরে আসোয়ার।
গজেতে মাহুতগণ পর্ব্বত আকার॥
ধানুকী ধনুক হাতে চর্ম্মঅসিঢালী।
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী এক ঠাঁই মেলি॥
নিজ২ বান্ধব পাইয়া দরশন।
আনন্দসাগরে ভাসিলেক সর্ব্বজন॥
ধৃতরাষ্ট্রে দিব্য চক্ষু দিল মুনিবর।
আত্মীয় সকলে দেখে অন্ধ নৃপবর॥
আনন্দসাগরে ভাসে কুরু নরপতি।
হরিষে চক্ষুর জলে তিতে বসুমতী॥
দুর্য্যোধনআদি এক শত সহোদর।
প্রণমিয়া দাণ্ডাইল অন্ধের গোচর॥
পুত্রগণ কোলে করি অম্বিকানন্দন।
অনুক্ষণ নয়নে করয়ে নিরীক্ষণ॥
দূরে গেল শোক দুঃখ আনন্দ অপার।
কোলে করে ধৃতরাষ্ট্র শতেক কুমার॥
আলিঙ্গন শিরোঘ্রাণ বদনে চুম্বন।
মনের মানসে করে কথোপকথন॥
ভীষ্ম দ্রোণ ভগদত্ত শল্য নরপতি।
কর্ণ ভূরিশ্রবা জয়দ্রথ মহামতি॥
ধৃতরাষ্ট্রনিকটে বসিল সর্ব্বজন।
কাননভিতরে হইল হস্তিনাভুবন॥
পূর্ব্বমত সভা করি বৈসে অন্ধরাজ।
পাত্র মিত্র ইষ্ট বন্ধু সকল সমাজ॥
ব্যস্তা হয়ে গান্ধারী ধরিল পুত্রগণে।
প্রণমিল শত পুত্র মায়ের চরণে॥
শত পুত্র কোলে করি সুবলনন্দনী।
হরিষে চক্ষুর জলে তিতিল মেদিনী॥
ঘন২ চুম্ব দেয় পুত্রগণমুখে।
অনিমিষনয়নে পুত্রের মুখ দেখে॥
আনন্দসাগরে সবে হইল পূর্ণিত।
অন্য অন্য কহে কথা মনের পীরিত॥
পুলকে পূর্ণিত পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
খণ্ডিল সকল তাপ আনন্দিতমন॥
ভীষ্ম দ্রোণচরণে করিল নমস্কার।
মদ্ররাজে সম্ভাষে মাতুল আপনার॥
কর্ণেরে প্রণাম করি পঞ্চ সহোদর।
আনন্দে চক্ষুর জলে বহে জলধর॥

ভাইগণসঙ্গে কর্ণ করি আলিঙ্গন।
কুন্তীর নিকটে যান ভাই ছয় জন॥
প্রণাম করিল কর্ণ কুন্তীপদতলে।
আনন্দে ভাসিল কুন্তী পুত্র নিল কোলে॥
ঘন২ চুম্ব দেয় বদনকমলে।
বার২ অনিমিষে নয়নে নেহালে॥
খণ্ডিল সকল তাপ আনন্দিতমনে।
কোলে করি বৈসে কুন্তী পুত্র ছয় জনে॥
কথোপকথন কহে মনের হরিষে।
সব পাসরিল যত দুঃখ শোক ক্লেশে॥
বৃষসেন আদি যত কর্ণের কুমার।
ঘটোৎকচ অভিমন্যু পঞ্চ পুত্র আর॥
নিকটে আসিয়া সবে হইল উপনীত।
পাঞ্চাল বিরাট বন্ধুগণের সহিত॥
পুত্রগণ পায়ে কুন্তী হৃদয়ে লইল।
হরিষে নয়নজলে স্নান করাইল॥
ঘটোৎকচ পায়ে তবে ভীমসেন বীর।
আলিঙ্গন করি ভীম পুলকে শরীর॥
অভিমন্যু করি কোলে বীর ধনঞ্জয়।
আসিয়া সুভদ্রাদেবী পুত্র কোলে লয়॥
মাতা পিতা সম্বোধিয়া অভিমন্যু রথী।
পরীক্ষিত পুত্র কোলে নিল শীঘ্রগতি॥
বসিল উত্তরাদেবী অভিমন্যুপাশে।
নানা কথা আলাপন করে পরিতোষে॥
দুর্য্যোধন আদি করি ভাই শত জন।
পঞ্চ ভাই পাণ্ডব করিল সম্ভাষণ॥
পূর্ব্বমত শত্রুভাব নাহিক এখন।
অন্য২ সম্ভাষা করয়ে হৃষ্টমন॥
পঞ্চ পুত্র পায়ে তবে দ্রুপদকুমারী।
আনন্দে পূর্ণিতা হৈল পুত্র কোলে করি॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী দ্রুপদ নরপতি।
ভ্রাতৃ জ্ঞাতি দেখি কৃষ্ণা আনন্দিতমতি॥
করযোড়ে প্রণমিল পিতার চরণে।
যথাবিধি সম্ভাষা করিল ভ্রাতৃগণে॥
ধরিয়া পিতার হস্ত দ্রৌপদী সুন্দরী।
শোক দুঃখ সম্বরে বিলাপ বহু করি॥
আনন্দে পূর্ণিত মনস্তাপ গেল দূরে।
নানা কথা আলাপন হরিষ অন্তরে॥
দ্রুপদ বিরাটআদি যত বন্ধুগণ।
পঞ্চ ভাই পাণ্ডব করিল সম্ভাষণ॥
অতিহৃষ্টচিত্ত হৈয়া ভাই পঞ্চ জন।
সম্ভাষিয়া তোষেন যতেক বন্ধুগণ॥

নিজ নিজ পতি দেখি যত নারীগণ।
সম্ভ্রমে পতির পাশে আইল তখন॥
হরষিত হয়ে স্বামী বসাইল পাশে।
ইষ্ট কথা আলাপনে সভারে সম্ভাষে॥
নিজ২ পতি পুত্র পায়ে দরশন।
আনন্দসাগরে মগ্ন হৈল সর্ব্ব জন॥
দুর্য্যোধনপাশে বৈসে ভানুমতী নারী।
তনয় লক্ষ্মণ কোলে করিল সুন্দরী॥
দুঃশাসন সহ উনশত ভাই আর।
নিজ২ পত্নী লৈয়া বৈসে যে যাহার॥
এমত প্রকারে সবে বঞ্চিল রজনী।
নহিল নহিবে হেন অপূর্ব্বকাহিনী॥
এইরূপে হৈল সব তাপবিমোচন।
সাধু২ মুনিবর কহে সর্ব্বজন॥
মনোগত নারীগণে ভাবয়ে হৃদয়।
এমত রজনী যেন প্রভাত না হয়॥
পাছে পুনঃ স্বামি সনে হয়তো বিচ্ছেদ।
এইহেতু সবার হৃদয়ে বাড়ে খেদ॥
চাপিয়া চরণে ধরে নিজ নিজ পতি।
দেখিয়া ব্যথিত হৈল মুনি মহামতি॥
ডাকিয়া বলেন মুনি শুন বধূগণ।
সতী পতিব্রতা ইতে হও যেই জন॥
স্বামির সহিত সবে করহ প্রয়াণ।
সব শোক দুঃখ তাপ হবে সমাধান॥
মুনিবাক্য শুনি সবে আনন্দ অপার।
দৃঢ় করি স্বামি সব ধরে আপনার॥
তবে ধৃতরাষ্ট্রপাশে বসি সর্ব্ব জনে।
বিদায় মাগিল সবে অন্ধের চরণে॥
শোক করি কান্দে অন্ধ গান্ধারীসহিত।
বিচ্ছেদ করিতে আর না হয় উচিত॥
দেখিয়া সভার প্রতি প্রবোধিয়া কয়।
অকারণে শোক কেন কর মহাশয়॥
কত দিন বনে যোগ কর আচরণ।
অচিরে পাইবা আমা সবার দর্শন॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী সঞ্জয় ভোজসুতা।
পঞ্চ ভাই পাণ্ডুপুত্র দ্রুপদদুহিতা॥
সবারে প্রবোধ করি মাগিল বিদায়।
নিজ২ পত্নীগণ লৈয়া সবে যায়॥
উত্তরা সুন্দরী যায় অভিমন্যুসাতে।
দেখি যুধিষ্ঠির হইলেন সচিন্তিতে॥
ব্যাসের চরণে কন করিয়া প্রণতি।
উত্তরা চলিল অভিমন্যুর সংহতি॥

মা[illegible] দুঃখিত হইবে পরীক্ষিত।
উত্তরারে যা হইবারে নহেত উচিত ॥
যুধিষ্ঠিরবাক্য শুনি চিন্তিয়া হৃদয়।
উত্তরারে রাখিলেন মুনি মহাশয় ॥
অপর সকল নারী স্বামির সংহতি।
স্বর্গপুরে চলে সবে পতিব্রতা সতী ॥
সংসারের মায়া কেহ না করিল আর।
মুনির প্রসাদে ভবসিন্ধু হৈল পার ॥
হেনমতে অবশেষ হইল রজনী।
দশ দিক প্রসন্ন প্রকাশে দিনমণি ॥
বিচিত্র ভারত কথা ব্যাসের বচন।
সকল আপদ তরে শুনে যেইজন ॥
দিব্যজ্ঞান জন্মে সব পাপের বিনাশ।
আশ্রমিক পর্ব্বকথা কহে কাশীদাস ॥

### অথ যুধিষ্ঠিরাদির হস্তিনায় আগমন ও তপোবনে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী ও কুন্তী ও সঞ্জয়ের যজ্ঞাগ্নিতে দাহ।

মুনি বলে শুন জনমেজয় নরনাথ।
এইরূপে হইল সে রজনী প্রভাত ॥
যুধিষ্ঠির প্রতি কন ব্যাস তপোধন।
হস্তিনা নগরে রাজা করহ গমন ॥
না ভাবিহ শোক দুঃখ হৃষ্টচিত্ত হৈয়া।
ভ্রাতৃসঙ্গে রাজ্যের পালন কর গিয়া ॥
ধৃতরাষ্ট্র কুন্তী আর গান্ধারী সঞ্জয়।
সবারে বিদায় করে মুনি মহাশয় ॥
প্রদক্ষিণ করি সবে মুনিরে বন্দিল।
সন্তুষ্ট হইয়া মুনি নিজস্থানে গেল ॥
তবে ধর্ম্ম নরপতি সঙ্গে ভ্রাতৃগণ।
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর বন্দেন চরণ ॥
আশীর্ব্বাদ কৈল দোঁহে প্রসন্নবদন।
যাহ তাত নিজরাজ্যে করহ গমন ॥
কুরুকুলে তোমা বিনা কেহ নাহি আর।
তুমি পিণ্ড দিবা আশা আছে সবাকার ॥
ভুবনে অপূর্ব্ব তাত তোমার চরিত্র।
তোমাহৈতে কুরুকুল হইবে পবিত্র ॥
দুঃখ না ভাবিহ তাত থাক হৃষ্টমন।
রাজ্য দেশ পাল গিয়া ভাই পঞ্চ জন ॥
পঞ্চ ভাই বন্দিলেন মায়ের চরণে।
ছাড়িয়া যাইতে চাহে নাহি লয় মনে ॥
আশীর্ব্বাদ করি কুন্তী তনয়সকলে।
সহদেব নকুলেরে লইলেন কোলে ॥
দ্রৌপদীরে চাহি কুন্তী বলয়ে বচন।
এই দুই পুত্র তুমি করিবা পালন ॥
লক্ষ্মী অবতার তুমি সতী পতিব্রতা।
মহিমাতে তুমি হৈলা জগতে পূজিতা ॥
তব কীর্ত্তি ঘুষিবেক যাবত ধরণী।
এত বলি আশীর্ব্বাদ কৈল সুবদনী ॥
প্রণমিয়া পঞ্চ ভাই পাঞ্চালীসহিত।
সুভদ্রা উত্তরা আর রাজা পরীক্ষিত ॥
সকলে মেলানী করি আরোহিয়া রথে।
মলিনবদনে চলিলেন পঞ্চ ভ্রাতে ॥
বহু সৈন্যগণ সঙ্গে বিবিধ বাজন।
সুগন্ধিসহিত বয় মন্দ সমীরণ ॥
জাহ্নবীসলিলে স্নান করিয়া তর্পণ।
চলেন হস্তিনাপুরে পাণ্ডুর নন্দন ॥
নানা বাদ্য বাজে নাচে গায় বিদ্যাধরী।
পঞ্চ ভাই প্রবেশ করেন নিজপুরী ॥
পাত্র মিত্র ভ্রাতৃসঙ্গে করে রাজ্যকায।
পুত্রবৎ পালন করেন ধর্ম্মরাজ ॥
অনুক্ষণ ধর্ম্ম বিনা অন্য নাহি মনে।
সর্ব্বদা করেন রাজা অন্ধের ভাবনে ॥
জননী আমার কুন্তী গান্ধারী জননী।
সঞ্জয়সহিত বনে অন্ধ নৃপমণি ॥
অনাথের নাথ প্রায় বনে চারি জন।
নাহি জানি কোন কর্ম্ম হইবে এখন ॥
এইমত ধর্ম্মরাজ দিবসরজনী।
দৈবযোগে আইল নারদ মহামুনি ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া প্রণমেন পঞ্চ জন।
করযোড়ে দাঁড়ায়েন বিষণ্ণবদন ॥
বসিতে করিল আজ্ঞা মুনি মহাশয়।
নিকটে বসেন পঞ্চ পাণ্ডুর তনয় ॥
মুনি বলে রাজা কহ ভদ্র আপনার।
অসন্তোষ চিত্ত কেন দেখি যে তোমার ॥
করযোড়ে কন রাজা শুন মুনিবর।
জনক জননী মম অরণ্যভিতর ॥
অনাথের সদৃশ নিবসে ঘোর বনে।
এইগতি হৈল আমা পুত্রবিদ্যমানে ॥
মুনি বলে নৃপতি শুনহ সাবধানে।
ধৃতরাষ্ট্র রাজা যজ্ঞ কৈল এক দিনে ॥
অগ্নির নির্ব্বাণ নাহি করিল রাজন।
সেই অগ্নি লাগিয়া দহিল তপোবন ॥

ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী সঞ্জয় তব মাতা।
চারি জনে যোগাসনে আছিলেন তথা ॥
অগ্নি দেখি অন্তর নহিল চারি জন।
সেই সে অগ্নিতে সবে হইল দাহন ॥
নিজকৃত অগ্নিতে পড়িল অন্ধরাজ।
শ্রাদ্ধ আদি কর রাজা না করহ ব্যাজ ॥
এত শুনি পঞ্চ ভাই লোটান ধরণী।
হাহাকার করি কান্দে ধর্ম্ম নৃপমণি ॥
দ্রৌপদীপ্রভৃতি পুরে কান্দে সর্ব্বজন।
বহু অনুতাপ করি করিল রোদন ॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা আনি দ্বিজগণে।
শ্রাদ্ধ কর্ম্ম সমাপিয়া তুষিলেন ধনে ॥
নানা দ্রব্য দান দেন না যায় লিখন।
ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া দ্বিজে দেন সর্ব্ব ধন ॥
হস্তি অশ্ব গবী দেন দেশ আর গ্রাম।
পৃথিবীপূর্ণিত হইল ধর্ম্মরাজ নাম ॥
মহাভারতের কথা অমৃতসমান।
যাহার শুনিলে হয় নর পুণ্যবান ॥
সকল আপদ খণ্ডে জন্মে দিব্যজ্ঞান।
ব্যাসের রচিত দিব্য ভারত পুরাণ ॥
কাশীদাস রচিলেক পাঁচালির কথা।
আশ্রমিক পর্ব্ব কথা হইল সমাপ্তা ॥

আশ্রমিকপর্ব্ব সমাপ্তং।

# মহাভারত।

## অথ মুষল পর্ব্ব।

### অথ যদু বালকেরদের প্রতি ব্রহ্মশাপে মুষলপ্রসব।

শ্রীজনমেজয় বলে কহ তপোধন।
কি২ কর্ম্ম করিলেন রুক্মিণীরমণ॥
ভার নিবারণ হেতু হৈয়া অবতার।
একে২ নাশিলেন পৃথিবীর ভার॥
তবে কোন কর্ম্ম করিলেন যদুমণি।
বিবরিয়া আমারে কহগো মহামুনি॥
ভারত শুনিতে রাজা বড় হৃষ্ট মন।
পুরাগে করয়ে যেন ষট্পদ ভ্রমণ॥
প্রশ্ন করি সর্ব্ব তত্ত্ব লয় মুনি স্থানে।
সাধু সত্ত্ব গুণ রাজা পূর্ণ সর্ব্বগুণে॥
নহিল নহিবে হেন সাধু ক্ষিতিতলে।
যার যশ প্রচারিল এমহীমণ্ডলে॥
নৃপতির প্রশ্ন শুনি মুনি মহাশয়।
সাধু২ বলিয়া রাজারে প্রশংসয়॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন কুরুপতি।
দ্বারকায় বিহার করেন লক্ষ্মীপতি॥
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া কৃষ্ণ অবনীমণ্ডলে।
নীলাম্বরসহিত লীলায় কুতুহলে॥
এক দিন বেদি পরে বসি নারায়ণ।
রুক্মিণীপ্রভৃতি নারী সেবয়ে চরণ॥
জাম্বুবতী সত্যভামা ভদ্রা নাগ্নজিতী।
মিত্রবিন্দা মাদ্রী আর কালিন্দী শ্রীমতী॥
এই অষ্ট পাটরাণী শ্রীকৃষ্ণমোহিনী।
ষোড়শ সহস্র আর কৃষ্ণের রমণী॥
নিজমনোরথে সভে সেবয়ে শ্রীহরি।
চামর ব্যজন করে নিজ হস্তে করি॥
তাম্বূল যোগায় কেহ মনের হরিষে।
অতুল চরণ কেহ চাপে পরিতোষে॥
হেন মতে সভে করে প্রভুর সেবন।
অনিত্য সুখেতে লিপ্ত কমলারমণ॥
ব্রহ্মাআদি দেবগণ একত্র হইয়া।
একদিন সভে যুক্তি করেন বসিয়া॥
ত্যজিয়া বৈকুণ্ঠনাথ বৈকুণ্ঠবসতি।
পৃথিবীতে রহিলেন না করেন স্মৃতি॥
নরদেহ ধরিয়া নাশিতে ক্ষিতিভার।
মহাদৈত্যগণের করিলেন সংহার॥
করিলেন বহু কর্ম্ম কেলি অনুসারে।
যাহা স্মরি পাপিলোক যায় ভবপারে॥
চির দিন পৃথিবীতে করেন বিহার।
বৈকুণ্ঠে আসিতে এবে হয় সুবিচার॥
বৈকুণ্ঠ কুণ্ঠিত অতি বৈকুণ্ঠবিহনে।
সলিলবিহনে যেন জলচরগণে॥
হেন মতে দেবগণ করে অনুমান।
অন্তর্যামী সব জানিলেন ভগবান॥
বেদি পরে বসি কৃষ্ণ তুলিয়া নয়ন।
দ্বারকার বসতি করেন নিরীক্ষণ॥
স্থানে২ বসতি লোকেতে পূর্ণ সব।
নগরভিতরে সব লোককলরব॥
ঠেলাঠেলি গতায়াতে পথ নাহি পাই।
পথ ঘাট লোকেতে পূর্ণিত সব ঠাঁই॥
দেখিয়া চিন্তিত হইলেন নারায়ণ।
কি উপায় করিবেন ভাবেন তখন॥
পৃথিবীর ভার আমি করিব সংহার।
আমাহৈতে হইল আরো চতুর্গুণ ভার॥
অদ্ভুত হইল বৃদ্ধি যদুবংশগণ।
কাহাহৈতে এ সব হইবে নিবারণ॥

মম বংশ ক্ষয় করে কাহার ক্ষমতা।
কিরূপে হইবে ক্ষয় এমহাজনতা॥
গান্ধারীর শাপ মনে হইল স্মরণ।
যদুবংশশেষ না রহিবে এক জন॥
এতেক বিচারি মনে চিন্তিয়া উপায়।
পিতার নিকটেতে গেলেন যদুরায়॥
প্রণমিয়া করপুটে কহেন বচন।
অবধান কর পিতা করি নিবেদন॥
ধন জন অতুল অতুল পরাক্রম।
তিনলোকমধ্যে কেবা আছে তব সম॥
দান যজ্ঞ ধর্ম্ম তাত কর আচরণ।
দান দিয়া তৃপ্ততর কর দ্বিজগণ॥
যজ্ঞারম্ভ কর তাত আমার বচনে।
ধর্ম্ম বিনা ধন জন ব্যর্থ ভাবি মনে॥
কৃষ্ণবাক্যে বসুদেব করিয়া স্বীকার।
যজ্ঞারম্ভ করিলেন করিয়া বিস্তার॥
দ্বিজ নৃপগণে করিলেন নিমন্ত্রণ।
চতুর্দ্দিগহৈতে আইল যত মুনিগণ॥
শিষ্যসহ মার্কণ্ডেয় আইল তপোধন।
লোমশ বশিষ্ঠ পরাশর দ্বৈপায়ন॥
নারদ পর্ব্বত আর ঋষি ধনঞ্জয়।
পৌলস্ত্য অঙ্গিরা ক্রতু ভৃগু মহাশয়॥
সন্দীপন সুকোপন জয়জ তপন।
বাহ্লীক অগস্ত্য বিশ্বামিত্র তপোধন॥
ইত্যাদি অনেক মুনি শিষ্যের সহিত।
দ্বারকানগরে আসি হৈল উপনীত॥
প্রণমিয়া বসুদেব পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া।
পূজা করিলেন সভে আদর করিয়া॥
মুনিগণ নৃপগণ আইল সকল।
দেশ২ হৈতে আইল কুটুম্বমণ্ডল॥
পদাতি ধবল ছত্রে ঢাকিল মেদিনী।
দিনকর আচ্ছাদিল না দেখি না শুনি॥
সভাকারে বসুদেব পূজিয়া বিধানে।
রহিবারে আলয় দিলেন প্রতিজনে॥
চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় বিবিধ প্রকারে।
সভাকারে পূজা করিলেন উপহারে॥
খাও২ লও২ হৈল মহারব।
পাইল পরমপ্রীতি নিমন্ত্রিত সব॥
নানা ধনে বসুদেব পূজেন সভারে।
ধন রত্ন বসন বিবিধ পুরস্কারে॥
সর্ব্ব রাজগণ গেল যে যাহার দেশ।
মুনিগণ গেল যথা দেব হৃষীকেশ॥
মুনিগণে দেখিয়া উঠিয়া নারায়ণ।
কহেন মধুরবাক্য শুন মুনিগণ॥
আমার বালকগণ খেলে যেই ভিতে।
তোমরা গমন কর সভে সেই পথে॥
এত বলি মুনিগণে করেন মেলানি।
কৃষ্ণআজ্ঞা পাইয়া চলিল সব মুনি॥
কত দূরে যাইতে পাইল দরশন।
কেলিরসে আছে যত কৃষ্ণের নন্দন॥
কামদেব শাম্ব আদি কুমার সকল।
নানাক্রীড়ারসে ভাসে করে কুতূহল॥
মুনিগণে দেখি যত যদুশিশুগণে।
অন্যে২ বিচার করয়ে সর্ব্ব জনে॥
শুন২ ওরে ভাই অপূর্ব্বকথন।
সবে বলে জ্ঞানী বড় যত মুনিগণ॥
ভূত ভাবি বর্ত্তমান জানে সর্ব্বজ্ঞান।
ইহার পরীক্ষা লহ করিয়া বিধান॥
এত বলি শিশু সব একত্র হইয়া।
জাম্বুবতীসুত শাম্বে আনিল ডাকিয়া॥
অনুপমরূপ জাম্বুবতীর নন্দন।
শাম্বসম রূপগুণে নাহি কোন জন॥
তাহারে লইয়া যত যাদবকুমার।
স্ত্রীবেশ করিয়া সাজাইল চমৎকার॥
দুই করে শঙ্খ দিল অতি মনোহর।
নানা অলঙ্কারে ভূষাইল কলেবর॥
দিব্যপট্টবস্ত্র করাইল পরিধান।
অলকা তিলকা দিল বিবিধ বিধান॥
কবরী বান্ধিল মনোহর নানা ফুলে।
কটাক্ষেতে চাহিতে মুনির মন ভুলে॥
বিচিত্র কাঁচলি দিয়া সাজাইল স্তন।
হইল রমণীবেশ ভুবনমোহন॥
লৌহ নিযোজিয়া কৈল গর্ব্ভের আকার।
দেখি মুনিগণসব হৈল চমৎকার॥
করযোড়ে কহে যত কৃষ্ণের নন্দন।
হের অবগতি কর যত মুনিগণ॥
চিরদিনগর্ব্ভবতী এইতো অঙ্গনা।
না হয় প্রসব বড় পাইছে যন্ত্রণা॥
কতদিনে প্রসবিবে হবে কি অপত্য।
আপনারা মহাজ্ঞানী কহিবেন সত্য॥
এত শুনি মুনিগণ কুমারের বাণী।
ধ্যানস্থ হইয়া দেখি কহিল তখনি॥
জানিলাম শুন ওহে কৃষ্ণের কুমার।
লৌহপুত্র করিয়াছ গর্ব্ভের আকার॥

[illegible] জানিয়া ক্রোধ হইল মুনিগণে।
ক্রোধমুখে কহিতে লাগিল ক্ষতক্ষণে॥
কৃষ্ণের নন্দন তোরা যদুকুল সব।
ব্রাহ্মণেরে উপহাস করহ যাদব॥
যে লৌহপুত্রে কৈলা গর্ভের আকৃতি।
এখনি উত্তমবংশ হইবে উৎপত্তি॥
তাহাহইতে তোমাসবার হবে বড় ভয়।
যদুকুলধ্বংস হবে জানহ নিশ্চয়॥
এত বলি ক্রোধ করি মুনিগণ যায়।
শুনিয়া কুমারগণ কম্পিতহৃদয়॥
হেনই সময়ে সেই জাম্বুবতীসুত।
মুষল প্রসব এক হইল আচম্বিত॥
চিন্তিত হইল দেখি যতেক কুমার।
কি করিব কি হইবে করেন বিচার॥
মুষল দেখিয়া অতিবিষাদিতমন।
সকল কুমার হইল মলিনবদন॥
আপনার দোষে হইল কুলের নিধন।
কুলঅন্ত হবে হেন বুঝায় কারণ॥
অজ্ঞান হইয়া করি দ্বিজে উপহাস।
রক্ষা নাহি নিশ্চয় হইবে সর্ব্বনাশ॥
শুনিয়া কি বলিবেন দেব গদাধর।
না জানি কি বলিবেন দেব হলধর॥
কিহেতু কুবুদ্ধি আজি হৈল মোসবার।
কোনমতে হইবে ইহার প্রতিকার॥
কোন লাজে লোকে আর দেখাব বদন।
শুনিলে এখনি ক্রুদ্ধ হবেন নারায়ণ॥
বড় লজ্জা ভয় আজি হইল মোসবার।
বাহুড়িয়া গৃহে পুন না যাইব আর॥
এত অনুতাপ করে যত শিশুগণ।
অন্তর্যামী জানিলেন সব নারায়ণ॥
পুত্রগণনিকটে আসিয়া গদাধর।
কহেন সভার প্রতি মধুরউত্তর॥
কিকারণে মৌনভাব দেখি পুত্রগণ।
কোন দুঃখে দুঃখী হৈলা কহত কারণ॥
কৃষ্ণের বচনে কহে যতেক কুমার।
দৈবেতে কুবুদ্ধি তাত হৈল মোসবার॥
কুকর্ম্ম হইল আজি বুদ্ধি হইল হ্রাস।
মুনিগণে দেখি করিলাম উপহাস॥
তার প্রতিফল এই হইল মুষল।
কোপে শাপ দিয়া গেল ব্রাহ্মণসকল॥
ইহাহইতে যদুবংশ হইবেক ক্ষয়।
এইহেতু মোসবার হৈল বড় ভয়॥
লজ্জাভয়ে হই সবে আকুলপরাণ।
বুঝিয়া যে হয় দেব করহ বিধান॥
কুমারগণের কথা শুনিয়া শ্রীহরি।
শিশুগণে আশ্বাসিয়া কহেন চাতুরী॥
এইহেতু চিন্তা কর কেন সর্ব্বজন।
যাহা কহি তাহা শুন যদি লয় মন॥
মুষল লইয়া যাহ প্রভাসের তীরে।
ঘষিয়া করহ ক্ষয় পাষাণউপরে॥
ঘর্ষণে করিলে ক্ষয় ভয় কিবা আর।
সত্বর গমনে যাহ যতেক কুমার॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা সানন্দ হইয়া।
চলিল বালক সব মুষল লইয়া॥
আসিয়া প্রভাসজলে করি স্নান দান।
পাষাণে ঘর্ষয়ে সবে আনন্দ বিধান॥
ঘর্ষণে করয়ে ক্ষয় কুমার সকল।
ঘষিতে২ ক্ষয় হইল মুষল॥
অবশেষ অল্পমাত্র রহিল কিঞ্চিৎ।
দেখিয়া কুমার সব হইল বিস্মিত॥
হাতে ধরি ঘষিতে আয়ত্ত নাহি হয়।
কেমনে করিব ইহা পাষাণেতে ক্ষয়॥
খণ্ডিল মনের ত্রাস কৃষ্ণউপদেশে।
কি আর করিব ভয় অল্পঅবশেষে॥
এতেক বলিল সব মনে অনুমানি।
শেষলোহা প্রভাসসলিলে ফেলে টানি॥
হরিষেতে স্নান করি প্রভাসের জলে।
দ্বারাবতী চলে গেল বালকসকলে॥
গোবিন্দের আগে আসি কহিল কাহিনী।
শিশুগণে আশ্বাসেন দেবচক্রপাণি॥
ভারতমুষলপর্ব্ব অপূর্ব্বআখ্যান।
কাশীদাস দেব কহে শুনে পুণ্যবান॥

## অথ যদুকুলক্ষয়ার্থ কৃষ্ণবলরামের যুক্তি।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
মুষলের হেতু কহি শুনহ কারণ॥
মুষল ঘষিয়া ক্ষয় কৈল শিশুগণ।
সেই হ্রদে হৈল নল খাগড়ার বন॥
শেষলোহা জলে যেই টানিয়া ফেলিল।
জলে ছিল মৎস্যরাজ তাহারে গিলিল॥
ধীবর আইল মৎস্য করিতে ধারণ।
জালে বন্দি হৈল মৎস্য দৈবের কারণ॥

লোহাশেষ পাইল মৎস্যকাটিবার কালে।
জরা নামে আখেটী আইল সেই স্থলে॥
মাগিয়া লইল লোহা ধীবরের স্থানে।
কর্ম্মিগৃহে ফলি গড়াইয়া দিল বাণে॥
এখানে দ্বারকাপুরে দেব নরহরি।
যদুবংশবিনাশিতে হৃদয়ে বিচারি॥
বলভদ্রে ডাকি আনি বসি নিজভিতে।
বিশেষ বৃত্তান্ত লাগিলেন নিবেদিতে॥
অবধান কর দেব রেবতীরমণ।
ভারাবতরণে আইলাম এ ভুবন॥
দুষ্ট দৈত্য মারিয়া খণ্ডিনু পৃথ্বীভার।
ততোধিক যদুকুল হইল আমার॥
ইহা সভাবিদ্যমানে নহে ভার শেষ।
অধিক যাতনা ক্ষিতি পায়ত বিশেষ॥
ইহার উপায় দেব চিন্তিয়াছি আমি।
যদুকুলক্ষয় করি হব স্বর্গগামী॥
মম বংশক্ষয় করে আছে কোন জন।
ব্রহ্মশাপে ক্ষয় করি করিব নিধন॥
প্রভাসে যাইব চল স্নান অনুসারে।
যদুবংশ সঙ্গে করি লহ সভাকারে॥
এই মতে দুই ভাই উঠিয়া ত্বরায়।
মাতা পিতাআগে যান হইতে বিদায়॥
হেনকালে অমঙ্গল দেখি অপ্রমিত।
ভূমিকম্প উল্কাপাত অতিবিপরীত॥
সঘনে নির্ঘাতশব্দ দশদিগে হয়।
দিবসেতে ধূমকেতু হইল উদয়॥
দ্বারকার জলচয় হয় মুর্ত্তিমান।
টলমল করয়ে দ্বারকাপুরীখান॥
কাষ্ঠ শিলা মৃত্তিকা প্রতিমা যত ছিল।
কেহ অট্ট হাসে কেহ বিদারি পড়িল॥
নৃত্য করি বুলে কেহ নগর ভিতরে।
অকস্মাৎ ভাঙ্গি পড়ে দেউল মন্দিরে॥
বিনা অগ্নি নর সব হয়ত দাহন।
চালে বৈসে কপোত পেচক পক্ষিগণ॥
শৃগাল কুক্কুর সব কান্দে উচ্চস্বরে।
প্রিয় প্রিয়াদ্বন্দ্ব হয় নগরে নগরে॥
উদয় আকাশে হইল দেব রবি শশী।
সিংহিকাতনয় তাহে অপূর্ব্ব গরাসী॥
হাহাকার শব্দ করে নগরের লোক।
স্বর্গের দেবতাগণ করে মহাশোক॥
এইরূপে উৎপাত হইল সুবিস্তর।
দেবগণসংস্তুতি আইল সৃষ্টিধর॥
অন্তরীক্ষে থাকিয়া যতেক দেবগণ।
বিবিধ প্রকারে করে প্রভুরে স্তবন॥
নমস্তে কমলাকান্ত বিশ্বরূপ হরি।
নমস্তে ক্ষীরোদশায়ি মধুকৈটভারি॥
নির্লেপ নিগূঢ় নিরাকার নিরঞ্জন।
অনন্ত আকার বিশ্বরূপ সনাতন॥
সত্ত্ব রজস্তমোগুণ এ তিন প্রকার।
লীলায় করহ সৃষ্টি লীলায় সংহার॥
চন্দ্র সূর্য্য আকাশ পৃথিবী জলনিধি।
পবন বরুণ ইন্দ্র গঙ্গা নদ নদী॥
সকল তোমার অঙ্গ কেহ ভিন্ন নহে।
অন্যরূপে তোমার বিলাস সর্ব্বদেহে॥
অপার তোমার লীলা কে বুঝিতে পারে।
আপনি করিলা লীলা দানবসংহারে॥
ক্ষিতিভার হেতু পূর্ব্বে করিলা গোহারি।
সেইহেতুপৃথিবী আইলা ত্বরাত্বরি॥
অসুর বধিয়া খণ্ডাইলা পৃথ্বীভার।
ধর্ম্মসংস্থাপন আর অসুরসংহার॥
চিরদিন শূন্য আছে বৈকুণ্ঠভুবন।
সভাই প্রার্থনা করে তব আগমন॥
তুমি নিজস্থানে আইলে সভে হই সুখী।
জলহীন মীন যেন আছি মহাদুঃখী॥
নররূপ ধরিয়া রহিলা ক্ষিতিতলে।
কৃপা করি কত লোক কৃতার্থ করিলে॥
দারুণ দুরন্ত দৈত্যগণ দুষ্টমতি।
লীলায় সংহার ভার খণ্ডাইলা ক্ষিতি॥
অপার তোমার লীলা কহে বেদকৃতী।
রিপুভাবে দৈত্যগণে দিলা ঊর্দ্ধগতি॥
এমত তোমার কৃপা কে বুঝিতে পারে।
মিত্রামিত্র ভাব নাহি তোমার বিচারে॥
কৃপায় করিলা পার কত পাপিগণে।
পতিতপাবন নাম এইত কারণে॥
এইরূপে বিধাতা কহিল স্তববাণী।
হাসিয়া উত্তর দেন দেবচক্রপাণি॥
অচিরে বৈকুণ্ঠে যাব শুন বিধিবর।
আপনআলয় যাহ যতেক অমর॥
ভার নিবারিতে আমি আইনু পৃথিবীতে।
ততোধিক ভার ক্ষিতি হৈল আমাহৈতে॥
যদুবংশ বৃদ্ধি হৈল আমার কারণ।
অন্যরূপে নাহি হয় সবনিবারণ॥
ব্রহ্মশাপ লক্ষ করি সংহারিব ভার।
অচিরে যাইব আমি স্থানে আপনার॥

অতএব নিজস্থানে করহ গমন।
যথা সুখে বিহার করহ দেবগণ ॥
শুনিয়া সানন্দ ব্রহ্মাআদি দেবগণ।
প্রদক্ষিণ হৈয়া বন্দে কৃষ্ণের চরণ ॥
তবে যত দেবগণে লইয়া সংহতি।
গেলেন বিদায় হৈয়া দেব প্রজাপতি ॥
বলভদ্রসহ কৃষ্ণ করিয়া বিধান।
পুত্রগণে ডাকি করিলেন আজ্ঞাদান॥
বিবিধ উৎপাত দেখ হইল বারেবার।
সভে মেলি করহ ইহার প্রতিকার ॥
প্রভাসতীর্থেরে সভে করহ পয়াণ।
আপদ খণ্ডিবে তাহে কৈলে স্নানদান ॥
শীঘ্রগতি সজ্জা কর সব পুত্রগণ।
সভে চল যদুবংশে আছে যত জন ॥
স্ত্রীগণ কেবল মাত্র রহিবেক ঘরে।
কৃষ্ণের আদেশে সভে চলিল সত্বরে ॥
প্রভুর আদেশ পায়ে যত যদুগণ।
প্রভাসে যাইতে সজ্জা করে সর্ব্বজন ॥
পুত্রগণে আদেশ করিয়া দুই ভাই।
শীঘ্র আইলেন পিতা জননীর ঠাঁই ॥
তত্ত্বকথা নিভৃতে কহেন দুইজন।
মায়া জাল ছাড়ি দেহ শুনহ বচন ॥
পুত্র পরিবার বন্ধু দেখ যত জন।
মহামায়া ফাঁস এই নিগড়বন্ধন ॥
হেন মায়াজাল এড়ি তত্ত্বে দেহ মন।
সংসারের মায়া মনে ত্যজ দুইজন ॥
নিজকর্ম্মার্জ্জিত ফল ভুঞ্জে দুই কালে।
সুখ দুঃখ আপনঅর্জিত কর্ম্মফলে ॥
ইহা জানি ব্রহ্মজ্ঞান কর আচরণ।
পাইবা উত্তমগতি শুন দুইজন ॥
এত বলি প্রবোধিয়া জনক জননী।
প্রভাসেতে যাত্রা করিলেন চক্রপাণি ॥
উগ্রসেনে সম্বোধিয়া দেব দামোদর।
দারুকে বলেন রথ সাজাহ সত্বর ॥
আজ্ঞামাত্র দারুক রথের সজ্জা করি।
শুভক্ষণ আরোহণ করেন শ্রীহরি ॥
মুষলপর্ব্বের কথা অমৃতসমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

## অথ সপরিবারে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাস তীর্থে গমন।

কৃষ্ণসঙ্গে চলিল যতেক যদুগণ।
বলভদ্র কৃতবর্ম্মা সাত্যকি সারণ ॥
কামদেব চারুদেষ্ণ সুদেষ্ণ সুচারু।
চারুদেহ চারুগুপ্ত ভদ্রচারু চারু ॥
চারুচন্দ্র বিচারু এ দশটী নন্দন।
রুক্মিণীর গর্ভে এরা লভিল জনন ॥
সুভানু স্বর্ভানু আর চন্দ্রভানু ভানু।
প্রভানু বিভানু বৃহদ্ভানু প্রতিভানু ॥
ভানুমান্ অবিভানু এই পুত্র দশ।
সত্যভামাউদরে শ্রীকৃষ্ণের ঔরস ॥
শ্রীশাম্ব সুমিত্র শতজিত চিত্রকেতু।
পুরুজিত বিজয় সহস্রজিত ক্রতু ॥
বসুমান নবম যে দ্রবিণ দশম।
জাম্বুবতীনন্দনের জান এই ক্রম।
বীরচন্দ্র অশ্বসেন বৃষ বেগবান।
আম শঙ্কু বসু কুন্তি চিত্রগু আখ্যান॥
নাগ্নজিতী উদরে হইল এই দশ।
কৃষ্ণের সন্তান ধরে কৃষ্ণের সাহস ॥
শুক কবি বৃষ বীর সুবাহু নামক।
ভদ্র শান্তি দর্শ পূর্ণমাস শ্রীসোমক ॥
কালিন্দী দেবীর পুত্র এই দশজন।
শ্রীকৃষ্ণের পুত্র এরা বিখ্যাত ভুবন ॥
প্রঘোষ ওজস সিংহ ঊর্দ্ধগ প্রবল।
গাত্রবান মহাশক্তি সহ আর বল ॥
আর যে অপরাজিত এই দশ জন।
মাদ্রীর গর্ভেতে জন্ম শ্রীকৃষ্ণনন্দন ॥
বৃক হর্ষ গৃধ্র বহ্নি অনিল পবন।
বদ্ধম অন্নাদ ক্ষুধি এই নয় জন ॥
দশম মহাংশ এই গোবিন্দনন্দন।
মিত্রবিন্দাদেবীর আনন্দবিবর্দ্ধন ॥
বৃহতসেন প্রহরণ শূর অরিজিৎ।
সুভদ্র সত্যক রাম শ্রীসংগ্রামজিৎ॥
আয়ু আর জয় এই দশটী সন্তান।
ভদ্রার সহিত কৃষ্ণ সদা সুখবান ॥
অষ্ট মহিষীর পুত্র করিল গণন।
সভার প্রধান এই কৃষ্ণের নন্দন ॥
গোবিন্দের নারী ষোলসহস্রেক আর।
জনে২ দশ পুত্র হৈল সভাকার ॥

এক লক্ষ আটাইশ সহস্র নন্দন।
অষ্ট মহিষীর পুত্র আর আশী জন॥
কৃষ্ণের নন্দন এই করিলাম লিখন।
তাসভার পুত্র পৌত্র কে করে গণন॥
অপর যাদব বংশ গণিতে অপার।
বুলিয়া ছাপ্পান্ন কোটি করয়ে বিচার॥
সুসজ্জা করিয়া সব রথআরোহণ।
নানা অস্ত্র ধনুর্ব্বাণ করিল ধারণ॥
শঙ্খনাদ সিংহনাদ ধনুকনির্ঘোষ।
চলিল যাদবকুল পরম সন্তোষ॥
অপূর্ব্ব কৃষ্ণের মায়া কে বুঝিতে পারে।
নগরবাহির হইলেন হরি পরে॥
দ্বারকা ত্যজিয়া হইল কৃষ্ণের গমন।
দিবসে আঁধার হৈল দ্বারকাভুবন॥
চিত্রের পুত্তলি প্রায় রহে সব নারী।
মৌনভাবে নিষ্পন্দে নিস্যন্দে নেত্রবারি॥
হেনমতে দ্বারকা ত্যজিয়া নারায়ণ।
করেন প্রভাসতীরে সত্বরে গমন॥
মুষলপর্ব্বের কথা ব্যাসবিরচিত।
কাশীরাম দেব কহে রচিয়া সঙ্গীত॥

আসিয়া প্রভাসতীরে যাদবমণ্ডলী।
জলে নামি স্নান দান করে কুতূহলী॥
পরমআনন্দে জলে করেন বিহার।
সলিলেতে কেলি করে সকল কুমার॥
কূলেহইতে ঝাঁপ দিয়া কেহ পড়ে জলে।
অন্য২ কেহ জল সিঞ্চে কুতূহলে॥
জলেতে সাঁতারি কেহ যায় দূরাদূর।
বহুক্ষণ জলে ডুবি রহে কোন শূর॥
নানা মতে ক্রীড়া করে যাদবসকল।
কল্লোল হিল্লোল করে প্রভাসের জল॥
স্বর্গে থাকি কৌতুক দেখেন দেবগণ।
বিধি শিব ইন্দ্র যম সূর্য্য হুতাশন॥
অষ্টবসু নবগ্রহ অশ্বিনীকুমার।
কুবের বরুণ যম যত দেব আর॥
জয়২ শব্দেতে অমরগণ ডাকে।
সকল যাদব মিলি খেলায় কৌতুকে॥
টান মারি গেঁড়ু কেহ ফেলে বহু দূরে।
সাঁতারিয়া গিয়া কেহ আনয়ে সত্বরে॥
পুনঃ সেই গেঁড়ু লয়ে খেলে শিশু সব।
পরস্পর হাতাহাতি সকল যাদব॥
দেখিয়া অপূর্ব্বক্রীড়া সভে পায় প্রীতি।
রাম কৃষ্ণ সাত্যকি দেখিয়া হৃষ্টমতি॥

হেনমতে বহুক্ষণ বিহরিয়া জলে।
স্নান কর্ম্ম সমাপিয়া যাদব সকলে।
হরষিতে কূলে উঠি পরিল বসন।
চিনিয়া পরিল নিজবস্ত্র আভরণ॥
একত্র বসিল সব যাদবমণ্ডলী।
নানা উপহার দ্রব্য ভুঞ্জে কুতূহলী॥
অন্যেরে২ মুখে দেয় জনেজন।
পরমহরিষে সভে করেন ভোজন॥
ষড়রস ভুঞ্জিয়া মনের পরিতোষে।
যার যাহা অভিলাষ ভুঞ্জয়ে শেষে॥
বারুণীমদিরাভাঁড় লয়ে হলধর।
হরিষেতে তুলে ধরে তুণ্ডের উপর॥
পরমসানন্দ সভে বারুণীর পানে।
শত২ কলসী ভুঞ্জয়ে হৃষ্টমনে॥
কৃতবর্ম্মা সাত্যকিপ্রভৃতি যদুবীর।
আনন্দে বসিয়া সভে প্রভাসের তীর॥
কৃষ্ণবেড়ি বসিলেন যাদবসকল।
ইন্দ্রেরে বেষ্টিত যেন অমরমণ্ডল॥
আসন করিয়া সেই প্রভাসের তীরে।
সেই ঠাঁই বসিলেন যত যদুবীরে॥
হরিষে বসিয়া সভে কথোপকথনে।
নানা কথা বিচার করয়ে সর্ব্বজনে॥
দেখিয়া অপূর্ব্বসভা ধরণীমণ্ডলে।
বিস্ময় মানিয়া চাহে অমর সকলে॥
বসিয়া যাদবগণ নিজমনোরথে।
যাহার যেমন বীর্য্য কহে সেইমতে॥
পরস্পর সমর হইল যথা২।
কুরুক্ষেত্র আদি যত সমরের কথা॥
এই সবআলাপে আছেন সর্ব্বজন।
হেন কালে শুন তথা দৈবের ঘটন॥
অপূর্ব্ব প্রভুর মায়া বুঝিতে না পারি।
সাত্যকি সম্বোধি কিছু কহেন শ্রীহরি॥
কহ২ সাত্যকি সভার বরাবর।
কোনমতে কুরুক্ষেত্রে করিলা সমর॥
বহুবিদ্যা জান তুমি বলে মহাবল।
তোমারে প্রশংসা করে যাদবসকল॥
তোমার বীরত্বগুণ জানিয়া বিশেষে।
পাণ্ডব বরিল তোমা যুদ্ধঅভিলাষে॥
ভীষ্ম দ্রোণ অশ্বত্থামা কর্ণ দুর্য্যোধন।
কৌরবের সনে যত মহারথিগণ॥
ইতিমধ্যে কার সঙ্গে করিলা বিরোধ।
রণ করি কার সনে করিলা প্রবোধ॥

পঞ্চভাই পাণ্ডব অতুলপরাক্রম।
এতিনভুবন জিনিবারে হয় ক্ষম॥
তাহার সহায় তুমি পাঞ্চালঈশ্বর।
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডি বিরাট নৃপবর॥
অপর যতেক রাজা স্বসৈন্যসহিত।
পাণ্ডবের পক্ষে রণ কৈল অপ্রমিত॥
যুদ্ধ করি প্রাণ দিল পাণ্ডবকারণে।
কহ তুমি কবে যুদ্ধ কৈলা কার সনে॥
কৃষ্ণের চরণে শিনিপুত্র বলে বাণী।
আমার যুদ্ধের কথা শুন চক্রপাণি॥
পাণ্ডবের কার্য্য আমি কৈনু প্রাণপণে।
শক্তিমত করিলাম সমরযতনে॥
ভীষ্ম দ্রোণ আদি সভে প্রহারিল মোরে।
যথাশক্তি প্রাণপণে প্রবোধিনু তারে॥
বহু সৈন্য ক্ষয় হইল কৌরবের দলে।
ভূরিশ্রবা নৃপতিরে আনিলাম বলে॥
প্রাণপণে যুঝিলাম নাহি নিবারণ।
আপনা জানিতে কার্য্য না করি হেলন॥
আর কত২ বীরে করিনু সংহার।
যে পারিনু করিনু পাণ্ডবউপকার॥
আপনিহ তখন তথায় তুমি ছিলা।
মম যত পরাক্রম সাক্ষাতে দেখিলা॥
মহাভারতের কথা অমৃতসমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

### অথ সাত্যকির সহিত শ্রীকৃষ্ণের বাদানুবাদ।

সাত্যকির বচনে হাসেন নারায়ণ।
পুনরপি সাত্যকিরে বলেন বচন॥
জানি আমি সাত্যকি তোমার বীরপনা।
কুরুপাণ্ডবের দলে জানে সর্ব্বজনা॥
কর্ণের সহিত রণ কৈলা একবার।
প্রাণ লৈয়া পলাইলা করি পরিহার॥
দ্রোণসঙ্গে যুঝিয়া পাইলা পরাভব।
কেহ২ না যুঝিল করিয়া গৌরব॥
সিংহনাদ করিয়া বুলিলা রণস্থলে।
হীনশক্তিজনে পায়ে সংহার করিলে॥
ভয়ান্বিত হীনশক্তি হীনঅস্ত্র জন।
তোমার যুদ্ধের যোগ্য এই সব জন॥
সোমদত্তসুত ভূরিশ্রবা নরপতি।
যুঝিতে আসিয়াছিল তোমার সংহতি॥
নিজশক্তি না জানিয়া যুদ্ধে দিলা মন।
যে গতি করিল তোমার হয় কি স্মরণ॥
হীনঅস্ত্র কৈল তোমায় সংগ্রামভিতরে।
কেশে ধরি উদ্যম করিল কাটিবারে॥
হেনকালে কহিলাম অর্জ্জুননিকটে।
হের দেখ শিনিপুত্র পড়িল সঙ্কটে॥
ভূরিশ্রবা কাটে দেখ সাত্যকির শির।
ত্বরিতে করহ রক্ষা ধনঞ্জয় বীর॥
আমার বচনে তবে কুন্তীর কুমার।
খড়্গসহ হস্ত কাটি পাড়িলেক তার॥
হস্ত কাটা গেল তার অর্জ্জুনের বাণে।
ভূমে লোটাইয়া বীর পড়ে সেইক্ষণে॥
ভূমেতে পড়িল প্রায় ত্যজিল জীবন।
খড়্গ লৈয়া তুমি তারে কাটিলা তখন॥
এই বীরপনা তুমি করিলা সমরে।
দর্প করি কথা কহ সভার ভিতরে॥
কোন পরাক্রমে ভূরিশ্রবারে মারিলা।
বড় কর্ম্ম কৈলা বলি মনে বিচারিলা॥
কোন পরাক্রমে দর্প কর লোকমাঝে।
ইহার অধিক পাপ আর কিবা আছে॥
পাপির সংসর্গে পাপ বাড়ে নিতি২।
এখানে উচিত নহে তোমার বসতি॥
মর্য্যাদা থাকিতে উঠি করহ গমন।
অন্য ঠাঁই বৈশ তুমি যথা লয় মন॥
শুনিয়া কৃষ্ণের মুখে এতেক বচন।
বিস্ময় মানিয়া চাহে যত যদুগণ॥
মনে২ শিশু সব করে অনুভব।
কৃষ্ণের পরম প্রিয় সাত্যকি উদ্ধব॥
এত দিনে সাত্যকি বিচ্ছেদ হৈল প্রায়।
এত কটু উত্তর কহেন যদুরায়॥
কৃষ্ণের উত্তর শুনি শিনির নন্দন।
মহাকোপে গর্জ্জিয়া উঠিল সেইক্ষণ॥
বারুণীমদিরাপানে ঘূর্ণিতলোচন।
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে বীর মহাকোপমন॥
করপদ কম্পিয়া কম্পয়ে ওষ্ঠাধর।
কড়মড় দশন কচালে করে কর॥
গর্জ্জন করিয়া বলে গোবিন্দের প্রতি।
আমারে এমন বাক্য কহ রে দুর্মতি॥
তোমার দুষ্কর্ম্ম যত কেবা নাহি জানে।
কপটে নাশিলা পাণ্ডবের বন্ধুগণে॥
অবোধ পাণ্ডব সব তোমার উত্তরে।
রণ জয় করিয়া রহিল স্থানান্তরে॥

যদি সবে এক ঠাঁই বঞ্চিত রজনী।
তবে কেন সর্ব্বনাশ করিবেক দ্রৌণি ॥
তুমি আমি পঞ্চ ভাই পাণ্ডুর নন্দন।
তব বাক্যে স্থানান্তরে রহি সর্ব্বজন ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি পঞ্চ দ্রৌপদীকুমার।
রহিলা শিবিরে গিয়া অনাথআকার ॥
নিশাযোগে ছিল সবে নিদ্রায় বিহ্বলে।
চোররূপে তিন জন গেল সেইকালে ॥
কৃপ কৃতবর্ম্মা আর দ্রৌণি দুষ্টমতি।
নিদ্রিতজনেরে মারে দুর্জ্জনপ্রকৃতি ॥
যদি আমি থাকিতাম কিম্বা পাণ্ডুসুতে।
কার শক্তি দ্রৌপদীর পুত্র বিনাশিতে ॥
তোমার কপটে হৈল পাণ্ডুবংশক্ষয়।
তোমা সম কপটী কে আছে দুরাশয় ॥
কৃতবর্ম্মা কৃপ দ্রৌণি তিন দুরাচার।
ইহাহৈতে পাপকারী কেবা আছে আর ॥
না বলিয়া অস্ত্র যদি প্রহারয়ে আনে।
অস্ত্রহীন জনে আর হীনশক্তি জনে ॥
অবিরোধিজনে যেই করয়ে প্রহার।
তাহাসম পাপী নাহি বেদের বিচার ॥
সকল অধর্ম্মপথ যে জন সিঞ্চিল।
সে জন ধার্ম্মিক হয়ে সভাতে বসিল ॥
তোমাসম কপটী কে পাপী দুরাচারী।
সকল হইল নষ্ট তোমার চাতুরী ॥
কপট তোমার যত ধর্ম্মের বিচার।
কোন ঠাঁই বীরপনা না দেখি তোমার ॥
জরাসন্ধভয়েতে ত্যজিয়া মধুপুরী।
সমুদ্রভিতরে বৈশ দ্বারকা নগরী ॥
ক্ষুদ্র জন বড় জন কেবা নাহি জানে।
নন্দের নন্দন তুমি বাস বৃন্দাবনে ॥
গোপঅন্ন খাইয়া বঞ্চিলা গোপগৃহে।
গোপাল বলিয়া নাম তেঁই লোকে কহে ॥
জন্মের নির্ণয় তব কেহ নাহি জানে।
বসুদেব দৈবকীর পশিলা স্মরণে ॥
পিতা বসুদেব হইল দৈবকী জননী।
বসুদেবতনয় বলিয়া সভে জানি ॥
বাসুদেব নাম দিল করিয়া আদর।
সভামধ্যে কৈল তোমা যাদবঈশ্বর ॥
বসুদেবপুত্র বলি মান্য করি সভে।
দোষাদোষ নাহি লই তাহারি গৌরবে ॥
এইহেতু হইল বড়ই অহঙ্কার।
আমার করহ নিন্দা আরে দুরাচার ॥
পৃথিবীতে যত মহারাজগণ ছিল।
ক্ষত্র সভামধ্যে তোরে বসিতে না দিল ॥
যুধিষ্ঠির রাজা যবে রাজসূয় কৈল।
এক লক্ষ নৃপতিরে বরিয়া আনিল ॥
গৌরব করিয়া ভীষ্ম কহিল তাহাতে।
রাজগণমধ্যে আগে তোমারে পূজিতে ॥
ভীষ্মের বচনে ধর্ম্ম পূজিল তোমারে।
সেই হেতু রুষিল যতেক নৃপবরে ॥
বলিল সকল রাজা যত কুবচন।
সে সকল কথা তব হয় কি স্মরণ ॥
দৈবেতে কহিলা তুমি বাক্য কটুময়।
তোমার সভায় কি বসিতে যোগ্য হয় ॥
পরমপাতকী তুমি শুন দুরাচার।
তোমার চাতুরী কেহ নারে বুঝিবার ॥
নিষ্কলঙ্কী নির্দোষী নিষ্পাপী সত্যব্রতী।
হেন জনে নিন্দে যেই পাপী দুষ্টমতি ॥
আপনি নিন্দিত হইলে নিন্দে সভাকারে।
সাধু হৈলে সকলে আপনা সম করে ॥
তোমার জনক পূর্ব্বে কেবা নাহি জানে।
গিয়াছিল দৈবকীর স্বয়ম্বরস্থানে ॥
দৈবকরাজার কন্যা তোমার জননী।
পরমরূপসী বিদ্যাধরীরূপ জিনি ॥
দেখিয়া মোহিত হইল জনক তোমার।
কন্যা লইবার হেতু করয়ে বিচার ॥
বহুরাজা আসিয়াছে স্বয়ম্বরস্থানে।
রথে তুলি লয় কন্যা সভাবিদ্যমানে ॥
সত্বরগমনে যায় কন্যারে লইয়া।
চৌদিগে নৃপতিগণ বেড়িল আসিয়া ॥
দেখিয়া হইল বসু ভয়ে কম্পমান।
কি করিব কেমনে হইবে পরিত্রাণ ॥
কন্যার কারণে আজি জীবনসংশয়।
পলাইতে নাহি শক্তি মজিনু নিশ্চয় ॥
ভয়ার্ত্ত জানিয়া যত সাধু রাজগণ।
ক্রোধ সম্বরিয়া গেল না করিল রণ ॥
দুষ্টরাজগণসঙ্গে বাহ্লীকনন্দন।
বসুর উপরে করে অস্ত্র বরিষণ ॥
দেখিয়া কুপিল শিনি জনক আমার।
সোমদত্তসনে রণ করিল অপার ॥
রথ অশ্ব সারথি কাটিল ধনুর্গুণে।
হাতাহাতি সমর হইল দুইজনে ॥
কোপেতে জনক মম ধরে তার চুলে।
চড়মারি দন্তভাঙ্গি করিল নির্ম্মূলে ॥

সকল নৃপতিগণ কৈল উপরোধ।
সোমদত্তে ছাড়ি পিতা সম্বরেন ক্রোধ॥
ভয়েতে সকল রাজা নিবৃত্ত হইল।
আপন২ দেশে সবে চলি গেল ॥
পিতা স্থানে সোমদত্ত অপমান পায়ে।
শিব আরাধনা করে ঘোরবনে গিয়ে॥
তবে তুষ্ট হৈয়া বর যাচে পশুপতি।
বর মাগে সোমদত্ত হরে করে স্তুতি॥
শিনির প্রহারে মম দহে কলেবর।
বড় অপমান কৈল সভার ভিতর ॥
তেমতি আমার পুত্র হউক বলবান্।
শিনিপুত্রে মম পুত্র করে অপমান॥
সোমদত্তবচনে শঙ্কর দিল বর।
সেই হেতু ভূরিশ্রবা হইল বলধর॥
অপমান আমার করিল সভামাঝে।
আমি কি কহিব ইহা জানে সর্ব্বরাজে॥
এই হেতু আমার করিল অপমান।
না হইল ক্ষমা তবু বধিতে পরাণ॥
যে কালে আমার কেশ ধরিল দুর্ম্মতি।
কুমারের চক্র হেন ফিরিলাম তথি॥
কত শক্তি ধরে সেই সোমদত্তসুত।
দৈব বলে এই কর্ম্ম করিল অদ্ভুত॥
যেই জন করিল এতেক অপমান।
বলে ছলে প্রকারে লইব তার প্রাণ॥
আমার সাহায্যে হস্ত কাটিল অর্জ্জুন।
আমি তার মুণ্ড কাটিলাম সেইক্ষণ॥
ইহাতে পাতকী বড় হইলাম আমি।
বড় ধার্ম্মিকেরে লৈয়া বসিয়াছ তুমি॥
পাণ্ডব তোমার প্রিয়বন্ধু বলি জানে।
তার সর্ব্বনাশ করিলেক যেই জনে॥
পুত্র মিত্র বন্ধু নাশিলেক যেই জন।
নিদ্রিতজনেরে গিয়া করিল নিধন॥
হেন জন হইল তব পরম বান্ধব।
জানিনু তোমার প্রিয় যেমন পাণ্ডব॥
কপট করিয়া মজাইলা পাণ্ডবেরে।
পরম কুটিল তুমি কে জানে তোমারে॥
মহাভারতের কথা অমৃতলহরী।
কাশীরাম দাস কহে ভবভয়তরি॥

## অথ যদুকুলধ্বংস ও বলদেবের দেহত্যাগ।

এইরূপ বলাবলি হইল বিস্তর।
গর্জ্জিয়া উঠিল কৃতবর্ম্মা ধনুর্দ্ধর॥
হাতে খড়্গ করি ধায় কাটিবার আশে।
গর্জন করিয়া বলে বচন কর্কশে॥
আরে দুরাচার পাপি শিনির নন্দন।
এতেক তোমার গর্ব্ব না বুঝি কারণ॥
গোবিন্দের নিন্দা কর দুষ্ট অধোগামী।
ইহার উচিত ফল তোরে দিব আমি॥
ভূরিশ্রবা ঢাল খাঁড়া লৈয়া বীর দাপে।
কোন পরাক্রম কর এতেক প্রতাপে॥
নৃপতিসমূহমধ্যে কৈল অপমান।
কোন লাজে ধর দুষ্ট এ পাপ পরাণ॥
অপমানহইতে মৃত্যু শ্রেষ্ঠ শতগুণে।
ধিক২ আরে দুষ্ট নির্লজ্জ জীবনে॥
আমারে নিন্দহ দুষ্ট না বুঝ কারণ।
পাণ্ডবের সর্ব্বনাশ কৈল কোন জন॥
দ্রোণপুত্র প্রবেশিল শিবিরভিতরে।
সকল করিল ক্ষয় দ্রৌণি একেশ্বরে॥
আমা দোঁহে আছিলাম দাণ্ডাইয়া দ্বারে।
রে দুষ্ট আমারে গালি দেহ অহঙ্কারে॥
এত বলি খড়্গ লইয়া কাটিবারে যায়।
গর্জ্জিয়া সাত্যকি বলে জ্বলদগ্নিপ্রায়॥
উচিত কহিতে ক্রোধ হইল তোমার।
আমারে মারিতে আইস আরে দুরাচার॥
তোর দর্প ঘুচিবে কাটিব তোর শির।
এত বলি খড়্গ লয়ে ধায় মহাবীর॥
খড়্গের প্রহারে বীর কাটে তার শির।
ভূমেতে লোটায় কৃতবর্ম্মার শরীর॥
হাহাকার শব্দে ডাকে যতেক যাদব।
মার২ বলিয়া ধাইল যত সব॥
দেখিয়া অদ্ভুত কর্ম্ম সবিস্ময় মন।
আত্ম২ বিবাদী হইল সর্ব্ব জন॥
কৃতবর্ম্মা বধ হইল দেখিয়া নয়নে।
সাত্যকিরে মারিবারে যায় যদুগণে॥
নানা অস্ত্র ফেলি মারে সাত্যকিউপর।
মুষল ধারায় যেন বর্ষে জলধর॥
স্নেহ করি কেহ হৈল সাত্যকির ভিত।
অস্ত্রবৃষ্টি করে কেহ অতিক্রোধচিত॥

সহোদরে২ হইল দুই দল।
মার২ শব্দেতে হইল কোলাহল ॥
প্রলয়সময়ে যেন উথলে সাগর।
দেবাসুরে হয় যেন যুদ্ধ ঘোরতর ॥
পূর্ব্বে যেন হইল শ্রীরাম রাবণে।
কুরুক্ষেত্রে যেমন পাণ্ডব দুর্য্যোধনে ॥
ঘোরতর গর্জ্জন সঘনে সিংহনাদ।
ঝাঁকে২ বাণবৃষ্টি নাহি অবসাদ ॥
ধনুকে যুড়িতে বাণ বিলম্ব না করে।
হাতে অস্ত্র বীর সব করয়ে প্রহারে ॥
অস্ত্রে২ নিবারণ করে জনে২।
সর্ব্ব অস্ত্র ক্ষয় হইল অস্ত্র নাহি তূণে ॥
ক্রোধমনে যুদ্ধ করে নাহি অবসান।
দাণ্ডাইয়া কৌতুক দেখেন ভগবান ॥
অদ্ভুত দেখিয়া রাম বিষণ্নবদন।
বৃত্তান্ত জানিয়া স্থির হৈলেন তখন ॥
যুঝয়ে যাদবকুল আপনাআপনি।
খড়্গ লয়ে কেহ২ করে হানাহানি ॥
ধনুকে২ যুদ্ধ অস্ত্রবরিষণ।
ঝনঝনা পড়ে যেন ভীষণদর্শন ॥
ধনুকটঙ্কার শব্দে পূরিল গগণ।
ভয়ে ভীত তিন লোক শুনিয়া গর্জ্জন ॥
রণস্থলে গালাগালি করে ভাই২।
ইষ্ট বন্ধু কার পানে কেহ নাহি চাই ॥
শক্তি তুলি হানে কেহ কাহার উপর।
শেল জাঠা শক্তি মারে ভুষণ্ডি তোমর ॥
আপনা পাসরি সবে কোপে অচেতন।
পাথর তুলিয়া মারে ঘোর দরশন ॥
মুদ্গার তুলিয়া কেহ মারে কার মাথে।
রথ অশ্ব সারথি মারয়ে এক ঘাতে ॥
আঁকাড়ি করিয়া কেহ ধরে রথখান।
সিংহনাদ ছাড়ি ফেলে দিয়া একটান ॥
ধনুক ধরিয়া মারে দোহাতিয়া বাড়ি।
এক জন হাতহৈতে অন্যে লয় কাড়ি ॥
প্রহারে না করে ভয় অভেদ্য শরীর।
অতুলসাহস সবে রণে মহাবীর ॥
হেনমতে যুঝে যত যাদবকুমার।
শূন্য কর হৈল কার অস্ত্র নাহি আর ॥
যত্নেক বিক্রম কৈল কিছু না হইল।
যাদবগণের তিল অস্ত্র না ভেদিল ॥
উপায় করেন তবে দেব ভগবান।
নিকটে খাগড়ার বন দেখি বিদ্যমান ॥
মুষলঘর্ষণে পূর্ব্বে সলিল-মে হৈল।
তাহাতে খাগড়া নল বন উপজিল ॥
যদুগণে দেখাইয়া দেন দামোদর।
নলবৃক্ষ ফেলি মার সবে পরস্পর ॥
এত উপদেশ তার যদুগণে পায়।
ধাওয়াধাই নল উপাড়িতে সবে যায় ॥
নল খাগড়ার গাছ ধরি যদুগণ।
অন্য২ প্রহার করয়ে জনে জন ॥
অস্ত্রেতে না ভেদে যেই যাদবশরীর।
নল খাগড়ার ঘায় পড়ে সব বীর ॥
অঙ্গে পরশিবামাত্র পড়ে সেইক্ষণ।
ব্রহ্মশাপে ধ্বংস হয় যত যদুগণ ॥
জনে২ মারামারি অতিশয়ক্রোধে।
ভাই২ খুড়া জেঠা নাহি উপরোধে ॥
হেনমতে যদুগণে হয় মহারণ।
দারুকে ডাকিয়া কন শ্রীমধুসূদন ॥
সত্বরে দারুক যাহ মথুরা নগরে।
মম রথে করি লহ বজ্রু মহাবীরে ॥
মথুরায় রাখ লয়ে প্রপৌত্র আমার।
অস্ত গেল যদুকুল কিবা দেখ আর ॥
সে কারণে বজ্রে লয়ে চল মথুরায়।
স্ত্রীগণ লইয়া পিছে যাইবা তথায় ॥
আমিহ পৃথিবী ছাড়ি যাব নিজস্থানে।
আজিহৈতে সপ্তম দিবস পরিমাণে ॥
কার্ত্তিক পূর্ণিমা হবে কৃত্তিকা নক্ষত্র।
সেই দিনে দ্বারবতী গ্রাসিবে সমুদ্র ॥
এই সব বিবরণ কহিবে সবারে।
ব্রহ্মশাস্ত্রে বুঝাইবা শোক নাশিবারে ॥
তথাহৈতে হেতায় আইস শীঘ্রগতি।
পুনরপি যাইতে হবে হস্তিনাবসতি ॥
পাণ্ডবগণেরে দিবা মম সমাচার।
আসিবেক প্রিয় সখা অর্জ্জুন আমার ॥
এত বলি দারুকেরে দিলেন বিদায়।
বজ্রে লয়ে দারুক গেলেন মথুরায় ॥
প্রদ্যুম্নের পৌত্র অনিরুদ্ধের তনয়।
উষার উদরে জন্ম বজ্রু মহাশয় ॥
মধুপুরী রাখে তারে প্রভুর আদেশে।
সবাকারে সমাচার দিলেক বিশেষে ॥
দারুকবচনে সবে পায় চমৎকার।
আকাশ ভাঙ্গিয়া শিরে পড়ে সবাকার ॥
অস্থির হইয়া সবে ভূমিতলে পড়ি।
চিত্রের পুত্তলিপ্রায় যায় গড়াগড়ি ॥

আছে কি না আছে প্রাণ দেহের ভিতর।
বদনে নাহিক ভাষা শুষ্ক কলেবর॥
অচেতন করিয়া দারুক সভাকারে।
ব্রহ্মশাস্ত্র বুঝাইল বিবিধ প্রকারে॥
ব্রহ্মে মন নিযুক্ত করিয়া সভাকার।
প্রভুর নিকটেতে চলিল পুনর্ব্বার॥
আসিয়া দেখিল সেই প্রভাসের তীর।
ভূমিতলে পড়িয়াছে যত যদুবীর॥
আত্ম জন নাহি কেহ বৃষ্ণি যদুকুল।
অন্যোন্য মারি সভে হইল নির্ম্মূল॥
ধূলায় ধূসরতনু অবনি লোটাই।
কেবল আছেন রাম কৃষ্ণ দুই ভাই॥
শোকেতে আকুল হৈল দারুক সারথি।
মূর্চ্ছিত হইয়া অতি পড়ি গেল ক্ষিতি॥
প্রবোধিয়া গোবিন্দ কহেন দারুকেরে।
সত্বরে দারুক যাহ হস্তিনা নগরে॥
আমার পরম বন্ধু পাণ্ডুর নন্দন।
অর্জ্জুনে আনিতে শীঘ্র করহ গমন॥
কৃষ্ণআজ্ঞা পায়ে চলে দারুক সারথি।
হস্তিনানগরে গেল বিষাদিতমতি॥
বলভদ্রে কহিলেন দেব নারায়ণ।
অবধান কর দেব করি নিবেদন॥
এইখানে আপনি থাকহ একেশ্বর।
দ্বারকাহইতে আমি আসি অবরাপর॥
মাতাপিতা পুরজন পাইল বারতা।
সভা সম্বোধিতে আমি শীঘ্র যাই তথা॥
যাবৎ না আসি আমি দ্বারকাহইতে।
তাবত আপনি তুমি থাক এই মতে॥
কৃষ্ণবাক্যে বলভদ্র করেন স্বীকার।
তোমা বিনা গতি ভাই কে আছে আমার॥
রামেরে রাখিয়া কৃষ্ণ করেন গমন।
দ্বারকা নগরে আসি দেন দরশন॥
জনক জননী পুরে নারীগণ যত।
সবাকারে প্রবোধ করেন সমুচিত॥
পূর্ব্বে অমঙ্গল যে হইল আপনার।
প্রভাসে গেলাম করিবারে প্রতিকার॥
স্নান করি একত্রে বসিল সর্ব্বজন।
কথায় কথায় দ্বন্দ্ব করিল সৃজন॥
সেই দ্বন্দ্বে মহাকোপ হৈল সবাকার।
আত্ম আত্ম যুদ্ধ করি হইল সংহার॥
এক জন যদুকুলে আর কেহ নাই।
কেবল আছি যে রাম কৃষ্ণ দুই ভাই॥
শোকেতে আকুল রাম না আইসেন ঘরে।
তপ আচরেন তিনি প্রভাসের তীরে॥
আমিহ শোকেতে প্রাণ ধরিতে না পারি।
গৃহবাস ছাড়িলাম হব তপচারী॥
সংসার অসারমাত্র সব মায়াজাল।
ইহাতে মোহিত হইলে বৃথা যায় কাল॥
এমতি সংসার ধন্দ দেখ ভাবি মনে।
স্থিরমতি করি মন দেহ তত্ত্বজ্ঞানে॥
বিষাদ ত্যজিয়া সভে ধর্ম্মে দেহ মন।
এত বলি মেলানি মাগেন নারায়ণ॥
সবার জীবন হরি নিলে নারায়ণ।
চিত্রের পুত্তলি প্রায় রহে সর্ব্ব জন॥
শ্বাসমাত্র শরীরে আছয়ে সভাকার।
অবনিলোটায় লোক শবের আকার॥
রামের নিকটে আসি শ্রীমধুসূদন।
ভাই ভাই মিলিয়া করেন আলিঙ্গন॥
প্রভাসের তীরে রাম যোগাসন করি।
হৃদয়ে পরম ব্রহ্ম জপে মন করি॥
যুগল নয়নে হেরি কৃষ্ণের বদন।
যোগে তনু ত্যজিলেন রোহিণীনন্দন॥
ভারত মুষল পর্ব্ব ব্যাস বিরচিত।
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া সঙ্গীত॥

### অথ শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ।

### দীর্ঘ ত্রিপদী।

যদুবংশে অবতরি বাসুদেব নাম ধরি
কৌতুকেতে অবনিবিহারী।
যাহার কটাক্ষে হয় সৃজন পালন লয়
ভকতবৎসল চক্রধারী॥
যার নাম গুণ গাই সর্ব্বপাপে ত্রাণ পাই
নাহি রহে শমনের ভয়।
ব্রহ্মশাপ লক্ষ করি ক্ষিতি ভারত্রাণ করি
নিজবংশ সব করি ক্ষয়॥
এক জন নাহি শেষ হৃদে চিন্তি হৃষীকেশ
নিজদেহ ত্যজিতে বিচারি।
প্রভাসতীর্থের তীরে উঠিলেন শাখিপরে
বসিলেন শাখায় শ্রীহরি॥
বসিয়া বৃক্ষের পর চিন্তিলেন চক্রধর
নিজ দেহত্যাগের কারণ।
এক পদ তরুপর আরোপিয়া গদাধর
নম্র করি দ্বিতীয় চরণ॥

আপনা চিন্তিয়া মনে বসি বৃক্ষ শাখাসনে
মৌনেতে আছেন গদাধর।
নমস্কায় মন্দগতি ব্যাধ এক আইল তথি
মৃগয়ার ছলে একেশ্বর॥
জরব্যাধ ধরে নাম ধনুর্ব্বেদে অনুপম
হাতে ধরি দিব্য শরাসন। [স্থলে
মৃগ মারিবার ছলে ব্যাধ আইল সেই
দেখিলেক কৃষ্ণের চরণ॥
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ পদ রবিবিম্ব কোকনদ
শত পত্র যেন সুশোভন।
অতুল চরণ দেখি ব্যাধসুত হৈল সুখী
মৃগকর্ণ হেন নিল মন॥
মুষলের শেষ পাই যেই বাণ নিরমাই
দৈবে সেই বাণ নিল হাতে।
টানিয়া ধনুকখান সন্ধানিয়া মারে বাণ
চরণ ভেদিল জগন্নাথে॥
বাণ মারি ব্যাধসুত বৃক্ষতলে আইল দ্রুত
অপূর্ব্ব দেখিয়া হৈল ভীত।
কিরীট কুণ্ডল হার নানা রত্ন অলঙ্কার
হৃদয়ে কৌস্তুভ সুশোভিত॥
পাঞ্চজন্য সুদর্শন গদাপদ্ম সুশোভন
চতুর্ভুজ গলে বনমালা।
শ্রীবৎস লাঞ্ছন দেহে মণি বিভূষণ তাহে
নব মেঘে যেমন চপলা॥
অম্লান তুলসী মালা আকর্ণ লোচন ভালা
অলকা তিলক ভালে সাজে।
পরিধান পীতবাস মুখচন্দ্র সুপ্রকাশ
কত শোভা শত দ্বিজরাজে॥
ভয়ার্ত্ত হইয়া ব্যাধ মাগি নিজঅপরাধ
প্রণমিয়া প্রভুর চরণে।
কৃপাময় অবতরি অনাদি পুরুষ হরি
তুমি সার এ তিন ভুবনে॥
আমি পাপী দুরাশয় অজ্ঞানেতে মূর্ত্তিময়
অপরাধ করিনু গোঁসাই।
শুন প্রভু চক্রপাণি যে কর্ম্ম করিলাম আমি
আমার নিষ্কৃতি কভু নাই॥
শুনিয়া ব্যাধের বাণী আশ্বাসেন চক্রপাণি
শুন ব্যাধ না করহ ভয়।
মম দেহত্যাগ কালে নয়নেতে নিরখিলে
স্বর্গে যাবা কহিনু নিশ্চয়॥
রামচন্দ্র অবতারে পিতৃ সত্যপালিবারে
প্রবেশিনু অরণ্যভিতর।
সীতা নামে মম নারী রাবণ লইল হরি
অন্বেষিতে দুই সহোদর॥
সাক্ষাৎ হইল বনে আর চারি কপিসনে
সখ্য হইল সহিত আমার।
বধ করি বালি রাজা সুগ্রীবে করিনু রাজা
ছিলা তুমি বালির কোঙর॥
মারিয়া লঙ্কার পতি উদ্ধারিনু সীতাসতী
দিতে বর যাচিনু তোমারে।
পিতৃবৈরী মারিবারে বর মাগি নিলা মোরে
আমিহ ছিলাম অঙ্গীকারে॥
সেই প্রয়োজনফলে জন্ম হৈল ব্যাধকুলে
মুক্ত হয়ে যাহ স্বর্গপুরে।
হেনকালে আচম্বিত পুষ্পবৃষ্টি অপ্রমিত
রথ আইল ব্যাধের গোচরে॥
চাহিয়া গোবিন্দপদ রথ আরোহিয়া ব্যাধ
স্বর্গপুরে করিল গমন।
শ্রীমধুসূদন হরি হৃদয়ে ভাবনা করি
নিজদেহ ত্যজেন তখন॥
জ্যোতির্ম্ময় নিজঅঙ্গে প্রবেশি পরম রঙ্গে
দেবগণে করি স্তুতি বাণী।
দুন্দুভি নিনাদ বাজে অপ্সরী কিন্নরী নাচে
হুলাহুলি অমররমণী॥
পুষ্পবৃষ্টি করে সবে পারিষদগণ সেবে
স্তুতি করে সুর মুনিগণ।
চতুর্ম্মুখে বিধিবর পঞ্চমুখে মহেশ্বর
করপুটে করয়ে স্তবন॥
অখিল হইল দীপ্ত ভুবন হইল তৃপ্ত
আনন্দিত যত দেবগণ।
শুন রে ভকত ভাই স্মরণে মুকতি পাই
এড়াই শমনদরশন॥
ভক্তবশ গুণনিধি ভক্তবাঞ্ছা করে সিদ্ধি
নাহি আর ভক্তির সমান।
কাশীদাস বলে যদি তরিবা এ ভবনদী
ভজ ভাই দেব ভগবান॥

### অথ অর্জ্জুনকর্ত্তৃক প্রভাসে রামকৃষ্ণের মৃতশরীর দর্শন।

### পয়ার।

হস্তিনা নগরে আইল দারুক সারথি।
করযোড়ে কহে কথা ধর্ম্মরাজ প্রতি॥

অবধান কর রাজা পাণ্ডুর নন্দন।
শ্রীকৃষ্ণ পাঠান মোরে তোমার সদন॥
গোবিন্দের প্রিয় বন্ধু তোমা পঞ্চ ভাই।
তোমার ভাবনা বিনা অন্য মনে নাই॥
সেকারণে পাঠাইলেন মোরে হেতা।
দ্বারকা লইয়া যাব পার্থ মহারথা॥
চিরদিন তাঁর সহ নাহি দরশন।
সেই হেতু লইতে কহেন নারায়ণ॥
তিলেক বিলম্বে রাজা না হয় বিচার।
শীঘ্রগতি অর্জ্জুন করুন আগুসার॥
কৃষ্ণের বারতা শুনি পঞ্চ সহোদর।
দারুকেরে বসায়েন করিয়া আদর॥
বসিয়া সুস্থিরচিত্ত না হয় দারুক।
হৃদয়ে দহিছে শোকে বৈশে হেটমুখ॥
দারুকের চিত্ত রাজা দেখি উচ্চাটন।
বিস্ময় ভাবিয়া মানিছেন মনে মন॥
এইত দারুক হয় কৃষ্ণের সারথি।
যেই কৃষ্ণ অনাদি পুরুষ লক্ষ্মীপতি॥
তাঁহার আশ্রিত যে সে কি দুঃখে দুঃখিত।
ইহার কারণ কিছু না বুঝি কিঞ্চিত॥
এত চিন্তি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
কিহেতু দারুক এত চিত্ত উচ্চাটন॥
কৃষ্ণের আশ্রিত জনে কিবা সুখ দুঃখ।
কি দুঃখে ত্রাসিত হৈলা কহত দারুক॥
সাত্যকি প্রদ্যুম্ন শাম্ব যাদব সকল।
কেমনে আছেন অনিরুদ্ধ মহাবল॥
কেমনে আছেন সভে কহ সত্যবাণী।
কহ দেখি কৃষ্ণের কুশল বার্ত্তা শুনি॥
তব উচ্চাটন চিত্ত দেখিয়া নয়নে।
প্রাণাধিক মিত্র মম স্থৈর্য্য নাহি মনে॥
কৃষ্ণের কুশল কহ দারুক সারথি।
কেমন আছেন প্রিয়বন্ধু যদুপতি॥
শুনিয়া দারুক কহে শুন নরনাথ।
সে সকল অবগত হইবা পশ্চাৎ॥
ত্বরিতে অর্জ্জুনে রাজা করহ বিদায়।
বন্ধু জন দেখিতে চাহেন যদুরায়॥
শুনি অনুমতি দেন পাণ্ডুবংশপতি।
সুসজ্জ হইয়া পার্থ যান শীঘ্রগতি॥
ত্বরিত গমনে আসি দ্বারকা নগরী।
বিস্ময় মানেন পার্থ দ্বারবতী হেরি॥
পূর্ব্ব রূপ শোভা কিছু না দেখেন আর।
শূন্যাকার পুরীখণ্ড দিবসে আন্ধার॥
পুরেতে পুরুষ নাহি কেবল রমণী।
চিত্রের পুত্তলি প্রায় আছে অনুমানি॥
শুষ্ক ওষ্ঠ শুষ্কমুখ শুষ্ক সর্ব্ব অঙ্গ।
নাহিক আনন্দ বাদ্য নৃত্য গীত রঙ্গ॥
মনুষ্যের শব্দ নাহি দ্বারকা নগরে।
কপোত পেচক শিবা চৌদিগে বিহরে॥
গৃধ্র কঙ্ক নানা পক্ষী উড়ে পালে২।
ঘোরতর শব্দ করি উড়ে বৈশে চালে॥
এত সব দেখি পার্থ হৈলেন চিন্তিত।
চক্ষুতে পড়রে জল প্রাণ বিকলিত॥
বসুদেব দৈবকী রোহিণী তিন জন।
প্রাণহীন জন যেন ভূমিতে শয়ন॥
প্রণমিয়া জিজ্ঞাসেন অর্জ্জুন বারতা।
শুষ্ক তনু সবার বদনে নাহি কথা॥
পুন২ পার্থ বীর করেন জিজ্ঞাসা।
হরি বলি কান্দে সভে নাহি অন্য ভাষা॥
কৃষ্ণ বিনা প্রাণ নাহি বলে সর্ব্ব জন।
চিন্তান্বিত হইলেন কুন্তীর নন্দন॥
দারুক বলেন পার্থ কি কর ভাবনা।
প্রভুরে দেখিবা যদি চল সর্ব্বজনা॥
প্রভাসের তীরেতে আছেন দুই ভাই।
সকল যাদবগণ আছেন তথাই॥
এত শুনি সত্বরে চলিল দুই জন।
শূন্যময় হৈল পুরী দ্বারকা ভুবন॥
পথে বিহরণে সবে যায় ধীরে২।
আসিয়া মিলিল সবে প্রভাসের তীরে॥
তথায় দেখিল যদুকুলের সংহার।
ভূমে গড়াগড়ি যায় অঙ্গ সভাকার॥
হাহা রবে কান্দিছেন ইন্দ্রের নন্দন।
করেন বিলাপ বহু মহাশোক মন॥
রামের শরীর দেখি প্রভাসের তীরে।
বিলাপ করেন পার্থ লুঠিত শরীরে॥
হায় যদুকুলপতি বীর হলধর।
মুষল লাঙ্গল আছে ভূমির উপর॥
সকল ত্যজিয়া প্রভু যোগে দিলা মন।
দুষ্ট দৈত্য বিনাশ করিবে কোন জন॥
ভারাবতারণহেতু আসি ক্ষিতিতলে।
পৃথিবীর ভার হরি যোগ আচরিলে॥
বারেক উত্তর দেহ রেবতীরমণ।
কান্দিয়া আকুল তব বন্ধু পরিজন॥
তবে ধনঞ্জয় যান বৃক্ষের তলায়।
প্রাণনাথ কৃষ্ণদেহ দেখেন তথায়॥

কৃষ্ণদেহ কোলে করি কান্দিছেন বীর।
পৃথিবী পুরিল তাঁর নয়নের নীর ॥
মহাভারতের কথা অমৃত অর্ণবে।
পাঁচালি প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দেবে ॥

অথ অর্জ্জুনের বিলাপ ও যদুস্ত্রীর
দের হরণ ও পাষাণ হওনের কথা।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

হায় কৃষ্ণ প্রাণধন বন্ধুরূপে নারায়ণ
করুণাসাগর অবতার।
পাণ্ডবের প্রাণধন সব হৈল অকারণ
তোমা বিনা দিবসে আঁধার ॥
করুণানিধান হরি বৃষ্ণিকুলে অবতরি
দুষ্ট নাশি শিষ্টের পালন।
নীলাম্বর সহলীলা করিলা অনেক খেলা
দেবকার্য্য করিলা সাধন ॥
ধরণির ভার হরি ধর্ম্মেরে স্থাপন করি
বসুমতী করিলা তোষণ।
অনাথ পাণ্ডবগণে কৃপা কৈলা নিজগুণে
বন্ধুরূপে করিলা পালন ॥
আমি সখা প্রিয়তম সারথ্য করিলা মম
নাম হৈল অর্জ্জুনসারথি।
ওহে প্রভু কৃপাসিন্ধু পাণ্ডবগণের বন্ধু
দ্বারকানিবাসী যদুপতি ॥ [আমি
পূর্ব্বেতে কহিলা তুমি এক আত্মা তুমি
কৃষ্ণ ধনঞ্জয় নাহি ভেদ।
পাণ্ডুপুত্র পঞ্চ জনে ভেদ নাহি মম সনে
অজ শিব জানে চারি বেদ ॥
নিজ চন্দ্রাননবাণী বিস্মরিলা যদুমণি
ভ্রাতৃগণে না কর স্মরণ।
চারি বেদে গায় তোমা গুণের নাহিক সীমা
কৃপাসিন্ধু ভক্তের জীবন ॥
অনাথ দুর্ব্বল জনে তুমি নাথ অনুক্ষণে
বিষম সঙ্কটে কর পার।
যেই ভক্ত জন হয় চরণে শরণ লয়
তিন লোক সম নয় তার ॥
মোরা সব অল্পমতি না করিনু ভক্তি স্তুতি
না ভজিনু তোমার চরণ। [চায়ে
তোমা হেন ধন পায়ে পাপ চক্ষে নাহি
বন্ধুরূপে করি সম্ভাষণ ॥
কৃপায় আপন গুণে আমা ভাই পঞ্চ জনে
সঙ্কটে রাখিলা বারেবার।
অনাথ পাণ্ডবগণে কি করিবে তোমা বিনে
বন্ধুরূপে কে রাখিবে আর ॥
রাজ্য ধন বন্ধু জায়া ত্যজিয়া সকল মায়া
নিজ স্থানে করিলা গমন।
এমতি করিলা যদি মোসভায় গুণনিধি
না কহিলা কিসের কারণ ॥
মুষল পর্ব্বের কথা বিচিত্র ভারত গাথা
সর্ব্ব দুঃখ শ্রবণে বিনাশ।
কমলাকান্তের সুত হেতু সুজনের প্রীত
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

পয়ার।

কৃষ্ণের শরীর পার্থ কোলেতে করিয়া।
বিলাপ করেন বহু কান্দিয়া২ ॥
কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ নাথ কৃষ্ণ ধন জন।
কৃষ্ণ বিনা পাণ্ডবের আছে কোন জন ॥
এত দিনে পাণ্ডবেরে বঞ্চিলেন বিধি।
কোন দোষে হারাইনু কৃষ্ণ গুণনিধি ॥
এই দ্বারাবতী আমি পূর্ব্বে আসিতাম।
আমারে পাইলে কত পাইতা বিশ্রাম ॥
সখা২ বলি মোরে কর সম্বোধন।
ভুজ পসারিয়া আসি দেহ আলিঙ্গন ॥
পূর্ব্বেতে কহিলা তুমি সভার ভিতর।
কৃষ্ণার্জ্জুন একতনু নহে ভিন্ন পর ॥
পাণ্ডুপুত্রগণ মোর প্রাণের সমান।
পাণ্ডবের কার্য্যেতে বিক্রীত মম প্রাণ ॥
সারথিত্ব করিয়া সঙ্কটে কৈলা পার।
দুর্য্যোধনভয়হইতে করিলা উদ্ধার ॥
আমি তব সখা প্রাণসখী যাজ্ঞসেনী।
পরম বান্ধবরূপে রাখিলা আপনি ॥
পাখা যেন রক্ষাকরে পক্ষির জীবন।
সলিল রক্ষিত যেন মৎস্য আদি জন ॥
সেই রূপে পাণ্ডবরক্ষিতা নারায়ণ।
তোমা বিনা কোন মতে রহিবে জীবন ॥
ওহে প্রভু যদুনাথ নাহি শুন কেনে।
কোন দোষে দোষী হৈনু তোমার চরণে ॥
তব প্রিয় সখা আমি সেই ধনঞ্জয়।
সখারে বিমুখ কেন হৈলা মহাশয় ॥

একবার চাহ প্রভু মেলিয়া নয়ন।
সখা বলি করহ বারেক সম্বোধন॥
বারেক দেখাও চাঁদ মুখের সুহাস।
বারেক বদন চাঁদে কহ সুধাভাষ॥
রত্ন সিংহাসন ত্যজি ভূমিতে শয়ন।
চাঁদমুখে লাগিয়াছে রবির কিরণ॥
কোন মুখে যাব আমি হস্তিনা নগরে।
কি বলিব গিয়া আমি রাজা যুধিষ্ঠিরে॥
ভাইগণে কি বলিব দ্রৌপদীর তরে।
কেমনে ধরিবে প্রাণ ধর্ম্মনৃপবরে॥
হায় বিধি এত দিনে করিলা নিরাশ।
কোন দোষে হারাইনু বন্ধু শ্রীনিবাস॥
বিস্মরিলা সব কথা স্বীকার করিয়া।
সঙ্গে নিলা নিজ জনে পাণ্ডবে ত্যজিয়া॥
ভাগ্যবন্ত যদুকুল পুণ্য নাহি সীমা।
ইহ লোক পর লোকে পাইলেন তোমা॥
আমা সব হতভাগ্য পাপিষ্ঠ দুর্ম্মতি।
কোন গুণে পাব সেই কৃষ্ণপদে মতি॥
হা কৃষ্ণ কমলাকান্ত করুণানিধান।
তোমা বিনা রহে মম হৃদয় পাষাণ॥
কি বুদ্ধি করিব আমি কোথাকারে যাব।
আর কোথা সে চাঁদ বদন দেখা পাব॥
শিরেতে হানিয়া ঘাত কান্দি উচ্চৈঃস্বরে।
ভূমে গড়াগড়ি যান পার্থ মহাবীরে॥
দারুক সারথি বোধ করায় অর্জ্জুনে।
স্থির হও ধনঞ্জয় শোক ত্যজ মনে॥
অকারণে শোক কৈলে কি হইবে আর।
আমি যাহা কহি তাহা শুন সারোদ্ধার॥
বিধি নীত আছে যেই ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম।
আপনি সবার তুমি কর প্রেতকর্ম্ম॥
পূর্ব্বেতে আমারে কহিলেন গদাধর।
সবাহৈতে বড় প্রিয় পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
যোগ আচরিয়া পিছে পাইবে আমারে।
এই কথা দারুক কহিবা পাণ্ডবেরে॥
সে কারণে এই কর্ম্ম হয়ত বিহিত।
সভার সৎকার কর্ম্ম করিতে উচিত॥
বহুমতে সান্ত্বনা করিলেক অর্জ্জুনে।
সৎকার করিতে পার্থ করিলেন মনে॥
চন্দনের কাষ্ঠ তথা আনি রাশি২।
জ্বালিলেন চিতাঅগ্নি গগণ পরশি॥
দৈবকী রোহিণী বসুদেবের সহিত।
অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিল হরষিত॥
রেবতী রামের সঙ্গে পশি হুতাশন।
অগ্নিকার্য্য সবাকার করেন অর্জ্জুন॥
সভাকার অগ্নিকার্য্য করি সমাপন।
বিধিমতে করিলেন শ্রাদ্ধাদি তর্পণ॥
দারুক পুনশ্চ কহে অর্জ্জুনের প্রতি।
অর্জ্জুন বন্ধুর কর্ম্ম করহ সংপ্রতি॥
স্ত্রীগণ লইয়া যাহ হস্তিনা নগরে।
প্রভুর রমণীগণ বিদিত সংসারে॥
তোমা বিনা কার শক্তি রক্ষিবারে পারি।
সমুদ্র গ্রাসিবে এই দ্বারকা নগরী॥
আজ্ঞা কর যাই আমি বনে মহাশয়।
শুনিয়া স্বীকার করিলেন ধনঞ্জয়॥
এতেক বৃত্তান্ত পার্থে কহি মহামতি।
দারুক চলিল যথা মনের নির্বৃতি॥
কৃষ্ণের রমণীগণে লইয়া সংহতি।
গেলেন হস্তিনাপথে পার্থ মহামতি॥
দ্বারকা গ্রাসিল আসি সমুদ্রের জল।
প্রভুর মন্দিরমাত্র জাগয়ে কেবল॥
এক শত পঞ্চ বর্ষ শ্রীমধুসূদন।
মর্ত্ত্যপুরে নিবসেন দ্বারকা ভুবন॥
স্ত্রীগণ লইয়া পার্থ করেন গমন।
হাতে ধরি গাণ্ডীব অক্ষয় শরাসন॥
হেনকালে দৈত্যগণ আছিল কোথায়।
কৃষ্ণের রমণীগণে দেখিবারে পায়॥
একত্র হইয়া যুক্তি করে সর্ব্ব জন।
কৃষ্ণের রমণীগণে হরিব এখন॥
অর্জ্জুন লইয়া যায় যতেক সুন্দরী।
কাড়িয়া লইব হেন হৃদয়ে বিচারি॥
পার্থে আগুলিল আর সকল রমণী।
হাতে ধরি স্ত্রীগণেরে করে টানাটানি॥
দেখিয়া কুপিত অতি বীর ধনঞ্জয়।
গাণ্ডীব ধরেন বীর ক্রোধে অতিশয়॥
অগ্নিদত্ত গাণ্ডীব অক্ষয় শরাসন।
যাহাতে করেন পার্থ ত্রৈলোক্যশাসন॥
দেবের বাঞ্ছিত ধনু অতিমনোহর।
খাণ্ডবদাহনেতে দিলেন বৈশ্বানর॥
ধরি ধনু হেলায় হেলায় দেন গুণ।
এবে গুণ দিতে শক্ত নহেন অর্জ্জুন॥
মহাভার হৈল ধনু তুলিতে না পারি।
কত কষ্টে গুণ দেন বহু শক্তি করি॥
টানিতে না পারি ধনু আকর্ণ পূরিয়া।
কিছু অল্প টানি বাণ দিলেন ছাড়িয়া॥

মহাকোপে এড়িলেন বজ্রসম বাণ।
দৈত্যঅঙ্গে ঠেকি পড়ে তৃণের সমান ॥
বাছিয়া২ বাণ বিন্ধে প্রাণপণে।
ছাট দিয়া অস্ত্র ব্যর্থ করে দৈত্যগণে ॥
এড়েন অক্ষয় অগ্নিবাণ ধনঞ্জয়।
যত অস্ত্র এড়িলেন সব ব্যর্থ হয় ॥
যত বিদ্যা পাইলেন দ্রোণ গুরুস্থানে।
যত বিদ্যা পাইলেন অমরভুবনে ॥
এ তিন ভুবনে যারে মাগে পরাজয়।
দৈত্যসহ রণে সর্ব্ব অস্ত্র ব্যর্থ হয় ॥
ব্রহ্মঅস্ত্র অর্জ্জুনের হইল পাসরণ।
বিস্ময় মানিয়া চিন্তিলেন মনে মন ॥
গাণ্ডীব ধনুক বীর ধরি দুই করে।
প্রহার করেন দৈত্যগণের উপরে ॥
ইতর মনুষ্য যেন করে ধরি বাড়ি।
দৈত্যগণে অর্জ্জুন করেন তাড়াতাড়ি ॥
দৈত্যগণ অর্জ্জুনেরে পরাজিয়া রণে।
স্ত্রীগণ লইয়া গেল স্বচ্ছন্দগমনে ॥
দৈত্যগণপরশে প্রভুর নারীগণ।
পাষাণ পুত্তলী হইল ত্যজিয়া জীবন ॥
পরাজয় পায়ে পার্থ পরম চিন্তিত।
কান্দিতে২ যান পরম দুঃখিত ॥
বদরিকাশ্রমে গিয়া ব্যাসের নিকটে।
দণ্ডবৎ প্রণাম করেন করপুটে ॥
অর্জ্জুনেরে মলিন দেখিয়া অতিশয়।
জিজ্ঞাসা করেন তাঁরে ব্যাস মহাশয় ॥
কিহেতু হইলা দুঃখী কুন্তীর নন্দন।
আজি কেন দেখি তব মলিন বদন ॥
দুষ্কর্ম্ম করিলা কিবা কহত আমারে।
পরাজয় হইলা কিবা সংগ্রামভিতরে ॥
দৈব দৈত্যে হিংসিলা কি সুজনে পীড়িলা।
দুর্জ্জনসেবনে কিম্বা হীনতা পাইলা ॥
এত বলি আশ্বাসিয়া মুনি মহাশয়।
করে ধরি বসায়েন বীর ধনঞ্জয় ॥
কান্দিয়া কহেন পার্থ মহাধনুর্দ্ধর।
কি কহিব মুনি সব তোমাতে গোচর ॥
এত দিনে পাণ্ডবের বিধি হৈল বাম।
গোলোকনিবাসী হইলেন কৃষ্ণ রাম ॥
যাঁর অনুগ্রহে আমি বিজয়ী সংসারে।
হেলায় গাণ্ডীব ধনু ধরি বাম করে ॥
যমসম বৈরী হইলে না করিনু ভয়।
পরাক্রমে করিলাম তিন লোকজয় ॥
মম পরাক্রম দেব সব জান তুমি।
এক রথে চড়িয়া জিনিনু মর্ত্ত্যভূমি ॥
সেই তূণ সেই ধনু সেই ধনঞ্জয়।
সকল নিষ্ফল হৈল শুন মহাশয় ॥
দৈত্যগণ আসি মোরে পরাজিল রণে।
কৃষ্ণের স্ত্রীগণ কাড়ি নিল মম স্থানে ॥
প্রভু বিনা এই গতি হইল এখন।
এ পাপ জীবনে মম কোন্ প্রয়োজন ॥
বিক্রম বিজয় মম সব দামোদর।
তাঁহার অভাবে ধরি পাপ কলেবর ॥
কহ মুনি কি উপায় করিব এখন।
কেমনে পাইব আমি শ্রীমধুসূদন ॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দেন সঘনে বহে শ্বাস।
অর্জ্জুনেরে আশ্বাসিয়া কহেন শ্রীব্যাস ॥
স্থির হও ধনঞ্জয় শোক পরিহর।
আমি যাহা কহি তাহা শুন বীরবর ॥
যা কহিলা ধনঞ্জয় সব আমি জানি।
বল বুদ্ধি পরাক্রম দেব চক্রপাণি ॥
অনাদি পুরুষ তিনি ব্রহ্ম সনাতন।
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি সেই নারায়ণ ॥
নির্লেপ নির্গুণ নিরঞ্জন নিরাকার।
অক্ষয় অব্যয় তিনি অনন্ত আকার ॥
জল স্থল শূন্য তিনি সকল সংসার।
সর্ব্বভূতে আত্মারূপে নিবাস তাঁহার ॥
আত্মপর নাহি তাঁর সব সমজ্ঞান।
কীট পক্ষি মনুষ্যাদি সকলি সমান ॥
তিনি ব্রহ্মা তিনি বিষ্ণু তিনি পঞ্চানন।
ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য তিনি পবন শমন ॥
চরাচর সর্ব্বভূতে বিশ্বে যেই জন।
পরমাত্মরূপে সেই ব্রহ্ম সনাতন ॥
কে জানিতে পারে সেই প্রভুর মহিমা।
চারি বেদে কিঞ্চিৎ না পায় যার সীমা ॥
শতকোটি কল্প যোগী নাহি পায় ধ্যানে
তবু নাহি পায় সেই প্রভু দরশনে ॥
কত পুণ্যফলে পাইলে সে হেন বান্ধব।
কৃষ্ণবিনা অন্য নাহি জান তুমি সব ॥
ভক্তির অধীন সেই প্রভু নারায়ণ।
ভক্তিযোগে পাই সেই প্রভুদরশন ॥
ত্যজিয়া মনের ধন্দ ভজ গিয়া তাঁহে।
ভক্তিবশে ভকতের দূর হরি নহে ॥
অচিরে অর্জ্জুন সেই কৃষ্ণকে পাইবা।
প্রিয়মনে স্মরণেতে সতত চিন্তিবা ॥

নিকটে থাকিতে তাঁরে যত ভক্তি ধরে।
দশ কোটি ভক্তি হয় থাকিলে অন্তরে॥
জানিয়া অর্জ্জুন তুমি স্থির কর মন।
চলহ আপনগৃহে জানিয়া কারণ॥
পুনশ্চ বলেন পার্থ শুন মহাশয়।
এক কথা কহি আর খণ্ডাহ বিস্ময়॥
দৈত্য হরি লইল প্রভুর নারীগণ।
ইহার কারণ মোরে কহ তপোধন॥
পূর্ব্ব পুণ্যে কৃষ্ণ পতি পাইল স্ত্রীগণ।
সদাকাল সেবিলেক প্রভুর চরণ॥
তাঁহা সভাকার কেন হৈল হেনগতি।
কহিবা ইহার হেতু মুনি মহামতি॥
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি কহে মহামুনি।
কার শক্তি হরিবেক হরির রমণী॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কহি শুন ধনঞ্জয়।
বিদ্যাধরীগণ ছিল ইন্দ্রের আলয়॥
প্রভুর প্রকাশ যবে হইল অবনি।
তাহা সভাকারে আজ্ঞা কৈল পদ্মযোনি॥
পৃথিবীতে জন্ম তোরা লহ গিয়া সবে।
ভাগ্যপুণ্যবশে সবে কৃষ্ণপতি পাবে॥
লক্ষ্মী অংশ পায়ে হবা লক্ষ্মীর সোসর।
ভক্তিতে করিবা বশ জগত ঈশ্বর॥
বিধির আদেশ সব কন্যাগণ লৈয়া।
পৃথ্বীতে চলিল সব হৃষ্টমতি হৈয়া॥
স্নান করিবারে গেল পুণ্য নদীতীরে।
অষ্টাবক্র নামে মুনি তথা তপ করে॥
ভক্তি করি কন্যাগণ প্রণতি করিল।
তুষ্ট হৈয়া মুনিবর আশীর্ব্বাদ দিল॥
পৃথিবীতে গিয়া সবে পাবা কৃষ্ণপতি।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক সর্ব্বগুণবতি॥
আশীর্ব্বাদ পালয়ে চলে যতেক রমণী।
হেনকালে জলহৈতে উঠে মহামুনি॥
অষ্ট ঠাঁই কুজবক্র খর্ব্ব কলেবর।
পদযুগ বঙ্কিম বঙ্কিম দুই কর॥
শ্রবণ নাসিকা কর্ণ সব বিপরীত।
দেখিয়া অপূর্ব্ব সবে হইল বিস্মিত॥
মুনিরূপ দেখি সবে উপহাস কৈল।
তাহা দেখি মুনিবর কুপিয়া কহিল॥
আমা দেখি উপহাস করে নারীগণ।
সেকারণে দিব শাপ শুন সর্ব্ব জন॥
পৃথিবীতে গিয়া সবে কৃষ্ণপতি পাবে।
এই অপরাধে সবে দৈত্যহরি লবে॥

মুনির বচনে সবে কম্পিতশরীর।
নিবেদন করে তবে চরণে মুনির॥
অবলা স্ত্রী জাতি মোরা সহজে চঞ্চলা।
ক্ষম অপরাধ মুনি দেখিয়া অবলা॥
প্রসন্ন হইয়া কর শাপ বিমোচন।
ধর্ম্মে মতি রহুক আজ্ঞাকর তপোধন॥
তুষ্ট হৈয়া পুনরপি মুনিবর কহে।
কহিলাম যে কথা সে কভু ব্যর্থ নহে॥
অবশ্য হরিবে দৈত্য না হয় এড়ান।
দৈত্যের পরশে সবে হইবা পাষাণ॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই জানাই তোমায়।
কন্যাগণে দৈত্য হরে এইঅভিপ্রায়॥
পাষাণ হইল তারা দৈত্যের পরশে।
প্রভুর রমণীগণ গেল তাঁর পাশে॥
না ভাবিহ চিত্তে দুঃখ চল নিজ ঘরে।
ভোগঅভিলাষ ত্যজি ভজহ কৃষ্ণেরে॥
এত বলি অর্জ্জুনেরে দিলেন বিদায়।
প্রণমিয়া ধনঞ্জয় যান হস্তিনায়॥
মহাভারতের কথা অমৃতসমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অথ অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের কাছে যদু
কুলনাশের কথা কহেন।

শ্রীজনমেজয় কহে শুন তপোধন।
অতঃপর কি হইল কহ বিবরণ॥
পাণ্ডুপুত্র পঞ্চ ভাই কৃষ্ণের বিয়োগে।
কি মতে ধরিল প্রাণ এত বড় শোকে॥
বিশেষিয়া কহ মুনি মহাশয় মোরে।
এ পাপ খণ্ডাহ মম মনের ভিতরে॥
তব মুখে শ্রুতবাক্য সুধাহৈতে সুধা।
শ্রবণেতে আমার খণ্ডিল সব ক্ষুধা॥
পিতামহউপাখ্যান অপূর্ব্ব আখ্যান।
তব মুখে শুনিলে জন্মিবে দিব্যজ্ঞান॥
বিখ্যাত বৈশম্পায়ন মহাতপোধন।
ব্যাসউপদেশে শাস্ত্রে অতিবিচক্ষণ॥
নৃপতির বাক্য শুনি আনন্দিত মনে।
কহিতে লাগিল মুনি জনমেজয়স্থানে॥
মুনি বলে শুন কুরুবংশচূড়ামণি।
অনন্তরে শুন পিতামহের কাহিনি॥
বসিলেন ধর্ম্মরাজ রত্নসিংহাসনে।
শিরেতে ধরিল ছত্র পবননন্দনে॥

চামর ঢুলায় দুই মদ্রবতীসুত।
পাত্র মিত্র অমাত্যসংযুক্ত গুণযুত॥
সভায় বসিয়া রাজা ধর্ম্মঅবতার।
হরিষেতে বসি সভে করেন বিচার॥
হেনকালে অমঙ্গল দেখি বিপরীত।
দিবসেতে শিবাগণ ডাকে চারি ভিত॥
অন্তরীক্ষে গৃধ্র পক্ষী উড়ে ঝাঁকে২।
বিপরীত শব্দ করি ঘন ডাকে কাকে॥
বিনা মেঘে ঘোর ডাক ভীষণ গর্জ্জন।
বিপরীতবাত বহে ভস্মবরিষণ॥
প্রবল প্রলয়ে যেন অগ্নিবরিষণ।
ঘোরতরশব্দে ডাকে পশুপক্ষিগণ॥
ঘরে২ নগরে লোকের কলরব।
অন্য২ কন্দল করয়ে লোকসব॥
পিতাপুত্র বিরোধ শাশুড়ী বধূসনে।
ব্রাহ্মণ সহিত দ্বন্দ্ব করে শূদ্রগণে॥
জনকের কেশে ধরি মারয়ে তনয়।
ভাল মন্দ নাহি মুখে যাহা আইসে কয়॥
দেউল প্রাচীর ভাঙ্গে দেবের দেহর।
প্রতিমা সকল নাচে গায় মনোহর॥
অবিশ্রান্ত ক্ষণে২ নাচে বসুমতী।
ত্রিবিধ উৎপাত বহু হইল অনীতি॥
দেখিয়া বিস্ময়চিত্ত ধর্ম্মের নন্দন।
চিন্তাযুক্ত হয়ে মনে করেন ভাবন॥
না জানি কিহেতু হয় এত অমঙ্গল।
মন স্থির নহে মম হৃদয় বিকল॥
দ্বারকা নগরে গেল পার্থ মহারথা।
তার ভদ্রাভদ্র কিছু না পাই বারতা॥
না জানি কি বিরোধ করিল কার সনে।
নাহি জানি কি কর্ম্ম করিল সেইখানে॥
কিবা পার্থ সমরে পাইল পরাজয়।
এত অমঙ্গল দেখি অকারণ নয়॥
কিরূপে ত্বরিত পাই পার্থের বারতা।
শীঘ্রগতি দূত পাঠাইয়া দেহ তথা॥
কি কারণে আজি মম আকুল পরাণ।
বাম আঁখি নাচে এই বড় অকল্যাণ॥
এইরূপে যুধিষ্ঠির করেন ভাবন।
বিষাদ করেন রাজা চিন্তাকুলমন॥
পার্থ আইলেন তবে দ্বারকাহইতে।
হস্তিনায় চলিলেন কান্দিতে২॥
হায় কৃষ্ণ বলিয়া কান্দেন ঘনেঘন।
কিমতে যাইব আমি হস্তিনা ভুবন॥
কি বলিব গিয়া আমি ধর্ম্ম নৃপবরে।
হায় প্রভু তোমা বিনা কি হবে আমারে॥
নয়নযুগলবারি বহে অনিবার।
শুষ্কমুখে কৃষ্ণ বলি ডাকে হাহাকার॥
গাণ্ডীব ধরিতে নাহি হইলেন ক্ষম।
কৃষ্ণের সহিত গেল বীরত্ব বিক্রম॥
রথেতে গাণ্ডীব রাখি বীর ধনঞ্জয়।
পদব্রজে চলিলেন অতি দীনপ্রায়॥
দূরে দেখি ধর্ম্ম জিজ্ঞাসেন বৃকোদরে।
এই দেখ অর্জ্জুন আসিছে কত দূরে॥
অর্জ্জুনের রথ হেন পাই দরশন।
অর্জ্জুন আইসে মম হেন লয় মন॥
কিহেতু এতেক ধীরে চলে রথবর।
বিষাদগমন হেন বুঝি যে অন্তর॥
অর্জ্জুনেরে দেখি আজি বড়ই মলিন।
কৃষ্ণবর্ণ শুষ্কমুখ যেন অতিদীন॥
দারুক আইল পূর্ব্বে কৃষ্ণের আদেশে।
অর্জ্জুনে লইয়া গেল গোবিন্দের পাশে॥
কতবার যায় পার্থ দ্বারকা ভুবন।
আনন্দসাগরে আইসে নিজনিকেতন॥
আজি কেন অমঙ্গল দেখি অপ্রমিত।
কলহ করিল কিম্বা কাহার সহিত॥
কিবা কোন অপরাধ কৈল প্রভুস্থানে।
সেই দোষে কৃষ্ণ কি করিলেন ভর্ৎসনে॥
বলভদ্রসহ কিবা করিল বিবাদ।
না জানি ঘটিল আজি কেমন প্রমাদ॥
যদি পার্থ হয়ে থাকে কৃষ্ণের বর্জ্জিত।
সকলে নিরাশ হৈল পাণ্ডব নিশ্চিত॥
কৃষ্ণবিনা পাণ্ডবের কে আছয়ে আর।
সকল সম্পদ মম চরণ তাঁহার॥
তাঁহার বর্জ্জিত হৈলে কে ধরিবে দেহ।
কি করিব রাজ্য ধন কি করিব গেহ॥
এইমত যুধিষ্ঠির করেন চিন্তন।
নিকটে আইল পার্থ ইন্দ্রের নন্দন॥
চিত্রের পুত্তলিপ্রায় মুখে নাহি বোল।
ধরণিতে পড়িয়া হইলেন বিহ্বল॥
হা কৃষ্ণ বলিয়া বীর লোটান ধরণি।
অর্জ্জুনের নেত্রজলে ভিজিল অবনি॥
রাজা জিজ্ঞাসেন কহ কুশল সম্বাদ।
পাণ্ডবের তরে কি বা হইল প্রমাদ॥
কি দোষ করিলা তুমি কৃষ্ণের চরণে।
গোবিন্দবর্জ্জিত কি হইলা এত দিনে॥

স্বরূপেতে বলহ কুশল সমাচার।
কি কারণে এত দুঃখ হইল তোমার॥
উঠ২ ধনঞ্জয় কহ বিবরণ।
কি প্রকার আছেন সে শ্রীমধুসূদন॥
কি কারণে ত্বরিত দারুক আসিছিল।
ভালমন্দ সমাচার কিছু না কহিল॥
তোমাকে লইয়া গেল দ্বারকা নগরী।
কহ তুমি কিরূপে ভেটিলা দেব হরি॥
জগতের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব নারায়ণ।
এক লোমকূপে তাঁর বৈশে কত জন॥
কত শিব ইন্দ্র যার এক লোমকূপে।
তাঁহার সম্ভাষা তুমি করিলা কিরূপে॥
মাতুলনন্দন হেন বিচারিলা মনে।
সেই দোষে কৃষ্ণ না চাহিলেন নয়নে॥
কি বা বলভদ্রসহ কৈলা অবিনয়।
কি দোষ করিলা তুমি ভাই ধনঞ্জয়॥
চারি ভিতে চারি ভাই মলিন বদন।
ধূলায় লোটান বীর ইন্দ্রের নন্দন॥
অর্জ্জুন কহেন রাজা কি কহিব আর।
এত দিনে কৃষ্ণহীন হইল সংসার॥
পাণ্ডবের বন্ধুরূপী সেই নারায়ণ।
তাহাতে বর্জ্জিত হইলা শুনহ রাজন॥
ব্রহ্মশাপে যদুবংশ সব হৈল ক্ষয়।
যুদ্ধ দ্বন্দ্ব করি সভে করিল প্রলয়॥
কামদেব আদি যত কৃষ্ণের নন্দন।
কৃতবর্ম্মা সাত্যকি যতেক যদুগণ॥
পরস্পর যুদ্ধ করি হইল সংহার।
এক জন যদুকুলে হেন নাহি আর॥
যোগে তনু ত্যজিলেন রেবতীরমণ।
নিম্ব বৃক্ষে আরূঢ় ছিলেন নারায়ণ॥
ব্যাধ এক আসি বাণে বিন্ধিল চরণ।
তাহে ত্যজিলেন দেহ শ্রীমধুসূদন॥
পাণ্ডবকুলের নাথ শ্রীমধুসূদন।
তাঁহার বিয়োগে হৈল সকল মরণ॥
কি করিব রাজ্য ধন কি কায জীবনে।
সকলে নিরাশ হৈল গোবিন্দবিহনে॥
গাণ্ডীব ধরিতে মম শক্তি নাহি আর।
দশদিগ শূন্য দেখি সকলি আন্ধার॥
মুষল পর্ব্বের কথা অপূর্ব্ব ঘটন।
পয়ার প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচন॥

অথ যুধিষ্ঠিরের বিলাপ।

ত্রিপদী।

অর্জ্জুনের বাক্য শুনি যুধিষ্ঠির নৃপমণি
পড়িলেন ধরণিউপর।
ভীমসেন মাদ্রীসুত ভদ্রা কৃষ্ণা পরীক্ষিত
লোটাইয়া ধূলায় ধূসর॥
চিত্রের পুত্তলিপ্রায় ভূমে গড়াগড়ি যায়
প্রাণ ধন গোবিন্দবিহনে।
হাহাকার শব্দ করি কান্দি ধর্ম্মঅধিকারী
পড়িলেন ভূমে অচেতনে॥
হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু পাণ্ডবগণের বন্ধু
পার্থরূপ পক্ষির জীবন। [রে
বিবিধ সঙ্কটে ঘোরে রক্ষা কৈলা বারেবা
কুরুক্ষেত্র আদি মহারণ॥
খাণ্ডবদহনকালে ইন্দ্রআদি দিকপালে
তোমার কৃপায় হৈল জয়।
নিবাতকবচআদি যত দেবগণবাদি
একলা বধিল ধনঞ্জয়॥
উত্তর গোগ্রহরণে ভীষ্ম আদি বীরগণে
একেশ্বর জিনিল ফাল্গুণি।
দুর্য্যোধনভয়হৈতে রক্ষা কৈলা কুরুক্ষেত্রে
সারথিত্ব করিলা আপনি॥ [সেনী
পূর্ব্বেতে পাশায় জিনি সভামধ্যে যাজ্ঞ
ধরিয়া আনিল দুর্য্যোধন।
বিবস্ত্র করিতে তারে দুষ্ট দুঃশাসন ধরে
বস্ত্র ধরি টানে ঘনেঘন॥
পঞ্চ স্বামী বিদ্যমান কিছু না দেখয়ে ত্রাণ
ডাকিল তোমার নাম ধরি।
অনাথের নাথ তুমি তখনি জানিলাম আমি
রক্ষা কৈলা দ্রুপদকুমারী॥
দ্বিতীয় প্রহর নিশি আইল দুর্ব্বাসা ঋষি
ঘোরতর অরণ্যভিতর।
সে সমুদ্রে পাণ্ডুসুতে ফেলাইল কুরুনাথে
তাহাতে রাখিলা দামোদর॥
বিরাট নগরহৈতে দুর্য্যোধন কুরুসুতে
হস্তিনা আইলা দূতপনে।
তোমার মুখের বাণী না শুনিল কুরুমণি
ঘোরতর করিল দারুণে॥
কৃপাসিন্ধু অবতার সঙ্কটে করিলা পার
বন্ধুরূপে পাণ্ডুর নন্দনে।

পুন আমি শোকান্তরে অরণ্য যাবার তরে
সত্য চিন্তিলাম নিজমনে ॥ [তাহাতে
প্রবোধিয়া বিধিমতে আমারে রাখিলা
বুঝাইয়া অশেষ প্রকার।
হায় দুঃখ বিমোচন পাণ্ডবের প্রাণধন
তোমা বিনা কে আছে আমার ॥
যুধিষ্ঠির নৃপবর ধনঞ্জয় বৃকোদর
সহ দুই মাদ্রীর নন্দন।
শোকসিন্ধুমধ্যে পড়ি ধরণিতে গড়াগড়ি
কৃষ্ণ২ ডাকে ঘনেঘন ॥
ভারত অমৃত কথা ব্যাসের রচিত গাথা
সর্ব্ব দুঃখ শ্রবণে বিনাশ।
কমলাকান্তের সুত হেতু সুজনের প্রীত
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

## অথ দ্রৌপদীসহিত পঞ্চ পাণ্ডবের মহাপ্রস্থান।

### পয়ার।

রাজা কন ভাই সব কি ভাবহ আর।
ব্রাহ্মণে আনিয়া দেহ সকল ভাণ্ডার ॥
কৃষ্ণবিনা গৃহবাসে নাহি প্রয়োজন।
কৃষ্ণের উদ্দেশে যাব নিশ্চয় বচন ॥
সকল সম্পদ মম সেই জগৎপতি।
তাহা বিনা তিলেক উচিত নহে স্থিতি ॥
যথায় পাইব দেখা শ্রীনন্দনন্দনে।
কৃষ্ণ অনুসারে আমি যাইব আপনে ॥
বুঝিয়া রাজার মন ভাই চারি জন।
করপুট হইয়া করেন নিবেদন ॥
পাণ্ডবের পতি তুমি পাণ্ডবের গতি।
তুমি যেই পথে যাবা সভে সেই গতি ॥
তোমা বিনা কে আর করিবে কোন কায।
কৃপায় সংহতি করি লহ ধর্ম্মরাজ ॥
আজন্ম তোমার পায়ে নহি বিচলিত।
আমা সভা ত্যজিবারে নহেত উচিত ॥
এত শুনি আশ্বাসেন ধর্ম্ম নরপতি।
প্রণমিয়া করপুটে কহেন পার্ষতী ॥
আমি ধর্ম্মপত্নী তব ভাই পঞ্চ জনে।
আমারে ছাড়িয়া সভে যাইবা কেমনে ॥
তোমা সভা সঙ্গে আমি যাইব নিশ্চয়।
অনুগত জনেরে না ত্যজ কৃপাময় ॥
তোমার যে গতি রাজা আমার সে গতি।
অনুগতজনে রাজা করহ সংহতি ॥
শুনি আশ্বাসেন তবে ধর্ম্মের নন্দন।
দ্রুপদনন্দিনী হৈল হরষিত মন ॥
নানা রত্ন সভারে বিলান অপ্রমিত।
মথুরানগরে দূত পাঠান ত্বরিত ॥
উষা অনিরুদ্ধসুত বজ্রনাম ধর।
যদুবংশশেষমাত্র তিনি একেশ্বর ॥
সত্বরে আইলেন তিনি হস্তিনা নগরে।
ধর্ম্মের সম্বাদ জানি ছিল বজ্র বীরে ॥
যুধিষ্ঠিরআশয় বুঝিয়া বজ্র বীর।
সত্বরে আইল যথা রাজা যুধিষ্ঠির ॥
বজ্র বীরে পায়ে পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।
আলিঙ্গন করি হৈল আনন্দ অপার ॥
ইন্দ্রপ্রস্থপাটে তারে অভিষেক করি।
ছত্র দণ্ড অর্পিলেন ধর্ম্মঅধিকারী ॥
তাহারে কহেন তবে ধর্ম্ম নৃপবর।
কৃষ্ণের প্রপৌত্র তুমি বৃষ্ণিবংশধর ॥
এই ইন্দ্রপ্রস্থে তুমি কর অধিকার।
হস্তিনাতে পরীক্ষিত পাবে রাজ্যভার ॥
তোমার প্রপিতামহ শ্রীমধুসূদন।
করিলেন বন্ধুরূপে আমার পালন ॥
এত কহি যুধিষ্ঠির সত্বর হইয়া।
বজ্রহস্তে ইন্দ্রপ্রস্থ দেন সমর্পিয়া ॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা হস্তিনাভুবনে।
পরীক্ষিতে বসায়েন রাজসিংহাসনে ॥
পঞ্চ তীর্থজল আনি করে অভিষেক।
সমর্পিল পাত্র মিত্র অমাত্য যতেক ॥
চতুর্দ্দিগে ঘন হয় হরি২ ধ্বনি।
হস্তিনায় পরীক্ষিত হৈল নৃপমণি ॥
শুভক্ষণ করিয়া পাণ্ডব পঞ্চ বীর।
পঞ্চালনন্দিনীসঙ্গে হৈলেন বাহির ॥
শ্রীহরি শ্রীহরি বলি ডাকি উচ্চস্বরে।
বিদায় দিলেন যত বন্ধু বান্ধবেরে ॥
কৃপাচার্য্য গুরুপদে প্রণাম করিয়া।
ধৌম্য পুরোহিতস্থানে বিদায় হইয়া ॥
চলিল পাণ্ডব সহ দ্রুপদনন্দিনী।
হৃদয়ে ভাবিয়া সেই দেব চক্রপাণি ॥
চতুর্দ্দিগে লোক সব করে হাহাকার।
নাগরিক পুরবাসি যত পরিবার ॥
হাহাকার করিয়া ডাকয়ে ঘনেঘন।
কোথা যাও পঞ্চ ভাই পাণ্ডুর নন্দন ॥

ওহে মহারাজ তুমি যাহ কোথাকারে।
কোথা যাহ ভীমসেন পার্থ মহাবীরে॥
কোথা যাহ মাদ্রীসুত দ্রুপদদুহিতা।
কোন দোষে মোরা সব হইনু বঞ্চিতা॥
জনকজননীরূপে করিলা পালন।
তোমা সভা বিহনে মরিব সর্ব্বজন॥
রাজ্যের যতেক লোক লৈয়া পরিবার।
চতুর্দ্দিগে ধায় সব পায়ে সমাচার॥
পাণ্ডুপুত্র ছাড়ি যায় দ্রৌপদীসহিতে।
শুনিয়া সকল লোক বিষাদিত চিতে॥
ঘরহৈতে বাহির হইল কুলনারী।
ঊর্দ্ধশ্বাসে ডাক ছাড়ে হাহাকার করি॥
রতন ধন ত্যজে কেহ আসন শয়নে।
স্বামির সেবন কেহ শিশু ত্যজে আনে॥
কেহ গৃহমধ্যেতে আছিল নানা কাযে।
আলাপনে ছিল কেহ বন্ধু জনা মাঝে॥
আচম্বিতে সমাচার শুনিল দুরন্ত।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে শোকে নাহি অন্ত॥
ঘোর সিন্ধুমধ্যে যেন ডুবিল তরণি।
ঘোর বনমধ্যে যেন বেড়িল আগুনি॥
পলাইয়া যাইতে যেন চোর ধর্ম্ম হাতে।
পিছলে আছাড় যেন পাষাণের পথে॥
সেইমত নিরাশ হইল প্রজাগণ।
ঊর্দ্ধশ্বাস চারি ভিতে ধায় সর্ব্বজন॥
আপনা পাসরি লোক উভরড়ে ধায়।
ধাওয়া ধাই উভরড় পথ নাহি পায়॥
শ্বশুরে এড়িয়া পাছে বধূ ধায় আগে।
লাজ ভয় ত্যজিয়া ধাইল বায়ুবেগে॥
রমণী পুরুষ সব ধায় রড়ারড়ি।
চতুর্দ্দিগে কান্দে লোক পাণ্ডবেরে বেড়ি॥
মহাভারতের কথা অপূর্ব্ব আখ্যান।
পয়ার প্রবন্ধে কাশীদাসের নিশান॥

অথ প্রজালোকের খেদোক্তি।

ত্রিপদী।

হায় ধর্ম্ম বৃকোদর ধনঞ্জয় বীরবর
সহদেব নকুল কুমার।
দ্রৌপদী পঞ্চালসুতা সতী সাধ্বী পতিব্রতা
চরিত লক্ষ্মণ অবতার॥
দ্রুপদ তোমার তাত পঞ্চাল নগরনাথ
তোমা কন্যাহৈতে হইল সুখী।
তব স্বয়ম্বরকালে পৃথিবীর মহীপালে
দ্রুপদ দেখিল শশিমুখি॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সহোদর অতুলবিক্রমধর
যজ্ঞেতে জন্মিল দুই জন। [রাজা
সভে বলে মহাতেজা আইল এক লক্ষ
দ্রুপদ ভাবেন মনেমন॥ [ক্ষিতি
এ কন্যার যোগ্য পতি অন্য নাহি দেখি
পাণ্ডুর তনয় বিনা আর।
অপূর্ব্ব ভাগ্যের বশে উপনীত সেই দেশে
কুন্তীসহ পাণ্ডুর কুমার॥
সভামধ্যে লক্ষ হানি লইল তোমারে জিনি
দ্বিজরূপে ইন্দ্রের নন্দন।
অনাথ দেখিয়া তারে দুষ্ট যত নৃপবরে
বেড়িল যতেক বিপ্রগণ॥
এক লক্ষ নরপতি সভে হৈল এক মতি
প্রহারয়ে নানা অস্ত্রগণ।
ভীম পার্থ দুই বীরে জিনিলেক সভাকারে
তোমা লয়ে করিল গমন॥ [ফলে
তুমি আইলে পাণ্ডুকুলে আমার আশ্রয়
পাণ্ডবের সম্পদ অপার।
জিনিল সকল পৃথ্বী রাখিল অনেক কীর্ত্তি
সখা বল করিয়া তোমার॥
দুর্য্যোধন নরপতি পাশায় জিনিল তথি
সভামধ্যে আনিল তোমায়।
তাহে লজ্জানিবারণ করিলেন নারায়ণ
সর্ব্বজন দেখিল সভায়॥
সেই অপরাধে যত গান্ধারীতনয় শত
একে২ হইল সংহার।
তুমি সর্ব্ব গুণবতী সাধ্বী পতিব্রতা সতী
জননী সমান মোসভার॥
প্রত্যক্ষ সকল জানে তোমার এ সুলক্ষণে
দয়াময়ী জননী রূপিণী।
তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী স্বাহা স্বধা শচী রতি
সাবিত্রী পার্ব্বতী কাত্যায়নী॥
তুমিত জগতমাতা সবে জানে তব কথা
বিষ্ণুর প্রেয়সী সহচরী।
স্বামিগণ সঙ্গে করি ত্যজিয়া হস্তিনা পুরী
কোন স্থানে চল্যাছ সুন্দরি॥
প্রায় হেন লয় মন পুনরপি দুর্য্যোধন
কপটে আনিল পাশাসারি।

জিনিলেক রাজ্য ধন তোমা সব যাহ বন
আমা সভাকারে পরিহরি ॥
না ত্যজ২ মাই তোমা বিনা গতি নাই
আমরা চলিব সর্ব্বজন।
ওহে ধর্ম্ম মহারাজা ভীম পার্থ মহাতেজা
অহে দুই মাদ্রীর নন্দন ॥
তোমা বিনা গৃহবাস আর যত অভিলাষ
ছাড়ি পাপ জীবনের সাদ।
মহারাজ তোমাহৈতে সদা সুখ পৃথিবীতে
আজি কেন এতেক প্রমাদ ॥
বাহড়২ রায় তোমার এ না যুয়ায়
নির্দ্দয় হইতে কদাচিত্।
তুমি ধর্ম্মঅধিকারী কৃপাময় অবতরি
তুমি সর্ব্ব জগতে বিদিত ॥
তোমার এমন কায যুক্ত নহে মহারাজ
শোকবশে ত্যজহ সংসার।
পূর্ব্বে মহাশোক করি তপস্বির বেশ ধরি
বনে যাইতে করিলা বিচার ॥
মহাদেব চক্রপাণি ভীষ্ম দেব ব্যাস মুনি
প্রবোধ দিলেন যে প্রকার।
এবে শোকনিবারণ করাইবে কোন জন
কেহ আর নাহিক তোমার ॥
ওহে ভীম ধনঞ্জয় মাদ্রীর তনয়দ্বয়
প্রবোধ করহ নৃপবরে ॥
সভে হৈলা শোকান্তর শুন বীর বৃকোদর
শোক ত্যজ বুঝাহ অন্তরে ॥
এই মত প্রজাগণে পাত্র মিত্র পুর জনে
সর্ব্ব লোক কান্দিয়া কাতর।
দেখিয়া এমন কায সদয় পাণ্ডবরাজ
প্রবোধেন বাক্যে বহুতর ॥
ক্ষমা দেহ সর্ব্ব লোক আর না করহ শোক
মায়াময় এইত সংসার।
বুঝিয়া কার্য্যের গতি সভে স্থির কর মতি
অসার সংসার কৃষ্ণ সার ॥
পাণ্ডবের ইষ্ট বন্ধু সেই কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু
ত্যজিলেন দ্বারকানিবাস।
সে হেন বান্ধববিনু নিষ্ফল হইল তনু
বিফল সকল অভিলাষ ॥
মহাভারতের কথা ব্যসের চরিত গাঁথা
শ্রবণে কলুষবিনাশন।
শিরেতে বন্দিয়া নিজ দ্বিজগণ পদরজ
কাশীরাম দাস বিরচন ॥

## অথ প্রজালোকের প্রতি যুধিষ্ঠিরের প্রবোধবাক্য।

ধর্ম্ম বলিলেন শুন আমার বচন।
শোক না করহ সভে যাহ নিকেতন ॥
এই পরীক্ষিত হৈল রাজ্যেতে রাজন।
আমা সম তোমা সভায় করিবে পালন ॥
মম বাক্য অন্যথা না কর সর্ব্ব জন।
নিজ নিজালয় সভে করহ গমন ॥
সংসার অসার সার নন্দের নন্দন।
মনেতে চিন্তহ সেই কৃষ্ণের চরণ ॥
কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ চিন্ত কৃষ্ণ কর সার।
ভেবে দেখ কৃষ্ণ বিনা গতি নাহি আর ॥
কি বলিব কৃষ্ণগুণ কি দিব মহিমা।
চতুর্ব্বেদে ব্যাস মুনি দিতে নারে সীমা ॥
হা কৃষ্ণ যো কৃষ্ণ নাম বলে যেই জন।
অক্লেশে বৈকুণ্ঠে যায় ব্যাসের বচন ॥
পরকালে বন্ধু তেঁহ নন্দের নন্দন।
তেঁহ বিনা বন্ধু আর নাহি কোন জন ॥
সদা কৃষ্ণপদে মতি রাখে যেই জন।
অনায়াসে তরি যায় এ ভববন্ধন ॥
এইরূপে প্রবোধ করিয়া বহুতর।
এত বলি চলিলেন পঞ্চ সহোদর ॥
জাহ্নবীর জলে স্নান করিয়া তর্পণ।
বহুমতে খেদ করিলেন পঞ্চ জন ॥
হেন মতে পঞ্চ ভাই যান পূর্ব্বমুখে।
হেনকালে বৈশ্বানরে দেখেন সম্মুখে ॥
প্রচণ্ডশরীর দীপ্ত নয়ন যুগল।
কনক মুকুট শোভে মকর কুণ্ডল ॥
অর্জ্জুনে চাহিয়া যে বলেন বৈশ্বানর।
আমার বচন শুন পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
আমি হুতাশন শুন ইন্দ্রের নন্দন।
মম হেতু করিয়াছ খাণ্ডবদাহন ॥
তোমা পঞ্চ সহোদর দেবঅবতার।
বিষ্ণুসহ পৃথিবীতে করিলা বিহার ॥
করিলা অনেক কর্ম্ম বিনাশিলা ভার।
পরম সন্তোষ হইল পৃথিবী অপার ॥
অতঃপর কিছু আর নাহি প্রয়োজন।
স্বর্গবাসে চলিলা তোমরা পঞ্চ জন ॥
অক্ষয় যুগল তূণ গাণ্ডীব ধনুক।
দেহত আমার তরে এ নহে কৌতুক ॥

এত শুনি পঞ্চ ভাই পাঞ্চালীসহিত।
প্রণিপাত করিলেন হয়ে হরষিত॥
গাণ্ডীব ধনুক আর তূণপূর্ণশর।
অগ্নিবিদ্যমানে দেন পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
ধনুক লইয়া অগ্নি হৈল অন্তর্ধান।
করপুটে পঞ্চ জন করেন প্রণাম॥
তবে পূর্ব্বমুখ হয়ে যান ছয় জন।
বনে২ চলিলেন ভাই পঞ্চ জন॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনে পুণ্যবান।
ব্যাসের রচিত দিব্য ভারত পুরাণ॥
এক মনে যেবা ইহা করয়ে শ্রবণ।
সর্ব্ব দুঃখ হরে তার পাপ বিমোচন॥
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।
এত দূরে মুষলপর্ব্ব হইল সমাধান॥

ইতি মুষলপর্ব্ব সমাপ্তং।

# মহাভারত।

---

## অথ স্বর্গারোহণ পর্ব্ব।

### পাণ্ডবেরদের মেঘনাদ পর্ব্বতারোহণ।

বলেন জনমেজয় পিতামহগণ।
কোন পথে স্বর্গেতে করেন আরোহণ॥
কোন২ পর্ব্বতে পড়িল কোন বীর।
স্বশরীরে কেমনে গেলেন যুধিষ্ঠির॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন জনমেজয়।
ধৌম্যেরে বিদায় দিয়া পাণ্ডুর তনয়॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধে ক্ষান্ত করি মন।
হইলেন কেবল গোবিন্দপরায়ণ॥
পুণ্য ভাগীরথীজলে করি স্নানদান।
সূর্য্যে অর্ঘ্য দিলেন হইয়া সাবধান॥
গঙ্গামৃত্তিকায় অঙ্গ করিয়া ভূষিত।
শুক্লবস্ত্র পরিধান উত্তরী সহিত॥
হরি স্মরি করিলেন গঙ্গাজল পান।
শুচি হৈয়া স্বর্গপথে করেন প্রয়াণ॥
বহুবন পার হৈয়া অনেক পর্ব্বত।
দিবানিশি যান হরি চিন্তি অবিরত॥
কত শত মুনি ঋষি দেখি নানা স্থানে।
মেঘনাদ পর্ব্বত গেলেন কত দিনে॥
পরম সুন্দর গিরি সুরপুরী সম।
অনেক তপস্বি ঋষি মুনির আশ্রম॥
পর্ব্বতে উঠিয়া রাজা দেখি জম্বুদ্বীপ।
ভয়ঙ্কর নদনদী দেখেন সমীপ॥
অনেক তপস্বী ঋষি আছে গিরিবরে।
পর্ব্বতগহ্বরে কেহ বৃক্ষের কোটরে॥
কেহ তরঙ্গিণীতীরে কেহ গঙ্গানীরে।
নিরাহার ফলাহার পবনআহারে॥
তাম্রজটা গলে পাটা তেজে গ্রহরাজ।
তপ জপ সাধে নিত্য আপনার কায॥
মেঘবর্ণ মেঘনাদ গিরি মনোহর।
দ্বিতীয় সুমেরুসম সুন্দর শিখর॥
অতিশয় উজ্জ্বল পর্ব্বত সুশোভন।
দানবঈশ্বর নাম বৈসে পঞ্চানন॥
দানব নৃপতি দেশে দানব রক্ষক।
পঞ্চজনে দেখে যেন জ্বলন্তপাবক॥
মনুষ্য আইল দেশে এ সব দেখিয়া।
রাজার সাক্ষাতে সভে জানাইল গিয়া॥
পঞ্চজন নর আইসে সঙ্গে এক নারী।
তব যোগ্যা হয় রাজা পরমসুন্দরী॥
আইসে লইতে রাজ্য হেন লয় চিত।
শুনি মেঘনাদ দৈত্য সাজিল ত্বরিত॥
সৈন্যের সহিত সাজি আইল বাহির।
তিন লক্ষ কিরাত ধনুকে যুড়ি তীর॥
দানবের রূপ যেন কন্দর্পআকার।
নীলবর্ণে সাজিয়া করিল অন্ধকার॥
কেহ গদা ধরে কেহ মুষল মুদ্গর।
বাম হাতে ধনুক দক্ষিণ হাতে শর॥
যেই পথে পঞ্চ ভাই আইসে পাণ্ডব।
সেই পথ আগলিয়া রহিল দানব॥
অন্ধকার করিলেক বাণবরিষণে।
দেবতা বরিষে যেন আষাঢ় শ্রাবণে॥
নানা বাণবৃষ্টি করে প্রচণ্ড কিরাত।
পবন রুধিল নাহি দেখি দিননাথ॥
মহাসিংহনাদ করে শব্দ বিপরীত।
দেখিয়া পাণ্ডবগণ হৈলেন বিস্মিত॥
মেঘনাদ দৈত্য জিজ্ঞাসিল যুধিষ্ঠিরে।
কে তোমরা পঞ্চ জন যাবা কোথাকারে॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন দানবপ্রধান।
চন্দ্রবংশি আমরা যে পাণ্ডুর সন্তান॥

ভ্রাতৃভেদে বংশ মম হইল সংহার।
অতএব স্বর্গপথে করি আগুসার॥
আশীর্ব্বাদ কর রাজা তুমি পুণ্যবান।
তোমার প্রসাদে দেখি প্রভু ভগবান॥
তবে মেঘনাদ বলে শুন যুধিষ্ঠির।
যুদ্ধ কর পঞ্চ ভাই না হও অস্থির॥
যুদ্ধ নাহি দিয়া যদি করিবা গমন।
যাইতে নারিবা স্বর্গে শুনহ রাজন॥
আমার সহিত যুদ্ধে যদি পাও প্রাণ।
তবে স্বর্গপুরে তুমি করহ প্রয়াণ॥
মোসভার অস্ত্রে তব না দেখি নিস্তার।
এইখানে দেখাইব স্বর্গের দুয়ার॥
পৃথিবীতে শুনিয়াছি সোম বংশহৈতে।
নিক্ষত্রা হইল পৃথ্বী ভীমার্জ্জুনহাতে॥
তিন কোটি কিরাত দানব তিন কোটি।
ভীমার্জ্জুন কর দেখি যুদ্ধ পরিপাটী॥
দানবের বচনে হইল মনে দুঃখ।
পঞ্চ ভাই যান করি উত্তরেতে মুখ॥
দেখিল পাণ্ডবগণ করিল প্রয়াণ।
কুপিয়া দানব হৈল অগ্নির সমান॥
হাতে অস্ত্র করিয়া বেড়িল চতুর্ভিত।
দেখিয়া দ্রৌপদী দেবী হৈলা চমকিত॥
মেঘনাদ দৈত্য বলে যাকু পঞ্চ ভাই।
ইহা সভাকার ভার্য্যা আন মোর ঠাঁই॥
এত শুনি কোন জন কিছু না বলিল।
দ্রৌপদীরে দৈত্যগণ ধরিয়া লইল॥
দেখি বৃকোদর ধর্ম্মে বলে ডাক দিয়া।
দ্রৌপদীরে দৈত্যগণ লইল ধরিয়া॥
শুনিয়া চাহেন রাজা পাঞ্চালীর ভিতে।
ক্রুদ্ধ হৈল বৃকোদর নারিল সহিতে॥
জ্বলন্ত অনল যেন ঘৃতযোগে বাড়ে।
অশেষ প্রকারে দৈত্যগণে গালি পাড়ে॥
গদা নাহি শাল বৃক্ষ দেখি বিদ্যমান।
উপাড়িল বৃক্ষবর দিয়া এক টান॥
নাড়া দিয়া পাতা ঝাড়ি হাতে নিল ডাল।
ক্রোধ করি ধায় বীর যেন ক্রুদ্ধ কাল॥
প্রহার করিয়া বৃক্ষ ডাকে হানহান।
দেখি মেঘনাদ দৈত্য হৈল কম্পমান॥
ভীম বলে শুন রে কিরাত দৈত্যগণ।
দ্রৌপদীরে ছাড় যদি পাইবা জীবন॥
ইহা বলি প্রহারিল দৈত্যের উপর।
অসংখ্য কিরাত দৈত্য গেল যমঘর॥
অবশেষে পলাইল লইয়া জীবন।
মস্তক ভাঙ্গিল কার ভাঙ্গিল দশন॥
খেদাড়িয়া যায় বীর দানব কিন্নরে।
মুণ্ডে২ ঢুসাইয়া মারে কত বীরে॥
দেখি মেঘনাদ বলে মনে ভয় পাইয়া।
তুমি রাজ্য কর ইথে নরপতি হয়ে॥
প্রাণ রক্ষা কর হের লহ তব নারী।
এত বলি দৈত্যপতি পরিহার করি॥
দেখি চিত্তে ক্ষমা দিল বীর বৃকোদর।
দ্রৌপদীরে লৈয়া গেল ধর্ম্মের গোচর॥
তুষ্ট হৈয়া যুধিষ্ঠির ভীমে দেন কোল।
হরি বলি যান রাজা মুখে হরি বোল॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

## অথ দানবেশ্বর শিব দর্শনাদি।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
চলেন উত্তর মুখে পাণ্ডু পুত্রগণ॥
দানবঈশ্বর শিব রচিত সুবর্ণে।
নানা ধাতু বিদ্যমান শোভে প্রতিবর্ণে॥
মস্তকে শোভিত মণি মুকুতার পাঁতি।
অন্ধকারে দীপ্ত করে যেন দিনপতি॥
দিব্য সরোবর তথা সুবাসিত জল।
হংস চক্রবাক শোভে প্রফুল্ল কমল॥
তাহা দেখি পঞ্চ ভাই জলেতে নামিয়া।
করেন তর্পণ স্নান পিতৃ উদ্দেশিয়া॥
স্নান করি কুণ্ডহইতে উঠে ছয় জন।
দানবঈশ্বরে আসি করিল পূজন॥
কেহ স্তব করে কেহ শিবসেবা করে।
অষ্টাঙ্গ প্রণাম কেহ করে লুটি শিরে॥
ভক্তি ভাবে ভোলানাথে মাগে এই বর।
তোমার প্রসাদে যেন দেখি দামোদর॥
এত বলি প্রণমিয়া করি জলপান।
উত্তর মুখেতে পুন করেন প্রয়াণ॥
কত দূরে যাইতে দেখেন সরোবর।
জল দেখি তুষ্ট হন পঞ্চ সহোদর॥
জলপান করি স্নিগ্ধ হৈয়া পঞ্চজন।
ত্যজিলেন মেঘনাদ পর্ব্বতের বন॥
পর্ব্বত কেদার তবে করি আরোহণ।
বড় সুখ পাইলেন দেখি উপবন॥

কেদার পর্ব্বত সেই অতিসুশোভন।
যাহাতে শুনেন কর্ণে স্বর্গের বাজন॥
পর্ব্বতে উঠিয়া ভাবিছেন হৃষীকেশ।
পৃথিবী চাহিয়া রাজা না পান উদ্দেশ॥
অতিবড় উচ্চ গিরি বড় ভয়ঙ্কর।
লক্ষ গজ পরিমাণ বিস্তার উপর॥
পর্ব্বতের চারি পাশে শোভে নানা বৃক্ষ।
কিন্নর গন্ধর্ব্ব কন্যা আছে লক্ষ২॥
জিনিয়া সাবিত্রী সতী সুন্দরকামিনী।
ভ্রমর গুঞ্জরে যেন প্রফুল্ল পদ্মিনী॥
পাণ্ডবের রূপ দেখি মোহে নারীগণ।
কহিতে লাগিল কিছু মধুর বচন॥
কোথাহৈতে আগমন যাবা কোথাকারে।
কিবা নাম কোন বর্ণ কহিবা আমারে॥
ধর্ম্ম বলিলেন চন্দ্রবংশেতে উৎপত্তি।
যুধিষ্ঠির নাম মম পাণ্ডুর সন্ততি॥
জ্ঞাতিবধ পাতকে অস্থির মম মন।
স্বর্গে যাই কৃষ্ণ আজ্ঞা দিলেন যেমন॥
অতএব রাজ্য ছাড়ি যাই স্বর্গপুরে।
এই পরিচয় কন্যে জানাই তোমারে॥
এত শুনি পুনরপি বলে কন্যাগণ।
পৃথিবী ছাড়িয়া যদি আইলা রাজন॥
কিহেতু পাইয়া দুঃখ যাহ সুরপুর।
এই দেশে থাক হৈয়া রাজ্যের ঠাকুর॥
দেখহ আমার পুরী পরম সুন্দর।
শোক রোগ জরা ব্যাধি নাহি নৃপবর॥
চন্দ্র সূর্য্য জিনি শোভা আবাস উদ্যান।
কিন্নর নগরে রাজা হও মতিমান॥
তিন লক্ষ কন্যা মোরা হব তব দাসী।
করিব চামর সেবা চারি পাশে বসি॥
এত শুনি ধর্ম্মরাজ বলেন তখন।
কৃষ্ণের আজ্ঞায় যাই অমরভুবন॥
বান্ধব কুটুম্ব জ্ঞাতি বধিনু বিস্তর।
সে পাপ নাশিতে যাই বিষ্ণুর গোচর॥
দ্বাপর হইল শেষ কলিআগমন।
যদুবংশ লইয়া গেলেন নারায়ণ॥
তাঁর দরশন বিনা রহিতে না পারি।
অতএব স্বর্গে যাব দেখিতে মুরারি॥
করিলাম সংকল্প যাবত প্রাণ থাকে।
না করিব রাজ্যভোগ যাব স্বর্গ লোকে॥
শুনি কন্যাগণ কহে পুন যুধিষ্ঠিরে।
কেমনে যাইবা স্বর্গ মানবশরীরে॥
মনুষ্যদুর্গমস্বর্গ শুন নরপতি।
শরীর ত্যজিয়া সে গেলেন যদুপতি॥
এই দেশে গঙ্গাতীরে থাকি কতকাল।
দেবদেহ পায়ে স্বর্গে যাবা মহীপাল॥
আমা সভাকার সঙ্গে হাস্য রঙ্গ রসে।
কতক দিবস কাল কাট অনায়াসে॥
রাজা বলিলেন যে তোমরা মাতৃসম।
তোমা সভাকার মায়া মনেতে দুর্গম॥
নিষ্ঠুর শুনিয়া নিবর্ত্তিল কন্যাগণ।
চলেন উত্তর মুখে পাণ্ডুর নন্দন॥
পর্ব্বতে দেখেন বীর অতিমনোহর।
বিরাজিত অর্দ্ধ অঙ্গ শঙ্করী শঙ্কর॥
নানা রত্ন বিভূষিতা আসন গম্ভীরা।
অন্ধকার আলোকরে যেন চন্দ্র তারা॥
পাছে বিরচিত কুণ্ড ত্রিভুবনসার।
স্ফটিক সমান শুভ্র চন্দ্রের আকার॥
কুণ্ডে নামি স্নান দান করি পঞ্চ জন।
দুই কুল কৌরবের করেন তর্পণ॥
স্নান করি তিনবার প্রদক্ষিণ কৈল।
মণিময় মহেশ দেখিতে কৃষ্ণ হৈল॥
বিমল ঈশ্বর শিব সাক্ষাতে দেখিয়া।
প্রণাম করেন সভে অঙ্গ লোটাইয়া॥
অর্দ্ধ চন্দ্র শোভা করে শিবের মস্তকে।
তবে রাজা বিধিমতে পূজেন তাঁহাকে॥
কৃমি কীট পশু পক্ষী তথা যদি মরে।
রুদ্ররূপ ধরি তারা যায় রুদ্রপুরে॥
এ সকল তত্ত্ব শুনি লোকের বদনে।
পুনঃ২ প্রণাম করেন ছয় জনে॥
ভক্তি ভাবে ভোলানাথে মাগিলেন বর।
ভূতনাথ ভূতাধীশ তুমি ভূতেশ্বর॥
কৃত্তিবাস কালীকান্ত দেহ এই বর।
তোমার প্রসাদে যেন দেখি দামোদর॥
বর মাগি ছয় জন চলে তথাহৈতে।
পর্ব্বত কেদার পার হৈল মহাশীতে॥
যাইতে উত্তর মুখে পাণ্ডুর নন্দন।
দুই জলাশয় দেখিলেন সুশোভন॥
ধর্ম্মের নির্ম্মাণ তাতে প্রফুল্ল কমল।
হংস চক্রবাক ক্রীড়া করয়ে সকল॥
অপ্সরী কিন্নরী তথা নানা শোভা করে।
মুনিগণ তপ করে পর্ব্বতউপরে॥
খেলয়ে মর্কটগণ পায়ে দিব্য শাখী।
বিবিধ বিধানে সুখ করে পশু পাখি॥

ভ্রমর ঝঙ্কার মত্ত কোকিলের গান।
দেখি আনন্দিত সভে মনোহর স্থান॥
কতক্ষণ বিশ্রাম করিয়া তার তীরে।
জলহেতু ভীমেরে পাঠান সরোবরে॥
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
তাঁহার আজ্ঞায় রচে কাশীরাম দাস॥

মুনি বলে শুনহ নৃপতি জনমেজয়।
উত্তর মুখেতে যান পাণ্ডুর তনয়॥
যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি আইসে স্বর্গপথে।
সমাচার জানি ধর্ম্ম আসিয়া ছলিতে॥
জলচর পক্ষী হৈয়া রন সরোবরে।
বসিলেন যুধিষ্ঠির পর্ব্বতউপরে॥
পথশ্রমে তৃষ্ণাযুক্ত রাজা যুধিষ্ঠির।
জলহেতু চলিলেন বৃকোদর বীর॥
আজ্ঞা পায়ে সরোবরে গেল বৃকোদর।
দেখিয়া ডাকিয়া বলে পক্ষি জলচর॥
কিবা বার্ত্তা কি আশ্চর্য্য কিবা সার পথ।
কেবা সদা সুখে থাকে কহ চারি মত॥
পক্ষির বচন ভীম না শুনিল কাণে।
শিলারূপ হইল করিতে জল পানে॥
এই রূপে অর্জ্জুন নকুল সহদেবে।
প্রশ্ন না কহিতে পারি শিলা হয় সবে॥
অবশেষে আপনি চলেন ধর্ম্ম ভূপ।
তাঁরে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসেন মায়া পক্ষিরূপ॥
কি বার্ত্তা আশ্চর্য্য পথ কেবা সদা সুখী।
জল খাবা পাছে আগে কহ শুনি দেখি॥
ধর্ম্ম বলিলেন বার্ত্তা এই জানি আমি।
মাস বর্ষরূপে কাল পাক করে প্রাণী॥
দিনে২ যমালয় যায় জীবগণ।
শেষের জীবন আশা আশ্চর্য্য লক্ষণ॥
শ্রুতি স্মৃতি আগম অশেষ ধর্ম্মপথ।
সেই পথ সার যেই সজ্জনের মত॥
ফল মূল শাক যেবা খায় দিবা শেষে।
অপ্রবাসী অঋণী সে সদা সুখে বৈসে॥
এই চারি তত্ত্ব আমি জানি মহাশয়।
শুনিয়া সন্তুষ্ট ধর্ম্ম দেন পরিচয়॥
চমৎকার হৈয়া রাজা পড়িলেন পায়।
ভাইগণে উদ্ধারিয়া আনন্দিত কায়॥
আশীর্ব্বাদ করি ধর্ম্ম বলিলেন তবে।
সর্ব্ব ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ তুমি একা স্বর্গে যাবে॥
আর সব জন পথে পড়িবে নিশ্চয়।
এত বলি ধর্ম্ম চলিলেন নিজালয়॥
ভারত পঙ্কজে রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে বিরচিল কাশীদাস॥

অথ মেঘবর্ণ পর্ব্বতে পাণ্ডবগমন ও ভীমের হাতে ভীষণা রাক্ষসীর মৃত্যু।

মুনি বলে শুনহ নৃপতি জনমেজয়।
গেলেন উত্তর মুখে পাণ্ডুর তনয়॥
মেঘবর্ণ নামে গিরি অতিভয়ঙ্কর।
আরোহেন পাণ্ডুপুত্র তাহার উপর॥
ছত্রিশ যোজন সেই পর্ব্বত প্রসর।
অতিঅনুপম যেন সুমেরুশিখর॥
তথায় থাকিয়া মেঘ বর্ষে চারি মাস।
নানা শব্দ কোলাহল শুনিয়া তরাস॥
সেইত পর্ব্বত রক্ষা করে দেবগণ।
বর্ষাকালে চন্দ্র তাতে করে সুশোভন॥
মেঘগণ আছে তথা অতিভয়ঙ্কর।
দিবারাত্রি নাহি জানি পর্ব্বতউপর॥
গুবাক কাঁঠাল তাল তমাল পিয়াল।
করঙ্গা জম্বীর টাভা নারঙ্গ রসাল॥
ছোলঙ্গ চন্দন গিলা জাতি জায়ফল।
হরীতকী রম্ভা আম্র কদম্ব শ্রীফল॥
পাকড়ি সেহড়া বট বহেড়া গম্ভারী।
শিউলী শিরীষ চাঁপা কামরাঙ্গা গিরি॥
নাগেশ্বর নারঙ্গ কেশর সুশোভন।
কুসুম কুঞ্চিত আর পাটলি কাঞ্চন॥
বৃক্ষ মূল লতা গুল্ম অতিভীম ডাল।
ভ্রমর গুঞ্জরে ডাকে কোকিল রসাল॥
মেঘবর্ণ গিরিবর মেঘের আকার।
বৃক্ষ ছায়া বিরাজিত দিবসে আন্ধার॥
পঞ্চ নারী বৈসে তথা সুবর্ণের পুরে।
কিন্নরী জিনিয়া শোভা করে অলঙ্কারে॥
যুধিষ্ঠিরে দেখি বলে নারী পঞ্চ জন।
কোথাহৈতে আসিয়াছ তুমি বিচক্ষণ॥
মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ তুমি বুঝিনু ধারণে।
বহু দুঃখ পাইয়াছ হেন লয় মনে॥
নব কোটি কন্যা লৈয়া থাক এই ভূমি।
আপন ইচ্ছায় স্বামী করিলাম আমি॥
আমার নগর দেখ অতিরম্য পুরী।
তুমি স্বামি হইলে সেবিবে কোটি নারী॥
দ্বিতীয় স্বর্গের সুখ পাইবা হেথায়।
রাজ্য কর যত দিন চন্দ্র সূর্য্য রয়॥

কন্যার বচন শুনি ধর্ম্মের তনয়।
যোড় হাতে কহিছেন অতিসবিনয়॥
সংকল্প করিনু আমি সভার সাক্ষাতে।
স্বর্গপুরী যাইব দেখিব জগন্নাথে॥
কলি আগমন হয় ইহার কারণ।
স্বর্গে যাই অনুজ্ঞা দিলেন নারায়ণ॥
দয়া করি মোরে বর দেহ কন্যাগণ।
স্বর্গে গিয়া দেখি যেন বিষ্ণুর চরণ॥
এত বলি তথাহৈতে করিয়া গমন।
উত্তর মুখেতে যান পাণ্ডুর নন্দন॥
হেনমতে সেই পথে ভীষণা রাক্ষসী।
মুখ মেলি পর্ব্বতশিখরে আছে বসি॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য যুড়ি কায় অতিভয়ঙ্কর।
বদন দেখিয়া ভয় করে দিবাকর॥
বিশাল রাক্ষসী পথ আগুলিয়া রহে।
বিপুল মনুষ্য দেখি খাইবারে চাহে॥
ধর্ম্ম বলিলেন হের দেখ বৃকোদর।
মুখ মেলি খাইতে চাহে দুষ্ট নিশাচর॥
অতিভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি লাগে ডর।
চারি কোষ পথ যুড়ি দীর্ঘ কলেবর॥
কিরূপে যাইব পথে করিল আটক।
দীপ্তিমান তেজ যেন জ্বলন্ত পাবক॥
কিরূপে পাইব রক্ষা কহ বিবরণ।
যে দেখি না হৈল বুঝি স্বর্গ আরোহণ॥
দ্রৌপদীর ভয় হৈল রাক্ষসী দেখিয়া।
ভয়েতে অর্জ্জুন বীরে ধরিল চাপিয়া॥
শঙ্খপাণি নামে মুনি বৈসে সেই বনে।
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করেন তাঁর স্থানে॥
কিহেতু রাক্ষসী বাদ করে স্বর্গপথে।
সর্ব্বকাল আছে কিম্বা আইলকোথাহৈতে॥
শুনি মুনিবর বলে বচন গভীর।
রাক্ষসীর বিবরণ শুন যুধিষ্ঠির॥
চিত্রানামে স্বর্গপুরে আছিল অপ্সরী।
দুর্ব্বাসা মুনির শাপে হৈল নিশাচরী॥
ক্ষুধায় না থাকে এই মায়াবী রাক্ষসী।
যারে পায় তারে খায় কিবা যোগী ঋষি॥
তপস্বী সন্ন্যাসী মুনি মৃগ পক্ষি নরে।
পাইলে আনন্দ মন সভে গ্রাস করে॥
ক্ষণেকে অপ্সরা হয় সুরমন মোহে।
নররূপ পক্ষিরূপ ইচ্ছা হয় যাহে॥
বকাসুর নামে ছিল রাক্ষস দুরন্ত।
তাহার ভগিনী এই শুনহ তদন্ত॥

শক্তি যদি থাকে দুষ্টে করহ সংহার।
নহে ধরি নিশাচরী করিবে আহার॥
এত শুনি বৃকোদর কৈল আগুআন।
দম্ভ করি কহিল রাক্ষসী বিদ্যমান॥
বকাসুর নামে যেই তোর জ্যেষ্ঠ ভাই।
তারে মারিয়াছি আমি তোরে না ডরাই॥
এত বলি মহাক্রোধে বীর বৃকোদর।
পর্ব্বতের দুই শৃঙ্গ ভাঙ্গিল সত্বর॥
টান দিয়া একখান মারে রাক্ষসীরে।
মুখ মেলি রাক্ষসী গিলিল কোপভরে॥
দেখি কোপে আর শৃঙ্গ মারে বৃকোদর।
লাফিয়া রাক্ষসী ধরে পর্ব্বতশিখর॥
রক্তাক্ষী রাক্ষসী কোপে চাহে চারিপাশে।
বড় বৃক্ষ ভাঙ্গে তার নাসার নিশ্বাসে॥
ভীমের সাক্ষাতে শব্দ করে ভয়ঙ্কর।
দেবাসুর কম্পমান সিন্ধু ধরাধর॥
রাক্ষসীর ঘোর শব্দ ঘন হুহুঙ্কার।
কোপে থরহর অঙ্গ পবনকুমার॥
সংমুখে দেখিল বৃক্ষ শাল তরুবর।
তিন শত গজ উচ্চ সরল সুন্দর॥
উপাড়িল সেই বৃক্ষ দিয়া এক টান।
পদভরে পর্ব্বত হইল কম্পমান॥
ভীম বলে নিশাচরী দেখ এই বৃক্ষ।
বজ্রসম প্রহারে ভাঙ্গিব তোর বক্ষ॥
এত বলি হাতে গাছ আইসে বায়ুবেগে।
রাক্ষসী কাটিয়া পাড়ে দশনের আগে॥
না মরে রাক্ষসী সেই নাহি ছাড়ে পথ।
দেখি ধর্ম্ম চিন্তিত হৈলেন মনোগত॥
বীর বৃকোদর পুন গোবিন্দ ভাবিয়া।
সুররাজপর্ব্বতে আনিল টান দিয়া॥
ভীম বলে নিশাচরি শুনহ ভীষণা।
মনে না করিহ আর বাঁচিতে বাসনা॥
মুনি ঋষি খায়ে তোর বাড়্যাছে বাসনা।
আজি যুদ্ধে দেখাইব যমের যাতনা॥
এত বলি দুই হাতে পর্ব্বত ধরিয়া।
রাক্ষসীরে প্রহারিল হুঙ্কার ছাড়িয়া॥
আইসে পর্ব্বত দেখি গগণের পথে।
লাফ দিয়া রাক্ষসী ধরিল বামহাতে॥
বলবতী নিশাচরী শঙ্করের বরে।
ফেলাইয়া দিল গিরি দক্ষিণ সাগরে॥
দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হৈল ভীম বীর।
কি করিব চিন্তা করিলেন যুধিষ্ঠির॥

তবে বৃকোদর বড় বিষাদ বদনে।
ব্যাকুল হইল বীর রাক্ষসীর রণে॥
নাহি মরে নিশাচরী নাহি ছাড়ে পথ।
মুখ মেলি খাইতে চাহে আদিত্যের রথ॥
মনে ভাবি ভীমসেন করিল নিশ্চয়।
জনক পবনে চিন্তে সঙ্কট সময়॥
পুত্রে পার কর পথে পিতা প্রভঞ্জন।
তোমার প্রসাদে তবে দেখি নারায়ণ॥
এত বলি বৃকোদর ডাকিল পবনে।
ডাক দিয়া পবন বলিল ভীমসেনে॥
শুন পুত্র বৃকোদর না হও ভাবিত।
কি কার্য্য তোমার রণে করিব বিহিত॥
যোড় হাতে বলে ভীম বন্দিয়া চরণ।
রাক্ষসী মারিলে হয় স্বর্গআরোহণ॥
এই কর্ম্ম কর পিতা হর তার বল।
ঘুষিবে তোমার যশ অবনীমণ্ডল॥
এত শুনি হাসিয়া বলিল পবমান।
তব তেজ হউক পুত্র আমার সমান॥
বাহুবলে রাক্ষসীরে করহ সংহার।
বহু সুখে সুরপুরে কর আগুসার॥
এত বলি নিজ তেজ দিল বৃকোদরে।
মহাবলবন্ত ভীম পবনের বরে॥
ক্রোধ করি উপাড়িল দিব্য এক শাল।
রাক্ষসীরে মারে বাড়ি যেন দণ্ডকাল॥
মহাভয়ঙ্কর শব্দ হইল তুমুল।
সসাগরা মহী শৈল হৈল হুলস্থূল॥
নাসার নিশ্বাসে বৃক্ষ ভাঙ্গে মড়মড়।
মহাপ্রলয়ের কালে যেন বহে ঝড়॥
তৃতীয় প্রহর যুদ্ধ হৈল হেনমতে।
সর্ব্বাঙ্গেতে ক্ষত হৈল নখের আঘাতে॥
অপূর্ব্ব হইল শোভা পর্ব্বতমণ্ডলে।
অশোক কিংশুক যেন বসন্তের কালে॥
বৃক্ষ লয়ে বৃকোদর মারে মালশাট।
চালাইয়া দিল বৃক্ষ নাসিকার বাট॥
রাক্ষসী নিস্তেজ হৈল ভীমের প্রহারে।
লোটাইয়া পড়ি ভূমে ছটফট করে॥
দেখিয়া হইল ভীম প্রফুল্লঅন্তর।
লম্ফ দিয়া উঠে তার বুকের উপর॥
নাসাপথে উঠে বৃক্ষ ভেদি তার মুণ্ড।
হস্ত পদ ছিণ্ডিয়া করিল খণ্ডখণ্ড॥
আকর্ষণ করি করে উপাড়িল স্তন।
বজ্র মুষ্টি মারি ভাঙ্গে দুপাটী দশন॥
মস্তক ঢুকায় তার পেটের ভিতরে।
গলা চাপি ধরিয়া বধিল রাক্ষসীরে॥
মাংসপিণ্ড সম কৈল কচ্ছপের হেন।
পূর্ব্বেতে কীচক বীরে বিনাশিল যেন॥
কুষ্মাণ্ড সমান কৈল রাক্ষসীর কায়।
মহাকোপে পদাঘাত মারে তার গায়॥
ঘোর শব্দ করিয়া মরিল নিশাচরী।
আনন্দিত বৃকোদর বিক্রমে কেশরী॥
অন্তরীক্ষে তোলে তারে বৃক্ষে জড়াইয়া।
ঘন পাক দিয়া ফেলে ভূমে আছাড়িয়া॥
দেবাসুর নাগ নর দেখি বিদ্যমান।
গন্ধমাদন যেন লুফে হনুমান॥
অন্তরীক্ষে শত পাক দিয়া রাক্ষসীরে।
ফেলাইয়া দিল তারে দক্ষিণ সাগরে॥
যেন মহাপর্ব্বত সাগরে দিল ঝম্প।
ধ্যানভঙ্গ মুনিগণের হৈল মহাকম্প॥
দেব দৈত্য দেখি হৈল হরিষ অন্তর।
রহিল যাবত কীর্ত্তি চন্দ্র দিবাকর॥
ভীষণ রাক্ষসী মারি ভীম মহাবীর।
শীঘ্রগতি গেল যথা রাজা যুধিষ্ঠির॥
ভাই সব মিলিয়া করেন আলিঙ্গন।
প্রণাম করিল ভীম ধর্ম্মের চরণ॥
আনন্দিত হয়ে কহে শঙ্খপাণি মুনি।
শুন যুধিষ্ঠির এই রাক্ষসী কাহিনী॥
পর্ব্বতের জীব জন্তু সকলি খাইয়া।
সূর্য্য রথ গিলিবারে যায়ত ধাইয়া॥
আকাশ পাতাল মুখ রোধে শূন্য পথ।
নাসার নিশ্বাসে উড়ে চন্দ্র সূর্য্যরথ॥
লক্ষেক যোজন দিয়া সূর্য্য ভয়ে যায়।
তেইতো রাক্ষসী সূর্য্য গিলিতে না পায়॥
মঙ্গল হউক তব পবনতনয়।
এ হেন রাক্ষসী মারি খণ্ডাইলা ভয়॥
এত বলি মুনিরাজ গেল তপোবন।
পাণ্ডব উত্তর মুখে করেন গমন॥
স্বর্গআরোহণ শুনি সর্ব্ব পাপ হরে।
ইহকালে পরকালে দুই কালে তরে॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃতের ধার।
এক মনে শুনিলে বিপদে হয় পার॥
ভারত পঙ্কজে রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে বিরচিল কাশীদাস॥

## অথ ভদ্রকালী পর্ব্বতে পাণ্ডবেরদের গমন ও হরি পর্ব্বতে দ্রৌপদীর মৃত্যু।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
চলেন উত্তর মুখে ভাই পঞ্চ জন॥
দেখেন অপূর্ব্ব এক পর্ব্বত উপর।
অতিঅপরূপ শিবলিঙ্গ মনোহর॥
চন্দ্র সূর্য্য স্ফটিক জিনিয়া শুভ্রকায়।
স্তব করিলেন রাজা মহেশের পায়॥
তোমার প্রসাদে করি স্বর্গআরোহণ।
এত বলি প্রণমিয়া করেন গমন॥
বহু কষ্টে রাক্ষস আশ্রম এড়াইয়া।
ভদ্রকালী নামে গিরি আরোহেন গিয়া॥
দেখেন পর্ব্বতে উঠি পাণ্ডুর নন্দন।
সপ্ত রথে সূর্য্য আদি গ্রহ দেবগণ॥
তাহা দেখি ছয় জন হরিষ অন্তরে।
ভদ্রকালী দেবী দেখিলেন গিরিপরে॥
বিচিত্র রচিত ঘর কাঞ্চনে রচিত।
সুচারু চন্দন কাষ্ঠে পাটী চারিভিত॥
নানা পুষ্পকানন উদ্যান জল স্থল।
ভদ্রকালী পূজে তথা দেবতা সকল॥
করালবদনাকালী গলে মুণ্ডমালা।
পদক পাশুলী শঙ্খ কুণ্ডল মেখলা॥
চাচর চিকুর যেন জলধর জটা।
জবা মালা গলে দোলে রক্তবর্ণ ফোটা॥
উজ্বল দশন জিহ্বা করে লহ২।
খরখাণ্ডা করে ধরে পেট শুষ্কদহ॥
সরস্বতী গীত গান সুযন্ত্র সুস্বর।
দেখিয়া সানন্দ বড় পঞ্চ সহোদর॥
প্রণাম করিয়া বর মাগেন যতনে।
এই বর দেহ মাতা মাগি তব স্থানে॥
যুধিষ্ঠির কন দেবি কর মোরে দয়া।
কলিকালে জাগ্রতী থাকিবা সর্ব্বজয়া॥
রাজা প্রজা অন্যায় যে করে অবিচারে।
খণ্ড২ হবে তারা তোমার খর্পরে॥
এই বর মাগি যান ধর্ম্ম নৃপবর।
নানা জাতি বৃক্ষ দেখি পর্ব্বতউপর॥
প্রমাণ প্রশস্ত গিরি লক্ষেক যোজন।
নানা পুষ্প লতা বৃক্ষ চন্দন কানন॥
কাঁঠাল গুবাক তাল কদম্ব কেশর।
পারিজাত চম্পক জাতীয় নাগেশ্বর॥
আমলকী ধাত্রী জাতী পাচুনী পারণী।
লবঙ্গ অশোক গিলা কর্কটী ব্রাহ্মণী॥
কতশত নানাবৃক্ষ শোভে ফুলফলে।
পুষ্প গন্ধে অলিবৃন্দে মকরন্দে বুলে॥
পাণ্ডব তথায় করিলেন আরোহণ।
পর্ব্বতউপরে গেল দেব দৈত্যগণ॥
বিচিত্র উদ্যান বন সুবর্ণের পুরী।
সূর্য্যের কিরণ হেন চাহিতে না পারি॥
সুবর্ণের পুরীখান সুবর্ণের থাম।
বিশ্বকর্ম্মা বিরচিত অতি অনুপম॥
অমরনগরসম সুন্দর শোভন।
বিদ্যাধরী অপ্সরী জিনিয়া কন্যাগণ॥
লীলাবতী নামে কন্যা ভূপতি তাহাতে।
পাটে অধিকার করে পুরুষ বর্জ্জিতে॥
পঞ্চ ভাই পাণ্ডবে দেখিয়া নিজ পুরে।
আগে হৈয়া কহে কিছু সভার গোচরে॥
রাজ্য নিতে আইল কি বা কোন নরপতি।
আমার পর্ব্বতে আইল অপরূপগতি॥
সর্ব্বকাল এই রাজ্য মোর অধিকার।
কেহ হউক সমরে করিব মহামার॥
এত বলি হাতে অস্ত্র ধনুক লইয়া।
যুধিষ্ঠিরে রাখিল পর্ব্বতে বসাইয়া॥
কোন নারী জিজ্ঞাসা করিল পাণ্ডবেরে।
কেবা তুমি কোথা যাবা কেন এই পুরে॥
রাজা বলেন কন্যাগণ না হও অস্থির।
পৃথিবীর রাজা আমি নাম যুধিষ্ঠির॥
কিকারণে তোমা সবে ভাব অন্য কথা।
রাজ্য দেশ লইতে না আমি আসি হেথা॥
কলিআগমন হবে যে মর্ত্ত্য ভুবনে।
স্বর্গআরোহণ মোরা করি সেকারণে॥
এত শুনি কন্যাগণ চলিল ধাইয়া।
লীলাবতী রাণীকে বারতা দিল গিয়া॥
শুনি লীলাবতী কন্যা ফেলে ধনুর্ব্বাণ।
লক্ষ নারী সাজ করি বিবিধবিধান॥
বিচিত্র কুসুম মাল্যে বান্ধিল কবরী।
অগুরু চন্দন চুয়া অঙ্গভূষা করি॥
চন্দ্র সূর্য্য শোভা জিনি অষ্ট অলঙ্কার।
কণ্ঠমালা কুণ্ডল অমূল্য রত্নহার॥
নানা অলঙ্কার অঙ্গে সাজন করিয়া।
যুধিষ্ঠির আগে কহে হাসিয়া হাসিয়া॥
অঙ্গ ভঙ্গ দেখায় বক্ষের বস্ত্র তুলে।
কটাক্ষ চাহনিতে মুনির মন টলে॥

জিতেন্দ্রিয় রাজা তুমি মহাপুণ্যবান।
অতএব এত দূরে করিলা প্রয়াণ॥
মোর ভাগ্যে আইলে রাজা আমার নগর।
আমি দাসী হব তুমি হও রাজ্যেশ্বর॥
ভদ্রকালীপর্ব্বতের আমি অধিকারী।
হীরামণি মাণিক্যে মণ্ডিত মোর পুরী॥
যাবত থাকিবা ভদ্রকালীর পর্ব্বতে।
তাবত থাকিব রাজা তোমার সহিতে॥
জরা মৃত্যু ব্যাধি ভয় নাহি কোন পীড়া।
স্বর্গহৈতে এখানে আনন্দ পাবা বাড়া॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে শুন লীলাবতি।
নিঃশত্রু করিয়া আমি ছাড়িলাম ক্ষিতি॥
কলিআগমনে আজ্ঞা দেন নারায়ণ।
রাজ্য ত্যজি করি তেই স্বর্গআরোহণ॥
করিয়াছি সংকল্প যে মর্ত্ত্যের ভিতর।
রাজ্য না করিব যাব অমরনগর॥
অতএব ক্ষমা মোরে দেহ কন্যাগণ।
সুরপুরী যাব আমি যথা নারায়ণ॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির চরিত্র দেখিয়া।
পুনরপি কহে কন্যা ঈষদ হাসিয়া॥
বুদ্ধি নাই রাজা তব রাজার লক্ষণ।
কি সুখ পাইবা স্বর্গে দেখি নারায়ণ॥
মোসভার সঙ্গে তুমি থাক নরবর।
স্বর্গের অধিক ফল পাবা নিরন্তর॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন কৃষ্ণ সঙ্গহৈতে।
অন্যসুখ নাহি মম ভাল লাগে চিত্তে॥
কৃষ্ণের বিচ্ছেদে মরি শুন কন্যাগণ।
অতএব যাব আমি অমরভুবন॥
রাজার বিনয় বাক্য শুনি নারীগণ।
বাহুড়িয়া নিবর্ত্তিয়া গেল সর্ব্বজন॥
লীলাবতী কন্যা গেল পায়ে মনোদুঃখ।
পঞ্চ ভাই চলিলেন উত্তরাভিমুখ॥
কত দূরে দেখিলেন পাণ্ডুর নন্দন।
ভদ্রেশ্বর নামে লিঙ্গ অতি সুশোভন॥
ত্রৈলোক্য বিখ্যাত শিব অতিমনোহর।
নানারত্নে বিরচিত প্রবাল পাথর॥
তাহা দেখি পাণ্ডবের হরষিত মন।
পঞ্চ ভাই করিলেন প্রণাম স্তবন॥
স্নান দান করি সভে ফল পুষ্প লৈয়া।
পূজা করি স্তব করে চৌদিগে বেড়িয়া॥
বর মাগিলেন অতি মনের কৌতুকে।
যাত্রা করিলেন তবে উত্তরাভিমুখে॥

হরিনাম পর্ব্বতে করেন আরোহণ।
দেখেন পর্ব্বতে মণি মাণিক্য রতন॥
নানা বৃক্ষলতা শোভে বন উপবন।
লক্ষ্মীর সমান রূপ যত নারীগণ॥
দেবের দুর্ল্লভ স্থান নাহি মৃত্যু জরা।
বীণা বংশী বাজে গায় নাচেন অপ্সরা॥
কেহ নাচে কেহ হাসে কেহ গায় গীত।
দেখিয়া বনের শোভা পাণ্ডব বিস্মিত॥
পৃথিবীর মধ্যে আর নাহি দেখি পুরী।
স্বর্গের অধিক এই অপূর্ব্ব নগরী॥
বহুবিধ প্রশংসিয়া যান পঞ্চ জন।
পর্ব্বতের শোভা দেখি আনন্দিত মন॥
ঐরাবত নামে হস্তি ফিরে পালে২।
দেব যক্ষ মরে অঙ্গ হিমেতে ভেদিলে॥
মহাহিমে শীত ভেদি যায় কত দূর।
পাছে পড়ি দ্রৌপদীর শঙ্খ হৈল চুর॥
বিষম দারুণ হিমে শীর্ণ কলেবর।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে পর্ব্বতউপর॥
অন্তকাল জানি দেবী চিন্তে নারায়ণ।
স্বামিগণ মুখ চাহি ত্যজিল জীবন॥
পাঞ্চালীর পতন পর্ব্বত হরিনামে।
অগ্রগামী রাজা না জানেন কোনক্রমে॥
পাছে বৃকোদর পার্থ দেখে বিপরীত।
ডাক দিয়া যুধিষ্ঠিরে বলেন ত্বরিত॥
পাঞ্চালী পড়িয়া পথে ত্যজিল শরীর।
শুনিয়া আকুল হইলেন যুধিষ্ঠির॥
মহাভারতের কথা রচিলেন ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস॥

## অথ দ্রৌপদীর শোকে পাণ্ডবের বিলাপ।

### দীর্ঘ ত্রিপদী।

যুধিষ্ঠির নৃপমণি কোলে লৈয়া যাজ্ঞসেনী
কান্দিছেন সকরুণ ভাষে।
শোক দুঃখে অচেতন আর ভাই চারি জন
অশ্রুমুখে বৈসে চারি পাশে॥
দ্রৌপদীর মুখ চায়ে কান্দে সবে বিলাপিয়া
কোথা গেলা দ্রুপদনন্দিনী।
অজ্ঞাতে তোমার তরে বধিনু কীচক বীরে
তুমি পাণ্ডবের ধন মানি॥
তব স্বয়ম্বর কালে জিনি লক্ষ মহীপালে
পঞ্চ জনে করিলাম বিভা।

তোমার সহায় হেতু হৈল রাজসূয় ক্রতু
তুমি লক্ষ্মী পাণ্ডবের শোভা ॥ [ঝে
যে কালে দ্রুপদরাজে পণ কৈল সভামা
রাধাচক্র বিন্ধিতে যে পারে।
অযোনিসম্ভবা কন্যা ত্রিভুবনে একধন্যা
সম্প্রদান করিব তাহারে ॥
প্রতিজ্ঞা বচন শুনি এক লক্ষ নৃপমণি।
হুড়াহুড়ি বিন্ধিবার তরে।
দুর্জ্জয় ধনুক ধরে গুণ দিতে নাহি পারে
তবু বাঞ্ছা পাইতে তোমারে॥
রক্তউঠে কার মুখে কার হস্ত ঘাড় বাঁকে
না পারিয়া ক্ষমা দিল সভে। [দিবে
চারি বর্ণে যে বিন্ধিবে তারে রাজা কন্যা
দ্রুপদ ডাকিয়া বৈল তবে॥
তোমা জিনি পঞ্চভাই গেলাম জননীর ঠাঁই
ভিক্ষা বলি মায়ে বলা গেল।
না দেখিয়া না শুনিয়া জননী হরিষ হৈয়া
বাঁটি খাও পঞ্চ জনে বৈল॥
আজ্ঞা দিল মুনিগণে বিভা কৈনু পঞ্চজনে
লক্ষ্মীরূপা সুন্দরী পাঞ্চালী।
দ্বাদশ বৎসর বনে পুষিলা ব্রাহ্মণগণে
পর্ব্বতে পড়িলা অঙ্গ ঢালি॥
মর্ত্ত্যে করিলাম পাপ তেই এত পাই তাপ
কেন তুমি পড়িলা পর্ব্বতে।
কেমনে যাইব পথে কান্দেন ভূপতি চিত্তে
নাহি কেহ প্রবোধ করিতে॥
কান্দে ভীম ধনঞ্জয় যমক সোদরদ্বয়
শোকাকুলে করে হাহাকার।
বিস্তর বিলাপ করি বলে পুন হরি২
আগে হৈল মরণ তোমার॥
মোসভার সঙ্গ ছাড়ি পর্ব্বতে রহিলা পড়ি
তোমা এড়ি যাইব কেমতে।
এতেক ভাবিয়া সভে কিছু শান্ত হৈয়া তবে
প্রিয় বাক্য কহে ধর্ম্মসুতে॥
এই হেতু দেশে পূর্ব্বে রহিতে বলিনু সর্ব্বে
দৃঢ় করি না ছাড়িলা সঙ্গ। [দিনে
তোমা হেন নারী বিনে শূন্য দেখি রাত্রি
বিধাতা করিল সুখভঙ্গ ॥
ভারতের পুণ্য কথা শ্রবণে বিনাশে ব্যথা
হয় দিব্য জ্ঞানের প্রকাশ।
কমলাকান্তের সুত হেতু সুজনের প্রীত
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

পয়ার।

মুনি বলে শুনহ নৃপতি জনমেজয়।
তবে কতক্ষণে পঞ্চ পাণ্ডুর তনয়॥
দ্রৌপদীরে বেড়িয়া বৈসেন পঞ্চ জন।
ধর্ম্মরাজ বলিছেন গদ্গদ বচন॥
মোসভার সঙ্গে আইলা ছাড়ি মর্ত্ত্য লোক,
এখন পাণ্ডবগণে দিলা বহু শোক ॥
তোমার বিচ্ছেদ প্রাণে সহিতে না পারি।
হায় প্রিয়ে মোরে ছাড়ি গেলা কোনপুরী॥
পড়িয়া রহিলা কেন পর্ব্বতউপরে।
তোমার শয়নে মম পরাণ বিদরে ॥
উত্তর না দেহ কেন স্বামী পঞ্চ জনে।
সঙ্গ ছাড়ি কেন বা রহিলা মহাবনে॥
কপট পাশায় আমি করিলাম পণ।
তব অপমান কৈল দুষ্ট দুঃশাসন ॥
তোমার কারণে ভীম প্রতিজ্ঞা করিল।
দুঃশাসনের বক্ষ চিরি রক্তপান কৈল॥
উরু ভাঙ্গি মারিল নৃপতি দুর্য্যোধন।
নিক্ষত্রা হইল ক্ষিতি তোমার কারণ ॥
তোমাহেতু জয়দ্রথ পাইল অপমান।
গোবিন্দের প্রিয়া তুমি পাণ্ডবের প্রাণ ॥
তোমার বিহনে দিনে দেখি অন্ধকার।
এত বলি কান্দে রাজা চক্ষে জলধার ॥
বৃকোদর কহে শুন ধর্ম্ম নৃপমণি।
কোন পাপে পর্ব্বতে পড়িল যাজ্ঞসেনী ॥
পতিব্রতা হৈয়া স্বর্গে নাহি গেল কেনে।
এত শুনি শ্রীধর্ম্ম বলেন ভীমসেনে॥
দ্রৌপদীর পাপ শুন কহি যে তোমারে।
আমাহৈতে বড় স্নেহ ছিল পার্থ বীরে॥
এই পাপে দ্রৌপদী রহিল এই ঠাঁই।
জানাই বৃত্তান্ত শুন বৃকোদর ভাই॥
এত বলি নিবর্ত্তিয়া যত দুঃখ শোকে।
পঞ্চ ভাই চলিলেন উত্তরাভিমুখে ॥
জ্ঞাতিবধ পাপে সদা জ্বলিছে আগুনি।
ঘৃতের আহুতি তাহে হৈল যাজ্ঞসেনী॥
মহাভারতের কথা সুধাহৈতে সুধা।
কর্ণপথে পান কৈলে খণ্ডে মনক্ষুধা॥
কাশীরাম দাসের প্রভু নীল শৈলারূঢ়।
দক্ষিণে অনুজানুজ সম্মুখে গরুড়॥

## অথ বদরিকাশ্রমে গমন ও সহদেবের মৃত্যু ও রাজার শোক।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জনমেজয়।
দ্রৌপদীরে গঙ্গা দিয়া পাণ্ডুর নন্দন॥
শোক মোহ কাম ক্রোধ লোভ দুঃখ ছাড়ি।
পঞ্চ ভাই গঙ্গাতীরে যান স্বর্গপুরী॥
যাইতে উত্তরমুখে পাণ্ডুর নন্দন।
তাম্রচূড় গিরি করিলেন আরোহণ॥
পর্ব্বত দেখিয়া সুখী পাণ্ডুর তনয়।
শঙ্খনাদে পূরিল সর্ব্বত্র জয়২॥
আকাশ পরশে চূড়া অতিভয়ঙ্কর।
সপ্ত অশ্ব রথে যায় দেবতা ভাস্কর॥
কালচক্র ফিরে সদা আপনার কাযে।
বৃক্ষলতা নাহি তথা ভাস্করের তেজে॥
জীব জন্তু পশু পক্ষি নাহি এক জনা।
সদাই বিচরে দন্দশূক কত জনা॥
পাপিষ্ঠ পরাণী যদি যায় তথাকারে।
আরোহণমাত্রে সেইক্ষণে পুড়ি মরে॥
দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন ভাই পঞ্চ জন।
কালাগ্নি রুদ্রের পুরী ভয়ঙ্কর বন॥
অতিশয় প্রচণ্ড প্রতাপ তেজ তাঁর।
নিকটে যাইতে শক্তি নাহিক কাহার॥
আছেন ঈশ্বর তথা দশ মূর্ত্তি ধরি।
দ্বারে থাকি পঞ্চ ভাই নমস্কার করি॥
স্তব করি বর পায়ে করেন গমন।
ক্রৌঞ্চ নামে পর্ব্বতে করেন আরোহণ॥
ক্রৌঞ্চের নির্ম্মাণ গিরিপুরী অতিশোভা।
ইন্দ্রের খাণ্ডব জিনি কাননের প্রভা॥
স্বর্গহৈতে নামে তাতে গঙ্গা সরস্বতী।
হংস চক্রবাক জলে চরে হৃষ্টমতি॥
সুবর্ণের পাখা পক্ষী আছে বহুতর।
জল স্থল আবাস উদ্যান মনোহর॥
নির্ম্মল উজ্জ্বল জল স্ফটিক আকার।
তীরে তপ করে মুনি জ্ঞানঅনুসার॥
দেখিয়া হরিষ বড় পাণ্ডুপুত্রগণ।
স্বর্ণের মণ্ডপ তথা দেখি বিচক্ষণ॥
অতিঅপরূপ পুরী প্রাসাদ মন্দির।
অন্ধকার আলো করে জিনিয়া মিহির॥
পুষ্করাক্ষনামে শিব মণ্ডপভিতর।
তাঁর পূজা করে দেব দানব ঈশ্বর॥
কিন্নরের রাজ্য পুরী অতিঅনুপম।
স্থাপিয়াছে দেবদেব মহাদেব নাম॥
বীণা বংশী বাজে কেহ গায় শিবগীত।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ সভে আনন্দিত॥
চারি পাশে মন্দ ভাষে নাচয়ে নর্ত্তনী।
অন্য জাতি নাহি নারী সকলি ব্রাহ্মণী॥
কেহ গন্ধ চুআ দেয় পুষ্প পারিজাত।
বিল্বপত্রে গালবাদ্যে পূজে বিশ্বনাথ॥
স্তবপাঠ করে কেহ শিবের সাক্ষাতে।
এক পদে স্তব কেহ করে যোড় হাতে॥
সেবিলে সকল পাপ হয় তার ক্ষয়।
অনেক তপস্বী ঋষি করয়ে আশ্রয়॥
নিরবধি সভে সেবে শিবের চরণ।
অন্তরীক্ষে আছে কেহ যোগপরায়ণ॥
হেটমুণ্ডে ঊর্দ্ধপদে কেহ আছে তথা।
এইরূপে বামদেবে সেবয়ে দেবতা॥
দেখি পঞ্চ ভাই করিলেন স্নান দান।
লোভ মোহ ছাড়ি পাইলেন দিব্য জ্ঞান॥
স্নান করি পাণ্ডব হইল কুতূহলী।
পিতৃলোক উদ্দেশিয়া দেন জলাঞ্জলি॥
প্রবেশ করেন সভে মণ্ডপভিতরে।
বিধিমত পঞ্চ ভাই পূজেন শঙ্করে॥
করযোড়ে প্রভু রুদ্রে মাগিলেন বর।
পুনর্জ্জন্ম নাহি হয় মর্ত্ত্যের ভিতর॥
এত বলি প্রণমিয়া যান তথাহৈতে।
দেবপুষ্প পড়ে আসি নৃপতির মাথে॥
দেখিয়া তপস্বিগণ প্রফুল্লঅন্তরে।
আদর করিল বড় রাজা যুধিষ্ঠিরে॥
এই তীর্থে থাক রাজা মোসভার সঙ্গে।
কোথাকারে কোনহেতু যাবে কোন ভাগে॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির বলেন হাসিয়া।
নিষ্কণ্টক নিজ রাজ্য সকলি ত্যজিয়া॥
সঙ্কল্প করেছি আমি মর্ত্ত্যের ভিতর।
স্বর্গপুরে যাইব দেখিব দামোদর॥
আশীর্ব্বাদ কর মোরে সব মুনিগণ।
স্বর্গে যেন দেখি গিয়া দেব নারায়ণ॥
এত শুনি বলে তারে ক্রৌঞ্চ মুনিবর।
পৃথিবীতে রাজা নাহি তোমার সোসর॥
সকলি ত্যজিয়া যাহ স্বর্গের বসতি।
দেখিবা গোবিন্দপদ পাবা দিব্যগতি॥
তাঁরে নমস্কার করি ধর্ম্মের নন্দন।
উত্তর মুখেতে যাত্রা করেন তখন॥

বদরিকাশ্রমে দেখি জাহ্নবীর কূলে।
বদরীক বৃক্ষ তথা শোভে ফল ফুলে॥
অমৃত জিনিয়া স্বাদু পিক নাদে ডালে।
জরা মৃত্যু ভয় নাহি তথায় থাকিলে॥
দুর্ব্বাসার বরে বৃক্ষ অক্ষয় অব্যয়।
নানা বর্ণে নানা স্থান দিব্য দেবালয়॥
করয়ে তপস্যা তীরে শত শত মুনি।
তরঙ্গ নির্ম্মল বহে গঙ্গা মন্দাকিনী॥
দুর্ব্বাসা গৌতম ভরদ্বাজ পরাশর।
অশ্বত্থামা আঙ্গিরস আর সোমেশ্বর॥
বিশ্বামিত্র মাণ্ডব্য মার্কণ্ড মুনিবর।
জপ তপে রত সভে আছে নিরন্তর॥
ঋষিগণ বলে তবে রাজাকে দেখিয়া।
এথাই থাকহ রাজা আমা সভা লৈয়া॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব এথা আছে শত শত।
পঞ্চ ভাই থাক সুখে সভার সহিত॥
অশ্বত্থামা আসিয়া মিলিল পঞ্চ জনে।
পূর্ব্ব শোক স্মরিয়া কান্দয়ে দুঃখ মনে॥
অশ্বত্থামা বলে থাক বদরিকাশ্রমে।
পাপ মুক্ত হৈয়া হরি পাবা পরিণামে॥
এতেক শুনিয়া বলিলেন যুধিষ্ঠির।
না করিব স্থিতি মোরা থাকিতে শরীর॥
সংকল্প করিলাম আমি কৃষ্ণের সাক্ষাতে।
যাইব অমরপুরী সুমেরুপর্ব্বতে॥
সংকল্প লঙ্ঘিলে হয় ব্রহ্মবধ ভয়।
অতএব কহি শুন তপস্বিতনয়॥
যে হকু সে হকু থাকে যায় বা জীবন।
যাইব বৈকুণ্ঠ পুরী যথা নারায়ণ॥
অশ্বত্থামা বলে কোথা দ্রুপদনন্দিনী।
যুধিষ্ঠির কন পথে ত্যজিল পরাণী॥
শুনি হাহাকার করি কান্দে দ্রোণসুত।
হাহা কৃষ্ণা সুবদনী রূপ গুণযুত॥
তবে গুরুপুত্রে বন্দিলেন সর্ব্বজন।
উত্তর মুখেতে যান পাণ্ডুর নন্দন॥
কত দূরে গঙ্গাতীরে দেখি নৃপবর।
পর্ব্বত রৈবত নামে অতিমনোহর॥
স্বর্গ মর্ত্যে দুর্ল্লভ বিচিত্র উপবন।
সেইত পর্ব্বতে আরোহেন পঞ্চ জন॥
রেবানামে পুণ্য নদী পর্ব্বতউপর।
অতিসুনির্ম্মল জল শোভে মনোহর॥
তীরে রেবানাথ বিষ্ণু মুর্ত্তি চতুর্ভুজ।
প্রণমেন যুধিষ্ঠির সহিত অনুজ॥

মণি মরকতে পুরী অতিশোভা করে।
চৌরাশী যোজন তার উপর বিস্তারে॥
বৃক্ষে অন্ধকার নাহি জানি দিবা রাতি।
তিন লক্ষ কিরাত কুৎসিত মূর্ত্তি অতি॥
নানা বর্ণে অস্ত্র ধরে প্রচণ্ড কিরণ।
মণি রত্নে বিভূষিত লোহিত বরণ॥
পিন্ধন গাছের ছাল তাম্র বর্ণ কেশ।
কর্ণে রামকড়ি সাজে ভয়ঙ্কর বেশ॥
ধনুর্ব্বাণ ধরি কোপে ধাইল গর্জিয়া।
পাণ্ডবে মারিতে আইসে ধনুর্ব্বাণ লৈয়া॥
কেহ মালশাঠ মারে কেহ দেয় লম্ফ।
কেহ অন্তরীক্ষে কেহ জলে দেয় ঝম্প॥
বাণ বৃষ্টি করিয়া করিল অন্ধকার।
ভাবেন না দেখি পথ পাণ্ডুর কুমার॥
মহাহিমে কাঁপে তনু পায় বাজে শিলা।
বিষণ্ণ হইয়া সভে ভাবিতে লাগিলা॥
তিন লক্ষ কিরাত করিল বাণবৃষ্টি।
প্রলয় কালেতে যেন সংহারিতে সৃষ্টি॥
সত্যবাদী পাণ্ডুপুত্র গোবিন্দসহায়।
একগুটি বাণ তার না লাগিল গায়॥
দেখিয়া কিরাতগণ অদ্ভুত মানিল।
এড়িয়া ধনুক বাণ নমস্কার কৈল॥
জিজ্ঞাসিল তোমাসব কোন মহাজন।
কিবা নাম কোথা ধাম কোথারে গমন॥
যুধিষ্ঠির বলেন শুনহ পরিচয়।
চন্দ্রবংশে জন্ম মম পাণ্ডুর তনয়॥
দ্বাপর হইল শেষ কলিআগমন।
স্বর্গপুরী যাই মোরা তথির কারণ॥
রাজার বচনে বলে কিরাতপ্রধান।
এই দেশে রাজা হও তুমি পুণ্যবান॥
স্বর্গসুখ পাবা ইথে শুনহ রাজন।
নিরন্তর তোমারে সেবিবে দেবগণ॥
তাসভারে মৃদু ভাষে বিদায় করিয়া।
স্বর্গপথে যান রাজা গোবিন্দ ভাবিয়া॥
যাইতে পর্ব্বতমধ্যে দেখেন রাজন।
করয়ে শিবের সেবা কিরাত ব্রাহ্মণ॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া ভাবিলেন মনে মনে।
বর মাগি নিলেন শঙ্করে পঞ্চ জনে॥
মহাশীতে হিমে ভেদি যান কত দূর।
সহদেব বীর পড়ি হাত হৈল চূর॥
অন্তকাল জানিয়া চিন্তিল নারায়ণ।
অবাক্য হইয়া পড়ি ছাড়িল জীবন॥

যুধিষ্ঠিরে জানাইল বৃকোদর বীর।
পর্ব্বতে পড়িল দেখ সহদেব ধীর ॥
পড়িল কনিষ্ঠ ভাই শুনহ রাজন।
দেখি শোকে কান্দিছেন ধর্ম্মের নন্দন ॥
কোথাকারে গেলা ভাই পরাণ আমার।
জ্যোতিষ শাস্ত্রের গুরু বুদ্ধির আধার ॥
মোসভারে ছাড়ি ভাই গেলা কোথাকারে।
বিপদে পড়িলে বুদ্ধি জিজ্ঞাসিব কারে ॥
পরম পণ্ডিত ভাই মন্ত্রি চূড়ামণি।
যার বুদ্ধে রাজ্য পাই কুরুগণে জিনি ॥
হেন ভাই ছাড়ি গেল এড়িয়া আমারে।
স্বর্গ না যাইব প্রাণ ছাড়ি শোকভরে ॥
এত বলি পড়ি রাজা আছাড় খাইয়া।
হায় সহদেব বলি ভূমি লোটাইয়া ॥
ভারত সমরে জয় কৈলা কুরুগণে।
শকুনিরে সংহারিলা সভাবিদ্যমানে ॥
দিগ জয় করিয়া করিলা মহাক্রতু।
মোরে এড়ি পর্ব্বতে পড়িলা কোন হেতু ॥
বিষম সঙ্কটে বনে পাইয়াছ ত্রাণ।
পর্ব্বতে পড়িয়া ভাই হারাইলা প্রাণ ॥
জননী কুন্তীর বড় তুমি প্রিয়তর।
হেন ভাই পর্ব্বতে রহিলা একেশ্বর ॥
ধবল পর্ব্বতে কৃষ্ণা কৃষ্ণ বিষ্ণুলোকে।
কে মম জানিবে দুঃখ কহিব কাহাকে ॥
দশ দিগ অন্ধকার দেখেন নয়নে।
স্থিরচিত্ত নৃপতি হৈলেন কতক্ষণে ॥
বৃকোদর বলে রাজা কহিবা আমাতে।
কোন পাপে সহদেব পড়িল পর্ব্বতে ॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে শুন সাবধান।
সহদেব জ্ঞাতা ভূত ভাবি বর্ত্তমান ॥
পাশাতে আমারে আবাহিল দুর্য্যোধন।
বিদ্যমান ছিল ভাই মাদ্রীর নন্দন ॥
হারিব জিনিব যেই ভাই তাহা জানে।
জানিয়া আমারে না করিল নিবারণে ॥
বারণাবতেতে যবে দিল পাঠাইয়া।
মোসভারে কপটে মারিতে পোড়াইয়া ॥
জানি না বলিল ভাই কুলের বিনাশ।
অধর্ম্ম হইল তেঁই পাপের প্রকাশ ॥
এই পাপে যাইতে নারিল স্বর্গপুরে।
শুন বৃকোদর ভাই জানাই তোমারে ॥
এত বলি যান রাজা করিয়া ক্রন্দন।
ভীমার্জ্জুন নকুল পশ্চাতে তিন জন ॥
পথমধ্যে সরোবর দেখি বিদ্যমান।
যুধিষ্ঠির তাতে করিলেন স্নান দান ॥
দেব ঋষি পিতৃলোকে করিয়া তর্পণ।
শুচি হৈয়া করিলেন স্বর্গ আরোহণ ॥
সহদেব দ্রৌপদী চলিল স্বর্গপুরে।
ভেটিল গোবিন্দে অতিসানন্দ অন্তরে ॥
জ্ঞাতি গোত্রগণ সঙ্গে হইল মিলন।
যুধিষ্ঠির পথ চাহি আছে সর্ব্বজন ॥
ভারত পঙ্কজে রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে বিরচিল কাশীদাস ॥

অথ চন্দ্রকালী পর্ব্বতে নকুলের
ও নন্দিঘোষ পর্ব্বতে অর্জ্জুনের
দেহত্যাগ।

মুনি বলে শুনহ নৃপতি জনমেজয়।
চলেন উত্তর মুখে পাণ্ডুর তনয় ॥
যাইতে উত্তর মুখে দেখেন রাজন।
সরোবর তীরে লিঙ্গ অতিসুশোভন ॥
গঙ্গার সদৃশ দেখি সুনির্ম্মল জল।
কোকনদ প্রফুল্ল সহস্র শতদল ॥
সরোবর আছে শত যোজন বিস্তার।
জল দেখি নৃপতির আনন্দ অপার ॥
মৃগ পক্ষী হংস চক্র বিহরে বিস্তর।
ভ্রমর ঝঙ্কারে বনে জলে জলচর ॥
অপরূপ দেবের দুর্লভ সেই স্থান।
বসন্ত পবন মত্ত কোকিলের গান ॥
পদ্মে আচ্ছাদিত সর নাহি দেখি নীর।
নিত্য স্নান হয় যাতে সদা ইন্দ্রাণীর ॥
সেই সরোবরে স্নান করি চারি জন।
শোক দুঃখ ছাড়ি কিছু স্থির হৈল মন ॥
তাহার পশ্চিমে গিরি চন্দ্র কালী নাম।
স্ফটিক নির্ম্মল দীপ্ত চন্দ্রের সমান ॥
ভুবনের সার সে পর্ব্বত সুশোভন।
তাহাতে পাণ্ডব করিলেন আরোহণ ॥
হিমে অঙ্গ জর২ গিয়া হিমালয়।
তাহে উঠি পাণ্ডব করেন জয়২ ॥
ধীরে২ হিমে যান পদ নাহি চলে।
ঋষি মুনি তপস্বি দেখেন গঙ্গাকূলে ॥
ষোড়শ সহস্র লিঙ্গ দেখি পঞ্চানন।
ভক্তিভাবে প্রণাম করেন চারি জন ॥

বিচিত্র মণ্ডপ নানা দেবের আবাস।
ঋষি মুনি জপ তপ করে চারি পাশ॥
নৃসিংহের মূর্ত্তি দেখে পর্ব্বতউপরে।
দেবকন্যাগণ তাতে নিত্য পূজা করে॥
চারি ভাই প্রণাম করেন তাঁর পায়।
নৃসিংহ উদ্ধার কর ঘন বলে রায়॥
হিরণ্যকশিপু মারি করিলা প্রসাদে।
স্বর্গপথে পাণ্ডবে রাখিবা অপ্রমাদে॥
অভয় নৃসিংহ নাম যে করে স্মরণ।
জলে স্থলে ভয় তার নাহি কদাচন॥
এত বলি বর মাগি নৃসিংহের ঠাঁই।
বিষাদ সন্তাপ শোকে যান চারি ভাই॥
কত দূরে দেখিলেন গিরি মনোহর।
নানা ঋতু বিরচিত প্রবাল পাথর॥
পশ্চাৎ করিয়া গিরি চলেন উত্তরে।
হিমেতে মন্থর পদ চলিতে না পারে॥
নকুলের অঙ্গে পড়ে শোণিত বহিয়া।
পর্ব্বতে পড়িল বীর আছাড় খাইয়া॥
গোবিন্দ চিন্তিয়া চিত্তে ত্যজিল পরাণ।
স্বর্গপুরে প্রবেশিল কৃষ্ণবিদ্যমান॥
ধর্ম্মেরে কহিল তবে ভীম মহামতি।
পড়িল নকুল বীর শুন নরপতি॥
পাছে দেখি ধর্ম্মরাজ ভাবিলেন চিতে।
ছয় জনমধ্যে তিন রহিল পর্ব্বতে॥
তিন লোকে দুর্জ্জয় নকুল মহাবীর।
যাহার সংগ্রামে দেবাসুর নহে স্থির॥
হেন ভাই পড়ে মম পর্ব্বতউপরে।
কোন সুখে কি বলিয়া যাব স্বর্গপুরে॥
কৌরব সহিত যুদ্ধ করিল অপার।
হেন ভাই ছাড়ি গেল না দেখিব আর॥
তাপের উপরে তাপ শোকে মহাশোক।
কাহারে কহিব দুঃখ হরি পরলোক॥
যাম্যদিগ যেই ভাই জিনিয়া সকলে।
যজ্ঞ করিবার কালে ধন আনি দিলে॥
স্বর্গে নাহি গেলা ভাই পড়িলা পর্ব্বতে।
তোমার বিচ্ছেদে প্রাণ ধরিব কিমতে॥
কান্দিয়া জিজ্ঞাসে ভীম নৃপতির স্থানে।
কোন পাপে নকুল পড়িল এইখানে॥
যুধিষ্ঠির কন শুন ভাই বৃকোদর।
কুরুক্ষেত্রে হৈল যবে ভারত সমর॥
কর্ণের সমর হৈল আমার সহিতে।
সেইকালে নকুল আছিল মম ভিতে॥
কর্ণের সংগ্রামে যবে মোর বল টুটে।
সহায় সে না হইল সে বিষম সঙ্কটে॥
যুদ্ধ না করিল ভাই আমার রক্ষণে।
এই পাপে পর্ব্বতে পড়িল পরিণামে॥
এত বলি যুধিষ্ঠির কান্দিতে২।
চলেন উত্তর মুখে ভাবিতে গণিতে॥
কত দূর মহাহিমে যান তিন জন।
নন্দিঘোষ গিরি করিলেন আরোহণ॥
পদ্মরাগে বিরাজিত গিরি মনোহর।
নানা জাতি নর নারী পরম সুন্দর॥
মণি বিভূষিত যত দেবের বসতি।
সেবা কৈলে অক্ষয় অব্যয় হয় গতি॥
তিন ভাই করি তথা গোবিন্দ পূজন।
যোড় হাতে করিলেন কৃষ্ণের স্তবন॥
ভক্তিভাবে স্তুতি করি হয়ে কৃতাঞ্জলি।
জলপান করি যান হৈয়া কুতূহলী॥
ভয়ঙ্কর নন্দীঘোষ পর্ব্বত বিশাল।
হিমাগমে মহাশীত বহে সর্ব্বকাল॥
পশু পক্ষী গাছ লতা নাহি সেই দেশে।
হিমের প্রতাপে নাশ হৈয়াছে বিশেষে॥
হিম ভেদি অর্জ্জুনের হরিল বিজ্ঞান।
গোবিন্দ ভাবিয়া চিত্তে ত্যজেন পরাণ॥
দেবাসুরে দুর্জ্জয় সে পার্থ মহাবীর।
পতনে পর্ব্বত কম্প পৃথিবী অস্থির॥
উল্কাপাত ঘোর বহে প্রলয়ের ঝড়।
ভল্লূক বরাহ গণ্ডা যত হস্তী ঘোড়॥
ভীমসেন বলে শুন ধর্ম্মের নন্দন।
পর্ব্বতে পড়িয়া পার্থ ত্যজিল জীবন॥
যার পরাক্রমে যক্ষ নর নহে স্থির।
হেন ভাই পড়ে শুন রাজা যুধিষ্ঠির॥
প্রাণ দিল নন্দিঘোষ পর্ব্বতউপরে।
এত বলি বৃকোদর কান্দে হাহাকারে॥
চমৎকার চিত্ত হৈয়া চান ধর্ম্মরাজ।
না চলে চরণ চক্ষে নাহি দেখে কায॥
ভারত পঙ্কজে রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে বিরচিল কাশীদাস॥

অথ যুধিষ্ঠিরের বিলাপ।

ত্রিপদী।

ভীমের বচন শুনি শোকে ধর্ম্ম নৃপমণি
কান্দিছেন বিলাপ করিয়া।

হাহাকার ঘন মুখে চাপড় মারিয়া বুকে
পর্ব্বতে পড়েন লোটাইয়া ॥
হায় পার্থ মহাবল পাণ্ডবের বুদ্ধি বল
পর্ব্বতে পড়িলা কি কারণে।
স্বর্গপুরে আরোহণ না হইল বিলক্ষণ
প্রাণ দিব তোমার বিহনে ॥
ত্রিভুবন কৈলে জয় মহাবীর ধনঞ্জয়
নররূপে বিষ্ণু অবতার। [জিনি
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী কৌরব বাহিনী
মোরে দিলা রাজ্য অধিকার ॥
রাজসূয় যজ্ঞ কালে জিনি নিজ বাহুবলে
করিলা উত্তর দিক্ জয়।
শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা নিয়া সুরাসুর পুরী গিয়া
নিমন্ত্রিয়া আনিলা সভায় ॥
স্বর্গে যত দেবগণ হইয়া সাদর মন
দিল অস্ত্র মন্ত্রের সহিতে।
তাহাতে সর্ব্বত্র জয় করিলা শাত্রবক্ষয়
তব তুল্য নাহি পৃথিবীতে ॥

লঘু ত্রিপদী।

প্রবেশি কাননে দেব পঞ্চাননে
তুষিলা বাহুযুদ্ধেতে।
মারিলা অজস্র কিরাত সহস্র
একা তুমি কাননেতে ॥
অমর সোসর জিনিলা শঙ্কর
ম্লেচ্ছ কিরাতের দেশ।
হৈয়া হৃষ্ট চিত অস্ত্র পাশুপত
দিল প্রভু ব্যোমকেশ ॥
কালকেয়আদি যত সুরবাদী
হেলায় করিলা নাশ।
যত দেবচয় করিলা অভয়
পূরাইয়া অভিলাষ ॥
তাহে দেবঅস্ত্র পাইলা সমস্ত
তোমার অজেয় নাই।
আর ধনুঃশর দিল বৈশ্বানর
খাণ্ডব দহিলা ভাই ॥
জিনি দেবগণ দৈত্য অগণন
অগ্নিরে সন্তোষ কৈলে।
ছাড়ি যাও তুমি কিসে জীব আমি
প্রাণ দিব শোকজালে ॥
প্রাণাধিক বীর ত্যজিলা শরীর
নন্দিঘোষ গিরিবরে।
আমি পুনর্ব্বার না দেখিব আর
পড়িনু শোকসাগরে ॥
ভারত সমরে কর্ণ মহাবীরে
বিনাশিলা ভীষ্ম দ্রোণে।
যাহার সহায় যার ভরসায়
প্রবল কৌরবগণে ॥
তুমি মম প্রাণ বীরের প্রধান
সব শূন্য তোমাবিনে।
মহাবীর তুমি ঘন ডাকি আমি
উত্তর না দেহ কেনে ॥
নিদ্রা যাহ সুখে আমি মরি শোকে
উঠিয়া উত্তর দেহ।
কুরুগণে জিনি লই রাজধানী
তাহার যুকতি কহ ॥
রাজা ভূমি পড়ি যান গড়াগড়ি
না বান্ধেন কেশপাশ।
ভারত সঙ্গীত শ্রবণে অমৃত
বিরচিল কাশীদাস ॥

অথ সোমেশ্বর পর্ব্বতে ভীমের তনু ত্যাগ ও যুধিষ্ঠিরের বিলাপ।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন কুরুবীর।
অর্জ্জুনের শোকে কান্দিলেন যুধিষ্ঠির ॥
বৃকোদর বলে শুন ধর্ম্মঅধিপতি।
কোন পাপে পড়িল অর্জ্জুন মহামতি ॥
ভূপতি বলেন শুন পবনতনয়।
আমাহৈতে দ্রৌপদীর বশ ধনঞ্জয় ॥
মোরে হেয়জ্ঞান তার ছিল মনোগতে।
এই হেতু পার্থ বীর পড়িল পর্ব্বতে ॥
এত বলি দুই জনে বিষণ্ণ বদনে।
চলেন উত্তর মুখে চিন্তে নারায়ণে ॥
বৃকোদর বলে তবে হইয়া আকুল।
চল রাজা দুই জনে যাই সুরকুল ॥
এত বলি গঙ্গাকূলে যান দুই জন।
চারি ক্রোশহইতে শুনি স্বর্গের বাজন ॥
উঠেন পর্ব্বতে দুই পাণ্ডুর নন্দন।
ছয় জন মধ্যেতে আছেন দুই জন ॥
শতেক যোজন সেই প্রমাণে উণ্ডিত।
বিবিধ বৃক্ষের মূল রতন মণ্ডিত ॥

ছায়া হিমাগম সুশীতল অনুপম।
তার তলে দুই ভাই করেন বিশ্রাম॥
কতক্ষণ বসি পুনঃ করেন গমন।
যাইতে দেখেন রাজা নদী সুশোভন॥
রেবা নামে নদী সেই পাপবিনাশিনী।
স্বর্গহৈতে নামে তাহে ত্রিপথগামিনী॥
নানা রত্নে বিরচিত দুই কূল তার।
দেখিতে সুন্দর নদী মহিমা অপার॥
স্নান দান করিলেন ধর্ম্ম মহাবল।
দুই ভাই উদ্দেশে দিলেন কুশ জল॥
স্বর্গপথ গমনে দুর্গমে হৈয়া পার।
সোমেশ্বর নামে গিরি উত্তরে তাহার॥
নানা রত্নময় গিরি দেখিতে সুন্দর।
সুবর্ণের শৃঙ্গ মণি মাণিক্য পাথর॥
অতিশয় অপূর্ব্ব পর্ব্বত সুশোভন।
চন্দ্র সূর্য্য সমাগম গ্রহ তারাগণ॥
সঙ্কল্প করিয়া রাজা যান এক চিত্তে।
না জানেন ভূমণ্ডল আছে কোন ভিতে॥
তার জলে নরপতি করেন তর্পণ।
তুষ্ট মনে পঞ্চাননে পূজেন রাজন॥
পুণ্যহেতু চলিলেন স্বর্গের উপর।
দর্শন করেন রাজা শিব সোমেশ্বর॥
কীট পক্ষী কৃমিআদি তথা যদি মরে।
রুদ্ররূপ হৈয়া তারা যায় স্বর্গপুরে॥
কিন্নর গন্ধর্ব্ব তথা গান করে নিত্য।
সহস্রেক সোমকন্যা করে বাদ্য নৃত্য॥
সোমেশ্বর পূজিলেন করি নমস্কার।
বর চান মর্ত্ত্যে জন্ম নাহকু আমার॥
এত বলি স্তুতি করি আর প্রণিপাত।
শিবের প্রসাদে পুষ্প পান পারিজাত॥
পুষ্পমালা অঙ্গে শোভা পাইল রাজার।
হরষিত নারীগণ জয়জয়কার॥
প্রশংসা করিয়া কহে সোমকন্যাগণ।
সুললিত স্বরে কহে মধুর বচন॥
পুণ্যহেতু ভূপতি আইলা এত দূরে।
এক বোল বলি রাজা শিবের মন্দিরে॥
সোমেশ্বর রাজ্যে তুমি হও দণ্ডধর।
যাবত থাকিবে পৃথ্বী চন্দ্র দিবাকর॥
মোসভার স্বামী হৈয়া থাকহ আনন্দে।
স্বর্গসুখ পাবা অন্তে দেখিবা গোবিন্দে॥
মর্ত্ত্যে রাজা হয়ে তুমি পাইলে বড় দুঃখ।
সোমেশ্বর পুরে থাকি পাবা স্বর্গসুখ॥

ছয় জন মধ্যেতে আছহ দুই জন।
যাইতে হইবে পথে ভীমের মরণ॥
একক যাইবা স্বর্গে কোন সুখহেতু।
যে বিচার আইসে আজ্ঞা কর ধর্ম্মসেতু॥
কন্যাগণ বচনে বিস্মিত যুধিষ্ঠির।
আশ্বাসিয়া বলেন বচন সুগভীর॥
অনুচিত কিকারণে বল কন্যাগণ।
আশীর্ব্বাদ কর যেন দেখি নারায়ণ॥
শুনিয়া রাজার মুখে নিষ্ঠুর ভারতী।
কন্যাগণ গেল তবে যে যার বসতি॥
সোমেশ্বর বন্দি রাজা চলেন উত্তরে।
মহা হিম ভেদিলেক বীর বৃকোদরে॥
সোমেশ্বর পার হৈতে নারে প্রাণপণে।
ভেদিল শরীর বীর পড়িল অজ্ঞানে॥
পর্ব্বত পড়িল যেন পর্ব্বতউপর।
ভীমসেন পড়ে কম্প হয় ধরাধর॥
সমুদ্রে সুমেরুগিরি যেন দিল ঝম্প।
কূর্ম্মপৃষ্ঠে থাকিয়া বাসুকি হৈল কম্প॥
পড়িলেন বৃকোদর পর্ব্বত বিশালে।
চলাচল কম্পমান সাগর উথলে॥
বাসুকি এড়িল বিষ যোদ্ধা এড়ে বাণ।
চমকিত পশু পক্ষী ছাড়িল পরাণ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে হইল চমৎকার।
চারি দিগে সাট লাগে লঙ্কার দুয়ার॥
ইন্দ্র শঙ্কা পান স্বর্গে বিষম আস্ফালে।
ভূমিকম্প উল্কাপাত গগণমণ্ডলে॥
প্রচণ্ড পবন বহে নির্ঘাত দুর্ব্বার।
শব্দে সেতুবন্ধ হৈল তরঙ্গ গঙ্গার॥
ঋষি মুনি তপস্বির ভাঙ্গিলেক ধ্যান।
বন এড়ি পশু ধায় লইয়া পরাণ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে লাগিল চমৎকার।
বৃকোদর পড়ে খণ্ডাইয়া ক্ষিতিভার॥
যুধিষ্ঠির দেখেন পড়িল ভীম ভাই।
মুর্চ্ছিত হইয়া শোকে পড়েন তথাই॥
কত ক্ষণে চেতন পাইয়া নৃপবর।
হাহাকার করিয়া ডাকেন বৃকোদর॥
মরিবারে কৈলা ভাই স্বর্গআরোহণ।
প্রাণের অধিক ভাই অতুল বিক্রম॥
সংসার হইল শূন্য তোমার বিহনে।
শুনি বড় ভয় পাইল গিরিবাসিগণে॥
যার পরাক্রমে তিন লক্ষ হাতি মরে।
হেন ভাই পড়ে মম পর্ব্বতউপরে॥

কারে লৈয়া যাব স্বর্গে দেখিতে মুরারি।
কেবা জিজ্ঞাসিবে পথে বচন চাতুরী ॥
কে আর তারিবে বনে দুষ্ট দৈত্য হাতে।
কে আর করিবে গর্ব্ব কৌরব মারিতে ॥
কিবা লৈয়া যাব স্বর্গে দেখিতে মুরারি।
তাই সব মরে মম বৃথা প্রাণ ধরি ॥
যবে জতুগৃহ কৈল দুষ্ট দুর্য্যোধন।
পাপ পুরোচন পুরী করিল দাহন ॥
চলিতে না পারি সুড়ঙ্গের পথ ঘোরে।
পঞ্চ জনে লয়ে ভাই গেলা একেশ্বরে ॥
হিড়িম্বেরে মারিয়া হিড়িম্বা কৈলা বিভা।
কত দৈত্য পলাইল দেখি তব প্রভা ॥
ব্রাহ্মণেরে রক্ষা কৈলা বিনাশিয়া বকে।
লক্ষ রাজা জিনিয়া লভিলা দ্রৌপদীকে ॥
ইন্দ্রপ্রস্থে রাজা হইনু তোমার প্রতাপে।
মরিল কীচক বীর তব বীরদাপে ॥
বিরাটেরে মুক্ত কৈলা সুশর্ম্মার ঠাঁই।
মম বাক্য বিনা কিছু না জানিতা ভাই ॥
জরাসন্ধবধ কৈলা মগধপ্রধান।
জটাসুর মারি বনে কৈলা পরিত্রাণ ॥
নিক্ষত্রা করিলা ক্ষিতি ভারত সমরে।
মম সঙ্গে আইলা যাইতে সুরপুরে ॥
তবে কেন এড়ি মোরে পড়িলা পর্ব্বতে।
উত্তর না দেহ কেন ডাকি স্নেহমতে ॥
পর্ব্বতে পড়িলা ভাই ছাড়িয়া আমারে।
কে পথ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিবে বারে বারে ॥
বনবাসে বঞ্চিলাম তোমার সাহসে।
আটাশী সহস্র দ্বিজ ভুঞ্জে মৃগমাংসে ॥
কিম্মীরাদি বিনাশ করিলা ঘোরবনে।
যুদ্ধ দেখি দ্রৌপদী সন্তুষ্টা হৈল মনে ॥
আমরা নিদ্রিত হৈলে থাকিতে জাগিয়া।
আমারে ত্যজিয়া কেন রহিলা শুইয়া ॥
বড় দুঃখ দিয়া গেলা আমার অন্তরে।
উঠহ প্রাণের ভাই আইস করি কোলে ॥
মম বাক্যবশ ভাই মম বাক্যে স্থিত।
তোমা সভা বিনা ভাই জীতে মৃত্যুবত ॥
যে কালে আইনু ধৃতরাষ্ট্র ভেটিবারে।
অন্ধের আছিল ক্রোধ তোমা মারিবারে ॥
গোবিন্দ রাখেন তোমা লোহভীম দিয়া।
হেন ভাই নিদ্রা যায় পর্ব্বতে পড়িয়া ॥
এত বলি ভূপতি কান্দেন উচ্চস্বরে।
চারি ভাই ভার্য্যা ভাবি আকুলঅন্তরে ॥
লক্ষ্মণ পড়িল যবে রাবণের শেলে।
ক্রন্দন করেন রাম ভাই লৈয়া কোলে ॥
সেইমত কান্দিলেন ভীমে লৈয়া কোলে।
হিমে তনু কাঁপে কান্দিছেন উত্তরোলে ॥
প্রবোধ করিবে আর নাহি হেন জন।
ধর্ম্মরাজ করিলেন অরণ্যে রোদন ॥
জননীরে স্মরিয়া কহেন শোক পাই।
এ হেন দুঃখিরে কেন গর্ভে দিলা ঠাঁই ॥
শৈশবে মরিল পিতা না পড়ি সে শোকে।
পিতামহ ভীষ্ম দেব পালিল সভাকে ॥
হিংসাহেতু বিষলাড ভীমে খাওয়াইল।
পাপ দুর্য্যোধন যবে ভাসাইয়া দিল ॥
উদ্দেশ না পাই কান্দে জননী আমার।
সাত দিন পিতামহ কৈল অনাহার ॥
অনন্ত করিয়া কৃপা দিল প্রাণদান।
তাতে না মরিলা ভাই পাইলা হে ত্রাণ ॥
দেখিবারে গোবিন্দে আইলা স্বর্গপুরী।
না পাইলা দেখিতে সে প্রসন্ন শ্রীহরি ॥
হায় বীর পার্থ কৃষ্ণা সুন্দর নকুল।
হায় সহদেব বীর বিক্রমে অতুল ॥
তোমা সভা বিনা প্রাণ না রহে আমার।
তোমা সভাকারে চক্ষে না দেখিব আর ॥
হায় বিধি মম ভাগ্যে কি আছে না জানি।
মম কর্ম্মে এত দুঃখ লিখিলা আপনি ॥
কোন জন্মে আমার আছিল কোন পাপ।
সেকারণে দহে তনু শোকেতে সন্তাপ ॥
কি করিনু কি হইল আর কিবা হয়।
এত বলি কান্দিলেন ধর্ম্মের তনয় ॥
হায় কুন্তী পাণ্ডু পিতা কোথা গেলা ছাড়ি।
হায় দুর্য্যোধন অন্ধ বিদুর গান্ধারি ॥
হায় ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণ পাঞ্চাল কুমারি।
তোমা সভাকার শোক সহিতে না পারি ॥
হায় ভীমার্জ্জুন হায় মাদ্রীপুত্র দুই।
হায় কৃষ্ণা প্রাণপ্রিয়া তুমি গেলা কোই ॥
এক দণ্ড কোথাহ না যাইতে আজ্ঞা বিনে।
তবে আমা একা রাখি ছাড়ি গেলা কেনে ॥
সব দুঃখ যায় যদি পাপআত্মা ছাড়ি।
এত বলি কান্দিছেন ভূমিতলে পড়ি ॥
কতক্ষণে স্থির হৈয়া ধর্ম্মের তনয়।
ক্রন্দন সঙ্কলি রাজা ভাবেন হৃদয় ॥
কোন পাপে বৃকোদর স্বর্গ নাহি গেল।
এই কথা যুধিষ্ঠিরের মনেতে হইল ॥

মিথ্যা বলি দ্রোণ গুরু বিনাশিলা রণে।
স্বর্গ নাহি গেলা ভাই ইহার কারণে॥
এই চিন্তা করি রাজা ভাবিত অন্তরে।
একান্তে গোবিন্দ চিন্তি চলেন উত্তরে॥
ভারত পঙ্কজে কবি মহামুনি ব্যাস।
যাহার চরিত্র তিন ভুবনে প্রকাশ॥
ভীমের প্রয়াণ যেবা শুনে শুদ্ধভাবে।
পরম কৃষ্ণের পদ সেই জন পাবে॥
কাশীদাস দেব কহে গোবিন্দ ভাবিয়া।
তরিবে শমন দায় শুন মন দিয়া॥

### অথ যুধিষ্ঠিরের সহিত বিপ্ররূপী ইন্দ্রের ও কুক্কুররূপী ধর্ম্মের সংবাদ।

মুনি বলে শুনহ নৃপতি জনমেজয়।
উত্তরাস্যে চলিলেন ধর্ম্মের তনয়॥
কত দূরে দেখ গন্ধমাদন পর্ব্বত।
যাহার সৌরভ যায় যোজনেক পথ॥
তাতে উঠি শুনিলেন স্বর্গের বাজনা।
ভূপতি করেন মনে পূরিল কামনা॥
স্বর্গের দুর্ল্লভ ভোগ সেই গিরিবরে।
আরোহণ করিলেন হরিষঅন্তরে॥
পর্ব্বতে দেখেন তবে ধর্ম্মের তনয়।
অপূর্ব্ব মহেশলিঙ্গ মরকতময়॥
অত্যন্ত নির্জন স্থান লোক মনোহর।
কোটি চন্দ্র জিনিয়া উজ্জ্বল মহেশ্বর॥
হীরা মণি মাণিক্যে মন্দির অনুপম।
দেখি রাজা ভক্তিভাবে করেন প্রণাম॥
ভ্রাতৃশোকেভার্য্যাশোকেজ্ঞাতিপুত্রশোকে।
কর যোড়ে স্তব স্তোত্র করেন সংমুখে॥
হরিহর এক তনু ভিন্ন কভু নয়।
হরিভক্ত মোরে হর হবেন সদয়॥
এত বলি বর মাগি যান ধীরেধীরে।
কতকালে পার হব দুঃখের সাগরে॥
বিষাদ ভাবেন মনে ধর্ম্মের নন্দন।
কারে লৈয়া যাব আমি এ স্বর্গ ভুবন॥
কে মোরে করাবে দেখা কৃষ্ণের সহিতে।
হিমে যদি যায় তনু তরি দুঃখহৈতে॥
বংশক্ষয় করিলাম স্বর্গে আরোহিয়া।
চারি ভাই ভার্য্যা বনে রহিল পড়িয়া॥
পৃথিবীতে আমি কত করিলাম পাপ।
কোন মুনি দেব ঋষি দিল মোরে শাপ॥
কান্দেন ভূপতি স্মরি দ্রৌপদী সুন্দরী।
হেনকালে আইল যত গন্ধর্ব্বের নারী॥
কন্যাগণ বলে রাজা কান্দ কিকারণ।
দ্বিতীয় স্বর্গের সম এ গন্ধমাদন॥
স্বর্গে আসি কান্দ কেন কহ বিবরণ।
এ স্থানে না হয় কেহ দুঃখের ভাজন॥
কন্যাগণবাক্য শুনি কন নৃপবর।
চারি ভাই ভার্য্যা মৈল পর্ব্বতউপর॥
ছয় জনমধ্যে আমি আছি এক জন।
মহাহিমে স্বর্গ পথে মৈল পঞ্চ জন॥
মহাবীর ভাই ভার্য্যা না দেখিব আর।
এইহেতু কান্দি কন্যে শুন সমাচার॥
রাজার বচন শুনি কন্যাগণ হাসে।
প্রবোধ বচন কিছু কহে মৃদুভাষে॥
ভাবিত না হও রাজা ভার্য্যা ভ্রাতৃশোকে।
তব অগ্রে তারা সব গেছে স্বর্গলোকে॥
কি কারণে কান্দ রাজা হৈয়া বিচক্ষণ।
স্বর্গেতে সভার সঙ্গে হইবে মিলন॥
স্বর্গপথে আসিতে পড়িল রাজা সব।
তারা সব আগে গেল শুনহ পাণ্ডব॥
উপেন্দ্র জলেন্দ্র ইন্দ্র যোগেন্দ্রের প্রায়।
তুমি মহারাজ তেঁই আইলা এথায়॥
আর এক বাক্য রাজা শুন সাবধানে।
এত দূরে আইলা তুমি পুণ্যের কারণে॥
মনুষ্যের শক্তি নাহি এত দূর আইসে।
অতএব এক বাক্য বলি যে বিশেষে॥
রাজা হৈয়া থাক গন্ধমাদন পর্ব্বতে।
স্বর্গের অধিক সুখ ভুঞ্জ আনন্দেতে॥
যুধিষ্ঠির বলিছেন শুন কন্যাগণ।
কৃষ্ণের আজ্ঞায় করি স্বর্গআরোহণ॥
সংকল্প করিনু আমি অবনীভিতর।
রাজ্য না করিব যাব অমরনগর॥
প্রাণতুল্য ভাই ভার্য্যা পড়িল বিষাদে।
কি কার্য্য রাজ্যেতে মম বিপুল সম্পদে॥
এত শুনি নিবৃত্ত হইল কন্যাগণ।
যুধিষ্ঠির করিলেন স্বর্গ আরোহণ॥
কত দূরে দেখিলেন কিন্নরের পুরী।
পদ্মিনী রমণীগণ আর বিদ্যাধরী॥
যুধিষ্ঠিরে বলে তুমি কোন পুণ্যবান।
আলিঙ্গন দিয়া রাখ মোসভার প্রাণ॥

আমা সভাকার স্বামী হও মহামতি।
যাচক হইয়া বলে যতেক যুবতী ॥
পুরুষ নাহিক রাজা রাজ্যেতে আমার।
তুমি রাজা হও দাসী হইব তোমার ॥
অকাল মরণ নাহি জরা মৃত্যু ভয়।
নানা সুখ পাবা রাজা জানহ নিশ্চয় ॥
অবশেষে মহামন্ত্র শিখাব তোমারে।
শীত ভেদি অনায়াসে যাবা সুরপুরে ॥
শুনি কন্যাগণ বাক্য বলেন রাজন।
সুখ অভিলাষ নাহি করে মম মন ॥
আশীর্ব্বাদ কর মোরে দেবকন্যাগণ।
স্বর্গপুরে গিয়া যেন দেখি নারায়ণ ॥
দ্বাপরের শেষ হৈল কলিঅবতার।
সত্য ধর্ম্মবিবর্জিত অতিঅনাচার ॥
সেকারণে যাই স্বর্গে ইন্দ্রের ভুবন।
করিলেন শ্রীমুখে অনুজ্ঞা নারায়ণ ॥
করিয়াছি সংকল্প যাইব স্বর্গপুরী।
ইহা জানি ক্ষমা মোরে কর সব নারী ॥
কন্যাগণ বলে রাজা তুমি মূঢ় জন।
কি ফল পাইবা স্বর্গে দেখি নারায়ণ ॥
হেতা ফল কত পাবা কি কব তোমারে।
না শুনিয়া নরপতি চলেন উত্তরে ॥
লিঙ্গালয় গিরি পাইলেন মনোহর।
নারীগণ আইসে তথা পূজিতে শঙ্কর ॥
ত্রিভুবনসার বিশ্বকর্ম্মা বিরচিত।
চতুর্দ্দশ সহস্র শিবের লিঙ্গ স্থিত ॥
পরম সুন্দর গিরি কি কহিতে পারি।
সুমেরু কৈলাশ জিনি মহেশের পুরী ॥
বিচিত্র নগর ঘর অতিমনোরম।
কন্যাগণ আইসে নিত্য শিবের আশ্রম ॥
শুক্ল বস্ত্র পরিধান চন্দ্রসম কান্তি।
রূপ দেখি মুনির মানসে হয় ভ্রান্তি ॥
নানা অলঙ্কার শোভা ত্রৈলোক্যমোহিনী।
মুখপদ্ম করপদ্ম সকল পদ্মিনী ॥
বিচিত্র চম্পক দাম শোভিত গলায়।
কেহ২ নৃত্য করে কেহ গীত গায় ॥
যুধিষ্ঠির নৃপতি আইসেন সেই পথে।
পাদ্য অর্ঘ্য লৈয়া আইলতাঁহার সাক্ষাতে ॥
ঋষি মুনিগণ শুনি ধর্ম্মের প্রয়াণ।
দেখিবারে আইল সভে আনন্দবিধান ॥
পৃথিবীর রাজা হেথা আইল পুণ্যভাগ্যে।
ঝটিতি আইল সভে যুধিপরআগে ॥

দেব ঋষিগণ আসি করিল সম্ভাষ।
অন্ধকার ঘুচিল হইল সুপ্রকাশ ॥
প্রণাম করেন রাজা ঋষি মুনিগণে।
নৃপতিরে আশীর্ব্বাদ কৈল সর্ব্বজনে ॥
শোভা পায় পর্ব্বতে বৈতরণী সরিৎ।
অতিঅপরূপ তীর নীর সুললিত ॥
পর্ব্বতে বেষ্টিত জল অতিসুশোভন।
অষ্টাশী তপস্বী তপ করে অনুক্ষণ ॥
ক্রীড়া করে জলেতে বিবিধ জলচর।
সুন্দর কনকপদ্ম ফুটে নিরন্তর ॥
অষ্টাশী সহস্র ঋষি দেখি অনুপম।
যোড় হাতে নরপতি করেন প্রণাম ॥
যুধিষ্ঠিরে দেখিয়া প্রশংসে মুনিগণ।
ধন্য ধন্য রাজা তুমি হরিপরায়ণ ॥
তোমা সম পুণ্যবান নাহি ত্রিভুবনে।
স্বকায় লইয়া আইলা অমরভুবনে ॥
এইত বৈতরণী নদী পরম নির্ম্মল।
উত্তরহইতে বহে দক্ষিণমণ্ডল ॥
দক্ষিণ শমনপুরে বড়ই তরঙ্গ।
পাপী পার হৈতে নারে দেখি দেয় ভঙ্গ ॥
মর্ত্ত্যেতে গোদান করে যেই পুণ্যজনে।
সুখে পার হৈয়া যায় নৌকাআরোহণে ॥
ভূপতি বলেন আমি পাপী নরাধম।
মুনিগণ বলে তুমি মহাপুণ্যতম ॥
এত বলি মুনিগণ কৈবর্ত্ত ডাকিয়া।
নৃপতিরে পার কৈল নৌকা আরোহিয়া ॥
ঋষিগণে বন্দি রাজা হৈয়া নদীপার।
পুণ্যহেতু দেখিলেন স্বর্গের দুয়ার ॥
চন্দ্র সূর্য্য দেবগণ দেখেন প্রত্যেক।
স্বর্গআরোহণ হৈতে আছে যোজনেক ॥
পার হৈয়া বৃক্ষতলে বৈসি নরেশ্বর।
স্বর্গ দেখি হইলেন চিন্তিত অন্তর ॥
অদ্ভুত স্বর্গের দ্বার দেখি বিদ্যমান।
নানা ঋতু বিরাজিত প্রবাল পাষাণ ॥
হাতে অস্ত্র দ্বারপাল চৌদিগে বেষ্টিত।
কত লক্ষ পুণ্যবান হয়েছে বারিত ॥
ইন্দ্রআজ্ঞা বিনা দ্বারী দ্বার নাহি ছাড়ে।
বুকে২ দাণ্ডাইয়া আছে করযোড়ে ॥
যুধিষ্ঠিরে দেখিয়া লইল আগু সরি।
দ্বারপালগণ কহে করযোড় করি ॥
তোমার জনক পূর্ব্বে পাণ্ডু নরপতি।
মৃগ ঋষি শাপে তাঁর না হৈল সন্ততি ॥

বিমুখ হইয়া রাজা সংসারের সুখে।
কুন্তী মাদ্রী ভার্য্যা সহ আইল এথাকে॥
অপুত্রক হেতু ইন্দ্র আজ্ঞা নাহি দিল।
এথাহৈতে পুন তিহোঁ মর্ত্যপুরে গেল॥
দেবহৈতে জন্ম হৈল তোমা পঞ্চ ভাই।
পুত্রবান হইয়া বৈকুণ্ঠে পাইল ঠাঁই॥
তার ক্ষেত্রে জন্ম তব ধর্ম্মের ঔরসে।
তুমি মহাধর্ম্মশীল জানি সবিশেষে॥
মুহূর্ত্তেক বৈস রাজা শূন্য সিংহাসনে।
ইন্দ্রে জানাইয়া স্বর্গে লব এইক্ষণে॥
দ্বারপাল গিয়া বার্ত্তা দিল পুরন্দরে।
যুধিষ্ঠির আইলেন স্বর্গের দুয়ারে॥
শুনিয়া দেবতা সভে কহে ইন্দ্রপ্রতি।
রথে করি যুধিষ্ঠিরে আন শীঘ্রগতি॥
এত শুনি দেবরাজ বিপ্ররূপ ধরি।
যুধিষ্ঠিরে ছলিবারে আইল শীঘ্র করি॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাজা করেন প্রণতি।
আশীর্ব্বাদ করিলেন কপট দ্বিজাতি॥
জিজ্ঞাসিল যুধিষ্ঠিরে কপট ব্রাহ্মণ।
বড় পুণ্যবান তুমি আইলা কোন জন॥
কোন দ্বীপে রাজা ছিলা কৈলা কত দান।
কোন পুণ্য স্বদেহে আইলা দেবস্থান॥
এত শুনি নৃপতি কহেন যোড় হাতে।
পরিচয় মহাশয় কহিব তোমাতে॥
জম্বুদ্বীপ নামে আছে এক পৃথিবীতে।
যাতে জন্মিলেন ব্রহ্ম ভার নিবারিতে॥
চন্দ্রবংশে দেবঅংশে হস্তিনায় ধাম।
পাণ্ডুপুত্র ঋষিগোত্র যুধিষ্ঠির নাম॥
রাজ্যলোভে স্ববান্ধবে বধিলাম রণে।
লোভে পাপ পাছে তাপ হৈল মম মনে॥
জ্যেষ্ঠ তাত সহ মাতৃ গেল তপোবনে।
পঞ্চ ভাই দুঃখ পাই ভ্রমি নানা স্থানে॥
আমার বিষাদ দেখি দেব নারায়ণ।
আজ্ঞা দেন কর রাজা স্বর্গআরোহণ॥
কলিঅবতার হবে দ্বাপরের শেষ।
এত বলি স্বস্থানে গেলেন হৃষীকেশ॥
যদুবংশ করি ধ্বংস ব্রহ্ম শাপছলে।
আপনি বৈকুণ্ঠে বিষ্ণু গেলেন কৌশলে॥
তবে মোরা পঞ্চ ভাই করিয়া বিচার।
পৌত্রে সমর্পণ করি রাজ্যঅধিকার॥
পঞ্চ ভাই ভার্য্যা সহ আসি স্বর্গপথে।
হিমশীতে পঞ্চ জন পড়িল পর্ব্বতে॥
শোক দুঃখ সন্তাপে তাপিত মম মন।
এই নিজ তত্ত্ব দ্বিজ করি নিবেদন॥
একেশ্বর দ্বিজবর যাব স্বর্গপুরী।
সুমেরু পর্ব্বতে গিয়া দেখিব মুরারি॥
কিম্বা প্রাণ যাকু কিম্বা যাই স্বর্গ পুরে।
করিয়া সংকল্প এই আসি এত দূরে॥
কত দূর আছে স্বর্গ কহ দ্বিজবর।
যাইতে পারিব কি বা যাবে কলেবর॥
ব্রাহ্মণ বলেন শুন ধর্ম্ম নৃপবর।
এখনি দেখিবা রাজা পঞ্চ সহোদর॥
কুরুক্ষেত্রে যে ছিল আঠার অক্ষৌহিণী।
সভাকারে ক্ষণেকে দেখিবা নৃপমণি॥
এড়াইয়া আইলা দুঃখ আর চিন্তা নাই।
আমি লৈয়া যাব তোমা ঈশ্বরের ঠাঁই॥
নিকট হইল স্বর্গ যাবা মুহূর্ত্তেকে।
শোক দুঃখে ক্ষমা দেহ জানাই তোমাকে॥
ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরে কথা হয় এই মতে।
তথা ধর্ম্ম আইলেন কুক্কুররূপেতে॥
শব্দ করি ব্রাহ্মণে খাইতে শ্বন যায়।
দণ্ড লৈয়া ব্রাহ্মণ প্রহারে তার গায়॥
নির্ঘাত প্রহার করে কুক্কুরের দেহে।
পরিত্রাণ ডাকি শ্বন যুধিষ্ঠিরে কহে॥
ওহে পৃথিবীর রাজা মহা পুণ্যবান।
নির্দ্দয় ব্রাহ্মণ বধে কর পরিত্রাণ॥
দণ্ডের প্রহারে মোর কম্পমান তনু।
উদ্ধার করিতে কেহ নাহি তোমা বিনু॥
কুক্কুকের বাক্যে রাজা উঠি যোড়হাতে।
বলেন বিনয় করি বিপ্রের সাক্ষাতে॥
নাহি মার কুক্কুরেরে শুন দ্বিজবর।
শুনিয়া বিপ্রের ক্রোধ বাড়িল বিস্তর॥
হাতে দণ্ড করি বলে নৃপতির প্রতি।
মোর হাতে কুক্কুরের নাহি অব্যাহতি॥
পুণ্যহীন কুক্কুরের নাহি পরিত্রাণ।
পুণ্য বিনা স্বর্গে বাস নাহি মতিমান॥
ভূপতি বলেন রাখ কুক্কুরের প্রাণ।
মর্ত্ত্যের অর্দ্ধেক পুণ্য দিব আমি দান॥
যুধিষ্ঠিরবাক্য শুনি ধর্ম্ম হাসি মনে।
ধরিলেন নিজমূর্ত্তি রাজাবিদ্যমানে॥
তদন্তরে দেবরাজ নিজ মূর্ত্তি হৈয়া।
পরিচয় করিলেন হাসিয়া হাসিয়া॥
ধর্ম্মে ইন্দ্রে দেখি রাজা আপন নয়নে।
লোটাইয়া অষ্টাঙ্গে পড়িলেন চরণে॥

কোলে করি ধর্ম্ম সাধু বলেন তাঁহাকে।
তুমি পুত্র যুধিষ্ঠির না চিন আমাকে ॥
ধর্ম্ম বলি মর্ত্যলোকে বলয়ে তোমারে।
তোমা জন্মাইনু আমি কুন্তীর উদরে ॥
ইহ ইন্দ্র দেবরাজ স্বর্গঅধিপতি।
আইস পুত্র কোলে করি কেন দুঃখ মতি ॥
তোমার চরিত্র প্রচারিল ত্রিভুবনে।
স্বর্গপুরে চল চড় পুষ্পক বিমানে ॥
পদব্রজে পর্ব্বতে পায়েছ বড় পীড়া।
একে সুকোমল তনু শোক চিন্তা বেড়া ॥
সর্ব্ব দুঃখ হৈল দূর চল স্বর্গপুরে।
মাতা পিতা দেখিবা সকল সহোদরে ॥
এতেক কহেন যদি ধর্ম্ম মহাশয়।
আনন্দিত হইলেন ধর্ম্মের তনয় ॥
ভারত অপূর্ব্ব কথা স্বর্গ আরোহণে।
যুধিষ্ঠির স্বর্গে যান কাশীদাস ভণে ॥

অথ যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপুরী গমন।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

ধর্ম্মআদি দেবচয় দেখি রাজা সবিনয়
প্রণাম করেন সভাকারে।
মাতলি ইঙ্গিত পায়ে দিব্য পুষ্পরথ লয়ে
যোগাইল রাজা যুধিষ্ঠিরে ॥
ধর্ম্ম ইন্দ্র দুই জনে গন্ধমাল্য আভরণে
যুধিষ্ঠিরে করেন ভূষিত।
বিবিধ বন্ধন ছান্দ মস্তকে মুকুট বান্ধে
কিন্নর গন্ধর্ব্ব গায় গীত ॥
পারিজাত পুষ্পমালা শোভিত রাজার গলা
বাজে শঙ্খ মৃদঙ্গ কাহাল। [ছে
উর্ব্বশীপ্রভৃতি নাচে কেহ আগে কেহ পা
জয় শব্দ কৎস করতাল ॥
মাতলি সারথি রথে ধর্ম্ম ইন্দ্রআদি সাথে
বায়ু চন্দ্র বরুণ হুতাশ।
কেহ ছত্র শিরে ধরে হুলাহুলি জয় স্বরে
কেহ করে চামর বাতাস ॥ [ইয়া
কেহ আগে যায় ধায়া পঞ্চ বাদ্য বাজা
পুষ্পবৃষ্টি আনন্দে প্রচুর।
মুনিগণ বেদ গান ধর্ম্মপুত্র স্বর্গে যান
মুহূর্ত্তে গেলেন সুরপুর ॥

প্রথমে দেখেন চারু পারিজাত পুষ্পতরু
নানাবর্ণে দেবের নগর।
চারি পাশে সারি২ অতিমনোহর পুরী
হাট বাট নাহি পাঠান্তর ॥
দেখি রাজা পুণ্যকারী সকল সুবর্ণপুরী
সর্ব্বগৃহে কিন্নরের গান।
সদা মহানন্দময় নাহি জরা মৃত্যু ভয়
কৌতুকে বিহরে পুণ্যবান ॥
স্বর্গ গত নরবর তারে দেখি পুরন্দর
বসাইল স্বর্ণ সিংহাসনে।
পদ পাখালিতে বারি পূরিয়া সুবর্ণ ঝারি
যোগাইল যত দাসগণে ॥ [হারে
ইন্দ্রআজ্ঞা পায়ে পরে নানা দ্রব্য উপ
ভোজন করায় নরনাথে।
কর্পূর তাম্বূল দিয়া পালঙ্কেতে বসাইয়া
ইন্দ্র আশ্বাসিল ধর্ম্মসুতে ॥
বিদ্যাধরী শত শত স্বর্গে বৈসে যত যত
নৃত্য করে রাজার সমীপে।
তুম্বুরু গন্ধর্ব্বআদি গায় গীত স্বর সাধি
সুরপুরী মোহিত আলাপে ॥
ইন্দ্র বলে যুধিষ্ঠির তুমি পুণ্যআত্মা ধীর
নরদেহে আইলা স্বর্গপুরে।
এ পুরী অমরাবতী হও তুমি শচীপতি
যুক্তি আইসে আমার বিচারে ॥
শুনিয়া ইন্দ্রের বাণী যুধিষ্ঠির নৃপমণি
বলিছেন বিনয় বচন।
তব বাক্যে পাই ত্রাস কেন কর পরিহাস
আমি মূঢ়মতি অকিঞ্চন ॥
সত্য কৈনু মর্ত্যপুরী বৈকুণ্ঠে দেখিব হরি
তুমি মোর সব দুঃখ জান।
তুমি পিতা দেব আর্য্য কর মম এই কার্য্য
স্বর্গসুখে নাহি মম মন ॥
শুনি ইন্দ্র বলে বাণী অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী
পঞ্চ ভাই শতেক কৌরবে। [মাত
পিতা জ্যেঠা খুড়া তাত জ্ঞাতি গোত্র পিতৃ
সভা সঙ্গে বৈকুণ্ঠে মিলিবে ॥
এত বলি সেইক্ষণে পুষ্পরথ আরোহণে
পাঠাইল স্বর্গ পরকাশ।
ভারত সংগীত গীত হেতু সুজনের প্রীত
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

## অথ যুধিষ্ঠিরের বৈকুণ্ঠে গমন ও শ্রীকৃষ্ণের সহিত আলাপ।

### পয়ার।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জনমেজয়।
নিজ পুণ্যে স্বর্গে যান ধর্ম্মের তনয়॥
পুষ্পরথে আরোহিয়া যান বিষ্ণুপুরে।
আগে পাছে মুনিগণ জয় শব্দ করে॥
রম্ভা তিলোত্তমাআদি স্বর্গ বিদ্যাধরী।
কেহ গীত গায় কেহ নাচে তাল ধরি॥
কেহ ছত্র ধরে কেহ চামর বাতাস।
দুই দিগে সারি সারি দেবের আবাস॥
ব্রহ্মলোকে দেখি রাজা ব্রহ্মা চতুর্মুখে।
প্রণমিয়া সংভাষা করিলেন কৌতুকে॥
সমাদর করি ব্রহ্মা করি আলিঙ্গন।
চারি মুখে প্রশংসেন ধর্ম্মের নন্দন॥
তথাহৈতে নরপতি নানা স্বর্গ দেখি।
অপূর্ব্ব কৈলাশ পুরী দেখিয়া কৌতুকী॥
ইন্দ্রখণ্ড জিনি পুরী পরম উজ্জ্বল।
দিবারাত্রি জ্ঞান নাহি সদা ঝলমল॥
গণেশ কার্ত্তিক নন্দি ভৃঙ্গি মহাকাল।
সভা দেখি আনন্দিত ধর্ম্মমহীপাল॥
হরগৌরী দোঁহা দেখি অজিন আসনে।
ভক্তিভাবে দণ্ডবৎ করেন চরণে॥
আইসহ নৃপতি বলেন শূলপাণি।
ভাল হৈল আইলা স্বর্গে ত্যজিয়া অবনী॥
তোমা হেন পুণ্যবান নাহি ত্রিভুবনে।
স্বকায় লইয়া আইলা অমরভুবনে॥
এত বলি করিলেন প্রেমআলিঙ্গন।
প্রণাম করিয়া যান পাণ্ডুর নন্দন॥
কতক্ষণে বৈকুণ্ঠে হইয়া উপনীত।
পুরী দেখি নরপতি হৈলেন চিন্তিত॥
কিরূপে নির্ম্মাণ করিলেন নারায়ণ।
ত্রিভুবনে নাহি পুরী ইহার তুলন॥
রত্নের মন্দির ঘর শত সূর্য্য তেজে।
কলস পতাকা নেত চামর বিরাজে॥
সকল আলয় মণি মরকতময়।
চারু চক্র বিরাজিত পরম সদয়॥
প্রবেশ করেন পুরী জয়২ দিয়া।
রত্নাসনে নারায়ণ দেখিলেন গিয়া॥
রথেহৈতে নামি পুরে যান পদব্রজে।
প্রণাম করেন গিয়া বিষ্ণু চতুর্ভুজে॥
বিদ্যমানে নারায়ণ দেখিয়া নৃপতি।
চমৎকার মানিলেন অঙ্গের বিকৃতি॥
হস্ত পদ সুশোভিত কর্ণে শত দল।
মকর কুণ্ডল কর্ণে করে ঝলমল॥
শ্যাম অঙ্গে পীতাম্বর হাটক নিছনি।
নব জলধর মাঝে যেন সৌদামিনী॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারি হাতে।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ মণি শোভে মরকতে॥
বাম দিগে কমলা দক্ষিণে সরস্বতী।
এই বেশে হৃষীকেশে দেখেন নৃপতি॥
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করি পড়েন চরণে।
বলিছেন নারায়ণ আনন্দিত মনে॥
আইসহ নরপতি ধর্ম্মপুত্র ধর্ম্ম।
চিরকাল না দেখিয়া পাই ব্যথা মর্ম্ম॥
আগুসরি উঠিয়া করেন আলিঙ্গন।
বসিবারে দেন দিব্য কনক আসন॥
পদ পাখালিতে বারি যোগায় দেবতা।
চামর বাতাস করে ইন্দ্র চন্দ্র ধাতা॥
কেহ পাদ পাখালয়ে কেহ পাদ মুছে।
কিন্নরী গন্ধর্ব্বে গায় বিদ্যাধরী নাচে॥
সুখাসনে দুই জনে বসিয়া কৌতুকে।
গোবিন্দ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসেন হাস্যমুখে॥
যুধিষ্ঠির কহিলেন সব অভ্যন্তর।
পরীক্ষিতে করিলাম রাজ্যে দণ্ডধর॥
দ্রৌপদী সহিত পঞ্চ আসি স্বর্গপথে।
মহাহিমে পাঁচ জনে পড়িল পর্ব্বতে॥
শোকে দুঃখে একাকী আইনু স্বর্গলোকে।
শরীর সার্থক হৈল দেখিয়া তোমা[illegible]॥
শুনিয়া কহেন সমাদরে নারায়ণ।
আগে আসিয়াছে তারা আমার সদন॥
শুনি করযোড়ে কন ধর্ম্মের তনয়।
নয়নে দেখিলে তারে হয়ত প্রত্যয়॥
শুনি নারায়ণ তবে সঙ্গেতে লইয়া।
চলেন উত্তর মুখে দ্বার খসাইয়া॥
দক্ষিণেতে হয় শমনের অধিকার।
চর্ম্ম চক্ষে দেখে তথা সর্ব্ব অন্ধকার॥
সেই পুরে প্রবেশ করেন নরপতি।
দেখিতে না পান রাজা কেবা আছে কতি॥
যুধিষ্ঠিরে সভে পাইয়া জ্ঞাতিগোত্রগণে।
চতুর্দ্দিগে ডাকে সভে হরষিত মনে॥

দ্রোণ কর্ণ ভীষ্ম শত ভাই দুর্য্যোধন ।
ধৃতরাষ্ট্র বিদুর শকুনি দুঃশাসন ॥
ভীমার্জ্জুন সহদেব নকুল সুন্দর ।
ঘটোৎকচ জয়দ্রথ বিরাট উত্তর ॥
অভিমন্যু বিকর্ণ পাঞ্চালী পুত্রগণে ।
কুন্তী মাদ্রী দুই দেখি পাণ্ডু রাজাসনে ॥
দ্রৌপদী গান্ধারী আদি যত কুরুনারী ।
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী আছে সেই পুরী ॥
সভে বলে যুধিষ্ঠিরে তুমি পুণ্যবান ।
স্বকায়ে দেখিলা স্বর্গ দেব ভগবান ॥
অল্প পাপহেতু মোরা নাহি পাই ক্লেশ ।
দরশনে উদ্ধারিলা লহ নিজদেশ ॥
তোমা দরশনে দুঃখ হইল বিনাশ ।
চন্দ্রের সদৃশ যেন তোমার প্রকাশ ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির চান চারি পানে ।
দেখিতে না পান মাত্র শুনেন শ্রবণে ॥
নরক দেখিয়া রাজা মনে পায়ে ভয় ।
অনুমানে বুঝিলেন এই যমালয় ॥
ভাবিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন কৃষ্ণেরে ।
কেন কৃষ্ণ নাহি দেখি জ্ঞাতি বান্ধবেরে ॥
কেন বা হইল মম নরক দর্শন ।
বিশেষ কহিয়া কৃষ্ণ স্থির কর মন ॥
গোবিন্দ বলেন রাজা করহ শ্রবণ ।
কিছু পাপহৈতে হৈল নরক দর্শন ॥
জ্ঞাতিগোত্র নাহি দেখ তথির কারণে ।
পাপক্ষয় হৈল এবে ভয় ত্যজ মনে ॥
জনমেজয় জিজ্ঞাসিল কহ মুনিবর ।
কোন পাপ করিলেন ধর্ম্ম নৃপবর ॥
আজন্ম তপস্বী জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী ।
দানধর্ম্মে মতি সদা পাতক বিবাদী ॥
তাহার হইল পাপ কেমন প্রকারে ।
মুনিবর বিস্তারিয়া কহিবা আমারে ॥
ভারত পঙ্কজে রবি মহামুনি ব্যাস ।
পাঁচালি প্রবন্ধে বিরচিল কাশীদাস ॥

### অথ যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শনের হেতু ও শ্বেতদ্বীপে গিয়া স্বজন দর্শনাদি ।

মুনি বলে জনমেজয় শুন সাবধানে ।
যুধিষ্ঠিরে পাপ হৈল যাহার কারণে ॥
ভারত সমরে যবে হৈল মহারণ ।
অর্জ্জুনের সারথি হৈলেন নারায়ণ ॥
মারিলেন বহু সৈন্য উপায় করিয়া ।
ভীষ্ম বীরে মারিলেন শিখণ্ডী রাখিয়া ॥
তবে সেনাপতি হৈল দ্রোণ মহাশয় ।
অশ্বত্থামা তার পুত্র সমরে দুর্জয় ॥
অনেক প্রকারে দ্রোণ না হয় বিনাশ ।
দেখিয়া উপায় করিলেন শ্রীনিবাস ॥
কপটে মারেন হস্তি অশ্বত্থামা নামে ।
অশ্বত্থামা হত শব্দ হইল সংগ্রামে ॥
শুনি চমৎকার হৈল দ্রোণের অন্তরে ।
অশ্বত্থামা হত হরি কহেন সমরে ॥
প্রত্যয় না যায় দ্রোণ কৃষ্ণের উত্তরে ।
সত্য মিথ্যা জিজ্ঞাসিল রাজা যুধিষ্ঠিরে ॥
দ্রোণবাক্য শুনিয়া চিন্তিত নৃপমণি ।
কিরূপে কহিব আমি এ অসত্য বাণী ॥
কৃষ্ণ বলিলেন রাজা না কহিলে নয় ।
মিথ্যা না কহিলে দ্রোণ নাহি হয় জয় ॥
পুনঃ২ নিন্দা করি বলে বৃকোদর ।
অশ্বত্থামা হত দ্রোণে কহ নৃপবর ॥
মিথ্যা বাক্য ভয় যদি কর নৃপবর ।
অশ্বত্থামা হত ইতি বল লঘুস্বর ॥
সঙ্কটে পড়িয়া রাজা না কহিলে নয় ।
ডাকিয়া দ্রোণেরে বলিলেন মহাশয় ॥
অশ্বত্থামা হত হৈল ইহা আমি জানি ।
লঘু শব্দে গজ ইতি বলেন আপনি ॥
অশ্বত্থামা হত শুনি ধর্ম্মের বদনে ।
দ্রোণাচার্য্য পুত্রশোকে প্রাণ দিল রণে ॥
এই পাপ করিলেন ধর্ম্মের নন্দন ।
তোমারে জানাই এই পূর্ব্বের কথন ॥
জনমেজয় বলে তবে কহ মুনিবর ।
পিতামহে লৈয়া কি করিলেন শ্রীধর ॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের কুমার ।
এইরূপে যুধিষ্ঠির দেখি অন্ধকার ॥
গোবিন্দেরে জিজ্ঞাসেন পাপের কারণ ।
কপট করিয়া কহিলেন নারায়ণ ॥
কৌরব সহিত যবে হইল সমর ।
চক্রব্যূহ করি যুঝে দ্রোণ ধনুর্দ্ধর ॥
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে জর্জরিত করিল তোমারে ।
অভিমন্যু ডাকি তুমি কহিলা তাহারে ॥
পিতার সমান তুমি মহা শুদ্ধমতি ।
ব্যূহ ভেদি মার পুত্র দ্রোণ মহারথী ॥
গুরুবধে আজ্ঞা দিলা হৈয়া ক্রোধ মন ।
দ্বিতীয় অবধ্য জাতি হয়ত ব্রাহ্মণ ॥

গুরুবধ মহাপাপ শুন নরপতি।
সেই মহাপাপ তব হৈল মহামতি ॥
পাপেতে নরক রাজা দেখ অন্ধকার।
রাজা বলিলেন কর সঙ্কটে উদ্ধার ॥
তবে হরি অনুজ্ঞা দিলেন খগেশ্বরে।
শ্বেত দ্বীপ সরোবরে লহ নৃপবরে ॥
পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিব আপনি।
দেখাইব ধর্ম্মে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী ॥
বিষ্ণুর বচন শুনি খগ মহাবীর।
যুধিষ্ঠিরে লৈয়া গেল সরোবরতীর ॥
পাখশাটে পর্ব্বত উড়িয়া যায় দূরে।
মুহূর্ত্তেকে সেই দ্বীপে গেল খগেশ্বরে ॥
সরোবর দেখিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ বিদ্যাধরগণ ॥
জলে জলচরগণ নানা ক্রীড়া করে।
ঋষি মুনি মুনীন্দ্র যোগেন্দ্র চারি তীরে ॥
বিচিত্র উদ্যান বন নগর চত্বর।
বৈকুণ্ঠ সমান পুরী অতিমনোহর ॥
বিহরে দেবতা তথা দেবকন্যা লৈয়া।
কেহ হর হরি পূজে হরষিত হৈয়া ॥
অনেক ঈশ্বর মূর্ত্তি সর্ব্ব দেব স্থান।
ভ্রমর ঝঙ্কারে মত্ত কোকিলের গান ॥
মনুষ্য হইয়া যদি তাতে স্নান করে।
দেব দেহ পায়ে যায় বৈকুণ্ঠ নগরে ॥
হেন সরোবর দেখি ধর্ম্মের নন্দন।
মহাজলে স্নান করি করেন তর্পণ ॥
মানব শরীরে তথা দেব দেহ পান।
দুঃখ শোক পাসরিয়া সর্ব্ব সিদ্ধ হন ॥
নর দেহ এড়ি রাজা দেব দেহ ধরে।
পৃষ্ঠে করি গরুড় উড়িল বায়ুভরে ॥
মুহূর্ত্তেকে গেল যথা দেব নারায়ণ।
চতুর্ভুজে ধর্ম্মরাজে কৈল সমর্পণ ॥
রাজারে দেখিয়া কৃষ্ণ কহেন হাসিয়া।
নিমিষ নাহিক আর নাহি অঙ্গছায়া ॥
কিরূপ আছিলা রাজা হইলা কিরূপ।
বিচারিয়া মনে বুঝ আপন স্বরূপ ॥
ভূপতি বলেন শুন অনাদি গোসাঁই।
তোমার প্রসাদে মম পূর্ব্বরূপনাই ॥
দেবত্ব পাইনু মম হেন হয় জ্ঞান।
তোমার অসাধ্য কিছু নাহি ভগবান ॥
জতুতে রাখিলা হরি অশেষ সঙ্কটে।
রাজ পুরী এড়ি সদা ভক্তের নিকটে ॥
রাজসূয় করাইলা হইলা বন্ধুবল।
শিশুপাল দন্তবক্রে দিলা প্রতিফল ॥
রাখিলা দ্রৌপদীর লজ্জা কৌরব সমাজে।
দ্বাদশ বৎসর রক্ষা কৈলা বনমাঝে ॥
দুর্ব্বাসারে দুর্য্যোধন পাঠাইল যবে।
সেই দিন সমাধা সে করিত পাণ্ডবে ॥
নিশাকালে রক্ষা কৈলা কাননেতে গিয়া।
মোহিলা মুনির মন বিষ্ণুমায়া দিয়া ॥
তদন্তরে সন্দীপন মুনির আশ্রমে।
আমুহেতু সঙ্কটে তারিলা পথশ্রমে ॥
অজ্ঞাত বৎসর এক বিরাট ভুবনে।
শত্রু হৈতে রক্ষা কৈলা চক্রআচ্ছাদনে ॥
তাহার অন্তরে মম রাজ্যের লাগিয়া।
আপনি হস্তিনাপুরী গেলা দূত হৈয়া ॥
আমারে বিভাগ নাহি দিল দুর্য্যোধনে।
বান্ধিয়া রাখিতে তোমা বিচারিল মনে ॥
আপনি বিরাট মূর্ত্তি দেখাইলা তারে।
সমূলে করিলা ক্ষয় ভারত সমরে ॥
জ্ঞাতি বধ পাপে মম শরীর বিকল।
অশ্বমেধ করাইলা হইয়া সবল ॥
পুত্র হস্তে অর্জ্জুন মরিল মণিপুরে।
প্রাণ দিয়া যজ্ঞ পূর্ণ কৈলা গদাধরে ॥
তোমার অসাধ্য কর্ম্ম নাহিক গোঁসাই।
দৈত্যগণ দানব নাশিলা কত ঠাঁই ॥
কংস কেশী অঘ বক ধেনুক বারণ।
তৃণাবর্ত্ত পূতনার হরিলা জীবন ॥
নরকে মারিয়া খণ্ডাইলা ক্ষিতিভার।
অনন্ত তোমার নাম অনন্তাবতার ॥
মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ হইয়া খর্ব্ব রূপে।
পাতালে রাখিলা তুমি ছলি বলিভূপে ॥
ভৃগুরাম রামচন্দ্র কামপাল রাম।
বৌদ্ধ কল্কী নারায়ণ নরসিংহ শ্যাম ॥
বারে২ জন্ম লও দুষ্ট বিনাশিতে।
যুগে২ অবতার দেবতার হিতে ॥
তোমার চরিত্র চারি বেদে না নিরখি।
জ্ঞাতি গোত্র দেখাইয়া কর মোরে সুখি ॥
রাজার বিনয় বাক্য শুনি নারায়ণ।
আশ্বাসিয়া কহিলেন বিনয় বচন ॥
সর্ব্ব দুঃখ গেল রাজা না কর সন্তাপ।
সবন্ধু কুটুম্ব গোত্র দেখহ মা বাপ ॥
এত বলি যান হরি ভূপতিরে লৈয়া।
কুরুপুরে প্রবেশেন দ্বার ঘুচাইয়া ॥

রাজারে কহেন হরি শুন ধর্ম্মপুত্র।
অনুপম দেখহ দ্বিতীয় কুরু ক্ষেত্র॥
হস্তি ঘোড়া রথ রথী পত্তি পরিকর।
একে২ প্রত্যক্ষ দেখহ নরেশ্বর॥
পিতা পাণ্ডু দেখ রাজা জননী কুন্তীকে।
শ্বেত ছত্র বিরাজিত রাজার মস্তকে॥
বামে মাদ্রী বসিয়াছে মদ্রের কুমারী।
ধৃতরাষ্ট্র বসিয়াছে সহিত গান্ধারী॥
দেখহ বিকর্ণ কর্ণ কৌরব কুমার।
দুর্য্যোধন শত ভাই সহ পরিবার॥
ভগদত্ত শল্য মদ্ররাজ জয়দ্রথ।
অভিমন্যু ঘটোৎকচ সুরথ ভরত॥
বিরাট দ্রুপদ দেখ স্বপুত্র সহিতে।
পাঞ্চালীর পঞ্চ পুত্র দেখহ সাক্ষাতে॥
শিশুপাল সুশর্ম্মা মগধ নৃপমণি।
একে২ দেখ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী॥
শকুনি উত্তর পুণ্ড্র দ্রোণাচার্য্য গুরু।
ভগদত্ত শল্য রাজা সিন্ধু ভীমউরু॥
পঞ্চ জন পড়িল আসিতে স্বর্গপথে।
চারি ভাই দেখ রাজা দ্রৌপদী সহিতে॥
বিস্ময় মানিয়া রাজা কৃষ্ণের বচনে।
চিত্রের পুতলি প্রায় চান চারি পানে॥
পাসরিয়া সকল মর্ত্ত্যের শত্রু কার্য্য।
যথাযোগ্য মিলন করেন হৈয়া ধৈর্য্য॥
আনন্দসাগরে মত্ত হৈল তনু মন।
যুধিষ্ঠিরে দেখিয়া সানন্দ জ্ঞাতিগণ॥
কেহ আশীর্ব্বাদ করে কেহ প্রণিপাত।
পিতা মাতা জ্যেষ্ঠতাতে বন্দে নরনাথ॥
দ্রোণ কর্ণ বীরে করি দণ্ডবত নতি।
[illegible]তে রাজা দেখি গোত্র জ্ঞাতি॥
হৃষ্ট হৈয়া করিছেন কৃষ্ণের স্তবন।
তব মায়া কে বুঝিতে পারে নারায়ণ॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি হর্ত্তা কর্ত্তা।
প্রধান পুরুষ তিন ভুবনের ভর্ত্তা॥
মীনরূপে বেদ উদ্ধারিলা তুমি জলে।
কূর্ম্মরূপে ধরণী ধরিলা অবহেলে॥
ধরিয়া বরাহ কায় দন্তে কৈলা ক্ষিতি।
হিরণ্যকশিপুহন্তা নৃসিংহ মূরতি॥
বামন আকারে বলি নিলা রসাতলে।
তিন পদে ত্রিভুবন ব্যাপিল সকলে॥
রাম রূপে রাবণের সবংশে সংহার।
নিক্ষত্রা করিলা ভৃগুরাম অবতার॥
সূর্য্যসুতা আকর্ষিলা বলরামরূপে।
কল্কীরূপে বিনাশ করিলা ম্লেচ্ছ ভূপে॥
ঋষি মুনি যোগী যার না পায় তদন্ত।
চারি বেদে যাহার ক্রিয়ার নাহি অন্ত॥
মোরে উদ্ধারিলা মহাবিপদ তরণী।
রহিল অদ্ভুত কীর্ত্তি যাবত ধরণী॥
এত স্তুতি নৃপতি করেন নারায়ণে।
সন্তুষ্ট করেন হরি তাঁরে আলিঙ্গনে॥
গোবিন্দ বলেন রাজা তুমি মম প্রাণ।
সশরীরে আইলা আমার বিদ্যমান॥
কৃষ্ণের আদেশে রাজা পরিজন লৈয়া।
রহেন হরির পুরে হরষিত হৈয়া॥
অশ্বমেধ সাঙ্গ হৈল স্বর্গ আরোহণ।
পাইল পরম পদ পাণ্ডু পুত্রগণ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন জনমেজয়।
অষ্টাদশ পর্ব্ব সাঙ্গ পাণ্ডব বিজয়॥
ব্রহ্ম বধ পাপ মুক্ত হৈল অতঃপরে।
দান তপ দ্বিজ সেবা পূজ বৈশ্বানরে॥
শুক্লবর্ণ চান্দোয়া দেখহ বিদ্যমানে।
কৃষ্ণবর্ণ দূর হৈল ভারত শ্রবণে॥
দেখি সব সভাসদ হরিষ বিস্ময়।
ব্রহ্মহত্যা পাপমুক্ত হৈল জনমেজয়॥
সাধু শব্দ জয় শব্দ হৈল দশদিগে।
আকাশে কুসুম বৃষ্টি করে দেব ভাগে॥
সুগন্ধি পবন বহে ঝরে মকরন্দ।
ভারত সম্পূর্ণ হৈল দেবের আনন্দ॥
জনমেজয় প্রশংসিয়া গেল দেবগণে।
কিন্নর গন্ধর্ব্ব গায় নাচে হৃষ্টমনে॥
দুন্দুভি মৃদঙ্গ শঙ্খ কাংস্য করতাল।
ঝাঁঝরি মহুরী বাজে শুনিতে রসাল॥
পটহ ডিমক ঢক্কা শানি বীণা বেণু।
চন্দনের ছড়া দিয়া নিবারিল রেণু॥
তবে জনমেজয় রাজা পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া
মুনির চরণে পড়ি কহে লোটাইয়া॥
নিস্তার করিলা মোরে মহাপাপহৈতে।
বিখ্যাত তোমার কীর্ত্তি রহিল জগতে॥
লক্ষ শ্লোক ভারত রাখিলা কলিযুগে।
কত পাপী পার হবে এই পাপ ভোগে॥
এত বলি পদে পূজা কৈল কায় মনে।
বস্ত্র অলঙ্কার মাল্য কুঙ্কুম চন্দনে॥
পাদোদক পান কৈল গোষ্ঠীর সহিত।
সভাখণ্ড মুনিরে পূজিল যথোচিত॥

বিদায় হইয়া গেল যত মুনিগণ।
তপোবনে চলিলেন শ্রীবৈশম্পায়ন ॥
মুক্ত হৈয়া কৈল রাজা পঞ্চ তীর্থে স্নান।
দ্বিজগণে দিল পূর্ণ গবী ভূমিদান ॥
অনলে ঢালিল ঘৃত সহস্র কলশ।
মিষ্টান্ন ভোজনে বিপ্রগণে কৈল বশ ॥
দিলেন অপূর্ব্ব বস্ত্র দিব্য আভরণ।
দক্ষিণা পাইয়া গৃহে গেল দ্বিজগণ ॥
করাইল জ্ঞাতি গোত্র সভারে ভোজন।
রাম নাম মহামন্ত্র করিল কীর্ত্তন ॥
দুন্দুভি শবদে নৃত্য করে বিদ্যাধরী।
ভারত সম্পূর্ণ হৈল বল হরি হরি ॥
নিষ্পাপ শরীর রাজা পাত্র মন্ত্রী লৈয়া।
রাজ্য করে জনমেজয় হরষিত হৈয়া ॥
অষ্টাদশ পর্ব্ব সাঙ্গ হৈল এত দূরে।
যাহার শ্রবণে মহাপঞ্চ পাপ তরে ॥
শুদ্ধ মতি যার যেবা এক পর্ব্ব শুনে।
অশ্বমেধ ফল হয় ব্যাসের বচনে ॥
যার গৃহে থাকে গ্রন্থ সম্পূর্ণ ভারত।
লক্ষ্মী সঙ্গে নারায়ণ থাকেন সতত ॥
অগ্নি ভয় জ্বর চোর ভয় মৃত্যু ভয়।
পাপ তাপ শোক দুঃখ সব হয় ক্ষয় ॥
রাজদণ্ড যম দণ্ড অকালে মরণ।
প্রেত ভূত মারী যক্ষ গন্ধর্ব্ব চারণ ॥
সম্পূর্ণ ভারত গ্রন্থ থাকে যার ঘরে।
এ সকল পীড়া তারে কভু নাহি ধরে ॥
বন্ধ্যা নারী পুত্র পায় একান্তে শুনিলে।
জ্ঞান বৃদ্ধি বল বৃদ্ধি তরে পরকালে ॥
বিপ্রের বিজ্ঞান বাড়ে নৃপতির রাজ্য।
আর যার যেই বাঞ্ছা সিদ্ধ সর্ব্ব কার্য্য ॥
বৈশ্য শূদ্র শুনিলে বাড়য়ে ধনধান্যে।
পাপী জন শুনে স্বর্গে যায় মহাপুণ্যে ॥
রাজা যেই বাঞ্ছা করি শুনয়ে ভারত।
গোবিন্দ করেন পূর্ণ তার মনোরথ ॥
ব্যাসের বচন ইথে নাহিক অন্যথা।
সকল গ্রন্থের সার ভারতের কথা ॥
শুচি হৈয়া শুদ্ধ চিত্তে শুনে যেই জন।
অন্তকালে স্বর্গপুরে দেখে নারায়ণ ॥
শ্লোক ছন্দে বিরচিল মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে আমি করিনু প্রকাশ ॥
ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ ব্যাস সিঙ্গু গ্রাম।
প্রিয়াকরদাসপুত্র সুধাকর নাম ॥
তৎ পুত্র কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা।
কৃষ্ণদাসাত্মজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ॥
পাঁচালি প্রকাশি কহে কাশীরাম দাস।
অলি হব কৃষ্ণপদে মনে অভিলাষ ॥
হরিধ্বনি কর সভে গোবিন্দের প্রীতে।
অন্তকালে স্বর্গপুরে যাবা আনন্দেতে ॥
সর্ব্ব শাস্ত্র বীজ হরি নাম দুই অক্ষর।
আদি অন্ত নাহি যার বেদে অগোচর ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে মজিবে কৃষ্ণে দেহ।
কৃষ্ণের মুখের আজ্ঞা নাহিক সন্দেহ ॥
পাঁচালি বলিয়া মনে না করিহ হেলা।
অনায়াসে পাপ নাশে গোবিন্দের লীলা ॥
নীচগৃহে থাকিলে ভারত নহে দুষ্ট।
অনায়াসে শুনিলে পাতক হয় নষ্ট ॥
সম্পূর্ণ হইল হরি বল সর্ব্বজন।
এত দূরে সাঙ্গ হৈল স্বর্গআরোহণ ॥
কাশীদাস বিরচিল গোবিন্দ ভাবিয়া।
পাইবা পরম সুখ শুন মন দিয়া ॥

ইতি স্বর্গারোহণপর্ব্ব সমাপ্তং।